শারদাতিলকতন্ত্রম্

(মূল, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সমেত)

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভূতপূর্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিতং অনূদিতং বিবৃতঞ্চ

নবভারত পাবলিশার্স
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

[illegible] টাকা

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

Śaradatilakatantra

শারদাতিলকতন্ত্রম্

(মূল, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সমেত)

Sastri Pancanana

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভূতপূর্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিতং অনূদিতং বিবৃতঞ্চ

Tantras

//

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম নবভারত সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৮৯

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর : অসীম সাহা, দি প্যারট প্রেস : ৭৬/২ বিধান সরণী (ব্লক কে ওয়ান), কলিকাতা-৬

ভূমিকা

এক সময়ে এই দেশে কোন কোন শিক্ষিত সম্প্রদায় তন্ত্র শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া মনে করিতেন না, তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া কলাপের প্রতি শ্রদ্ধাও প্রকাশ করিতেন না; পরন্তু নাসিকা কুঞ্চন করিয়া অবজ্ঞাই করিতেন। সার জন্ উড্রফ্ মহাসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সান্নিধ্যে আসিয়া যখন তন্ত্র শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া বুঝিলেন এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াসমূহের বিস্ময়কর ফল দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তখন তিনি তন্ত্র সম্বন্ধে ইংরাজিতে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। যাঁহারা সার জন্ উড্রফের এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই পূর্বধারণা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেল। আর তাঁহারা অবজ্ঞা করিতে সাহস করিলেন না, পরন্তু অনেকেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই ইতিহাস বোধ হয় অনেকেই জানেন।

বেদের যেমন বিরোধী সম্প্রদায় ছিল, তন্ত্রেরও সেইরূপ বিরোধী সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু তাহাতে যেমন বৈদিক সম্প্রদায় বা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বিলোপ হয় নাই, তদ্রূপ তান্ত্রিক সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের বিলোপ হয় নাই। যাঁহাদের বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে সে ধারা আজও অব্যাহত রহিয়াছে। বস্তুতঃ বেদ বা তন্ত্র যদি অপ্রমাণ বা মিথ্যাশাস্ত্র শাস্ত্র হইত, তবে বেদবিহিত বা তন্ত্র বিহিত কোন কর্মের কোন ফলই দেখা যাইত না। কিন্তু বেদ বিহিত যাগ যজ্ঞাদির যেমন ফল দেখা যায়, তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপেরও সেইরূপ ফল দেখা যায়। ন্যায় মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট কাশ্মীর রাজের কারাগারে আবদ্ধ হইয়া সেই কারাগারের মধ্যে বসিয়া যে ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন— তাঁহার পিতামহ যাগ করিয়া গৌরমূলক নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই যাগবিধায়ক শাস্ত্র যদি মিথ্যা হইত, তবে তাঁহার ফলপ্রাপ্তি কিরূপে হইল? অনাবৃষ্টি নিবারক কারীরী যাগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হয়, বসুমতী যাগ করিলে ধনবৃদ্ধি হয়। তন্ত্রোক্ত মারণাদি ষট্ কর্ম করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফল দেখা যায়। তন্ত্রোক্ত বিধানে সম্পুট বা শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করিলে

চিকিৎসক পরিত্যক্ত মুমূর্ষু রোগীরও রোগ নিবৃত্তি হয়। তন্ত্রোক্ত বিধানে কলাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করিলে বহু অপুত্রক ব্যক্তিও পুত্রবান্ হয়। আমি জানি—যাঁহারা এই সমস্ত তন্ত্রোক্ত কর্ম করিয়া ফল পাইয়াছেন, তাঁহারা এখনও এই কলিকাতায় জীবিতই আছেন। এই সমস্ত শাস্ত্র যদি মিথ্যা হইত, তবে এই সমস্ত কর্মের এই সমস্ত ফল হইত কি ?

এখন প্রশ্ন হয় যে, যদি এই সমস্ত কর্ম যথার্থ ফলপ্রদ হয়, তবে সকল স্থলেই উহা ফলপ্রদ হইবে। কলাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করিলে কেহ পুত্রলাভ করে, কেহ বা পুত্রলাভ করে না কেন ? তাঁহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যেখানে কর্ম করিলেও কোন ফল হয় না, বুঝিতে হইবে সেখানে কর্ম বিগুণ হইয়াছে অর্থাৎ সেখানে কর্মটি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই। মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসা দর্শনে ইহাই বলিয়াছেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—কর্মের এ শক্তি আছে, সে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বা অনুগ্রহকে অপেক্ষা না করিয়াই সমস্ত ফল প্রদান করিতে পারে। যেখানে প্রাক্তন প্রবল দুরদৃষ্ট বশে ফল উৎপন্ন হইবে না, সেখানে ঐ দুরদৃষ্টই মানুষের সমস্ত সতর্কতাকে তুচ্ছ করিয়া কর্মের মধ্যে বৈগুণ্য বা দোষ উৎপন্ন করিয়া দেয়। মানুষ সহস্র চেষ্টা করিয়াও কর্মকে নির্দোষ করিতে পারে না। তাই সে স্থলে কর্ম ফলপ্রদ হয় না।

তন্ত্রোক্ত কর্মে পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি একান্ত আবশ্যক। আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও দেবশুদ্ধি—এই পাঁচটি শুদ্ধিই পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি। রোগনিবৃত্তির জন্য যেখানে যথাযথ নির্বাচিত পাঁচটি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া একটি যোগজ ঔষধ প্রস্তুত হয়, সেখানে ঔষধের যথাযথ নির্বাচন, বিশুদ্ধি ও পরিমাণ যেমন একান্ত আবশ্যক। তদ্রূপ তন্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ মন্ত্রার্থ-জ্ঞানবান্, শুদ্ধাচারী, শ্রদ্ধাবান্ ঋত্বিক্ (পুরোহিত), বিশুদ্ধ পূজাস্থান, মন্ত্রার্থ জ্ঞান সহকারে বিশুদ্ধভাবে মন্ত্রের উচ্চারণ, বিহিত বিশুদ্ধ উপচার দ্রব্য, যথাবিহিত পূজার আধার—ঘট, প্রতিমাদি ও তাহাদের বিশুদ্ধি একান্ত আবশ্যক। এইগুলি না হইলে কর্মের কোন ফল পাওয়া যায় না। আজকাল অধিকাংশ স্থলে গৃহস্থগণ গতানুগতিকভাবে পূর্বপুরুষের প্রবর্তিত বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-সমূহ করিয়া থাকেন, বাড়ীতে দুর্গা পূজা, কালীপূজা প্রভৃতি করেন ; কিন্তু প্রায়শঃ কেহই শাস্ত্রবিধির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না ; মতায় সমস্ত কাজ করিতে চাহেন। যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ (গীতা ১৬।২৩) এই বাক্য পড়িয়াও গীতাবাক্যের অর্থের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

অনেকে মনে করেন—বেদ-বিহিত কর্ম ও তন্ত্রবিহিত কর্ম সকল পরস্পর বিরুদ্ধ। তাহাও যথার্থ নহে। প্রকৃতপক্ষে উভয় কর্মের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই; পরন্তু উহারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ। তাই বৈদিকগণও তন্ত্রোক্ত কর্ম করিয়া থাকেন, তান্ত্রিকগণও বেদোক্ত কর্ম করিয়া থাকেন। বেদবিধি অনুসারে যেমন ভগবানের আরাধনা হয়, তন্ত্রবিধি অনুসারেও সেইরূপ আরাধনা হইয়া থাকে। উহারা ভগবৎ আরাধনার বিভিন্ন পথ-প্রদর্শক মাত্র। উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। তাই শিবভক্ত পুষ্পদন্ত মহিম্নস্তবে বলিয়াছেন—রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নানা-পথজুষাং ন ণামেকো গম্যস্ত-মসি।

অনেকের ধারণা—বেদের মধ্যে তন্ত্রোক্ত কর্মের নাম গন্ধই নাই। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। অথর্ববেদে তন্ত্র প্রসিদ্ধ ষটকর্মের বিধান আছে। কেবল ইহাই নহে। বেদোক্ত ত্রিষ্টুব্ মন্ত্র, বারুণী ঋক্, গায়ত্রী মন্ত্র, ত্র্যম্বকমন্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগ তন্ত্রেই সমধিক পুষ্টিলাভ করিয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ, শ্রৌতসূত্র, কল্পসূত্র প্রভৃতির সাহায্যে যেমন বৈদিক কর্ম পদ্ধতি সঙ্কলিত হইয়াছে এবং তদনুসারে বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ শিবপ্রোক্ত আগমমূলক তান্ত্রিক নিবন্ধ সমূহের দ্বারা তান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি সঙ্কলিত হইয়াছে এবং তদনুসারে আসমুদ্র হিমাচল তান্ত্রিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। যে সমস্ত তান্ত্রিক নিবন্ধ সমূহের সাহায্যে তান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গুর্জর দেশনিবাসী লক্ষণ দেশিকেন্দ্র বিরচিত শ্রীশারদাতিলক তন্ত্র প্রধান। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রমুখ আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নব্য তান্ত্রিকাচার্য্যগণ এই গ্রন্থকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতি সঙ্কলন করিয়াছেন।

এই শারদাতিলক তন্ত্রে সমস্তকর্ম সাধারণ সামান্য কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যোগ পর্য্যন্ত উপাসক ও সাধকের অপেক্ষিত সমস্ত বিষয়ই সুন্দররূপে সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে ক্রমবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ উপাসনা প্রকার কথিত হয় নাই, কেবল বিশেষ বিষয়ই কথিত হইয়াছে। মাত্র তাহার দ্বারা দেবতার পূর্ণাঙ্গ আরাধনা হইতে পারে না। এই গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অপেক্ষিত বিষয় সমূহ লইয়া প্রত্যেক দেবতার পূজা পদ্ধতি সঙ্কলন করিতে হইবে। সেই পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিলে তবেই দেবতার পূর্ণাঙ্গ পূজা হইবে, নচেৎ নহে। মহাসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় সেই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কর্মানুষ্ঠানে সুদক্ষ বিজ্ঞ পণ্ডিত তাহা দ্বারা পূজাদি কার্য্য করিতে পারেন বটে; কিন্তু

সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তি তাহা দ্বারা কিছুই করিতে পারিবেন না। ইহা বুঝিয়া বঙ্গভারত পাব্লিসারের কর্তৃপক্ষ সাধারণের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার আমার উপর অর্পণ করেন। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাতে সহজে সকল বিষয় বুঝিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে প্রতি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও পদার্থদর্শের ব্যাখ্যা অবলম্বনে বাংলা বিবৃতি দিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছি। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও পুরোহিতগণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

আশ্রব
শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

বিষয়সূচী

চতুর্থ পটলে

পঞ্চম-পটলে

ষষ্ঠ-পটলে

সপ্তম-পটলে

অষ্টম-পটলে

নবম-পটলে

দশম-পটলে

একাদশ-পটলে

দ্বাদশ-পটলে

বিষয়ঃ — পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ-পটলে

চতুর্দশ-পটলে

পঞ্চদশ-পটলে

ষোড়শ-পটলে

সপ্তদশ-পটলে

অষ্টাদশ-পটলে

ঊনবিংশ-পটলে

শারদাতিলকতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

নিত্যানন্দ-বপুর্নিরন্তর-গলৎ-পঞ্চাশদর্ণৈঃ ক্রমাদ্
ব্যাপ্তং যেন চরাচরাত্মকমিদং শব্দার্থ-রূপং জগৎ।
শব্দ-ব্রহ্ম যদূচিরে সুকৃতিনশ্চৈতন্যমন্তর্গতং
তদ্ বোঽব্যাদনিশং শশাঙ্কসদনং বাচামধীশং মহঃ ॥ ১

অন্তঃস্মিতোল্লসিতমিন্দুকলাবতংস-
মিন্দীবরোদরসহোদর-নেত্র-শোভি।
হেতুস্ত্রিলোক-বিভবস্য নবেন্দুমৌলে-
রন্তঃপুরং দিশতু মঙ্গলমাদরাদ্ বঃ ॥ ২

সংসার-সিন্ধোস্তরণৈক-হেতূন্
দধে গুরূন্ মূর্দ্ধ্নি শিব-স্বরূপান্।
রজাংসি যেষাং পদ-পঙ্কজানাং
তীর্থাভিষেক-শ্রিয়মাবহন্তি ॥ ৩

যিনি নিত্যানন্দময়-দেহধারী (শক্তির সহিত অভিন্ন) চন্দ্রকলারূপ-মুকুটধারী ও বাক্যের অধীশ্বর; যিনি সর্বদা অভিব্যক্ত অকারাদি পঞ্চাশদ্ বর্ণের দ্বারা এই চরাচর (স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক) শব্দ ও অর্থরূপ জগৎকে ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান; পুণ্যবান্ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশ্বান্তর্গত যে চৈতন্যকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, সেই তেজোময় পরমশিব তোমাদিগকে (শিষ্যগণকে) সর্বদা রক্ষা করুন। ১

নবচন্দ্রচূড় সদাশিবের অন্তঃকরণে স্মিতা (প্রকাশিতা) ও উল্লাসযুক্তা চন্দ্রকলাবতংসা নীলপদ্মোদরের সহোদর সদৃশ নেত্রশোভাধারিণী ত্রিলোক-বিস্তারের হেতু অন্তঃপুরবাসিনী শক্তি আদরের সহিত তোমাদিগকে মঙ্গল বিতরণ করুন। ২

যাঁহার পাদপদ্ম-যুগলের রেণুগুলি তীর্থাভিষেকের পুণ্যশ্রী প্রদান করেন, সেই শিবস্বরূপ গুরুবর্গকে মস্তকে ধারণ করি। ৩

সারং বক্ষ্যামি তন্ত্রাণাং শারদাতিলকং শুভম্।
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং প্রাপ্তেঃ প্রথম-কারণম্ ॥ ৪
শব্দার্থ-সৃষ্টির্মুনিভিশ্ছন্দোভির্দৈবতৈঃ সহ।
বিধিশ্চ যন্ত্র-মন্ত্রাণাং তন্ত্রেঽস্মিন্নভিধীয়তে ॥ ৫
নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
সচ্চিদানন্দ-বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্ বিন্দু-সমুদ্ভবঃ ॥ ৭

আমি বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি সমস্ত তন্ত্রের সারভূত সকল অর্থের প্রতিপাদক ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তির প্রথম (মুখ্য) কারণ শুভপ্রদ শারদাতিলক তন্ত্র বলিতেছি। ৪

এই তন্ত্রে শব্দ ও অর্থের সৃষ্টি, মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতার সহিত যন্ত্র ও মন্ত্রের বিধি কথিত হইতেছে। ৫

সনাতন নিত্য শিবকে নির্গুণ ও সগুণ জানিবে। প্রকৃতি (শক্তি) হইতে ভিন্ন, প্রকৃতির (শক্তির) সহিত সম্বন্ধ-শূন্য সনাতন শিব হইতেছেন নির্গুণ শিব। আর কলার (প্রকৃতি বা শক্তির) সহিত সম্বন্ধযুক্ত (অভিন্ন) স-কল শিব হইতেছেন সগুণ শিব। ৬

বিবৃতি। নিত্য নির্বিকার চিদানন্দময় সনাতন শিব সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার। যখন তিনি প্রকৃতির সম্বন্ধ-রহিত হন, তখন তিনি নির্গুণ। যখন তিনি প্রকৃতির সম্বন্ধ-যুক্ত হন, তখন তিনি সগুণ। এই সগুণ শিবকে সকল শিব বলে। সকল শব্দের অর্থ—কলার সহিত বর্ত্তমান। কলা হইতেছেন প্রকৃতি। সাংখ্যমতে এই কলা বা প্রকৃতি হইতেছেন প্রধান, বেদান্ত মতে অবিদ্যা, তন্ত্র মতে শক্তি। এই শিব ও শক্তি চন্দ্র ও চন্দ্রিকার ন্যায় অভিন্ন[১]। ৬

সচ্চিদানন্দময় স-কল (শক্তির সহিত অভিন্ন) পরমেশ্বর হইতে শক্তি আবির্ভূত হইলেন। সেই শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দুর আবির্ভাব হইল। ৭

বিবৃতি। এই শক্তি সৃষ্টির পূর্বে শান্ত থাকেন। তখন সেই শক্তি হইতে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবের ভোগাদৃষ্টবশে

১। ন শিবেন বিনা শক্তি র্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।
ন তয়ন্তরং ব্যর্ত্তেচন্দ্র-চন্দ্রিকয়োরিব।—শৈবদর্শন

পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাঽসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ ॥ ৮
বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্বাগম-বিশারদৈঃ ॥ ৯
রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাজ্ জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্র-ব্রহ্ম-রমাধিপাঃ ॥ ১০

সচ্চিদানন্দময় স-কল (শক্ত্যুপহিত) শিব হইতে শক্তির আবির্ভাব হয়। যদিও শক্তি নিত্যা, উহার আবির্ভাব নাই, তথাপি তাঁহার দ্রষ্টব্য কার্য্যের অনুকূল যে উচ্ছূনাবস্থা বা উচ্ছসিতাবস্থা, তাহাই শক্তির আবির্ভাব। এই উচ্ছূনাবস্থ শক্তি হইতে নাদ ও নাদ হইতে বিন্দুর উদ্ভব হয়। এই নাদ ও বিন্দু পরা শক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। পরা শক্তির সৃষ্টির উপযোগী অবস্থা-বিশেষই নাদ ও অবস্থা-বিশেষই বিন্দু। সেই উচ্ছূনাবস্থ পরাশক্তি যখন সমস্ত তত্ত্বরূপে বিবর্ত্তিত হইতে ইচ্ছুক হন, তখন তিনি নাদ নামে কথিত হন। যখন তিনি ঘনীভূত হইয়া ক্রিয়াপ্রধানভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি বিন্দু নামে অভিহিত হন। সুতরাং পরা শক্তির সৃষ্টির উপযোগী অবস্থা-বিশেষই নাদ, অবস্থাবিশেষই বিন্দু। ৭

এই বিন্দু সাক্ষাৎ পরশক্তিময়। ইনি পুনরায় তিন প্রকারে ভিন্ন হন। তাঁহার এই ভেদগুলি বিন্দু, নাদ ও বীজ বলিয়া আগমবিশারদগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ৮

বিবৃতি। সেই শিবশক্তিস্বরূপ বিন্দু হইতে বিন্দু, নাদ ও বীজের আবির্ভাব হইয়াছিল। পূর্বোক্ত নাদ ও বিন্দু হইতে এই নাদ ও বিন্দু ভিন্ন এবং এই দুইটি পূর্বোক্ত নাদ বিন্দুর কার্য্য। সেই শিবশক্তিস্বরূপ বিন্দুর ইচ্ছাশক্তি হইতেছেন রুদ্র বা অগ্নি, জ্ঞান-শক্তি হইতেছেন বিষ্ণু বা সূর্য্য এবং ক্রিয়াশক্তি হইতেছেন ব্রহ্মা ও চন্দ্র। তন্মধ্যে তমোগুণ-প্রধান শক্তি রুদ্র, সত্ত্বগুণ-প্রধান শক্তি বিষ্ণু এবং রজোগুণ-প্রধান শক্তি ব্রহ্মা। ৮

বিন্দু শিব-স্বরূপ, বীজ শক্তি-স্বরূপ; তাঁহাদের পরস্পর সমবায় সৃষ্টির হেতু ক্ষোভ্য-ক্ষোভক-রূপ সম্বন্ধ নাদ বলিয়া সমস্ত আগম-বিশারদ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৯

বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সেই শক্তিসমূহ হইতে রুদ্র, ব্রহ্মা ও রমাপতি বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১০

সংজ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়াত্মানো বহ্নীন্দ্বর্ক-স্বরূপিণঃ।
ভিদ্যমানাৎ পরাদ্ বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ॥ ১১
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্বাগম-বিশারদাঃ।
শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ॥ ১২
ন হি তেষাং তয়োঃ সিদ্ধির্জড়ত্বাদুভয়োরপি।
চৈতন্যং সর্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মেঽমতিঃ॥ ১৩

সেই রুদ্র, ব্রহ্মা ও রমাপতি যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি-স্বরূপ এবং বহ্নি, ইন্দু ও সূর্য্যরূপ। তন্মধ্যে রুদ্র বহ্নিস্বরূপ, ব্রহ্মা ইন্দুস্বরূপ, বিষ্ণু সূর্য্যস্বরূপ। সেই প্রথম পর বিন্দু হইতে বর্ণাদি বিশেষ রহিত অব্যক্ত অখণ্ড নাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। ১১

বিবৃতি। সেই পরা শক্তির অবস্থাবিশেষরূপ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান প্রকৃতিভূত প্রথম বিন্দু হইতে বর্ণাদিবিশেষ রহিত অব্যক্ত অখণ্ড নাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই অখণ্ড অব্যক্ত নাদবিন্দুময় ব্যাপক ব্রহ্মরূপ শব্দই শব্দব্রহ্ম। উহা সৃষ্টিতে উন্মুখ পরম শিবের প্রথম উল্লাসমাত্র। কোন কোন আচার্য্য বর্ণাভিব্যক্ত স্ফোটকে শব্দব্রহ্ম বলেন, কেহ কেহ বা ব্যাপক শব্দকে শব্দব্রহ্ম বলেন। গ্রন্থকারের মতে উহা সমীচীন নহে। কারণ এই উভয়ই জড়। জড় কখনই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। এইজন্যই মহামতি ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়তে শব্দব্রহ্মকে ব্রহ্মই বলিয়াছেন। গ্রন্থকারও সর্বভূতানুস্যূত চৈতন্যকেই শব্দব্রহ্ম[২] বলিয়াছেন। এই চৈতন্যাত্মক নাদবিন্দুময় রবরূপ শব্দব্রহ্ম সংস্থান বা উপাধিভেদে শব্দ ও অর্থের জনক। ১১

সর্বাগম-বিশারদগণ তাঁহাকে "শব্দব্রহ্ম" এই বলিয়া থাকেন। কোন কোন আচার্য্য আন্তর স্ফোটকে শব্দব্রহ্ম শব্দের অর্থ বলেন। বৈয়াকরণ আচার্য্যগণ অখণ্ড এক অর্থের প্রকাশক বাক্যস্ফোটরূপ শব্দকে "শব্দব্রহ্ম" এই বলেন। ১২

সেই বাদিগণের মতে শব্দ ও শব্দার্থের শব্দব্রহ্মত্ব সিদ্ধি হয় না; অর্থাৎ আন্তর স্ফোট ও বাক্যস্ফোটকে শব্দব্রহ্ম বলা যায় না। যেহেতু এই উভয়ই জড়। সর্বভূতের অন্তর্গত চৈতন্যই শব্দব্রহ্ম, ইহাই আমার মত। ১৩

২। অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥—বাক্যপদীয়

তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্ ।
বর্ণাত্মনাঽঽবির্ভবতি গদ্য-পদ্যাদি-ভেদতঃ ॥ ১৪
অথ বিন্দ্বাত্মনঃ শম্ভোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মনঃ ।
অজায়ত জগৎসাক্ষী সর্বব্যাপী সদাশিবঃ ॥ ১৫
সদাশিবাদ্ ভবেদীশস্ততো রুদ্র-সমুদ্ভবঃ ।
ততো বিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা তেষামেবং সমুদ্ভবঃ ॥ ১৬

প্রাণিগণের দেহমধ্যবর্ত্তী সেই চৈতন্য কুণ্ডলিনী-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠাদি করণের সহিত সম্বন্ধ করিয়া অর্থাৎ সহকারী কণ্ঠাদি করণের সহিত সম্বন্ধ হইয়া গদ্য ও পদ্যাদিভেদে বর্ণরূপে আবির্ভূত হন। ১৪

বিবৃতি। বিশ্বব্যাপী সেই শব্দব্রহ্মরূপ চৈতন্য দেহমধ্যেও বিরাজমান। সেই শব্দব্রহ্মরূপ অখণ্ড চৈতন্য যখন মূলাধারস্থ কুণ্ডলী (কুণ্ডলীকৃতসর্প) সদৃশ নাড়ী দ্বারা উপহিত হন, তখন তিনি কুণ্ডলী বা কুণ্ডলিনী নামে অভিহিত হন। দেহমধ্যবর্ত্তী সেই কুণ্ডলিনী স্বরূপ চৈতন্য সর্বস্বরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া সমস্ত দেহে বায়ু দ্বারা সঞ্চরিত হইয়া কণ্ঠ, নাসিকা প্রভৃতি করণ স্থানে উপস্থিত হইলে গদ্য ও পদ্যাদি বর্ণরূপে আবির্ভূত হন। ১৪

অনন্তর কলাত্মা (শক্তিস্বরূপ) বিন্দুরূপ পরম শিব শম্ভু হইতে সর্বব্যাপী সর্বসাক্ষী সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, নিগ্রহ ও অনুগ্রহরূপ কার্য্য পঞ্চকের কর্ত্তা সদাশিব আবির্ভূত হইলেন। ১৫

সদাশিব হইতে ঈশ্বর হইলেন, তাঁহা হইতে রুদ্রের আবির্ভাব হইল, তাহার পর বিষ্ণু, তাহার পর ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। এই প্রকারে তাঁহাদের আবির্ভাব হইল। ১৬

বিবৃতি। পূর্বে দশম কারিকায় বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি ও সেই শক্তি সমূহ হইতে রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশ কারিকায় পরমশিব হইতে সদাশিবের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এই সদাশিবই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ রূপ কার্য্য পঞ্চকের কর্ত্তা। ইনিই জগতের সাক্ষী বা দ্রষ্টা। ষোড়শ কারিকায় সদাশিব হইতে ঈশ্বরের এবং ঈশ্বর হইতে রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। কলা বা শক্তির এক একটি অবস্থাই এক একটি মূর্ত্তি। শক্তির যে অবস্থায় সৃষ্ট্যাদি কার্য্য পঞ্চকের আবির্ভাব হয়, সেই অবস্থাবিশেষ বিশিষ্ট শক্তির সহিত অভিন্ন পরম শিবই সদাশিব। অনুগ্রহ ও

মূলভূতাৎ ততোঽব্যক্তাদ্ বিকৃতাৎ পর-বস্তুনঃ।
আসীৎ কিল মহৎ তত্ত্বং গুণান্তঃকরণাত্মকম্ ।। ১৭
অভূৎ তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সৃষ্টিভেদতঃ।
বৈকারিকাদহঙ্কারাদ্ দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্-বাতার্ক-প্রচেতোঽশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্র-কাঃ ।। ১৮
তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যাসংস্তন্মাত্রা-ক্রম-যোগতঃ।
ভূতাদিকাদহঙ্কারাৎ পঞ্চভূতানি জজ্ঞিরে ।। ১৯
শব্দাৎ পূর্বং বিয়ৎ স্পর্শাদ্ বায়ু রূপাদ্ হুতাশনঃ।
রসাদম্ভঃ ক্ষমা গন্ধাদিতি তেষাং সমুদ্ভবঃ ।। ২০

নিগ্রহ প্রধান শক্তির সহিত অভিন্ন শিবই ঈশ্বর। ইচ্ছাশক্তি প্রধান শক্তির সহিত অভিন্ন শিবই রুদ্র। ক্রিয়াশক্তি প্রধান শক্তির সহিত অভিন্ন শিবই ব্রহ্মা। জ্ঞানশক্তি প্রধান মায়া বা শক্তির সহিত অভিন্ন শিবই বিষ্ণু। প্রয়োজনভেদে একই শিব ও শক্তি নানা নামে অভিহিত হন। ইহাতে পূর্বাপর কোন বিরোধ হয় না। ১৬

তাহার পর সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ সৃষ্টিতে উন্মুখ বিন্দুরূপ অব্যক্ত পরম-শিব হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ স্বরূপ অন্তঃকরণাত্মক মহৎ তত্ত্ব আবির্ভূত হইলেন। ১৭

সেই মহৎ তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি-(কার্য্য) ভেদে বৈকারিক (সাত্ত্বিক), তৈজস (রাজস) ও ভূতাদি (তামস) নামক তিন প্রকার অহঙ্কার আবির্ভূত হইল। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দশ-সংখ্যক বৈকারিক দেবতা আবির্ভূত হইলেন।

একাদশ ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাত্রী সেই দেবতাগণ হইতেছেন—দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতাঃ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র (বিষ্ণুর এক মূর্ত্তি), মিত্র (তৃতীয় সূর্য্য) ও ক (ব্রহ্মের একমূর্ত্তি) ও চন্দ্র। ১৮

তৈজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনঃ—এই একাদশ ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হইল। ভূতাদি অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র নামক পাঁচটি তন্মাত্র-ক্রমে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইল। ১৯

তাহার মধ্যে প্রথমে শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে অগ্নি (তেজঃ), রসতন্মাত্র হইতে জল এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে ক্ষমা (পৃথিবী)—এইরূপে সেই পঞ্চভূত সমূহের আবির্ভাব হইল। ২০

স্বচ্ছং বিয়দ্মরুৎ কৃষ্ণো রক্তোঽগ্নির্বিশদং পয়ঃ।
পীতা ভূমিঃ পঞ্চভূতান্যেকৈকাধারতো বিদুঃ।
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধা ভূতগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১
বৃত্তং দিবত্তৎ ষড়্‌বিন্দু-লাঞ্ছিতং মাতরিশ্বনঃ।
ত্রিকোণং স্বস্তিকোপেতং বহ্নেরর্দ্ধেন্দু-সংযুতম্ ॥ ২২
অম্ভোজমম্ভসো ভূমেশ্চতুরস্রং সবজ্রকম্।
তত্তদ্‌ভূত-সমাভানি মণ্ডলানি বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৩
বর্ণৈঃ স্বৈরঞ্জিতান্যাহুঃ স্বস্বনামাবৃতান্যপি।
ধরাদি-পঞ্চভূতানাং নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৪
নিবৃত্তিঃ সপ্রতিষ্ঠা স্যাদ্‌ বিদ্যা শান্তিরনন্তরম্।
শান্ত্যতীতেতি বিজ্ঞেয়া নাদদেহ-সমুদ্ভবাঃ ॥ ২৫

আকাশ শ্বেতবর্ণ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্ণ, জল বিশদ (শুক্লবর্ণ) ও পৃথিবী পীতবর্ণা—এই পাঁচটি পঞ্চভূত পঞ্চ তন্মাত্রের এক একটিতে অর্থাৎ নিজ নিজ কারণে আশ্রিত জানিবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই গুণগুলি ভূতগণের গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২১

ভূত-মণ্ডলের মধ্যে আকাশ মণ্ডল হইতেছে বৃত্ত। সেই বৃত্তই তাহার পরিধিরেখা মধ্যে সমভাগে ছয়টি বিন্দু দ্বারা ভূষিত হইলেই বায়ু মণ্ডল হয়। স্বস্তিকাযুক্ত উর্দ্ধাগ্র ত্রিকোণ অগ্নির মণ্ডল। অর্দ্ধেন্দু সংযুক্ত তাহার উভয় ভাগস্থ পদ্মই জলের মণ্ডল। ভূমি মণ্ডল হইতেছে অষ্টবজ্র বিভূষিত চতুরস্র। এই মণ্ডলগুলিকে সেই সেই ভূতের সমান বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। ২২-২৩

পণ্ডিতগণ এই মণ্ডলগুলিকে সেই সেই ভূতবর্ণের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট রজঃ দ্বারা পূরিত বলিয়া থাকেন অর্থাৎ ভূমি প্রভৃতিতে ভূতমণ্ডল লিখিলে তাঁহারা এই ভূতমণ্ডলগুলিকে দ্বিতীয় পটলোক্ত বক্ষ্যমাণ ভূত-বর্ণ রজঃ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকেন এবং ঐ মণ্ডলগুলিকে বক্ষ্যমাণভূতলিপি যন্ত্রে কর্ণিকালিখিত স্বস্বমন্ত্রের দ্বারা আবৃত বলিয়া থাকেন। পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি ভূতের নিবৃত্তি প্রভৃতি পাঁচটি কলা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ২৪

নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীতা—এই ধরাদি পঞ্চভূতের কলাগুলি নাদদেহ (নাদোৎপন্ন) বিন্দু হইতে উৎপন্ন জানিবে। ২৫

পঞ্চভূতাত্মকং সর্বং চরাচরমিদং জগৎ।
অচরা বহুধা ভিন্না গিরি-বৃক্ষাদি-ভেদতঃ ॥ ২৬
চরাস্তু ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ স্বেদাণ্ডজ-জরায়ুজাঃ।
স্বেদজাঃ কৃমি-কীটাদ্যা অণ্ডজাঃ পন্নগাদয়ঃ ॥ ২৭
জরায়ুজা মনুষ্যাদ্যাস্তেষু নৃণাং নিগদ্যতে।
উদ্ভবঃ পুংস্ত্রিয়োর্যোগাচ্ছুক্র-শোণিত-সংযুতাৎ ॥ ২৮
বিন্দুরেকো বিশেদ্ গর্ভমুভয়াত্মা ক্রমাদসৌ।
রজোঽধিকো ভবেন্নারী ভবেদ্ রেতোঽধিকঃ পুমান্।
উভয়োঃ সমতায়াস্তু নপুংসকমিতি স্থিতিঃ ॥ ২৯
পূর্বকর্মানুরূপেণ মোহপাশেন যন্ত্রিতঃ।
কশ্চিদাত্মা তদা তস্মিন্ জীবভাবং প্রপদ্যতে ॥ ৩০
অথ মাত্রাহৃতৈরন্ন-পানাদ্যৈঃ পোষিতঃ ক্রমাৎ।
দিনাৎ পক্ষাৎ ততো মাসাদ্ বর্দ্ধতে তন্নদেহবান্ ॥ ৩১

এই চরাচর সমস্ত জগৎ পঞ্চভূতাত্মক—পঞ্চভূতের সমবায়ে উৎপন্ন। অচর স্থাবরগুলি গিরি, বৃক্ষাদি-ভেদে বহু প্রকারে ভিন্ন। ২৬

স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ-ভেদে চর জঙ্গম ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ক্রিমি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি স্বেদজ। পন্নগ, পক্ষি, কচ্ছপ প্রভৃতি অণ্ডজ। ২৭

মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জরায়ুজ। তাহাদের মধ্যে মনুষ্যগণের উৎপত্তি কথিত হইতেছে। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে শুক্র ও শোণিতের (স্ত্রীরজের) সংযোগ হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি হয়। ২৮

শুক্র-শোণিতাত্মক বা অগ্নীষোমাত্মক এক বিন্দু গর্ভে প্রবেশ করে। এই বিন্দু রজো অংশ অধিক হইলে ক্রমে ক্রমে নারী হয়, শুক্রাংশ অধিক হইলে পুরুষ হয়। শুক্র ও শোণিত সমান হইলে নপুংসক হয়; ইহাই স্থিতি বা মনুষ্য, পশু প্রভৃতির উৎপত্তির মর্য্যাদা। ২৯

পূর্ব পূর্ব জন্ম সঞ্চিত কর্মসমূহের মধ্যে ফলদানে উন্মুখ পুণ্য ও পাপরূপ আরব্ধ কর্মের অনুরূপ মোহপাশের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কোন আত্মা তখন সেই দেহে জীবভাব প্রাপ্ত হন। ৩০

অনন্তর মাতার ভক্ষিত অন্ন পানাদি দ্বারা ক্রমে ক্রমে পরিপোষিত হইয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপ শরীরধারী জীব দিনে দিনে পক্ষে পক্ষে তাহার পর মাসে মাসে বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। ৩১

দোষৈর্দূষ্যৈঃ সুখং প্রাপ্তো ব্যক্তিং যাতি নিজেন্দ্রিয়ৈঃ।
বাত-পিত্ত-কফা দোষা দূষ্যাঃ স্যুঃ সপ্ত ধাতবঃ।
ত্বগসৃঙ্-মাংস-মেদোঽস্থি-মজ্জা-শুক্রাণি ধাতবঃ॥ ৩২
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রং ত্বগ্ দৃগ্-জিহ্বা-নাসিকা বিদুঃ।
জ্ঞানেন্দ্রিয়ার্থাঃ শব্দাদ্যাঃ স্মৃতাঃ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি॥ ৩৩
বাক্-পাণি-পাদ-পায়্বঙ্ক-সংজ্ঞান্যাহুর্মনীষিণঃ।
বচনাদান-গতয়ো বিসর্গানন্দ-সংযুতাঃ॥ ৩৪
কর্মেন্দ্রিয়ার্থাঃ সংপ্রোক্তা অন্তঃকরণমাত্মনঃ।
মনো-বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৩৫
দশেন্দ্রিয়াণি ভূতানি মনসা সহ ষোড়শ।
বিকারাঃ স্যুঃ প্রকৃতয়ঃ পঞ্চ-ভূতান্যহঙ্কৃতিঃ॥ ৩৬
অব্যক্তং মহদিত্যষ্টৌ তন্মাত্রাশ্চ মহানপি।
সাহঙ্কারা বিকৃতয়ঃ সপ্ত তত্ত্ববিদো বিদুঃ॥ ৩৭

যেরূপে সুখ হয়, সেইরূপে দোষ ও দূষ্য দ্বারা দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিজ ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্যক্তি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। বাত, পিত্ত ও কফ হইতেছে দোষ। আর সাতটি ধাতু হইতেছে দূষ্য। ত্বক্, অসৃক্ (রক্ত), মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রকে ধাতু বলিয়া জানিবে। ৩২

পণ্ডিতগণ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা—এইগুলিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই গুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (গুহ্য) ও অঙ্ক (লিঙ্গ) নামক ইন্দ্রিয়গুলিকে মনীষিগণ কর্মেন্দ্রিয় বলেন। বচন, আদান (গ্রহণ), গতি, বিসর্গ (মলত্যাগ) ও আনন্দ—এইগুলি কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। অন্তঃকরণ আত্মার গ্রাহক (জ্ঞানজনক) অর্থাৎ মনের বিষয় আত্মা —একমাত্র মনের দ্বারা আত্মার জ্ঞান হয়। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত— এই চারি প্রকার অন্তঃকরণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৩-৩৫

মনের সহিত দশটি ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি ভূত—এই ষোলটি বিকার। পাঁচটি ভূত, অহঙ্কার, মহৎ, অব্যক্ত—এই আটটিকে তত্ত্ববিদ্গণ প্রকৃতি (উপাদান) বলিয়া থাকেন। পাঁচটি তন্মাত্র, অহঙ্কার ও মহৎ—এই সাতটিকে তত্ত্ববিদ্গণ বিকৃতিও (কার্য্যও) বলেন অর্থাৎ এই সাতটিকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলেন। ৩৬-৩৭

অগ্নীষোমাত্মকো দেহো বিন্দুর্যদুভয়াত্মকঃ।
দক্ষিণাংশঃ স্মৃতঃ সূর্য্যো বামভাগো নিশাকরঃ ॥ ৩৮
নাড়ীর্দশ বিদুস্তাসু মুখ্যাস্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ইড়া বামে তনোর্মধ্যে সুষুম্না পিঙ্গলা পরে।
মধ্যা তাস্বপি নাড়ী স্যাদগ্নীষোম-স্বরূপিণী ॥ ৩৯
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ সুষুম্নাঽলম্বুষা মতা।
যশস্বিনী শঙ্খিনী চ কুহূঃ স্যুঃ সপ্ত নাড়য়ঃ ॥ ৪০
নাড্যোঽনন্তাঃ সমুৎপন্নাঃ সুষুম্না-পঞ্চ-পর্বসু।
মূলাধারোদ্গতঃ প্রাণস্তাভির্ব্যাপ্নোতি তৎতনুম্ ॥ ৪১

যেহেতু শুক্র ও শোণিতরূপ বিন্দু উভয় স্বরূপ অর্থাৎ অগ্নীষোম স্বরূপ, সেই হেতু দেহ অগ্নীষোমস্বরূপ। দেহের দক্ষিণাংশ সূর্য্য এবং বামভাগটি সোম (চন্দ্র) বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৮

শরীরে অনন্ত নাড়ীর মধ্যে দশটি নাড়ী মুখ্য জানিবে। তাহার মধ্যে তিনটি মুখ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেহের মধ্যে বামে সোমস্বরূপা ইড়া নাড়ী বামমুষ্ক হইতে উদ্গত হইয়া বক্রাকারে বামনাসা পর্য্যন্ত গিয়াছে। মধ্যে সুষুম্না, দেহের পৃষ্ঠবংশের (শিরদাঁড়ার) মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণে অগ্নিস্বরূপা পিঙ্গলা নাড়ী দক্ষিণ মুষ্ক হইতে উদ্গত হইয়া দক্ষিণনাসা পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্য নাড়ী সুষুম্না অগ্নীষোমস্বরূপা। ৩৯

গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, সুষুম্না, অলম্বুষা, যশস্বিনী, শঙ্খিনী ও কুহূ—এই সাতটিও মুখ্য নাড়ী জানিবে। ৪০

সুষুম্নার পঞ্চ পর্বে অনন্ত অসংখ্য নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। মূলাধার হইতে উদ্গত দেহ-ধারক প্রাণ সেই নাড়ী সমূহের সহিত সেই দেহকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। ৪১

বিবৃতি। স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা পর্য্যন্ত পাঁচটি স্থানে সুষুম্নার পাঁচটি পর্ব আছে। মূলাধারে সুষুম্নার একটি গ্রন্থি আছে। স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটি স্থানে এক একটি গ্রন্থি আছে। নিম্নের গ্রন্থি হইতে উর্দ্ধের গ্রন্থি পর্য্যন্ত স্থানই এক একটি পর্ব। গ্রন্থি ছয়টি হইলেও পর্ব পাঁচটি। এই পাঁচটি পর্ব হইতে অনন্ত নাড়ীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নাড়ীগুলির কোনটি অধোমুখ, কোনটি বা ঊর্দ্ধমুখ। মনুষ্যের দেহে তিন লক্ষের অধিক নাড়ী আছে। তাহার মধ্যে অর্দ্ধ লক্ষ প্রধান। ৪১

বায়বোঽত্র দশ প্রোক্তা বহ্নয়শ্চ দশ স্মৃতাঃ।
প্রাণাদ্যা মরুতঃ পঞ্চ নাগঃ কূর্মো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪২
কৃকলঃ স্যাদ্ দেবদত্ত ইতি নামভিরীরিতাঃ।
অগ্নয়ো দোষ-দূষ্যেষু সংলীনা দশ দেহিনঃ ॥ ৪৩
বুভুক্ষা চ পিপাসা চ প্রাণস্য মনসঃ স্মৃতৌ।
শোক-মোহৌ শরীরস্য জরা-মৃত্যু ষড়ূর্ময়ঃ ॥ ৪৪
স্নায়্বস্থি-মজ্জা শুক্রাচ্চ ত্বঙ্-মাংসাস্রাণি শোণিতাৎ।
ষাট্‌কৌশিকমিদং প্রোক্তং সর্বদেহেষু দেহিনাম্ ॥ ৪৫
ইত্থম্ভূতস্তদা গর্ভে পূর্ব-জন্ম-শুভাশুভম্।
স্মরংস্তিষ্ঠতি দুঃখাত্মা ছন্নদেহো জরায়ুণা ॥ ৪৬
কালক্রমেণ স শিশুর্মাতরং ক্লেশয়ন্নপি।
সম্পিণ্ডিত-শরীরোঽথ জায়তেঽয়মবাঙ্‌মুখঃ।

এই দেহে দশটি বায়ু কথিত হইয়াছে। অগ্নিও দশটি কীর্তিত হইয়াছে। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—প্রাণাদি এই পাঁচটি এবং নাগ, কূর্ম, ধনঞ্জয়, কৃকল (কৃকর) ও দেবদত্ত এই পাঁচটি নামের দ্বারা দশটি বায়ু কথিত হয়। দেহীর (জীবের) দোষ ও দূষ্যের মধ্যে দশবিধ অগ্নি লীন হইয়া আছেন। ৪২-৪৩

বিবৃতি। দশটি বহ্নির নাম হইতেছে—(১) ভ্রাজক (২) রঞ্জক (৩) ক্লেদক (৪) স্নেহক (৫) ধারক (৬) বন্ধক (৭) দ্রাবক (৮) ব্যাপক (৯) পাবক (১০) শ্লেষক। তিনটি দোষ ও সাতটি ধাতুর মধ্যে এই অগ্নিগুলি অবস্থান করে। ৪৩

প্রাণের বুভুক্ষা ও পিপাসা, মনের শোক ও মোহ এবং শরীরের জরা ও মৃত্যু—এই ছয়টি ঊর্মি (আর্তির উৎপাদক অবস্থা বিশেষ)। ৪৪

পিতার শুক্র হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং মাতার শোণিত হইতে ত্বক্ মাংস ও রক্ত উৎপন্ন হয়। দেহিগণের সমস্ত দেহে এই ছয়টি ষাট্‌কৌষিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৪৫

তখন এই প্রকার দুঃখাত্মা জীব জরায়ু দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া পূর্ব-জন্মের শুভাশুভ ও মোক্ষের উপায় স্মরণ করিতে করিতে গর্ভে অবস্থান করে। ৪৬

অনন্তর কালক্রমে নবম বা দশম মাসে সেই গর্ভস্থ শিশু মাতাকে ক্লেশ দিয়া গাত্র সঙ্কোচিত করিয়া সূতি-বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া অধোমুখ হইয়া

ক্ষণং তিষ্ঠতি নিশ্চেষ্টো ভীত্যা রোদিতুমিচ্ছতি ॥ ৪৭

ততশ্চৈতন্যরূপা সা সর্বগা বিশ্বরূপিণী।
শিব-সন্নিধিমাসাদ্য নিত্যানন্দ-গুণোদয়া ॥ ৪৮

দিক্-কালাদ্যনবচ্ছিন্না সর্বদেহানুগা শুভা।
পরাপর-বিভাগেন পরশক্তিরিয়ং স্মৃতা ॥ ৪৯

যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নিত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ ॥ ৫০

শঙ্খাবর্ত্ত-ক্রমাদ্ দেবী সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
কুণ্ডলীভূত-সর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী ॥ ৫১

সর্বদেবময়ী দেবী সর্বমন্ত্রময়ী শিবা।
সর্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভুঃ ॥ ৫২

ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিতে ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। পরে ভয়ে কাঁদিতে ইচ্ছা করে। ৪৭

তাহার পর অর্থাৎ শরীরের উৎপত্তির অনন্তর সেই চৈতন্যরূপা শব্দ-ব্রহ্মময়ী দেবী কুণ্ডলিনী মন্ত্রময় জগৎ প্রসব করেন। সেই বিশ্বরূপিণী নিত্যানন্দময়ী বিশ্বব্যাপিনী, দেবী কুণ্ডলিনী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া শিব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া দেহমধ্যে অবস্থিত আছেন। ৪৮

সেই কুণ্ডলিনী দিক্ ও কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্না—দিক্ ও কালের দ্বারা অবিশেষিতা অর্থাৎ সর্বদিক্ ও সর্বকাল-ব্যাপিনী, সমস্ত দেহে বিরাজমানা ও অতীব রমণীয়া। পর শক্তি ও অপর শক্তির বিভাগে ইনি পরশক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৪৯

বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় তেজোময়ী সেই দেবী কুণ্ডলিনী যোগিগণের হৃৎপদ্মে সর্বদা যথাযথভাবে নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত প্রাণীর মূলাধারচক্রে গুরুর উপদেশ দ্বারা প্রকাশিতা হইয়া থাকেন। ৫০

কুণ্ডলীভূত সর্পগণের অঙ্গ-সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্যধারিণী তেজোরূপা সেই দেবী কুণ্ডলিনী শঙ্খাবর্ত্তক্রমে অর্থাৎ শঙ্খের আবর্ত্ত যেমন শঙ্খকে আবৃত করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইনিও সকলকে আবৃত করিয়া আছেন। ৫১

ইনি সর্বদেবময়ী সর্বদেব-ব্যাপিনী, তাই দেবী তেজোরূপা। ইনি সর্বমন্ত্র-ময়ী সর্বমন্ত্র-ব্যাপিনী, তাই শিবা কল্যাণরূপা। ইনি সাক্ষাৎ সর্বতত্ত্বময়ী সমস্ত তত্ত্বব্যাপিনী। ইনি বিভু হইয়াও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরা (দুর্জ্ঞেয়া)। ৫২

ত্রিধাম-জননী দেবী শব্দব্রহ্ম-স্বরূপিণী ।
দ্বিচত্বারিংশদ্-বর্ণাত্মা পঞ্চাশদ্-বর্ণরূপিণী ॥ ৫৩
গুণিতা সর্বগাত্রেষু কুণ্ডলী পরদেবতা ।
বিশ্বাত্মনা প্রবুদ্ধা সা সূতে মন্ত্রময়ং জগৎ ॥ ৫৪
একধা গুণিতা শক্তিঃ সর্ববিশ্ব-প্রবর্ত্তিনী ।
বেদাদি-বীজং শ্রীবীজং শক্তিবীজং মনোভবম্ ॥ ৫৫
প্রাসাদং তুম্বুরুং পিণ্ডং চিন্তারত্নং গণেশ্বরম্ ।
মার্ত্তণ্ড-ভৈরবং দৌর্গং নারসিংহ-বরাহজম্ ॥ ৫৬
বাসুদেবং হয়গ্রীবং বীজং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
অন্যান্যপি চ বীজানি তদোৎপাদয়তি ধ্রুবম্ ॥ ৫৭
যদা ভবতি সা সংবিদ্ দ্বিগুণীকৃত-বিগ্রহা ।
হংসবর্ণৌ পরাত্মানৌ শব্দার্থৌ বাসর-ক্ষপে ॥ ৫৮

তেজোরূপা শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী সোম-সূর্য্যাগ্নিরূপিণী ত্রিধাম-জননী—পাতাল, পৃথিবী ও স্বর্গের উৎপাদিকা সেই দেবী কুণ্ডলিনী ভূতলিপি মন্ত্ররূপ দ্বাত্রিংশদ্বর্ণরূপা ও মাতৃকা-রূপ পঞ্চাশদ্-বর্ণরূপিণী । ৫৩

সমস্ত গাত্রে সঞ্চরণশীলা সেই কুণ্ডলী পরদেবতা সর্বাত্মরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া মন্ত্রময় জগৎ উৎপন্ন করেন । ৫৪

শব্দ ও অর্থরূপ সমস্ত বিশ্বের উৎপাদিকা সেই শক্তি এক প্রকারে গুণিতা হইলেই তিনি বেদাদি বীজ প্রণবকে, শ্রীবীজকে, মনোভব বীজকে উৎপাদন করেন । ৫৫

তিনি এক প্রকারে গুণিতা (সঙ্কল্পিতা) হইলেই প্রাসাদ বীজকে, তুম্বুরু বীজকে, পিণ্ড বীজকে, চিন্তারত্ন বীজকে, গণেশ্বর বীজকে, মার্ত্তণ্ডভৈরব বীজকে, দৌর্গবীজকে, নৃসিংহ ও বরাহের বীজকে উৎপাদন করেন । ৫৬

তিনি এইরূপে বাসুদেব বীজকে, হয়গ্রীব বীজকে, শ্রীপুরুষোত্তম শক্তি-বীজকে (কামবীজকে) এবং অন্যান্য চন্দ্রবীজ ও বিষবীজ প্রভৃতিকে তখন অবশ্যই উৎপাদন করেন । ৫৭

যখন সেই চৈতন্যরূপা কুণ্ডলিনী দ্বিগুণীকৃত শরীর-ধারিণী হন অর্থাৎ দুই প্রকারের গুণিতা হন, তখন তিনি পরমাত্মবাচক 'সোঽহং'রূপ হংসবর্ণ-দ্বয়কে এবং দিবা-রাত্রিরূপ শব্দার্থ-দ্বয়কে সৃষ্টি করেন । ৫৮

সৃজত্যেষা পরা দেবী তদা প্রকৃতি-পুরুষৌ।
যদ্ যদন্যজ্ জগত্যস্যাং যুগ্মং তৎ তদজায়ত ॥ ৫৯
ত্রিগুণীকৃত-সর্বাঙ্গী চিদ্রূপা শিবগেহিনী।
প্রসূতে ত্রৈপুরং মন্ত্রং মন্ত্রং শক্তি-বিনায়কম্ ॥ ৬০
পাশান্তং ত্র্যক্ষরং মন্ত্রং ত্রৈপুটং চণ্ডনায়কম্।
সৌরং মৃত্যুঞ্জয়ং শক্তি-সম্ভবং বিনতা-সুতম্।
বাগীশী-ত্র্যক্ষরং মন্ত্রং নীলকণ্ঠং বিষাপহম্ ॥ ৬১
মন্ত্রং ত্রিগুণিতং দেব্যা লোকত্রয়ং গুণত্রয়ম্।
ধামত্রয়ং সা বেদানাং ত্রয়ং বর্ণত্রয়ং শুভম্ ॥ ৬২
ত্রিপুষ্করং স্বরান্ দেবী[১] ব্রহ্মাদীনাং ত্রয়ং ত্রয়ম্।
বহ্নেঃ কালত্রয়ং শক্তি-ত্রয়ং বৃত্তিত্রয়ং মহৎ।

এই পরা দেবী তখন প্রকৃতি ও পুরুষকে সৃষ্টি করেন। এই জগতে অন্য যাহা যাহা যুগ্ম জ্যোতির্মন্ত্রাদি আছে, তাঁহারা ইঁহার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ৫৯

বিবৃতি। যদিও পুরুষ অনাদি, তাঁহার আবির্ভাব নাই। তথাপি তিনি মায়া-শবলিত (মায়ার সহিত অভিন্ন হইলেই) হইলেই—মায়া-শবলিতরূপে তাঁহার প্রাদুর্ভাবকে এখানে গৌণভাবে উৎপত্তি বলা হইয়াছে। ৫৯

সেই চিদ্রূপা শিবশক্তি ত্রিগুণীকৃত সর্বাঙ্গী হইলে অর্থাৎ তিন প্রকারে গুণিতা হইলে ত্রৈপুর মন্ত্র ও শক্তি বিনায়ক মন্ত্র সৃষ্টি করেন। ৬০

এইরূপ পাশান্ত বীজ, ত্র্যক্ষর ত্রিকণ্টকীশ্বরের মন্ত্র, ত্রৈপুটবীজ, চণ্ডনায়ক চণ্ডেশ্বরের বীজ, সৌরবীজ, মৃত্যুঞ্জয়বীজ, শক্তিসম্ভববীজ ও বিনতানন্দন গরুড়ের বীজ, বাগীশী ত্র্যক্ষরমন্ত্র, বিষনাশক নীলকণ্ঠবীজ সৃষ্টি করেন। ৬১

এইরূপ সেই চিদ্রূপা কুণ্ডলিনী দেবী ত্রিগুণিতা হইলেই নবম পটলোক্ত দেবীর ত্রিগুণিত মন্ত্র, লোকত্রয়, গুণত্রয়, ধামত্রয়, বেদত্রয়, অকার, উকার ও মকাররূপ শুভকর বর্ণত্রয় সৃষ্টি করেন। ৬২

সেই দেবী জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিপুষ্কর তীর্থত্রয়; উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতরূপ স্বরত্রয়; ব্রহ্মাদিত্রয়, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য আহবনীয়রূপ বহ্নিত্রয়, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ রূপ কালত্রয়, রৌদ্রী, জ্যেষ্ঠা, বামারূপ শক্তিত্রয়,

---

১। দেবী স্থলে দেব্যঃ পাঠ হইলে তাহার অর্থ হইবে—গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী।

নাড়ীত্রয়ং ত্রিবর্গং সা যদ্ যদন্যৎ ত্রিধা মতম্ ॥ ৬৩
চতুঃপ্রকার-গুণিতা শাম্ভবী শর্মদায়িনী ।
তদানীং পদ্মিনীবন্ধোঃ করোতি চতুরক্ষরম্ ॥ ৬৪
চতুরর্ণং মহাদেব্যা দেবীতত্ত্ব-চতুষ্টয়ম্ ।
চতুরঃ সাগরানন্তঃ-করণানাং চতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৫
সূক্ষ্মাদীংশ্চতুরো ভাবান্ বিষ্ণোর্মূর্ত্তি-চতুষ্টয়ম্ ।
চতুষ্টয়ং গণেশানামাত্মাদীনাং চতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৬
ও-জা-পূ-কাদিকং পীঠং ধর্মাদীনাং চতুষ্টয়ম্ ।
দমকাদীন্ গজান্ দেবী যদ্ যদন্যচ্ চতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৭
পঞ্চধা গুণিতা পত্নী শম্ভোঃ সর্বার্থদায়িনী ।

যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহরূপ বৃত্তিত্রয় অথবা কৃষি, পাশুপাল্য ও বাণিজ্যরূপ বৃত্তিত্রয়, মহৎ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারূপ নাড়ীত্রয়, ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ, আর যাহা যাহা দোষত্রয়াদি-রূপ ত্রিপ্রকার আছে, তাহা তিনি সৃষ্টি করেন। ৬৩

সেই শাম্ভবী কল্যাণদায়িনী চিদ্রূপা কুণ্ডলিনী চতুঃপ্রকার গুণিতা হইলে তখন পদ্মিনী-বন্ধুর সূর্য্যের 'ওঁ হ্রীং হংসঃ' এই চতুরক্ষর মন্ত্র সৃষ্টি করেন। ৬৪

এইরূপ মহাদেবী মহালক্ষ্মীর চতুরক্ষর মন্ত্র, আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব ও সর্বতত্ত্বরূপ দেবীতত্ত্ব চতুষ্টয়, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সাগর চতুষ্টয় ও মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তরূপ অন্তঃকরণ চতুষ্টয় সৃষ্টি করেন। ৬৫

এইরূপ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীরূপ সূক্ষ্মাদি চতুষ্টয়, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়রূপ ভাব বা অবস্থা চতুষ্টয়, বিষ্ণুর মূর্ত্তি চতুষ্টয়, গণেশের মূর্ত্তি চতুষ্টয় ও আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মরূপ আত্মচতুষ্টয় সৃষ্টি করেন। ৬৬

এইরূপ ও জা পূ কা প্রভৃতি পীঠকে অর্থাৎ ওড্ডীয়ান, জালন্ধর, পূর্ণগিরি ও কামরূপ নামক পীঠ চতুষ্টয়কে, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ ধর্মাদি চতুষ্টয়কে, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যরূপ অধর্মাদি চতুষ্টয়কে, দমক, সলিল, গুগ্গুলু ও কুরুণ্টক নামক দমকাদি গজ চতুষ্টয়কে আর অন্য হেরম্ব মন্ত্র, দেবীদূতী বীজাদি যাহা যাহা চতুষ্টয় আছে, সেই সকলকে তিনি সৃষ্টি করেন। ৬৭

সেই শম্ভুপত্নী সর্বার্থদায়িনী কুণ্ডলিনী পঞ্চ প্রকারে গুণিতা হইলেই ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-পঞ্চকূটং সা তস্যাঃ পঞ্চাক্ষরত্রয়ম্ ॥ ৬৮
পঞ্চরত্নং মহাদেব্যাঃ সর্বকাম-ফলপ্রদম্ ।
পঞ্চাক্ষরং মহেশস্য পঞ্চবর্ণং গরুত্মতঃ ॥ ৬৯
সম্মোহনান্ পঞ্চ-কামান্ বাণান্ পঞ্চ সুরক্রমান্ ।
পঞ্চ প্রাণাদিকান্ বায়ূন্ পঞ্চবর্ণান্ মহেশিতুঃ ॥ ৭০
মূর্তীঃ পঞ্চ কলাঃ পঞ্চ পঞ্চ ব্রহ্ম-ঋচঃ ক্রমাৎ ।
সৃজত্যেষা পরা শক্তির্বেদ-বেদার্থরূপিণী ॥ ৭১
ষোঢ়া সা গুণিতা দেবী ধত্তে মন্ত্রং ষড়ক্ষরম্ ।
ষট্‌-কূটং ত্রিপুরামন্ত্রং গাণপত্যং ষড়ক্ষরম্ ॥ ৭২
ষড়ক্ষরং হিমরুচের্নারসিংহং ষড়ক্ষরম্ ।
ঋতূন্ বসন্তমুখ্যান্ ষড়ামোদাদীন্ গণাধিপান্ ॥ ৭৩
কোশানূর্মীন্ রসান্ শক্তিঃ শাকিন্যাদ্যাঃ ষড়ধ্বনঃ ।
মন্ত্রং ষড়্‌গুণিতং শক্তেঃ ষড়াধারানজীজনৎ ।

পঞ্চকূট (হ স ক ল র), তাঁহার পঞ্চকাম ও পঞ্চ বাণবীজরূপ পঞ্চাক্ষর ত্রয় সৃষ্টি করেন । ৬৮

এইরূপে তিনি মহাদেবীর সর্বকামফলপ্রদ ম্লূং ব্লূং স্লূং প্লূং ন্লূং—এই মন্ত্র পঞ্চক-রূপ পঞ্চরত্ন, মহেশ্বরের পঞ্চাক্ষর ও গরুড়ের পঞ্চবর্ণ (পঞ্চাক্ষর মন্ত্র) সৃষ্টি করেন । ৬৯

বেদ ও বেদার্থরূপিণী সেই পরা শক্তি সম্মোহন প্রভৃতি পঞ্চ কাম বাণকে, মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পদ্রুম ও হরিচন্দন নামক পঞ্চ দেব-বৃক্ষকে, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে, শুক্লাদি পঞ্চ বর্ণকে, মহেশ্বরের পঞ্চ মূর্তিকে, নিবৃত্তি প্রভৃতি পঞ্চ কলাকে ও ঈশানাদি পঞ্চ ব্রহ্মঋক্‌কে সৃষ্টি করেন । ৭০-৭১

সেই চিদ্রূপা কুণ্ডলিনী দেবী ষট্ প্রকারে গুণিতা হইলেই ষড়ক্ষর রাম মন্ত্র, ত্রিপুরার্ণবোক্ত ষট্‌কূট ত্রিপুরার মন্ত্র ও ষড়ক্ষর গাণপত্য মন্ত্র সৃষ্টি করেন । ৭২

সেই দেবী সেইরূপে শিবের ষড়ক্ষর মন্ত্র, নৃসিংহের ষড়ক্ষর মন্ত্র, বসন্ত প্রধান ছয় ঋতু ও আমোদ প্রভৃতি ছয় গণাধিপকে সৃষ্টি করেন । ৭৩

সেই দেবী সেইরূপে ত্বগাদি ছয়টি কোশ, বুভুক্ষাদি ছয়টী ঊর্মি, মধুরাদি ছয়টি রস, আমোদ প্রভৃতি ছয় গণাধিপের শাকিনী প্রভৃতি ছয়টি শক্তি, কলাধ্বা, তত্ত্বাধ্বা, ভুবনাধ্বা বর্ণাধ্বা, পদাধ্বা ও মন্ত্রাধ্বরূপ ষড়ধ্ব, শক্তির

ষড়্‌বিধং যজ্ জগত্যস্মিন্ সর্বং তৎ পরমেশ্বরী ॥ ৭৪
সপ্তধা গুণিতা নিত্যা শঙ্করার্দ্ধ-স্বরূপিণী ।
সপ্তার্ণং ত্রিপুরামন্ত্রং সপ্তবর্ণং বিনায়কম্ ॥ ৭৫
সপ্তকং ব্যাহৃতীনাং সা সপ্তবর্ণং সুদর্শনম্ ।
লোকান্ গিরীন্ স্বরান্ ধাতূন্ মুনীন্ দ্বীপান্ গ্রহানপি ॥ ৭৬
সমিধঃ সপ্ত সংখ্যাতা সপ্ত জিহ্বা হবির্ভুজঃ ।
অন্যৎ সপ্তবিধং যদ্ যৎ তদস্যাঃ সমজায়ত ॥ ৭৭
অষ্টধা গুণিতা শক্তিঃ শৈবমষ্টাক্ষর-দ্বয়ম্ ।
বিষ্ণোঃ শ্রীকরনামানং মন্ত্রমষ্টাক্ষরং পরম্ ॥ ৭৮
অষ্টাক্ষরং হরেঃ শক্তেরষ্টাক্ষরযুগং পরম্ ।
ভানোরষ্টাক্ষরং দৌর্গমষ্টার্ণং পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯
অষ্টার্ণং নীলকণ্ঠস্য বাসুদেবাত্মকং মনুম্ ।
মন্ত্রং কামার্গলং দিব্যং দেবীযন্ত্রং ঘটার্গলম্ ॥ ৮০

ষড়্‌গুণিত মন্ত্র, পাদাদি ছয়টি আধার এবং এই জগতে অন্য যে সমস্ত ষড়ঙ্গ, সীতামন্ত্র ও ষটকর্ম প্রভৃতি ষড়্‌বিধ আছে, সে সমস্তও তিনি সৃষ্টি করেন । ৭৪

সেই শঙ্করার্দ্ধ-স্বরূপিণী নিত্যা কুণ্ডলিনী সপ্তধা গুণিতা হইলেই সপ্তাক্ষর শঙ্খমন্ত্র বা সপ্তাক্ষর ত্রিপুরামন্ত্র, সপ্তাক্ষর বিনায়কমন্ত্র সৃষ্টি করেন । ৭৫

সেই দেবী সেইরূপে সপ্ত ব্যাহৃতি, সপ্তাক্ষর অঙ্কুশমন্ত্র ও সুদর্শন মন্ত্র, ভূরাদি সপ্ত লোক, বিন্ধ্যাদি সপ্ত পর্বত, ষড়্‌জাদি সপ্ত স্বর, ত্বগাদি সপ্ত ধাতু, বশিষ্ঠাদি সপ্ত মুনি, জম্বু প্রভৃতি সাতটি দ্বীপ, রব্যাদি সাতটি গ্রহ, সপ্ত-সংখ্যাত অর্কাদি সমিধ্ ও হিরণ্যাদি অগ্নির সাতটি জিহ্বা সৃষ্টি করেন। অন্য যাহা যাহা সপ্তবিধ আছে, তাহা এই কুণ্ডলিনী হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । ৭৬-৭৭

সেই কুণ্ডলিনী শক্তি অষ্টপ্রকারে গুণিতা হইলেই শৈব অষ্টাক্ষর মন্ত্রদ্বয়, বিষ্ণুর শ্রীকরনামক শ্রেষ্ঠ অষ্টাক্ষর মন্ত্র এবং কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অষ্টাক্ষর মন্ত্র সৃষ্টি করেন । ৭৮

এইরূপ হরির অষ্টাক্ষর মন্ত্র, শক্তির শ্রেষ্ঠ অষ্টাক্ষর মন্ত্রদ্বয়, ভানুর অষ্টাক্ষর মন্ত্র, দুর্গার অষ্টাক্ষর মন্ত্র ও পরমাত্মার অষ্টাক্ষর মন্ত্র সৃষ্টি করেন । ৭৯

এইরূপ ক্ষেত্রপাল নীলকণ্ঠের অষ্টাক্ষর মন্ত্র, বাসুদেবের অষ্টাক্ষর মন্ত্র, দিব্য কামার্গল বা যমার্গল মন্ত্র ও ভুবনেশ্বরী দেবীর ঘটার্গল মন্ত্র সৃষ্টি করেন । ৮০

গন্ধাষ্টকং শুভং দেবী-দেবানাং হৃদয়ঙ্গমম্ ।
ব্রাহ্ম্যাদ্যা ভৈরবান্ সর্পান্ মূর্ত্তীরাশা বসূনপি ॥ ৮১

অষ্টপীঠং মহাদেব্যা অষ্টাষ্টক-সমন্বিতম্ ।
অষ্টৌ সা প্রকৃতির্বিঘ্ন-বক্রতুণ্ডাদিকান্ ক্রমাৎ ॥ ৮২

অণিমাদি-গুণান্ নাগান্ বহ্নের্মূর্ত্তীর্যমাদিকান্ ।
অষ্টাত্মকং জগত্যস্মিন্ সর্বং বিতনুতে তদা ॥ ৮৩

গুণিতা নবধা নিত্যা সূতে মন্ত্রং নবাত্মকম্ ।
নবকং শক্তিতত্ত্বানাং তত্ত্বরূপা মহেশ্বরী ॥ ৮৪

নবকং পীঠশক্তীনাং শৃঙ্গারাদীন্ রসান্ নব ।
মাণিক্যাদীনি রত্নানি নববর্গ-যুতানি সা ॥ ৮৫

নবকং প্রাণ-দূতীনাং মণ্ডলং নবকং শুভম্ ।
যদ্ যন্নবাত্মকং লোকে সর্বমস্যা উদঞ্চতি ॥ ৮৬

এইরূপ দেব-দেবীগণের হৃদয়গ্রাহী শুভ ত্রিবিধ গন্ধাষ্টক (বিষ্ণুগন্ধাষ্টক, শিবগন্ধাষ্টক ও শক্তিগন্ধাষ্টক), ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তি, অষ্ট ভৈরব, অষ্ট নাগ (সর্প), অষ্ট মূর্ত্তি, পূর্বাদি অষ্ট দিক্ এবং ধরাদি অষ্ট বসু সৃষ্টি করেন । ৮১

এইরূপে সেই কুণ্ডলিনী মহাদেবীর অষ্টাষ্টক সমন্বিত অষ্ট পীঠ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি প্রকার পীঠ, মহদাদি অষ্ট প্রকৃতি, বিঘ্ন ও বক্রতুণ্ড প্রভৃতিকে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করেন । ৮২

এইরূপে সেই চিদ্রূপা কুণ্ডলিনী তখন অণিমাদি অষ্ট গুণ, অষ্ট গজ, বহ্নির অষ্ট মূর্ত্তি, যম, নিয়মাদি আটটি সৃষ্টি করেন এবং এই জগতে যে সমস্ত অষ্টাত্মক আছে, সে সমস্তকেও তখন তিনি সৃষ্টি করেন । ৮৩

সেই তত্ত্বরূপা নিত্যা মহেশ্বরী কুণ্ডলিনী নয় প্রকারে গুণিতা হইলে নবাক্ষর মন্ত্র ও প্রকৃতি, নাদ, বিন্দু, বিন্দু, নাদ, বীজ, রৌদ্রী, জ্যেষ্ঠা, বামা—এই নয়টি শক্তিতত্ত্ব সৃষ্টি করেন । ৮৪

এইরূপে নয়টি পীঠশক্তি, শৃঙ্গারাদি নয়টি রস, মাণিক্যাদি নয়টি রত্ন ও নয়টি বর্গ সৃষ্টি করেন । ৮৫

এইরূপ নয়টি প্রাণদূতী, শুভ নবমাত্ত মণ্ডল সৃষ্টি করেন এবং লোকে নব কুণ্ড, নব গ্রহ, নব কোষ্ঠ প্রভৃতি যাহা যাহা নবাত্মক আছে, সে সমস্তই ইঁহার নিকট হইতে আবির্ভূত হয় । ৮৬

দশধা বিকৃতা শম্ভোর্ভামিনী ভবদুঃখহা।
দশাক্ষরং গণপতেস্ত্বরিতায়া দশাক্ষরম্ ॥ ৮৭
দশাক্ষরং সরস্বত্যা যক্ষিণ্যাঃ সা দশাক্ষরম্।
বাসুদেবাত্মকং মন্ত্রমশ্বারূঢ়াদশাক্ষরম্ ॥ ৮৮
ত্রিপুরাদশকূটং সা ত্রিপুরায়া দশাক্ষরম্।
নাম্না পদ্মাবতীমন্ত্রং রমামন্ত্রং দশাক্ষরম্ ॥ ৮৯
দশকং শক্তিতত্ত্বানাং তত্ত্বরূপা মহেশ্বরী।
নাড়ীনাং দশকং বিষ্ণোরবতারান্ দশ ক্রমাৎ।
দশকং লোকপালানাং যদ্ যদন্যৎ সৃজত্যসৌ ॥ ৯০
একাদশক্রমাদ্ সংবিদ্ গুণিতা সা জগন্ময়ী।
রুদ্রৈকাদশনীমাদ্যশক্তেরেকাদশাক্ষরম্।
একাদশাক্ষরং বাণ্যা রুদ্রানেকাদশ ক্রমাৎ ॥ ৯১

সেই ভবদুঃখ-নাশিনী শম্ভুপত্নী দশপ্রকারে বিকৃতা হইলেই গণপতির দশাক্ষর মন্ত্র এবং ত্বরিতার দশাক্ষর মন্ত্র সৃষ্টি করেন। ৮৭

সেই কুণ্ডলিনী এইরূপে সরস্বতীর দশাক্ষর মন্ত্র, যক্ষিণীর দশাক্ষর মন্ত্র, গোপালের দশাক্ষর মন্ত্র ও অশ্বারূঢার দশাক্ষর মন্ত্র সৃষ্টি করেন। ৮৮

সেই কুণ্ডলিনী এইরূপে ত্রিপুরার দশকূট মন্ত্র, ত্রিপুরার দশাক্ষর মন্ত্র, পদ্মাবতীর দশাক্ষর মন্ত্র ও দশাক্ষর রমার মন্ত্র সৃষ্টি করেন। ৮৯

সেই তত্ত্বরূপা মহেশ্বরী কুণ্ডলিনী এইরূপে দশ শক্তিতত্ত্ব, দশ নাড়ী, বিষ্ণুর দশ অবতার, দশ লোকপাল এবং অন্য যাহা যাহা দশাত্মক, সে সমস্তই তিনি ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করেন। ৯০

সেই জগন্ময়ী চিদ্রূপা কুণ্ডলিনী একাদশ প্রকারে গুণিতা হইলে রুদ্রের একাদশনী, আদ্যাশক্তি সরস্বতী বা নিত্যক্লিন্নার একাদশাক্ষর মন্ত্র, বাণীর একাদশাক্ষর মন্ত্র ও একাদশ রুদ্রকে[১] ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করেন। ৯১

বিবৃতি। অজৈকপাদ্, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর—এই একাদশ রুদ্রমূর্তি

১। শব্দার্থাদর্শে একাদশ রুদ্রের নাম এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দী রৈবতস্তথা।
মৃগব্যাধশ্চ শর্বশ্চ কাপালীতি শিবা মতাঃ।

সমুদ্‌গিরতি সর্বাত্মা গুণিতা দ্বাদশ ক্রমাৎ।
নিত্যা-মন্ত্রং মহেশান্যা বাসুদেবাত্মকং মনুম্‌ ॥ ৯২
রাশীন্‌ ভানূন্‌ হরের্মূর্তীর্যন্ত্রং সা দ্বাদশাত্মকম্‌।
অন্যদেতাদৃশং সর্বং যৎ তদস্যামজায়ত ॥ ৯৩
চতুর্বিংশতি-তত্ত্বা সা যদা ভবতি শোভনা।
গায়ত্রীং সবিতুঃ শম্ভোঃ গায়ত্রীং মদনাত্মিকাম্‌ ॥ ৯৪
গায়ত্রীং বিষ্ণু-গায়ত্রীং গায়ত্রীং ত্রিপদাত্মনঃ।
গায়ত্রীং দক্ষিণামূর্তের্গায়ত্রীং শম্ভু-যোষিতঃ।
চতুর্বিংশতি-তত্ত্বানি তস্যামাসন্‌ পরাত্মনি ॥ ৯৫
দ্বাত্রিংশদ্‌ভেদ-গুণিতা সর্বমন্ত্রময়ী বিভুঃ।
শ্রুতে মৃত্যুঞ্জয়ং মন্ত্রং নারসিংহং মহামনুম্‌ ॥ ৯৬
লবণাখ্যং মনুং মন্ত্রং বরুণস্য মহাত্মনঃ।
হয়গ্রীবং মনুং দৌর্গং বারাহং বহ্নিনায়কম্‌ ॥ ৯৭

রুদ্রৈকাদশনী। একাদশ তু রুদ্রস্য রুদ্রৈকাদশনী ইতি।—পদার্থাদর্শধৃত। ৯১

সেই সর্বাত্মা কুণ্ডলিনী দ্বাদশ ক্রমে গুণিতা হইলে মহেশানী নিত্যার ও বজ্রপ্রস্তারিণীর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ও বাসুদেবের দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র সৃষ্টি করেন। ৯২

সেই কুণ্ডলিনী এইরূপে দ্বাদশ রাশি, দ্বাদশ আদিত্য, দ্বাদশ হরির মূর্তি ও মন্ত্র প্রকাশ করেন এবং অন্য যাহা যাহা এইরূপ দ্বাদশাত্মক, সে সমস্তই ইঁহাতেই আবির্ভূত হয়। ৯৩

সেই চতুর্বিংশতিতত্ত্বরূপা শোভনা কুণ্ডলিনী যখন চতুর্বিংশতি প্রকারে গুণিতা হন, তখন সবিতার গায়ত্রী, শম্ভুর গায়ত্রী, বিষ্ণুর গায়ত্রী, ত্রিপুরার গায়ত্রী, দক্ষিণামূর্তির গায়িত্রী, শম্ভু পত্নী ক্রিয়ার গায়িত্রী ও অন্যান্য গায়িত্রী এবং যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সেই পরাত্মা কুণ্ডলিনীতে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাতেই আবির্ভূত হইয়াছেন। ৯৪-৯৫

সেই সর্বমন্ত্রময়ী বিভু কুণ্ডলিনী দ্বাত্রিংশৎ-প্রকারে গুণিতা হইলেই বৈদিক মন্ত্ররাজ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ও নৃসিংহের মন্ত্র প্রকাশ করেন। ৯৬

এইরূপ লবণমন্ত্র, মহাত্মা বরুণের অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত মহাবারুণ মন্ত্র, হয়গ্রীব মন্ত্র, শ্রুত্যুক্ত দুর্গামন্ত্র, বরাহমন্ত্র ও বহ্নিনায়ক অর্থাৎ অগ্ন্যুপস্থান মন্ত্র প্রকাশ করেন। ৯৭

গণেশিতুর্মহামন্ত্রং মন্ত্রমন্নাধিপস্য সা
মন্ত্রং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তের্মাল্যামন্ত্রং মনোভুবঃ ॥ ৯৮
ত্রিষ্টুভং বনবাসিন্যা অঘোরাখ্যং মহামনুম্ ।
ভদ্রকালীমনুং লক্ষ্ম্যা মালামন্ত্রং যমাত্মকম্ ॥ ৯৯
মন্ত্রং সা দেবকী-সূনোর্মন্ত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
শ্রীগোপাল-মনুং ভূমের্মনুং তারামনুং ক্রমাৎ ॥ ১০০
মহামন্ত্রং মহালক্ষ্ম্যা মন্ত্রং ভূতেশ্বরস্য সা ।
ক্ষেত্রপালাত্মকং মন্ত্রং মন্ত্রমাপন্নিবারণম্ ।
সূতে মাতঙ্গিনীং বিদ্যাং সিদ্ধবিদ্যাং শুভোদয়াম্ ॥ ১০১
অনেন ক্রমযোগেন গুণিতা শিববল্লভা ।
ষট্ত্রিংশতঞ্চ তত্ত্বানাং শৈবানাং রচয়ত্যসৌ
অন্যান্ মন্ত্রাংশ্চ যন্ত্রাণি শুভদানি প্রসূয়তে ॥ ১০২
দ্বিচত্বারিংশতা মূলে গুণিতা বিশ্বনায়িকা ॥
সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দ-ব্রহ্মময়ী বিভুঃ ।
শক্তিং ততো ধ্বনিস্তস্মান্নাদস্তস্মান্নিরোধিকা ॥ ১০৩

এইরূপ গণেশের মহামন্ত্র, অন্নাধিপের মন্ত্র, দক্ষিণামূর্ত্তির মন্ত্র ও মনোভূর দ্বাত্রিংশদক্ষর মালামন্ত্র প্রকাশ করেন। ৯৮

এইরূপ ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্র, বনবাসিনীর মন্ত্র, অঘোরের মহামন্ত্র, ভদ্রকালীর মন্ত্র, লক্ষ্মীর মালামন্ত্র ও সর্বতোভদ্ররূপ যমাত্মক মন্ত্র প্রকাশ করেন। ৯৯

এইরূপে সেই কুণ্ডলিনী দেবী ক্রমে ক্রমে দেবকী পুত্রের মন্ত্র, পুরুষোত্তমের মন্ত্র, শ্রীগোপালের মন্ত্র, ভূমিমন্ত্র ও তারার মন্ত্র প্রকাশ করেন। ১০০

সেই দেবী কুণ্ডলিনী এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহালক্ষ্মীর মহামন্ত্র, ভূতেশ্বরের মন্ত্র, ক্ষেত্রপালের মন্ত্র, আপন্নিবারণ মন্ত্র, শুভকরী মাতঙ্গিনী বিদ্যা ও সিদ্ধবিদ্যা প্রকাশ করেন। ১০১

সেই শিবপত্নী কুণ্ডলিনী এই ক্রমানুসারে অর্থাৎ ছত্রিশবার গুণিতা হইলে ইনি ষট্‌ত্রিংশৎ শৈবতত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য মন্ত্র ও শুভপ্রদ যন্ত্রসমূহ প্রকাশ করেন। ১০২

সেই শব্দব্রহ্মময়ী বিশ্বনায়িকা বিভু কুণ্ডলিনী মূলে বিয়াল্লিশবার গুণিতা হইলেই শক্তিকে প্রকাশ করেন, সেই শক্তি হইতে ধ্বনি, সেই ধ্বনি হইতে নাদ, সেই নাদ হইতে নিরোধিকা আবির্ভূতা হন। ১০৩

ততোঽর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ।
পশ্যন্তী মধ্যমা বাচি বৈখরী শব্দজন্মভূঃ॥ ১০৪
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মাসৌ তেজোরূপা গুণাত্মিকা।
ক্রমেণানেন সৃজতি কুণ্ডলী বর্ণমালিকাম্।
অকারাদি-সকারান্তাং দ্বিচত্বারিংশদাত্মিকাম্॥ ১০৫
পঞ্চাশদ্-বারগুণিতা পঞ্চাশদ্-বর্ণমালিকাম্।
সূতে তদ্বর্ণতোঽভিন্না কলা রুদ্রাদিকান্ ক্রমাৎ॥ ১০৬

সেই নিরোধিকা হইতে অর্দ্ধেন্দু, অর্দ্ধেন্দু হইতে বিন্দু, সেই বিন্দু হইতে মূলাধারে পরা বাকের আবির্ভাব হয়। তাহার পর এই বিন্দুই স্বাধিষ্ঠানে পশ্যন্তী বাকের, হৃদয়ে মধ্যমা বাকের এবং মুখ বিবরে বৈখরী বাকের প্রকাশভূমি হইয়া থাকেন অর্থাৎ এই বিন্দু হইতে বিভিন্ন স্থানে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী বাকের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ১০৪

বিবৃতি। মূলকারণের উন্মুখীকরণ অবস্থাই শক্তি। সত্ত্বগুণ-প্রধান শক্তিই চিচ্ছক্তি। এই চিচ্ছক্তিকে পরমাকাশ বলে। সত্ত্বগুণ প্রধান চিচ্ছক্তি রজোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে ধ্বনিশব্দ বাচ্যা হন। এই ধ্বনিই অক্ষরাবস্থা। সেই চিচ্ছক্তি তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধা হইলেই নাদ-শব্দ-বাচ্যা হন। ইহাই অব্যক্তাবস্থা। সেই চিচ্ছক্তি প্রচুর তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে নিরোধিকা শব্দ-বাচ্যা হন। তিনি আবার প্রচুর সত্ত্বগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধা হইলে অর্দ্ধেন্দু শব্দের বাচ্যা হন। এই উভয়ের যোগে বিন্দু-শব্দবাচ্যা হন। এই বিন্দুই মূলাধারাদি বিভিন্ন স্থানে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নামে কথিত হইয়া থাকেন। ১০৭

ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপা ত্রিগুণময়ী তেজোরূপা এই কুণ্ডলিনী এই ক্রমে (পূর্বোক্ত-ক্রমে) অকারাদি সকারান্ত দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ণমালিকাকে প্রকাশ করেন। ১০৫

ইনি পঞ্চাশদ্বার গুণিতা হইলেই পঞ্চাশদ্ বর্ণমালিকাকে প্রকাশ করেন। সেই সেই শব্দ বা বর্ণ হইতে অভিন্না কলা রুদ্র প্রভৃতিকে ও তাহার শক্তি সমূহকে বিষ্ণু ও বিষ্ণুশক্তিকে, পঞ্চাশৎ ওষধিকে, পঞ্চাশৎ কাম ও কাম-শক্তিকে, পঞ্চাশৎ গণেশ ও গণেশশক্তিকে এবং পঞ্চাশৎ ক্ষেত্রপাল ও ক্ষেত্রপাল শক্তিকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করেন। ১০৬

নিরোধিকা ভবেদ্ বহ্নিরর্দ্ধেন্দুঃ স্যান্নিশাকরঃ।
অর্কঃ স্যাতদুভয়োর্যোগে বিন্দ্বাত্মা তেজসাং নিধিঃ॥ ১০৭
জাতা বর্ণা যতো বিন্দোঃ শিবশক্তিময়াদতঃ।
অগ্নীষোমাত্মকাস্তে স্যুঃ শিব-শক্তিময়াদ্ রবেঃ।
যেন সম্ভবমাপন্নাঃ সোম-সূর্য্যাগ্নি-রূপিণঃ॥ ১০৮

ইতি শারদাতিলক-তন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ।

নিরোধিকা বহ্নি শিব-স্বরূপ এবং অর্দ্ধেন্দু নিশাকর শক্তি-স্বরূপ। এই উভয়ের যোগ হইলে রবি হইয়া থাকেন। তেজোনিধি বিন্দুস্বরূপ। ১০৭

শিবশক্তিময় বিন্দু হইতে যখন বর্ণসমূহ আবির্ভূত হইয়াছে, সেই হেতু তাহারা অগ্নীষোমাত্মক। শিবশক্তিময় রবি হইতে যখন বর্ণগুলি আবির্ভূত হয়, সেই হেতু বর্ণগুলি সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ। ১০৮

শারদাতিলক তন্ত্রের প্রথম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

ততো ব্যক্তিং প্রবক্ষ্যামি বর্ণানাং বদনে নৃণাম্ ।
প্রেরিতা মরুতা নিত্যং সুষুম্নারন্ধ্র-নির্গতাঃ ॥
কণ্ঠাদি-করণৈর্বর্ণাঃ ক্রমাদাবির্ভবন্তি তে । ১
এষু স্বরাঃ স্মৃতাঃ সৌম্যাঃ স্পর্শাঃ সৌরাঃ শুভোদয়াঃ ।
আগ্নেয়া ব্যাপকাঃ সর্বে সোম-সূর্য্যাগ্নি-দেবতাঃ ।
স্বরাঃ ষোড়শ বিখ্যাতাঃ স্পর্শাস্তে পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ২
তত্ত্বাত্মানঃ স্মৃতাঃ স্পর্শা মকারঃ পুরুষো যতঃ ।
ব্যাপকা দশ তে কাম-ধন-ধর্ম-প্রদায়িনঃ ॥ ৩
হ্রস্বঃ স্বরেষু পূর্বোক্তঃ পরো দীর্ঘঃ ক্রমাদিমে ।
শিব-শক্তিময়াস্তে স্যুর্বিন্দু-সর্গাবসানিকাঃ ॥ ৪

তাহার পর আমি মনুষ্যগণের মুখে বর্ণসমূহের অভিব্যক্তি বিশেষভাবে বলিতেছি। বায়ু কর্তৃক সেই পরা বর্ণ সকল ক্রমে ক্রমে প্রেরিত হইয়া পশ্যন্তী স্থানে উপস্থিত হইয়া অনাহত ও বিশুদ্ধি স্থানে সুষুম্নারন্ধ্রের দ্বারা নির্গত হইয়া কণ্ঠাদি করণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে স্থূল রূপে অভিব্যক্ত হয়। ১

এই বর্ণসমূহের মধ্যে অকার হইতে বিসর্গ পর্য্যন্ত স্বরবর্ণগুলি সৌম্য (চন্দ্র-দৈবতক), ককার হইতে মকার পর্য্যন্ত স্পর্শ বর্ণগুলি সৌর (সূর্য্য-দৈবতক), যকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত ব্যাপক বর্ণগুলি আগ্নেয় (অগ্নি-দৈবতক)। শুভাভিব্যক্ত সকল বর্ণই এইরূপে সোম, সূর্য্য ও অগ্নিদৈবতক হইয়া থাকে। সেই বর্ণ সমূহের মধ্যে ষোলটি স্বর বিখ্যাত অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে অন্যের সাহায্য বিনাই উচ্চারিত হইয়া থাকে। সেই স্পর্শ বর্ণ সংখ্যায় পঁচিশটি। ২

যেহেতু মকার পুরুষ-স্বরূপ, এই হেতু ভকার হইতে ককার পর্য্যন্ত অন্য চব্বিশটি বর্ণ প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব-স্বরূপ। আগ্নেয় (অগ্নিস্বরূপ) সেই যকারাদি দশটি ব্যাপক বর্ণ। ইহারা সকলেই কাম, ধন ও ধর্মদাতা। তন্মধ্যে স্বরবর্ণগুলি কাম, স্পর্শ বর্ণগুলি ধন এবং ব্যাপক বর্ণগুলি ধর্ম প্রদান করেন। ৩

স্বরবর্ণ সমূহের মধ্যে হ্রস্ববর্ণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে। হ্রস্ব ভিন্ন অন্য স্বরগুলি দীর্ঘ। এই সেই হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বরগুলি যথাক্রমে শিব-শক্তিময়। ইহারা বিন্দু (অনুস্বার) ও সর্গ (বিসর্গ) অবসানিক অর্থাৎ সমস্ত হ্রস্ব বর্ণের অবসানে বিন্দু ও দীর্ঘবর্ণের অবসানে বিসর্গ বিদ্যমান থাকে। ৪

বিন্দুঃ পুমান্ রবিঃ প্রোক্তঃ সর্গঃ শক্তির্নিশাকরঃ।
স্বরাণাং মধ্যমং যচ্চ তচ্চতুষ্কং নপুংসকম্ ॥ ৫
পিঙ্গলায়াং স্থিতা হ্রস্বা ইড়ায়াং সঙ্গতা পরে।
সুষুম্না মধ্যগা জ্ঞেয়াশ্চত্বারো যে নপুংসকাঃ ॥ ৬
বিনা স্বরৈস্তু নান্যেষাং জায়তে ব্যক্তিরঞ্জসা।
শিব-শক্তিময়ান্ প্রাহুস্তস্মাদ্ বর্ণান্ মনীষিণঃ ॥ ৭
কারণাৎ পঞ্চভূতানামুদ্ভূতা মাতৃকা যতঃ।
ততো ভূতাত্মকা বর্ণাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিভাগতঃ ॥ ৮
বায়্বগ্নি-ভূ-জলাকাশাঃ পঞ্চাশল্লিপয়ঃ ক্রমাৎ।
পঞ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ দীর্ঘা বিন্দ্বন্তাঃ সন্ধি-সম্ভবাঃ।
পঞ্চশঃ কাদয়ঃ ষ-ক্ষ-ল-স-হান্তাঃ সমীরিতাঃ ॥ ৯

বিবৃতি। আগম শাস্ত্রের সাধনার জন্য অ ই উ ঋ ঌ এ ও এইগুলি হ্রস্ব বলিয়া এবং আ ঈ ঊ ৠ ৡ এই সাতটি দীর্ঘ বলিয়া প্রসিদ্ধ। হ্রস্ব স্বরগুলি শিবময় পুরুষ স্বরূপ। দীর্ঘ স্বরগুলি শক্তিময় স্ত্রীস্বরূপ। হ্রস্বস্বরগুলি অন্তে বিন্দুযুক্ত, দীর্ঘস্বরগুলি অন্তে বিসর্গযুক্ত হয়। হ্রস্বের মধ্যে বিন্দু (ং) অষ্টম। দীর্ঘের মধ্যে বিসর্গ অষ্টম। ৪

বিন্দু অনুস্বার সূর্য্যস্বরূপ পুরুষ। বিসর্গ নিশাকর-স্বরূপ শক্তি। স্বরের মধ্যে যে ঋ ৠ ঌ ৡ চারিটি, সেই চারটি নপুংসক। ৫

অ ই উ এ ও এই হ্রস্বস্বর বর্ণগুলি পিঙ্গলাতে অবস্থিত। আ ঈ ঊ ঐ ঔ এই দীর্ঘস্বর বর্ণগুলি ইড়াতে অবস্থিতা। যে ঋ ৠ ঌ ৡ চারিটি নপুংসক, তাহারা সুষুম্নার মধ্যে অবস্থিত জানিবে। ৬

যেহেতু স্বরবর্ণ ব্যতীত ককারাদি অন্যান্য বর্ণ-সমূহের স্পষ্ট অভিব্যক্তি হয় না। সেই হেতু মনীষিগণ বর্ণসমূহকে শিব-শক্তিময় বলিয়া থাকেন। ৭

পঞ্চভূতের কারণ শিব-শক্তির সমবায়রূপ বিন্দু হইতে যখন অকারাদি ক্ষ-কারান্ত মাতৃকা বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই হেতু বর্ণগুলি পঞ্চ পঞ্চ বিভাগে অর্থাৎ দশ, দশটি করিয়া বায়ুপ্রভৃতি ভূতাত্মক জানিবে। ৮

পাঁচটি হ্রস্ব, পাঁচটি দীর্ঘ, অনুস্বার সহিত সন্ধিজাত এ ঐ ও ঔ, ককারাদি শকারান্ত পাঁচ পাঁচটি এবং ষ ক্ষ ল স ও হকারান্ত এই পঞ্চাশটি বর্ণ দশ দশটি করিয়া ক্রমে ক্রমে বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ স্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৯

সোম-সূর্য্যাগ্নি-ভেদেন মাতৃকাবর্ণ-সম্ভবাঃ ।
অষ্টত্রিংশৎ কলাস্তত্তন্মণ্ডলেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১০

অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টী রতির্ধৃতিঃ ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা ।
পূর্ণা পূর্ণামৃতা কাম-দায়িন্যঃ স্বরজাঃ কলাঃ ॥ ১১

তপিনী তাপিনী ধূম্রা মরীচির্জ্বালিনী রুচিঃ ।
সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমা ।
ক-ভাদ্যা বসুদাঃ সৌর্য্যষ্ঠ ডান্তা দ্বাদশেরিতাঃ ॥ ১২

বিবৃতি। পাঁচটি হ্রস্ব, পাঁচটি দীর্ঘ, অনুস্বারসহ পাঁচটি সন্ধ্যক্ষর, পাঁচটি কাদি বর্গ, পাঁচটি যাদি বর্গ ও পাঁচটি যাদি বর্গের ক্রমে ক্রমে এক একটি লইয়া দশ দশটি বর্ণ যথাক্রমে বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ স্বরূপ হইয়া থাকে। যেমন—অ আ এ ক চ ট ত প য ও ষ—এইগুলি বায়ব্য বর্ণ। ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ও ক্ষ—এইগুলি আগ্নেয়বর্ণ। উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল ও ল—এইগুলি পার্থিব বর্ণ। ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ় ধ ভ ব ও স—এই দশটি জলীয় বর্ণ এবং ঌ ৡ ং ঙ ঞ ণ ন ম শ ও হ—এই দশটি আকাশ বর্ণ হইয়া থাকে। প্রপঞ্চসার তন্ত্রে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও ইহাই বলিয়াছেন। ৯

সোম, সূর্য্য ও অগ্নি ভেদে মাতৃকাবর্ণ সম্ভূত অষ্টত্রিংশৎ কলা সোমমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল ও অগ্নিমণ্ডলে অবস্থিত আছেন। ১০

অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা—এই স্বরবর্ণোৎপন্না কলাগুলি কামদায়িনী। ১১

তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা—ক-ভাদ্যা ও ঠ-ডান্তা বারটি সৌর্য্য কলা ধনদা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১২

বিবৃতি। ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত বারটি মাতৃকাবর্ণ অনুলোমে এবং ভ হইতে ড পর্য্যন্ত বারটি মাতৃকাবর্ণ বিলোমে বারটি কলার সহিত যুক্ত হইবে। তাহাতে প্রয়োগ হইবে :—কং ভং তপিন্যৈ নমঃ। খং বং তাপিন্যৈ নমঃ। গং ফং ধূম্রায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। ১২

ধূম্রার্চিরুষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্য-কব্য-বহে অপি ॥ ১৩

যাদীনাং দশবর্ণানাং কলা ধর্মপ্রদা ইমাঃ।
অভয়েষ্ট-করা ধ্যেয়াঃ শ্বেত-পীতারুণাঃ ক্রমাৎ ॥ ১৪

তারস্য পঞ্চভেদেভ্যঃ পঞ্চাশদ্বর্ণগাঃ কলাঃ।
সৃষ্টির্বৃদ্ধিঃ স্মৃতির্মেধা কান্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ স্থিরা।
স্থিতিঃ সিদ্ধিরিতি প্রোক্তাঃ ক-চ-বর্গ কলাঃ ক্রমাৎ ॥ ১৫

অকারাদ্ ব্রহ্মণোৎপন্নাস্তপ্ত-চামীকর-প্রভাঃ।
এতাঃ করধৃতাক্ষ-স্রক্-পঙ্কজদ্বয়-কুণ্ডিকাঃ ॥ ১৬

ধূম্রার্চি, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা ও কব্যবহা—যকারাদি দশটি বর্ণের এই কলাগুলি ধর্মপ্রদা। যথাক্রমে ত্রিধা বিভক্ত এই কলাগুলিকে অভয়-হস্তা বরদ-হস্তা শ্বেতবর্ণা, পীতবর্ণা ও অরুণবর্ণা বলিয়া ধ্যান করিবে। ১৩-১৪

বিবৃতি। সৌম্য স্বরকলাগুলি শ্বেতবর্ণা, সৌর্য্যকলাগুলি পীতবর্ণা, আগ্নেয় কলাগুলি অরুণবর্ণা জানিবে। বস্ত্র, মাল্য ও ভূষণের বর্ণ দেহবর্ণের অনুরূপ হইবে। যেখানে যেখানে শক্তির ধ্যানে বর ও অভয় মুদ্রার উল্লেখ আছে, সেখানে প্রায় দক্ষিণে অভয় মুদ্রা ও বামহস্তে বরমুদ্রার ধ্যান করিবে। কাদি-মতে উক্ত হইয়াছে—শৃণু বক্ষ্যে মহেশানি। ক্রমেণ ধ্রুবং হি সাম্প্রতম্। বাম-দক্ষিণয়োঃ স্যাতাং দ্বিভুজে তু বরাভয়ৌ। পাশাঙ্কুশৌ চতুর্বাহৌ ষড়্ভুজে চাপ-সায়কৌ। চর্ম-খড়্গাবষ্টভুজে গদা-শূলে দশোদিতে। কোন কোন স্থলে যে ইহার বিপরীত বামে অভয় ও দক্ষিণে বর দেখা যায়, তাহা নিজ নিজ গুরুসম্প্রদায় অনুসারে সেই সেই বিশেষ দেবতা সম্বন্ধে জানিবে। ১৩-১৪

প্রণবের অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদরূপ পাঁচটি ভেদ হইতে ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশদ্ বর্ণের সহিত অভিন্না কলাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রণবাংশ অকাররূপ অকারবাচ্য অকারাভিন্ন ব্রহ্মা হইতে উত্তপ্ত সুবর্ণ-প্রভার ন্যায় প্রভা-(কান্তি)-বিশিষ্টা সৃষ্টি, বৃদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, স্থিরা, স্থিতি ও সিদ্ধি নামক পাঁচটি কবর্গের ও পাঁচটি চবর্গের কলা ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাঁরা সকলেই হস্তে অক্ষমালা, পদ্মদ্বয় ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া আছেন। ১৫-১৬

জরা চ পালিনী শান্তিরীশ্বরী রতিকামু (মি)কে।
বরদাঽহ্লাদিনী প্রীতির্দীর্ঘা স্যুষ্ট-ত-বর্গজাঃ ॥ ১৭
উকারাদ্ বিষ্ণুনোৎপন্নাস্তমাল-দলসন্নিভাঃ।
অভীতি-দর-চক্রেষ্ট-বাহবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৮
তীক্ষ্ণা রৌদ্রী ভয়া নিদ্রা তন্দ্রী ক্ষুৎ ক্রোধিনী ক্রিয়া।
উৎকারী মৃত্যুরেতাঃ স্যুঃ কথিতাঃ প-য-বর্গজাঃ ॥ ১৯
রুদ্রেণ মার্ণাদুৎপন্নাঃ শরচ্চন্দ্র-নিভ-প্রভাঃ।
উদ্বহস্ত্যোঽভয়ং শূলং কপালং বাহুভির্বরম্ ॥ ২০
ঈশ্বরেণোদিতা বিন্দোঃ পীতা শ্বেতাঽরুণাঽসিতা।
অনন্তা চ ষ-বর্গস্থা জবাকুসুম-সন্নিভাঃ।
অভয়ং হরিণং টঙ্কং দধানা বাহুভির্বরম্ ॥ ২১
নিবৃত্তিঃ সপ্রতিষ্ঠা স্যাদ্ বিদ্যা শান্তিরনন্তরম্
ইন্ধিকা দীপিকা চৈব রেচিকা মোচিকা পরা ॥ ২২

জরা, পালিনী, শান্তি, ঈশ্বরী, রতি, কামুকা (কামিকা), বরদা আহ্লাদিনী, প্রীতি ও দীর্ঘা—এই দশটি টবর্গ ও তবর্গজ কলা। ১৭

ইঁহারা উকার বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহাদের বর্ণ তমালদলের তুল্য। ইঁহারা বাহুতে অভয়, শঙ্খ, চক্র ও বরমুদ্রা-ধারিণী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ১৮

তীক্ষ্ণা, রৌদ্রী, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রী, ক্ষুৎ, ক্রোধিনী, ক্রিয়া, উৎকারী ও মৃত্যু—এই দশটি পবর্গ ও যবর্গজ কলা। ১৯

ইঁহারা মকার রুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা শরচ্চন্দ্রের তুল্য প্রভাবিশিষ্ট। ইঁহারা বাহু সমূহের দ্বারা অভয়মুদ্রা, শূল, কপাল ও বরমুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। ২০

পীতা, শ্বেতা, অরুণা, অসিতা ও অনন্তা—এই পাঁচটি কলা ষবর্গজ কলা। ইঁহারা ঈশ্বর কর্তৃক বিন্দু হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া বিন্দুকলা। ইঁহারা জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণা। ইঁহারা বাহুসমূহের দ্বারা অভয় মুদ্রা, হরিণমুদ্রা (কাহারও মতে হরিণ শিশু), পরশু ও বরমুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। ২১

নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, পরা, সূক্ষ্মা, সূক্ষ্মামৃতা, জ্ঞানামৃতা, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী, ব্যোমরূপা, অনন্তা—এই

সূক্ষ্মা সূক্ষ্মামৃতা জ্ঞানামৃতা চাপ্যায়নী তথা।
ব্যাপিনী ব্যোমরূপা স্যুরনন্তা স্বরসংবৃতাঃ ॥ ২৩
সদাশিবেন সঞ্জাতা নাদাদেতাঃ সিত-ত্বিষঃ।
অক্ষ-স্রক্-পুস্তক-গুণ-কপালাঢ্য-করাম্বুজাঃ ॥ ২৪
ন্যাসে তু যোজয়েদাদৌ ষোড়শ স্বরজাঃ কলাঃ।
ইতি পঞ্চাশদাখ্যাতাঃ কলাঃ সর্বসমৃদ্ধিদাঃ ॥ ২৫
শ্রীকণ্ঠানন্ত-সূক্ষ্মাশ্চ ত্রিমূর্ত্তিরমরেশ্বরঃ।
অর্ঘীশো ভারভূতীশস্তিথীশঃ স্থাণুকো হরঃ ॥ ২৬
ঝিণ্টীশো ভৌতিকঃ সদ্যো-জাতশ্চানুগ্রহেশ্বরঃ।
অক্রূরশ্চ মহাসেনঃ ষোড়শ স্বর-মূর্ত্তয়ঃ ॥ ২৭
পশ্চাৎ ক্রোধীশ-চণ্ডেশ-পঞ্চান্তক-শিবোত্তমাঃ।
অথৈকরুদ্র-কূর্মৈক-নেত্রাহ্ব-চতুরাননাঃ ॥ ২৮
অজেশ-শর্ব-সোমেশাস্তথা লাঙ্গলি-দারুকৌ।
অর্দ্ধনারীশ্বরশ্চোমা-কান্তশ্চাষাঢ়ি-দণ্ডিনৌ ॥ ২৯
স্যুরত্রি-মীন-মেষাখ্য-লোহিতাশ্চ শিখী তথা।
ছগলণ্ড-দ্বিরণ্ডেশৌ মহাকালাখ্য-বালিনৌ ॥ ৩০

ষোলটি স্বরস্থিত কলা সদাশিব কর্ত্তৃক নাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা শুক্লবর্ণ কান্তি বিশিষ্টা। ইঁহারা করপদ্ম সমূহের দ্বারা অক্ষমালা, পুস্তক, গুণ (শূল) ও কপাল ধারণ করিয়া আছেন। ২২-২৪

এই স্বরজাত ষোড়শ কলা প্রথমে ন্যাসে প্রয়োগ করিবে। সর্বসমৃদ্ধিপ্রদ এই পঞ্চাশটি কলা কথিত হইল। ২৫

শ্রীকণ্ঠ, অনন্ত, সূক্ষ্ম, ত্রিমূর্ত্তি, অমরেশ্বর, অর্ঘীশ, ভারভূতীশ, তিথীশ, স্থাণু, হর, ঝিণ্টীশ, ভৌতিক, সদ্যোজাত, অনুগ্রহেশ্বর, অক্রূর, মহাসেন—এই ষোলটি স্বরের মূর্ত্তি। ২৬-২৭

ক্রোধীশ, চণ্ডেশ, পঞ্চান্তক, শিবোত্তম, একরুদ্র, কূর্ম, একনেত্র, চতুরানন, অজেশ, শর্ব, সোমেশ, লাঙ্গলি, দারুক, অর্দ্ধনারীশ্বর, উমাকান্ত, আষাঢ়ী, দণ্ডী, অত্রি, মীন, মেষ, লোহিত, শিখী, ছগলণ্ডেশ, দ্বিরণ্ডেশ, মহাকাল, বালী, ভুজঙ্গেশ, পিনাকীশ, খড়্গীশ, বক, শ্বেত, ভৃগ্বীশ, নকুলি, শিব, সম্বর্ত্তক—ইঁহারা

ভুজঙ্গেশ-পিনাকীশ-খড়্গীশাখ্য-বকাস্তথা।
শ্বেত-ভৃগ্বীশ-নকুলি-শিবাঃ সম্বর্ত্তকস্ততঃ।
এতে রুদ্রাঃ স্মৃতা রক্তা ধৃত-শূল-কপালকাঃ॥ ৩১
পূর্ণোদরী স্যাদ্ বিরজা শাল্মলী তদনন্তরম্।
লোলাক্ষী বর্ত্তুলাক্ষী চ দীর্ঘঘোণা সমীরিতাঃ॥ ৩২
সুদীর্ঘমুখী-গোমুখ্যো দীর্ঘজিহ্বা তথৈব চ।
কুণ্ডোদর্য্যূর্ধ্বকেশী চ তথা বিকৃতমুখ্যপি॥ ৩৩
জ্বালামুখী ততো জ্ঞেয়া পশ্চাদুল্কামুখী ততঃ।
সুশ্রীমুখী চ বিদ্যামুখ্যেতাঃ স্যুঃ স্বরশক্তয়ঃ॥ ৩৪
মহাকালী-সরস্বত্যৌ সর্বসিদ্ধি-সমন্বিতা।
গৌরী ত্রৈলোক্য-বিদ্যা স্যান্মন্ত্রশক্তিস্ততঃ পরম্॥ ৩৫
আত্মশক্তির্ভূত-মাতা তথা লম্বোদরী মতা।
দ্রাবিণী নাগরী ভূয়ঃ খেচরী চাপি মঞ্জরী॥ ৩৬
রূপিণী বীরিণী পশ্চাৎ কাকোদর্য্যপি পূতনা।
স্যাদ্ ভদ্রকালী-যোগিন্যৌ শঙ্খিনী গর্জ্জিনী তথা॥ ৩৭
কালরাত্রিশ্চ কুব্জিন্যা কপর্দিন্যপি বজ্রিণী।
জয়া চ সুমুখেশ্বর্য্যা রেবতী মাধবী তথা॥ ৩৮
বারুণী বায়বী প্রোক্তা পশ্চাদ্ রক্ষোবিদারিণী।
ততশ্চ সহজা লক্ষ্মীর্ব্যাপিনী মায়য়ান্বিতা॥ ৩৯

রুদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইঁহারা রক্তবর্ণ। শূল ও কপাল ধারণ করিয়া আছেন। ২৮-৩১

পূর্ণোদরী, বিরজা, শাল্মলী, লোলাক্ষী, বর্ত্তুলাক্ষী, দীর্ঘঘোণা, সুদীর্ঘমুখী, গোমুখী, দীর্ঘজিহ্বা, কুণ্ডোদরী, ঊর্ধ্বকেশী, বিকৃতমুখী, জ্বালামুখী, উল্কামুখী, সুশ্রীমুখী, বিদ্যামুখী—এই ষোলটি রুদ্রকলা স্বরশক্তি। ৩২-৩৪

মহাকালী, সরস্বতী, সর্বসিদ্ধি-গৌরী, ত্রৈলোক্যবিদ্যা, মন্ত্রশক্তি, আত্মশক্তি, ভূতমাতা, লম্বোদরী, দ্রাবিণী, নাগরী, খেচরী, মঞ্জরী, রূপিণী, বীরিণী, কাকোদরী, পূতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী, শঙ্খিনী, গর্জ্জিনী, কালরাত্রি, কুব্জিনী, কপর্দিনী, বজ্রিণী, জয়া, সুমুখেশ্বরী, রেবতী, মাধবী, বারুণী, বায়বী, রক্ষোবিদারিণী, সহজা, লক্ষ্মী, ব্যাপিনী ও মায়া—এই পঁয়ত্রিশটি

এতা রুদ্রাঙ্ক-পীঠস্থাঃ সিন্দুরারুণ-বিগ্রহাঃ।
রক্তোৎপল-কপালাভ্যামলঙ্কৃত-করাম্বুজাঃ ।। ৪০
কেশব-নারায়ণ-মাধব-গোবিন্দ-বিষ্ণবঃ।
মধুসূদন-সংজ্ঞোঽন্যঃ স্যাৎ ত্রিবিক্রম-বামনৌ ।। ৪১
শ্রীধরশ্চ হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ততঃ পরম্।
দামোদরো বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণ ইতীরিতাঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ স্বরাণাং মূর্ত্তয়ঃ ক্রমাৎ ।। ৪২
পশ্চাচ্চক্রী গদী শার্ঙ্গী খড়্গী শঙ্খী হলী পুনঃ।
মুষলী শূলীসংজ্ঞোঽন্যঃ পাশী স্যাদঙ্কুশী পুনঃ ।। ৪৩
মুকুন্দো নন্দজো নন্দী নরো নরকজিদ্ধরিঃ।
কৃষ্ণঃ সত্যঃ সাত্বতঃ স্যাৎ শৌরী শূরো জনার্দনঃ ।। ৪৪
ভূধরো বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
বলী বলানুজো বালো বৃষঘ্নশ্চ বৃষঃ পুনঃ ।। ৪৫
সিংহো বরাহো বিমলো নৃসিংহো মূর্ত্তয়ো হলাম্।
কেশবাদ্যা ইমে শ্যামাশ্চক্র-শঙ্খ-লসৎ-করাঃ ।। ৪৬
কীর্ত্তিঃ কান্তিস্তুষ্টি-পুষ্টী ধৃতিঃ শান্তিঃ ক্রিয়া দয়া।
মেধা সহর্ষা শ্রদ্ধা চ লজ্জা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।

শ্রীকণ্ঠাদি রুদ্রগণের ক্রোড় পীঠস্থ কলা। ইঁহারা সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ দেহ-ধারিণী। ইঁহাদের করপদ্ম রক্তোৎপল ও কপালের দ্বারা অলঙ্কৃত। ৩৫-৪০

কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই ষোলটি যথাক্রমে ষোলটি স্বরের মূর্ত্তি। ৪১-৪২

চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মুষলী, শূলী, পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দজ, নন্দী, নর, নরকজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাত্বত, শৌরী, শূর, জনার্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বৃষঘ্ন, বৃষ, সিংহ, বরাহ, বিমল, নৃসিংহ—এই পঁয়ত্রিশটি যথাক্রমে ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের মূর্ত্তি। এই কেশব প্রভৃতির দেহ শ্যামবর্ণ, বাহুদ্বয় চক্র ও শঙ্খ দ্বারা ভূষিত। ৪৩-৪৬

কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা,

প্রীতী রতিরিমাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমেণ স্বরশক্তয়ঃ ॥ ৪৭
জয়া দুর্গা প্রভা সত্যা চণ্ডা বাণী বিলাসিনী।
বিজয়া বিরজা বিশ্বা বিনদা সুনদা স্মৃতিঃ ॥ ৪৮
ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ শুদ্ধিঃ স্যাদ্ ভক্তির্বুদ্ধিঃ স্মৃতিঃ ক্ষমা।
রমোমা ক্লেদিনী ক্লিন্না বসুদা বসুধাঽপরা ॥ ৪৯
পরা পরায়ণা সূক্ষ্মা সন্ধ্যা প্রজ্ঞা প্রভা নিশা।
অমোঘা বিদ্যুতা চেতি কীর্ত্যাদ্যাঃ সর্বকামদাঃ ॥ ৫০
এতাঃ প্রিয়তমাঙ্কেষু নিষণ্ণাঃ সস্মিতাননাঃ।
বিদ্যুদ্-দাম-সমানাঙ্গ্যঃ পঙ্কজাভয়-বাহবঃ ॥ ৫১
মাতৃকাবর্ণ-ভেদেভ্যঃ সর্বে মন্ত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।
মন্ত্র-বিদ্যা-বিভাগেন দ্বিবিধা মন্ত্রজাতয়ঃ ॥ ৫২
পুং-স্ত্রী-নপুংসকাত্মানো মন্ত্রাঃ সর্বে সমীরিতাঃ।
মন্ত্রাঃ পুংদেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৩
পুংমন্ত্রা হুঁফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাশ্চ স্ত্রিয়ো মতাঃ।

লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি—এই ষোলটি যথাক্রমে অকারাদি ষোলটি স্বরের শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৭

জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডা, বাণী, বিলাসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনদা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, ভক্তি, বুদ্ধি, স্মৃতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা ও বিদ্যুতা—এই পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনকলা। কীর্ত্তি প্রভৃতি সমস্ত কলাই সর্বকামপ্রদা। ৪৮-৫০

এই সমস্ত কলাই প্রিয়তম বিষ্ণুর ক্রোড়ে অবস্থিতা ঈষৎ হাস্য-বদনা, বিদ্যুদ্দামের ন্যায় তেজঃপুঞ্জদেহা পঙ্কজ ও অভয়যুক্ত বাহু-ধারিণী। ৫১

যেহেতু বিভিন্ন মাতৃকাবর্ণ সমূহ হইতে সমস্ত মন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই হেতু মন্ত্র ও বিদ্যাবিভাগে সমস্ত মন্ত্র জাতি দুই প্রকার। ৫২

সমস্ত মন্ত্র স্ত্রী, পুং, নপুংসক স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে মন্ত্রের দেবতা পুরুষ, তাহাকে মন্ত্র বলিয়া জানিবে। যে মন্ত্রের দেবতা স্ত্রী, তাহা বিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫৩

হুমন্ত বা ফড়ন্ত অর্থাৎ যে মন্ত্রের শেষে হুং বা ফট্ বা হুং ফট্ আছে, তাহা পুংমন্ত্র। যে মন্ত্রের শেষে দ্বিঠ বা স্বাহা আছে, তাহা স্ত্রী-মন্ত্র বলিয়া

নপুংসকা নমোঽন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধা ॥ ৫৪
শস্তাস্তে ত্রিবিধা মন্ত্রা বশ্য-শান্ত্যভিচারকে।
অগ্নীষোমাত্মকা মন্ত্রা বিজ্ঞেয়াঃ ক্রূর-সৌম্যয়োঃ ॥ ৫৫
কর্মণোর্বহ্নি-তারাস্ত্র-বিয়ৎ-প্রায়াঃ সমীরিতাঃ।
আগ্নেয়া মনবঃ সৌম্যা ভূয়িষ্ঠেন্দ্বমৃতাক্ষরাঃ ॥ ৫৬
আগ্নেয়াঃ সংপ্রবুধ্যন্তে প্রাণে চরতি দক্ষিণে।
ভাগেঽন্যস্মিন্ স্থিতে প্রাণে সৌম্যা বোধং প্রয়ান্তি চ ॥ ৫৭
নাড়ীদ্বয়ং গতে প্রাণে সর্বে বোধং প্রয়ান্তি চ।

কথিত হইয়াছে। যে মন্ত্রের শেষে নমঃ আছে, তাহা নপুংসক মন্ত্র—এই তিন প্রকার মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৫৪

বিবৃতি। প্রয়োগসারে বষট্ ও ফট্ অন্ত মন্ত্রকে পুংমন্ত্র, বৌষট্ ও স্বাহান্ত মন্ত্রকে স্ত্রীমন্ত্র এবং হুঁ ও নমঃ অন্ত মন্ত্রকে নপুংসক মন্ত্র বলা হইয়াছে। যথা—বষট্-ফড়ন্তাঃ পুংলিঙ্গা বৌষট্-স্বাহান্তগাঃ স্ত্রিয়ঃ। নপুংসকা হুঁ-নমোঽন্তা ইতি মন্ত্রাস্ত্রিধা স্মৃতাঃ। রাঘব ভট্ট ধৃত প্রয়োগসারের বচন। ৫৪

বশ্য কর্ম, শান্তি কর্ম ও অভিচার কর্মে সেই তিন প্রকার মন্ত্রই প্রশস্ত। ক্রূর ও সৌম্য কর্মে অগ্নীষোমাত্মক মন্ত্র প্রশস্ত জানিবে। ৫৫

মন্ত্রে বহ্নি (রেফ বা রকার), তার (ওঁকার), অস্ত্র (ফকার) ও বিয়ৎ (হকার) —এই চারিটির কোন একটি অধিক থাকিলেই উহা আগ্নেয় মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ইন্দু (স) ও অমৃত (ব) অধিক থাকিলেই উহা সৌম্য মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৫৬

বিবৃতি। নারায়ণীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন—ওঁকার, ফকার, রকার ও হকার বহুল মন্ত্রই আগ্নেয় মন্ত্র। অবশিষ্ট মন্ত্র সৌম্য মন্ত্র। যদি আগ্নেয় মন্ত্র অন্তে নমো যুক্ত হয়, তবে তাহা সৌম্য হয়। যদি সৌম্য মন্ত্র অন্তে ফট্‌কার যুক্ত হয়, তবে তাহা আগ্নেয় হয়। পিঙ্গলামতে বলা হইয়াছে—শান্ত জাতি-যুক্ত হইলে রৌদ্র মন্ত্র শান্ত মন্ত্র হয়, শান্ত মন্ত্রও হুঁ ফট্ যুক্ত হইলে রৌদ্র মন্ত্র হইয়া যায়। অধিক কথা শারদাতিলকের টীকায় দ্রষ্টব্য। ৫৬

দক্ষিণভাগে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইলে আগ্নেয় মন্ত্র সমূহ প্রবুদ্ধ হয়। অন্য-ভাগে অর্থাৎ বামভাগে প্রাণ বায়ু প্রবাহিত হইলে সৌম্য মন্ত্র সমূহ প্রবুদ্ধ হয়। ৫৭

প্রযচ্ছন্তি ফলং সর্বে প্রবুদ্ধা মন্ত্রিণাং সদা ॥ ৫৮
ছিন্নাদি-দুষ্টা যে মন্ত্রা পালয়ন্তি ন সাধকম্ ।
ছিন্নো রুদ্ধঃ শক্তিহীনঃ পরাঙ্মুখ উদীরিতঃ ॥ ৫৯
বধিরো নেত্রহীনশ্চ কীলিতঃ স্তম্ভিতস্তথা ।
দগ্ধস্ত্রস্তশ্চ ভীতশ্চ মলিনশ্চ তিরস্কৃতঃ ॥ ৬০
ভেদিতশ্চ সুষুপ্তশ্চ মদোন্মত্তশ্চ মূর্চ্ছিতঃ ।
হৃতবীর্য্যশ্চ হীনশ্চ প্রধ্বস্তো বালকঃ পুনঃ ॥ ৬১
কুমারস্তু যুবা প্রৌঢ়ো বৃদ্ধো নিস্ত্রিংশকস্তথা ।
নির্বীজঃ সিদ্ধিহীনশ্চ মন্দঃ কূটস্তথা পুনঃ ॥ ৬২
নিরংশঃ সত্ত্বহীনশ্চ কেকরো বীজহীনকঃ ।
ধূমিতালিঙ্গিতৌ স্যাতাং মোহিতশ্চ ক্ষুধাতুরঃ ॥ ৬৩

প্রাণ বায়ু নাড়ীদ্বয়ে প্রবাহিত হইলে সমস্ত মন্ত্রই প্রবুদ্ধ হয়। মন্ত্রসমূহ প্রবুদ্ধ হইলেই মন্ত্রিগণকে (মন্ত্র সাধকগণকে) সর্বদা ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ৫৮

বিবৃতি। নারায়ণী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—সুপ্ত মন্ত্র বা প্রবুদ্ধমাত্র মন্ত্র সিদ্ধি প্রদান করে না। মন্ত্রের সুষুপ্তিকালে মন্ত্রের জপ কোন প্রয়োজন বা ফল প্রদান করে না। মন্ত্রের প্রবোধকাল উক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কালই মন্ত্রের স্বাপকাল। প্রাণায়ামের দ্বারা শিব শক্তির মিলন হয়। এই মিলনকালই মন্ত্রের প্রবোধকাল। তদ্ভিন্ন কালই মন্ত্রের স্বাপকাল। ইহা রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে বলিয়াছেন। ৫৮

যে সকল মন্ত্র ছিন্নাদি দোষে দুষ্ট, তাঁহারা সাধককে পালন (রক্ষা) করেন না। ছিন্ন, রুদ্ধ, শক্তিহীন ও পরাঙ্মুখ দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫৯

এইরূপ বধির, নেত্রহীন, কীলিত, স্তম্ভিত, দগ্ধ, ত্রস্ত, ভীত, মলিন, তিরস্কৃতও দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬০

এইরূপ ভেদিত, সুষুপ্ত, মদোন্মত্ত, মূর্চ্ছিত, হৃতবীর্য্য, হীন, প্রধ্বস্ত, বালকও দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬১

এইরূপ কুমার, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, নিস্ত্রিংশক, নির্বীজ, সিদ্ধিহীন, মন্দ ও কূট দোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৬২

এইরূপ নিরংশ, সত্ত্বহীন, কেকর, বীজহীন, ধূমিত, আলিঙ্গিত, মোহিত ও ক্ষুধাতুর দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬৩

অতিদৃপ্তোঽঙ্গহীনঃ স্যাদতিক্রুদ্ধঃ সমীরিতঃ।
অতিক্রূরশ্চ সব্রীড়ঃ শান্তমানস এব চ। ৬৪

স্থানভ্রষ্টশ্চ বিকলঃ সোঽতিবৃদ্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিঃস্নেহঃ পীড়িতশ্চাপি বক্ষ্যাম্যেষাঞ্চ লক্ষণম্ ॥ ৬৫

মনোর্যস্যাদি-মধ্যান্তেষ্বানিলং বীজমুচ্যতে।
সংযুক্তং বা বিযুক্তং বা স্বরাক্রান্তং ত্রিধা পুনঃ ॥
চতুর্ধা পঞ্চধা বা স্যুঃ স মন্ত্রশ্ছিন্নসংজ্ঞকঃ ॥ ৬৬

আদি-মধ্যাবসানেষু ভূবীজ-দ্বয়-লাঞ্ছিতঃ।
রুদ্ধমন্ত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্তি-মুক্তি-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৭

মায়া-ত্রিতত্ত্ব-শ্রীবীজ-রাব-হীনস্তু যো মনুঃ।
শক্তিহীনঃ স কথিতো যস্য মধ্যে ন বিদ্যতে ॥ ৬৮

এইরূপ অতিদৃপ্ত, অঙ্গহীন, অতিক্রুদ্ধ, অতিক্রূর, সব্রীড় এবং শান্তমানসও দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬৪

এইরূপ স্থানভ্রষ্ট, বিকল, সেই অতিবৃদ্ধ, নিঃস্নেহ এবং পীড়িত অর্থাৎ নিঃস্নেহ, অতিবৃদ্ধ ও পীড়িত—এই সমস্তগুলি দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদের লক্ষণ বলিতেছি। ৬৫

যে মন্ত্রের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে বায়ুবীজ (যং) বা শক্তিবীজ অক্ষরান্তরের সহিত সংযুক্ত অথবা অক্ষরান্তরের সহিত বিযুক্ত অথবা কেবল আছে অথবা তিন প্রকারে, চারিপ্রকারে বা পাঁচ প্রকারে দীর্ঘস্বর আ ঈ ঊ ঐ ঔ দ্বারা যুক্ত হইয়া (হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং এইরূপে) আছে, সেই মন্ত্র ছিন্ন মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৬৬

যে মন্ত্র আদিতে, মধ্যে ও অন্তে ভূবীজ-(লং-কার) দ্বয়ের দ্বারা ভূষিত, সেই মন্ত্রকে রুদ্ধ মন্ত্র বলিয়া জানিবেন। উহা ঐহিক ভোগ ও মোক্ষ-রহিত অর্থাৎ উহা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে না। ৬৭

যে মন্ত্র মায়াবীজ অর্থাৎ ভুবনেশী বীজ-(হ্রীং) রহিত, অথবা ত্রিতত্ত্ব-(হ্রূঁ অথবা ওঁ) রহিত অথবা শ্রীবীজ-(শ্রীং) রহিত অথবা রাব-(ক্রোং-কার) রহিত, সেই মন্ত্র শক্তিহীন মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬৮

কামবীজং মুখে মায়া শিরস্যঙ্কুশমেব বা।
অসৌ পরাঙ্মুখঃ প্রোক্তো হকারো বিন্দু-সংযুতঃ।
আদ্যন্ত-মধ্যেষ্বিন্দুর্বা ন ভবেদ্ বধিরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৯

পঞ্চবর্ণো মনুর্যঃ স্যাদ্ রেফার্কেন্দু-বিবর্জিতঃ ॥
নেত্রহীনঃ স বিজ্ঞেয়ো দুঃখ-শোকাময়-প্রদঃ ॥ ৭০

আদি-মধ্যাবসানেষু হংস-প্রাসাদ-বাগ্‌ভবাঃ।
হকারো বিন্দুমান্ জীবো রাবং বাপি চতুষ্কলম্।
মায়া নমামি চ পদং নাস্তি যস্মিন্ স কীলিতঃ ॥ ৭১

একং মধ্যে দ্বয়ং মূর্দ্ধ্নি যস্মিন্নস্ত্র-পুরন্দরৌ।
বিদ্যেতে স তু মন্ত্রঃ স্যাৎ স্তম্ভিতঃ সিদ্ধি-রোধকঃ ॥ ৭২

যে মন্ত্রের মধ্যে কামবীজ (ক্লীং), মুখে অর্থাৎ আদিতে মায়া (হ্রীং) এবং মস্তকে অর্থাৎ অন্তে অঙ্কুশ (ক্রোং) নাই, সেই মন্ত্র পরাঙ্‌মুখ মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যে মন্ত্রের আদিতে বিন্দুসংযুক্ত হকার বা বিন্দুসংযুক্ত ইন্দু (সকার) নাই, অথবা অন্তে বিন্দু-সংযুক্ত হকার বা বিন্দু-সংযুক্ত ইন্দু (সকার) নাই, অথবা মন্ত্র মধ্যে বিন্দু-সংযুক্ত হকার বা বিন্দু-সংযুক্ত ইন্দু (স) নাই, সেই মন্ত্র বধির মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬৯

যে মন্ত্রটি পঞ্চবর্ণের মন্ত্র, সেই পঞ্চবর্ণের মন্ত্রটি রকার, অর্ক (হকার) ও ইন্দু (সকার) রহিত হইলেই তাহাকে নেত্রহীন মন্ত্র বলিয়া জানিবে। সেই পঞ্চবর্ণের মন্ত্রটি রকার রহিত হইলেই দুঃখ, অর্ক (হকার) রহিত হইলেই শোক এবং ইন্দু (সকার) রহিত হইলে রোগ প্রদান করে। ৭০

যে মন্ত্রে আদিতে, মধ্যে ও অন্তে হংস এইটী নাই, প্রাসাদবীজ (হৌং) নাই, অথবা বাগ্‌ভববীজ (ঐং) নাই, কিম্বা বিন্দু (ং)-যুক্ত হকার নাই, অথবা বিন্দু-যুক্ত জীব (স) নাই, কিম্বা রাব (ক্রং) নাই, অথবা চতুষ্কল (হূঁ) নাই অথবা মায়া (হ্রীং) নাই কিম্বা নমামি পদ নাই, সেই মন্ত্র কীলিত মন্ত্র। ৭১

যে মন্ত্রে মধ্যে একটি অস্ত্র (ফট্‌কার) বা পুরন্দর (ল), অন্তে দুইটি পুরন্দর (লকার) বা দুইটী অস্ত্র আছে, সেই মন্ত্রটি স্তম্ভিত মন্ত্র। উহা সিদ্ধির রোধক—সিদ্ধির বিরোধী। ৭২

বহ্নি-বায়ু-সমাযুক্তো যস্য মন্ত্রস্য মূর্দ্ধনি।
সপ্তধা দৃশ্যতে তং তু দগ্ধং মন্যেত মন্ত্রবিৎ ॥ ৭৩

অস্ত্রং দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ ষড়্ভিরষ্টাভির্দৃশ্যতেঽক্ষরৈঃ।
ত্রস্তঃ সোঽভিহিতো যস্য মুখে ন প্রণবঃ স্থিতঃ।
শিবো বা শক্তিরথবা ভীতাখ্যঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭৪

আদি-মধ্যাবসানেষু ভবেন্ মার্ণ-চতুষ্টয়ম্।
যস্য মন্ত্রঃ স মলিনো মন্ত্রবিৎ তং বিবর্জয়েৎ ॥ ৭৫

যস্য মধ্যে দকারোঽথ ক্রোধো বা মূর্দ্ধনি দ্বিধা।
অস্ত্রং তিষ্ঠতি মন্ত্রঃ স তিরস্কৃত উদাহৃতঃ ॥ ৭৬

ওঁ-দ্বয়ং হৃদয়ে শীর্ষে বষড়স্ত্রং চ মধ্যতঃ।
যস্যাসৌ ভেদিতো মন্ত্রস্ত্যাজ্যঃ সিদ্ধিষু সূরিভিঃ ॥ ৭৭

যে মন্ত্রের আদিতে, অধঃ বা ঊর্দ্ধে বহ্নি রেফ বায়ু যকারের দ্বারা সমবেত হইয়া অর্থাৎ যকারের মস্তকে বা নিম্নে রেফ যুক্ত হইয়া সাত প্রকারে অর্থাৎ সাত স্থানে দৃশ্যমান হয়, পিঙ্গলা মতে আদিস্থিত সাতটি বহ্নি রেফ বায়ুবীজ যকারের দ্বারা সমবেত হইয়া দীপিত হয়, সেই মন্ত্রকে মন্ত্রবিৎগণ দগ্ধ মন্ত্র বলেন। ৭৩

যে মন্ত্রের অস্ত্র ফট্‌কার দুইটি, তিনটি, ছয়টি বা আটটি মন্ত্রাক্ষরের সহিত দৃশ্যমান হয়, সেই মন্ত্র ত্রস্ত মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। যে মন্ত্রের মুখে অর্থাৎ আদিতে প্রণব নাই, কিম্বা শিব (হকার) নাই, সেই মন্ত্র ভীতমন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৭৪

যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্ত—এই তিন স্থানে মিলিয়া চারিটি মবর্ণ দেখা যায়, সেই মন্ত্র মলিন মন্ত্র। মন্ত্রবিৎ সেই মন্ত্রকে বর্জন করিবেন। ৭৫

যে মন্ত্রের মধ্যে দকার বা ক্রোধ (হুঁ) আছে এবং মস্তকে অর্থাৎ অন্তে দুইটি অস্ত্র ফট্ আছে, সেই মন্ত্র তিরস্কৃত মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৭৬

যে মন্ত্রের আদিতে ওঁকার দ্বয়, অন্তে বষট্ ও মধ্যে অস্ত্র দ্বয় আছে, সেই মন্ত্র ভেদিত মন্ত্র। সূরিগণ সিদ্ধিতে এই মন্ত্র ত্যাগ করিবেন। ৭৭

ত্রিবর্ণো হংসহীনো যঃ সুষুপ্তঃ স উদাহৃতঃ।
মন্ত্রো বাঽপ্যথবা বিদ্যা সপ্তাধিক-দশাক্ষরঃ।
ফট্‌কার-পঞ্চকাদির্যো মদোন্মত্ত উদীরিতঃ॥ ৭৮
তদ্বদস্ত্রং স্থিতং মধ্যে যস্য মন্ত্রঃ স মূর্চ্ছিতঃ।
বিরাম-স্থানগং যস্য হৃতবীর্য্যঃ স কথ্যতে॥ ৭৯
আদৌ মধ্যে তথা মূর্দ্ধ্নি চতুরস্ত্র-যুতো মনুঃ।
জ্ঞাতব্যো হীন ইত্যেষ যঃ স্যাদষ্টাদশাক্ষরঃ॥ ৮০
একোনবিংশত্যর্ণো বা যো মন্ত্রস্তার-সংবৃতঃ।
হৃল্লেখাঙ্কুশ-বীজাদ্যন্তং প্রধ্বস্তং প্রচক্ষতে॥ ৮১
সপ্তবর্ণো মনুর্বালঃ কুমারোঽষ্টাক্ষরস্তু যঃ।
ষোড়শার্ণো যুবা প্রৌঢ়শ্চত্বারিংশল্লিপির্মনুঃ॥ ৮২
ত্রিংশদর্ণশ্চতুঃষষ্টি-বর্ণো মন্ত্রঃ শতাক্ষরঃ।
চতুঃশতাক্ষরশ্চাপি বৃদ্ধ ইত্যভিধীয়তে॥ ৮৩

বর্ণত্রয়াত্মক যে মন্ত্র হংসহীন, সে মন্ত্র সুষুপ্ত মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে মন্ত্র বা বিদ্যা সপ্তাধিক দশাক্ষর অর্থাৎ অষ্টাদশ অক্ষর বিশিষ্ট ও আদিতে পঞ্চ ফট্‌কার যুক্ত, সেই মন্ত্র মদোন্মত্ত মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৭৮

যে মন্ত্রের মধ্যে সেই অস্ত্র আছে অথবা পূর্ববৎ পঞ্চ ফট্‌কার আছে, সেই মন্ত্র মূর্চ্ছিত মন্ত্র। যে মন্ত্রের শেষে অস্ত্র (ফট্) আছে, সে মন্ত্র হৃতবীর্য্য মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৭৯

যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রটি আদিতে, মধ্যে ও অন্তে—এই স্থানত্রয়ে মিলিয়া চারিটী অস্ত্র যুক্ত, সেই মন্ত্রটিকে হীন মন্ত্র বলিয়া জানিবেন। ৮০

যে অষ্টাদশাক্ষর বা ঊনবিংশাক্ষর মন্ত্রটি তার প্রণব সংযুক্ত এবং হৃল্লেখা বীজ (হ্রীং) ও অঙ্কুশবীজের (ক্রোং) দ্বারা ভূষিত, সেই মন্ত্রকে মন্ত্রবিৎগণ প্রধ্বস্ত মন্ত্র বলেন। ৮১

সাত অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রই বাল মন্ত্র, যে মন্ত্র অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট, তাহা কুমার মন্ত্র, ষোড়শ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রই যুবক মন্ত্র এবং চল্লিশ অক্ষর-বিশিষ্ট মন্ত্রই প্রৌঢ় মন্ত্র। ৮২

ত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট, চৌষট্টি অক্ষর বিশিষ্ট, শতাক্ষর বিশিষ্ট বা একশত চারি অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র বৃদ্ধ মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৮৩

নবাক্ষরো ধ্রুব-যুতো মন্ত্রনিস্ত্রিংশ ঈরিতঃ।
যস্যাবসানে হৃদয়ং শিরোমন্ত্রশ্চ মধ্যতঃ ॥ ৮৪

শিখা বর্ম চ ন স্যাতাং বৌষট্ ফট্কার এব চ।
শিব-শক্ত্যর্ণ-হীনো বা স নির্বীজ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৮৫

এষু স্থানেষু ফট্কারঃ ষোঢ়া যস্মিন্ প্রদৃশ্যতে।
স মন্ত্রঃ সিদ্ধিহীনঃ স্যান্ মন্দঃ পঙ্‌ক্ত্যক্ষরো মনুঃ ॥ ৮৬

কূটঃ একাক্ষরো মন্ত্রঃ স এবোক্তো নিরংশকঃ।
দ্বিবর্ণঃ সত্ত্বহীনঃ স্যাচ্চতুর্বর্ণস্তু কেকরঃ ॥ ৮৭

ষড়ক্ষরো বীজহীনস্ত্বর্দ্ধ-সপ্তাক্ষরো মনুঃ।
সার্দ্ধ-দ্বাদশ-বর্ণো বা ধূমিতঃ স তু নিন্দিতঃ ॥ ৮৮

ধ্রুব ওঁকারযুক্ত নবাক্ষর মন্ত্রই নিস্ত্রিংশ (ঘাতক) মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যে মন্ত্রের শেষে হৃদয় (নমঃ), মধ্যে শিরোমন্ত্র (স্বাহা), ও বর্মমন্ত্র (হুঁ) থাকে, বৌষট ও ফট্কার থাকে না অথবা শিববর্ণ হং ও শক্তিবর্ণ স থাকে না, সেই মন্ত্র নির্বীজ মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৮৪-৮৫

যে মন্ত্রে এই সকল স্থানে অর্থাৎ আদি, মধ্য ও অন্তে—এই স্থানত্রয়ে মিলিয়া ছয়টি ফট্কার দেখা যায়, সেই মন্ত্র সিদ্ধিহীন মন্ত্র। দশাক্ষর মন্ত্রই মন্দ মন্ত্র। ৮৬

একাক্ষর মন্ত্রই কূট মন্ত্র। অথবা সেই একাক্ষর মন্ত্রই নিরংশ মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। দ্ব্যক্ষর মন্ত্রই সত্ত্বহীন মন্ত্র। চারিবর্ণ অর্থাৎ চারিবীজ বিশিষ্ট মন্ত্রই কেকর মন্ত্র। ৮৭

বিবৃতি। পিঙ্গলামতে প্রণবরহিত চারিবীজ বা ছয় বীজ যুক্ত মন্ত্রই কেকর মন্ত্র। তাই বলিয়াছেন—ধ্রুবহীনশ্চতুর্বীজৈঃ ষড়্‌ভির্বা কেকরো মতঃ। ৮৭

ষড়ক্ষর মন্ত্রই নির্বীজ বা বীজহীন মন্ত্র। সার্দ্ধ সপ্তাক্ষর মন্ত্র অথবা সার্দ্ধ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই ধূমিত মন্ত্র। উহা নিন্দিত। ৮৮

বিবৃতি। স্বরবর্ণ স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয় বলিয়া পূর্ণ বর্ণ; ব্যঞ্জনবর্ণই অর্দ্ধবর্ণ। সপ্তাক্ষর মন্ত্রের শেষে স্বরহীন ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলেই অর্দ্ধসপ্তাক্ষর মন্ত্র হয়। অর্দ্ধদ্বাদশবর্ণ হলেও এইরূপ জানিবে। ৮৮

সার্দ্ধ-বীজত্রয়স্তদ্বদেকবিংশতি-বর্ণকঃ ।
বিংশত্যর্ণস্ত্রিংশদর্ণো যঃ স্যাদালিঙ্গিতস্তু সঃ ॥ ৮৯
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মোহিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
চতুর্বিংশতি-বর্ণো যঃ সপ্তবিংশতি-বর্ণকঃ ॥ ৯০
ক্ষুধার্ত্তঃ স তু বিজ্ঞেয়শ্চতুর্বিংশতি-বর্ণকঃ ।
একাদশাক্ষরো বাপি পঞ্চবিংশতি-বর্ণকঃ ॥ ৯১
ত্রয়োবিংশতি-বর্ণো বা মন্ত্রো দৃপ্ত উদাহৃতঃ ।
ষড়্বিংশত্যক্ষরো মন্ত্রঃ ষট্‌ত্রিংশদ্-বর্ণকস্তথা ।
ত্রিংশদেকোন-বর্ণো বাঽপ্যঙ্গহীনোঽভিধীয়তে ॥ ৯২
অষ্টাবিংশত্যক্ষরো য একত্রিংশদথাপি বা ।
অতিক্রূদ্ধঃ স কথিতো নিন্দিতঃ সর্ব-কর্মসু ॥ ৯৩
ত্রিংশদক্ষরকো মন্ত্রস্ত্রয়স্ত্রিংশদথাপি বা ।
অতিক্রূরঃ স কথিতো নিন্দিতঃ সর্ব-কর্মসু ॥ ৯৪

সার্দ্ধ বীজত্রয় অর্থাৎ সার্দ্ধবর্ণত্রয় বিশিষ্ট মন্ত্রও ধূমিত মন্ত্র। এক বিংশতি বর্ণ-বিশিষ্ট মন্ত্র অথবা বিংশতি বর্ণ-বিশিষ্ট মন্ত্র অথবা ত্রিংশৎ বর্ণ-বিশিষ্ট যে মন্ত্র, সেই মন্ত্রই আলিঙ্গিত মন্ত্র। ৮৯

বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র মোহিত মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে মন্ত্র চতুর্বিংশতি অক্ষর-যুক্ত বা সপ্তবিংশতি অক্ষর-যুক্ত, সেই মন্ত্রকে ক্ষুধার্ত্ত মন্ত্র বলিয়া জানিবেন। চতুর্বিংশতি বর্ণ-বিশিষ্ট, একাদশ বর্ণ-বিশিষ্ট, পঞ্চবিংশতি বর্ণ-বিশিষ্ট বা ত্রয়োবিংশতি বর্ণ-বিশিষ্ট মন্ত্রটি দৃপ্ত মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ষড়্বিংশতি অক্ষর-বিশিষ্ট, ষট্‌ত্রিংশৎ অক্ষর-বিশিষ্ট অথবা ঊনত্রিংশ অক্ষর-বিশিষ্ট মন্ত্র অঙ্গহীন মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। ৯০-৯২

বিবৃতি। পূর্বে মন্ত্রদোষের নাম কীর্ত্তনের সময় এক মন্ত্রদোষের নাম বলা হইয়াছে—অতিদৃপ্ত। এখানে লক্ষণ প্রকরণে দৃপ্তের লক্ষণ বলিলেও কোন বিরোধ নাই। কারণ উদ্দেশ প্রকরণে যে অতি উপসর্গ আছে। তাহার দ্বারা ধাতুর অর্থ ভিন্ন হয় নাই। সুতরাং অতিদৃপ্ত ও দৃপ্ত এক। ৯২

অষ্টাবিংশতি অক্ষর-বিশিষ্ট মন্ত্র বা একত্রিংশৎ অক্ষর-বিশিষ্ট মন্ত্র অতিক্রুদ্ধ মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। উহা সমস্ত কর্মে নিন্দিত। ৯৩

ত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র অথবা তেত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র অতিক্রূর মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। উহা সমস্ত কর্মে নিন্দিত। ৯৪

চত্বারিংশতমারভ্য ত্রিষষ্টির্যাবদাপতেৎ ।
তাবৎ সংখ্যা নিগদিতা মন্ত্রাঃ সব্রীড়-সংজ্ঞকাঃ ॥ ৯৫
পঞ্চষষ্ট্যক্ষরা যে স্যুর্মন্ত্রাস্তে শান্তমানসাঃ ।
একোন-শত-পর্য্যন্তং পঞ্চষষ্ট্যক্ষরাদিতঃ ।
যে মন্ত্রাস্তে নিগদিতাঃ স্থানভ্রষ্টাহ্বয়া বুধৈঃ ॥ ৯৬
ত্রয়োদশাক্ষরা যে স্যুর্মন্ত্রাঃ পঞ্চদশাক্ষরাঃ ।
বিকলাস্তেঽভিধীয়ন্তে শতং সার্দ্ধং শতং তু বা ॥ ৯৭
শত-দ্বয়ং দ্বি-নবতিরেকহীনাঽথবাপি সা ।
শতত্রয়ং বা যৎ সংখ্যা নিঃস্নেহাস্তে সমীরিতাঃ ॥ ৯৮
চতুঃশতান্যথারভ্য যাবদ্ বর্ণ-সহস্রকম্ ।
অতিবৃদ্ধঃ প্রয়োগেষু পরিত্যাজ্যঃ সদা বুধৈঃ ।
সহস্রার্ণাধিকা মন্ত্রা দণ্ডকা পীড়িতাহ্বয়াঃ ॥ ৯৯

চত্বারিংশৎ অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি অক্ষরের বৃদ্ধিতে যে পর্য্যন্ত ত্রিষষ্টি অক্ষর হয়, সে পর্য্যন্ত যতসংখ্যক মন্ত্র হয় অর্থাৎ চল্লিশ অক্ষর হইতে চৌষট্টি অক্ষর পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি মন্ত্র সব্রীড় নামক মন্ত্র। ৯৫

যে যে মন্ত্র পঞ্চষষ্টি অক্ষর-বিশিষ্ট, সেই মন্ত্রগুলি শান্তমানস মন্ত্র। ,পঞ্চষষ্টি অক্ষরাদি মন্ত্র হইতে অর্থাৎ ছয়ষট্টি অক্ষর হইতে এক এক অক্ষরের বৃদ্ধিতে নিরানব্বই অক্ষর পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি মন্ত্র অর্থাৎ ছয়ষট্টি, সাতষট্টি ইত্যাদি আটত্রিশটি মন্ত্র স্থান-ভ্রষ্ট মন্ত্র বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৯৬

যে যে মন্ত্র ত্রয়োদশ অক্ষর-বিশিষ্ট অথবা যে যে মন্ত্র পঞ্চদশ অক্ষর-বিশিষ্ট, তাহারা বিকল মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়।

যে যে মন্ত্র শত অক্ষরবিশিষ্ট বা যে যে মন্ত্র সার্দ্ধশত অক্ষরবিশিষ্ট বা যে যে মন্ত্র দুই শত বিরানব্বই অক্ষর, অথবা যে যে মন্ত্র এক সংখ্যাহীন শতত্রয় দ্বিনবতি অর্থাৎ তিনশত একানব্বই অক্ষর অথবা যে যে মন্ত্র তিন শতাক্ষর, সেই সেই মন্ত্রগুলি নিঃস্নেহ মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৯৭-৯৮

যে যে মন্ত্রে চারিশত বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক বৃদ্ধি ক্রমে সহস্র বর্ণ আছে, তাহা অতিবৃদ্ধ মন্ত্র। প্রয়োগে পণ্ডিতগণের উহা সর্বদাই ত্যাজ্য।

যে সমস্ত মন্ত্র সহস্র বর্ণাধিক, তাহারা দণ্ডক ; তাহারা স্তোত্ররূপ পীড়িত মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৯৯

দ্বিসহস্রাক্ষরা মন্ত্রা খণ্ডশঃ শতধা কৃতাঃ।
জ্ঞাতব্যাঃ স্তোত্ররূপাস্তে মন্ত্রা এতে যথা স্থিতাঃ।
তথা বিদ্যাশ্চ বোদ্ধব্যা মন্ত্রিভিঃ কাম্য-কর্মসু ॥ ১০০
দোষানিমানবিজ্ঞায় যো মন্ত্রং ভজতে জড়ঃ।
সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটি-শতৈরপি ॥ ১০১
ইত্যাদি-দোষদুষ্টাংস্তান্ মন্ত্রানাত্মনি যোজয়েৎ।
শোধয়েদূর্ধ্ব-পবনো বদ্ধয়া যোনিমুদ্রয়া ॥ ১০২
মন্ত্রাণাং দশসংস্কারাঃ কথ্যন্তে সিদ্ধি-দায়িনঃ।
জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং বোধনং তথা ॥ ১০৩

দ্বিসহস্রাক্ষর মন্ত্রগুলি শতধা অর্থাৎ শত-শত ভাগে খণ্ডিত হইলে সেইগুলিকে স্তোত্ররূপ পীড়িত মন্ত্র জানিবেন।

মন্ত্রগুলি কাম্যকর্ম সমূহে যেমন সদোষ হয়, বিদ্যাও সেইরূপ সদোষ হয়। ইহা সাধকগণ জানিবেন। যে মূর্খ সাধক দোষগুলিকে না জানিয়া মন্ত্রের ভজনা করে, তাহার শতকোটি কল্পেও সিদ্ধি হয় না। ১০০-১০১

এই সকল দোষ দুষ্ট সেই মন্ত্রগুলিকে আত্মাতে যোজনা করিবেন অর্থাৎ মন্ত্রের কারণের সহিত মন্ত্রকে অভিন্ন ভাবনা করিবেন। অথবা বদ্ধ যোনিমুদ্রা দ্বারা ঊর্ধ্ববায়ু হইয়া অশুদ্ধ মন্ত্রের শোধন করিবেন অর্থাৎ বক্ষ্যমাণরূপ যোনিমুদ্রা রচনা করিয়া মূলাধারোৎপন্ন মন্ত্রবর্ণসমূহ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত গমনা গমন করিতেছে এইরূপ ধ্যান করিয়া বায়ু ধারণ করিয়া সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রের শুদ্ধি হয়। ১০২

বিবৃতি। ছিন্নাদি দোষ ব্যতীত মীলিত, বিপক্ষস্থ, দারিত, মূক, নগ্ন, ভুজঙ্গম, শূন্য ও হত প্রভৃতিও মন্ত্রের দোষ। শারদাতিলকের টীকায় তাহার বিবরণ দ্রষ্টব্য। গোড়ালি দ্বারা গুহ্যদেশ ও যোনিদেশ উত্তমরূপে পীড়িত করিয়া অপান বায়ুকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিলে উহা যোনিমুদ্রা বা মূলবন্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। গুহ্য ও উপস্থের মধ্যবর্তী স্থানই যোনিস্থান। যোনিমুদ্রার লক্ষণ হইতেছে—পার্ষ্ণিভাগেং সুসংপীড্য যোনিমার্গং তথা গুদম্। অপানমূর্ধ্বমাকর্ষেন্মূলবন্ধো নিগদ্যতে। গুদমেঢ্রান্তরং যোনিস্তামাকুঞ্চ্য প্রবন্ধয়েৎ। রাঘব ভট্ট ধৃত বচন। ১০২

সিদ্ধি-প্রদ মন্ত্রের দশ সংস্কার কথিত হইতেছে। জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন—এইগুলি মন্ত্রের সংস্কার। ১০৩

অথাঽভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্র-সংস্ক্রিয়াঃ ॥ ১০৪
মন্ত্রাণাং মাতৃকামধ্যাদুদ্ধারো জননং স্মৃতম্।
প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ।
এতজ্ জীবনমিত্যাহুর্মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদাঃ ॥ ১০৫
মন্ত্র-বর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।
প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রী তাড়নং তদুদাহৃতম্ ॥ ১০৬
বিলিখ্য মন্ত্রং তং মন্ত্রী প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ।
তন্মন্ত্রাক্ষর-সংখ্যাতৈর্হন্যাদ্ যান্তেন বোধনম্ ॥ ১০৭
স্বতন্ত্রোক্ত-বিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রার্ণ-সংখ্যয়া।
অশ্বত্থ পল্লবৈর্মন্ত্রমভিষিঞ্চেদ্ বিশুদ্ধয়ে ॥ ১০৮

এইরূপ অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন—এই ছয়টি ও পূর্বোক্ত চারিটি—এই দশটি মন্ত্রের সংস্কার। ১০৪

মাতৃকামধ্য হইতে মন্ত্র সমূহের উদ্ধারই মন্ত্রের জনন বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ পবিত্র পীঠাদিতে কুঙ্কুম বা রোচনা দ্বারা মাতৃকা-পদ্ম লিখিয়া সেই মাতৃকা-পদ্ম হইতে মন্ত্রের এক একটি বর্ণের উদ্ধারের নাম মন্ত্রের জনন। সাধক মন্ত্রবর্ণ সকলকে প্রণবের দ্বারা অন্তরিত করিয়া শতবার জপ করিবেন। এই জপকে মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদগণ মন্ত্রের জীবন বলিয়া থাকেন। ১০৫

সাধক ভূর্জপত্রে কুঙ্কুম বা গোরোচনাদি দ্বারা মন্ত্রবর্ণ সমূহ লিখিয়া বায়ু-বীজের (যং) দ্বারা প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে শতবার চন্দন জলের দ্বারা তাড়ন (সজোরে নিক্ষেপ) করিবেন। ইহাই মন্ত্রের তাড়ন। ১০৬

সাধক ভূর্জপত্রে কুঙ্কুম বা গোরোচনাদি দ্বারা সেই মন্ত্রের বর্ণ সকলকে লিখিয়া সেই মন্ত্রের যত অক্ষর সংখ্যা, তত সংখ্যক রক্ত করবীর পুষ্পের দ্বারা যান্ত অর্থাৎ রং বীজের দ্বারা প্রতি মন্ত্রবর্ণকে শতবার হনন (তাড়ন) করিবেন। ইহাই মন্ত্রের বোধন। ১০৭

সাধক পূর্ববৎ ভূর্জপত্রে মন্ত্রবর্ণসমূহ লিখিয়া অর্থাৎ স্বস্বতন্ত্রানুসারে শৈবমন্ত্রস্থলে শিবতন্ত্রানুসারে শক্তিমন্ত্রস্থলে শক্তিতন্ত্রানুসারে বিষ্ণুমন্ত্রস্থলে বৈষ্ণবতন্ত্রানুসারে পূর্ববৎ ভূর্জপত্রে মন্ত্রবর্ণ সকলকে লিখিয়া মন্ত্রের বিশুদ্ধির জন্য মন্ত্রবর্ণ সমসংখ্যক অশ্বত্থ পল্লব-সমূহের দ্বারা মন্ত্রকে একশত আট বার অভিষিক্ত করিবেন। ইহাই মন্ত্রের অভিষেক। ১০৮

সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্মন্ত্রেণ নির্দহেৎ।
মন্ত্রে মলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং ত্বিদম্॥ ১০৯
তারং ব্যোমাগ্নি-মনু-যুগ্ দণ্ডী জ্যোতির্মনুর্মতঃ॥ ১১০
কুশোদকেন জপ্তেন প্রত্যর্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ।
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদেতদাপ্যায়নং মতম্॥ ১১১
মন্ত্রেণ বারিণা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং স্মৃতম্।
তার-মায়া-রমাযোগে মনোর্দীপনমুচ্যতে।
জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনম্॥ ১১২
সংস্কারা দশ সংপ্রোক্তাঃ সর্বতন্ত্রেষু গোপিতাঃ।
যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঞ্ছিতমশ্নুতে॥ ১১৩
স্বতারা-রাশি-কোষ্ঠানামনুকূলং ভজেন্ মনুম্।
প্রাপলোভাৎ পটুঃ প্রাজ্যং রুদ্রস্যাত্রি রুরুঃ করম্॥ ১১৪

সাধক মনে মনে মন্ত্রকে চিন্তা করিয়া বক্ষ্যমাণ জ্যোতির্মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রের সহজ, আগন্তুক ও মায়ীয় মলত্রয়কে মূলাধারোত্থিত কুণ্ডলিনীর বহ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবেন। ইহার নাম মন্ত্রের বিমলীকরণ। ১০৯

তার প্রণব, ব্যোম হ, অগ্নিমন্ত্র র, মনু ঔ এবং দণ্ডী ং যুক্ত যে মন্ত্র (ওঁ হ্রৌং), তাহা জ্যোতির্মন্ত্রঃ। ১১০

পূর্ববদ্ ভূর্জপত্রে লিখিত মন্ত্রের প্রতি বর্ণকে অষ্টোত্তরশত জপ্ত কুশোদকের দ্বারা সেই মূলমন্ত্রে সাতবার প্রোক্ষণ করিবেন। এই প্রোক্ষণই মন্ত্রের আপ্যায়ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১১

পূর্ববৎ ভূর্জপত্রে লিখিত মন্ত্রে সেই মন্ত্রে জলের দ্বারা ১০৮ বার যে তর্পণ, তাহা মন্ত্রের তর্পণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

তার প্রণব ওঁ, মায়া হ্রীং ও রমা শ্রীং যোগে অর্থাৎ এই বীজগুলিকে আদিতে করিয়া মন্ত্রের যে সাতবার জপ, তাহাই মন্ত্রের দীপন। জপ্যমান মন্ত্রের অপ্রকাশন হইতেছে মন্ত্রের গোপন। ১১২

সাধক সম্প্রদায় অনুসারে যে সংস্কারগুলি করিয়া অভীষ্ট লাভ করে। সেই দশটি মন্ত্রের সংস্কার উক্ত হইল। উহা সমস্ত তন্ত্রে গোপিত রহিয়াছে। ১১৩

নিজ নামের নক্ষত্রকোষ্ঠ ও রাশি কোষ্ঠের (চক্রের) অনুকূল মন্ত্রের ভজনা করিবে। বররুচির প্রা প লো ভা ৎপ টু প্রা জ্য রু দ্র স্যা ত্রি রু রুঃ ক রং লো

লোক লোপ-পটুঃ প্রাপ খলৌ ম্লৌ ভেষু ভেদিতাঃ।
বর্ণাঃ ক্রমাৎ স্বরান্ত্যৌ তু রেবত্যংশগতৌ সদা ॥ ১১৫

জন্ম-সম্পদ্-বিপৎ-ক্ষেমঃ প্রত্যরিঃ স্বাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ জন্মাদীনি পুনঃ পুনঃ ॥ ১১৬

ক লো প প টু প্রা প খ লৌ ম্লো—এই সঙ্কেত অনুসারে অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটি নক্ষত্রে অকারাদি বর্ণগুলি ক্রমে ক্রমে বিভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। স্বরের অন্ত্যদ্বয় অং অঃ সর্বদাই রেবতীর অংশ গত। ১১৪-১১৫

বিবৃতি। প্রথমে উত্তর হইতে দক্ষিণাগ্র চারিটি রেখা করিবে। তাহার পর পশ্চিমাগ্র দশটি রেখা করিলে ২৭টি কোষ্ঠ হইবে। তাহার পর উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রথম পঙ্‌ক্তির নয়টি কোষ্ঠে যথাক্রমে বররুচির অশ্বিন্যাদি সাতাইশ নক্ষত্রের প্রা প ইত্যাদি সঙ্কেত অনুসারে অশ্বিনী হইতে অশ্লেষা পর্য্যন্ত নয়টি, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির নয়টি কোষ্ঠে মঘা হইতে জ্যেষ্ঠা পর্য্যন্ত নয়টি এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তির নয়টি কোষ্ঠে মূলা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত নয়টি নক্ষত্রের নাম লিখিয়া এক একটি নক্ষত্রের গৃহে সংকেত সংখ্যা অনুসারে অকারাদি বর্ণ গুলিকে বিভাগ করিয়া লিখিবে। যেমন—অশ্বিনীতে অ আ, ভরণীতে ই, কৃত্তিকাতে ঈ উ ঊ, রোহিণীতে ঋ ৠ ঌ ৡ, মৃগশিরায় এ, আর্দ্রায় ঐ, পুনর্বসুতে ও ঔ, পুষ্যাতে ক, অশ্লেষায় খ গ, মঘায় ঘ ঙ, পূর্বফল্গুনীতে চ, উত্তরফল্গুনীতে ছ জ, হস্তাতে ঝ ঞ, চিত্রাতে ট ঠ, স্বাতীর গৃহে ড, বিশাখায় ঢ ণ, অনুরাধায় ত থ দ, জ্যেষ্ঠায় ধ, মূলায় ন, প, ফ, পূর্বাষাঢ়াতে ব, উত্তরাষাঢ়াতে ভ, শ্রবণায় ম, ধনিষ্ঠায় য র, শতভিষায় ল, পূর্বভাদ্রপদে ব শ, উত্তরভাদ্রপদে ষ স হ, রেবতীতে ল ক্ষ (অং ও অঃ) ং ও ঃ লিখিবে। ১১৪-১১৫

তখন অর্থাৎ নক্ষত্রের কোষ্ঠ সমূহে বর্ণগুলি বিভাগ করিয়া স্থাপিত হইলে নিজ নামের আদ্য অক্ষরাদি হইতে মন্ত্রের আদ্য অক্ষর অবধি প্রদক্ষিণক্রমে জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরম মিত্র গণনা করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্মাদির গণনা করিবে। যে নক্ষত্রে সাধকের নামের আদ্যক্ষর, সেই স্থান হইতে মন্ত্রের প্রথমাক্ষরের নক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ ক্রমে জন্মাদি পুনঃ পুনঃ গণনা করিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিবে। ১১৬

বিবৃতি। মন্ত্রগ্রহণে তারা-মৈত্রী বিচার যেমন কর্তব্য। তদ্রূপ যোনি-মৈত্রীর বিচার, গণ-মৈত্রীর বিচারও অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু এই দুইটাও নক্ষত্র

বালং গৌরং খুরং শোণং শমী শোভেতি রাশিষু।
ক্রমেণ ভেদিতা বর্ণাঃ কন্যায়াং শাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১৭

লগ্নং ধনং ভ্রাতৃ-বন্ধু-পুত্র-শত্রু-কলত্রকাঃ।
মরণং ধর্ম-কর্মায়-ব্যয়া দ্বাদশ রাশয়ঃ ॥ ১১৮

স্বরূপ। পিঙ্গলাতন্ত্রে স্বকুল ও অকুল বিচার কর্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তন্ত্রসারে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য। ১১৬

বা ল গৌ র খু র শো ণ শ মী শো ভা—এই মেষাদি বারটি রাশিতে বর্ণগুলি বিভাগে উক্ত হইয়াছে। কন্যারাশিতে স্বরের অন্ত্যদ্বয় ং ও ঃ (অং ও অঃ) এবং শ ষ স হ ল আছে। মীন রাশিতে ক্ষকার হইবে। ১১৭

বিবৃতি। প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি রেখা এবং ঐ রেখাদ্বয়ের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণে আর দুইটি রেখা আঁকিয়া ঈশান, নৈর্ঋত, অগ্নি ও বায়ু কোণে আড়াআড়ি আর চারিটি রেখা আঁকিলে রাশিচক্র হইবে। পূর্বাদিক্রমে বামাবর্তে বারটি ঘরে বা ল ইত্যাদি সঙ্কেত অনুসারে বামাবর্তে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ ও মীন—এই বারটি রাশির নাম লিখিবে। তাহার পর মেষে অ আ ই ঈ, বৃষে উ ঊ ঋ, মিথুনে ৠ ঌ ৡ, কর্কটে এ ঐ, সিংহে ও ঔ, কন্যায় ং (অং) ও ঃ (অঃ), শ ষ স হ ল, তুলায় ক খ গ ঘ ঙ, বৃশ্চিকে চ ছ জ ঝ ঞ, ধনুতে ট ঠ ড ঢ ণ, মকরে ত থ দ ধ ন, কুম্ভে প ফ ব ভ ম, মীনে য র ল ব ক্ষ লিখিবে। আগম-কল্পক্রমে কন্যায় ক্ষ লিখিতে বলিয়াছেন। তন্ত্রসারে কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ তাহাই বলিয়াছেন; কিন্তু প্রপঞ্চসারতন্ত্রে কন্যায় শ ষ স হ ল এবং মীনে ক্ষ লিখিতে বলিয়াছেন। বিরোধ স্থলে নিজ গুরু সম্প্রদায় অনুসারে লেখাই উচিত। ১১৭

মেষাদি দ্বাদশ রাশির যথাক্রমে নাম হইতেছে—লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মরণ, ধর্ম, কর্ম, আয় ও ব্যয়। ১১৮

বিবৃতি। সাধক কার্য্য (ফল) ও কারণের (ফলীর) অভেদ কল্পনায় রাশিচক্রের মেষকে লগ্ন, বৃষকে, ধন ইত্যাদি কল্পনা করিবেন। সাধকের নামের প্রথম অক্ষর যে রাশিতে অবস্থিত, সেই রাশি হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদ্য অক্ষর যে রাশিতে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবেন। তাহার মধ্যে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানস্থিত দেয় মন্ত্রবর্ণ সমূহ নিন্দনীয়। ১১৮

চতুরস্রে লিখেদ্ বর্ণাংশ্চতুঃকোষ্ঠ-সমন্বিতে।
অকারাদি-ক্ষকারান্তান্ স্বনামাদ্যক্ষরাদিতঃ॥ ১১৯
সিদ্ধাদীন্ কল্পয়েন্ মন্ত্রী কুর্য্যাৎ সিদ্ধাদিভিঃ পুনঃ।
সিদ্ধাদীন্ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধো জপাৎ সাধ্যো হুতাদিভিঃ।
সুসিদ্ধঃ প্রাপ্তিমাত্রেণ সাধকং ভক্ষয়েদরিঃ॥ ১২০

তন্ত্রশাস্ত্র সম্প্রদায়বিৎ (মন্ত্রশাস্ত্রাভিজ্ঞ) সাধক চতুঃকোষ্ঠ-বিশিষ্ট চতুরস্র ক্ষেত্রে এক একটি ব্যবধানে অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসমূহ লিখিবেন। নিজ নামের আদ্য অক্ষরের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদ্য অক্ষরের কোষ্ঠ পর্য্যন্ত সিদ্ধাদি সমূহ কল্পনা করিবেন। পুনরায় সিদ্ধাদির সহিত সিদ্ধাদি সমূহ কল্পনা করিবেন। জপের দ্বারা সিদ্ধমন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয়। হোম, তর্পণাদি দ্বারা সাধ্য মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয়। প্রাপ্তিমাত্রের দ্বারা সুসিদ্ধ মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয়। অরিমন্ত্র সাধককে ভক্ষণ করে অর্থাৎ সাধকের অনিষ্টকারী হয়। ১১৯-১২০

বিবৃতি। এই চক্র অঙ্কন করিবার প্রণালী এইরূপ :—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দীর্ঘ পাঁচটি সমান্তরাল রেখা করিয়া সংযুক্ত করিবে। তাহাতে ষোলটি কোষ্ঠ হইবে। সেই কোষ্ঠগুলিতে প্রদক্ষিণক্রমে এক একটির ব্যবধানে বর্ণসকল লিখিবে। বর্ণলেখার প্রকার এইরূপ—প্রথম চতুষ্কের প্রথমে প্রথম স্বর অ; প্রদক্ষিণক্রমে দ্বিতীয় চতুষ্কের প্রথমে দ্বিতীয় স্বর আ; এইরূপ প্রদক্ষিণক্রমে তৃতীয় চতুষ্কের প্রথমে তৃতীয় স্বর ই; চতুর্থ প্রথমে চতুর্থ স্বর ঈ। এইরূপ প্রদক্ষিণক্রমে প্রথমের দ্বিতীয়ে পঞ্চম বর্ণ উ; দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়ে ষষ্ঠ স্বর ঊ, তৃতীয়ের দ্বিতীয়ে সপ্তম স্বর ঋ; চতুর্থের দ্বিতীয়ে অষ্টম স্বর ৠ; প্রথমের তৃতীয়ে নবম স্বর ঌ; দ্বিতীয়ের তৃতীয়ে দশমস্বর ৡ, তৃতীয়ের তৃতীয়ে একাদশ স্বর এ, চতুর্থের তৃতীয়ে দ্বাদশ স্বর ঐ; প্রথমের চতুর্থে ত্রয়োদশ স্বর ও; দ্বিতীয়ের চতুর্থে চতুর্দশ স্বর ঔ, তৃতীয় চতুষ্কের চতুর্থে পঞ্চদশ স্বর অনুস্বার (অং), চতুর্থ চতুষ্কের চতুর্থে ষোড়শ স্বর বিসর্গ (অঃ)। এইরূপ স্বরবর্ণ লিখনের ক্রমে ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহ লিখিবেন। পূজ্যপাদ ৺ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বঙ্গবাসী মুদ্রিত তন্ত্রসারে ঐ চক্রের কোন কোন কোষ্ঠে কোন কোন বর্ণ লিখিত হয় নাই।

সিদ্ধাদির কল্পনা এইরূপ :—যে চতুষ্কে নিজ নামের আদ্য অক্ষর, সেই চতুষ্কটি সিদ্ধ চতুষ্ক। তাহার প্রদক্ষিণক্রমে দ্বিতীয় চতুষ্কটি সাধ্য চতুষ্ক, তৃতীয়টি সুসিদ্ধ চতুষ্ক, চতুর্থ চতুষ্কটি অরি চতুষ্ক। চতুষ্কের যে কোষ্ঠে নিজনামের আদ্য অক্ষর,

সিদ্ধার্ণাঃ বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যাস্তে সেবকাঃ স্মৃতাঃ।
সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়া শত্রবো ঘাতকা মতাঃ।
দীপস্থানং সমাশ্রিত্য কৃতং কর্ম ফলপ্রদম্ ॥ ১২১
চতুরস্রাং ভুবং ভিত্ত্বা কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ।
পূর্বকোষ্ঠাদি বিলিখেৎ সপ্তবর্গানমুক্রমাৎ ॥ ১২২

সেই চতুষ্কের সেই কোষ্ঠটি সিদ্ধসিদ্ধ কোষ্ঠ, তাহার প্রদক্ষিণক্রমে সেই চতুষ্কের অপর তিন কোষ্ঠে যথাক্রমে সিদ্ধসাধ্য, সিদ্ধ-সুসিদ্ধ ও সিদ্ধারি কল্পনা করিবেন। যদি এই চতুষ্কে মন্ত্রের আদি অক্ষর হয়, তবে এই গণনা দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ এক চতুষ্কের একই কোষ্ঠে নামের আদি অক্ষর ও মন্ত্রের আদি অক্ষর হইলে উভয়ের সিদ্ধসিদ্ধ বা সিদ্ধসাধ্য ইত্যাদি এক সংজ্ঞা হইবে। যদি এক চতুষ্কে নিজ নামের আদ্য অক্ষর, প্রদক্ষিণ-ক্রমে দ্বিতীয় চতুষ্কে মন্ত্রের আদ্য অক্ষর হয়, তবে পূর্ব চতুষ্কের যে কোষ্ঠে নামের আদ্য অক্ষর, এই দ্বিতীয় চতুষ্কেও সেই কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে সাধ্যসিদ্ধ, সাধ্য-সাধ্য, সাধ্য-সুসিদ্ধ ও সাধ্যারি কল্পনা করিবেন। যদি নিজ নামের আদ্য অক্ষরের চতুষ্ক হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে তৃতীয় চতুষ্কে মন্ত্রের আদ্য অক্ষর হয়, তবে পূর্বের ন্যায় সেই কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ-ক্রমে সুসিদ্ধ-সিদ্ধ, সুসিদ্ধ-সাধ্য সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ ও সুসিদ্ধ-অরি কল্পনা করিবেন। যদি নিজনামের আদ্য অক্ষরের চতুষ্ক হইতে প্রদক্ষিণ-ক্রমে চতুর্থ চতুষ্কে মন্ত্রের আদ্য অক্ষর হয়, তাহা হইলে পূর্বের ন্যায় সেই কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ-ক্রমে অরি-সিদ্ধ, অরি-সাধ্য, অরি-সুসিদ্ধ ও অর্য্যরি (অরি-অরি) কল্পনা করিবেন। সাধকের যে নাম প্রসিদ্ধ অথবা তাহার যে জন্মনক্ষত্রাশ্রিত নাম অথবা গুরু যে নাম করিয়াছেন, সেই নামের আদ্য অক্ষর গ্রহণীয়। যে নামে ডাকিলে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হয়, দূরে থাকিলেও কথা বলে, অন্যমনস্ক হইয়াও কথা বলে, সেই নামই প্রসিদ্ধ নাম। ১২০

সিদ্ধবর্ণগুলি বান্ধব বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাধ্যবর্ণগুলি সেবক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুসিদ্ধ বর্ণগুলিকে পোষক জানিবে। অরি বর্ণগুলি ঘাতক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দীপস্থানকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ দীপস্থানে উপবেশন করিয়া জপাদি কর্ম করিলে তাহা ফলপ্রদ হয়। ১২১

চতুরস্র ক্ষেত্রকে পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ দুইটি রেখা দ্বারা এবং উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুইটী রেখা দ্বারা ভেদ করিয়া নয়টি কোষ্ঠ অঙ্কন করিবে। পূর্ব দিকের

ল-ক্ষমীশে মধ্যকোষ্ঠে স্বরান্ যুগ্ম-ক্রমাল্লিখেৎ।
দিক্ষু পূর্বাদিতোঽস্য ক্ষেত্রাখ্যাত্যক্ষর-স্থিতম্॥ ১২৩
মুখং তৎ তস্য জানীয়াদ্ হস্তাবুভয়তঃ স্থিতৌ।
কোষ্ঠে কুক্ষী উভে পাদৌ যে শিষ্টং পুচ্ছমীরিতম্।
ক্রমেণানেন বিভজেন্ মধ্যস্থমপি ভাগতঃ॥ ১২৪
মুখস্থো লভতে সিদ্ধিং করস্থঃ স্বল্প-জীবনঃ।
উদাসীনঃ কুক্ষি-সংস্থঃ পাদস্থো দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥ ১২৫

বহিঃ কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত আটটি কোষ্ঠে ক চ ট ত প য শ—এই সাতটি বর্গকে প্রদক্ষিণক্রমে অর্থাৎ মধ্য কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে প্রতি কোষ্ঠে ক বর্গের পর চ বর্গ ইত্যাদি ক্রমে লিখিবেন। ১২২

ঈশান কোষ্ঠে ল ও ক্ষ বর্ণকে লিখিবেন। চতুরস্রের মধ্যস্থিত কোষ্ঠে পূর্বাদি দিক্ কোষ্ঠ হইতে প্রদক্ষিণক্রমে প্রতি কোষ্ঠে দুই দুইটী করিয়া স্বরবর্ণ লিখিবেন। এই চক্রের যে স্থলে ক্ষেত্রের আদ্য অক্ষর অবস্থিত, সেই স্থানকে তাহার মুখ জানিবেন। উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দুই বহিঃ কোষ্ঠ দুই হস্ত, তাহার নিম্নে উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দুই বহিঃকোষ্ঠ দুই কুক্ষি, তাহার নিম্নে উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দুই বহিঃ কোষ্ঠ দুই পাদ, অবশিষ্ট কোষ্ঠ পুচ্ছ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মধ্য চতুরস্র কোষ্ঠকে এই ক্রমে নয় ভাগে ভাগ করিবেন। ১২৩-১২৪

বিবৃতি। জপ পূজাদির মণ্ডপে উক্তরূপে কর্মচক্র অঙ্কন করিয়া কূর্মের মুখ স্থির করিয়া সেই মুখ স্থানে বসিয়া জপ পূজাদি করিলে তাহা সিদ্ধ হয়। কূর্মের মুখ স্থানই পীঠ স্থান। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—কূর্মস্থানং দ্বিধা প্রোক্তং মুখং পৃষ্ঠঞ্চ মন্ত্রিণঃ। পীঠস্থানে ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা কোটি-জাপনৈঃ। চতুরস্র মধ্যে মধ্য কোষ্ঠে প্রদক্ষিণ ক্রমে স্বরবর্ণ সমূহ লিখিবেন। যথা—পূর্ব-কোষ্ঠে—অ আ, অগ্নিকোণস্থিত কোষ্ঠে—ই ঈ, দক্ষিণ কোষ্ঠে—উ ঊ, নৈর্ঋত কোণস্থিত কোষ্ঠে—ঋ ৠ, পশ্চিম দিক্স্থিত কোষ্ঠে—ঌ ৡ; বায়ু কোণস্থ কোষ্ঠে—এ ঐ, উত্তর দিক্স্থিত কোষ্ঠে—ও ঔ, ঈশাণকোণস্থিত কোষ্ঠে—অং ও অঃ লিখিবেন। ১২৩-১২৪

সাধক মুখে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিলে সিদ্ধি লাভ করেন। কর স্থানে অবস্থিত হইয়া জপাদি কার্য্য করিলে অল্প ভোগ লাভ করেন। কুক্ষি স্থানে অবস্থিত হইয়া জপাদি কার্য্য করিলে উদাসীন (সম্বন্ধ রহিত) হন। পাদ-স্থানে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিলে দুঃখলাভ করেন। ১২৫

পুচ্ছস্থঃ পীড্যতে মন্ত্রী বন্ধনোচ্চাটনাদিভিঃ ।
কূর্মচক্রমিদং প্রোক্তং মন্ত্রাণাং সিদ্ধি-সাধনম্ ॥ ১২৬

পুণ্য-ক্ষেত্রং নদী-তীরং গুহা-পর্বত-মস্তকম্ ।
তীর্থ-প্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমাঃ পাবনং বনম্ ॥ ১২৭

উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্ব-মূলং তটং গিরেঃ ।
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্ ।
সাধনেষু প্রশস্যন্তে স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্ ॥ ১২৮

ভৈক্ষ্যং হবিষ্যং শাকানি বিহিতানি ফলং পয়ঃ ।
মূলং শক্তুর্যবোৎপন্নো ভক্ষ্যাণ্যেতানি মন্ত্রিণাম্ ॥ ১২৯

পুচ্ছ স্থানে অবস্থান করিয়া জপাদি কার্য্য করিলে সাধক বন্ধন, উচ্চাটন প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হন। মন্ত্র সমূহের সিদ্ধির হেতু এই কূর্মচক্র কথিত হইল। ১২৬

পুণ্য স্থান, পুণ্য নদীর তীর, গুহা, পর্বতের মস্তক, তীর্থ প্রদেশ, নদীর সঙ্গম স্থান, পবিত্র বন, পবিত্র নির্জন উদ্যান, বিল্বের মূল, পর্বতের তটভূমি, দেবগৃহ, সমুদ্রের কূল ও নিজের গৃহ—এই স্থানগুলি মন্ত্রিগণের মন্ত্র-সাধনায় কূর্মচক্রের পক্ষে প্রশস্ত। ১২৭-১২৮

বিবৃতি। গৃহে জপ করিলে ফল সমান, গোষ্ঠে তাহার শত গুণ, উদ্যান ও অরণ্যে তাহার সহস্র গুণ, পুণ্য পর্বতে অযুত গুণ, পবিত্র নদীর তীরে লক্ষ গুণ, দেবালয়ে কোটি গুণ ও শিব সন্নিধানে অনন্ত গুণ ফল হয়। বায়বীয়-সংহিতাতে বলিয়াছেন—সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, দীপ, জল, ব্রাহ্মণ ও গোগণের সন্নিধানে জপ প্রশস্ত। যেখানে চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেখানে বসিয়াও জপ করা যায়। ১২৭-১২৮

(পুরশ্চরণকারী জপকর্ত্তা) যতি ও ব্রহ্মচারীর ভক্ষ্য হইতেছে—সদ্‌গৃহ হইতে প্রাপ্ত ভিক্ষান্ন ; ব্রত হবিষ্য, বিহিত শাক, বিহিত ফল, বিহিত দুগ্ধ, বিহিত মূল ও যবোৎপন্ন শক্তু। ১২৯

বিবৃতি। হৈমন্তিক শালী ধান্যের আতপ তণ্ডুল, মুগ, যব, তিল, কলাই, কঙ্গু, নীবার, বেথো, হেলেঞ্চা, ষষ্টিধান, কালশাক, কেমুক ভিন্ন কন্দাদি মূল, সৈন্ধব ও সামুদ্রিক লবণ, মাখন না তোলা গব্য দুগ্ধ ও গব্য দধি, পনস, আম্র, হরীতকী, তেঁতুল, জিরা, নাগরঙ্গ, কলা, লবলী, ধাত্রী, ইক্ষু চিনি—এইগুলি হবিষ্য দ্রব্য। ১২৯

পুরুষার্থ-সমাবাপ্ত্যৈ সচ্ছিষ্যো গুরুমাশ্রয়েৎ।
মাতৃতঃ পিতৃতঃ শুদ্ধঃ শুদ্ধভাবো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৩০

সর্বাগমানাং সারজ্ঞঃ সর্ব-শাস্ত্রার্থ-তত্ত্ববিৎ।
পরোপকার-নিরতো জপ-পূজাদি-তৎপরঃ॥ ১৩১

অমোঘ-বচনঃ শান্তো বেদ-বেদার্থ-পারগঃ।
যোগ-মার্গানুসন্ধায়ী দেবতা-হৃদয়-ঙ্গমঃ।
ইত্যাদি-গুণ-সম্পন্নো গুরুরাগম-সম্মতঃ॥ ১৩২

শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থ-পরায়ণঃ।
অধীত-বেদঃ কুশলো দূরমুক্ত-মনোভবঃ॥ ১৩৩

পুরুষার্থ লাভের জন্য সৎ শিষ্য গুরুকে আশ্রয় করিবেন। পিতৃ-শুদ্ধ ও মাতৃ-শুদ্ধ অর্থাৎ শুদ্ধ মাতৃ-পিতৃ-জাত, শুদ্ধ-চিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সমস্ত আগমের সারজ্ঞ, সমস্ত শাস্ত্রার্থের তত্ত্ববিৎ, পরোপকারী, জপ, পূজা, ধ্যান ও হোমে তৎপর, অব্যর্থ-বাক্ অর্থাৎ অনুগ্রহে সমর্থ, শান্ত, বেদ ও বেদার্থে পারগামী অর্থাৎ বেদ ও বেদার্থ-বিৎ, আচার-নিষ্ঠ যোগমার্গ-বিৎ ও দেবতার ন্যায় মনোহর (প্রসন্নাকার)—এই সকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই আগম সম্মত গুরু। ১৩০-১৩২

বিবৃতি। লোক প্রসিদ্ধি ও স্বভাব জ্ঞানের দ্বারা পিতা ও মাতার শুদ্ধি জানা যায়। পিতা ও মাতার চরিত্র নির্মল হইলে তাঁহাদের সন্তানের চরিত্র নির্মল হয়। সন্তানের চরিত্র খারাপ হইলে তাহার পিতা মাতার চরিত্র যে খারাপ, তাহা বুঝা যায়। তাই রাঘব ভট্ট একটি আর্য্যায় বলিয়াছেন—মদকারি কর্ম গুপ্তং যৌবন-সময়ে মদান্ধয়া মাত্রা। তৎ প্রকটয়ন্তি তনয়া বিগত-নয়া ধর্মমুৎসৃজ্য। অর্থাৎ মাতা ও পিতা মদান্ধ হইয়া যৌবন কালে যে সমস্ত অন্যায় কার্য্যের কথা চিন্তা করেন বা যে সমস্ত অন্যায় কার্য্য করেন, তাহা তাহার সন্তানে সংক্রমিত হয়। ফলে তাঁহার সন্তান নিজ ধর্ম ও ন্যায় নীতি পরিত্যাগ করিয়া চিন্তানুরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। সন্তানকে সুন্দর সচ্চরিত্র করিতে হইলে মাতা ও পিতাকে অনেক কিছু ত্যাগ করিয়া অনেক কিছু কষ্ট স্বীকার করিয়া সর্বাগ্রে আদর্শ-চরিত্র হইতে হইবে। ১৩০-১৩২

যে কুলীন (শুদ্ধ পিতৃ-মাতৃ-জাত), পুরুষার্থ-পরায়ণ, শুদ্ধাত্মা (অক্রূরচিত্ত, অধীত-বেদ, কুশল (অমূঢ়), কামনাত্যাগী, প্রাণিগণের নিত্য হিতৈষী, আস্তিক

হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যমাস্তিকস্ত্যক্ত-নাস্তিকঃ।
স্বধর্ম-নিরতো ভক্ত্যা পিতৃ-মাতৃ-হিতোদ্যতঃ ॥ ১৩৪
বাঙ্-মনঃ-কায়-বস্তুভির্গুরু-শুশ্রূষণে রতঃ।
ত্যক্তাভিমানো গুরুষু জাতি-বিদ্যা-ধনাদিভিঃ ॥ ১৩৫
গুর্বাজ্ঞা-পালনার্থং হি প্রাণ-ব্যয়-রতোদ্যতঃ।
বিহত্য চ স্বকার্য্যাণি গুরুকার্য্য-রতঃ সদা ॥ ১৩৬
দাসবন্নিবসেদ্ যস্তু গুরৌ ভক্ত্যা সদা শিশুঃ।
কুর্বন্নাজ্ঞাং দিবারাত্রৌ গুরু-ভক্তি-পরায়ণঃ ॥ ১৩৭
আজ্ঞাকারী গুরোঃ শিষ্যো মনো-বাক্-কায়-কর্মভিঃ।
যো ভবেৎ স তদা গ্রাহ্যো নেতরঃ শুভ-কাঙ্ক্ষয়া ॥ ১৩৮

(পরলোক-বিশ্বাসী), নাস্তিকের সংসর্গ-ত্যাগী, স্বধর্ম-নিরত (আচারবান্), ভক্তির সহিত পিতা ও মাতার হিতাচরণে সর্বদা উদ্যুক্ত। ১২২-১৩৪

বাক্য, মনঃ, দেহ ও ধনের দ্বারা গুরুর শুশ্রূষায় রত, জাতি, বিদ্যা, ধনাদিতে গুরুগণের প্রতি অভিমান রহিত, গুরুর আজ্ঞা-পালনের জন্য প্রাণ ত্যাগে রত ও উদ্যত, নিজের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা গুরু কার্য্য-করণে উদ্যুক্ত। ১৩৫-১৩৬

যে ভক্তির সহিত গুরুর নিকটে ভৃত্যের ন্যায় বাস করে, যে ভক্তিতে সর্বদাই শিশু অর্থাৎ শিশুর ন্যায় আচরণকারী সরল, যে গুরুভক্তি পরায়ণ হইয়া দিবারাত্র গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে, যে ব্যক্তি মনঃ, বাক্য, দেহ ও কর্মের দ্বারা গুরুর আজ্ঞাকারী হয়—বঞ্চনা না করে; শুভেচ্ছায় তাহাকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন, অন্যকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন না। ১৩৭-১৩৮

বিবৃতি। স্নেহ বা অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি নিষিদ্ধ গুণযুক্ত ব্যক্তিকে দীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্য করেন, শিষ্য সহকারে সেই গুরুর উপরে দেবতার শাপ পতিত হয় এবং শিষ্যের যাবতীয় পাপ গুরুকে ভোগ করিতে হয়। ইহা রাঘবভট্ট ধৃত যে তন্ত্রবচনে উক্ত হইয়াছে তাহা এই—

এবমাদি-গুণৈর্যুক্তং ন শিষ্যত্ত পরিগ্রহেৎ।
গৃহ্ণীয়াদ্ যদি তদ্দোষঃ প্রায়ো গুরুমপি স্পৃশেৎ।
স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যদি গৃহ্ণাতি দীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ ॥

মন্ত্র-পূজা-রহস্যানি যো গোপয়তি সর্বদা।
ত্রিকালং যো নমস্কুর্য্যাদাগমাচার-তত্ত্ববিৎ ॥ ১৩৯
স এব শিষ্যঃ কর্ত্তব্যো নেতরঃ স্বল্প-জীবনঃ
এতাদৃশ-গুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি নাপরঃ ॥ ১৪০
একাব্দেন ভবেদ্ যোগ্যো ব্রাহ্মণোঽব্দ-দ্বয়ান্ নৃপঃ।
বৈশ্যো বর্ষৈস্ত্রিভিঃ শূদ্রশ্চতুর্ভির্বৎসরৈর্গুরোঃ।
স শুশ্রূষুঃ পরিগ্রাহ্যোঃদীক্ষা-যাগ-ব্রতাদিষু ॥ ১৪১

ইতি শারদাতিলকতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

পরম পূজনীয় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কৃত "তন্ত্রসারে" শিষ্যের নিষিদ্ধ গুণগুলি উক্ত হইয়াছে। ১৩৮

যে সর্বদা মন্ত্র, পূজা ও রহস্য সকল গোপন করে, যে ত্রিকালে গুরুকে নমস্কার করে, যে আগম ও আচারের তত্ত্বজ্ঞ, তাহাকেই শিষ্য করিবেন। ইহা ভিন্ন অল্প জীবন অন্য কোন ব্যক্তিকে শিষ্য করিবেন না। এই সকল গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিই শিষ্য, অন্য কেহ অর্থাৎ এতাদৃশ গুণরহিত ব্যক্তি শিষ্য হয় না। ১৩৯-১৪০

ব্রাহ্মণ এক বৎসরে, ক্ষত্রিয় দুই বৎসরে, বৈশ্য তিন বৎসরে, শূদ্র চারি বৎসরে গুরুর যোগ্য শিষ্য হইতে পারেন অর্থাৎ সৎ গুরু এক বৎসর পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণকে, দুই বৎসর পরীক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়কে, তিন বৎসর পরীক্ষা করিয়া বৈশ্যকে ও চারি বৎসর পরীক্ষা করিয়া শূদ্রকে সৎ শিষ্যরূপে নির্বাচন করিবেন। দীক্ষা, যাগ ও ব্রতাদিতে শুশ্রূষু ব্যক্তিই শিষ্যরূপে গ্রাহ্য। ১৪১

বিবৃতি। বৈদিক মন্ত্রে, রামের ষড়ক্ষর-মন্ত্রে, সূর্য্যের অষ্টাক্ষর মন্ত্রে ও প্রণবাদি মন্ত্রে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার না থাকিলেও অন্য তান্ত্রিক মন্ত্রে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার আছে। ইহা তান্ত্রিক আচার্যগণ বলিয়াছেন। নৃসিংহ তাপনীয়েও ইহা উক্ত হইয়াছে। শিষ্যের পরীক্ষাকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শারদাতিলকের টীকায় ইহা দ্রষ্টব্য। ১৪১

শারদাতিলক তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ পটলঃ

ততো বক্ষ্যামি দীক্ষাঙ্গং বাস্তুযাগ-পুরঃসরম্ ।
কৃতেন যেন মন্ত্রজ্ঞো দীক্ষায়াঃ ফলমশ্নুতে ॥ ১

রাক্ষসং বাস্তু-নামানং হত্বাঽধিষ্ঠায় তৎ-তনুম্ ।
স্থিতাস্ত্রিপঞ্চাশদ্ দেবাস্তেভ্যঃ পূর্বং বলিং হরেৎ ॥ ২

বলি-মণ্ডলমেতেষাং যথাবদভিধীয়তে ।
পূর্বাপরায়তং সূত্রং বিন্যসেদ্ধস্তমানতঃ ॥ ৩

অনন্তর বাস্তুযাগ প্রমুখ দীক্ষার অঙ্গগুলি বলিতেছি। মন্ত্রশাস্ত্রাভিজ্ঞ সাধক অনুষ্ঠিত সেই অঙ্গের দ্বারা দীক্ষার ফল লাভ করেন। ১

বিবৃতি। প্রত্যেক প্রধান কর্মের কতকগুলি অঙ্গ কর্ম আছে। সেই অঙ্গ কর্ম জন্য যে অপূর্ব বা অদৃষ্ট জন্মে, তাহার নাম অঙ্গাপূর্ব বা কণিকাপূর্ব। প্রধান কর্ম হইতে যে অপূর্ব জন্মে, তাহা প্রধান অপূর্ব। অঙ্গাপূর্ব সহকৃত প্রধান অপূর্বই প্রধান কর্মের ফলদানে সমর্থ। অঙ্গাপূর্ব না হইলে উহা ফল দান করিতে পারে না। তাই বিশুদ্ধভাবে অঙ্গ কর্মের অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক। মন্ত্র দীক্ষা একটি প্রধান কর্ম। বাস্তুযাগ প্রভৃতি তাহার অঙ্গ কর্ম। দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে বিশুদ্ধভাবে এগুলির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য। অধিকাংশ আধুনিক গুরু ও শিষ্যগণ কোন কিছু বিচার না করিয়া এইগুলিকে প্রায় বর্জন করিয়া মন্ত্র-দীক্ষাকে সুলভ করিয়া দিয়াছেন। ১

বাস্তু নামক অসুরকে হত্যা করিয়া ত্রিপঞ্চাশৎ (৫৩) দেবতা তাহার পুনরুত্থানের আশঙ্কায় তাহার দেহকে অধিষ্ঠান করিয়া অবস্থিত আছেন। অতএব তাঁহাদিগকে পূজা পূর্বক বলি প্রদান করিবেন। ২

এই বাস্তু পুরুষাধিষ্ঠিত দেবতাবর্গের বলি মণ্ডল (বাস্তু-মণ্ডল) যথাযথভাবে কথিত হইতেছে।

বাস্তু শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ অথবা হস্ত প্রমাণ পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ একটি সূত্র পাত (রেখা অঙ্কিত) করিবেন। ৩

তন্মধ্যং কিঞ্চিদালম্ব্য মৎস্যৌ দ্বৌ পরিতো লিখেৎ।
তয়োর্মধ্যে স্থিতং সূত্রং বিন্যসেদ্ দক্ষিণোত্তরম্ ॥ ৪
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং তথাগ্রাভ্যাং কোণেষু মৎস্যান্ লিখেৎ।
মৎস্য-মধ্যে স্থিতাগ্রাণি তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ ৫
চতুরস্রং ভবেৎ তত্র চতুঃকোষ্ঠ-সমন্বিতম্।
তৎ পুনর্বিভজেন্ মন্ত্রী চতুষষ্টি-পদং যথা ॥ ৬

সেই সূত্রের অগ্রভাগ হইতে মধ্যভাগে একটি চিহ্ন অবলম্বন করিয়া পূর্বদিক্ সূত্রের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকে দুইটী মৎস্য বা দুইটী চিহ্ন অঙ্কিত করিবেন। সেই মৎস্য-দ্বয়ের মধ্যস্থিত সূত্রকে দক্ষিণ ও উত্তরে বিন্যাস করিবেন। ৪

সেইরূপ দুই দুইটি অগ্রের দ্বারা কোণ সমূহে মৎস্যসমূহ অঙ্কিত করিবেন। মৎস্যমধ্যে যে সূত্র সমূহের অগ্র রহিয়াছে। সেখানে সেই সূত্রগুলিকে পাতিত (অঙ্কিত) করিবেন। ৫

তাহাতে সেইখানে একটি চতুঃকোষ্ঠ বিশিষ্ট চতুষ্কোণ হইবে। যাহাতে ঐ চতুষ্কোণটি চতুঃষষ্টি পদ (কোষ্ঠ বিশিষ্ট) হয়, মন্ত্রজ্ঞ সাধক সাবধান হইয়া সেই চতুষ্কোণকে পুনরায় বিভাগ করিবেন। ৬

বিবৃতি। হস্ত প্রমাণ পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ একটি সূত্র পাত (রেখা) করিবেন। তাহার মধ্য স্থানে একটি চিহ্ন (সূক্ষ্ম বিন্দু চিহ্ন) দিবেন। তাহার পর পূর্বদিক্ সূত্রের অর্দ্ধাংশ পরিমিত বিন্দু চিহ্ন স্থানে পূর্ব দিক্‌স্থিত সূত্রের অগ্রভাগে সূত্রের আদি (মূল অংশ রাখিয়া সেই সূত্রের অগ্রকে পূর্বোক্ত বিন্দু চিহ্ন হইতে ঘুরাইয়া ঈশানে ও অগ্নি কোণে অর্দ্ধচন্দ্র করিবেন। তাহার পর এইরূপ মধ্যবিন্দু চিহ্নিত উত্তর সূত্রাগ্রস্থিত সেই অর্দ্ধাংশ পরিমিত সূত্রের দ্বারা ঈশান কোণ ও বায়ুকোণে এক একটি অর্দ্ধচন্দ্র করিবেন। তাহা হইলে ঈশান কোণে একটি মৎস্য হইবে। তাহার পর সেইরূপ মধ্যবিন্দু চিহ্নিত পশ্চিমাগ্রস্থিত সেই পরিমাণ সেই সূত্রের দ্বারা বায়ুকোণ ও নৈঋতকোণে এক একটি অর্দ্ধচন্দ্র করিবেন। তাহা হইলে বায়ুকোণে একটি মৎস্য হইবে। তাহার পর সেইরূপ মধ্যবিন্দু চিহ্নিত দক্ষিণাগ্রস্থিত সেই পরিমাণ সেই সূত্রের দ্বারা অগ্নি ও নৈঋতকোণে এক একটি অর্দ্ধচন্দ্র করিলে উক্ত দুই কোণে দুইটী মৎস্য হইবে। এইভাবে চারিটি মৎস্য উৎপন্ন হইলে তাহার মধ্যস্থলের অগ্রে অর্থাৎ পুচ্ছের দুই দুই বৃত্তের সংযোগস্থানে চারিটি সূত্র (রেখা) সংযুক্ত করিলে একটি চতুরস্র (সমচতুষ্কোণ) ক্ষেত্র হইবে। ৬

ঈশানাদ রক্ষসো যাবদ্ যাবদগ্নেঃ প্রভঞ্জনঃ।
এবং সূত্রদ্বয়ং দত্তাৎ কর্ণসূত্রং সমাহিতঃ ॥ ৭

ব্রহ্মাণং পূজয়েদাদৌ মধ্যে কোষ্ঠ-চতুষ্টয়ে।
দিক্-চতুষ্কেষু পূর্বাদি যজেদার্য্যমনন্তরম্ ॥ ৮

বিবস্বন্তং ততো মিত্রং মহীধরমতঃ পরম্।
কোণার্দ্ধ-কোষ্ঠ-যুগ্মেষু বহ্ন্যাদি পরিতঃ পুনঃ ॥ ৯

মন্ত্রী সমাহিত হইয়া এইরূপে ঈশান কোণ হইতে নৈর্ঋত কোণ পর্য্যন্ত এবং অগ্নি কোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত কোণ সূত্র নামক দুইটি সূত্র পাত করিবেন। ৭

বিবৃতি। চারিকোষ্ঠ বিশিষ্ট চতুরস্র ক্ষেত্রের চারিকোষ্ঠে অন্ত চারিটি কোণ সূত্র পাত করিবেন। তাহার মধ্যে উৎপন্ন মৎস্য সমূহে পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ দুইটি সূত্র ও উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুইটী সূত্র পাত করিবেন; তাহাতে ষোলটি কোষ্ঠ হইবে। তাহার পর চারিটি কোণ কোষ্ঠে চারিটি কর্ণ সূত্র পাত করিবেন। তাহাতে যে মৎস্য সমূহ উৎপন্ন হইবে, তাহাতে পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুই দুইটি সূত্র পাত করিবেন। এইরূপ করিলে মধ্য কোষ্ঠ-দ্বয়ে যে মৎস্য সমূহ উৎপন্ন হইবে; সেই মৎস্য সমূহে পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ দুইটী সূত্র ও উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুইটী সূত্র পাত করিবেন। তাহাতে মধ্য কোষ্ঠদ্বয়ে যে সকল মৎস্য উৎপন্ন হইবে, তাহাতে পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ দুইটী রেখা ও উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুইটী রেখা পাত করিলে চৌষট্টি কোষ্ঠ উৎপন্ন হইবে। ইহাকে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তু-মণ্ডল বলে। ৭

প্রথমে একাকারে মার্জিত কোষ্ঠ চতুষ্টয়ে ব্রহ্মাকে পূজা করিবেন। তাহার পর মধ্য কোষ্ঠের পূর্বাদি চারিটি দিকে একাকারে পরিণত চারিটি কোষ্ঠে পূর্বাদি হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ক্রমে পূর্বে আর্য্যকে পূজা করিবেন। ৮

পরে দক্ষিণে বিবস্বান্‌কে, তাহার পর পশ্চিমে মিত্রকে, তাহার পর উত্তরে মহীধরকে পূজা করিবেন। তাহার পর ব্রহ্মপদের আগ্নেয়াদি কোণ ভাগে অর্দ্ধ দুই কোষ্ঠে আগ্নেয়াদি ক্রমে চতুর্দিকে অধঃ ও ঊর্দ্ধে অর্থাৎ আগ্নেয় কোণের উপরি কোষ্ঠে সাবিত্র ও অধঃকোষ্ঠে সবিতাকে পূজা করিবেন। তাহার পর নৈর্ঋতকোণের অর্দ্ধ কোষ্ঠদ্বয়ে পূর্ববৎ অধঃ ঊর্দ্ধক্রমে শক্র ও ইন্দ্রজয়কে পূজা করিবেন। সাধক তাহার পর বায়ুকোণের অর্দ্ধ কোষ্ঠদ্বয়ে অধঃ

সাবিত্রং সবিতারঞ্চ শক্রমিন্দ্রজয়ং পুনঃ।
রুদ্রং রুদ্রজয়ং বিদ্বানাপশ্চাপ্যাপবৎসকম্ ॥ ১০
তৎকর্ণ-সূত্রোভয়তঃ কোষ্ঠ-দ্বন্দ্বেষু দেশিকঃ।
শর্বং গুহং চার্য্যমণং জম্ভকং পিলিপিচ্ছকম্।
চরকীঞ্চ বিদারীঞ্চ পূতনামর্চয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ১১
অর্চয়েদ্ দিক্ষু পূর্বাদি সার্দ্ধাদ্যন্ত-পদেষ্বিমান্।
অষ্টাবষ্টৌ বিভাগেন দেবান্ দেশিকসত্তমঃ ॥ ১২
ক্রমাদীশান-পর্য্যন্য-জয়ন্তাঃ শক্র-ভাস্করৌ।
সত্যো বৃষান্তরিক্ষৌ চ দিশি প্রাচ্যামবস্থিতাঃ ॥ ১৩
অগ্নিঃ পূষা চ বিতথো যমশ্চ গৃহরক্ষকঃ।
গন্ধর্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগো দক্ষিণ-দিগ্‌গতাঃ ॥ ১৪

ঊর্ধ্ব ক্রমে রুদ্র ও রুদ্রজয়কে পূজা করিবেন। তাহার পর ঈশান কোণের অর্দ্ধ কোষ্ঠদ্বয়ে অধঃ ঊর্ধ্ব ক্রমে আপ ও আপবৎসকে পূজা করিবেন। ৯-১০

দেশিক (মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু) সেই কর্ণসূত্রের উভয় দিকে পূর্বাদি ক্রমে দুই দুইটি কোষ্ঠে ক্রমে ক্রমে শর্ব, গুহ, অর্য্যমা, জম্ভক, পিলিপিচ্ছক, চরকী, বিদারী ও পূতনাকে অর্চনা করিবেন। ১১

দেশিক-শ্রেষ্ঠ পূর্বাদি দিকে অর্দ্ধকোষ্ঠ ও আদ্যন্ত কোষ্ঠের সহিত বর্ত্তমান কোষ্ঠগুলিতে আট আটটি বিভাগে ক্রমে ক্রমে এই দেবগণকে পূজা করিবেন। ১২

পূর্বদিকে অবস্থিত দেবগণকে ক্রমে ক্রমে ঈশানকোণস্থ অর্দ্ধ কোষ্ঠে ঈশান, তাহার পরে আদ্যন্ত দুই কোষ্ঠে পর্য্যন্য, তাহার পরে আদ্যন্ত দুই কোষ্ঠে জয়ন্ত, তাহার পরে আদ্যন্ত দুই কোষ্ঠে শক্র, তাহার পরে আদ্যন্ত দুই কোষ্ঠে ভাস্কর, তাহার পর আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে সত্য, তাহার পরে আদ্যন্ত দুই কোষ্ঠে বৃষ, তাহার পরে অর্দ্ধকোষ্ঠে অন্তরিক্ষের পূজা করিবেন। ১৩

দক্ষিণ দিক্‌গত দেবগণকে ক্রমে ক্রমে অগ্নিকোণস্থ অর্দ্ধকোষ্ঠে অগ্নিকে; তাহার পরের আদ্যন্ত দুই কোষ্ঠে পূষাকে, তাহার পরের আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে বিতথকে, তাহার পরে আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে যমকে, তাহার পরে আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে গৃহরক্ষককে, তাহার পরে আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে গন্ধর্বকে, তাহার পরে আদি ও অন্ত দুই কোষ্ঠে ভৃঙ্গরাজকে, তাহার পরে নৈর্ঋত কোণের অর্দ্ধ-কোষ্ঠে মৃগকে পূজা করিবেন। ১৪

নিঋ'তিদৌ'বারিকশ্চ সুগ্রীব-বরুণৌ ততঃ।
পুষ্পদন্তাসুরৌ শোষ-রোগৌ প্রত্যগ্‌-দিশি স্থিতাঃ ॥ ১৫

বায়ুর্নাগশ্চ মুখ্যশ্চ সোমো ভল্লাট এব চ।
অর্গলাখ্যো দিত্যাদিতী কুবেরস্য দিশি স্থিতাঃ ॥ ১৬

উক্তানামপি দেবানাং পদান্যাপূর্য্য পঞ্চভিঃ।
রজোভিস্তেম্বথৈতেভ্যঃ পায়সান্নৈর্বলিং হরেৎ।
অয়ং বাস্তু-বলিঃ প্রোক্তঃ সর্বসম্পৎ-সমৃদ্ধিদঃ ॥ ১৭

তাহার পরে পশ্চিম দিক্‌ অবস্থিত দেবগণকে ক্রমে ক্রমে নৈঋ'ত কোণস্থ অর্দ্ধকোষ্ঠে নিঋ'তিকে, তাহার পরে আদ্যন্ত দুই কোষ্ঠে দৌবারিককে, তাহার পরে আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে সুগ্রীবকে, তাহার পরে আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে বরুণকে, তাহার পরে আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে পুষ্পদন্তকে, তাহার পরে আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে অসুরকে, তাহার পরে আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে শোষকে, তাহার পর বায়ুকোণস্থ অর্দ্ধ কোষ্ঠে রোগকে পূজা করিবেন। ১৫

তাহার পর কুবের (উত্তর) দিক্‌স্থিত দেবগকে ক্রমে ক্রমে বায়ুকোণস্থ অপর অর্দ্ধকোষ্ঠে বায়ুকে, তাহার পর আদ্যন্ত দুই কোষ্ঠে নাগকে, তাহার পর আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে মুখ্যকে, তাহার পর আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে সোমকে, তাহার পর আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে ভল্লাটকে, তাহার পর আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে অর্গলকে, তাহার পর আদি অন্ত দুই কোষ্ঠে দিতিকে এবং তাহার পর ঈশান কোণস্থ অর্দ্ধ কোষ্ঠে অদিতিকে পূজা করিবেন। ১৬

উক্ত দেবগণের কোষ্ঠগুলি পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা পূরণ করিয়া তাহার পর সেই কোষ্ঠ সমূহে উক্ত দেবতাগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে পায়সান্নের অয়ং বলি দিবেন। সর্বসম্পৎ সমৃদ্ধি প্রদ এই বাস্তুবলি উক্ত হইল। ১৭

বিবৃতি। ব্রহ্মকোষ্ঠগুলিকে এক ও শুদ্ধ করিয়া শুক্ল বর্ণ গুঁড়ি দ্বারা পূরণ করিবেন। তাহার চারিদিকের কোষ্ঠগুলিকে শুদ্ধ করিয়া রক্তবর্ণ চূর্ণ দ্বারা পূর্ণ করিবেন। অবশিষ্ট কোষ্ঠগুলি বিচিত্র করিবেন। কোষ্ঠের সীমারেখা শুক্ল হইবে। ইহা দিব্য সারস্বততন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। লাজ (খৈ), অন্ন, পুষ্প, ধূপ, তিল এবং মাষযুক্ত তণ্ডুলও বলি দ্রব্য। মহাকপিল পঞ্চরাত্রে প্রতি-দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বলিদ্রব্য ও বলিদানের মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ১৭

নক্ষত্র-রাশি-বারাণামনুকূলে শুভেঽহনি।
ততো ভূমিতলে শুদ্ধে তুষাঙ্গার-বিবর্জিতে ॥ ১৮
পুণ্যাহং বাচয়িত্বা তু মণ্ডপং রচয়েচ্ছুভম্।
পঞ্চভিঃ সপ্তভিহ্ স্তৈর্নবভির্বা মিতান্তরম্ ॥ ১৯
ষোড়শ-স্তম্ভ-সংযুক্তং চত্বারস্তেষু মধ্যগাঃ।
অষ্ট-হস্ত-সমুচ্ছ্রায়াঃ সংস্থাপ্যা দ্বাদশাঽভিতঃ ॥ ২০
পঞ্চহস্ত-প্রমাণাস্তে নিশ্ছিদ্রা ঋজবঃ শুভাঃ।
তৎ-পঞ্চমাংশং নিখনেন্ মেদিন্যাং তন্ত্র-বিত্তমঃ ॥ ২১
নারিকেল-দলৈর্বংশৈশ্ছাদয়েৎ তৎ সমন্ততঃ।
দ্বারেষু তোরণানি স্যুঃ ক্রমাৎ ক্ষীর-মহীরুহাম্ ॥ ২২

তাহার পর সাধ্যের (শিষ্যের বা যজমানের) অনুকূল নক্ষত্রে, অনুকূল রাশিতে, অনুকূল বারে, শুভ দিনে (তিথিতে) তুষ, অঙ্গার, অস্থি, পাষাণ ও ভস্মাদি শল্য রহিত শুদ্ধ ভূমিতলে পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন করিয়া পাঁচ হাত, সাত হাত বা নয় হাত পরিমিত শুভ সুন্দর মণ্ডপ রচনা করিবেন। ১৮-১৯

সেই মণ্ডপটি ষোড়শ স্তম্ভ যুক্ত হইবে অর্থাৎ পূর্বোক্ত মণ্ডপে ষোলটি স্তম্ভ স্থাপন করিবেন। সেই ষোলটি স্তম্ভের মধ্যে আট হাত উচ্চ চারিটি স্তম্ভ মধ্য বেদীর আগ্নেয়াদি চারিটি কোণে স্থাপন করিবেন। মধ্য স্তম্ভের চারিদিকে মণ্ডপের দ্বারের আগ্নেয়াদি কোণক্রমে সমান্তরালে পাঁচ হাত দীর্ঘ বারটি স্তম্ভ স্থাপন করিবেন। সেই স্তম্ভ সকল নিশ্ছিদ্র দৃঢ় সরল ও সুন্দর হইবে। শ্রেষ্ঠ তন্ত্রবিৎ স্তম্ভের উচ্চতাকে সমান পাঁচভাগে বিভাগ করিয়া একভাগ অর্থাৎ স্তম্ভের এক পঞ্চমাংশ মাটিতে পুতিবেন। ২০-২১

সেই মণ্ডপের চারিদিকে দ্বার ভিন্ন সর্বস্থলে বাঁশ ও নারিকেল পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবেন। দ্বারগুলিতে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ক্ষীর-বৃক্ষের অর্থাৎ বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুম্বুর ও প্লক্ষ (পাকুড়) বৃক্ষের তোরণ স্থাপন করিবেন। ২২

বিবৃতি। যদিও মূলে দ্বারের স্থান ও প্রমাণ উক্ত হয় নাই। তথাপি "দ্বারেষু" এই কথা দ্বারা বুঝা যায়, দ্বার গ্রন্থকারের স্বীকৃত ; নচেৎ তিনি তাহা বলিতেন না। মণ্ডপের চারিদিকে চারিটি দ্বার হইবে। কনিষ্ঠ বা অধম মণ্ডপে ২ হাত, মধ্যম মণ্ডপে ২ হাত ৪ আঙ্গুলি, উত্তম মণ্ডপে ২ হাত ৮ অঙ্গুলি

স্তম্ভোচ্ছ্রায়ঃ স্মৃতস্তেষাং সপ্তহস্তৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
দশাঙ্গুল-প্রমাণেন তৎ-পরীণাহ ঈরিতঃ॥ ২৩

তির্য্যক্-ফলক-মানং স্যাৎ স্তম্ভানামর্দ্ধ-মানতঃ।
শূলানি কল্পয়েন্মধ্যে তোরণে হস্ত-মানতঃ॥ ২৪

দিক্ষু ধ্বজান্ নিবধ্নীয়াল্লোকপাল-সমপ্রভান্।
বিতান-দর্ভ-মালাদ্যৈরলঙ্কুর্বীত মণ্ডপম্॥ ২৫

দ্বার হইবে। দ্বারের মধ্যস্থলে তোরণ স্থাপিত হইবে। পূর্বে বটের, দক্ষিণে উডুম্বরের, পশ্চিমে অশ্বত্থের ও উত্তরে পাকুড়ের তোরণ হইবে। ইহা মন্ত্রমুক্তাবলী, ক্রিয়াসার ও পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে। তোরণস্থাপনের মন্ত্রও মন্ত্রমুক্তাবলীতে উক্ত হইয়াছে। ২২

সেই তোরণ-স্তম্ভ সমূহের উচ্চতা স্তম্ভের উচ্চতার ন্যায় সপ্ত হস্ত কথিত হইয়াছে অর্থাৎ উত্তম মণ্ডপে তোরণ স্তম্ভের উচ্চতা সাত হাত হইবে। কিন্তু মধ্যম ও অধম মণ্ডপের উচ্চতা পৃথক্ পৃথক্। মধ্যম মণ্ডপের তোরণ স্তম্ভ ছয় হাত উচ্চ, অধম মণ্ডপের তোরণ-স্তম্ভ পাঁচ হাত উচ্চ। তাহাদের বিস্তার দশাঙ্গুল পরিমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ২৩

স্তম্ভের অর্দ্ধেক প্রমাণে তির্য্যক্ ফলকের মান হইবে অর্থাৎ উভয় স্তম্ভ মধ্যে দেহলীরূপে উপরে যে তির্য্যক্ ফলক কাঠ থাকে, তাহার মান হইবে পঞ্চহস্ত পরিমিত তোরণস্তম্ভের অর্দ্ধেক—২॥০ হাত। তোরণের দেহলীর মধ্যভাগে হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ চারিটি শূল (মধ্যকীল) কল্পনা (স্থাপন) করিবেন। ২৪

বিবৃতি। প্রতি তোরণে এক একটি শূল স্থাপন করিতে হয়। প্রতিটি শূল এক হাত দীর্ঘ ও ছয় ভাগ অর্থাৎ ৪ আঙ্গুল বিস্তার হইবে। মধ্যশূল বা মধ্যকীলক সরল ও তীক্ষাগ্র হইবে। তাহার দুই দিকের দুইটী অগ্র তীক্ষ্ণ ও কিঞ্চিৎ বক্র হইবে। শূলের তিন আঙ্গুল ভিতরে প্রবেশ করিবে। তাহার পরে প্রতি তোরণে এক একটি, প্রতি দ্বারপার্শ্বে দুই দুইটি, প্রতি কোণে এক একটী কলশ স্থাপন করিতে হয়। কলশগুলি জলপূর্ণ এবং গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র ও আম্র পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত হইবে। ২৪

তাহার পর মণ্ডপের বাহিরে পূর্বাদি আট দিকে লোকপালগণের সমপ্রভ আটটি ধ্বজ বন্ধন করিবেন। মণ্ডপকে চন্দ্রাতপ, দর্ভ, মাল্য ও আম্রপল্লবাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবেন। স্তম্ভগুলিকে বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিবেন। ২৫

তৎ-ত্রিভাগ-মিতে ক্ষেত্রেঽরত্নিমাত্র-সমন্বিতাম্ ।
চতুরস্রাং ততো বেদীং মণ্ডলায় প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৬
প্রাগেব দীক্ষা-দিবসাৎ সপ্তভির্বিধিবদ্ দিনৈঃ ।
সর্বমঙ্গল-সম্পত্ত্যৈ বিদধ্যাদঙ্কুরার্পণম্ ॥ ২৭
মণ্ডপস্যোত্তরে ভাগে শালাং পূর্বাপরায়তাম্ ।
গূঢ়াং কুর্য্যাৎ ততস্তস্যাং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ২৮
পঞ্চহস্ত-প্রমাণানি পঞ্চ সূত্রাণি পাতয়েৎ ।
পূর্বাপরায়তান্যেষামন্তরং দ্বাদশাঙ্গুলম্ ॥ ২৯
দক্ষিণোত্তর-সূত্রাণি তদ্বদেকাদশাঽর্পয়েৎ ।
পদানি তত্র জায়ন্তে চত্বারিংশৎ প্রমার্জয়েৎ ॥ ৩০
পঙ্‌ক্ত্যোং বীথীশ্চতস্রোঽন্তশ্চতুষ্কোভয়-পার্শ্বয়োঃ ।
বীথ্যৌ দ্বে চ চতুষ্কোষ্ঠ-ত্রয়মত্রাঽবশিষ্যতে ॥ ৩১

তাহার পর সেই মণ্ডপের মধ্যে মণ্ডপের মধ্য সূত্রের তৃতীয় ভাগে মণ্ডলের জন্য হস্তমাত্র উন্নত চতুরস্র বেদী নির্মাণ করিবেন । ২৬

দীক্ষা-দিবসের পূর্বে বিধিবিহিত নবম, সপ্তম, পঞ্চম বা তৃতীয় দিবসে বা সদ্য (কর্ম দিনে) সমস্ত মঙ্গল লাভের জন্য অঙ্কুরার্পণ করিবেন । ২৭

মণ্ডপের উত্তর ভাগে পূর্ব পশ্চিম দশ হাত দীর্ঘ ও পাঁচ হাত প্রস্থ চতুর্দিক্ কটাদি দ্বারা পরিবৃত দক্ষিণ দ্বার-বিশিষ্ট এক শালা (গৃহ) নির্মাণ করিবেন । সুধী সাধক সেই শালাতে মণ্ডল রচনা করিবেন । ২৮

পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ পাঁচ হাত প্রমাণ দ্বাদশাঙ্গুলির অন্তর অন্তর পাঁচটি সূত্রপাত করিবেন ।সেইরূপ দ্বাদশ অঙ্গুলির অন্তর অন্তর উত্তর দক্ষিণ এগারটি সূত্র পাত করিবেন, যাহাতে ঐ এগারটী সূত্র পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ পাঁচটি রেখাকে ভেদ করে । ইহাতে চল্লিশটি কোষ্ঠ উৎপন্ন হইবে । ২৯-৩০

বাহ্য পঙ্‌ক্তিতে ঘর মুছিয়া চারিটী বীথি করিবেন । মধ্যবর্ত্তী চতুষ্কের উভয় পার্শ্বে দুই দুই কোষ্ঠকে মুছিয়া দুইটি বীথী করিবেন । ইহাতে তিনটি চতুষ্কোষ্ঠ অবশেষ থাকিবে । ৩১

বিবৃতি । মধ্যচতুষ্কের পূর্বদিকের চারিটি কোষ্ঠ মুছিয়া একটি বীথী । তাহার পর দক্ষিণে আটটি কোষ্ঠ মুছিয়া দক্ষিণ বীথী, তাহার পর পশ্চিমের চারিটি কোষ্ঠ মুছিয়া পশ্চিম বীথী, তাহার পর আটটি কোষ্ঠ মুছিয়া উত্তর বীথী করিবেন । মধ্যবর্ত্তী চতুষ্কের উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী কোষ্ঠে এক একটী বীথী

পদানি রঞ্জয়েৎ তানি শ্বেত-পীতারুণাসিতৈঃ।
রজোভিঃ শ্যামলেনাঽথ বীথীরাপূরয়েৎ সুধীঃ ॥ ৩২
পাত্রাণি ত্রিবিধান্যাহুরঙ্কুরার্পণ-কর্ম্মসু।
পালিকাঃ পঞ্চমুখ্যশ্চ শরাবাশ্চ চতুঃ-ক্রমাৎ ॥ ৩৩
প্রোক্তাঃ স্যুঃ সর্বতন্ত্রজ্ঞৈর্হরি-ব্রহ্মা-শিবাত্মকাঃ।
এষামুচ্ছ্রায় উদ্দিষ্টঃ ষোড়শ-দ্বাদশাষ্টভিঃ ॥ ৩৪
অঙ্গুলৈঃ ক্রমশস্তানি শুভাণ্যাবেষ্ট্য তন্তুনা।
প্রক্ষাল্য দেশিকস্তেষু পদেষ্বাহিত-শালিষু ॥ ৩৫
সগন্ধ-দর্ভ-কূর্চেষু পশ্চিমাদি নিবেশয়েৎ।
করীষ-বালুকা-মৃত্তিকাভিস্তানি পাত্রাণি পূরয়েৎ ॥ ৩৬

-করিবেন। ইহাতে তিনটি চতুঃকোষ্ঠ অবশেষ থাকিবে। তাহাতে বারটি কোষ্ঠ থাকিবে। ৩১

সুধী সাধক সেই কোষ্ঠ বা পদগুলিকে শ্বেত, পীত, অরুণ ও অসিত-(কৃষ্ণ)-বর্ণ রজো দ্বারা রঞ্জিত করিবেন। অনন্তর শ্যামল বর্ণ রজো দ্বারা বীথীকে রঞ্জিত করিবেন। ৩২

বিবৃতি। প্রতি বহ্নি কোণের কোষ্ঠটি পীত, নৈর্ঋত কোণের কোষ্ঠটি রক্ত, বায়ু কোণের কোষ্ঠটি শ্বেত ও ঈশান কোণের কোষ্ঠটি কৃষ্ণবর্ণ রজো দ্বারা রঞ্জিত হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রপঞ্চসার তন্ত্রে ইহা বলিয়াছেন। ৩২

অঙ্কুরার্পণ কর্ম সমূহে তিন প্রকার পাত্র বলিয়াছেন। সর্বতন্ত্রজ্ঞ সাধকগণ চতুষ্কোষ্ঠ ক্রমে হরি, ব্রহ্মা ও শিব স্বরূপ পালিকা, পঞ্চমুখী ও শরাবকে পাত্র -বলিয়াছেন। ক্রমশঃ ইহাদের উচ্চতা ষোড়শ আঙ্গুল, দ্বাদশ আঙ্গুল ও অষ্টাঙ্গুল জানিবেন। ৩৩-৩৪

সাধক সেই শুভ তিন প্রকার অঙ্কুরার্পণ পাত্রকে প্রক্ষালন করিয়া সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া শালি ধান্য ও গন্ধ সহিত দর্ভ-কূর্চ যুক্ত সেই কোষ্ঠ সমূহে পশ্চিমাদি ক্রমে অর্থাৎ পশ্চিমের চারি কোষ্ঠে চারিটি পালিকা, মধ্য চারিটি কোষ্ঠে চারিটি পঞ্চমুখী এবং পূর্ব চারি কোষ্ঠে চারিটি শরাব স্থাপন করিবেন। সেই পাত্রগুলিকে করীষ (ঘুটের গুঁড়া), বালুকা ও মৃত্তিকা দ্বারা পূরণ করিবেন। ৩৫-৩৬

বিবৃতি। স্থূল ষোড়শাঙ্গুল উচ্চ শরাকেই পালিকা বলে। ইহা হরি স্বরূপ, ইহাতে হরির পূজা হয়। দ্বাদশাঙ্গুল উচ্চ পঞ্চমুখ যুক্ত শরাই পঞ্চমুখী।

সুধা-বীজেন বীজানি তুষ্টৈঃ প্রক্ষাল্য তন্ত্রবিৎ।
মূলমন্ত্রাভিজপ্তানি পঞ্চঘোষ-পুরঃসরম্ ॥ ৩৭
আশীর্বাগ্‌ভির্দ্বিজাতীনাং মঙ্গলাচার-পূর্বকম্।
নির্বপেৎ তেষু পাত্রেষু দেশিকো যত-মানসঃ ॥ ৩৮
শালি-শ্যামাঢ়কী-মুদ্গ-তিল-নিষ্পাব-সর্ষপাঃ।
কুলথ-কঙ্গু-মাষাশ্চ বীজাঙ্কুর-কর্মণি ॥ ৩৯
হরিদ্রাদ্ভিঃ সমভ্যুক্ষ্য বস্ত্রৈরাচ্ছাদ্য দেশিকঃ।
বলিং ত্রিবিধ-পাত্রাণাং দিক্ষু পূর্বাদিতো হরেৎ ॥ ৪০
প্রণবাদ্যৈর্নমোঽন্তৈশ্চ রাত্রৌ রাত্রীশ-নামভিঃ।
ভূতানি পিতরো যক্ষা নাগা ব্রহ্মা শিবো হরিঃ ॥ ৪১
সপ্তানামপি রাত্রীণাং দেবতাঃ সমুদীরিতাঃ।
ভূতেভ্যঃ স্বান্নলাজ-তিল-হরিদ্রা-দধি-সক্তবঃ ॥ ৪২

ইহা ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া উহাতে ব্রহ্মার পূজা হয়। অষ্টাঙ্গুল উচ্চ প্রসিদ্ধ শরা শিব স্বরূপ বলিয়া উহাতে শিবের পূজা হয়। মহাকপিল পঞ্চরাত্রে অঙ্কুরার্পণ পাত্রের সবিশেষ পরিচয় উক্ত হইয়াছে। ৩৫-৩৬

সংযত-চিত্ত তন্ত্রবিৎ সাধক পূর্বমুখ বা উত্তর মুখ হইয়া রাত্রিতে সুধাবীজের (বং বীজের) দ্বারা পোত্তুষে বীজগুলিকে প্রক্ষালন করিয়া অষ্টোত্তর শত দাতব্য মূল মন্ত্র সেই বীজগুলির উপর জপ করিয়া পঞ্চঘোষ (পটহ, ঢক্কা, মৃদঙ্গ, মুখবাদ্য ও শঙ্খবাদ্য) ও মঙ্গলাচার (তত্তদ্দেশ প্রসিদ্ধ উলুধ্বনি) পূর্বক দ্বিজাতিগণের আশীর্বচন সহকারে সেই সেই পাত্রে সেই বীজগুলিকে একত্র করিয়া বপন করিবেন। ৩৭-৩৮

হৈমন্তিক শালি ধান্য, শ্যামা ধান, আঢ়কী (তুবরী), মুগ, তিল, নিষ্পাব (রাজমাষ) সর্ষপ, কুলথ, কঙ্গু, মাষ—এইগুলি অঙ্কুরার্পণ কর্মের বীজ। ৩৯

মন্ত্রোপদেষ্টা সাধক মন্ত্র পাঠ পূর্বক হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত জলের দ্বারা সেই বীজ সমূহকে অভ্যুক্ষিত করিয়া বস্ত্র সমূহের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ত্রিবিধ বলিপাত্রের পূর্বাদি দিক্ সমূহে বলি প্রদান করিবেন। ৪০

রাত্রিতে রাত্রিপতি দেবতাগণের নামে প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রের দ্বারা বলি প্রদান করিবেন। ভূতগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ, নাগগণ, ব্রহ্মা, শিব ও হরি—ইঁহারা এই সাত সাত রাত্রির দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ভূতগণকে অন্নের সহিত লাজ, তিল, হরিদ্রা, দধি ও সক্তু—এইগুলি বলি দিবেন। ৪১-৪২

সায়াঃ পিতৃভ্যঃ সতিলাস্তণ্ডুলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
করম্ভ-লাজা যক্ষেভ্যো নারিকেলোদকান্বিতাঃ ॥ ৪৩
সক্তু-পিষ্টঞ্চ নাগেভ্যো ব্রহ্মণে পঙ্কজাক্ষতম্।
সাপূপমন্নং শর্বায় বিষ্ণবে তু গুড়োদনম্ ॥ ৪৪
ততো লোকেশ্বরেভ্যোঽপি বিতরেদ্ বিধিবদ্ বলিম্।
দীক্ষায়ামভিষেকেষু নববেশ্ম-প্রবেশনে।
উৎসবেষু চ সম্পত্ত্যৈ বিদধ্যাদঙ্কুরার্পণম্ ॥ ৪৫
প্রাক্ প্রোক্তে মণ্ডপে বিদ্বান্ বেদিকায়া বহিস্ত্রিধা।
ক্ষেত্রং বিভজ্য মধ্যাংশে পূর্বাদি পরিকল্পয়েৎ ॥ ৪৬
অষ্টাস্বাশাসু কুণ্ডানি রম্যাকারাণ্যনুক্রমাৎ।
চতুরস্রং যোনিমর্দ্ধচন্দ্রং ত্র্যস্রং সুবর্ত্তুলম্ ॥ ৪৭
ষড়স্রং পঙ্কজাকারমষ্টাস্রং তানি নামতঃ।
আচার্য্য-কুণ্ডং মধ্যে স্যাদ্ গৌরীপতি-মহেন্দ্রয়োঃ ॥ ৪৮

তিলের সহিত তণ্ডুল পিতৃগণের বলি বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যক্ষগণকে নারিকেলের জল যুক্ত করম্ভ (দধি-মিশ্রিত শক্তু) ও লাজ বলি দিবেন। ৪৩

নাগগণকে সক্তুপিষ্ট (শক্তুর পিঠা) ও ব্রহ্মাকে পদ্ম ও অখণ্ড তণ্ডুল বলি দিবেন। শর্বকে পিষ্টকের সহিত অন্ন, বিষ্ণুকে গুড় যুক্ত ওদন (সিদ্ধান্ন) বলি দিবেন। ৪৪

তাহার পর ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে সেই সেই দিকে বিধিপূর্বক মন্ত্রপাঠ সহকারে পায়সাদি দ্বারা বলি দিবেন।

দীক্ষায়, অভিষেকে, নূতন গৃহ প্রবেশে ও উৎসবে সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য অঙ্কুরার্পণ করিবেন। ৪৫

পঞ্চমেখলাভিজ্ঞ বিদ্বান্ পূর্ব প্রোক্ত মণ্ডপে বেদিকার বহির্ভাগে চারি দিকে ক্ষেত্র মধ্য সূত্রকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া তাহার মধ্যভাগে প্রদক্ষিণক্রমে পূর্বাদি আটটী দিকে অনুক্রমে মনোহরাকার কুণ্ড সমূহ নির্মাণ করিবেন।

সেই কুণ্ডগুলি চতুরস্র কুণ্ড, যোনি-কুণ্ড, অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড, ত্র্যস্র কুণ্ড, বৃত্ত কুণ্ড, ষড়স্র কুণ্ড, পদ্ম কুণ্ড, অষ্টাস্র কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। ঈশান কোণ ও পূর্বদিকের মধ্যস্থলে বৃত্ত বা চতুরস্র আচার্য্য কুণ্ড হইবে। ৪৬-৪৮

হস্তমান-মিতাং ভূমিং পূর্ববৎ পরিকল্পয়েৎ।
সমন্তাৎ কুণ্ডমেতৎ স্যাচ্চতুরস্রং শুভাবহম্ ॥ ৪৯
চতুর্বিংশত্যঙ্গুলাঢ্যং হস্তং তন্ত্রবিদো বিদুঃ।
কর্ত্তুর্দক্ষিণ-হস্তস্য মধ্যমাঙ্গুলি-পর্বণঃ ॥ ৫০
মধ্যস্থ দীর্ঘমানেন মানাঙ্গুলমুদীরিতম্।
যবানামষ্টভিঃ কুণ্ডং মানাঙ্গুলমুদীরিতম্ ॥ ৫১
চতুরস্রীকৃতং ক্ষেত্রং পঞ্চধা বিভজেৎ সুধীঃ।
ন্যসেৎ পুরস্তাদেকাংশং কোণার্দ্ধার্দ্ধ-প্রমাণতঃ ॥ ৫২
ভ্রাময়েৎ কোণ-মানেন তথাঽন্যদপি মন্ত্রবিৎ।
সূত্র-যুগ্মং ততো দদ্যাৎ কুণ্ডং যোনি-নিভং ভবেৎ ॥ ৫৩

পূর্ববৎ অর্থাৎ বাস্তু মণ্ডলে চতুরস্র নির্মাণের রীতিতে চারিদিকে এক হস্ত পরিমিত ভূমি গ্রহণ করিবেন। এই ভূমিতে শুভকর চতুরস্র কুণ্ড নির্মাণ করিতে হইবে। ৪৯

তন্ত্রবিদ্গণ চব্বিশ আঙ্গুল দীর্ঘকে এক হাত বলেন। কর্ত্তার (সংস্কার্য্য শিষ্য বা যজমানের) দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য পর্বের দৈর্ঘ্যের যে পরিমাণ, তাহা এক অঙ্গুল বলিয়া কথিত হইয়াছে। অঙ্গুলির অষ্টম ভাগ যব নামে প্রসিদ্ধ। এই অষ্ট যব মানাঙ্গুল নামে কথিত হইয়াছে। ৫০-৫১

মন্ত্রদাতা সুধী সাধক চতুরস্রীকৃত ক্ষেত্রের মধ্য সূত্রকে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করিবেন। এই প্রকার এক ভাগকে পুরোভাগে দক্ষিণোত্তর দিগ্-গত সূত্রের উত্তর ভাগে বর্দ্ধিত করিবেন। তাহার পর মন্ত্র-শাস্ত্রবিৎ সাধক কর্ণসূত্রের অর্দ্ধার্দ্ধ প্রমাণে কোণ মানে অর্থাৎ কোণ সংলগ্ন করিয়া সূত্রাগ্রকে ভ্রামিত করিবেন। মন্ত্রবিৎ সেইরূপ আর একটি সূত্রাগ্রকে ভ্রামিত করিবেন। তাহার পর দুইটী সূত্র পাত করিবেন। তাহা হইলে যোনি সদৃশ যোনি কুণ্ড উৎপন্ন হইবে। ৫২-৫৩

বিবৃতি। বাস্তু মণ্ডলে যে প্রকারে চতুরস্র অঙ্কিত হইয়াছে; যোনিকুণ্ডের ক্ষেত্রে সেইরূপ একটি হস্ত প্রমাণ (২৪ আঙ্গুল দীর্ঘ প্রস্থ) চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যসূত্রকে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করিবেন। তাহার এক একটি ভাগ হইবে ৪ আঙ্গুল কিছু কম সাড়ে ছয় যব। এইরূপ একটি অংশকে সম্মুখে চতুরস্র

চতুরস্রীকৃতং ক্ষেত্রং দশধা বিভজেৎ পুনঃ।
একমেকং ত্যজেদংশমধ ঊর্দ্ধঞ্চ তন্ত্রবিৎ ॥ ৫৪
জ্যাসূত্রং পাতয়েদগ্রে তন্মানাদ্ ভ্রাময়েৎ ততঃ।
অর্দ্ধচন্দ্র-নিভং কুণ্ডং রমণীয়মিদং ভবেৎ ॥ ৫৫

ক্ষেত্রের দক্ষিণ ও উত্তর দিগ্‌গত সূত্রের উত্তর ভাগে বর্দ্ধিত করিবেন। তাহার পর ঐ চতুরস্র ক্ষেত্রে পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ আর একটি মধ্য সূত্র পাত করিবেন। তাহাতে চারিটি কোষ্ঠ উৎপন্ন হইবে। তাহার পর ঐ চতুরস্র ক্ষেত্রে দুইটী কোণসূত্র পাত করিবেন। ঐ কর্ণ-সূত্র দ্বয়ের সংযোগ স্থানই কোণার্দ্ধ। তাহার পর অপর দুই কোষ্ঠে দুইটী কোণ-সূত্র পাত করিলে তাহার সংযোগ স্থানটি হইবে কোণার্দ্ধের অর্দ্ধ। তাহার পর প্রথম একটি কোষ্ঠের কোণ সূত্রদ্বয়ের সংযোগ স্থানে সূত্রের মূলটি রাখিয়া মধ্য তির্য্যক্ সূত্রের অগ্র হইতে তাহার কোণ সংলগ্ন সূত্রাগ্রকে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ সূত্রের দক্ষিণাগ্র অবধি ভ্রামিত করিবেন। তাহার পর দ্বিতীয় আর একটি কোষ্ঠের কোণ সূত্র-দ্বয়ের সংযোগ স্থানে সূত্রের মূলটি রাখিয়া মধ্য তির্য্যক্ সূত্রের দ্বিতীয় অগ্র হইতে তাহার কোণ সংলগ্ন সূত্রকে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ সূত্রের দক্ষিণ অগ্র অবধি ভ্রামিত করিবেন। তাহার পর পার্শ্ব-দ্বয়-স্থিত দুই বৃত্তের দুই অগ্র হইতে পূর্ব বর্দ্ধিত সূত্রের অগ্রাবধি সূত্র পাত করিবেন। তাহা হইলে যোনি সদৃশ উত্তরাভিমুখ যোনিকুণ্ড উৎপন্ন হইবে। ৫২-৫৩

তন্ত্রবিৎ সাধক চতুরস্রীকৃত ক্ষেত্রের মধ্য সূত্রকে পুনরায় সমান দশ ভাগে ভাগ করিবেন। তাহার পর তাহার উত্তর হইতে অধঃ দিকে এক ভাগ ও দক্ষিণ হইতে ঊর্দ্ধ দিকে আর এক ভাগ ত্যাগ করিবেন। ৫৪

তাহার পর অগ্রে উত্তর ভাগে অগ্র চিহ্নে জ্যাসূত্র পাত করিবেন। তাহার পর তাহার মান হইতে অর্থাৎ মধ্যের ব্যাসমান হইতে ভ্রামিত করিবেন। তাহা হইলে এইটী অর্দ্ধচন্দ্রের তুল্য রমণীয় অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড হইবে। ৫৫

বিবৃতি। বাস্তু মণ্ডলে যে প্রকারে চতুরস্র অঙ্কিত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ একটি হস্ত প্রমাণ (২৪ আঙ্গুল) চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া তাহাকে সমান দশ অংশে (ভাগে) বিভক্ত করিবেন। এক একটি ভাগ (অংশ) হইবে ২ আঙ্গুল কিঞ্চিদধিক তিন যব। তাহার পর উত্তর দিক্ হইতে অধোদিকে একভাগ এবং দক্ষিণ হইতে ঊর্দ্ধ দিকে আর এক ভাগ ত্যাগ করিবেন। তাহার পর উত্তরভাগে দ্বিতীয় রেখার মধ্যস্থানে একটি সূক্ষ্ম বিন্দু চিহ্ন দিবেন।

চতুর্দ্ধা ভেদিতে ক্ষেত্রে ন্যসেদুভয়-পার্শ্বয়োঃ।
একৈকমংশং তন্মানাদগ্রতো লাঞ্ছয়েৎ ততঃ।
সূত্রদ্বয়ং ততঃ কুর্য্যাৎ ত্র্যস্রং কুণ্ডমুদাহৃতম্ ॥ ৫৬

অষ্টাদশাংশে ক্ষেত্রে চ ন্যসেদেকং বহির্বুধঃ।
ভ্রাময়েৎ তেন মানেন বৃত্তং কুণ্ডমনুত্তমম্ ॥ ৫৭

তাহার পর ঐ মধ্য চিহ্ন হইতে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ একটি সূত্র পাত করিবেন। তাহার পর উত্তরভাগে মধ্য-বিন্দু স্থানে একটি দীর্ঘ জ্যা-সূত্র পাত করিবেন। তাহার পর জ্যাসূত্র ও মধ্যসূত্রের সংযোগস্থলে সূত্রের মূল (গোড়া) স্থাপন করিয়া ঊর্দ্ধভাগে যে চিহ্ন করা হইয়াছে, সেই চিহ্ন হইতে মধ্যের ব্যাস মানে জ্যাসূত্রের অন্ত পর্য্যন্ত ঘুরাইবেন। তাহা হইলে অর্দ্ধচন্দ্র তুল্য উত্তরাভিমুখ অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড হইবে। ৫৫

চতুরস্র ক্ষেত্রকে সমান চারি ভাগে ভাগ করিয়া তির্য্যক্ প্রতীচী সূত্রের উভয় পার্শ্বে এক এক অংশ বৰ্দ্ধিত করিবেন। তাহার পর চতুর্থাংশ পরিমাণে অগ্রে চিহ্ন দিবেন। তাহার পর দুইটী সূত্র দিবেন। ইহাই ত্র্যস্র কুণ্ড বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫৬

বিবৃতি। নিম্নলিখিত প্রকারে ত্র্যস্রকুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হইবে। একটি চতুরস্র ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্য সূত্রকে সমান চারি ভাগে ভাগ করিবেন। তাহার পর তির্য্যক্ প্রতীচী সূত্রের উভয় পার্শ্বে ঐ এক চতুর্থাংশ প্রমাণে এক এক অংশ বৰ্দ্ধিত করিবেন। অগ্রভাগে এক চতুর্থাংশ প্রমাণে এক একটি চিহ্ন দিবেন। তাহার পর তির্য্যক্ প্রতীচী সূত্রের উভয় পার্শ্বে যে চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেই চিহ্ন পর্য্যন্ত প্রতীচী সূত্রকে বৰ্দ্ধিত করিবেন। তাহার পর বৰ্দ্ধিত নৈঋর্ত কোণ হইতে মধ্য সূত্রের অগ্র চিহ্ন পর্য্যন্ত সূত্র পাত করিবেন। তাহার পর বৰ্দ্ধিত বায়ু কোণ হইতে মধ্য সূত্রের অগ্র চিহ্ন পর্য্যন্ত আর একটি সূত্র পাত করিবেন। ত্রিকোণের ভিতরে ও বাহিরের রেখাগুলি মুছিয়া দিবেন। তাহা হইলেই ঊর্দ্ধাগ্র পূর্ব্বাভিমুখ ত্র্যস্র কুণ্ড হইবে। ৫৬

তন্ত্রজ্ঞ সাধক পূর্ব্ববৎ চতুরস্র ক্ষেত্রের মধ্য সূত্রকে সমান অষ্টাদশ ভাগে ভাগ করিয়া উহার এক অংশকে যে কোন সূত্রের বহির্ভাগে বৰ্দ্ধিত করিবেন। অষ্টাদশধা বিভক্ত চতুরস্র ক্ষেত্রের মধ্য সূত্রের মধ্য হইতে বৰ্দ্ধিত মানের দ্বারা সূত্রকে ভ্রামিত করিবেন। তাহা হইলে অত্যুত্তম পূর্ব্বাভিমুখ বৃত্ত কুণ্ড হইবে। ৫৭

অষ্টধা বিভজেৎ ক্ষেত্রং মধ্য-সূত্রস্য পার্শ্বয়োঃ।
ভাগং ন্যসেদেকমেকং ভাগেনাহনেন মধ্যতঃ ॥ ৫৮
কুর্য্যাৎ পার্শ্বদ্বয়ে মৎস্য-চতুষ্কং তন্ত্রবিত্তমঃ।
সূত্র-ষট্কং ততো দদ্যাৎ ষড়স্রং কুণ্ডমুত্তমম্ ॥ ৫৯

চতুরস্র ক্ষেত্রের মধ্য সূত্রকে সমান আট ভাগে ভাগ করিবেন। উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ মধ্য সূত্রের দুই পার্শ্বে উত্তরাগ্র ও দক্ষিণাগ্রকে চতুরস্রের বাহিরের দিকে এক এক ভাগ বর্দ্ধিত করিবেন। তাহার পর তন্ত্রবিৎ-শ্রেষ্ঠ ঐ বর্দ্ধিত মানে মধ্য হইতে দুই পার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব ও অপর ভাগে বর্দ্ধিত উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌গত মধ্য সূত্রের দক্ষিণ পার্শ্ব ও বাম পার্শ্বে চারিটি মৎস্য করিবেন। তাহার পর ছয়টি সূত্র পাতন করিবেন। তাহাতে পূর্বাভিমুখ উত্তম ষড়স্র কুণ্ড হইবে। ৫৮-৫৯

বিবৃতি। চতুরস্র ক্ষেত্রের উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ মধ্য সূত্রকে সমান আট ভাগে ভাগ করিবেন এবং ঐ মধ্য সূত্রের মধ্য স্থানে একটি চিহ্ন দিবেন। তাহার পর চতুরস্র ক্ষেত্রের বাহিরে ঐ মধ্য সূত্রের উত্তর অগ্রকে এক ভাগ পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া তাহার অগ্রে একটি চিহ্ন দিবেন এবং দক্ষিণ অগ্রকে আর এক ভাগ পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া তাহার অগ্রভাগে একটি চিহ্ন দিবেন। তাহার পর ঐ মধ্য সূত্রের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগে দুই দুইটি করিয়া চারিটি মৎস্য করিবেন। নিম্ন লিখিত প্রকারে মৎস্য করিবেন। চতুরস্র ক্ষেত্রের মধ্য চিহ্ন হইতে উত্তর দিকে বর্দ্ধিত রেখার সমপরিমাণ সূত্রের মূলকে ক্ষেত্রের মধ্যে চিহ্নস্থানে রাখিয়া পূর্বদিকে অগ্নি ও ঈশান কোণের অন্তরালে বৃত্তার্দ্ধ করিবেন। তাহার পর উত্তর দিকের বর্দ্ধিত রেখার চিহ্নস্থানে সেই সূত্রের মূলকে রাখিয়া পূর্বকৃত বৃত্তার্দ্ধকে ভেদ করিয়া আর একটি বৃত্তার্দ্ধ করিবেন। তাহা হইলে পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটী মৎস্য হইবে। এই প্রকারে ক্ষেত্রের মধ্য চিহ্ন হইতে দক্ষিণ দিকে বর্দ্ধিত রেখার সমপরিমাণ সূত্রের মূলকে ক্ষেত্রের মধ্যে বিন্দু চিহ্ন স্থানে রাখিয়া বায়ু ও নৈর্ঋত কোণের অন্তরালে পূর্বের ন্যায় একটী বৃত্তার্দ্ধ করিবেন। তাহার পর এই রীতিতে বর্দ্ধিত রেখার দক্ষিণাগ্রে বিন্দু চিহ্নস্থানে বর্দ্ধিত রেখার সমপরিমাণ সূত্রের মূল রাখিয়া বৃত্তভেদী বৃত্তার্দ্ধ হইলে দুইদিকে দুইটী মৎস্য হইবে। তাহার পর উত্তর দিগ্‌গত বর্দ্ধিত রেখাগ্রের চিহ্ন হইতে পূর্ব ও পশ্চিম ভাগের মৎস্য পর্য্যন্ত এক একটি সূত্র পাত করিবেন। এইরূপ দক্ষিণ-দিক্‌গত বর্দ্ধিত সূত্রাগ্রের চিহ্ন হইতে পূর্ব ও পশ্চিম ভাগের মৎস্য পর্য্যন্ত এক একটি সূত্র দিবেন। তাহার পর পূর্ব দিক্‌স্থিত দুইটী মৎস্যকে একটি সরল সূত্র

চতুরস্রীকৃতং ক্ষেত্রং বিভজ্যাহষ্টাদশাংশতঃ।
একং ভাগং বহির্ন্যস্য ভ্রাময়েৎ তেন বর্ত্তুলম্ ॥ ৬০
বৃত্তানি কর্ণিকাদীনাং বহিস্ত্রীণি প্রকল্পয়েৎ।
পদ্মকুণ্ডমিদং প্রোক্তং বিলোচন-মনোহরম্ ॥ ৬১
পূর্ব্বোক্তং বিভজেৎ ক্ষেত্রং চতুর্বিংশতি-ভাগতঃ।
একং ভাগং বহির্ন্যস্য চতুরস্রং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬২

দ্বারা সংযুক্ত করিবেন। এইরূপ পশ্চিম দিক্‌স্থিত দুইটী মৎস্যকেও সরল সূত্র দ্বারা সংযুক্ত করিলে পূর্ব্বাভিমুখ ষট্‌কোণ কুণ্ড হইবে। ৫৭-৫৯

চতুরস্র ক্ষেত্রের মধ্য সূত্রকে বৃত্ত কুণ্ডের ন্যায় সমান আঠার ভাগে ভাগ করিয়া যে কোন সূত্রের বহির্ভাগে উহার এক ভাগ বর্দ্ধিত করিয়া চিহ্ন দিবেন। মধ্য সূত্রের মধ্য হইতে সেই বর্দ্ধিত মানে সূত্রকে ভ্রামিত করিবেন। তাহাতে একটি বৃত্ত হইবে। এই বৃত্ত হইলে সেই মধ্য চিহ্ন হইতে বাহিরে বাহিরে কর্ণিকাদির জন্য তিনটি বৃত্ত করিবেন। ইহা নয়ন-মনোহর পদ্মকুণ্ড বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬০-৬১

বিবৃতি। বৃত্ত কুণ্ডের ন্যায় একটি বৃত্ত কুণ্ড করিয়া মধ্য রেখার মধ্য চিহ্ন হইতে বাহিরে বাহিরে অষ্টাদশ ভাগের এক এক অংশ মানে কর্ণিকাদির জন্য তিনটী বৃত্ত করিবেন। বহির্বৃত্তের পর ভিতরের দিকে পর পর তিনটী বৃত্ত হইবে। চতুরস্র ক্ষেত্রের ঈশান কোণ হইতে নৈঋর্ত কোণে এবং অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণে কোণ সূত্র পাত করিলে কর্ণিকা বৃত্তের চতুর্থ বৃত্তটী সমান আট ভাগে বিভক্ত হইবে। চতুর্থ বৃত্ত ও মধ্যরেখার সংযোগস্থানে সূত্রের মূল রাখিয়া কোণ সূত্র ও চতুর্থ বৃত্তের সংযোগ স্থান হইতে সূত্রাগ্রকে ভ্রামিত করিবেন। পরে সূত্রাগ্র স্থানে সূত্রের মূলকে রাখিয়া মধ্যসূত্র ও বৃত্তের সংযোগ স্থান হইতে সূত্রাগ্রকে ভ্রামিত করিলে একটী পত্র উৎপন্ন হইবে। এই প্রকারে ৮ আটটী পত্র উৎপন্ন করিয়া খনন করিলে নয়ন-মনোহর পদ্মকুণ্ড হইবে। ৬১

পূর্ব্বোক্ত চতুরস্র ক্ষেত্রের মধ্য সূত্রকে সমান চব্বিশ ভাগে ভাগ করিবেন। ঐ চতুরস্র ক্ষেত্রের চারিদিকের বাহিরে এক ভাগ বর্দ্ধিত করিয়া দ্বাবিংশ অঙ্গুল দীর্ঘ প্রস্থ আর একটি চতুরস্র বাহিরে করিবেন। ৬২

অন্তস্থ-চতুরস্রস্য কোণার্দ্ধার্দ্ধ-প্রমাণতঃ।
বাহ্যস্য চতুরস্রস্য কোণাভ্যাং পরিলাঞ্ছয়েৎ ॥ ৬৩
দিশং প্রতি যথান্যায়মষ্টসূত্রাণি পাতয়েৎ।
অষ্টাস্রং কুণ্ডমেতদ্ধি তন্ত্রবিদ্ভিরুদাহৃতম্ ॥ ৬৪

তাহার পর বাহ্য চতুরস্র ক্ষেত্রের অগ্নি কোণ ও ঈশান কোণ হইতে ভিতরের চতুরস্র ক্ষেত্রের কোণার্দ্ধের অর্দ্ধ প্রমাণে বাহ্য চতুরস্র ক্ষেত্রের পূর্ব সীমা রেখাকে চিহ্নিত করিবেন। এইরূপ অগ্নি ও নৈর্ঋত কোণ হইতে দক্ষিণ সীমারেখাকে, নৈর্ঋত ও বায়ু কোণ হইতে পশ্চিম সীমারেখাকে, বায়ু ও ঈশান কোণ হইতে উত্তর সীমারেখাকে চিহ্নিত করিবেন। ৬৩

তাহার প্রতি দিকে যথাযথ নিয়মে আটটি সূত্র পাত করিবেন। ইহা তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কর্তৃক অষ্টাস্র কুণ্ড বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬৪

বিবৃতি। পূর্বোক্ত চতুরস্র ক্ষেত্রের মধ্য সূত্রকে সমান চব্বিশ ভাগে ভাগ করিবেন। ঐ মধ্য সূত্রে ১ অঙ্গুলির অন্তর অন্তর এক একটি বিন্দু চিহ্ন দিলে ঐ মধ্য সূত্র চব্বিশভাগে বিভক্ত হইবে। তাহার পর ঐ চতুরস্র ক্ষেত্রের সীমা-রেখা হইতে এক ভাগ বা ১ অঙ্গুলের সীমায় চারিদিকে চিহ্ন দিয়া ঐ চতুরস্র ক্ষেত্রের বাহিরে ২৬ অঙ্গুল দীর্ঘ প্রস্থ আর একটী চতুরস্র ক্ষেত্র করিবেন। তাহার পর ভিতরের চতুরস্র ক্ষেত্রে কোণ সূত্র পাত করিয়া কোণার্দ্ধ স্থানে বিন্দু চিহ্ন দিয়া, সেই কোণার্দ্ধের অর্দ্ধ স্থানে আর একটি বিন্দু চিহ্ন দিবেন। ঐ দ্বিতীয় বিন্দু চিহ্ন হইতে কোণ পর্য্যন্ত দূরত্বই কোণার্দ্ধের অর্দ্ধ পরিমাণ। তাহার পর বাহিরের চতুরস্র ক্ষেত্রের ঈশানের কোণ বিন্দু হইতে ঐ কোণার্দ্ধের অর্দ্ধ পরিমাণ দূরত্বে বাহ্য চতুরস্রের পূর্ব সীমা রেখায় একটি বিন্দু চিহ্ন দিবেন। এইরূপ আগ্নেয় কোণ হইতে বাম দিকে ঐ পরিমাণ দূরে ঐ পূর্ব সীমারেখায় আর একটি বিন্দু চিহ্ন দিবেন। এই ভাবে বাহ্য চতুরস্রের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর সীমা রেখায় ঐ পরিমাণ দূরে দূরে দুই দুইটী বিন্দু চিহ্ন দিবেন। তাহার পর দক্ষিণ দিকের উর্দ্ধ বিন্দু চিহ্ন হইতে পূর্ব দিকের প্রথম বিন্দু চিহ্ন স্থানে একটি সূত্র পাত করিবেন। এইরূপ উত্তর দিকের উর্দ্ধ বিন্দু চিহ্ন হইতে পূর্ব সীমা রেখার দ্বিতীয় বিন্দু স্থানে আর একটি সূত্র পাত করিবেন। তাহার পূর্ব সীমারেখার কোণ পার্শ্বের দুই চিহ্নকে মধ্য দিক্ সূত্র দ্বারা যুক্ত করিবেন। এইরূপ পশ্চিম দিগের সীমারেখায় উত্তর ও দক্ষিণের অধো বিন্দু চিহ্ন হইতে কোণার্দ্ধের অর্দ্ধ দূরে দুইটি বিন্দু দিয়া সূত্র পাত করিয়া

যাবান্ কুণ্ডস্য বিস্তারঃ খননং তাবদীরিতম্।
কুণ্ডানাং যাদৃশং রূপং মেখলানাঞ্চ তাদৃশম্॥ ৬৫

কুণ্ডানাং মেখলাস্তিস্রো মুষ্টিমাত্রে তু তাঃ ক্রমাৎ।
উৎসেধায়ামতো জ্ঞেয়া দ্ব্যেকার্দ্ধাঙ্গুল-সম্মিতাঃ॥ ৬৬

অরত্নি-মাত্রে কুণ্ডে স্যুস্তাস্ত্রি-দ্ব্যেকাঙ্গুলাত্মিকাঃ।
একহস্ত-মিতে কুণ্ডে বেদাগ্নি-নয়নাঙ্গুলাঃ॥ ৬৭

মধ্য দিক্ সূত্র দ্বারা পরস্পরকে সংযুক্ত করিলে আটটি সূত্রপাত প্রযুক্ত অষ্টাস্র কুণ্ড উৎপন্ন হইবে। ৬২-৬৪

কুণ্ডের যে পরিমাণ বিস্তার বা মধ্য সূত্র, সেই পরিমাণ কুণ্ডের খাত কথিত হইয়াছে। চতুরস্রাদি কুণ্ডের যাদৃশ চতুরস্রাদি আকার, মেখলারও তাদৃশ আকার অর্থাৎ চতুরস্র কুণ্ডে মেখলা চতুরস্রাকার, যোনিকুণ্ডে মেখলা যোনির আকার হইবে। কুণ্ডের আকারেই মেখলা করিতে হয়। ৬৫

কুণ্ডসমূহের তিনটি মেখলা হয়। মুষ্টি পরিমিত (একুশ অঙ্গুল পরিমিত) কুণ্ড হইলে তাহার সেই মেখলাগুলি যথাক্রমে বিস্তারে ও উচ্চতায় দুই অঙ্গুল, এক অঙ্গুল ও অর্দ্ধ অঙ্গুল পরিমিত হইবে। ৬৬

বিবৃতি। যে কুণ্ডই হউক, তাহার চব্বিশ ভাগের এক ভাগই এক অঙ্গুল। ইহা সোম শম্ভু বলিয়াছেন। খাত হইতে এক আঙ্গুল বাদ দিয়া মেখলা হইবে। মুষ্টি পরিমিত কুণ্ডে এই অঙ্গুলির মাপে প্রথম মেখলাটি উচ্চতায় ও বিস্তারে দুই অঙ্গুল, তাহার উপরে দ্বিতীয় মেখলাটি এক অঙ্গুল, তাহার উপরে তৃতীয় মেখলাটি অর্দ্ধাঙ্গুল হইবে। অন্যান্য কুণ্ডের স্থলে মেখলা এই রীতিতে হইবে। উভয় দিকে সমান অংশ অর্থাৎ আধ অঙ্গুল ছাড়িয়া প্রথম মেখলার উপর দ্বিতীয় মেখলা, এইরূপ দ্বিতীয় মেখলার উপর তৃতীয় মেখলা হইবে। কুণ্ডের মেখলা তিনটী উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে দুইটী বা একটীও হইতে পারে। ইহা ক্রিয়াসার, বায়বীয়-সংহিতা প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে। ৬৬

অরত্নি বা সাড়ে বাইশ অঙ্গুল পরিমিত কুণ্ড হইলে তাহার সেই মেখলাগুলি উচ্চতায় ও বিস্তারে যথাক্রমে তিন আঙ্গুল, দুই আঙ্গুল ও এক আঙ্গুল হইবে। এক হাত পরিমিত কুণ্ড হইলে তাহার মেখলাগুলি যথাক্রমে চার আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল ও দুই আঙ্গুল হইবে। ৬৭

মেখলানাং ভবেদন্তঃ পরিতো নেমিরঙ্গুলাৎ।
একহস্তস্য কুণ্ডস্য বর্দ্ধয়েৎ তৎ ক্রমাৎ সুধীঃ।
দশহস্তান্তমন্যেষামর্দ্ধাঙ্গুল-বশাৎ পৃথক্ ॥ ৬৮

কুণ্ডে দ্বিহস্তে তা জ্ঞেয়া রস-বেদ-গুণাঙ্গুলাঃ।
চতুর্হস্তেষু কুণ্ডেষু বসু-তর্ক-যুগাঙ্গুলাঃ ॥ ৬৯

কুণ্ডে রসকরে তাঃ স্যুর্দশাষ্টর্ত্বঙ্গুলান্বিতাঃ।
বসুহস্ত-মিতে কুণ্ডে ভানু-পঙ্‌ক্ত্যষ্টকাঙ্গুলাঃ ॥ ৭০

দশহস্ত-মিতে কুণ্ডে মনু-ভানু-দশাঙ্গুলাঃ।
বিস্তারোৎসেধতো জ্ঞেয়া মেখলাঃ সর্বতো বুধৈঃ ॥ ৭১

হোতুরগ্রে যোনিরাসামুপর্য্যশ্বথ-পত্রবৎ।

এক হস্ত কুণ্ডের মেখলাসমূহের ভিতরে চারিদিকে এক আঙ্গুল ব্যাপিয়া নেমি (কণ্ঠ) হইবে। সুধী সাধক দশ হাত পর্য্যন্ত অন্যান্য কুণ্ড সমূহের সেই মেখলাগুলির নেমির সেই আঙ্গুলটী ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধাঙ্গুল করিয়া বর্দ্ধিত করিবেন। ৬৮

দুই হাত কুণ্ডে সেই মেখলাগুলির উচ্চতা ও বিস্তার যথাক্রমে ছয় আঙ্গুল, চারি আঙ্গুল ও তিন আঙ্গুল জানিবেন। চারি হাত কুণ্ডে সেই তিনটি মেখলা উচ্চতায় ও বিস্তারে যথাক্রমে আট আঙ্গুল, ছয় আঙ্গুল ও চারি আঙ্গুল জানিবেন। ৬৯

ছয় হাত কুণ্ডে সেই তিনটি মেখলা চারিদিকে উচ্চতায় ও বিস্তারে দশ আঙ্গুল, আট আঙ্গুল ও ছয় আঙ্গুল জানিবেন। আট হাত কুণ্ডস্থলে সেই মেখলা তিনটি উচ্চতায় ও বিস্তারে যথাক্রমে বার আঙ্গুল, দশ আঙ্গুল ও আট আঙ্গুল জানিবেন। ৭০

সুধী সাধকগণ দশ হাত কুণ্ডস্থলে সেই মেখলা তিনটি চারিদিকে উচ্চতায় ও বিস্তারে যথাক্রমে চৌদ্দ আঙ্গুল, বার আঙ্গুল ও দশ আঙ্গুল জানিবেন। ৭১

হোতার অগ্রে এই মেখলা সমূহের উপরিভাগে অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় যোনি করিবেন অর্থাৎ বেদী যাহাতে হোতার পৃষ্ঠ-ভাগে না পড়ে এবং হোতা পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইতে পারেন, এইভাবে মেখলার উপরে মধ্যভাগে যোনি

মুষ্ট্যরত্ন্যেক-হস্তানাং কুণ্ডানাং যোনিরীরিতা।
ষট্-চতুর্দ্ব্যঙ্গুলায়াম-বিস্তারোন্নতি-শালিনী ॥ ৭২
একাঙ্গুলং তু যোন্যগ্রং কুর্য্যাদীষদধোমুখম্।
একৈকাঙ্গুলতো যোনিং কুণ্ডেষ্বন্যেষু বর্দ্ধয়েৎ।
যবদ্বয়-ক্রমেণৈব যোন্যগ্রমপি বর্দ্ধয়েৎ ॥ ৭৩
স্থলাদারভ্য নালং স্যাদ্ যোন্যা মধ্যে সরন্ধ্রকম্।
নার্পয়েৎ কুণ্ড-কোণেষু যোনিং তাং তন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৭৪
কুণ্ডানাং কল্পয়েদন্তর্নাভিমম্বুজ-সন্নিভাম্।
তত্তৎ-কুণ্ডানুরূপং বা মানমস্য নিগদ্যতে ॥ ৭৫

করিবেন। মুষ্টি পরিমিত কুণ্ড, অরত্নি পরিমিত কুণ্ড ও এক হস্ত পরিমিত কুণ্ডের যোনি দৈর্ঘ্যে ছয় আঙ্গুল বিশিষ্ট, বিস্তারে চারি আঙ্গুল বিশিষ্ট ও উচ্চতায় দুই আঙ্গুল বিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭২

বিবৃতি। ক্রিয়াসারে উক্ত হইয়াছে—হোমকৃৎপুরতঃ স্থাপ্যা দক্ষিণে পশ্চিমেঽপি বা। অর্থাৎ দক্ষিণে বা পশ্চিমে হউক—হোতার সম্মুখে যোনিস্থাপন কর্ত্তব্য। যোনির দীর্ঘতা, বিস্তার ও উচ্চতা সম্বন্ধে মতভেদগুলি শারদা-তিলকের টীকায় উক্ত হইয়াছে। এই মতভেদের দ্বারা বিকল্পই সূচিত হইয়াছে। নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে তাহা কর্ত্তব্য। তবে যোনির অগ্রভাগের বিস্তার উক্ত অঙ্গুলি পরিমিত হইবে, মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন করিতে হইবে এবং অগ্রভাগ নিম্ন দিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইবে। অন্যথা অশ্বত্থপত্রের ন্যায় হইবে না। ৭২

একাঙ্গুল যোনির অগ্রকে ঈষৎ অধোমুখ ও কুণ্ড-প্রবিষ্ট করিবেন। অন্যান্য দুই হাত, চারি হাত প্রভৃতি কুণ্ডে যোনিকে এক এক অঙ্গুল বর্দ্ধিত করিবেন। যোনির অগ্রকেও দুই দুই যব ক্রমেই বর্দ্ধিত করিবেন। ৭৩

স্থলভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া যোনির বাহ্য মেখলা সংলগ্ন নাল হইবে। মধ্যে যাহাতে রন্ধ্র-যুক্ত হয়, সেইরূপ নাল হইবে অর্থাৎ মধ্যমেখলার উপরিভাগে পরিধি পরিত্তরণের জন্য রন্ধ্র করিয়া অগ্র মধ্যভাগ পূরণ করিতে হইবে। তন্ত্রবিৎ-শ্রেষ্ঠ সেই যোনিকে কুণ্ডের কোণে স্থাপন করিবেন না। ৭৪

কুণ্ডের মধ্যে সেই সেই কুণ্ডের আকার বা পদ্মের আকার নাভি করিয়া খাতমধ্যে স্থাপন করিবেন। উহার পরিমাণ কথিত হইতেছে। ৭৫

মুষ্ট্যরত্ন্যেক-হস্তানাং নাভিরুৎসেধ-তারতঃ ।
দ্বি-ত্রি-বেদাঙ্গুলোপেতা কুণ্ডেম্বন্যেষু বর্দ্ধয়েৎ ॥ ৭৬
যবদ্বয়-ক্রমেণৈব নাভিং পৃথগুদার-ধীঃ ।
যোনিকুণ্ডে যোনিমজ্জ-কুণ্ডে নাভিং বিবর্জয়েৎ ॥ ৭৭
নাভিক্ষেত্রং ত্রিধা ভিত্বা মধ্যে কুর্বীত কর্ণিকাম্ ।
বহিরংশ-দ্বয়েনাষ্টৌ পত্রাণি পরিকল্পয়েৎ ॥ ৭৮
মুষ্টিমাত্র-মিতং কুণ্ডং শতার্দ্ধে সংপ্রচক্ষতে ।
শতহোমেঽরত্নিমাত্রং হস্তমাত্রং সহস্রকে ॥ ৭৯
দ্বিহস্তমযুতে লক্ষে চতুর্হস্তমুদীরিতম্ ।
দশলক্ষে তু ষড্ হস্তং কোট্যামষ্টকরং স্মৃতম্ ॥ ৮০
একহস্ত-মিতং কুণ্ডমেকলক্ষে বিধীয়তে ।
লক্ষাণাং দশকং যাবৎ তাবদ্ধস্তেন বর্দ্ধয়েৎ ।
দশহস্ত-মিতং কুণ্ডং কোটি-হোমে বিধীয়তে ॥ ৮১

মুষ্টি পরিমিত, অরত্নি পরিমিত বা হস্ত পরিমিত কুণ্ডের নাভি উচ্চতা ও বিস্তারে দুই, তিন ও চারি অঙ্গুলি বিশিষ্ট হইবে। নাভিটি কুণ্ডের বিস্তারের ষষ্ঠাংশ পরিমিত বিস্তৃত এবং তাহার অর্দ্ধেক পরিমিত উচ্চ হইবে। ৭৬

উদারধী অন্য কুণ্ড-সমূহে নাভিকে যবদ্বয়-ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বর্দ্ধিত করিবেন। যোনিকুণ্ডে যোনি এবং পদ্মকুণ্ডে নাভি পরিত্যাগ করিবেন অর্থাৎ করিবেন না। ৭৭

নাভিক্ষেত্রকে তিন অংশে ভাগ করিয়া মধ্যে এক অংশে কর্ণিকা করিবেন। বাহিরের দুইটি অংশে আটটি পত্র রচনা করিবেন। ৭৮

শতার্দ্ধ হোমে মুষ্টিমাত্র কুণ্ড, শত হোমে অরত্নিমাত্র কুণ্ড, সহস্র হোমে হস্তমাত্র কুণ্ড কথিত হইয়াছে। ৭৯

অযুত হোমে দ্বিহস্ত পরিমিত কুণ্ড, লক্ষ হোমে চারিহস্ত পরিমিত কুণ্ড কথিত হইয়াছে। দশ লক্ষ হোমে ছয় হস্ত পরিমিত কুণ্ড, কোটি হোমে আট হাত পরিমিত কুণ্ড কথিত হইয়াছে। ৮০

এক লক্ষ হোমে এক হস্ত পরিমিত কুণ্ড করিয়া থাকেন। দশ লক্ষ হোম পর্য্যন্ত এক এক লক্ষের কুণ্ডকে এক এক হাত বাড়াইবেন অর্থাৎ এক লক্ষ হোমে একহাত, দুই লক্ষ হোমে দুই হাত, তিন লক্ষ হোমে তিন হাত কুণ্ড হইবে। কোটি হোমে দশ হাত কুণ্ড হইয়া থাকে। ৮১

সর্বসিদ্ধি-করং কুণ্ডং চতুরস্রমুদাহৃতম্‌ ।
পুত্র-প্রদং যোনিকুণ্ডমর্দ্ধেন্দ্বাভং শুভপ্রদম্‌ ॥ ৮২
শত্রুক্ষয়-করং ত্র্যস্রং বর্ত্তুলং শান্তি-কর্মণি ।
ছেদ-মারণয়োঃ কুণ্ডং ষড়স্রং পদ্ম-সন্নিভম্‌ ।
বৃষ্টিদং রোগ-শমনং কুণ্ডমষ্টাস্রমীরিতম্‌ ॥ ৮৩
বিপ্রাণাং চতুরস্রং স্যাদ্‌ রাজ্ঞাং বর্ত্তুলমিষ্যতে ।
বৈশ্যানামর্দ্ধচন্দ্রাভং শূদ্রাণাং ত্র্যস্রমীরিতম্‌ ।
চতুরস্রস্তু সর্বেষাং কেচিদিচ্ছন্তি তান্ত্রিকাঃ ॥ ৮৪
কুণ্ড-রূপং তু জানীয়াৎ পরমং প্রকৃতের্বপুঃ ।
প্রাচ্যাং শিরঃ সমাখ্যাতং বাহূ দক্ষিণ-সৌম্যয়োঃ ।
উদরং কুণ্ডমিত্যুক্তং যোনিঃ পাদৌ তু পশ্চিমে ॥ ৮৫

চতুরস্র কুণ্ড সর্বসিদ্ধি-কর বলিয়া কথিত হইয়াছে। যোনিকুণ্ড পুত্র-প্রদ, অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড শুভ-প্রদ। ত্র্যস্র কুণ্ড শত্রুক্ষয়-কর। শান্তি-কার্য্যে বর্ত্তুল কুণ্ড বিহিত। ছেদ (উচ্চাটন) ও মারণে ষড়স্র কুণ্ড বিহিত। পদ্ম কুণ্ড বৃষ্টিপ্রদ। অষ্টাস্র কুণ্ড রোগ উপশম কারক বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৮২-৮৩

বিবৃতি। স্তম্ভন কার্য্যে পূর্বদিকে চতুষ্কোণ (চতুরস্র) কুণ্ড, প্রজাবৃদ্ধিতে অগ্নিকোণে উত্তরাভিমুখ যোনি কুণ্ড, মারণ কার্য্যে দক্ষিণ দিকে উত্তরাভিমুখ অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড, বিদ্বেষ কার্য্যে নৈর্ঋত কোণে পূর্বমুখ ত্র্যস্র কুণ্ড, শান্তি-কার্য্যে পশ্চিম দিকে পূর্বমুখ বৃত্ত কুণ্ড, উচ্চাটন কার্য্যে বায়ুকোণে পূর্বমুখ ষড়স্র কুণ্ড, পুষ্টি কার্য্যে উত্তর দিকে পূর্বমুখ পদ্মকুণ্ড ও সমস্ত কামনায় ঈশান কোণে পূর্বমুখ অষ্টাস্র কুণ্ড করিতে হয়। ইহা সিদ্ধান্ত-শেখরাদি তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। দীক্ষার জন্য এই সকল কুণ্ড করিলেও সংযোগ-পৃথক্ত্ব ন্যায়ে তাহা হইতে স্তম্ভনাদি ফলও উৎপন্ন হয়। ৮৩

তান্ত্রিকগণ ব্রাহ্মণগণের চতুরস্র কুণ্ড, নৃপতিগণের (ক্ষত্রিয়গণের) বর্ত্তুল (বৃত্ত) কুণ্ড ইচ্ছা করেন। বৈশ্যগণের অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড, শূদ্রগণের ত্র্যস্র কুণ্ড বিহিত হইয়াছে। কোন কোন তান্ত্রিক সকল বর্ণের জন্য চতুরস্র কুণ্ড ইচ্ছা করেন। ৮৪

কুণ্ডের রূপ বা আকৃতিকে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ শরীর জানিবেন। পূর্বদিকে এই শরীরের মস্তক কথিত হইয়াছে। বাহু দুইটী দক্ষিণ ও উত্তরে রহিয়াছে। কুণ্ড-খাত উদর বলিয়া কথিত হইয়াছে। পশ্চিমে যোনি ও দুইটী পাদ রহিয়াছে। ৮৫

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্থণ্ডিলে বা সমাচরেৎ।
হস্ত-মাত্রেণ তৎ কুর্য্যাদ্ বালুকাভিঃ সুশোভনম্ ॥ ৮৬

অঙ্গুলোৎসেধ-সংযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ।
এবং প্রোক্তানি কুণ্ডানি কথ্যেতে স্রুক্-স্রুবৌ ততঃ ॥ ৮৭

প্রকল্পয়েৎ স্রুচং যাগে বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা।
শ্রীপর্ণী শিংশপা-ক্ষীর শাখিষ্বেকতমং গুরুঃ ॥ ৮৮

গৃহীত্বা বিভজেদ্ধস্ত-মাত্রং ষট্‌ত্রিংশতা পুনঃ।
বিংশত্যংশৈর্ভবেদ্ দণ্ডো বেদী তৈরষ্টভির্ভবেৎ ॥ ৮৯

একাংশেন মিতঃ কণ্ঠঃ সপ্তভাগ-মিতং মুখম্
বেদী-ত্র্যংশেন বিস্তারঃ কণ্ঠস্য পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯০

অগ্রং কণ্ঠসমানং স্যান্মুখে মার্গং প্রকল্পয়েৎ।
কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মানেন সর্পিষো নির্গমায় চ ॥ ৯১

কুণ্ডের অনুকল্প স্থণ্ডিল। অথবা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য হোম স্থণ্ডিলে করিবেন। সেই স্থণ্ডিল এক হাত পরিমিত ও বালুকা দ্বারা সুশোভন করিবেন। ৮৬

এই স্থণ্ডিলটি চারিদিকে চতুরস্র এবং এক অঙ্গুলি উচ্চতা-যুক্ত হইবে। এই প্রকারে কুণ্ডসমূহ কথিত হইয়াছে। তাহার পর স্রুক্ ও স্রুব কথিত হইতেছে। ৮৭

গুরু বক্ষ্যমাণ প্রকারে যাগের জন্য স্রুক্ নির্ম্মাণ করিবেন। শ্রীপর্ণী (গাম্ভারী), শিংশপা (শিশু), ক্ষীর বৃক্ষ (বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, প্লক্ষ—পাকুড়) ইহাদের যে কোন একটি বৃক্ষকে গ্রহণ করিয়া ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত বাহু প্রমাণ দীর্ঘ এক ভাগ করিবেন অর্থাৎ কাটিবেন। ঐ ছত্রিশ অঙ্গুলির কুড়ি অঙ্গুলি দীর্ঘ দণ্ড হইবে। আট আঙ্গুল দীর্ঘ বেদী হইবে। ৮৮-৮৯

একাংশ পরিমাণ দীর্ঘ কণ্ঠ হইবে। সপ্তভাগ পরিমিত দীর্ঘ মুখ হইবে। বেদীর তিন ভাগের পরিমাণে কণ্ঠের বিস্তার কথিত হইয়াছে। ৯০

অগ্র অর্থাৎ মুখ কণ্ঠ সমান অর্থাৎ বেদীর তৃতীয়াংশ প্রমাণ বিস্তার হইবে। হবির নির্গমনের জন্য মুখে কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রমাণ মার্গ (গর্ত্ত) করিবেন। ৯১

বেদি-মধ্যে বিধাতব্যা ভাগেনৈকেন কর্ণিকা।
বিদধীত বহিস্তস্যা একাংশেনাঽভিতোঽবটম্ ॥ ৯২

তস্য খাতং ত্রিভির্ভাগৈর্বৃত্তমর্দ্ধাংশতো ভবেৎ।
অংশেনৈকেন পরিতো দলানি পরিকল্পয়েৎ।
মেখলা মুখ-বেদ্যোঃ স্যাৎ পরিতোঽর্দ্ধাংশ-মানতঃ ॥ ৯৩

দণ্ড-মূলাগ্রয়োঃ কুম্ভৌ গুণ-বেদাঙ্গুলৈঃ ক্রমাৎ।
গণ্ডী-যুগং যমাংশৈঃ স্যাদ্ দণ্ডস্যানাহ ঈরিতঃ ॥ ৯৪

ষড়্ভিরংশৈঃ পৃষ্ঠভাগো বেদ্যাঃ কূর্মাকৃতির্ভবেৎ।
হংসস্য বা হস্তিনো বা পোত্রিণো বা মুখং লিখেৎ।
মুখস্য পৃষ্ঠভাগেঽস্যাঃ সংপ্রোক্তং লক্ষণং স্রুচঃ ॥ ৯৫

স্রুচশ্চতুর্বিংশতিভির্ভাগৈরারচয়েৎ স্রুবম্।
দ্বাবিংশত্যা দণ্ডমানমংশৈরেতস্য কীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৬

উক্ত বেদীর মধ্যে এক ভাগের দ্বারা কর্ণিকা করিবেন। সেই কর্ণিকার বহির্ভাগে সর্ব দিকে এক অংশের দ্বারা অবট (গর্ত্ত) করিবেন। ৯২

সেই গর্ত্তের খাতটি তিন ভাগ পরিমিত হইবে এবং অর্দ্ধাংশ মানে বৃত্তটি হইবে। এক অংশের দ্বারা বৃত্তের চারিদিকে দল সমূহ পরিকল্পনা করিবেন। মুখ ও বেদীর চারিদিকে অর্দ্ধাংশ প্রমাণে মেখলা হইবে। ৯৩

দণ্ডের মূলভাগের মুখ এবং দণ্ডের অগ্রভাগের মুখ যথাক্রমে গুণাঙ্গুলি বা ত্র্যংশমানে ও বেদাঙ্গুলি বা চারি অংশমানে হইবে অর্থাৎ মূলে ত্র্যংশমানে মূলভাগের মুখ হইবে ; অগ্রে চারি অংশে বেদী-লগ্ন মুখ করিতে হইবে। মূল ও অগ্রের দণ্ডী (ঘট) দুইটী দুই অংশ বিশিষ্ট ও কঙ্কণাকার হইবে। দণ্ডের আনাহ (বিস্তার—বিশালতা) ছয় অংশে করিবেন। ৯৪

বেদীর পৃষ্ঠভাগ কূর্মাকৃতি হইবে। এই স্রুকের মুখের পৃষ্ঠভাগে হংসের মুখ অথবা হস্তীর মুখ অথবা পোত্রীর (বরাহের) মুখ লিখিবেন। স্রুকের লক্ষণ উক্ত হইল। ৯৫

স্রুকের চতুর্বিংশতি ভাগের দ্বারা স্রুব রচনা করিবেন। স্রুব দণ্ডের পরিমাণ ইহার অর্থাৎ এই চতুর্বিংশ ভাগের দ্বাবিংশতি ভাগের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। ৯৬

চতুর্ভিরংশৈরানাহঃ কর্ষাজ্য-গ্রাহি তচ্ছিরঃ।
অংশ-দ্বয়েন নিখনেৎ পক্ষে মৃগপদাকৃতিম্ ॥ ৯৭
দণ্ডমূলাগ্রয়োর্গণ্ডী ভবেৎ কঙ্কণ-ভূষিতা।
স্রুবস্থ বিধিরাখ্যাতঃ কীর্ত্ত্যন্তে মণ্ডলান্যথ ॥ ৯৮
চতুরস্রে চতুঃকোষ্ঠে কর্ণসূত্র-সমন্বিতে।
চতুর্ষ্বপি চ কোষ্ঠেষু কোণসূত্র-চতুষ্টয়ম্ ॥ ৯৯
মধ্যে মধ্যে যথা মৎস্যা ভবেয়ুঃ পাতয়েৎ তথা।
পূর্বাপরায়তে দ্বে দ্বে মন্ত্রী যাম্যোত্তরায়তে ॥ ১০০
পাতয়েৎ তেষু মৎস্যেষু সমং সূত্র-চতুষ্টয়ম্।
পূর্ববৎ কোণ-কোষ্ঠেষু কর্ণসূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ ১০১
তত্তদ্ভূতেষু মৎস্যেষু দদ্যাৎ সূত্র-চতুষ্টয়ম্।
ততঃ কোষ্ঠেষু মৎস্যাঃ স্যুস্তেষু সূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ ১০২

ইহার চারি অংশের দ্বারা বিস্তার হইবে। যাহাতে কর্ষপরিমিত (আশিরতি) আজ্যগ্রাহী অর্থাৎ আজ্য ধারণে সমর্থ হয়, অংশদ্বয়ের দ্বারা তাহার মস্তকটী সেইরূপ নির্মাণ করিবেন। পক্ষে (মুখের পৃষ্ঠে) মৃগপদের আকৃতি করিবেন। ৯৭

দণ্ডের মূল ও অগ্রে কঙ্কণ-ভূষিত গণ্ডী (ঘট) করিবেন। স্রুব-রচনার বিধি (প্রকার) কথিত হইল। অনন্তর মণ্ডল সমূহ কথিত হইতেছে। ৯৮

সর্বতোভদ্র মণ্ডল রচনার প্রকার এইরূপঃ—বাস্তুমণ্ডলোক্ত প্রকারে প্রথমে কোণ সূত্রদ্বয়ের সহিত চারিটি কোষ্ঠযুক্ত চতুরস্র মণ্ডল করিবেন। সেই চারিটি কোষ্ঠে চারিটি কোণ সূত্র পাত করিবেন। এমন ভাবে চারি কোষ্ঠে কোণ সূত্রপাত করিবেন, যাহাতে মধ্যে মধ্যে মৎস্য সমূহ উৎপন্ন হয়। তাহার পর মন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ গুরু সেই মৎস্য সমূহে পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ দুইটী ও উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ দুইটী সম সূত্রপাত করিবেন। ইহাতে চতুরস্র মণ্ডলে ১৬ ষোলটি কোষ্ঠ হইবে। ৯৯-১০০

কোণ গত চারিটি কোষ্ঠে পূর্বের ন্যায় চারিটি কোণ সূত্র পাত করিবেন। তাহাতে যে মৎস্য সমূহ উৎপন্ন হইবে, সেই মৎস্য সমূহে পূর্বের ন্যায় পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুই দুইটী করিয়া চারিটি সমসূত্র পাত করিবেন। এই চারিটি সূত্র পাতের দ্বারা অন্তরাল কোষ্ঠের চারিটি মৎস্যে পুনরায় পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ দুইটী এবং উত্তর দক্ষিণ-দীর্ঘ দুইটী সমসূত্র পাত করিবেন। ইহাতে চৌষট্টি (৬৪) কোষ্ঠ উৎপন্ন হইবে। ১০১-১০২

যাবচ্ছত-দ্বয়ং মন্ত্রী ষট্-পঞ্চাশৎ পদান্যপি।
তাবৎ তেনৈব বিধিনা তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ ১০৩
ষট্ত্রিংশতাঃ পদৈর্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণম্।
বহিঃ পঙ্‌ক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পঙ্‌ক্তি-যুগ্মেন বীথিকা ॥ ১০৪

মন্ত্র-শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্য ২৫৬ দুই শত ছাপান্ন পদ বা কোষ্ঠের উৎপত্তি পর্য্যন্ত সেই পূর্ব প্রকারে সেই মৎস্য সমূহে সূত্রপাত করিবেন। ১০৩

বিবৃতি। সর্বতোভদ্র মণ্ডল রচনার প্রকার এইরূপ :—প্রথমে বাস্তুমণ্ডলোক্ত প্রকারে একহাত দীর্ঘ-প্রস্থ একটি চতুরস্র মণ্ডল আঁকিয়া উহাতে দুইটী কর্ণসূত্র পাত করিবেন। ঐ কর্ণসূত্র দ্বয়ের সংযোগ স্থান হইতে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ-দীর্ঘ দুইটী সূত্রপাত করিলে চারিটি কোষ্ঠ উৎপন্ন হইবে। পরে এই চারিটি কোষ্ঠে আবার এক এক করিয়া কর্ণ সূত্রপাত করিবেন। ঐ কর্ণসূত্র চারিটির সংযোগ স্থানকে ভেদ করিয়া পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ দুইটী ও উত্তর-দক্ষিণ-দীর্ঘ দুইটী সূত্রপাত করিলে ১৬টী কোষ্ঠ উৎপন্ন হইবে। ঐ ষোলটি কোষ্ঠের প্রতি কোণ কোষ্ঠে আর এক একটি কোণ সূত্রপাত করিবেন। পরে পূর্বদিক্‌স্থিত মধ্যবর্ত্তী দুই কোষ্ঠের দুই দুই প্রান্ত কোণ হইতে উত্তর ও দক্ষিণের দুই দুই কোষ্ঠের প্রান্ত কোণে প্রথম কর্ণসূত্রকে ভেদ করিয়া সূত্রপাত করিবেন। এইরূপ পশ্চিমদিক্-স্থিত মধ্যবর্ত্তী দুই কোষ্ঠের দুই দুই প্রান্ত কোণ হইতে উত্তর ও দক্ষিণের দুই দুই কোষ্ঠের প্রান্ত কোণে প্রথম কর্ণ সূত্রকে ভেদ করিয়া সূত্রপাত করিবেন। তাহার পর প্রতি কর্ণসূত্রকে ভেদ করিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে চারিটি এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে চারিটি সূত্রপাত করিলে ৬৪টী কোষ্ঠ উৎপন্ন হইবে। তাহার পর পূর্ববৎ পূর্বদিকের কোণ কোষ্ঠের প্রান্ত কোণ হইতে উত্তর ও দক্ষিণের প্রান্ত-কোণে সূত্রপাত করিয়া, মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য কোষ্ঠের দুই দুই প্রান্ত কোণ হইতে উত্তর ও দক্ষিণের দুই দুই প্রান্ত কোণে কর্ণসূত্রকে ভেদ করিয়া সূত্রপাত করিবেন। পশ্চিম দিক্ হইতেও এইরূপ সূত্রপাত করিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে কোণ সূত্রের সংযোগ স্থানকে ভেদ করিয়া আট আটটি সূত্রপাত করিলে ২৫৬টী কোষ্ঠ উৎপন্ন হইবে। কোণ সূত্রপাত না করিলে কোষ্ঠগুলি সমান হইবে না। এজন্য কোণ সূত্রপাত করিয়া প্রতি কোষ্ঠকে সমান করিতে হয়। ১০৩

মধ্যস্থলে ছত্রিশটি কোষ্ঠের দ্বারা সুলক্ষণ পদ্ম লিখিবেন। তাহার বাহিরের চারিদিকে আঠাইশটী কোষ্ঠরূপ একটী পঙ্‌ক্তি দ্বারা পীঠ করিবেন।

দ্বার-শোভোপশোভাস্রান্ শিষ্টাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ।
শাস্ত্রোক্ত-বিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্মং সমালিখেৎ ॥ ১০৫

পদ্মক্ষেত্রস্য সন্ত্যজ্য দ্বাদশাংশং বহিঃ সুধীঃ।
তন্মধ্যং বিভজেদ্ বৃত্তৈস্ত্রিভিঃ সমবিভাগতঃ ॥ ১০৬

আদ্যং স্যাৎ কর্ণিকা-স্থানং কেশরাণাং দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং তত্র পত্রাণাং মুক্তাংশেন দলাগ্রকম্ ॥ ১০৭

তাহার বাহিরের চারিদিকে ৮০টী কোষ্ঠরূপ দুইটী পঙ্‌ক্তি দ্বারা বীথিকা করিবেন। ১০৪

তাহার বাহিরের চারিদিকে ৯২২টী কোষ্ঠরূপ অবশিষ্ট দুইটী পঙ্‌ক্তি দ্বারা দ্বার, শোভা, উপশোভা ও কোণ করিবেন। তাহার পর মন্ত্র-শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্য শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পদ্ম অঙ্কন করিবেন। ১০৫

ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) কোষ্ঠাত্মক পদ্ম-ক্ষেত্রের চারিদিকে বহির্ভাগে দ্বাদশ অংশ ত্যাগ করিয়া সুধী সাধক তাহার মধ্যবর্ত্তী দশটি অংশকে সমানভাগে তিনটি বৃত্তের দ্বারা বিভাগ করিবেন। ১০৬

এই তিনটি বৃত্তের মধ্যে আদ্য বৃত্তটি কর্ণিকার স্থান অর্থাৎ প্রথম বৃত্তের স্থানে পদ্মের কর্ণিকা হইবে। দ্বিতীয় বৃত্তটি পদ্মের কেশরের স্থান—দ্বিতীয় বৃত্তের স্থানে পদ্মের কেশর করিবেন। তৃতীয় বৃত্তটি পদ্মের পত্রের স্থান—তৃতীয় বৃত্তের স্থানে পদ্মের পত্রসমূহ করিবেন। মুক্ত অংশের দ্বারা অর্থাৎ দ্বাদশ অংশের স্থানে দলের অগ্র করিবেন। ১০৭

বিবৃতি। পদ্মক্ষেত্রের বিস্তারকে সূত্রপাত দ্বারা সমান বারভাগে ভাগ করিয়া সকল ভাগের বাহিরে এক ভাগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহার পর মধ্যবর্ত্তী দশটি ভাগের সূত্ররেখাগুলিকে মুছিয়া সেই দশভাগের স্থানকে সমান ছয় ভাগে ভাগ করিয়া মধ্যবিন্দুতে সূত্রের আদি (মূল) স্থাপন করিয়া দুইটী অংশের দ্বারা একটি বৃত্ত করিবেন। তাহার উপরে দুইটী অংশের দ্বারা আর একটি বৃত্ত করিবেন। তাহার উপরে আর দুইটী অংশের দ্বারা আর একটি বৃত্ত করিবেন। এইভাবে তিনটি বৃত্ত করিবেন। প্রথম বৃত্তটিতে কর্ণিকা, দ্বিতীয়টিতে কেশর, তৃতীয়টিতে পত্র, পরিত্যক্ত দ্বাদশাংশে পত্রাগ্র করিবেন। অঙ্গাবরণ দেবতার স্থান সূচনার জন্য আদ্য দ্বিতীয় ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। ১০৭

বাহ্য-বৃত্তান্তরালস্য মানং যদ্ বিধিনা সুধীঃ।
নিধায় কেশরাগ্রেষু পরিতোঽর্দ্ধ-নিশাকরান্ ॥ ১০৮
লিখিত্বা সন্ধি-সংস্থানি তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ।
দলাগ্রাণাঞ্চ যন্মানং তন্মানং বৃত্তমালিখেৎ ॥ ১০৯
তদন্তরালে তন্মধ্য-সূত্রস্যোভয়তঃ সুধীঃ।
আলিখেদ্ বাহ্য-হস্তেন দলাগ্রাণি সমন্ততঃ ॥ ১১০

বাহ্য পত্র-বৃত্তের অন্তরালের যে মান, সেই মানে সুধী আচার্য্য কেশর বৃত্তের অগ্রে সূত্রের আদি (মূল) রাখিয়া যথাবিধানে পদ্ম মধ্য সূত্রের উভয় দিকে অর্দ্ধচন্দ্র লিখিয়া সেই অর্দ্ধচন্দ্রে তাহার সন্ধি সংস্থান চারিটি সূত্র পাত করিবেন। দলাগ্রের যে পরিমাণ অর্থাৎ বাহিরে যে দ্বাদশাংশ ত্যাগ করা হইয়াছে, তাহার যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ চতুর্থ বৃত্ত লিখিবেন। ১০৮-১০৯

বিবৃতি। অষ্টদল অঙ্কনের প্রকার এইরূপ ঃ—বাহ্য পত্র-বৃত্তের অন্তরাল (মধ্য) পরিমিত সূত্রকে কেশর বৃত্তের দিক্ সূত্রের সংযোগ স্থানে স্থাপন করিয়া সেই দিক্ সূত্রের উভয় দিকে পত্র-বৃত্ত-স্পর্শী অর্দ্ধচন্দ্রের অন্ত-দ্বয়কে কেশর বৃত্তে লগ্ন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কন করিবেন। এইরূপ চারিটি দিক্সূত্র ও চারিটি কোণসূত্রে এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্রের প্রান্তদ্বয়কে কেশর বৃত্তে লগ্ন অর্দ্ধচন্দ্র আঁকিলে আটটি অর্দ্ধচন্দ্র হইবে। তাহার পর দুইটি অর্দ্ধচন্দ্রের পরস্পর সংযোগরূপ অষ্টসন্ধিতে সম্মুখীন দুই দুইটি সূত্রপাত করিবেন। ইহাতে আটটি পত্রের আটটি সীমারেখা উৎপন্ন হইবে। সন্ধির অধোবর্ত্তী সীমারেখার উভয় দিকে অবস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রের অংশ মুছিয়া দিবেন। ১০৯

দলাগ্র বৃত্তের অন্তরালে সুধী সাধক তাহার মধ্য সূত্রের উভয় দিকে বাহ্য হস্তের দ্বারা চারিদিকে অর্থাৎ দিক্ ও বিদিকে দলাগ্র লিখিবেন। ১১০

বিবৃতি। চতুর্থ বৃত্তের অন্তরালে পদ্ম মধ্য সূত্রের উভয় দিকে সন্ধি সূত্রের অগ্রে সূত্রের আদি রাখিয়া মধ্য বৃত্ত হইতে দলাগ্র বৃত্তের পত্র মধ্য সূত্রের সম্পাত পর্য্যন্ত দুইটী সূত্রপাত করিবেন। তন্মধ্যে সূত্রের একটি প্রান্ত পত্রকে স্পর্শ করিবে। দ্বিতীয় প্রান্তটী দলাগ্র ও মধ্য সূত্রের সম্পাত স্পর্শী হইবে। সূত্রদ্বয়ের অগ্রভাগ পরস্পর মুখোমুখী হইবে। এই জন্যই বাহ্যহস্তের দ্বারা বলিয়াছেন। তাহার পর কর্ণিকাবৃত্ত ছাড়া বাহ্য স্থিত তিনটি বৃত্ত ও পদ্মপত্রের মধ্যরেখা প্রভৃতি মুছিয়া ফেলিলে সুন্দর অষ্টদল পদ্ম দেখা যাইবে। ১১০

দলমূলেষু যুগশঃ কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ।
এতৎ সাধারণং প্রোক্তং পঙ্কজং তন্ত্র-বেদিভিঃ ॥ ১১১
পদানি ত্রীণি পাদার্থং পীঠ-কোণেষু মার্জয়েৎ।
অবশিষ্টৈঃ পদৈর্বিদ্বান্ গাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ ॥ ১১২
পদানি বীথি-সংস্থানি মার্জয়েৎ পঙ্‌ক্ত্যভেদতঃ।
দিক্ষু দ্বারাণি রচয়েদ্ দ্বি-চতুঃ-কোষ্ঠকৈস্ততঃ ॥ ১১৩
পদৈস্ত্রিভিরথৈকেন শোভাঃ স্যুর্দ্বার-পার্শ্বয়োঃ।
উপশোভা স্যুরেকেন ত্রিভিঃ কোষ্ঠৈরনন্তরম্ ॥
অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ ষড়্‌ভিঃ কোণানাং স্যাচ্চতুষ্টয়ম্ ॥ ১১৪

দলের মূল সমূহে দুই দুইটী করিয়া কেশর সমূহ কল্পনা করিবেন। তন্ত্রবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক ইহা সাধারণ পদ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১১১

বিবৃতি। কেশর রচনার প্রকার এইরূপ :—পত্র মধ্য সূত্রের উভয় দিকে এক একটি পত্রে দুইটি দুইটি করিয়া কেশর করিবেন। উহার মূলটী কর্ণিকা বৃত্তে সংযুক্ত এবং অগ্রটি কেশর বৃত্তে সংযুক্ত হইবে। অগ্রটী কিছু স্থূল ও পরস্পর মুখোমুখী হইবে। ১১১

পীঠ পঙ্‌ক্তির কোণ-কোষ্ঠ ও তাহার দুই পার্শ্বের দুই কোষ্ঠ—এই তিন কোষ্ঠকে পাদের জন্য মুছিয়া দিবেন। সুধী আচার্য্য অবশিষ্ট চারিটি কোষ্ঠের দ্বারা পীঠগাত্র রচনা করিবেন। ১১২

বীথীর জন্য রক্ষিত দুইটি পঙ্‌ক্তিকে এক আকারে অর্থাৎ এক পঙ্‌ক্তি করিবেন। তাহার পর চারি দিকে দুইটি ও চারিটি কোষ্ঠের দ্বারা চারিটি দ্বার রচনা করিবেন। ১১৩

বিবৃতি। দ্বার রচনার প্রকার এইরূপ :—দ্বারের জন্য রক্ষিত পঙ্‌ক্তি দুইটির মধ্যে চারিদিকে চারিটি দ্বারের জন্য ভিতরের পঙ্‌ক্তির মধ্যসূত্রের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দুই কোষ্ঠকে মুছিয়া এক করিবেন। এইরূপ সর্ব বাহিরের শেষ পঙ্‌ক্তির মধ্যসূত্রের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দুইটী দুইটী করিয়া চারিটি কোষ্ঠকে মুছিয়া এক করিবেন। তাহা হইলেই একটী দ্বার হইবে। এইরূপে অপর তিন দিকেও তিনটী দ্বার করিতে হইবে। ১১৩

অনন্তর দ্বারের দুই পার্শ্বে তিনটি ও একটি কোষ্ঠের দ্বারা শোভা হইবে। অনন্তর এক ও তিন কোষ্ঠের দ্বারা উপশোভা হইবে। কোণের অবশিষ্ট ছয়টী পদের দ্বারা চারিটি কোণ হইবে। ১১৪

রঞ্জয়েৎ পঞ্চভির্বর্ণৈর্মণ্ডলং তন্ মনোহরম্ ।
পীতং হরিদ্রা-চূর্ণং স্যাৎ সিতং তণ্ডুল-সম্ভবম্ ॥ ১১৫

কুসুম্ভ-চূর্ণমরুণং কৃষ্ণং দগ্ধ-পুলাকজম্ ।
বিল্বাদি-পত্রজং শ্যামমিত্যুক্তং বর্ণ-পঞ্চকম্ ॥ ১১৬

অঙ্গুলোৎসেধ-বিস্তারাঃ সীমারেখাঃ সিতাঃ শুভাঃ ।
কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেশরাণ্যরুণেন চ ॥ ১১৭

শুক্লবর্ণেন পত্রাণি তৎ-সন্ধীন্ শ্যামলেন চ ।
রজসা রঞ্জয়েন্মন্ত্রী যদ্বা পীতৈব কর্ণিকা ॥ ১১৮

বিবৃতি। শোভাদি রচনার প্রকার এইরূপ ঃ—সর্বশেষ পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের উপরি পঙ্‌ক্তিস্থিত চারিদিকের দুই দুই দ্বারের দুই পার্শ্বের তিন তিনটি কোষ্ঠ এবং বাহিরের শেষ পঙ্‌ক্তির চারিদিকের দুই দুই দ্বারের দুই পার্শ্বের এক একটি কোষ্ঠকে মুছিয়া এক করিলে চারিদিকে আটটি শোভা হইবে। চারিদিকের উপরের পক্তির শোভা সংলগ্ন এক একটি কোষ্ঠ এবং সর্ব নিম্ন পঙ্‌ক্তির তিনটি কোষ্ঠকে মুছিয়া এক করিলে চারিদিকে দুই দুইটি করিয়া আটটি উপশোভা হইবে। চারিদিকে উপরের পঙ্‌ক্তির তিন তিনটি কোষ্ঠ এবং সর্বনিম্ন পঙ্‌ক্তির তিন তিনটি কোষ্ঠকে মুছিয়া এক করিলে চারিদিকে চারিটি কোণ হইবে। ১১৪

সেই মনোহর মণ্ডলকে পাঁচটি বর্ণের চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিবেন। সেই পাঁচটি বর্ণের হরিদ্রার চূর্ণ হইতেছে পীত, তণ্ডুলের চূর্ণ হইতেছে শুক্ল। ১১৫

কুসুম্ভ (কুসুম ফুলের) চূর্ণ হইতেছে রক্ত, দগ্ধ পুলাকের (তুচ্ছধান্য—আগড়ার) চূর্ণ হইতেছে কৃষ্ণ, হরিদ্বর্ণ বিল্বাদি পত্রের চূর্ণ হইতেছে শ্যাম—এই পাঁচটি বর্ণ উক্ত হইয়াছে। ১১৬

এই মণ্ডলের বাহিরে চারিদিকে এক অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চতা ও বিস্তারযুক্ত মনোহর শুক্ল বর্ণ সীমারেখা করিতে হইবে। মন্ত্রজ্ঞ গুরু আচার্য্য ঐ পদ্মের কর্ণিকাকে পীতবর্ণ চূর্ণের দ্বারা এবং কেশরগুলিকে অরুণ বর্ণ চূর্ণের দ্বারা রঞ্জিত করিবেন। ১১৭

মন্ত্রজ্ঞ আচার্য্য ঐ পদ্মের পত্রগুলিকে শুক্লবর্ণ চূর্ণের দ্বারা এবং পত্রের সন্ধিগুলিকে শ্যামল বর্ণ চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিবেন। অথবা কর্ণিকা পীতই হইবে। ১১৮

কেশরাঃ পীত-রক্তাঃ স্যুররুণানি দলান্যপি।
সন্ধয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্যুঃ পীতেনাঽপ্যসিতেন বা ॥ ১১৯
রঞ্জয়েৎ পীঠগর্ভাণি পাদাঃ স্যুররুণ-প্রভাঃ।
গাত্রাণি তস্য শুক্লানি বীথিষু চ চতসৃষু ॥ ১২০
আলিখেৎ কল্প-লতিকা দল-পুষ্প-ফলান্বিতাঃ।
বর্ণৈর্নানাবিধৈশ্চিত্রৈঃ সর্ব-দৃষ্টি-মনোহরাঃ ॥ ১২১
দ্বারাণি শ্বেতবর্ণানি শোভা রক্তাঃ সমীরিতাঃ।
উপশোভাঃ পীতবর্ণাঃ কোণান্যসিতভানি চ ॥ ১২২
তিস্রো রেখা বহিঃ কুর্য্যাৎ সিত-রক্তাসিতাঃ ক্রমাৎ।
মণ্ডলং সর্বতোভদ্রমেতৎ সাধারণং স্মৃতম্ ॥ ১২৩
চতুরস্রাং ভুবং ভিত্বা দিগ্‌ভ্যোঃ দ্বাদশধা সুধীঃ।
পাতয়েৎ তত্র সূত্রাণি কোষ্ঠানাং দৃশ্যতে শতম্ ॥ ১২৪

ঐ পদ্মের কেশরগুলি পীত-রক্ত, দলগুলি অরুণ বর্ণ এবং সন্ধিগুলি কৃষ্ণ বর্ণ হইবে। পীতবর্ণ চূর্ণ দ্বারা অথবা কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা পীঠ গর্ভগুলিকে (পদ্ম ক্ষেত্রের কোণগুলিকে) রঞ্জিত করিবেন। পাদগুলি অরুণ বর্ণ, তাহার গাত্রগুলি শুক্লবর্ণ হইবে। চারিটি বীথীতে নানাবিধ বর্ণের দ্বারা ও চিত্র বর্ণের দ্বারা দৃষ্টি মনোহর পত্র, পুষ্প ও ফলযুক্ত কল্পলতা করিবেন। ১১৯-১২১

দ্বারগুলি শ্বেতবর্ণ, শোভাগুলি রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ এবং কোণগুলি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১২২

সর্ববাহ্য কৃত সীমারেখার বাহিরে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও অসিত (শ্যাম) বর্ণের তিনটি রেখা করিবেন। এই সর্বতোভদ্র মণ্ডল সাধারণ পূজা, হোম, যাগ প্রভৃতি সকল কার্য্যে সমান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ১২৩

বিবৃতি। বশিষ্ঠ সংহিতায় পদ্মের বর্ণে একটু বিশেষ উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব পত্রটী পীত, পশ্চিমের পত্রটী শুক্ল, উত্তরের পত্রটী রক্ত, দক্ষিণের পত্রটী কৃষ্ণ, অগ্নিকোণের পত্রটী পাটল, নৈর্ঋত কোণের পত্রটী নীল, বায়ুকোণের পত্রটী ধূম্র, ঈশানকোণের পত্রটী গৌরবর্ণ হইবে। (আঃ সঃ—শারদাতিলক ২২৬-পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ১২৩

সুধী আচার্য্য চারিদিকে চতুরস্র ভূমিকে বারভাগে ভাগ করিয়া উহাতে সূত্র সমূহ পাত করিবেন। তাহাতে ১৪৪টী কোষ্ঠ দেখা যাইবে। ১২৪

চতুশ্চত্বারিংশদাঢ্যং পশ্চাৎ ষট্-ত্রিংশতাঽম্বুজম্।
কোষ্ঠৈঃ প্রকল্পয়েৎ পীঠং পঙ্‌ক্ত্যাং নৈবাত্র বীথিকাঃ॥ ১২৫
দ্বার-শোভে যথাপূর্বমুপশোভা ন দৃশ্যতে।
অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ কুর্য্যাৎ ষড়্‌ভিঃ কোণানি তন্ত্রবিৎ॥
বিদধ্যাৎ পূর্ববচ্ছেষমেবং বা মণ্ডলং শুভম্॥ ১২৬
চতুরস্রে চতুঃষষ্টি-পদান্যারচয়েৎ সুধীঃ।
পদৈশ্চতুর্ভিঃ পদ্মং স্যান্মধ্যে তৎপরিতঃ পুনঃ॥ ১২৭
বীথীশ্চতস্রঃ কুর্বীত মণ্ডলান্তাবসানিকাঃ।
দিগ্-গতেষু চতুষ্কেষু পঙ্কজানি সমালিখেৎ॥ ১২৮

তাহার মধ্যে ৩৬টী কোষ্ঠের দ্বারা পদ্ম হইবে। একটি পঙ্‌ক্তি দ্বারা পীঠ করিবেন। ইহাতে বীথিকা নাই। ১২৫

তন্ত্রবিৎ আচার্য্য পূর্বের ন্যায় ইহাতে দ্বার ও শোভা করিবেন। উপশোভা ইহাতে দেখা যায় না। অবশিষ্ট ছয় (উপরের পঙ্‌ক্তির এক কোষ্ঠ ও সর্বনিম্ন পঙ্‌ক্তির পাঁচ কোষ্ঠ) কোষ্ঠ দ্বারা কোণ করিবেন। রঞ্জন, বাস্তুরেখা-ত্রয় করণ প্রভৃতি অবশিষ্ট কার্য্য পূর্বের ন্যায় করিবেন। এইরূপ মণ্ডলও শুভ। ১২৬

বিবৃতি। অব্জ সর্বতোভদ্র মণ্ডল রচনার প্রকার এইরূপ :—পূর্বের ন্যায় চতুরস্র ক্ষেত্রে ষোলটি কোষ্ঠ করিয়া প্রতি কোষ্ঠকে সমান তিন ভাগে ভাগ করিয়া সীমারেখায় ঐ ভাগের দুই প্রান্তে মূলে ও অগ্রে এক একটি চিহ্ন (বিন্দু) দিবেন। তাহার পর ঐ চিহ্নদ্বয়ে পূর্বাগ্র দুইটি সূত্রপাত করিবেন। এই সূত্রদ্বয়ের সম্পাতজন্য প্রতিকোষ্ঠে উৎপন্ন দুই দুইটি মৎস্যে দুই দুইটি করিয়া উত্তরাগ্র সূত্র পাত করিবেন। ইহাতে উত্তরাগ্র মোট আটটি সূত্রপাত হইবে। ইহাতে সীমারেখা ধরিয়া উত্তরাগ্র ১৩টি সূত্রের পাত হইবে। তাহার পর এই উত্তরাগ্র সূত্রসম্পাত জন্য অপরাপর উৎপন্ন তিন কোষ্ঠে দুই দুইটি মৎস্যে দুই দুইটি পূর্বাগ্র সূত্রপাত করিবেন। ইহাতে পূর্বাগ্র আরও ছয়টি সূত্রপাত হইবে। ইহাতে সীমারেখা ধরিয়া তেরটি রেখা হইবে। তাহাতে প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ১২টি করিয়া কোষ্ঠ হইলে ১৪৪টি কোষ্ঠ হইবে। ১২৬

পণ্ডিত আচার্য্য একটি চতুরস্র ক্ষেত্রে চতুঃষষ্টি কোষ্ঠ রচনা করিবেন। মধ্যে চারিটি পদের দ্বারা পদ্ম হইবে। পুনরায় ঐ পদ্মের চারিদিকে মণ্ডলের অন্ত পর্য্যন্ত আট আট কোষ্ঠ লইয়া চারিটি বীথী করিবেন। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিগ্‌গত চারিটি কোষ্ঠে চারিটি পদ্ম লিখিবেন। ১২৭-১২৮

বিদিগ্‌গত-চতুষ্কাণি ভিত্ত্বা ষোড়শধা সুধীঃ।
মার্জয়েৎ স্বস্তিকাকারং শ্বেত-পীতারুণাসিতৈঃ ॥ ১২৯

রজোভিঃ পূরয়েৎ তানি স্বস্তিকানি শিবাদিতঃ।
প্রাক্ প্রোক্তেনৈব মার্গেণ শেষমন্যৎ সমাপয়েৎ ॥ ১৩০

নবনাভমিদং প্রোক্তং মণ্ডলং সর্বসিদ্ধিদম্।
পঞ্চাব্জ-মণ্ডলং প্রোক্তমেতৎ স্বস্তিক-বর্জিতম্ ॥ ১৩১

পণ্ডিত আচার্য্য বিদিক্ (কোণ) গত চারিটি কোষ্ঠকে পূর্বের ন্যায় সমান ষোল ভাগে ভাগ করিয়া স্বস্তিকাকার করিয়া মুছিয়া দিবেন। ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বায়ু কোণ পর্য্যন্ত সেই চারিটি স্বস্তিক যথাক্রমে শ্বেত, পীত, রক্ত, শ্যামবর্ণ রজো (গুঁড়ি) দ্বারা পূর্ণ করিবেন। অন্যান্য অবশিষ্ট (পদ্মরঞ্জন, বীথিতে কল্পলতিকা লেখন, রেখাত্রয় করণ) কার্য্যগুলি পূর্বোক্ত প্রকারে শেষ করিবেন। ১২৯-১৩০

এই নবনাভ মণ্ডল সর্বসিদ্ধিপ্রদ কথিত হইয়াছে। এই নবনাভ মণ্ডল স্বস্তিক শূন্য হইলে পঞ্চাব্জ মণ্ডল বলিয়া কথিত হয়। ১৩১

বিবৃতি। নবনাভ মণ্ডল অঙ্কনের প্রকার এইরূপ :—এক হস্ত প্রমাণ চতুরস্র ক্ষেত্রে পূর্ববৎ ৬৪টি কোষ্ঠ করিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী চারিটি কোষ্ঠে পূর্ববৎ পদ্ম লিখিবেন। তাহার পর মধ্য পদ্মের চারিদিকে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে আট আটটী কোষ্ঠকে মুছিয়া বীথিকা অঙ্কন করিবেন। তখন পূর্বদিকে তিনটি, মধ্যে দুইটী, পশ্চিমে তিনটী মোট আটটি চতুষ্কোষ্ঠ অবশিষ্ট থাকিবে। তাহার মধ্যে চারিকোণের চারিটি চতুষ্কোষ্ঠকে বাদ দিয়া চারিদিকের চারিটি চতুষ্কোষ্ঠে পূর্ববৎ চারিটি পদ্ম লিখিবেন। তাহার পর প্রতি কোণের চারিটি কোষ্ঠকে সমান চারিভাগে ভাগ করিয়া ষোলটি কোষ্ঠ করিবেন। তাহার পর এই ষোড়শ কোষ্ঠের মধ্যের চারিটি কোষ্ঠের এক একটি কোষ্ঠকে পরস্পর বিরুদ্ধ এক এক দিকে মুছিয়া তৎসংলগ্ন বাহ্য বীথীর তৎতৎ দিক্‌স্থিত তিনটি কোণস্থ কোষ্ঠের তিন তিনটি কোষ্ঠকে মুছিয়া দিবেন। এই প্রকারে উপশোভার আকারের ন্যায় চারিটি চারিটি করিয়া কোষ্ঠ মার্জিত হইলে স্বস্তিকার আকার উৎপন্ন হইবে। তাহার পর মূলোক্ত প্রকারে ঈশান কোণ হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত সেই স্বস্তিকাগুলিকে রঞ্জিত করিবেন। ১৩১

দীক্ষায়াং দেব-পূজার্থং মণ্ডলানাং চতুষ্টয়ম্ ।
সর্বতন্ত্রানুসারেণ প্রোক্তং সর্ব-সমৃদ্ধিদম্ ॥ ১৩২

ইতি শ্রীশারদাতিলকতন্ত্রে তৃতীয় পটলঃ

দীক্ষায় দেবীপূজার জন্য সমস্ত তন্ত্রানুসারে সমস্ত সমৃদ্ধিপ্রদ এই চারিটি মণ্ডল কথিত হইল। ১৩৩

শারদাতিলকতন্ত্রের তৃতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুর্থ পটলঃ

অথ দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রাণাং হিতকাম্যয়া।
বিনা যয়া ন লভ্যেত সর্বমন্ত্র-ফলং যতঃ ॥ ১
দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা দেশিকৈস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ২
চতুর্বিধা সা সন্দিষ্টা ক্রিয়াবত্যাদি-ভেদতঃ।
ক্রিয়াবতী বর্ণময়ী কলাত্মা বেধময্যপি।
তাঃ ক্রমেণৈব কথ্যন্তে তন্ত্রেঽস্মিন্ সম্পদাবহা ॥ ৩
দেশিকো বিধিবৎ স্নাত্বা কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীঃ ক্রিয়াঃ।
যায়াদলঙ্কৃতো মৌনী যাগার্থং যাগমণ্ডপম্ ॥ ৪

যে হেতু দীক্ষা বিনা সমস্ত মন্ত্রের ফল পাওয়া যায় না, সেই হেতু মণ্ডল বর্ণনার অনন্তর শিষ্যগণের হিত কামনায় মন্ত্র সমূহের দীক্ষা বলিতেছি। ১

যে হেতু দিব্য জ্ঞান দান করিতে পারে এবং পাপকে সম্যক্ নাশ করিতে পারে, সেই হেতু তন্ত্রবিৎ দেশিক-(উপদেশক)-গণ কর্তৃক ইহা দীক্ষা[১] বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২

সেই দীক্ষা ক্রিয়াবতী প্রভৃতি ভেদে চারি প্রকার উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই চারি প্রকার হইতেছে—ক্রিয়াবতী, বর্ণময়ী, কলাবতী ও বেধময়ী। সেই সম্পৎ-প্রদায়িনী দীক্ষাগুলি এই তন্ত্রে ক্রমে ক্রমে কথিত হইতেছে। ৩

আচার্য্য দেশিক বিধিবৎ স্নান করিয়া পূর্বাহ্ণে করণীয় ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিয়া মৌনী ও অলঙ্কৃত হইয়া যাগের জন্য যাগমণ্ডপে গমন করিবেন। ৪

বিবৃতি। এই স্নানের পূর্বে করণীয় নিত্য কৃত্যগুলি কথিত হইতেছে—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, পাঠ্য মন্ত্রগুলি পড়িয়া, পৃথিবীকে মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রণাম করিয়া, স্মৃতিবিহিত বিধানে শৌচাদি ও দেহশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া, রাত্রি বাস ত্যাগ ও অন্য বস্ত্রপরিধান করিয়া, মন্ত্রস্নান করিয়া, দেবগৃহে আগমন করিয়া সম্মার্জন, উপলেপন প্রভৃতি করিয়া, দেবতার নির্মাল্য ফেলিয়া দিয়া, পূর্ব-দিনের অবশিষ্ট পুষ্পপত্রাদি দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি পাদ্য অর্ঘ্য-দ্বারা পূজা করিয়া, মুখ

১। দদাতি যস্মাদিহ দিব্যভাবং যাশ-মলে কর্ম চ সংক্ষিণোতি।
ফলং চতুর্বর্গভবঞ্চ যস্মাৎ তস্মাৎ তু দীক্ষেত্যভিধানমস্যাঃ ॥

আচম্য বিধিনা তত্র সামান্যার্ঘ্যং বিধায় চ।
দ্বারমন্ত্রাম্বুভিঃ প্রোক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৫
ঊর্ধ্বোড়ুম্বরকে[১] বিঘ্নং মহালক্ষ্মীং সরস্বতীম্ ।
ততো দক্ষিণশাখায়াং বিঘ্নং ক্ষেত্রেশমন্যতঃ ॥ ৬
তয়োঃ পার্শ্বগতে গঙ্গা যমুনে পুষ্প-বারিভিঃ ।
দেহল্যামর্চয়েদস্ত্রং প্রতিদ্বারমিতি ক্রমাৎ ॥ ৭

প্রক্ষালন জল ও দন্ত ধাবন কাষ্ঠ এবং আচমন দিয়া, শুদ্ধ নির্মল বস্ত্র পরাইয়া দিয়া নমস্কার করিবেন। তাহার পর আসনে উপবেশন করিয়া মস্তকে গুরুর ধ্যান ও গুরু, দেবতা ও আত্মার ঐক্যভাবনা করিয়া "লোকেশ চেতন্য" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া দেবতার গুণ ও নামাদি কীর্তন করিতে করিতে নদী প্রভৃতিতে গিয়া বৈদিক স্নান, সন্ধ্যাদি করিয়া তান্ত্রিক স্নান, সন্ধ্যা ও তর্পণ করিবেন। স্নান-সন্ধ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কথা শারদাতিলকের পদার্থাদর্শ টীকায় দ্রষ্টব্য। ৪

যাগ-মণ্ডপের বাহ্য দেশে স্মৃতি বিহিত বিধানে বা বৈষ্ণবাদি বিধানে আচমন, সন্ধ্যাদির অর্চনা ও সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া "ফট্" এই অস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা দ্বার প্রোক্ষণ করিয়া দ্বার দেবতার পূজা করিবেন। ৫

বিবৃতি। দ্বার বা দেবতার অভিমুখে সাধার পাত্রকে অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা (ফট্ মন্ত্রে) প্রক্ষালন করিয়া আধারে স্থাপন করিয়া, নমো মন্ত্রের দ্বারা জলপূর্ণ করিয়া, গন্ধ পুষ্প দূর্বা অক্ষত প্রভৃতি কোশার অগ্রভাগে রাখিয়া "ওঁ গঙ্গে চ" ইত্যাদি তীর্থাবাহন মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া প্রণবের দ্বারা জলে গন্ধ পুষ্প দিয়া, ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া, মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, জলে ১০ বার প্রণব জপ করিয়া, "ফট্" উচ্চারণ পূর্বক সেই সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা দ্বার প্রোক্ষণ করিবেন। মন্ত্রমুক্তাবলী প্রভৃতিতে সামান্যার্ঘ স্থাপনের প্রকার এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

পুষ্প ও অর্ঘ্য জলের দ্বারা ঊর্ধ্ব উড়ুম্বরকে[১] বিঘ্নকে, মধ্যে মহালক্ষ্মী ও সরস্বতীকে পূজা করিবেন। তাহার পর দক্ষিণ শাখার অধোদেশে বিঘ্নকে ও বামশাখার অধোভাগে ক্ষেত্রেশকে, তাহার পার্শ্বে অর্থাৎ বিঘ্ন ও ক্ষেত্রেশের পার্শ্বে গঙ্গা ও যমুনাকে এবং দেহলীতে ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ নমঃ মন্ত্রে অস্ত্রকে পূজা করিবেন। এই ক্রমে প্রতি দ্বারে পূজা করিবেন। ৬-৭

১। দ্বারের চৌকাঠের উপরে তির্যগ্‌ভাবে যে কাঠখানি থাকে, তাহার নাম ঊর্ধ্ব উড়ুম্বর। ঐ চৌকাঠের নীচে যে কাঠখানি থাকে, তাহার নাম দেহলী।

অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনাৎ।
দিব্যানুৎসারয়েদ্ বিঘ্নানস্ত্রাদ্ভিশ্চান্তরীক্ষগান্।
পার্ষ্ণিঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমানিতি বিঘ্নান্ নিবারয়েৎ ॥ ৮
কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং দেহলীং লঙ্ঘয়েদ্ গুরুঃ।
অঙ্গং সঙ্কোচয়ন্নন্তঃ প্রবিশেদ্ দক্ষিণাঙ্ঘ্রিণা ॥ ৯
নৈঋর্ত্যাং দিশি বাস্তীশান্ ব্রহ্মাণঞ্চ সমর্চয়েৎ।
পঞ্চগব্যার্ঘতোয়াভ্যাং প্রোক্ষয়েদ্ যাগমণ্ডপম্ ॥ ১০
চতুষ্পথান্তং তচ্ছুদ্ধিং বিদধ্যাদ্ বীক্ষণাদিনা।
বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ প্রোক্ষণং মতম্।
তেনৈব তাড়নং দর্ভৈর্বর্মণাঽভ্যুক্ষণং মতম্ ॥ ১১

অনন্তর দেশিক শ্রেষ্ঠ আচার্য্য নিজেকে পূজনীয় দেবস্বরূপ চিন্তা করিয়া দিব্যদৃষ্টিতে (নির্নিমেষ দৃষ্টিতে) অবলোকনের দ্বারা দিব্য বিঘ্নগণকে উৎসারিত করিবেন। অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা অন্তরিক্ষগত বিঘ্ন সমূহকে উৎসারিত করিবেন। তিনবার পার্ষ্ণি ঘাতের দ্বারা (গোড়ালী মাটিতে ঠুকিয়া) মন্ত্র পড়িতে পড়িতে ভৌম বিঘ্নসমূহকে নিবারণ করিবেন। এই প্রকারে বিঘ্নসমূহকে দূর করিবেন। ৮

বিবৃতি। বশিষ্ঠ-সংহিতাতে "ওঁ অপসর্পন্তু তে" ইত্যাদিমন্ত্র ও ওঁ অপক্রামন্তু ভূতানি পিশাচাঃ সর্বতো দিশম্। সর্বেষামবিরোধেন ব্রহ্মকর্ম সমারভে ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া পার্ষ্ণিঘাতের দ্বারা ভৌম বিঘ্ন নিবারণ করিতে বলিয়াছেন। ৮

তাহার পর আচার্য্য গুরু বামশাখাকে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়া দেহলীকে লঙ্ঘন করিবেন এবং বামাঙ্গকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া দক্ষিণ চরণের দ্বারা যাগ-মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করিবেন। ৯

তাহার পর মণ্ডপমধ্যে পূর্ববৎ নৈঋর্ত কোণে বাস্তুপতি অর্থাৎ তত্তৎ স্থানের অধিপতি ক্ষেত্রপালগণকে ও ব্রহ্মাকে পূজা করিবেন এবং পঞ্চগব্য ও সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা চতুষ্পথের শেষ পর্য্যন্ত যাগ মণ্ডপকে প্রোক্ষণ করিবেন। ১০

তাহার পর গুরু বীক্ষণ, তাড়ন ও অভ্যুক্ষণের দ্বারা চতুষ্পথের শেষ পর্য্যন্ত যাগমণ্ডপের শুদ্ধি বিধান করিবেন। দেব মন্ত্রের দ্বারা বীক্ষণ, অস্ত্রমন্ত্রে সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা প্রোক্ষণ, সেই অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারাই তাড়ন এবং বর্মমন্ত্রে (কবচমন্ত্রে) সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ বিহিত হইয়াছে। ১১

চন্দনাগুরু-কর্পূরৈর্ধূপয়েদন্তরং সুধীঃ।
বিকিরান্ বিকিরেৎ তত্র সপ্তজপ্তাংশ্চ্ছরাণুনা ॥ ১২

লাজ-চন্দন-সিদ্ধার্থ-ভস্ম-দূর্বাঙ্কুশাক্ষতাঃ।
বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ববিঘ্নৌঘ-নাশনাঃ ॥ ১৩

অস্ত্রজপ্তেন দর্ভাণাং মুষ্টিনা মার্জয়েচ্চ তান্।
ঈশস্য দিশি বৰ্দ্ধন্যা আসনায় প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৪

পুণ্যাহং বাচয়িত্বা তু ব্রাহ্মণান্ পরিতোষ্য চ।
উক্তেষু মণ্ডলেষ্বেকং বেদিকায়াং সমালিখেৎ ॥ ১৫

বিশেন্ মৃদ্বাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্‌মুখো বাপ্যুদঙ্‌মুখঃ।

বিবৃতি। মণ্ডপ হইতে বহির্ভাগে তোরণ স্তম্ভের হস্ত পরিমিত ভূমি পর্য্যন্ত ব্যবহার ভূমিকে এখানে চতুষ্পথ বলা হইয়াছে। ১১

চন্দন, অগুরু ও কর্পূরের দ্বারা মণ্ডপের মধ্যভাগকে ধূপিত করিবেন। সুধী গুরু অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত ও মার্জিত বিকির সমূহকে দেয় মন্ত্র দ্বারা মণ্ডপমধ্যে ছড়াইয়া দিবেন। ১২

লাজ (খই), চন্দন, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), গোময় ভস্ম, দূর্বা, কুশ ও তণ্ডুল—সর্ববিঘ্ন সমূহের নাশক এইগুলি বিকির বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৩

সেই বিকির সমূহকে সপ্তবার অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া তাল[১] পরিমাণ ষট্‌ত্রিংশৎ দর্ভপত্র নির্মিত দর্ভমুষ্টি দ্বারা দেয় মন্ত্রে মার্জিত করিবেন এবং ঈশান কোণে বৰ্দ্ধনীর (সনাল পাত্র—ভৃঙ্গারের) আসনের জন্য সেই বিকিরগুলিকে স্থাপন করিবেন। ১৪

তাহার পর ব্রাহ্মণগণকে পূজাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তৃতীয় পটলোক্ত প্রকারে পুণ্যাহ বাচন করিয়া, বেদীতে উক্ত চারি প্রকার মণ্ডলের মধ্যে কোন এক মণ্ডল নির্মাণ করিবেন। ১৫

তাহার পর মন্ত্রবিৎ গুরু পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া মৃদু কোমল আসনে মন্ত্রাভিমন্ত্রিত তিনটি কুশ দিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্বক আসনকে পূজা করিয়া আসন-

---

১। প্রসারিত করতলের অঙ্গুষ্ঠের অগ্র হইতে মধ্যমাঙ্গুলির অগ্র পর্য্যন্ত যে দৈর্ঘ্য, তাহাই তাল। অঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমাঙ্গুল্যো যে হস্তস্য প্রসারিতে। তদগ্রয়োরন্তরালং তালমাহুর্মনীষিণঃ॥ শারদাতিলক টীকাধৃত এই বচনে তালের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

বদ্ধ-পদ্মাসনো মৌনী সমাহিত-জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৬
স্থাপয়েদ্ দক্ষিণে ভাগে পূজা-দ্রব্যাণি দেশিকঃ।
সুবাসিতাম্বু-সম্পূর্ণং সব্যে কুম্ভং সুশোভনম্ ॥ ১৭
প্রক্ষালনায় করয়োঃ পশ্চাৎ পাত্রং নিবেশয়েৎ।
ঘৃত-প্রজ্বালিতান্ দীপান্ স্থাপয়েৎ পরিতঃ শুভান্ ॥ ১৮
দর্পণং চামরং ছত্রং তালবৃন্তং মনোহরম্।
মঙ্গলাঙ্কুর-পাত্রাণি স্থাপয়েদ্ দিক্ষু দেশিকঃ ॥ ১৯

মন্ত্রে আসনে পদ্মাসন[১] করিয়া মৌনী, সমাহিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপবেশন করিবেন। ১৬

বিবৃতি। তিনটি কুশে "ওঁ অনন্তাসনায় নমঃ, ওঁ বিমলাসনায় নমঃ, ওঁ পদ্মাসনায় নমঃ" এই তিনটি মন্ত্র জপ করিতে হয়। এখানে মৌনীশব্দে পূজার্থ সম্ভাষণ নিষিদ্ধ হয় নাই। অনুরাগবশতঃ সম্ভাষণই নিষিদ্ধ হইয়াছে। "সত্যে-রপি ন ভাষেত জপ-হোমার্চনাদিষু" এই শাস্ত্র-বচনের দ্বারা জপ, হোম ও অর্চনাদিতে সত্যের সহিতও সম্ভাষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন প্রভৃতির যে কোন একটি আসন করিয়া আসনে বসিয়া জপ হোমাদি কার্য্য করিতে হয়। "পদ্ম-স্বস্তিক-বীরাদিষ্বেকাসন-সমাশ্রিতঃ। জপা-র্চনাদিকং কুর্য্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥" পদার্থাদর্শধৃত এই বচনের দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে। ১৬

তাহার পর দেশিক নিজের দক্ষিণভাগে পুষ্প প্রভৃতি পূজা দ্রব্যগুলি স্থাপন করিবেন এবং বামে কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত জলপূর্ণ সুশোভন কুম্ভ স্থাপন করিবেন। ১৭

হস্তদ্বয়ের প্রক্ষালনের জন্য পশ্চাদ্ ভাগে পাত্র স্থাপন করিবেন। চারিদিকে মনোহর শুভকর ঘৃত প্রজ্বালিত দীপ সমূহ স্থাপন করিবেন। ১৮

তাহার পর দেশিক কেবলমাত্র দীক্ষাতে পূর্বাদি দিক্সমূহে মনোহর দর্পণ, মনোহর চামর, মনোহর ছত্র, মনোহর তালবৃন্ত (তালপাখা) ও মঙ্গলকর উপ্তবীজ অঙ্কুর পাত্রগুলি স্থাপন করিবেন। ১৯

১। সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি বিন্যসেৎ।
তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টাদ্বিধাপয়েৎ॥
বিষ্টভ্য কট্যোঃ পার্ষ্ণি তু নাসাগ্র-ন্যস্তলোচনঃ।
পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্বেষামপি পূজিতম্॥

কৃতাঞ্জলি-পুটো ভূত্বা বাম-দক্ষিণ-পার্শ্বয়োঃ।
নত্বা গুরূন্ গণেশানং ভূতশুদ্ধিং সমাচরেৎ ॥ ২০
করশুদ্ধিং সমাসাদ্য পশ্চাৎ তাল-ত্রয়ং ততঃ।
ঊর্ধ্বোর্ধ্বমস্ত্রমন্ত্রেণ দিগ্-বন্ধমপি দেশিকঃ।
তেন সংজনিতং তেজো রক্ষাং কুর্য্যাৎ সমন্ততঃ ॥ ২১
সুষুম্না-বর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ।
যোগযুক্তেন বিধিনা চিন্মন্ত্রেণ সমাহিতঃ ॥ ২২
কারণে সর্বভূতানাং তত্ত্বান্যপি চ চিন্তয়েৎ।
বীজভাবেন লীনানি ব্যুৎক্রমাৎ পরমাত্মনি ॥ ২৩

তার পর দেশিক কৃতাঞ্জলি পুটে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে মন্ত্রপাঠ পূর্বক পরম-গুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠী গুরুকে এবং গুরু ও গণেশকে প্রণাম করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবেন। ২০

বিবৃতি। ওঁ গুং গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পং পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পং পরাপর-গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পং পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ মন্ত্রে গুরুবর্গ ও গণেশকে প্রণাম করিবেন। তাহার পর "ওঁ নমো মহদ্‌ভ্যো নমোঽর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নমঃ আশিনেভ্যঃ। যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমাবৃক্ষি (চক্ষ) দেবাঃ" এই মন্ত্র পড়িয়া করশুদ্ধি করিবেন। ইহা রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে বলিয়াছেন। ২০

তাহার পর দেশিক অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা করশুদ্ধি করিয়া পরে ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্ব ক্রমে তালত্রয় (তিন তালি) দিয়া ছোটিকা দ্বারা দশ দিগ্ বন্ধন করিবেন। সুদর্শন মন্ত্র ও অগ্নিপ্রাকার মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিপ্রাকার মুদ্রায়[1] অগ্নিপ্রাকার চিন্তাও কর্তব্য। ইহাদের দ্বারা উৎপন্ন তেজঃ চারিদিকে রক্ষা করিবেন। ২১

ভূতশুদ্ধির প্রকার বলিতেছেন :—দেশিক সমাহিত হইয়া সুষুম্না নাড়ী মার্গে কুণ্ডলিনীর সহিত আত্মাকে যোগযুক্ত বিধি অনুসারে অর্থাৎ গুরুর উপদিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বক্ষ্যমাণ আত্মমন্ত্রের দ্বারা সহস্রার কর্ণিকাগত পরমাত্মাতে যুক্ত করিবেন। সমস্ত ভূতের কারণ পরমাত্মাতে পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সমূহকে ও বর্ণসমূহকে বীজরূপে ব্যুৎক্রমে লীন চিন্তা করিবেন। ২২-২৩

১। ত্রিশূলাগ্রৌ করৌ কৃত্বা ব্যত্যস্তাবঙ্গিতৌ নয়েৎ।
অঙ্গমুদ্রেয়মাখ্যাতা বহ্নিপ্রাকারলক্ষণা।—প্রয়োগসার

ততঃ সংশোষয়েদ্ দেহং বায়ুবীজেন বায়ুনা।
বহ্নিবীজেন তেনৈব সংহরেৎ সকলাং তনুম্ ॥ ২৪

বিশ্লেষয়েৎ তদা দোষানমৃতেনাঽমৃতাম্ভসা।
আপ্লাব্যাপ্লাবয়েদ্ দেহমাপাদতল-মস্তকম্ ॥ ২৫

আত্মলীনানি তত্ত্বানি স্বস্থানং প্রাপয়েৎ তদা।
আত্মানং হৃদয়াম্ভোজমানয়েৎ পরমাত্মনঃ ॥ ২৬

তাহার পর বায়ুবীজ যকার ও বায়ুবীজোত্থ বায়ু দ্বারা দেহকে সম্যক্‌রূপে শোষণ (নীরস) করিবেন। (ইহার দ্বারা পূরক উক্ত হইয়াছে)। তাহার পর পাপপুরুষকে ধ্যান[1] করিয়া বহ্নিবীজ রেফ (রকার) ও বহ্নিবীজোৎপন্ন অগ্নিদ্বারা নিজ-পাপরূপ পাপ-পুরুষের সহিত সকল দেহকে দগ্ধ করিবেন। (ইহার দ্বারা কুম্ভক উক্ত হইয়াছে)। ২৪

তখন পাপ পুরুষের সহিত দেহ দগ্ধ হইলে বায়ু-বীজের দ্বারা দোষগুলিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন। (ইহার দ্বারা রেচক উক্ত হইয়াছে।) তাহার পর অমৃতবীজ বং মন্ত্রের দ্বারা ও অমৃত বীজোৎপন্ন অমৃত জলের দ্বারা দেহকে প্লাবিত করিয়া আপাদতল মস্তক দেহকে আপ্লাবিত করিবেন। ২৫

বিবৃতি। পূরক, কুম্ভক ও রেচকে বীজের সংখ্যা বিষয়ে আচার্য্যগণের মত ভেদ আছে। কোন আচার্য্য ১৬, ৬৪, ও ৩২ সংখ্যাক্রমে, কেহ বা ১২, ৫০, ২৫ সংখ্যাক্রমে পূরক, কুম্ভক্ ও রেচক করিতে বলিয়াছেন। গুরুর উপদেশ অনুসারে ইহা কর্ত্তব্য। শোষণ, দহন ও প্লাবনের দ্বারা দেহ শুদ্ধির পর এই প্রাণায়াম কর্ত্তব্য বলিয়া প্রপঞ্চসারে উক্ত হইয়াছে। ২৫

তখন পরমাত্মায় লীন পৃথিব্যাদি তত্ত্বসমূহকে এবং অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসমূহকেও সৃষ্টিক্রমে নিজের নিজের স্থানে আনয়ন করিবেন। পরমাত্মার নিকট হইতে পরমাত্ম মন্ত্র (সোঽহং মন্ত্র) দ্বারা আত্মাকে হৃৎপদ্মে আনয়ন করিবেন। ২৬

বিবৃতি। ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ম জপ-হোমার্চনাদিকম্। ভবেৎ তন্নিষ্ফলং সর্বং

১। পাপপুরুষধ্যানং যথা—ব্রহ্মহত্যা-শিরস্কং স্বর্ণস্তেয়-ভুজদ্বয়ম্। সুরাপান-হৃদা যুক্তং গুরুতল্প-কটিদ্বয়ম্। তৎসংযোগি-পদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পাতকম্। উপপাতক-রোমাণং রক্তশ্মশ্রু-বিলোচনম্। খড়্গচর্ম্মধরং পাপমঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণকম্। অধোমুখং কৃষ্ণবর্ণং দক্ষকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ। পদার্থাদর্শ ধৃত।

মনুনা হংসদেবস্য কুর্য্যান্ ন্যাসাদিকং ততঃ।
ঋষি-ছন্দো-দৈবতানি ন্যসেৎ মন্ত্রস্য মন্ত্রবিৎ।
আত্মনো মূর্দ্ধ্নি বদনে হৃদয়ে চ যথাক্রমাৎ ॥ ২৭
বিধায় মূলমন্ত্রেণ প্রাণায়ামং যথাবিধি।
বিদধ্যান্ মাতৃকান্যাসং মন্ত্রন্যাসমনন্তরম্।
অঙ্গুষ্ঠাদিষঙ্গুলীষু ন্যসেদঙ্গৈঃ সজাতিভিঃ ॥ ২৮
অস্ত্রং তৎ তলয়োর্ন্যস্য কুর্য্যাৎ তালত্রয়াদিকম্।
দিশস্তেনৈব বধ্নীয়াচ্ছোটিকাভিঃ সমাহিতঃ ॥ ২৯
হৃদয়াদিষু বিন্যস্যেদঙ্গমন্ত্রাংস্ততঃ সুধীঃ।
হৃদয়ায় নমঃ পূর্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা ॥ ৩০

প্রকারেণাপ্যনুষ্ঠিতম্। ইত্যাদি বচনের দ্বারা বুঝা যায়, ভূতশুদ্ধি অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ভূতশুদ্ধির পর বক্ষ্যমাণ প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রের দ্বারা নিজের হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠাও অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা পদার্থাদর্শে দ্রষ্টব্য। ২৬

তাহার পর মন্ত্রবিৎ সাধক মূলমন্ত্রে যথাবিধি তিনটি প্রাণায়াম করিয়া, হংসদেবের মন্ত্রে হংসদেবের ন্যাসাদি করিবেন। তাহার পর নিজের মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে যথাক্রমে মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তির ন্যাস করিবেন। গুহ্যে ও পাদে যথাক্রমে বীজ ও শক্তির ন্যাস করিবেন। ২৭

তাহার পর যথাবিধি মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া মাতৃকান্যাস ও মন্ত্রন্যাস করিবেন। তাহার পর মূলমন্ত্রে করশুদ্ধি করিয়া জাতি সমূহের সহিত অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিসমূহে করন্যাস করিবেন। ২৮

তাহার পর হস্ততল দুইটিতে অস্ত্রমন্ত্র ন্যাস করিয়া তালত্রয় প্রদান করিবেন[১]। তাহার পর অস্ত্র মন্ত্রে নারাচ মুদ্রারূপ[২] ছোটিকা দ্বারা দশটি দিক্ বন্ধন করিবেন। ২৯

তাহার পর সমাহিত হইয়া হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ (বাহুদ্বয়), নেত্রত্রয় (দ্বিনেত্র দেবতা স্থলে নেত্রদ্বয়) ও করতলে ষড়ঙ্গ মুদ্রায় জাতি মন্ত্র সমূহের সহিত অঙ্গমন্ত্র সমূহকে ন্যাস করিবেন। পূর্বে অর্থাৎ প্রথমে (হৃদয়ে) মন্ত্র ও তাহার পর হৃদয়ায় নমঃ, তাহার পর (মস্তকে) মন্ত্র ও শিরসে স্বাহা—এই মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ৩০

১। প্রসারিততলাভ্যাং তালত্রয়মুদীরিতম্। পদার্থাদর্শ ধৃত।
২। অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনীভ্যাং ছোটো নারাচমুদ্রিকা। পদার্থাদর্শ ধৃত।

শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্ ।
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ ॥ ৩১
ষড়ঙ্গমন্ত্রানিত্যুক্তান্ ষড়ঙ্গেষু নিযোজয়েৎ ।
পঞ্চাঙ্গানি মনোর্যস্য তত্র নেত্রমনুং ত্যজেৎ ॥ ৩২
অঙ্গহীনস্য মন্ত্রস্য স্বেনৈবাঽঙ্গানি কল্পয়েৎ ।
তত্তৎ-কল্পোক্ত-বিধিনা ন্যাসানন্যান্ সমাচরেৎ ॥ ৩৩
কল্পয়েদাত্মনো দেহে পীঠং ধর্মাদিভিঃ ক্রমাৎ ।
অংসোরু-যুগ্মযোর্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন দেশিকঃ ॥ ৩৪

তাহার পর মন্ত্র ও শিখায়ৈ বষট্ এই কথিত হইয়াছে। তাহার পর মন্ত্র ও কবচায় হুং এই উক্ত হইয়াছে। তাহার পর মন্ত্র ও নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, তাহার পর মন্ত্র ও অস্ত্রায় ফট্—এই ক্রমে উক্ত ষড়ঙ্গ-মন্ত্রগুলিকে ছয়টী অঙ্গে ন্যাস করিবেন। যে মন্ত্রের পাঁচটি অঙ্গ মন্ত্র, তাহার অঙ্গন্যাসে নেত্র মন্ত্র ত্যাগ করিবেন। ৩১-৩২

বিবৃতি। হৃদয়ে মধ্যমা, অনামা ও তর্জনী দ্বারা, মস্তকে মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা, শিখাতে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, কবচে দশ অঙ্গুলি দ্বারা, নেত্রে তিন অঙ্গুলি দ্বারা, নেত্রদ্বয়স্থলে তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ও মধ্যমা-তর্জনী দ্বারা করতল করপৃষ্ঠ দ্বারা অস্ত্রন্যাস করিবেন। ইহা তন্ত্রসারধৃত যামল বচনে উক্ত হইয়াছে। নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্ ও অস্ত্রায় ফট্—এই ছয়টি মন্ত্রকে জাতি মন্ত্র বলে। ৩১-৩২

যে মন্ত্রের দেবতার অঙ্গমন্ত্র উদ্ধৃত বা কথিত হয় নাই, তাঁহার নিজ নামের বীজ দ্বারা অঙ্গ মন্ত্রগুলি কল্পনা করিবেন। তাহার পর তৎ তৎ দেবতার কল্পোক্ত-বিধি অনুসারে মন্ত্রন্যাস প্রভৃতি অন্যান্য ন্যাসগুলির অনুষ্ঠান করিবেন। ৩৩

বিবৃতি। ন্যাসং বিনা জপং প্রাহুরাসুরং বিফলং বুধাঃ। ন্যাসাং তদাত্মকো ভূত্বা দেবো ভূত্বা তু তং যজেৎ। পদার্থাদর্শধৃত এই বচনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে—ন্যাস সমূহের দ্বারা পূজক পূজ্য দেবতার স্বরূপে পরিণত হন। নিজেকে পূজ্য উপাস্য দেবতার স্বরূপ না করিলে তাঁহার পূজায় অধিকার জন্মে না। নাশিবঃ শিবমভ্যর্চয়েন্নাশিবঃ শিবমর্চয়েৎ। নাশিবস্তু শিবং ধ্যায়েন্নাশিবঃ শিবমাপ্নুয়াৎ॥ —এই বায়বীয় সংহিতার বচনে ও কুলপ্রকাশতন্ত্রের বচনে ইহা উক্ত হইয়াছে। এজন্য পূজাতে ভাবনাপূর্বক বিহিত ন্যাস অবশ্য কর্তব্য। ৩৩

তাহার পর আত্মযাগের জন্য নিজ দেহে গুপ্ত ধর্মাদির দ্বারা পীঠ কল্পনা করিবেন। মন্ত্রোপদেষ্টা পণ্ডিত গুরু ক্রমে ক্রমে আধার শক্তি প্রভৃতির ন্যাস করিয়া প্রদক্ষিণ ক্রমে অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত ক্রমে দুই স্কন্ধ ও দুই উরুতে অর্থাৎ

ধর্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ন্যস্যত্তু ক্রমাৎ।
মুখ-পার্শ্ব-নাভি-পার্শ্বেঽধর্মাদীংশ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩৫

ধর্মাদয়ঃ স্মৃতাঃ পাদাঃ পীঠ-গাত্রাণি চাপরে।
অনন্তং হৃদয়ে পদ্মমস্মিন্ সূর্য্যেন্দু-পাবকান্ ॥ ৩৬

এষু স্ব-স্ব-কলা ন্যস্যেন্ নামাদ্যক্ষর-পূর্বিকাঃ।
সত্ত্বাদীংস্ত্রীন্ গুণান্ ন্যস্যেৎ তথৈবাঽত্র গুরূত্তমঃ ॥ ৩৭

দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ উরু পর্য্যন্ত চারি স্থলে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের ন্যাস করিবেন। তাহার পর দক্ষিণাবর্ত্তে ক্রমে ক্রমে মুখ, বামপার্শ্ব, নাভি ও দক্ষিণ পার্শ্বে অধর্ম প্রভৃতির অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের ন্যাস করিবেন। ৩৪-৩৫

ধর্ম প্রভৃতি পীঠের পাদ এবং অধর্ম প্রভৃতি পীঠে গাত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনন্তর হৃদয়ে অনন্ত ও পদ্মের ন্যাস করিবেন। এই অনন্তে সূর্য্যমণ্ডল, ইন্দু-মণ্ডল ও বহ্নি-মণ্ডলের ন্যাস করিবেন। ৩৬

এই তিন মণ্ডলে অর্থাৎ সূর্য্য-মণ্ডল, সোম-মণ্ডল ও বহ্নি-মণ্ডলে নামের আদিতে যে কভাদি ও যাদি প্রভৃতি যে যে অক্ষর, সেই সেই অক্ষর পূর্বক নিজ নিজ কলার ন্যাস করিবেন অর্থাৎ প্রথম সূর্য্যমণ্ডলের ন্যাস করিয়া সেইখানে নামের আদিতে স্থিত ক ভাদি অক্ষর পূর্বক "কং ভং তপিন্যৈ নমঃ" ইত্যাদি প্রকারে তাঁহার তপিন্যাদি দ্বাদশ কলার ন্যাস করিবেন। তাহার পর সোম মণ্ডলের ন্যাস করিয়া সেইখানে "অং অমৃতায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি আকারে তাঁহার কলাসমূহের ন্যাস করিবেন। তাহার পর বহ্নিমণ্ডলের ন্যাস করিয়া সেইখানে "যং ধূম্রার্চিষে নমঃ" ইত্যাদি আকারে তাঁহার কলাসমূহের ন্যাস করিবেন। তাহার পর শ্রেষ্ঠ গুরু সেইখানে সেই প্রকারে নামের আদ্য অক্ষর অগ্রে দিয়া অর্থাৎ "সং সত্ত্বায় নমঃ" ইত্যাদি আকারে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ন্যাস করিবেন। ৩৭

বিবৃতি। ব্রহ্মবীজ প্রণবের অংশত্রয় অ উ ম হইতে সূর্য্য, সোম ও বহ্নির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সূর্য্যমণ্ডলের বীজ অং, সেইজন্য এই সূর্য্যমণ্ডলের আদিতে অং বলিতে হয়। এইরূপ সোমমণ্ডলের আদিতে উং এবং বহ্নি মণ্ডলের আদিতে মং প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শারদাতিলকের বচন হইতে বুঝা যায়—মণ্ডল ন্যাসের পরে তাঁহার কলাগুলির পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ন্যাস কর্ত্তব্য।

আত্মানমন্তরাত্মানং পরমাত্মানমত্র তু।
জ্ঞানাত্মানং প্রবিন্যস্য ন্যসেৎ পীঠমনুং ততঃ॥ ৩৮

এবং দেহময়ে পীঠে চিন্তয়েদিষ্ট-দেবতাম্।
মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য বিধিবদর্ঘ্য-স্থাপনমাচরেৎ॥ ৩৯

তন্ত্রসারে পূজ্যপাদ আগমবাগীশ মহাশয় শারদাতিলকের বচন গ্রহণ করিয়াও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কলান্যাস বলেন নাই কেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি মণ্ডল ও কলার অভেদে "অং সূর্য্য-মণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" এই আকারে এক ন্যাস বলিয়াছেন। ইহার সমর্থন কোন প্রমাণ দেন নাই। রাঘব ভট্ট কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ কলান্যাস কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। সুধী সাধকগণ নিজ নিজ পণ্ডিত গুরুর নিকট হইতে যথা-কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া অনুষ্ঠান করিবেন। ৩৭

তাহার পর উক্ত রূপ এইখানে নামের আদ্য অক্ষররূপ বীজের উচ্চারণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ "আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি আকারে আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মার ও "হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি আকারে মায়াবীজ পূর্ব্বক জ্ঞানাত্মার ন্যাস করিয়া "মাং মায়াতত্ত্বায় নমঃ, কং কলাতত্ত্বায় নমঃ, বিং বিদ্যা-তত্ত্বায় নমঃ, পং পরতত্ত্বায় নমঃ" এইরূপ চারি তত্ত্বের ন্যাস করিয়া তাহার পর হৃৎপদ্মের অগ্র্যাদি অষ্টদলের মূলে ও মধ্যে নয়টি পীঠ শক্তির ন্যাস করিবেন। ৩৮

তাহার পর তৎ তৎ কল্পোক্ত তৎ তৎ দেবতার তৎ তৎ প্রকরণোক্ত বিশেষ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া দেহময় পীঠে ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিবেন। তাহার পর বিধি অনুসারে মানসপূজা করিয়া অভ্যর্থন মন্ত্রে দেবতার অভ্যর্থনা করিয়া বিধিবৎ বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন করিবেন। ৩৯

বিবৃতি। রাঘব ভট্টের পরবর্ত্তী তন্ত্রসারে অভ্যর্থনা মন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলেও রাঘব ভট্ট অভ্যর্থনা মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই অভ্যর্থনামন্ত্র হইতেছে—ওঁ স্বাগতং দেবদেবেশ। সন্নিধীভব কেশব!। গৃহাণ মানসীং পূজাং যথার্থ-পরিভাবিতাম্॥ এই মন্ত্রে কেশব এই নামের স্থলে অন্যান্য দেবতার পূজা স্থলে সেই সেই দেবতার নাম উহ্য করিয়া প্রয়োগ করিবেন। যেমন শঙ্করের পূজায় কেশব স্থলে শঙ্কর, শঙ্করীর পূজায় "দেব দেবেশি" "শঙ্করি" ইত্যাদি উহ্য করিয়া মন্ত্র বলিতে হইবে। ৩৯

শঙ্খমস্ত্রাম্বুনা প্রোক্ষ্য বামতো বহ্নিমণ্ডলে।
সাধারং স্থাপয়েদ্ বিদ্বান্ বিন্দু-স্রুত-সুধাময়ৈঃ ॥ ৪০
তোয়ৈঃ সুগন্ধি-পুষ্পাদ্যৈঃ পূরয়েৎ তং যথাবিধি।
আধারং পাবকং শঙ্খং সূর্য্যং তোয়ং সুধাময়ম্ ॥ ৪১
স্মরেদ্ বহ্ন্যর্ক-চন্দ্রাণাং কলাস্তাস্তেষ্বনুক্রমাৎ।
মূলমন্ত্রং জপেৎ স্পৃষ্ট্বা ন্যস্যেৎ তস্যাঙ্গ-মন্ত্রবিৎ ॥ ৪২

অর্ঘ্যস্থাপনের বিধি বলিতেছেন—পণ্ডিত গুরু অস্ত্র মন্ত্রে জলের দ্বারা শঙ্খকে প্রোক্ষণ করিয়া নিজের অগ্রে বামভাগে ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, বৃত্তরূপ বহ্নিমণ্ডল ও চতুরস্র লিখিয়া তাহার মধ্যে মায়া (হ্রীং) লিখিয়া শঙ্খমুদ্রা[১] দেখাইয়া কোণ ও দিক্ সমূহে মণ্ডলের পূজা করিয়া সেই বহ্নিমণ্ডলে (ঊর্ধ্বাগ্র ত্রিকোণে) আধারের (ত্রিপদিকার) সহিত শঙ্খকে স্থাপন করিবেন। তাহার পর নমো মন্ত্রে তাহার মধ্যে গন্ধ, পুষ্প, দূর্বা ও অক্ষতাদি দিয়া যথাবিধি বিন্দু (ং) যুক্ত বিলোমে মাতৃকা বর্ণ সকল ও বিলোমে মূল মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বিন্দু-নিঃসৃত অমৃতরূপ জল দ্বারা শঙ্খকে পূর্ণ করিবেন। তাহার পর ত্রিপদিকার আধারে সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্বক বহ্নিমণ্ডলের ও দশটি বহ্নিকলার পূজা করিবেন। তাহার পর সূর্য্যমণ্ডলরূপ শঙ্খে মন্ত্রপাঠপূর্বক সূর্য্যমণ্ডল ও তাঁহার দ্বাদশকলার পূজা করিবেন। তাহার পর সোমমণ্ডলরূপ জলে সোমমণ্ডল ও তাঁহার ষোড়শকলার পূজা করিবেন। যথাক্রমে আধার (ত্রিপদিকা) বহ্নি-স্বরূপ, শঙ্খ সূর্যস্বরূপ এবং জল সুধাময় চন্দ্রস্বরূপ ভাবনা করিবেন। আধার, শঙ্খ ও জলে যথাক্রমে বহ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রের কলাগুলিকেও ভাবনা করিবেন। তাহার পর অঙ্গমন্ত্রবিৎ গুরু জল স্পর্শ করিয়া অঙ্কুশ মুদ্রায়[২] "গঙ্গে চ" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ সকলকে এবং নিজ হৃৎকমল হইতে ইষ্ট দেবতাকে "অমুক ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ" এই প্রকারে আবাহন করিয়া জল স্পর্শ করিয়া সেই জলে মূলমন্ত্র জপ করিবেন এবং ঐ জলে মূলমন্ত্রের হৃদাদি অঙ্গমন্ত্রের ন্যাস ও পূজা করিবেন। ৪০-৪২

বিবৃতি। তন্ত্রসারে বিশেষার্ঘ স্থলে দেবতার আবাহনের পর হুং মন্ত্রে

১। বামাঙ্গুষ্ঠন্তু সংগৃহ্য দক্ষিণেন তু মুষ্টিনা। কৃত্বোত্তানং তথা মুষ্টিমঙ্গুষ্ঠং তু প্রসারয়েৎ। বামাঙ্গুল্যস্তথা শ্লিষ্টাঃ সংযুক্তাঃ সুপ্রসারিতাঃ। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংস্পৃষ্টা মুদ্রা শঙ্খস্য চোদিতা॥

২। ঋজুমধ্যা মধ্যপর্বাক্রান্তা তর্জন্যধোমুখী। কিঞ্চিদঙ্কুশমুদ্রেয়ং কুঞ্চিতা মধ্যপর্বতঃ॥

হৃন্মন্ত্রেণাঽভিসম্পূজ্য হস্তাভ্যাং ছাদয়ন্নপঃ।
জপেদ্ বিস্তাং যথান্যায়ং দেশিকো দেবতাধিয়া॥ ৪৩
অস্ত্র-মন্ত্রেণ সংরক্ষ্য কবচেনাঽবগুণ্ঠ্য চ।
ধেনুমুদ্রাং সমাপাদ্য রোধয়েৎ তৎ স্বমুদ্রয়া॥ ৪৪

তর্জনাথমন্ত্রের দ্বারা অবগুণ্ঠন, বষট্ মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা[১] প্রদর্শন ও বৌষট্ মন্ত্রে সেই জলের দর্শন এবং তৎপরে অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা সকলীকরণ ও নমো মন্ত্রে দেবতার পূজা উক্ত হইয়াছে। সম্প্রদায় অনুসারে ইহা কর্ত্তব্য। ৪২

নমো মন্ত্রে জলকে পূজা করিয়া মৎস্য মুদ্রায় দুই হস্তের দ্বারা জলকে আচ্ছাদন করিয়া দেশিক গুরু দেবতার সহিত অভেদ বুদ্ধিতে সেই জলে যথাবিধি আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। ৪৩

তাহার পর ছোটিকা দ্বারা তাহাকে অস্ত্রমন্ত্রে সংরক্ষিত করিয়া, অবগুণ্ঠন মুদ্রায় কবচ (হুং) মন্ত্রে অবগুণ্ঠিত করিয়া অমৃতবীজের (বং) দ্বারা ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া সন্নিরোধিনী মুদ্রা দ্বারা তাহাকে সন্নিরুদ্ধ করিবেন। তাহার পর শঙ্খের উপরে শঙ্খমুদ্রা, মুষলমুদ্রা,[২] চক্রমুদ্রা,[৩] মহামুদ্রা ও যোনিমুদ্রা[৪] দেখাইবেন। ৪৪

বিবৃতি। বিশেষার্ঘ্য স্থাপনে শঙ্খাদি স্থাপনকালে পদার্থাদর্শে যে ক্রম ও যেরূপ মন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, পূজ্যপাদ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে সেরূপ ক্রম ও সেরূপ মন্ত্র প্রদর্শিত হয় নাই। সাধকগণ যুক্ত ও অযুক্ত বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। ৪৪

১। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ করয়োরিতরেতরম্।
তর্জনী-মধ্যমানামাঃ সংহতা ভুগ্নবর্জিতাঃ।
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরিচালিতা।
অধোমুখাবুভৌ হস্তৌ বামোপরি চ সংস্থিতৌ।
পার্শ্বদ্বয়গতাঙ্গুষ্ঠৌ মৎস্যমুদ্রেয়মীরিতা॥

২। মুষ্টিং কৃত্বা তু হস্তাভ্যাং বামস্যোপরি দক্ষিণম্।
কুর্যান্ মুষলমুদ্রেয়ং সর্ববিঘ্নপ্রণাশিনী॥

৩। বিপর্যস্ততলে কৃত্বা বাম-দক্ষিণ-হস্তয়োঃ।
অঙ্গুষ্ঠৌ প্রথয়েচ্চৈব কনিষ্ঠানামিকান্তরে।
চক্রমুদ্রেয়মুদ্দিষ্টা সর্বসিদ্ধিকরী শুভা॥

৪। মিথঃ কনিষ্ঠিকে বদ্ধ্বা তর্জনীভ্যামনামিকে।
অনামিকোর্দ্ধ্বগা শ্লিষ্ট-দীর্ঘমধ্যমযোরধঃ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং ন্যসেদ্ যোনিমুদ্রেয়মীরিতা॥—রাঘবভট্ট ধৃত

দক্ষিণে প্রোক্ষণী-পাত্রমাধায়াঽদ্ভিঃ প্রপূরয়েৎ।
কিঞ্চিদর্ঘ্যাম্বু সংগৃহ্য প্রোক্ষণ্যম্ভসি যোজয়েৎ॥ ৪৫
অর্ঘ্যস্যোত্তরতঃ কার্য্যং পাদ্যং সাচমনীয়কম্।
আত্মানং যাগবস্তূনি মণ্ডলং প্রোক্ষয়েদ্ গুরুঃ।
প্রোক্ষণী-পাত্র-তোয়েন মনুনাঽন্যানপি ক্রমাৎ॥ ৪৬
ন্যাসক্রমেণ দেহে স্বে ধর্মাদীন্ পূজয়েৎ ততঃ।
পুষ্পাদ্যৈঃ পীঠমন্ত্রান্তং তস্মিংশ্চ পরদেবতাম্॥ ৪৭
পঞ্চ-কৃত্বঃ পুনঃ কর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিমনন্যধীঃ।
উত্তমাঙ্গ-হৃদাধার-পাদ-সর্বাঙ্গকে ক্রমাৎ॥ ৪৮
বিনা নিবেদ্যং গন্ধাদ্যৈরুপচারৈঃ সমর্চয়েৎ।
গুরূপদিষ্ট-বিধিনা শেষমন্যৎ সমাপয়েৎ॥ ৪৯

এই অর্ঘ্যপাত্রের দক্ষিণে তাহার প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিয়া জলের দ্বারা পূর্ণ করিবেন। পরে কিছু বিশেষার্ঘ্যজল লইয়া প্রোক্ষণীপাত্রের জলের সহিত মিশাইয়া দিবেন। ৪৫

অর্ঘ্য পাত্রের উত্তরে পাদ্য পাত্রে পাদ্য ও আচমনীয় পাত্রে আচমনীয় স্থাপন করিবেন। তাহার পর গুরু মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণী পাত্রের জলের দ্বারা আত্মাকে, যাগদ্রব্যকে ও মণ্ডলকে এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পূজা দ্রব্য সমূহকে তিনবার প্রোক্ষণ করিবেন। ৪৬

তাহার পর গুরু নিজদেহে পীঠ ন্যাসক্রমে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ধর্ম প্রভৃতি হইতে পীঠ শক্তি পর্য্যন্ত পূজা করিবেন। সেই দেহময় পীঠে গন্ধাদি দ্বারা পরদেবতারও পূজা করিবেন। এই পূজাই আন্তর পূজা। ৪৭

বিবৃতি। যদিও অন্তর্যাগে প্রথমে ধর্মাদির পূজা কথিত হইয়াছে। তথাপি ধর্মাদির পূজা প্রথম নহে। পীঠন্যাসে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে ক্রমে দেহের যেখানে যেখানে যে যে দেবতার ন্যাস হইয়াছে, অন্তর্যাগে বা আন্তর পূজায় দেহপীঠে সেই ক্রমে সেই সেই দেবতার পূজা হইবে। ৪৭

তাহার পর গুরু একাগ্রচিত্তে মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্বাঙ্গে যথাক্রমে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। ৪৮

নৈবেদ্য ব্যতীত গন্ধাদি উপচারের দ্বারা মানস পূজা করিবেন। তাহার পর গুরুর উপদিষ্ট বিধি অনুসারে অন্যান্য অবশিষ্ট কার্য্য—মানস উপচার দান, মন্ত্রজপ, জপ সমর্পণ, ব্রহ্মার্পণ, ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি শেষ করিবেন। ৪৯

সর্বমেতৎ প্রযুঞ্জীত প্রোক্ষণীস্থেন বারিণা।
বিসৃজ্য তোয়ং প্রোক্ষণ্যাঃ পূরয়েৎ তাং যথা পুরা ॥ ৫০
ততস্তন্মণ্ডলং মন্ত্রী গন্ধাদ্যৈঃ সাধু পূজয়েৎ।
শালিভিঃ কর্ণিকামধ্যমাপূর্য্যোপরি তণ্ডুলৈঃ ॥ ৫১
অলঙ্কৃত্য পুনস্তেষু দর্ভানাস্তীর্য্য তন্ত্রবিৎ।
কূর্চমক্ষত-সংযুক্তং ন্যসেৎ তেষামথোপরি।
আধার-শক্তিমারভ্য পীঠং মন্ত্রময়ং যজেৎ ॥ ৫২
অধঃ কূর্ম-শিলারূঢ়াং শরচ্চন্দ্র-নিভ-প্রভাম্।
আধার-শক্তিং প্রযজেৎ পঙ্কজদ্বয়-ধারিণীম্ ॥ ৫৩

অশক্ত ব্যক্তি প্রোক্ষণী পাত্রের জলের দ্বারা এই সমস্ত করিবেন। প্রোক্ষণীর জল ফেলিয়া তাহাকে পূর্বের ন্যায় জলের দ্বারা পূর্ণ করিবেন। ৫০

তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ গুরু সেই বেদিমধ্যে লিখিত সুশোভন সর্বতোভদ্র-মণ্ডলকে "ওঁ শ্রীসর্বতোভদ্রমণ্ডলায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা মন্ত্র পাঠ পূর্বক পূজা করিবেন।

তন্ত্রবিৎ গুরু কর্ণিকার মধ্যভাগকে আঢ়ক পরিমিত শালী ধান্যের দ্বারা পূর্ণ করিয়া সেই শালী ধান্যের উপরে দুই কুড়ব চাল দিয়া সুশোভিত করিয়া তাহার উপরে কুশ সমূহ আস্তৃত করিয়া অনন্তর সেই সকলের উপরে অক্ষত সংযুক্ত সপ্তবিংশতি সাগ্র দর্ভপত্রের দ্বারা বেণ্যাকারে রচিত কূর্চ (বিষ্টর বা বিড়া) স্থাপন করিবেন। তাহার পর "শ্রীগুরুভ্যো নমঃ[১]" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্বক গুরু পঙ্‌ক্তি (গুরু, পরম গুরু, পরমেষ্ঠী গুরু, পরমাচার্য্য গুরু, পরাপর গুরু, পরমসিদ্ধি গুরু ও স্বগুরু) পূজা পূর্বক গণেশের পূজা করিয়া আধার শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রময় পীঠের পূজা করিবেন। ৫১-৫২

সর্বতোভদ্রমণ্ডলে পূজাঃ—প্রথমে কর্ণিকায় "মণ্ডূকায় নমঃ" এই মন্ত্রপাঠ-পূর্বক মহাকায় রক্তবর্ণ মণ্ডূককে, তাহার উপরে "কালাগ্নি-রুদ্রায় নমঃ" এই মন্ত্রে দশভুজ পঞ্চবক্ত্র কালাগ্নি রুদ্রকে ও তাহার উপরে "কূর্মায় নমঃ" এই মন্ত্রে মহাকায় কূর্মের পূজা পূর্বক অধোভাগে কূর্মাকার শিলারূঢ়া শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্তা পদ্মদ্বয়-ধারিণী আধার-শক্তিকে পূজা করিবেন। ৫৩

১। দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাঃ।
সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্রীপূর্বং সমুদীরয়েৎ॥
এই বচনে উক্ত হইয়াছে—দেবতা গুরু প্রভৃতি নামের পূর্বে শ্রী-শব্দের প্রয়োগ কর্তব্য।

মূর্দ্ধ্নি তস্যাঃ সমারূঢ়ং কূর্ম্মং নীলাভমর্চয়েৎ
ঊর্দ্ধ্বং ব্রহ্মশিলাসীনমনন্তং কুন্দ-সন্নিভম্ ॥ ৫৪

যজেচ্চ চক্রধরং মূর্দ্ধ্নি ধারয়ন্তং বসুন্ধরাম্ ।
তমাল-শ্যামলাং তত্র নীলেন্দীবর-ধারিণীম্ ।
অভ্যর্চযেদ্ বসুমতীং স্ফুরৎ-সাগর-মেখলাম্ ॥ ৫৫

তস্যাং রত্নময়ং দ্বীপং তস্মিংশ্চ মণি-মণ্ডপম্ ।
যজেৎ কল্পতরূংস্তস্মিন্ সাধকাভীষ্ট-সিদ্ধিদান্ ॥ ৫৬

অধস্তাৎ পূজয়েৎ তেষাং বেদিকাং মণ্ডপোজ্জ্বলাম্ ।
পশ্চাদভ্যর্চয়েৎ তস্যাং পীঠং ধর্ম্মাদিভিঃ পুনঃ ॥ ৫৭

রক্ত-শ্যাম-হরিদ্রেন্দ্র-নীলাভান্ পাদ-রূপিণঃ ।
বৃষ-কেশরি-ভূতেভ-রূপান্ ধর্ম্মাদিকান্ যজেৎ ॥ ৫৮

তাহার পর সেই আধারশক্তির মস্তকে আরূঢ় নীলাভ কূর্ম্মকে অর্চনা করিবেন। তাহার উপরিভাগে মূলপ্রতিমার অধোদেশবর্ত্তী ব্রহ্মশিলায় সমাসীন কুন্দপুষ্প প্রতিম অনন্তকে পূজা করিবেন। ৫৪

সেই অনন্তের মস্তকে বসুন্ধরাধারী চক্রধরকে পূজা করিবেন। সেইখানে তমালের ন্যায় শ্যামলবর্ণা নীলোৎপলধারিণী সাগর-মেখলা দীপ্তিময়ী বসুমতীকে পূজা করিবেন। ৫৫

বসুমতীর পূজার পরে "সাগরায় নমঃ" মন্ত্রে সাগরের পূজা করিয়া সেই বসুমতীতে রত্নদ্বীপের এবং রত্নদ্বীপে মণিমণ্ডপের পূজা করিবেন। সেই মণিমণ্ডপে সাধকগণের অভীষ্ট সিদ্ধিপ্রদ কল্পতরুসমূহের পূজা করিবেন। ৫৬

সেই কল্পতরুর অধোভাগে মণ্ডপ উজ্জ্বলকারিণী রত্নবেদিকার পূজা করিবেন। তাহার পর সেই রত্নবেদিকায় ধর্ম্মাদির সহিত পীঠের পূজা করিবেন। ৫৭

পুনরায় তাহার পর রক্ত, শ্যাম, হরিদ্রা ও ইন্দ্রনীলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা পীঠপাদ সমূহের পূজা করিবেন। বৃষরূপ রক্ত বর্ণ ধর্ম্মের, কেশরীরূপ (সিংহরূপ) শ্যাম বর্ণ জ্ঞানের, হৃষ্ট ভূতরূপ, (দেবযোনিরূপ) পীত বর্ণ বৈরাগ্যের ও ইভ-রূপ (হস্তীরূপ) অসিত বর্ণ ঐশ্বর্য্যের পূজা করিবেন। ৫৮

গাত্রেষু পূজয়েৎ তাংস্তু নঞ্‌-পূর্বান্ধুক্ত-লক্ষণান্‌।
আগ্নেয়াদিষু কোণেষু দিক্ষু চাথাম্বুজং যজেৎ ॥ ৫৯
আনন্দকন্দং প্রথমং সংবিন্নালমনন্তরম্‌।
সর্বতত্ত্বাত্মকং পদ্মমভ্যর্চ্য তদনন্তরম্‌।
মন্ত্রী প্রকৃতি-পত্রাণি বিকারময়-কেশরান্‌ ॥ ৬০
পঞ্চাশদ্‌-বীজ-বর্ণাঢ্যাং কর্ণিকাং পূজয়েৎ ততঃ।
কলাভিঃ পূজয়েৎ সার্দ্ধং তস্যাং সূর্য্যেন্দু-পাবকান্‌ ॥ ৬১
প্রণবস্য ত্রিভির্বর্ণৈরথ সত্ত্বাদিকান্‌ গুণান্‌।
আত্মানমন্তরাত্মানং পরমাত্মানমর্চয়েৎ ॥ ৬২

পীঠগাত্রে উক্ত স্বরূপ নঞ্‌পূর্ব ধর্মাদিকে অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যকে পূজা করিবেন। অগ্নিকোণ, নৈর্ঋতকোণ, বায়ুকোণ ও ঈশান-কোণে এবং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ধর্মাদির পূজা করিবেন। অনন্তর অনন্তের পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণক্রমে পদ্মের পূজা করিবেন। ৫৯

বিবৃতি। আমরা সাধারণভাবে যে দিক্‌গুলিকে পূর্ব-পশ্চিম বা উত্তর দক্ষিণ বলিয়া ব্যবহার করি, পূজা স্থলে সেগুলি সে দিক্‌ নহে। পূজক যে মুখে বসিয়া পূজা করুনা কেন, তাঁহার সম্মুখভাগটী পূর্ব, বামভাগটী দক্ষিণ, দক্ষিণভাগটী উত্তর এবং দেবতার সম্মুখভাগটী পশ্চিম হইবে। হেতুঃ পূর্বং পূর্বভাগং প্রদিষ্টং সব্যং ভাগং দক্ষিণং ভাগমাহুঃ। দক্ষং বিদ্যাদুত্তরং ভাগমগ্র্যং প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ পশ্চিমং ভাগমুক্তম্‌। রাঘব ভট্ট ধৃত এই বচনানুসারে ইহা জানা যায়। পূর্বাদি প্রদক্ষিণক্রমে ন্যাসে ও আবরণ দেবতার পূজায় এই দিগ্‌জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। ৫৯

প্রথমে আনন্দকন্দের পূজা করিবেন। তাহার পর সংবিন্নালের পূজা করিবেন। তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ গুরু সর্বতত্ত্বাত্মক পদ্মের অর্চনা করিয়া প্রকৃতিপত্র ও বিকারময় কেশরের অর্চনা করিবেন। ৬০

তাহার পর পঞ্চাশৎ বীজবর্ণ যুক্ত কর্ণিকাকে পূজা করিবেন। সেই কর্ণিকায় কলাসমূহের সহিত প্রণবের অকার, উকার ও মকাররূপ তিনটি বর্ণ সহকারে সূর্য্যমণ্ডল, সোমমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবেন। অনন্তর নামবীজ পূর্বক শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে পূজা করিবেন পরে নামবীজ পূর্বক আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মাকে অর্চনা করিবেন। ৬১-৬২

জ্ঞানাত্মানঞ্চ বিধিবৎ পীঠমন্ত্রাবসানকম্ ।
পীঠ-শক্তীঃ কেসরেষু মধ্যে চ সবরাভয়াঃ ॥ ৬৩
হেমাদি-রচিতং কুম্ভমস্ত্রাদ্ভিঃ ক্ষালিতান্তরম্ ।
চন্দনাগুরু-কর্পূর-ধূপিতং শোভনাকৃতিম্ ॥ ৬৪
আবেষ্টিতাঙ্গং নীরন্ধ্রং তন্তুনা ত্রিগুণাত্মনা ।
অর্চিতং গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ কূর্চাক্ষত-সমন্বিতম্ ।
নবরত্নোদরং মন্ত্রী স্থাপয়েৎ তারমুচ্চরন্ ॥ ৬৫

বিবৃতি। কোন সম্প্রদায় "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে অথবা "অং দ্বাদশকলাত্মক-সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ" মন্ত্রে কলা সহ সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করেন। তাহার পর এইরূপ মন্ত্রে সোমমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডলের পূজা করেন। কোন সম্প্রদায় সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিয়া পরে সেইখানে তাঁহার দ্বাদশকলার পরে সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া তাঁহার ষোড়শকলার পরে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিয়া তাঁহার দশকলার পূজা কর্ত্তব্য বলেন। বঙ্গদেশে প্রথম পক্ষই প্রচলিত আছে। তাই পূজ্যপাদ আগমবাগীশ মহাশয় তন্মসারে "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ" এইরূপ মন্ত্রে সূর্য্যাদিমণ্ডলের পূজার উপদেশ করিয়াছেন। দেশভেদে সম্প্রদায় অনুসারে ইহা কর্ত্তব্য। ৬২

তাহার পর মায়া বীজপূর্ব্বক জ্ঞানাত্মার পূজা করিয়া নামবীজ পূর্ব্বক মায়া-তত্ত্ব, কলাতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও পরতত্ত্বের পূজা করিবেন। পরে কেসর সমূহের অগ্রদল হইতে প্রদক্ষিণক্রমে আটটি দলের কেশরে ও মধ্যে বর ও অভয়-ধারিণী আটটি পীঠ শক্তির পূজা করিয়া পীঠ মন্ত্রের পূজা করিবেন। ৬৩

তাহার পর ক্রিয়াবিধিজ্ঞ গুরু পীঠ ও কুম্ভের ঐক্য সম্পাদন করিয়া প্রণব ও মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই পূজিত সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত পঞ্চাশ অঙ্গুল ব্যাস বিশিষ্ট ষোড়শ অঙ্গুল উচ্চতা বিশিষ্ট আট আঙ্গুল মুখযুক্ত অস্ত্রমন্ত্র জপ্ত জলের দ্বারা অন্তর্ব্বহিঃ প্রক্ষালিত, শোভনাকার, ত্রিগুণ সূত্রের দ্বারা বদ্ধকণ্ঠ, "ওঁ কুম্ভায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প ও ধূপ দ্বারা অর্চিত, চন্দন, অগুরু ও কর্পূরের দ্বারা ধূপিত (সুবাসিত), কূর্চ ও অক্ষত যুক্ত, নবরত্নোদর নীরন্ধ্র ঘটকে[১] প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক স্থাপন করিবেন। ৬৪-৬৫

১। আপে হৃদি সূর্য্যে চক্রং স্থণ্ডিলে ক্ষেত্রসম্ভবম্ ।
বস্ত্রে প্রতিমা শালগ্রামেঽর্চনে সর্বদা যজেৎ ॥

সারদীয় তন্ত্রের এই বচনে—জল, অগ্নি, মনঃ, শালগ্রাম শিলা, বস্ত্র ও প্রতিমা পূজার আধার বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ঐক্যং সঙ্কল্প্য কুম্ভস্য পীঠস্য চ বিধানবিৎ ।
ক্ষীর-দ্রুম-কষায়েণ পলাশ-ত্বগ্‌ভবেন বা ॥ ৬৬
তীর্থোদকৈর্বা কর্পূর-গন্ধ-পুষ্প-সুবাসিতৈঃ ।
আত্মাভেদেন বিধিবন্মাতৃকাং প্রতিলোমতঃ ।
জপন্‌ মূলমন্ত্রং তদ্বৎ পূরয়েদ্‌ দেবতা-ধিয়া ॥ ৬৭
শঙ্খে কাথাম্বু-সম্পূর্ণে গন্ধাষ্টকমভীষ্টদম্‌ ।
বিলোড্য পূজয়েৎ তস্মিন্নাবাহ্য সকলাঃ কলাঃ ॥ ৬৮
দশ বহ্নেঃ কলাঃ পূর্বং দ্বাদশ দ্বাদশাত্মনঃ ।
কলাঃ ষোড়শ সোমস্য পশ্চাৎ পঞ্চাশতং কলাঃ ॥ ৬৯

বিবৃতি। পঞ্চাশদঙ্গুলব্যাসঃ উৎসেধঃ ষোড়শাঙ্গুলঃ। কলশানাং প্রমাণন্তু মুখমষ্টাঙ্গুলং ভবেৎ ॥ ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারোন্নতিশালিনম্‌। ষোড়শং দ্বাদশং বাপি ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ। রাঘবভট্ট ধৃত ও গৌতমীয় তন্ত্র বচনানুসারে ন্যূন পক্ষে দ্বাদশাঙ্গুল উচ্চতা ও বিস্তারযুক্ত ঘট কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা ছোট ঘটে পূজা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ আধারে পূজা করিলে সে পূজা সিদ্ধ হয় না। বার আঙ্গুল ঘট করিতে না পারিলে জলে পূজার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ৬৫

তাহার পর বিধিজ্ঞ গুরু আত্মার সহিত অভেদে দেবতা বুদ্ধিতে অর্থাৎ আত্মা, দেবতা ও জলের ঐক্য ভাবনা করিতে করিতে সবিন্দু মাতৃকাবর্ণগুলিকে বিলোমে জপ করিতে করিতে সেইরূপ মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞ উডুম্বর, প্লক্ষ (পাকুড়) গাছের ছালের কষায়ের দ্বারা বা পলাশ গাছের ত্বকের রসের দ্বারা বা কর্পূর, চন্দন ও পুষ্পের দ্বারা সুবাসিত তীর্থ জলের দ্বারা আত্মার সহিত অভেদে দেবতা বুদ্ধিতে ঘটকে পূর্ণ করিবেন। ৬৬-৬৭

তাহার পর গুরু পূর্ববৎ স্থাপিত অর্ঘ্য শঙ্খে কলশ পূরণ জলের অবশিষ্ট জলের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া "গন্ধদ্বারাম্‌" ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধাষ্টক চূর্ণ আলোড়িত (গুলিয়া) ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া সেই শঙ্খে সমস্ত (৯৪টি) কলার আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। ৬৮

প্রথমে বহ্নির দশটি কলা, পরে সূর্য্যের দ্বাদশটি কলা, পরে সোমের ষোলটি কলা ও পশ্চাৎ পঞ্চাশৎ কলা পূজ্য। ৬৯

বিবৃতি। প্রথমে শঙ্খ জলে বহ্নি, সূর্য্য ও সোমের আটত্রিশটি কলার তাহার পর পঞ্চ তারোৎপন্ন একপঞ্চাশৎ কলার ও তাহার পর পাঁচটি গুপ্ত

জপিত্বা প্রতিলোমেন মূলমন্ত্রঞ্চ মন্ত্রবিৎ।
সমাহিতেন মনসা ধ্যায়ন্ মন্ত্রস্য দেবতাম্ ॥ ৭০
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্বীত তত্র তত্র বিচক্ষণঃ।
কলাত্মকং শঙ্খসংস্থং ক্বাথং কুম্ভে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৭১
গন্ধাষ্টকং তৎ ত্রিবিধং শক্তি-বিষ্ণু শিবাত্মকম্।
চন্দনাগুরু-কর্পূর-চোর-কুঙ্কুম-রোচনাঃ।
জটামাংসী-কপি-যুতাঃ শক্তের্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ ॥ ৭২
চন্দনাগুরু-হ্রীবের-কুষ্ঠ-কুঙ্কুম-সেব্যকাঃ।
জটামাংসী-মুরমিতি বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ ॥ ৭৩
চন্দনাগুরু-কর্পূর-তমাল-জল-কুঙ্কুমম্।
কুশীত-কুষ্ঠ-সংযুক্তং শৈবং গন্ধাষ্টকং স্মৃতম্ ॥ ৭৪

কলার আবাহন ও পূজা হইবে। অকারোৎপন্ন কলার পূজার অনন্তর "হংসঃ শুচিষদ্" ইত্যাদি হংস ঋক্, উকারোৎপন্ন কলার পূজার অনন্তর "প্রতদ্বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি ঋক্, মকারোৎপন্ন কলার পূজার অনন্তর "ত্র্যম্বকং" ইত্যাদি ঋক্, বিন্দুজাত কলার পূজার অনন্তর "তদ্‌বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি ঋক্ এবং নাদজাত কলার পূজার অনন্তর "বিষ্ণুর্যোনিং" ইত্যাদি ঋক্ পাঠ করিবেন। ইহা প্রপঞ্চসার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৬৯

তাহার পর মন্ত্রবিৎ বিচক্ষণ গুরু সমাহিত চিত্তে মন্ত্রের দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে প্রতিলোমে মূলমন্ত্র জপ করিয়া মন্ত্রের দেবতাকে আবাহন করিয়া প্রতিমা থাকিলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবেন। পরে মূলমন্ত্রে শঙ্খস্থ কলাত্মক ক্বাথ বা তীর্থ জলকে কুম্ভে নিঃক্ষেপ করিবেন। ৭০-৭১

পূর্বোক্ত সেই গন্ধাষ্টক ত্রিবিধ—শক্তি গন্ধাষ্টক, বিষ্ণু গন্ধাষ্টক ও শিব গন্ধাষ্টক। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, চোর (কৃষ্ণ শঠী), কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও কপি (গাঠিয়াল) এই গুলিকে শক্তির গন্ধাষ্টক জানিবেন। ৭২

চন্দন, অগুরু, হ্রীবের (বালা), কুষ্ঠ (কুড়), কুঙ্কুম, সেব্যক (শ্বেত গন্ধবেণা), জটামাংসী ও মুরা (দেবদারু)—সমানভাগে এই গুলিকে বিষ্ণুর গন্ধাষ্টক জানিবেন। ৭৩

চন্দন, অগুরু, কর্পূর, তমাল পত্র, জল (বালা), কুঙ্কুম, রক্তচন্দন ও কুষ্ঠ—এই গুলি শৈব গন্ধাষ্টক বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭৪

সংস্থাপনং সন্নিধানং সন্নিরোধমনন্তরম্।
সকলীকরণং পশ্চাদ্ বিদধ্যাদবগুণ্ঠনম্॥ ৮৩
অমৃতীকরণং কৃত্বা কুর্বীত পরমীকৃতিম্।
ক্রমাদেতানি কুর্বীত স্বমুদ্রাভিঃ সমাহিতঃ॥ ৮৪

আবাহনের পর মূলমন্ত্রাতে আগমোক্ত শ্লোক পড়িয়া ক্রমে ক্রমে তত্তৎ মুদ্রা দ্বারা সংস্থাপন (স্থাপন প্রার্থনা) আসন দান, উপবেশন, সন্নিধান (নিকট অবস্থিতির প্রার্থনা) সন্নিরোধন (অনগ্রচিত্তের প্রার্থনা) অনন্তর সকলীকরণ (পূর্ণরূপে অবস্থিতির প্রার্থনা) ও পরে অবগুণ্ঠন (অযোগ্য দৃষ্টির অবিষয়ের আপাদন) করিবেন। ৮৩

বিবৃতি। মুখ্যে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা গণেশাদ্যর্চনং ভবেৎ। গণেশ এব মুখ্যশ্চেৎ তত্র সূর্য্যক্রমাদ্ ভবেৎ॥ এই বচন হইতে জানা যায় যে, আবাহনাদির পর মুখ্য দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি মাত্র প্রদান করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া মুখ্য দেবতার পূজা করিবেন। যেখানে গণেশ মুখ্য দেবতা, সেখানে সূর্য্যাদি দেবতার পূজা করিয়া পরে মুখ্য গণেশের পূজা করিবেন। কেহ কেহ বলেন—মুখ্য দেবতার পূজা সমাপ্ত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা কর্ত্তব্য। ইহা নিজ নিজ বিজ্ঞ গুরু সম্প্রদায়ের নিকট সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কার্য্য করিবেন। ৮৩

তাহার পর অমৃতীকরণ (আনন্দ পূর্ণতার অবস্থিতির প্রার্থনা) করিয়া পরমীকরণ (সমস্ত অপরাধের সহিষ্ণুতা প্রার্থনা) করিবেন। সমাহিত হইয়া তৎ তৎ মুদ্রা দ্বারা ক্রমে ক্রমে এইগুলি করিবেন। ৮৪

বিবৃতি। আবাহনী মুদ্রা করিয়া মূলমন্ত্র পাঠের পর—ওঁ আত্ম-সংস্থমজং শুদ্ধং ত্বামহং পরমেশ্বর। অরণ্যামিব হব্যাংশং মূর্ত্তাবাবাহয়াম্যহম্॥ অমুক ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ বলিয়া, স্থাপিনী মুদ্রা করিয়া মূলমন্ত্র পাঠান্তে—ওঁ তবেয়ং মহিমামূর্ত্তিস্তস্যাং ত্বাং সর্বগং প্রভো॥ ভক্তিস্নেহ-সমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহম্॥ অমুক ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ বলিয়া, মূলমন্ত্র পাঠান্তে—ওঁ সর্বান্তর্যামিনে দেব। সর্ববীজময়ং শুভম্। স্বাত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্। অমুক আসনং গৃহাণ বলিয়া, ওঁ অস্মিন্ বরাসনে দেব। সুখাসীনোঽক্ষরাত্মক।। প্রতিষ্ঠিতো ভবেশ। ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বর।॥ অমুক উপবিষ্টো ভব বলিয়া, পরে সন্নিধাপিনী মুদ্রা করিয়া মূলমন্ত্র পাঠান্তে—অনন্যা তব দেবেশ। মূর্ত্তি-শক্তিরিয়ং প্রভো। সান্নিধ্যং কুরু তস্যাং ত্বং ভক্তানুগ্রহতৎপর।॥ অমুক ইহ

অথোপচারান্ কুর্বীত মন্ত্রবিৎ স্বাগতাদিকান্।
স্বাগতং কুশলপ্রশ্নং নিগদেদগ্রতো গুরুঃ ॥ ৮৫
পাদ্যং পাদাম্বুজে দদ্যাদ্ দেবস্য হৃদয়াণুনা।
এতচ্ছ্যামাক-দূর্বাব্জ-বিষ্ণু-ক্রান্তাভিরীরিতম্ ॥ ৮৬
স্বধামন্ত্রেণ বদনে দদ্যাদাচমনীয়কম্।
জাতি-লবঙ্গ-কক্কোলৈস্তদুক্তং তন্ত্র-বেদিভিঃ ॥ ৮৭

সন্নিধেহি। বলিয়া, পরে সন্নিরোধিনী মুদ্রা করিয়া মূলমন্ত্র পাঠান্তে "ওঁ অজ্ঞয়া ভব দেবেশ কৃপাম্ভোধে! প্রসীদ মে।। আত্মানন্দৈকতৃপ্তং ত্বাং নিরুণধ্মি পিতর্গুরো।। অমুক ইহ সন্নিরুধ্যস্ব বলিয়া, সম্মুখীকরণ মুদ্রা[১] করিয়া—ওঁ অজ্ঞানাদ্ দুর্মনস্ত্বাদ্ বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ। যদাহপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তদাহপ্যভিমুখীভব। "অত্র বিষ্ঠানং কুরু" বলিয়া, পরে প্রার্থনা মুদ্রা[২] করিয়া মূলমন্ত্র পাঠান্তে—দৃশা পীযূষবর্ষিণ্যা পূরয়ন্ যজ্ঞবিষ্টরম্। মূর্ত্তো বা যজ্ঞসম্পূর্ত্তৈঃ স্থিরো ভব মহেশ্বর। "মম পূজাং গৃহাণ" বলিয়া প্রার্থনা করিবেন। পরে দেবতার অঙ্গে, ষড়ঙ্গন্যাসের দ্বারা সকলীকরণ করিয়া, অবগুণ্ঠন মুদ্রা করিয়া—ওঁ অভক্ত বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-দূরাসিত-দ্যুতে।। স্বতেজঃপঞ্জরেণাশু বেষ্টিতো ভব সর্বদা। বলিয়া অবগুণ্ঠন করিয়া, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ (আনন্দ পূর্ণতার অবস্থিতি প্রার্থনা) এবং মহামুদ্রা দ্বারা পরমীকরণ (সর্ব অপরাধের সহিষ্ণুত্ব প্রার্থনা) করিবেন। ৮৪

আবাহনাদির পর মন্ত্রবিৎ গুরু স্বাগতাদি উপচার প্রদান করিবেন। মূলমন্ত্রের অন্তে শ্লোক মন্ত্র পড়িয়া দেবতার অগ্রে কুশল প্রশ্নরূপ স্বাগত প্রশ্ন করিবেন। ইহার পর মূলমন্ত্রান্তে শ্লোকমন্ত্র পড়িয়া "সুস্বাগতম্" বলিবেন। ৮৫

নমো মন্ত্রের দ্বারা দেবতার পাদপদ্মে পাদ্য প্রদান করিবেন। শ্যামাঘাস, দূর্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা দ্বারা পাদ্য উক্ত হইয়াছে। ৮৬

স্বধামন্ত্রের (বং) দ্বারা দেবতার মুখে আচমনীয় দান করিবেন। তন্ত্রবিদ্‌গণ কর্তৃক জাতীফল (জাইফল) লবঙ্গ ও কক্কোলের মিশ্রিত জল দ্বারা আচমন উক্ত হইয়াছে। ৮৭

১। মুষ্টিবদ্ধ হস্তাঙ্গুষ্ঠৌ সম্মুখৌ চ পরস্পরম্।
সংশ্লিষ্টাবূর্দ্ধ্বগৌ কুর্য্যাৎ সেয়ং সম্মুখমুদ্রিকা।
২। উন্নতাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ মিথঃ শ্লিষ্টৌ চ সম্মুখৌ।
কুর্য্যাৎ হৃদয়ে সেয়ং মুদ্রা প্রার্থন-সংজ্ঞিকা।

অর্ঘ্যং দিশেৎ ততো মূর্দ্ধ্নি শিরোমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
গন্ধ-পুষ্পাক্ষত-যব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপৈঃ।
সদূর্বৈঃ সর্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদীরিতম্‌ ॥ ৮৮
সুধাণুনা ততঃ কুর্য্যান্‌ মধুপর্কং মুখাম্বুজে।
আজ্যং দধি-মধুম্মিশ্রমেতদুক্তং মনীষিভিঃ ॥ ৮৯
তেনৈব মনুনা কুর্য্যাদদ্ভিরাচমনীয়কম্‌।
গন্ধাদ্ভিঃ কারয়েৎ স্নানং বাসসী পরিধাপয়েৎ।

তাহার পর মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু শিরোমন্ত্র (স্বাহা) দ্বারা দেবতার মস্তকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবেন। গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ ও দূর্বা দ্বারা সমস্ত দেবতার অর্ঘ্য উক্ত হইয়াছে। ৮৮

বিবৃতি। পূজার সামর্থ্য অনুসারে উপচার দিতে হয়। এই উপচার সাধারণতঃ সাত প্রকার—(১) চতুঃষষ্টি (৬৪) উপচার, (২) অষ্টত্রিংশৎ (৩৮)) উপচার, (৩) অষ্টাদশ (১৮) উপচার, (৪) ষোড়শ (১৬) উপচার, (৫) দ্বাদশ উপচার, (৬) দশ উপচার ও (৭) পঞ্চ উপচার। অনেকে ষোড়শ উপচারে পূজা করেন। কিন্তু আসন প্রভৃতি উপচার দ্রব্যগুলি যথাযথ দেন না। ইহাতে যথাযথ ফল হয় না। চারি আঙ্গুল দীর্ঘ প্রস্থ রৌপ্যাসন দিতে অসমর্থ হইলে কম্বলাসন দেওয়া যায়। কিন্তু অর্দ্ধাঙ্গুল রৌপ্যাসন বা টিনের আসন দেওয়া ঠিক নহে। এইরূপ সমস্ত উপচারই শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রদেয়। যথাবিধি ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে না পারিলে দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা কর্ত্তব্য। তথাপি লোক দেখান ষোড়শ উপচার ভাল নহে। মূলের ব্যাখ্যায় রাঘব ভট্ট সংস্থাপনের পর আসনদান ও উপবেশন প্রার্থনা কর্ত্তব্য বলিয়াছেন এবং তাহার শ্লোক মন্ত্রও বলিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের পূজক সম্প্রদায়ে বা তন্ত্রসারাদি গ্রন্থে ঐ ক্রম প্রচলিত নাই। স্বাগত প্রশ্নের পূর্বে আসনদান প্রচলিত আছে। উপবেশন প্রার্থনার প্রচলন নাই। বিজ্ঞ ব্যক্তি যুক্তাযুক্ত বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। ৮৮

তাহার পর সুধা মন্ত্রের দ্বারা মুখপদ্মে মধুপর্ক প্রদান করিবেন। ঘৃত, দধি, শর্করা ও মধু মিশ্রিত দ্রব্যগুলিকে মনীষিগণ মধুপর্ক বলিয়া থাকেন। ৮৯

সেই পূর্বোক্ত সুধা মন্ত্রে আচমনীয় জলের দ্বারা আচমন নিবেদন করিবেন। তাহার পর সুগন্ধ তৈল ও উদ্বর্ত্তন প্রদান করিয়া অবিকলাঙ্গ শুচি ব্যক্তি কর্ত্তৃক শুদ্ধ পরিষ্কৃত পাত্রে আহৃত সুগন্ধ নির্মল কেশ কণ্টাদি রহিত জলের দ্বারা স্নান

দদ্যাদ্ দিব্যোপবীতঞ্চ হারাদ্যাভরণৈঃ সহ ॥ ৯০

ন্যাস-ক্রমেণ মনুনা পুটিতৈর্মাতৃকাক্ষরৈঃ।
অভ্যর্চ্য দেবীং গন্ধাদ্যৈরঙ্গাদীন্ পূজয়েৎ ততঃ।
গন্ধশ্চন্দন-কর্পূর-কালাগুরুভিরীরিতঃ ॥ ৯১

কমলে করবীরে দ্বে কুমুদে তুলসীদ্বয়ম্।
জাতীদ্বয়ং কেতকে দ্বে কহ্লারং চম্পকোৎপলে ॥ ৯২

কুন্দ-মন্দার-পুন্নাগ-পাটলা নাগ-চম্পকম্।
আরগ্বধং কর্ণিকারং পারন্তী নবমল্লিকা ॥ ৯৩

করাইবেন। তাহার পর বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধাপন করাইবেন। তাহার পর হারাদি আভরণের সহিত উত্তম যজ্ঞোপবীত প্রদান করিবেন। ৯০

বিবৃতি। পাদ্য দানের পর, স্নানের পর, বস্ত্র দানের পর, উপবীত দানের পর ও নৈবেদ্যদানের পর আচমন দিবেন। ইহা মহাকপিল পঞ্চরাত্র ও জ্ঞানমালাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। রাঘবভট্ট প্রথমে নমো মন্ত্র, পরে উপচার দানের শ্লোক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপচার দ্রব্যের উল্লেখ ও প্রোক্ষণাদি পূর্বক মূল মন্ত্রে উপচার দান করিতে বলিয়াছেন। মূলে সুধামন্ত্রের দ্বারা দেবতার মুখে আচমন দান বিহিত হইয়াছে। তন্ত্রসারকার স্বাহা মন্ত্রে আচমন দিতে বলিয়াছেন। মৈথিলগণও তাহাই বলেন। তাঁহারা সুধা স্থলে স্বধা পাঠ সঙ্গত মনে করেন। সাধকগণ নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। ৯০

তাহার পর ন্যাস ক্রমে অর্থাৎ উপচার দানের পূর্বে দেবতার দেহে যে ক্রমে ন্যাস করা হইয়াছিল, সেই ক্রমে মূলমন্ত্র পুটিত এক একটি মাতৃকাবর্ণের দ্বারা ইষ্ট দেবতার অর্চনা করিয়া তাহার পর গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা দেবীর অর্চনা করিয়া তাহার পর গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা অঙ্গ দেবতা ও আবরণ দেবতার পূজা করিবেন। কর্পূর ও কৃষ্ণাগুরু সহিত মিশ্রিত চন্দন গন্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৯১

শ্বেত ও রক্ত পদ্ম, শ্বেত ও রক্ত করবীর, কুমুদ (উৎপল), শ্বেত ও কৃষ্ণ তুলসী, জাতী দ্বয়, শ্বেত ও পীত কেতক (কেয়াফুল), কহ্লার (শ্বেতপদ্ম), চম্পক, উৎপল, কুন্দ, মন্দার, পুন্নাগ (নাগকেশর), পাটল (পারুল), নাগ-চম্পক, আরগ্বধ (রাজবৃক্ষের ফুল), কর্ণিকার, পারন্তী, সৌগন্ধিক (কহ্লার

সৌগন্ধিকং সকোরন্টং পলাশাশোক-মল্লিকাঃ।
ধুস্তূরং সর্জকং বিল্বমর্জুনং মুনিপুষ্পকম্ ॥ ৯৪

অন্যান্যপি সুগন্ধীনি পত্র-পুষ্পাণি দেশিকৈঃ।
উপদিষ্টানি পূজায়ামাদদীত বিচক্ষণঃ ॥ ৯৫

মলিনং ভূমি-সংস্পৃষ্টং কৃমি-কেশাদি-দূষিতম্।
অঙ্গস্পৃষ্টং সমাঘ্রাতং ত্যজেৎ পর্য্যুষিতং গুরুঃ ॥ ৯৬

দেবস্য মস্তকং কুর্য্যাৎ কুসুমোপহিতং সদা।
পূজাকালে দেবতায়া নোপরি ভ্রাময়েৎ করম্ ॥ ৯৭

বিশেষ), কোরন্ট, পলাশ, অশোক, মল্লিকা, ধুস্তুর, সর্জক (শাল), বিল্ব, অর্জুন, মুনিপুষ্প (বকপুষ্প) ও বিহিত অন্যান্য সুগন্ধ পত্র ও পুষ্প বিচক্ষণ গুরু পূজার জন্য গ্রহণ করিবেন। নিষিদ্ধ পুষ্প[1] গ্রহণ করিবেন না। ৯২-৯৫

বিবৃতি। মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশে পর, অপর, উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে পাঁচ প্রকার পুষ্প কথিত হইয়াছে। সুবর্ণ রচিত পুষ্প পর, চিত্রবস্ত্র-রচিত অপর, বৃক্ষ, গুল্ম, লতাজাত পুষ্প উত্তম, ফলরূপ মধ্যম, পত্র ও জলাদিরূপ পুষ্প অধম। উৎসৃষ্ট পুষ্প দ্বারা আর পূজা হইবে না। উৎসৃষ্টং ন ক্রিয়াযোগ্যং সদা যোগ্যে পরাপরে—মন্ত্র তন্ত্র প্রকাশের এই বচন অনুসারে বুঝা যায়—পর ও অপর পুষ্প উৎসৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা আবার পূজা হইতে পারে। ৯৫

গুরু মলিন পুষ্প, ভূমি-পতিত পুষ্প, কৃমি কেশাদি দ্বারা দূষিত পুষ্প অঙ্গস্পৃষ্ট পুষ্প, আঘ্রাত পুষ্প ও পর্য্যুষিত (বাসি) পুষ্প[2] ত্যাগ করিবেন। ৯৬

দেবতার মস্তককে সর্বদা পুষ্পশোভিত করিবেন। পূজাকালে দেবতার উপরে হাত ঘুরাইবেন না। ৯৭

১। শারদাতিলক, প্রপঞ্চসার, তন্ত্রসার, ক্রিয়াকাণ্ড সুধার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থে নিষিদ্ধ পুষ্পের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

২। ন পর্য্যুষিত-দোষোঽস্তি জলজোৎপল-চম্পকে। তুলস্যগস্ত্য-বকুলে বিল্ব-গঙ্গাজলে তথা। জ্ঞানমালা তন্ত্রের এই বচনে পদ্ম, উৎপল, চম্পক, তুলসী, অগস্ত্য, বিল্ব ও গঙ্গাজল পর্য্যুষিত দোষে দুষ্ট হয় না। পদ্মকং পঞ্চরাত্রং স্যাদ্ দশরাত্রঞ্চ বিল্বকম্। তুলস্যেকাদশাহাৎ তু পুনঃ প্রক্ষাল্য পূজয়েৎ। এই বচন অনুসারে পদ্ম পাঁচ দিন, বিল্বপত্র দশ দিন, তুলসী এগার দিন পর্য্যুষিত হয় না। ঐ সকল পত্র ও পুষ্প ধুইয়া পূজা করা যায়। তুলসী নির্মাল্য হয় না।

অগুরূশীর-গুগ্গুলু-শর্করা-মধু-চন্দনৈঃ।
ধূপয়েদাজ্য-সংমিশ্রৈর্নাভৈর্দেবস্য দেশিকঃ ॥ ৯৮
বর্ত্ত্যা কর্পূর-গর্ভিণ্যা সর্পিষা তিলজেন বা।
আরোপ্য দর্শয়েদ্ দীপানুচ্চৈঃ সৌরভ-শালিনঃ ॥ ৯৯
স্বাদূপদংশং বিমলং পায়সং সহ-শর্করম্।
কদলী-ফল-সংযুক্তং সাজ্যং মন্ত্রী নিবেদয়েৎ ॥ ১০০

ঘৃত-মিশ্রিত অগুরু, উশীর (গন্ধবেণা), গুগ্গুল, চিনি, মধু ও চন্দনের ধূমের দ্বারা দেবতার পাদ হইতে নাভি পর্য্যন্ত নিম্নদেশ ধূপিত করিবেন। ৯৮

বিবৃতি। রাঘবভট্ট ধূপদানের প্রকার এইরূপ বলিয়াছেন :—প্রথমে "ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে ঘণ্টাকে পূজা করিবেন। পরে ধূপপাত্রকে "ফট্" মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া "নমঃ" মন্ত্রে তাহাতে পুষ্প দিয়া বামতর্জ্জনী দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া বামহাতে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দেবতার যশঃ স্তুতি করিতে করিতে দেবতাকে ধূপ ও দীপ নিবেদন করিবেন। দীপের উৎসর্গকালে বাম হাতের মধ্যমা দ্বারা দীপপাত্র স্পর্শ করিবেন। ৯৮

কর্পূর গর্ভ সুগন্ধ বর্ত্তীসমূহকে (বাতিগুলিকে) ঘৃত বা তিলতৈল, মোম বা অন্য তৈলের দ্বারা সিক্ত করিয়া দেবতার উচ্চে (নেত্রদেশে) দীপগুলিকে দেখাইবেন। ৯৯

মন্ত্রজ্ঞ গুরু নির্দোষ ঘৃতযুক্ত ও কদলীফলসংযুক্ত সুস্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্য ও শর্করার সহিত পায়স অন্ন মন্ত্রজপ্ত জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবেন। ১০০

বিবৃতি। রাঘব ভট্টোক্ত নৈবেদ্য দানের প্রকার এইরূপ :—প্রথমে অস্ত্রমন্ত্র জপ্ত জলের দ্বারা নৈবেদ্যের প্রোক্ষণ, পরে চক্রমুদ্রা দ্বারা অভিরক্ষণ, পরে বায়ুবীজের দ্বারা দ্বাদশ বার অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা হবিঃ সংপ্রোক্ষণ, তাহা হইতে উত্থিত বায়ুর দ্বারা নৈবেদ্যের দোষ সংশোধন, পরে দক্ষিণ করতলে অগ্নিবীজ চিন্তা করিয়া বাম করতলকে দক্ষিণ করতলের পৃষ্ঠে সংযুক্ত করিয়া নৈবেদ্যে প্রদর্শন, তাহার দ্বারা উত্থাপিত অগ্নিদ্বারা নৈবেদ্যের দোষ দাহ, পরে বাম-করতলে অমৃতবীজ চিন্তা করিয়া দক্ষিণকরতলকে বামকরতলের পৃষ্ঠ লগ্ন করিয়া নৈবেদ্যে প্রদর্শন, পরে তাহা হইতে উত্থাপিত অমৃত-ধারা দ্বারা নৈবেদ্যকে প্লাবিত চিন্তা করিয়া, মূলমন্ত্র জপ্ত জলের দ্বারা নৈবেদ্যের সংপ্রোক্ষণ,

তত্র তত্র জলং দদ্যাদুপচারান্তরান্তরা ।
অঙ্গাদি-লোকপালান্তং যজেদাবরণান্যপি ॥ ১০১

কেশরেম্বগ্নিকোণাদি হৃদয়াদীনি পূজয়েৎ ।
নেত্রমগ্রে দিশাস্বস্ত্রং ধ্যাতব্যা অঙ্গ-দেবতাঃ ॥ ১০২

তুষার-স্ফটিক-শ্যাম-নীল-কৃষ্ণারুণার্চিষঃ ।
বরদাভয়-ধারিণ্যঃ প্রধান-তনবঃ স্ত্রিয়ঃ ।
পশ্চাদভ্যর্চনীয়াঃ স্যুঃ কল্পোক্তাবৃতয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ১০৩

পরে সমস্ত নৈবেদ্যকে অমৃত-স্বরূপ ধ্যান করিয়া নৈবেদ্যকে স্পর্শ করিয়া মূল-মন্ত্র আটবার জপ করিয়া ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া জল ও গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেবতার মুখ হইতে তেজঃ নির্গত এই ধ্যান করিয়া বাম অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা প্রধান নৈবেদ্য পাত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া স্বাহান্ত মূলমন্ত্র ও শ্লোকমন্ত্র পাঠ করিয়া "সাঙ্গায় সপরিবারায় দেবায় নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ" মন্ত্রে জল ছড়াইয়া নৈবেদ্য মুদ্রা দেখাইবেন। পরে পুষ্পযুক্ত দুই হস্তের দ্বারা নৈবেদ্য পাত্র তিনবার তুলিয়া "নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে" বলিবেন। অন্য দেবতার পূজা কালে হরে স্থলে সেই দেবতার সম্বোধনান্ত নাম বলিবেন। পরে বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা ও দক্ষিণহস্তে প্রাণাদিমুদ্রা দেখাইতে দেখাইতে ওঁ প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। ১০০

সেই সেই উপচারের মধ্যে মধ্যে জল দিবেন। হৃদয়াদি অঙ্গদেবতা হইতে লোকপালান্ত আবরণ দেবতাগণকে নমোঽন্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন এবং মধ্যে মধ্যে জল দিবেন। ১০১

আবরণ দেবতার পূজা স্থান :—কেশর সমূহে ও অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ব্য ও ঈশান কোণ সমূহে হৃদয়াদি অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। দেবতার পুরোভাগে কর্ণিকায় নেত্রের পূজা করিবেন এবং দিক্ সমূহে অস্ত্রের পূজা করিবেন। তুষারবর্ণ, স্ফটিকবর্ণ, শ্যামবর্ণ, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, অরুণবর্ণ অঙ্গদেবতা সমূহকে ধ্যান করিবেন। স্ত্রীরূপা বরদ ও অভয় মুদ্রাধারিণী অঙ্গদেবতাগণ প্রধান দেবতার দেহ-স্বরূপা ধ্যান করিবেন। অঙ্গাদি লোকপাল পর্যন্ত অঙ্গাবরণ দেবতার পূজার পরে ক্রমে ক্রমে কল্পোক্ত আবরণ দেবতা সমূহের পূজা করিবেন। ১০২-১০৩

অন্তে যজেল্ লোকপালান্ মূল-পারিষদাধিতান্ ।
হেতি-জাত্যধিপোপেতান্ দিক্ষু পূর্বাদিতঃ ক্রমাৎ ॥ ১০৪

ইন্দ্রমগ্নিং যমং রক্ষো বরুণং পবনং বিধুম্ ।
ঈশানং পন্নগাধীশমধ ঊর্ধ্বং পিতামহম্ ॥ ১০৫

পীতো রক্তো সিতো ধূম্রঃ শুক্লো ধূম্রঃ সিতাবুভৌ ।
গৌরোঽরুণঃ ক্রমাদেতে বর্ণতঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০৬

সর্বশেষে বাহ্যে পূর্বাদি দিকসমূহে ক্রমে ক্রমে বীজযুক্ত, বাহনযুক্ত, জাতি ও অধিপতি যুক্ত, হেতি (আয়ুধ) যুক্ত ও মূল পরিষদ যুক্ত ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণকে পূজা করিবেন। ১০৪

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, রক্ষঃ (নির্ঋতি), বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশানকে এবং অধোদেশে অনন্ত ও উর্ধ্বে ব্রহ্মাকে পূজা করিবেন। ১০৫

বিবৃতি। ইন্দ্রাদি লোকপালগণের যথাক্রমে বীজ হইতেছে লং রং মং ক্ষং বং যং সং হং অং ও কম্। ইঁহাদের যথাক্রমে জাতি হইতেছে—ইন্দ্র সুরজাতি, অগ্নি তেজোজাতি, যম প্রেতজাতি, নৈর্ঋতি রক্ষোজাতি, বরুণ জলজাতি, বায়ু প্রাণজাতি, সোম নক্ষত্র জাতি, ঈশান ভূতজাতি, অনন্ত নাগজাতি ও ব্রহ্মা লোকজাতি। ইঁহাদের যথাক্রমে বাহন হইতেছে ঐরাবত, ছাগ, মহিষ, নর, মকর, মৃগ, অশ্ব, বৃষভ, রথ ও হংস। যখন মূল দেবতা শক্তি, তখন মূল-পারিষদ শব্দের অর্থঃ—শক্তি পারিষদ, যখন মূল দেবতা গণেশ, তখন গণেশ পারিষদ, যখন মূল দেবতা শিব, তখন শিব পারিষদ ইত্যাদি বলিতে হইবে। লোকপালগণের পূজা মন্ত্র হইতেছে—ওঁ লং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় সশক্তিকায় বিষ্ণুপারিষদায় নমঃ। এইরূপ ওঁ রং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে ইত্যাদি। লোকপালগণের পূজায় লোকপাল মুদ্রা[১] দেখাইতে হয়। ১০৫

ইহারা বর্ণে যথাক্রমে পীত, রক্ত, শুক্ল, ধূম্র, শুক্ল, ধূম্র, শুক্ল, শুক্ল, গৌর ও অরুণ বর্ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ১০৬

১। পাণিদ্বয়ে সুসংলগ্নে শাখাঃ সর্বাঃ প্রসারিতাঃ।
লোকেশানামিয়ং মুদ্রা তেষামর্চাসু দর্শয়েৎ ॥—রাঘব ভট্ট ধৃত

বজ্রং শক্তিং দণ্ডমসিং পাশমঙ্কুশকং গদাম্ ।
শূলং চক্রং পদ্মমেষামায়ুধানি ক্রমাদ্ বিদুঃ ॥ ১০৭
পীত-শুক্ল-সিতাকাশ-বিদ্যুদ্-রক্ত-সিতাসিতাঃ ।
করবিন্দ-পাটলাভা বজ্রাদ্যা পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০৮
এবং সম্পূজ্য বিধিবন্ নিবেদ্যান্তং ততো গুরুঃ ।
দক্ষিণে স্থণ্ডিলং কৃত্বা তত্রাধায় হুতাশনম্ ॥ ১০৯
সংস্কৃত্য বিধিবদ্ বিদ্বান্ বৈশ্বদেবং সমাচরেৎ ।
তত্র সম্পূজ্য গন্ধাদ্যৈর্দেবতামুক্তবিগ্রহাম্ ॥ ১১০
তার-ব্যাহৃতিভির্হুত্বা মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।
সর্পিষ্মতা পায়সেন পঞ্চবিংশতি-সংখ্যয়া ॥ ১১১
হুত্বা ব্যাহৃতিভির্ভূয়ো গন্ধাদ্যৈঃ পুনরর্চয়েৎ ।
তাং যোজয়িত্বা পীঠস্থ-মূর্ত্তৌ বহ্নিং বিসর্জয়েৎ ॥ ১১২

এই লোকপালগণের যথাক্রমে বজ্র, শক্তি, দণ্ড, অসি (খড়্গ), পাশ, অঙ্কুশ গদা, শূল, চক্র ও পদ্মকে আয়ুধ জানিবেন। এই বজ্র প্রভৃতি দশটি আয়ুধ যথাক্রমে পীতবর্ণ, শুক্লবর্ণ, সিত (শুক্লবর্ণ), আকাশবর্ণ (নীলবর্ণ), বিদ্যুৎবর্ণ, রক্তবর্ণ, সিতবর্ণ, অসিত (কৃষ্ণ)বর্ণ, করবিন্দ বর্ণ (অতসীতুল্য বৃক্ষের পুষ্পের ন্যায় বর্ণ—নীলবর্ণ), পাটলবর্ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১০৭-১০৮

বিবৃতি। রাঘবভট্টোক্ত অস্ত্র পূজার মন্ত্র হইতেছে—ওঁ বজ্রায় বজ্র-লাঞ্ছিত-মৌলয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় সশক্তিকায় বিষ্ণু-পারিষদায় নমঃ। অন্যান্য আয়ুধ পূজার মন্ত্র এই প্রকার উহ্য করিতে হইবে। ১০৮

মন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ গুরু এই প্রকারে বিধিবৎ নৈবেদ্য পর্য্যন্ত পূজা করিয়া, তাহার পর দক্ষিণে স্থণ্ডিল করিয়া, সেই স্থণ্ডিলে বহ্নি স্থাপন করিয়া, সেই বহ্নির বিধিবৎ বীক্ষণাদি চারিটি সংস্কার, ঘৃতের সংস্কার, অগ্নির গর্ভাধানাদি সংস্কার করিয়া সেই বহ্নিতে উক্ত বিগ্রহবতী দেবতাকে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া বৈশ্বদেব কৃত্য করিবেন। ১০৯-১১০

মন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ গুরু প্রণব ও পৃথক্ পৃথক্ ব্যাহৃতি দ্বারা চারিবার এবং সমস্ত ব্যাহৃতি দ্বারা একবার হোম করিয়া মূলমন্ত্রে ঘৃত-যুক্ত পায়সের দ্বারা পঞ্চবিংশতিবার (২৫) হোম করিয়া অনন্তর ব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিয়া অনন্তর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের দ্বারা দেবতাকে অর্চনা করিয়া পীঠস্থ মূর্ত্তিতে সেই সেই দেবতাকে যুক্ত করিয়া বহ্নিকে বিসর্জন করিবেন। ১১১-১১২

অবশিষ্টেন হবিষা বিকিরেৎ পরিতো বলিম্ ।
দেবতায়াঃ পার্ষদেভ্যো গন্ধ-পুষ্পাক্ষতান্বিতম্ ॥ ১১৩
ততো নিবেদ্যমুদ্ধৃত্য শোধয়িত্বা জলং পুনঃ ।
পঞ্চোপচারৈঃ সম্পূজ্য দর্শয়েচ্ছত্র-চামরে ॥ ১১৪
কর্পূর-শকলোন্মিশ্রং তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ ।
সহস্রাবৃত্য সংজপ্য মূলমন্ত্রমনন্যধীঃ ।
তজ্জপং সর্বসম্পত্ত্যৈ দেবতায়ৈ সমর্পয়েৎ ॥ ১১৫
ততঃ শম্ভোর্দিশি গুরুর্বিকিরে পূর্ব-সঞ্চিতে ।
হেমবস্ত্রাদি-সংযুক্তাং কর্করীং তোয়-পূরিতাম্ ॥ ১১৬
সংস্থাপ্য তস্যাং সিংহস্থাং খড়্গ-খেটক-ধারিণীম্ ।
ঘোররূপাং পশ্চিমাস্যাং পূজয়েদস্ত্র-দেবতাম্ ॥ ১১৭

তাহার পর চতুর্দিকে দেবতার এই পার্ষদগণকে হোমাবশিষ্ট হবির সহিত গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত যুক্ত বলি নিক্ষেপ (প্রদান) করিবেন। ১১৩

তাহার পর মূলমন্ত্রের শেষে শ্লোক মন্ত্র পড়িয়া পানের জন্য জল দিবেন। তাহার পর ভোজন শেষের জল দিয়া নির্গত তেজকে দেবতার মুখে উপসংহার করিয়া নৈবেদ্যের কিয়দংশ বিশ্বক্সেন প্রভৃতিকে দিবেন। তাহার পর নৈবেদ্য তুলিয়া লইয়া পুনরায় জল শোধন করিয়া পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিয়া ছত্র, দর্পণ ও চামর দেখাইয়া ব্যজন করিবেন। ১১৪

তাহার পর কর্পূর খণ্ড মিশ্রিত তাম্বূল নিবেদন করিবেন। তাহার পর একাগ্রচিত্তে সহস্রবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া সর্ব্বসম্পত্তির জন্য জপ সমর্পণ মন্ত্রপাঠ পূর্বক সেই জপ দেবতাকে সমর্পণ করিবেন। ১১৫

বিবৃতি। রাঘব ভট্ট তন্ত্রবচনানুসারে যথাক্রমে জপ সমর্পণের পর অর্ঘ্যদান, শঙ্খের পূজা, মন্ত্র পাঠ পূর্বক দেবতার প্রদক্ষিণ, তাহার পর স্তব পাঠ, হোম ও ব্রহ্মার্পণমন্ত্রে আত্মসমর্পণ ও সংহার মুদ্রায় নিজ হৃৎকমলে দেবতার উপসংহার কর্তব্য বলিয়াছেন। ১১৫

তাহার পর গুরু ঈশানকোণে পূর্ব সঞ্চিত বিকিরের উপর স্বর্ণ, বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত জল পূর্ণ কর্করী (ভৃঙ্গার) স্থাপন করিয়া সেই কর্করীতে সিংহস্থা খড়্গ ও খেটক-ধারিণী ঘোরা পশ্চিমমুখী অস্ত্রদেবতাকে পূজা করিবেন। ১১৬-১১৭

চলাসনেন সম্পূজ্য তামাদায় গুরুঃ পুনঃ।
রক্ষেতি লোকপালানাং নাল-মুক্তেন বারিণা ॥ ১১৮

দেবাজ্ঞাং শ্রাবয়ংস্তঃ পরিবৃত্য প্রদক্ষিণম্।
অস্ত্রমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য যথাপূর্ব্বং নিবেশয়েৎ ॥ ১১৯

অভ্যর্চ্য ভূয়ো গন্ধাদ্যৈরস্ত্রং তত্র স্থিরাসনে।
ততশ্চ সংস্কৃতে বহ্নৌ গোক্ষীরেণ চরুং পচেৎ ॥ ১২০

অস্ত্রেণ ক্ষালিতে পাত্রে নবে তাম্রময়াদিকে।
তণ্ডুলান্ শালি-সম্ভূতান্ মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতান্।
প্রসৃতীনাং পঞ্চদশ ক্ষিপ্ত্বা চাস্ত্রমণুং জপেৎ ॥ ১২১

প্রক্ষাল্য পাত্র-বদনং পিধায় কবচাণুনা।
প্রাঙ্ মুখো মূলমন্ত্রেণ দেশিকেন্দ্রশ্চরুং পচেৎ ॥ ১২২

তাহার পর গুরু উন্নতাসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই কর্করীকে পুনরায় আনিয়া পূজা করিয়া তাঁহার নালমুক্ত জলের দ্বারা "লোকপালানাং রক্ষ" দেবতার এই আজ্ঞা শ্রবণ করাইতে করাইতে মণ্ডপের অন্তর্বেদীর চারিদিকে ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে ঐ স্থানে স্থাপন করিবেন। ১১৮-১১৯

তাহার পর নিশ্চল আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই কর্করীতে পুনরায় গন্ধাদি দ্বারা অস্ত্র দেবতার পূজা করিয়া আচার্য্য কর্তৃক আচার্য্য কুণ্ডে সংস্কৃত বহ্নিতে চরু পাক করিবেন। ১২০

অস্ত্র মন্ত্রে প্রক্ষালিত নূতন তাম্রাদি পাত্রে মূল মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত পঞ্চদশ প্রসৃতি (হস্তকোষ) পরিমিত শালি ধান্যের তণ্ডুল প্রক্ষালিত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া অস্ত্র মন্ত্র জপ করিবেন। ১২১

তাহার পর মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু পূর্ব্বমুখ হইয়া পাত্রের মুখ প্রক্ষালিত করিয়া কবচ মন্ত্রের দ্বারা চরুপাত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া মূলমন্ত্রে চরু পাক করিবেন। ১২২

স্রুবেণাজ্যেন সংস্থিয়ে দত্তাৎ তপ্তাভিঘারণম্।
মূলেন পশ্চাৎ তৎ পাত্রং কবচেনাঽবতারয়েৎ ॥ ১২৩

অস্ত্র-জপ্তে কুশাস্তীর্ণে মণ্ডলে বিধিবদ্ গুরুঃ।
তং বিভজ্য ত্রিধাভাগমেকং দেবায় কল্পয়েৎ ॥ ১২৪

অন্যমগ্নৌ প্রজুহুয়াদপরং দেশিকঃ স্বয়ম্।
শিষ্যেণ সার্দ্ধং ভুঞ্জীত বিহিতাচমনস্তদা ॥ ১২৫

আচান্তং শিষ্যমানীয় সকলীকৃত্য দেশিকঃ।
তালপ্রমাণং হৃজ্জপ্তং ক্ষীর-বৃক্ষাদি-সম্ভবম্ ॥ ১২৬

দন্তকাষ্ঠং তদা দত্তাচ্ছিষ্যায় নিয়তাত্মনে।
দন্তান্ বিশোধ্য স পুনস্তৎ প্রক্ষাল্য বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১২৭

যথাবিধি তমাচান্তং শিখাবন্ধাভিরক্ষিতম্।
বিধায় সার্দ্ধমমুনা বেদ্যাং দর্ভাস্তরে গুরুঃ।

চরু পক্ক হইলে স্রুবে আজ্যকে লইয়া মূলমন্ত্রে তপ্ত চরুতে অভিঘারণ (ঘৃত প্রদান) করিবেন। তাহার পরে গুরু বিধি পূর্ব্বক অস্ত্রমন্ত্র জপ্ত কুশাস্তীর্ণ সেই মণ্ডলে চরুপাত্রকে কবচ মন্ত্রে অবতারণ করিবেন এবং মূলমন্ত্রে সেই চরুকে কুশের দ্বারা সমান তিন ভাগ করিয়া একভাগ দেবতার জন্য কল্পনা (রক্ষা) করিবেন। ১২৩-১২৪

অন্য একভাগ অগ্নিতে মূলমন্ত্রে ২৫ বার হোম করিবেন। তাহার পর তখন দেশিক স্বয়ং শিষ্যের সহিত বিহিত আচমন করিয়া অপর এক ভাগ চরু ভোজন করিবেন। ১২৫

তাহার পর মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু কৃতাচমন শিষ্যকে আনয়ন করিয়া মন্ত্রের ষড়ঙ্গ তাহার দেহে ন্যাস করিয়া তাল প্রমাণ (বিস্তৃত হস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে মধ্যমাগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ) হৃৎ-মন্ত্র জপ্ত ক্ষীর বৃক্ষাদির দন্তকাষ্ঠ সংযত শিষ্যকে তখন দিবেন। সেই শিষ্য সেই দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তগুলির শোধন (মার্জ্জন) করিয়া পুনরায় সেই দন্তকাষ্ঠকে প্রক্ষালন করিয়া বাম হাতে বামভাগে বিসর্জ্জন করিবেন। ১২৬-১২৭

তাহার পর গুরু কৃতাচমন শিষ্যকে যথাবিধি মূলমন্ত্রের শিখামন্ত্রে বা অঘোরাদি মন্ত্রে শিখাবন্ধনাদি দ্বারা অভিরক্ষিত করিয়া সেই বেদীতে ঐ শিষ্যের

শয়ীত তস্যাং তাং রাত্রিমধিবাসঃ সমীরিতঃ ॥ ১২৮

ইতি শ্রীশারদাতিলকে চতুর্থঃ পটলঃ

সহিত দর্ভ শয্যায় সেই রাত্রি শয়ন করিয়া থাকিবেন। মন্ত্র গ্রহণের পূর্বদিনে এই অধিবাস কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইল। ১২৮

বিবৃতি। বেদীতে গুরুর সহিত শিষ্যের নিয়ম পূর্বক দর্ভশয্যায় রাত্রি-বাসের নাম অধিবাস। রাত্রিবাস পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি অধিবাস কার্য্য। উহা দীক্ষা দিবসের পূর্বদিনে কর্ত্তব্য। দিনদ্বয়েনৈব কুর্য্যাদ্ দীক্ষা-কর্ম বিচক্ষণঃ। সদ্যোঽধিবাসনং কুর্য্যাদেকস্মিন্ দিবসে যদি॥ রাঘব ভট্ট ধৃত মন্ত্রতত্ত্ব প্রকাশের এই বচন হইতে জানা যায়—একদিনে দীক্ষাকার্য্য হইলে সঙ্গে সঙ্গে অধিবাস করিয়া দীক্ষা দিতে হইবে। ১২৮

শারদাতিলক তন্ত্রের চতুর্থ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চমঃ পটলঃ

ততোঽগ্নি-জননং বক্ষ্যে সর্বতন্ত্রানুসারতঃ।
আচার্য্য-কুণ্ডে বিধিবৎ সংস্কৃতে শাস্ত্র-বর্ত্মনা ॥ ১
অষ্টাদশ স্যুঃ সংস্কারাঃ কুণ্ডানাং তন্ত্র-চোদিতাঃ।
বীক্ষণং মূল-মন্ত্রেণ শরেণ প্রোক্ষণং মতম্ ॥ ২
তেনৈব তাড়নং দর্ভৈর্বর্মণাঽভ্যুক্ষণং স্মৃতম্।
অস্ত্রেণ খননোদ্ধারৌ হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরণম্ ॥ ৩
সমীকরণমস্ত্রেণ সেচনং বর্মণা মতম্।
কুট্টনং হেতি-মন্ত্রেণ বর্ম-মন্ত্রেণ মার্জনম্ ॥ ৪
বিলেপনং কলারূপ-কল্পনং তদনন্তরম্।
ত্রিসূত্রীকরণং পশ্চাদ্ হৃদয়েনার্চনং মতম্ ॥ ৫

অধিবাস দিবসে অস্ত্রদেবতার পূজার অনন্তর আচার্য্য কর্ত্তব্য কুণ্ড সংস্কারাদি কর্ম এই পঞ্চম পটলে কথিত হইতেছে।

তাহার পর অস্ত্র দেবতার পূজার অনন্তর শাস্ত্র মতে অর্থাৎ বিধিপূর্বক সংস্কৃত আচার্য্য কুণ্ডে সমস্ত তন্ত্রানুসারে অগ্নি জনন (স্থাপন) বলিতেছি। ১

কুণ্ড সমূহের তন্ত্রবিহিত আঠার প্রকার সংস্কার আছে। সেই আঠার প্রকার সংস্কার হইয়াছে—(১) মূলমন্ত্রের দ্বারা বীক্ষণ ও (২) দেব মন্ত্রের শরমন্ত্রে (অস্ত্র মন্ত্রে) উত্তান হস্তাগ্রের দ্বারা প্রোক্ষণ (সেচন) বিহিত হইয়াছে। ২

(৩) সেই শর মন্ত্রে দর্ভসমূহের দ্বারা তাড়ন ও (৪) বর্ম মন্ত্রে মুষ্টিবদ্ধ হস্তের দ্বারা অভ্যুক্ষণ (সর্বত্র সেচন), (৫) অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা খাতের খনন ও (৬) খাত মৃত্তিকার উদ্ধার এবং (৭) হৃৎ মন্ত্রে অন্য মৃত্তিকার দ্বারা খাতের পূরণ উক্ত হইয়াছে। ৩

(৮) অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা সমীকরণ (সমান করণ), (৯) বর্ম মন্ত্রের দ্বারা সেচন (অভ্যুক্ষণ), (১০) হেতি (অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা কুট্টন (ছেদন), (১১) বর্ম মন্ত্রের দ্বারা মার্জন বিহিত হইয়াছে। ৪

তাহার পর (১২) সেই বর্মমন্ত্রে বিলেপন, (১৩) সেই বর্মমন্ত্রে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি কলারূপ কল্পন, তাহার পর (১৪) সেই বর্মমন্ত্রে সূত্রত্রয়ের দ্বারা কুণ্ডের বেষ্টন, পরে (১৫) হৃৎমন্ত্রের দ্বারা অর্চনা বিহিত হইয়াছে। ৫

অস্ত্রেণ বজ্রীকরণং হৃন্মন্ত্রেণ কুশৈঃ শুভৈঃ।
চতুষ্পথং তনুত্রেণ তনুয়াদক্ষপাটনম্ ॥ ৬

যাগে কুণ্ডানি সংস্কুর্য্যাৎ সংস্কারৈরেভিরীরিতৈঃ।
অথবা তানি সংস্কুর্য্যাচ্চতুর্ভির্বীক্ষণাদিভিঃ ॥ ৭

তিস্রস্তিস্রো লিখেল্লেখা হৃদা প্রাগুদগগ্রগাঃ।
প্রাগগ্রাণাং স্মৃতা দেবা মুকুন্দেশ-পুরন্দরাঃ ॥ ৮

রেখাণামুদগগ্রাণাং ব্রহ্ম-বৈবস্বতেন্দবঃ।
অথবা ষট্‌কোণাবৃতং ত্রিকোণং তত্র সংলিখেৎ ॥ ৯

সর্বাণ্যভ্যুক্ষ্য তারেণ যোগপীঠমথার্চয়েৎ।
বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবর-লোচনাম্।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তামুপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১০

---

(১৬) অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা বজ্রীকরণ (বজ্রবৎ দৃঢ় চিন্তন), (১৭) হৃৎমন্ত্রে পবিত্র কুশসমূহের দ্বারা মধ্য হইতে চারিদিকে চারিটি পথ নির্মাণ এবং (১৮) তনুত্র (কবচ) মন্ত্রের দ্বারা অক্ষপাটন (রাক্ষস নিবারণ) করিবেন। (কুণ্ডের এই আঠারটি সংস্কার)। ৬

পূর্বকথিত এই সংস্কার সমূহের দ্বারা যাগে কুণ্ডগুলিকে সংস্কৃত করিবেন। অথবা অশক্ত হইলে বীক্ষণাদি চারিটি সংস্কারের দ্বারা কুণ্ডগুলিকে সংস্কৃত করিবেন। ৭

তাহার পর নমো মন্ত্রের দ্বারা প্রাদেশ প্রমাণ প্রাক্ অগ্র (পূর্বাগ্র) ও উদক্‌সংস্থ তিনটী রেখা ও প্রাদেশ পরিমিত উদগগ্র (উত্তরাগ্র) ও পূর্বসংস্থ তিনটী রেখা করিবেন। পূর্বাগ্র রেখাগুলি দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিকে এবং উত্তরাগ্র রেখাগুলি পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বদিকে হইবে। প্রাগগ্র রেখা তিনটির যথাক্রমে দেবতা হইতেছেন মুকুন্দ, ঈশ ও পুরন্দর। ৮

উত্তরাগ্র রেখা তিনটির যথাক্রমে দেবতা হইতেছেন ব্রহ্ম, বৈবস্বত ও ইন্দু। অথবা ষট্‌কোণাবৃত ত্রিকোণ সেই কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে লিখিবেন। ৯

অনন্তর এই সকলকে প্রণবের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া বাগীশ্বরীর যোগ-পীঠের অর্চনা করিবেন। নীল ইন্দীবরের (নীল পদ্মের) সদৃশী বাগীশ্বরের সহিত সংযুক্তা ঋতুস্নাতা বাগীশ্বরীকে উপচারের দ্বারা পূজা করিবেন। ১০

সূর্য্যকান্তাদি-সম্ভূতং যদ্বা শ্রোত্রিয়-গেহজম্।
আনীয় চাগ্নিং পাত্রেণ ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ।
সংস্কুর্য্যাৎ তং যথাম্নায়ং দেশিকো বীক্ষণাদিভিঃ ॥ ১১

ঔদর্য্য-বৈষ্ণবাগ্নিভ্যাং ভৌমস্যৈক্যং স্মরন্ বসোঃ।
যোজয়েদ্ বহ্নি-বীজেন চৈতন্যং পাবকে তদা ॥ ১২

তারেণ মন্ত্রিতং মন্ত্রী ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতম্।
অস্ত্রেণ রক্ষিতং পশ্চাৎ তনুত্রেণাঽবগুণ্ঠিতম্ ॥ ১৩

অর্চিতং ত্রিঃ পরিভ্রাম্য কুণ্ডস্যোপরি দেশিকঃ।
প্রদক্ষিণং তদা তার-মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বকম্ ॥ ১৪

বিবৃতি। প্রথমে রেখাগুলিকে অথবা ষট্‌কোণাবৃত ত্রিকোণকে প্রণবের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া মণ্ডুকাদি পরতত্ত্বান্ত বাগীশীর যোগপীঠকে পূজা করিয়া নবম পটলোক্ত বিজয়াদি পীঠশক্তিগণকে পূজা করিয়া বাগীশ্বরীকে পূজা করিবেন। রাঘব ভট্টোক্ত পূজা মন্ত্র—ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরী-বাগীশ্বরয়োর্যোগপীঠায় নমঃ। পীঠে শক্তিবীজের দ্বারা বাগীশীকে এবং সাধ্যমন্ত্রের দ্বারা বাগীশ্বরকে পূজা করিবেন। ১০

সূর্য্যকান্ত মণি সম্ভূত অথবা অরণি ঘর্ষণ সম্ভূত অথবা সাগ্নিক শ্রোত্রিয়ের গৃহ জাত অগ্নিকে পাত্রান্তরের দ্বারা আচ্ছাদিত কাংস্য, তাম্র বা স্বর্ণাদি পাত্রে আনিয়া অস্ত্রমন্ত্রে নৈঋ´ত কোণে ক্রব্যাদাংশকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহার পর মন্ত্রদাতা গুরু সেই অগ্নিকে বীক্ষণাদি সংস্কার চতুষ্টয়ের দ্বারা যথাবিধানে সংস্কার করিবেন। ১১

এই সংস্কারের পরে ঔদর্য্য বহ্নি ও বৈষ্ণব বহ্নির সহিত পার্থিব বহ্নির ঐক্য স্মরণ করিতে করিতে বহ্নিবীজের দ্বারা "ওঁ রং ব´হ্নচৈতন্যায় নমঃ" মন্ত্রে বহ্নিতে চৈতন্য যোগ করিবেন। ১২

তাহার পর দেশিক সেই অগ্নিকে প্রণবের দ্বারা মন্ত্রিত, ধেনু মুদ্রায় অমৃত-বীজের দ্বারা অমৃতীকৃত, অস্ত্র মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধনের দ্বারা রক্ষিত, পরে কবচ মন্ত্রের দ্বারা অবগুণ্ঠিত করিবেন। ১৩

তাহার পর দেশিক অর্চিত সেই অগ্নিকে উত্থাপিত করিয়া কুণ্ডের উপরে প্রদক্ষিণ ক্রমে তিন বার পরিভ্রমণ করাইয়া জানুদ্বয় ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া

আত্মনোঽভিমুখং বহ্নিং জানু-স্পৃষ্ট-মহীতলঃ।
শিববীজ-ধিয়া দেব্যা যোনাবেব বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১৫

পশ্চাদ্ দেবস্য দেব্যাশ্চ দত্ত্বাদাচমনাদিকম্।
জ্বালয়েন্ মনুনাঽনেন তমগ্নিমথ দেশিকঃ ॥ ১৬

চিৎ-পিঙ্গলং হন-দহ-পচ-যুগ্মান্যাদীর্য্য চ।
সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা মন্ত্রোঽয়ং প্রাগুদীরিতঃ ॥ ১৭

অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণ-বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৮

উপতিষ্ঠেত বিধিবন্ মনুনাঽনেন পাবকম্।
বিন্যস্যেদাত্মনো দেহে মন্ত্রৈর্জিহ্বা হবির্ভুজঃ ॥ ১৯

আত্মার অভিমুখে শিববীজজ্ঞানে দেবীর যোনিতে সেই অগ্নিকে ওঁকার উচ্চারণ পূর্বক নিক্ষেপ (স্থাপন) করিবেন। ১৪-১৫

ইহার পরে দেশিক দেব ও দেবীর উদ্দেশে আচমন ও উপচার প্রদান করিবেন অর্থাৎ উপচারের দ্বারা ইঁহাদের পূজা করিবেন। তাহার পর দেশিক সেই অগ্নিকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বারা জ্বালিনীমুদ্রা[1] প্রদর্শন পূর্বক প্রজ্বালিত করিবেন। ১৬

সেই উদ্দিষ্ট মন্ত্রের উদ্ধার হইতেছে—প্রথমে "চিৎ-পিঙ্গল" পদ তাহার পর দুইটি "হন" পদ, দুইটি "দহ" পদ ও দুইটি "পচ" পদ উচ্চারণ করিয়া পরে "সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা" উচ্চারণ করিলে সেই মন্ত্রটি হইবে:—চিৎ-পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা। অগ্নির এই মন্ত্র পূর্বাচার্য্যগণকর্তৃক পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ১৭

তাহার পর দেশিক উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণ-বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্" ॥ এই মন্ত্র পড়িতে পড়িতে অগ্নির উপাসনা করিবেন। তাহার পর নিজের দেহে লিঙ্গাদি সাতটি স্থানে অগ্নির সাতটি জিহ্বার ন্যাস করিবেন। ১৮-১৯

১। মণিবন্ধৌ সমৌ কৃত্বা করৌ তু প্রসৃতাঙ্গুলী।
সব্যাসে বিলিখেত্ কৃত্বা তদধোঽঙ্গুষ্ঠকৌ ক্ষিপেৎ।
ইয়ং না পরমা মুদ্রা জ্বালিনী হোমকর্মণি।—রাঘব ভট্ট ধৃত

লিঙ্গ-পায়ু-শিরো-বক্ত্র-ঘ্রাণ-নেত্রেষু সর্বতঃ।
বহ্নীরার্ঘীশ-সংযুক্তাঃ সাদি-যান্তাঃ সবিন্দবঃ ॥ ২০

বর্ণা মন্ত্রাঃ সমুদ্দিষ্টা জিহ্বানাং সপ্ত দেশিকৈঃ।
জিহ্বাস্তাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা গুণ-ভেদেন কর্মসু ॥ ২১

হিরণ্যা গগনা রক্তা কৃষ্ণাঽন্যা সুপ্রভা মতা।
বহুরূপাঽতিরক্তা চ সাত্ত্বিক্যো যাগ-কর্মসু ॥ ২২

পদ্মরাগা সুবর্ণাঽন্যা তৃতীয়া ভদ্র-লোহিতা।
লোহিতানন্তরং শ্বেতা ধূমিনী চ করালিকা।
রাজস্যো রসনা-বহ্নের্বিহিতা কাম্য-কর্মসু ॥ ২৩

লিঙ্গে, গুহ্যে, মস্তকে, (শিরে) মুখে, নাসিকায়, নেত্রে ও সর্বাঙ্গে অগ্নির সপ্ত জিহ্বার ন্যাস করিবেন। বহ্নি (র), ইর (য), ও অর্ঘীশ (ঊ) যুক্ত সবিন্দু (ং যুক্ত) সাদি যান্ত বর্ণ-সমূহই বিপরীতভাবে অর্থাৎ র্ য্ ঊ ও বিন্দুযুক্ত সকারাদি সাতটী বর্ণ সাতটি জিহ্বার সাতটী মন্ত্র। দেশিকগণ কর্তৃক ইহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যাগাদি কর্মসমূহে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে অগ্নির সেই জিহ্বাগুলি তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে। ২০-২১

বিবৃতি। য কার হইতে স কার পর্যন্ত সাতটী বর্ণে প্রতিলোমে র য ঊ ও বিন্দু (ং) যোগ করিলে অগ্নির সাতটী জিহ্বার সাতটী মন্ত্র হয়। অগ্নির উপস্থানের পর নিজের দেহে পূর্বোক্ত লিঙ্গাদি সাতটি স্থানে এই মন্ত্রে অগ্নির সাতটী জিহ্বার ও জিহ্বার অধিপতি দেবতার ন্যাস করিতে হয়। সেই ন্যাসের প্রয়োগ হইতেছে :—লিঙ্গে—ওঁ স্র্যূং হিরণ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ সুরেভ্যো নমঃ। কেহ কেহ বলেন, লিঙ্গে—ওঁ স্র্যূং সুরাধিপতয়ে হিরণ্যায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ ষ্র্যূং গগনায়ৈ নমঃ, ওঁ পিতৃভ্যো নমঃ ইত্যাদি। এই প্রকারে সাতটি অগ্নি-জিহ্বার ন্যাস করিবেন। কর্মভেদে উল্লিখিত জিহ্বার নাম ভেদ হইবে। ২১

হিরণ্যা, গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরক্তা—এই জিহ্বাগুলি যাগ কর্মসমূহে সাত্ত্বিক জিহ্বা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২২

পদ্মরাগা, দ্বিতীয়া—সুবর্ণা, তৃতীয়া—ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী ও করালিকা—এই জিহ্বাগুলি কাম্য কর্মসমূহে রাজস জিহ্বা বলিয়া বিহিত (উক্ত) হইয়াছে। ২৩

পরিষিঞ্চেৎ ততস্তোয়ৈর্বিশুদ্ধৈর্মেখলোপরি ।
দর্ভৈরগর্ভৈর্মধ্যস্থ-মেখলায়াং পরিস্তরেৎ ॥ ৩৩

নিক্ষিপেদ্ দিক্ষু পরিধীন্ প্রাচীবর্জং গুরূত্তমঃ ।
প্রাদক্ষিণ্যেন সম্পূজ্যাস্তেষু ব্রহ্মাদি-মূর্ত্তয়ঃ ॥ ৩৪

ধ্যাতং বহ্নিং যজেন্মধ্যে গন্ধাদ্যৈর্মনুনাঽমুনা ।
বৈশ্বানর-জাতবেদ-পদে পশ্চাদিহাবহ ॥ ৩৫

লোহিতাক্ষ-পদস্যান্তে সর্ব-কর্মাণি সাধয় ।
বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্রঃ পাবক-বল্লভঃ ॥ ৩৬

তাহার পর অন্তর্যাগক্রমে নিজের হৃদয়ে বহ্নিকে পূজা করিয়া বিশুদ্ধ জলের দ্বারা মেখলার উপরিভাগে সেচন করিবেন। তাহার পর মধ্যবর্ত্তী মেখলায় অগর্ভ পূর্বাগ্র ও উত্তরাগ্র দর্ভসমূহের দ্বারা অগ্নির পরিস্তরণ করিবেন। ৩৩

বিবৃতি। একমেখলে কুণ্ডে নিশিতমতির্মেখলাধস্তাৎ পরিস্তরেদ্ দ্বিমেখলে। দ্বিতীয়মেখলোপরি ত্রিমেখলে তদন্তরালমেখলোপরি ন্যসেৎ। বাহ্যেঽথ স্থণ্ডিলং চ ত্রিপরিধি-সহিতং প্রাগুদগ্রাস্তদর্ভম্। ইত্যাদি রাঘব ভট্ট উদ্ধৃত তন্ত্রবচন সমূহ হইতে জানা যায়—একমেখল ও দ্বিমেখল কুণ্ডে এবং স্থণ্ডিলেও পরিস্তরণ এবং পরিধি স্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু উহা অগ্নিস্থাপনের অঙ্গ, কুণ্ডের অঙ্গ নহে। কাত্যায়নোক্ত পরিধি হইতেছে—পলাশ, কাশ্মরী, বিল্ব প্রভৃতি যে কোন একটি বৃক্ষের বাহুপরিমিত কাষ্ঠখণ্ড। ৩৩

উত্তম গুরু পূর্বদিক্ বর্জন করিয়া অপর তিন দিকে তিনটি পরিধি স্থাপন করিবেন। তাহাতে প্রদক্ষিণক্রমে ব্রহ্মাদি মূর্ত্তি সমূহের পূজা করিবেন। ৩৪

তাহার পর মণ্ডূকাদি পীঠমন্ত্রান্ত মন্ত্রে পূজিত কুণ্ডমধ্যে এই মন্ত্রে (বক্ষ্যমাণ বৈশ্বানর ইত্যাদি অগ্নি মন্ত্রে) গন্ধাদি দ্বারা ধ্যাত বহ্নির পূজা করিবেন। সেই অগ্নিমন্ত্রের উদ্ধার এইরূপ হইবে :—প্রথমে "বৈশ্বানর জাতবেদ" এই দুইটি পদ, তাহার পর "ইহাবহ" পদ, তাহার পর "লোহিতাক্ষ" পদের অন্তে "সর্বকর্মাণি সাধয়" পদ ও শেষে বহ্নিজায়া (স্বাহা) পদ—এই পর্য্যন্ত মন্ত্রটি অগ্নির প্রিয় মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৩৫-৩৬

বিবৃতি। অগ্নির পূজা মন্ত্র হইল—ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব-কর্মাণি সাধয় স্বাহা। পূজা প্রয়োগ এইরূপ :—ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা এষ গন্ধঃ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ইত্যাদি। ৩৬

মধ্যে ষট্‌স্বপি কোণেষু জিহ্বা জ্বালারুচো যজেৎ।
কেশরেষূক্ত-মার্গেণ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ ॥ ৩৭
দলেষু পূজয়েন্মূর্ত্তীঃ শক্তি-স্বস্তিক-ধারিণীঃ।
লোকপালাংস্ততো দিক্ষু পূজয়েদুক্ত-লক্ষণান্ ॥ ৩৮
পশ্চাদাদায় পাণিভ্যাং স্রুক্-স্রুবৌ তাবধোমুখৌ।
ত্রিঃ সম্প্রতাপয়েদ্ বহ্নৌ দর্ভানাদায় দেশিকঃ ॥ ৩৯

তাহার পর ষট্‌কোণ কর্ণিক অষ্টদল অগ্নিপীঠের ঈশান কোণ হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত ছয়টি কোণে ন্যাসানুসারে অগ্নির জ্বালাবর্ণা ছয়টি জিহ্বার এবং মধ্যে বহ্নরূপার ও তাহার অধিপতি সমূহের পূজা করিবেন। তাহার পর পূর্ব পটলোক্ত প্রকারে কেশর সমূহে অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। ৩৭

তাহার পর ন্যাসানুসারে দল সমূহে শক্তি ও স্বস্তিক-ধারিণী মূর্ত্তি সমূহের পূজা করিবেন। তাহার পর পূর্বাদি দিক্ সমূহে পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত লোকপাল সমূহের পূজা করিবেন। ৩৮

বিবৃতি। লোকপাল পূজার অনন্তর পাত্রাসাদন অবশ্য কর্ত্তব্য। নানাতন্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে। সেই পাত্রাসাদনের প্রকার এইরূপঃ—নিজের বামভাগে পূর্বাগ্র কুশ সমূহ আস্তৃত করিয়া, সেই কুশের উপরে প্রণীতা পাত্র ও প্রোক্ষণী-পাত্র, আজ্য স্থালী ও চরু স্থালী, স্রুক্ ও স্রুব, দুইটি কুশমূল, পাঁচটি পলাশ সমিধ্, এইরূপ অন্যান্য দুই দুইটি পাত্র অধোমুখে স্থাপন করিয়া, মূলমন্ত্রে পবিত্রের দ্বারা প্রোক্ষিত পাত্র সমূহকে উত্তান করিয়া, প্রণীতাপাত্রকে জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া, সেই জলে তীর্থ সমূহের আবাহন করিয়া, পবিত্র ও অক্ষতাদি নিক্ষেপ করিয়া, উৎপবন করিয়া, উত্তর দিকে প্রণীতাপাত্রকে স্থাপন করিয়া, সেই জলের কিছুটা প্রোক্ষণী পাত্রে দিয়া, সেই জলের দ্বারা নমো মন্ত্রে বা মূল মন্ত্রে সমস্ত হবনীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া "অত্র কর্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষক-রূপেণ ত্বং ব্রহ্মা ভব" এই বলিয়া ব্রহ্মাকে আবাহন ও অর্চনা করিয়া আসনে বসাইবেন। তাহার পর স্রুক্ স্রুবের আটটি সংস্কার কর্ত্তব্য। ৩৮

তাহার পর দেশিক দক্ষিণ ও বাম হস্তের দ্বারা উর্ধ্বমুখ স্রুক্ ও স্রুবকে আনিয়া সেই স্রুক্ ও স্রুবকে অধোমুখ করিয়া তিন বার বহ্নিতে তাপিত করিবেন। তাহার পর দর্ভসমূহ গ্রহণ করিয়া ঐ দর্ভসমূহের দ্বারা যথাক্রমে স্রুক্ ও স্রুবের অগ্র, মধ্য ও মূলকে শোধন করিবেন। যথাক্রমে কথার এই অর্থ যে—দর্ভমূলের দ্বারা স্রুক্ স্রুবের মূলকে, দর্ভ মধ্যের দ্বারা স্রুক্ স্রুবের

তদগ্র-মধ্য-মূলানি শোধয়েৎ তৈর্যথাক্রমাৎ ।
গৃহীত্বা বামহস্তেন প্রোক্ষয়েদ্ দক্ষিণেন তৌ ॥ ৪০

পুনঃ প্রতাপ্য তৌ মন্ত্রী দর্ভানগ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ ।
আত্মনো দক্ষিণে ভাগে স্থাপয়েৎ তৌ কুশান্তরে ॥ ৪১

আজ্যস্থালীমথাদায় প্রোক্ষয়েদস্ত্রবারিণা ।
তস্যামাজ্যং বিনিক্ষিপ্য সংস্কৃতং বীক্ষণাদিভিঃ ॥ ৪২

নিরুহ্য বায়ব্যেঽঙ্গারান্ হৃদা তেষু নিবেশয়েৎ ।
ইদং তাপনমুদ্দিষ্টং দেশিকৈস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৪৩

মধ্যকে ও দর্ভাগ্রের দ্বারা স্রুক্ স্রুবের অগ্রকে শোধন করিবেন। তাহার পর বাম হস্তের দ্বারা স্রুক্ স্রুবকে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সেই স্রুক্ স্রুবকে প্রোক্ষণী পাত্রের জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। ৩৯-৪০

পুনরায় হস্তদ্বয়-স্থিত অধোমুখ সেই স্রুক্ স্রুব দুইটীকে তিনবার প্রতাপিত করিয়া দর্ভগুলিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। তাহার পর নিজের দক্ষিণ দেশে আস্তৃত কুশের উপর সেই স্রুক্ স্রুবকে রাখিবেন। ৪১

বিবৃতি। মূলোক্ত দর্ভনিক্ষেপ পর্য্যন্ত কর্ম করিয়া সেই স্রুকে নমো মন্ত্রে মূল, মধ্য ও অগ্রে যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়াশক্তির এবং স্রুবে শম্ভুর ন্যাস করিয়া তিনটী সূত্রের দ্বারা ঐ স্রুব ও স্রুকের গ্রীবা দেশকে বেষ্টিত করিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া নিজের দক্ষিণভাগে কুশান্তরের উপর রাখিবেন। (এই পর্য্যন্তই স্রুক্ স্রুবের এইরূপ সংস্কার উক্ত হইল)। ৪১

অনন্তর আজ্য পাত্র আনিয়া অস্ত্র মন্ত্র জপ্ত প্রোক্ষণী পাত্রের জলের দ্বারা তাহাকে প্রোক্ষণ করিবেন। তাহার পর বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কৃত সেই আজ্যকে সেই আজ্যপাত্রে স্থাপন করিয়া বায়ুকোণে কুণ্ডাগ্নি হইতে অঙ্গার সমূহ পৃথক্ করিয়া তাহাতে নমো মন্ত্রে সেই আজ্য স্থালীকে স্থাপন করিবেন। তন্ত্রবিৎ দেশিকগণ কর্ত্তৃক ইহা তাপন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪২-৪৩

বিবৃতি। হোমে গব্যঘৃত, মহিষীঘৃত ও ছাগলীঘৃত আজ্য হইতে পারে। তন্মধ্যে—উত্তমং গোঘৃতং জ্ঞেয়ম্ মধ্যমং মহিষীঘৃতম্। অধমং ছাগলীজাতং তস্মাদ্ গব্যং প্রশস্যতে। স্রুক, স্রুব ও ঘৃতের আটটি সংস্কার পিঙ্গলাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মূলমন্ত্রের দ্বারা ঘৃতের অভিমন্ত্রণ ও স্বীয় ব্রহ্মমূর্ত্তির ভাবনারূপ দুইটি সংস্কার করিয়া মূলোক্ত তাপনাদি ছয়টি সংস্কার কর্ত্তব্য। ৪৩

সন্দীপ্য দর্ভযুগলমাজ্যং ক্ষিপ্ত্বাঽনলে ক্ষিপেৎ।
গুরুর্হৃদয়মন্ত্রেণ পবিত্রীকরণং ত্বিদম্॥ ৪৪

দীপ্তেন দর্ভ-যুগ্মেন নীরাজ্যাজ্যং স বর্মণা।
অগ্নৌ বিসর্জয়েদ্ দর্ভমভিদ্যোতনমীরিতম্॥ ৪৫

ঘৃতে প্রজ্বলিতান্ দর্ভান্ প্রদর্শ্যাঽস্ত্রাণুনা গুরুঃ।
জাতবেদসি তান্ ন্যস্যেদুদ্দ্যোতনমিদং মতম্॥ ৪৬

গৃহীত্বা ঘৃতমঙ্গারান্ প্রত্যুহ্যাঽগ্নৌ জলং স্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠাভ্যাং দর্ভৌ প্রাদেশ-সম্মিতৌ।
ধৃত্বোৎপুনীয়াদস্ত্রেণ ঘৃতমুৎপবনং ত্বিদম্॥ ৪৭

তদ্বদ্ হৃদয়-মন্ত্রেণ কুশাভ্যামাত্ম-সম্মুখম্।
ঘৃতে সংপ্লবনং কুর্য্যাৎ সংস্কারাঃ ষড়ুদীরিতাঃ॥ ৪৮

তাহার পর গুরু দুইটী দর্ভকে সন্দীপ্ত করিয়া নমো মন্ত্রের দ্বারা ঘৃতে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। ইহা পবিত্রীকরণ। ৪৪

তাহার পর সেই গুরু কবচ মন্ত্রে দীপ্ত দর্ভযুগ্মের দ্বারা আজ্যের নীরাজন করিয়া (চারিদিকে ঘুরাইয়া) সেই দর্ভযুগ্মকে অগ্নিতে বিসর্জন দিবেন। ইহা অভিদ্যোতন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৫

তাহার পর গুরু অস্ত্র মন্ত্রে প্রজ্বলিত দর্ভসমূহ ঘৃতে দেখাইয়া সেইগুলি বহ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। ইহা উদ্যোতন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৪৬

তাহার পর গুরু ঘৃত গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ আজ্য স্থালীর উদ্বাসন করিয়া অগ্নিতে অঙ্গারগুলি সংযুক্ত করিয়া জলস্পর্শ করিবেন। তাহার পর দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা প্রাদেশ পরিমিত দুইটি দর্ভ ধারণ করিয়া অগ্নির সম্মুখে অস্ত্র মন্ত্রে ঘৃতকে উৎপবন (কুশ দ্বারা ঘৃতের পুনঃ পুনঃ উত্তোলন) করিবেন। পরে সেই দর্ভযুগলকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। ইহা ঘৃতের উৎপবন। ৪৭

তাহার পর গুরু সেইরূপ দুই হাতের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুইটি কুশ ধরিয়া তাহার দ্বারা নিজের সম্মুখে হৃদয় মন্ত্রে ঘৃতের সংপ্লব (আলোড়ন) করিয়া সেই কুশ দুইটিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। ইহা ঘৃতের সংপ্লবন। ঘৃতের ছয়টি সংস্কার উক্ত হইল। ৪৮

প্রাদেশ-মাত্রং সগ্রন্থি দর্ভ-যুগ্মং ঘৃতান্তরে।
নিক্ষিপ্য ভাগৌ দ্বৌ কৃত্বা পক্ষৌ শুক্লেতরৌ স্মরেৎ ॥ ৪৯

বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ।
সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাদ্ধোমং যথাবিধি ॥ ৫০

স্রুবেণ দক্ষিণাদ্ ভাগাদাদায়াজ্যং হৃদা গুরুঃ।
জুহুয়াদগ্নয়ে স্বাহেত্যগ্নের্দক্ষিণ-লোচনে ॥ ৫১

বামতস্তদ্বদাদায় বামে বহ্নি-বিলোচনে।
জুহুয়াদথ সোমায় স্বাহেতি হৃদয়াণুনা ॥ ৫২

মধ্যাদাজ্যং সমাদায় বহ্নের্ভাল-বিলোচনে।
জুহুয়াদগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহেতি হৃদয়াণুনা ॥ ৫৩

হৃন্মন্ত্রেণ স্রুবেণাজ্যং ভাগাদাদায় দক্ষিণাৎ।
জুহুয়াদগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেতি তন্মুখে ॥ ৫৪

তাহার পর গুরু প্রাদেশ পরিমিত গ্রন্থি-যুক্ত কুশ দুইটী ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতকে দুইভাগে ভাগ করিয়া বামভাগে শুক্লপক্ষ ও দক্ষিণভাগে কৃষ্ণপক্ষ চিন্তা (ভাবনা) করিবেন। ৪৯

ঘৃতের বামে ইড়া নাড়ী, পুনরায় দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী ও মধ্যে সুষুম্না নাড়ীকে ধ্যান করিয়া যথাবিধি হোম করিবেন। ৫০

তাহার পর গুরু নমো মন্ত্রে দক্ষিণভাগ হইতে স্রুবের দ্বারা আজ্য গ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" এই বলিয়া অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে হোম করিবেন। ৫১

তাহার পর পূর্ব্ববৎ নমো মন্ত্রে স্রুবের দ্বারা বামভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া "ওঁ সোমায় স্বাহা" এই বলিয়া অগ্নির বামনেত্রে হোম করিবেন। ৫২

তাহার পর নমো মন্ত্রে স্রুবের দ্বারা মধ্য ভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা" এই বলিয়া অগ্নির ললাট নেত্রে হোম করিবেন। ৫৩

তাহার পর নমো মন্ত্রে স্রুবের দ্বারা দক্ষিণ ভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" এই বলিয়া অগ্নির মুখে হোম করিবেন। ৫৪

হেতি সম্পাতয়েদ্ ভাগে স্বাজ্যস্যাহস্বাহুতিক্রমাৎ ।
ইত্যগ্নিনেত্র-বক্ত্রাণাং কুর্য্যাদুদ্ঘাটনং গুরুঃ ॥ ৫৫
সতারাভির্ব্যাহৃতিভিরাজ্যেন জুহুয়াৎ পুনঃ ।
জুহুয়াদগ্নিমন্ত্রেণ ত্রিবারং দেশিকোত্তমঃ ॥ ৫৬
গর্ভাধানাদিকা বহ্নেঃ ক্রিয়া নির্বর্ত্তয়েৎ ক্রমাৎ ।
অষ্টাভিরাজ্যাহুতিভিঃ প্রণবেন পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৭
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং পুনঃ ।
অনন্তরং জাতকর্ম স্যান্ নামকরণং তথা ।
উপনিষ্ক্রমণং পশ্চাদন্নপ্রাশনমীরিতম্ ॥ ৫৮
চৌলোপনয়নে ভূয়ো মহানাম্ন্যং মহাব্রতম্ ।
অথোপনিষদং পশ্চাদ্ গোদানোদ্বাহকৌ মৃতিঃ ॥ ৫৯
শুভেষু স্যুর্বিবাহান্তাঃ ক্রিয়াস্তাঃ ক্রূর-কর্মসু ।
মরণান্তাঃ সমুদ্দিষ্টা বহ্নেরাগম-বেদিভিঃ ॥ ৬০

অস্বাহুতিক্রমে অর্থাৎ আস্বাহুতির ক্রমে স্বাজ্যভাগের ঘৃত দ্বারা অর্থাৎ যে ভাগ হইতে আজ্যাহুতি গৃহীত হইয়াছে, সেই ভাগে হেতি (প্রত্যাহুতি) সম্পাতন করিবেন। গুরু পূর্ব্বোক্ত আহুতি চতুষ্টয়ের দ্বারা অগ্নির নেত্র ও বক্ত্রের উদ্ঘাটন করিবেন। ৫৫

তাহার পর প্রণবের সহিত ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি সমূহের দ্বারা আজ্য হোম করিবেন। তাহার পর দেশিকোত্তম "বৈশ্বানর জাতবেদ" ইত্যাদি অগ্নিমন্ত্রের দ্বারা তিনবার হোম করিবেন। ৫৬

তাহার পর প্রণব মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ আটটি আজ্যাহুতি দ্বারা ক্রমে ক্রমে বহ্নির গর্ভাধানাদি সংস্কার ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিবেন। ৫৭

গর্ভাধান, পুংসবন, অনন্তর সীমন্তোন্নয়ন, অনন্তর জাতকর্ম, নালাপনয়ন, অনন্তর সেই সেই দেবতার নামের দ্বারা অগ্নির নামকরণ, অনন্তর অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, অনন্তর মহানাম্ন্য মহাব্রত, (বেদপাঠ), অনন্তর ঔপনিষদ স্নান, (বেদাধ্যয়নের অনন্তর স্নান), গোদান, সমাবর্তন, বিবাহ ও মরণ এইগুলি অগ্নির সংস্কার। ৫৮-৫৯

শুভ কর্মে গর্ভাধানাদি বিবাহান্ত সংস্কার এবং ক্রূর কর্মসমূহে মরণান্ত সংস্কার আগমবিদ্গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৬০

ততশ্চ পিতরৌ তস্য সম্পূজ্যাত্মনি যোজয়েৎ।
সমিধঃ পঞ্চ জুহুয়ান্ মূলাগ্র-ঘৃত-সংপ্লুতাঃ ॥ ৬১

মন্ত্রৈর্জিহ্বাঙ্গ-মূর্ত্তীনাং ক্রমাদ্ বহ্নের্যথাবিধি।
প্রত্যেকং জুহুয়াদেকামাহুতিং মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৬২

বিবৃতি। তন্ত্রসারে ব্যস্ত-সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম উক্ত হয় নাই। কেবল মহাব্যাহৃতি হোম উক্ত হইয়াছে। ঐখানে তাহার প্রয়োগ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা। কিন্তু উড্ডীশতন্ত্রে—"ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ মহতে স্বাহা, ওঁ ভুবঃ বায়বে অন্তরীক্ষায় দিব্যায় মহতে স্বাহা, ওঁ স্বরাদিত্যায় চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরগ্নয়ে আদিত্যায় চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌ভ্যো মহতে স্বাহা। এইরূপ প্রয়োগ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।

জাতকর্মের অনন্তর পঞ্চ সমিধ্‌হোমরূপ নালাপনয়ন কর্ম করিয়া সূতককে (জাত-অগ্নিকে) শুদ্ধ করিয়া ইষ্ট (পূজ্য) দেবতার নামে অগ্নির নামকরণ করিতে হয়। নামকরণের অনন্তর অগ্নির পিতা মাতা বাগীশ্বর, বাগীশ্বরী প্রভৃতির পূজাপূর্বক বিসর্জন করিতে হয়। ইহা বায়বীয়-সংহিতা প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে। মূলকার শেষে উহার প্রকার বলিয়াছেন। তন্ত্রসারে গর্ভাধানাদি সংস্কারের প্রয়োগ মন্ত্র—ওঁ অস্যাগ্নের্গর্ভাধানং সম্পাদয়ামি স্বাহা—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু উড্ডীশ তন্ত্রে[১]—"ওঁ ইদমগ্নের্গর্ভাধানং করোমি স্বাহা" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। বঙ্গ সাধকগণ নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে ইহা করিবেন। ৬০

তাহার পর পূর্বোক্ত সেই বহ্নির পিতা ও মাতা বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর (শ্রীবিদ্যায় কামেশ্বর ও কামেশ্বরীর) পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মাতে যুক্ত করিবেন। জাতকর্মের অনন্তর নালাপনয়নের জন্য পাঁচটি সমিধের মূল ও অগ্রকে ঘৃতের দ্বারা আপ্লুত করিয়া অগ্নিতে হোম করিবেন। ৬১

তাহার পর মন্ত্রবিৎশ্রেষ্ঠ গুরু ন্যাসক্রমে যথাবিধানে ন্যাস প্রস্তাবোক্ত স্বাহান্ত মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির হিরণ্যাদি জিহ্বার, তাঁহার সুরাদি অধিপতি দেবতার, সহস্রার্চি প্রভৃতি অঙ্গদেবতার ও জাতবেদা প্রভৃতি অগ্নিমূর্ত্তির প্রত্যেকের এক একটি আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন। ৬২

১। উড্ডীশে—ইদমগ্নেঃ করোম্যত্র গর্ভাধানমিতি ক্রমাৎ।
প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য শেষে বহ্নিবধূং বদেৎ॥

অবদায় স্রুবেণাজ্যং চতুঃ স্রুচি পিধায় তাম্ ।
স্রুবেণ তিষ্ঠন্নেবাগ্নৌ দেশিকো যতমানসঃ ।
জুহুয়াদ্ বহ্নিমন্ত্রেণ বৌষড়ন্তেন সম্পদে ॥ ৬৩
বিঘ্নেশ্বরস্য মন্ত্রেণ জুহুয়াদাহুতীর্দশ ।
সামান্যং সর্বতন্ত্রাণামেতদগ্নিমুখং মতম্ ॥ ৬৪
ততঃ পীঠং সমভ্যর্চ্য দেবতায়া হুতাশনে ।
অর্চয়েদ্ বহ্নিরূপাং তাং দেবতামিষ্টদায়িনীম্ । ৬৫
তন্মুখে জুহুয়ান্ মন্ত্রী পঞ্চবিংশতি-সংখ্যয়া ।
আজ্যেন মূলমন্ত্রেণ বক্ত্রৈকীকরণং ত্বিদম্ ॥ ৬৬

সংযতমনা দেশিক স্রুচে স্রুবের দ্বারা চারিবার আজ্য প্রদান করিয়া সেই স্রুক্‌কে স্রুবের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া উত্থিত হইয়া সমপাদে দণ্ডায়মান হইয়া সম্পদের জন্য বৌষড়ন্ত বহ্নিমন্ত্রে ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় বৌষট্—এই মন্ত্রে অগ্নিতে হোম করিবেন। ৬৩

তাহার পর গণেশের দশধা বিভক্ত পূর্ব-পূর্বানুবিদ্ধ দশটী মন্ত্রের দ্বারা দশ বার আহুতি দিয়া সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা চারিবার হোম করিবেন। ইহা সমস্ত তন্ত্রে সামান্য অগ্নিমুখ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৬৪

বিবৃতি। উড্ডীশ তন্ত্রে অষ্টাবিংশতি অক্ষর মহাগণেশের মন্ত্রটী এইরূপ উক্ত হইয়াছে—ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা। এই মন্ত্রটীকে পূর্ব পূর্বের দ্বারা যুক্ত করিয়া দশ ভাগে ভাগ করিলে মন্ত্রগুলি এইরূপ হয়—(১) ওঁ স্বাহা, (২) ওঁ শ্রীং স্বাহা, (৩) ওঁ শ্রীং হ্রীং স্বাহা, (৪) ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং স্বাহা, (৫) ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং স্বাহা, (৬) ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং স্বাহা, (৭) ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে স্বাহা, (৮) ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ স্বাহা, (৯) ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং স্বাহা, (১০) ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা। ৬৪

তাহার পর অগ্নিতে দেয় মন্ত্র-দেবতার পীঠের অর্চনা করিয়া ইষ্টদায়িনী বহ্নিরূপ সেই দেবতাকে আবরণের সহিত পূজা করিবেন। ৬৫

তাহার পর মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু মূলমন্ত্রে আজ্যের দ্বারা সেই অগ্নিমুখে পঁচিশ-বার হোম করিবেন। ইহা বক্ত্রের একীকরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৬৬

বহ্নি দেবতয়োরৈক্যমাত্মনা সহ ভাবয়ন্ ।
মূলমন্ত্রেণ জুহুয়াদাজ্যেনৈকাদশাহুতীঃ ।
নাড়ীসন্ধানমুদ্দিষ্টমেতদাগমবেদিভিঃ ॥ ৬৭
জুহুয়াদঙ্গমুখ্যানামাবৃতীনামনুক্রমাৎ ।
একৈকামাহুতিং সম্যক্ সর্পিষা দেশিকোত্তমঃ ॥ ৬৮
ততোঽন্যেষ্বপি কুণ্ডেষু সংস্কৃতেষু যথাবিধি ।
আচার্য্যো বিহরেদগ্নিং পূর্ব্বাদিষু সমাহিতঃ ॥ ৬৯
ঋত্বিজো গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈরঙ্গাদ্যাবরণান্বিতাম্ ।
তন্ত্রোক্ত-দেবতামিষ্ট্বা পঞ্চবিংশতি-সংখ্যয়া ।
মূলেনাজ্যেন জুহুয়ুঃ সাজ্যেন চরুণা তথা ॥ ৭০
প্রাতরুত্থায় জুহুয়ুঃ পুনরাজ্যান্বিতৈস্তিলৈঃ ।
দ্রব্যৈর্ব্বা কল্পবিহিতৈঃ সহস্রং সাষ্টকং পৃথক্ ॥ ৭১

আত্মার সহিত বহ্নি ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করিতে করিতে মূলমন্ত্রে আজ্যের দ্বারা এগার বার হোম করিবেন। ইহা আগমবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক নাড়ীসন্ধান বা নাড়ীর একীকরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৬৭

তাহার পর দেশিকোত্তম অনুক্রমে পর পর আজ্যের দ্বারা দেয় মন্ত্রদেবতার অঙ্গমুখ্য আবরণ দেবতা সমূহের এক একটি হোম করিবেন। পরে মূলদেবীর দশবার হোম করিবেন। ৬৮

তাহার পর আচার্য্য সমাহিত হইয়া ঋত্বিগ্‌গণ কর্ত্তৃক যথাবিধি অষ্টাদশ সংস্কারে সংস্কৃত অন্যান্য কুণ্ড সমূহে পূর্বাদিক্রমে অবিচ্ছেদে সর্বত্র অগ্নির বিহরণ করিবেন। ঋত্বিক্‌গণ নিজ নিজ কুণ্ডে অষ্টাদশ সংস্কার করিবেন। ৬৯

তাহার পর ঋত্বিগ্‌গণ গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অঙ্গদেবতা ও আবরণ দেবতার সহিত দেয় মন্ত্র-দেবতার পূজা করিয়া মূল মন্ত্রে আজ্যের দ্বারা ও চরু দ্বারা পূর্ববৎ অঙ্গদেবতা ও আবরণ দেবতার এক একটি হোম করিয়া মূল দেবতার পঁচিশ বার হোম করিবেন। ৭০

দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে আচার্য্য ও ঋত্বিগ্‌গণ প্রজ্বলিত অগ্নিতে আজ্য যুক্ত তিলের দ্বারা বা কল্প-বিহিত দ্রব্যের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেকে অষ্টাধিক সহস্র সংখ্যক হোম করিবেন। ৭১

ততঃ সুধৌত-দন্তাস্যং স্নাতং শিষ্যং সমাহিতম্ ।
পায়য়িত্বা পঞ্চগব্যং কুণ্ডস্যাঽন্তিকমানয়েৎ ॥ ৭২

বিলোক্য দিব্য-দৃষ্ট্যা তং তচ্চৈতন্যং হৃদম্বুজাৎ ।
গুরুরাত্মনি সংযোজ্য কুর্য্যাদধ্ব-বিশোধনম্ ॥ ৭৩

উক্তং কলাধ্বা তত্ত্বাধ্বা ভুবনাধ্বেতি চ ত্রয়ম্ ।
বর্ণাধ্বা চ পদাধ্বা চ মন্ত্রাধ্বেত্যপরং ত্রয়ম্ ॥ ৭৪

নিবৃত্ত্যাত্মাঃ কলা পঞ্চ কলাধ্বেতি প্রকীর্ত্তিতঃ ।
তত্ত্বাধ্বা বহুধা ভিন্নঃ শিবাদ্যাগমভেদতঃ ॥ ৭৫

ষট্‌ত্রিংশচ্ছিব-তত্ত্বানি দ্বাত্রিংশদ্ বৈষ্ণবানি তু ।
চতুর্বিংশতি-তত্ত্বানি মৈত্রাণি প্রকৃতেঃ পুনঃ ।
উক্তানি দশ তত্ত্বানি সপ্ত চ ত্রিপদাত্মনঃ ॥ ৭৬

তাহার পর ধৌতদন্ত ধৌতমুখ স্নাত সমাহিত (কৃত নিত্যক্রিয়) শিষ্যকে মণ্ডপের বাহিরে পঞ্চগব্য পান ও আচমন করাইয়া মণ্ডপের দক্ষিণ দ্বার দিয়া কুণ্ডের নিকটে আনয়ন করিবেন। ৭২

গুরু দিব্যদৃষ্টি দ্বারা (নির্নিমেষ দৃষ্টি) সেই শিষ্যকে দেখিয়া তাহার হৃৎপদ্ম হইতে প্রবহমান নাড়ীর মধ্য দিয়া অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা উজ্জ্বল তারকাকার চৈতন্যকে আকর্ষণ করিয়া নিজের প্রবহমান নাড়ীর মধ্য দিয়া নিজের হৃদয়ে সংযোজন করিয়া অধ্বশোধন করিবেন। ৭৩

কলাধ্বা, তত্ত্বাধ্বা ও ভুবনাধ্বা এই তিনটি এবং বর্ণাধ্বা, পদাধ্বা ও মন্ত্রাধ্বা —এই অন্য তিনটী তন্ত্রবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক অধ্বা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৭৪

বিবৃতি। উক্ত ছয়টা অধ্বার মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থরূপ, শেষের তিনটি শব্দরূপ। তত্ত্বসমূহের বা বর্ণসমূহের কারণের সহিত ঐক্য চিন্তাই তত্ত্বাধ্বার শোধন। কলা সমূহের বিন্দুর সহিত ঐক্য চিন্তাই কলাধ্বার শোধন। ৭৪

নিবৃত্তি প্রভৃতি পাঁচটি কলা কলাধ্বা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। শিবাদি আগমভেদে তত্ত্বাধ্বা বহু (পাঁচ) প্রকারে ভিন্ন। ৭৫

শৈবতত্ত্ব ছত্রিশটী। বৈষ্ণব তত্ত্ব বত্রিশটি। মৈত্র (সাংখ্য) তত্ত্ব প্রকৃতি হইতে চব্বিশটী। আর ত্রিপুরার দশটি ও সাতটি মোট সতরটি তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। ৭৬

তত্ত্বানি শৈবাহ্যুচ্যন্তে শিবঃ শক্তিঃ সদাশিবঃ।
ঈশ্বরো বিদ্যয়াসার্দ্ধং পঞ্চ শুদ্ধান্যমূনি হি ॥ ৭৭

মায়া কালশ্চ নিয়তিঃ কলা বিদ্যা পুনঃ স্মৃতা।
রাগঃ পুরুষ এতানি শুদ্ধাশুদ্ধানি সপ্ত চ ॥ ৭৮

প্রকৃতির্বুদ্ধ্যহঙ্কারো মনো জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যথ।
কর্মেন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রা পঞ্চভুতানি দেশিকাঃ ॥ ৭৯

এতান্যাহুরশুদ্ধানি চতুর্বিংশতিরাগমে।
শৈবানামিতি তত্ত্বানাং বিভাগোঽত্র প্রদর্শিতঃ ॥ ৮০

জীব-প্রাণ-ধিয়শ্চিত্তং জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয়াণ্যথ।
তন্মাত্রাঃ পঞ্চভূতানি হৃৎপদ্মং তেজসাং ত্রয়ম্।
বাসুদেবাদয়শ্চেতি তত্ত্বান্যেতানি শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৮১

পঞ্চভূতানি তন্মাত্রা ইন্দ্রিয়াণি মনস্তথা।
গর্বো বুদ্ধিঃ প্রধানঞ্চ মৈত্রাণীতি বিদুর্বুধাঃ ॥ ৮২

শৈবতত্ত্ব সমূহ কথিত হইতেছে। শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর ও বিদ্যা—এই পাঁচটি তত্ত্ব শুদ্ধ। ৭৭

মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা, রাগ ও পুরুষ—এই সাতটি শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব। ৭৮

প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি তন্মাত্র (শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র) ও পৃথিব্যাদি পাঁচটি ভূত—এই চব্বিশটি তত্ত্বকে দেশিকগণ আগমে অশুদ্ধ তত্ত্ব বলেন। শৈব তত্ত্ব সমূহের এই বিভাগ এখানে প্রদর্শিত হইল। ৭৯-৮০

জীব, প্রাণ, বুদ্ধি, চিত্ত, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি তন্মাত্র, পাঁচটি ভূত, হৃৎপদ্ম, তেজস্ত্রয় (অগ্নি, ইন্দু, সূর্য্য) ও অষ্টম পটলোক্ত বাসুদেব প্রভৃতি চারিটি—এইগুলি বৈষ্ণব তত্ত্ব। ৮১

পাঁচটি ভূত, পাঁচটি তন্মাত্র, দশটি ইন্দ্রিয়, মনঃ, গর্ব (অহঙ্কার), বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), প্রধান (প্রকৃতি)—এইগুলিকে পণ্ডিতগণ সাংখ্যতত্ত্ব বলেন। ৮২

নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলা পঞ্চ ততো বিন্দুঃ কলা পুনঃ।
নাদঃ শক্তিঃ সদাপূর্বঃ শিবশ্চ প্রকৃতের্বিতুঃ ॥ ৮৩
আত্মবিদ্যা শিবঃ পশ্চাচ্ছিবো বিদ্যা স্বয়ং পুনঃ।
সর্বতত্ত্বঞ্চ তত্ত্বানি প্রোক্তানি ত্রিপদাত্মনঃ ॥ ৮৪
তত্ত্বাধ্বা কথিতো হ্যেষ তৎতদাগম-বেদিভিঃ।
ঈরিতো ভুবনাধ্বেতি ভুবনানি মনীষিভিঃ ॥ ৮৫
বর্ণাধ্বেতি বদন্ত্যর্ণানাদি-ক্ষান্তান্ মনীষিণঃ।
বর্ণসঙ্ঘঃ পদাধ্বা স্যান্ মন্ত্রাধ্বা মন্ত্ররাশয়ঃ ॥ ৮৬
ক্রমাদেতানধ্বনঃ ষট্ শোধয়েদ্ গুরুসত্তমঃ।
পদাক্ষু-নাভি-হৃদ্-ভাল-মূর্দ্ধস্বপি শিশোঃ স্মরেৎ ॥ ৮৭

নিবৃত্তি প্রভৃতি পাঁচটি কলা, তাহার পর বিন্দু, কলা, নাদ, শক্তি, সদাশিব, প্রকৃতি, আত্মবিদ্যা, শিব, অনন্তর শিব, বিদ্যা, স্বয়ং, (আত্মা), সর্বতত্ত্ব— এইগুলি ত্রিপুরার তত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৮৩-৮৪

সেই সেই আগমবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই তত্ত্বাধ্বা কথিত হইয়াছে। মনীষিগণ কর্তৃক ভুবনগুলি ভুবনাধ্বা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৮৫

মনীষিগণ অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণসমূহকে বর্ণাধ্বা এই বলেন। সবিন্দু বর্ণসমূহ হইতেছে পদাধ্বা। মন্ত্ররাশি হইতেছে মন্ত্রাধ্বা ॥ ৮৬

শ্রেষ্ঠ গুরু ক্রমে ক্রমে এই ছয়টি অধ্বার শোধন করিবেন। শিষ্যের পাদ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, শিরঃ ও ব্রহ্মরন্ধ্রে কলাসমূহকে স্মরণ করিবেন ॥ ৮৭

বিবৃতি। রাঘব ভট্ট অধ্বশোধনের প্রকার এইরূপ বলিয়াছেন। শিষ্যের পাদে কলাধ্বা স্মরণ করিয়া পাদ, গুহ্য, হৃদয়, বক্ত্র, মস্তকে স্ব স্ব কলার স্ব স্ব বীজপূর্বক কলাগুলির ন্যাস করিয়া পরে কলাধ্বার শোধন কর্তব্য। এইরূপ গুহ্যে তত্ত্বাধ্বগুলিকে স্মরণ করিয়া পূর্বস্থানসমূহে ঐগুলির ন্যাস করিয়া তত্ত্বাধ্ব-সমূহের শোধন, নাভিতে ভুবনাধ্বার বিলোমে স্মরণ করিয়া অনন্তর স্থানে বীজপূর্বক সেইগুলির ন্যাস করিয়া তাহার শোধন, হৃদয়ে বর্ণাধ্বাকে স্মরণ করিয়া সেই দেহে শুদ্ধ বর্ণসমূহের ন্যাস করিয়া পরে বর্ণাধ্বার শোধন, এইরূপ মস্তকে পদাধ্বাকে স্মরণ করিয়া সবিন্দু বর্ণসমূহের ন্যাস করিয়া পরে তাহার শোধন এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে মন্ত্রাধ্বাকে স্মরণ করিয়া সেই সেই স্থানসমূহে অ ক চ ট ত প ও য এই সাতটী মন্ত্রের ন্যাস করিয়া পরে মন্ত্রাধ্বার শোধন করিবেন ॥ ৮৭

ততঃ কূর্চেন বিধিবৎ তং স্পৃশেৎ জুহুয়াদ্ গুরুঃ।
আচার্য্য-কুণ্ডে সংশুদ্ধৈস্তিলৈরাজ্য-পরিপ্লুতৈঃ ॥ ৮৮

শোধয়াম্যমুমধ্বানং স্বাহেতি পৃথগধ্বনা।
তারাদ্যমাহুতীরষ্টৌ ক্রমাৎ তান্ বিলয়ং নয়েৎ।
শিবে শিবাৎ তান্ সংলীনান্ জনয়েৎ সৃষ্টি-মার্গতঃ ॥ ৮৯

বিলোকয়ন্ দিব্যদৃষ্ট্যা তং শিশুং দেশিকোত্তমঃ।
আত্মস্থিতং তচ্চৈতন্যং পুনঃ শিষ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ৯০

স্রুচা পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
উদ্বাস্য দেবতাং কুম্ভে সাঙ্গাং সাবরণাং গুরুঃ ॥ ৯১

পুনর্ব্যাহৃতিভির্হুত্বা জিহ্বাদীনাং বিভাবসোঃ।
একৈকামাহুতিং হুত্বা পরিষিচ্যাঽগ্নিরাত্মনি ॥ ৯২

তাহার পর শিষ্য কূর্চবীজ জপ পূর্ব্বক সেই গুরুকে স্পর্শ করিবে। তাহার পর গুরু আচার্য্য কুণ্ডে আজ্য সংপ্লুত আবর্জনা রহিত ধৌত তিলের দ্বারা প্রণবাদি "অমুষ্য অমুং অধ্বানং শোধয়ামি স্বাহা" এই মন্ত্রে অধ্বার সহিত পৃথক্ পৃথক্ আটটি আহুতি প্রদান করিবেন এবং ক্রমে ক্রমে সেই অধ্বাগুলিকে সহস্রারস্থিত শিবে লয় করিয়া দিবেন এবং সৃষ্টিমার্গ-ক্রমে শিব হইতে সেইগুলিকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। ৮৮-৮৯

বিবৃতি। কোন কোন গ্রন্থে "তং স্পৃশন্" এইরূপ পাঠ আছে। তাহা প্রকৃত পাঠ হইলে গুরু সেই শিষ্যকে বামহাতে স্পর্শ করিয়া হোম করিবেন। এই অধ্বশোধনের দ্বারা ষড়ধ্বময় শরীরের শুদ্ধি করা হয়। ৮৮

দেশিকোত্তম গুরু সেই শিষ্যকে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা বিলোকন করিয়া পুনরায় আত্মস্থিত শিষ্য চৈতন্যকে আনয়ন ক্রমে শিষ্যে স্থাপন করিবেন। ৯০

তাহার পর মন্ত্রবিৎ গুরু বৌষড়ন্ত মূল মন্ত্রে স্রুকের দ্বারা পূর্ণাহুতি দিয়া অগ্নি হইতে সাঙ্গ ও সাবরণ দেবতাকে উদ্বাসন করিয়া কুম্ভে আনিয়া ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিয়া অগ্নির জিহ্বাদি ও অধিদেবতা, অষ্টমূর্ত্তি, লোকপাল ও তাঁহার অস্ত্রের এক একটি আহুতি দ্বারা হোম করিয়া প্রোক্ষণী পাত্রের জলের দ্বারা অগ্নিকে সেচন করিয়া নিজের আত্মাতে অগ্নিকে যুক্ত

পাবকং যোজয়িত্বা স্বে পরিধীন্ সপরিস্তরান্।
নৈমিত্তিকে দহেন্ মন্ত্রী নিত্যে তু ন দহেদিমান্ ॥ ৯৩
নেত্রে শিষ্যস্য বধ্নীয়ান্ নেত্র-মন্ত্রেণ বাসসা।
করে গৃহীত্বা তং শিষ্যং কুণ্ডতো মণ্ডলং নয়েৎ ॥ ৯৪
তস্যাঞ্জলিং পুনঃ পুষ্পৈঃ পূরয়িত্বা যথাবিধি।
কলশে দেবতা-প্রীত্যৈ ক্ষেপয়েন্ মূলমুচ্চরন্ ॥ ৯৫
ব্যপোহ্য তং নেত্রবন্ধমাসীনং দর্ভসংস্তরে।
আত্মযাগ-ক্রমাদ্ ভূয়ঃ সংহৃত্যোৎপাদ্য দেশিকঃ ॥ ৯৬
তত্তন্মন্ত্রোদিতান্ ন্যাসান্ কুর্য্যাদ্ দেহে শিশোস্তদা।
পঞ্চোপচারৈঃ কুম্ভস্থাং পূজয়িত্বেষ্ট-দেবতাম্ ॥ ৯৭

করিবেন। তাহার পর মন্ত্রী পরিস্তরণ কুশের সহিত পরিধিগুলিকে নৈমিত্তিক কর্ম্মে দগ্ধ করিবেন। নিত্য কর্ম্মে দগ্ধ করিবেন না। ৯-৯৩

বিবৃতি। প্রার্থনা মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা পূর্ব্বক অগ্নির উদ্বাসন কর্ত্তব্য। গণেশ্বর-বিমর্শিনীতে সেই প্রার্থনা মন্ত্র এইরূপ উক্ত হইয়াছে—ভো ভো বহ্নে। মহাশক্তে। সর্ব্বকর্ম-প্রসাধক।। কর্ম্মান্তরেঽপি সংপ্রাপ্তে সান্নিধ্যং কুরু সাদরম্॥ ইতি মন্ত্রেণ সংপ্রার্থ্য বহ্নিমুদ্বাসয়েদপি। ৯৩

নেত্রমন্ত্রে নূতন শুক্ল বস্ত্রের দ্বারা শিষ্যের দুইটি নেত্র বাঁধিবেন। তাহাকে হাতে ধরিয়া কুণ্ড হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে পশ্চিম দ্বার দিয়া মণ্ডলের নিকট লইয়া আসিবেন। ৯৪

পুষ্পের দ্বারা তাহার অঞ্জলি পুনরায় পূর্ণ করিয়া যথাবিধি মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতার প্রীতির জন্য সেই পুষ্পাঞ্জলি কলশে নিক্ষেপ করাইবেন। ৯৫

বিবৃতি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রপঞ্চসারে দেবতার প্রার্থনমন্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন—কারুণ্য-নিলয়ে। দেবি। সর্ব্ব-সম্পত্তি-সংশ্রয়ে।। শরণ্য-বৎসলে। মাতঃ। কৃপামস্মিন্ শিশৌ কুরু॥ আণব-প্রমুখৈঃ পাশৈঃ পাশিতস্য সুরেশ্বরি।। দীনস্যাস্য দয়াধারে। কুরু কারুণ্যমীশ্বরি।। ঐহিকামুষ্মিকৈর্ভোগৈরপি সম্বর্দ্ধিতাময়ম্। সদ্ভক্তঃ সকলা চাস্মৈ দীয়তাং নিষ্কলাশ্রয়ে।। ৯৫

তাহার পর দেশিক শিষ্যের সেই নেত্রবন্ধন ত্যাগ করাইয়া দর্ভসংস্তরে উপবিষ্ট দেহকে অন্তর্যাগ ক্রমে অর্থাৎ অন্তর্যাগ প্রকরণোক্ত ভূতশুদ্ধি ক্রমে দেহকে সংহার করিয়া পুনরায় উৎপাদন করিয়া শিষ্যের দেহে সেই সেই মন্ত্রোক্ত ন্যাস সকল করিবেন। তাহার পর কুম্ভস্থ ইষ্ট দেবতাকে পঞ্চোপচারে

তস্যাঃ তন্ত্রোক্ত-মার্গেণ বিদধ্যাৎ সকলীকৃতিম্ ।
মণ্ডলেঽলঙ্কৃতে শিষ্যমস্মিন্নুপবেশয়েৎ ॥ ৯৮

নদৎসু পঞ্চবাদ্যেষু সার্দ্ধং বিপ্রাশিষা গুরুঃ ।
বিধিবৎ কুম্ভমুদ্ধৃত্য তন্মুখস্থান্ সুরদ্রুমান্ ॥ ৯৯

শিশোঃ শিরসি বিন্যস্য মাতৃকাং মনসা জপন্ ।
মূলেন সাধিতৈস্তোয়ৈরভিষিঞ্চেৎ তমাত্মবিৎ ॥ ১০০

পূজিতাং পুনরাদায় বর্দ্ধনীমস্ত্ররূপিণীম্ ।
তস্যাং সুসাধিতৈস্তোয়ৈঃ সিঞ্চেদ্ রক্ষার্থমঞ্জসা ॥ ১০১

অবশিষ্টেন তোয়েন শিষ্যমাচাময়েদ্ গুরুঃ ।
ততস্তং সকলীকুর্য্যাদ্ দেবতাত্মানমাত্মবিৎ ॥ ১০২

উত্থায় শিষ্যো বিমলে বাসসী পরিধায় চ ।
আচম্য বাগ্‌যতো ভূত্বা নিষীদেৎ সন্নিধৌ গুরোঃ ॥ ১০৩

পূজা করিয়া প্রার্থনামন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিক্রমে সেই দেবতার সকলীকরণ করিবেন। মণ্ডলের বাহিরে ঈশানে অন্য সুশোভিত মণ্ডলে শিষ্যকে ভোগের জন্য পূর্বমুখে ও মুক্তির জন্য উত্তরমুখে উপবেশন করাইবেন। ৯৬-৯৮

পঞ্চ বাদ্যের শব্দ হইতে থাকিলে আত্মবিৎ গুরু ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদের সহিত কুম্ভ তুলিয়া তাহার মুখস্থিত পল্লব সমূহ শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া বিধিপূর্বক মনে মনে বিলোমে মাতৃকা-সমূহ পাঠ করিতে করিতে বিলোম-পঠিত মূল মন্ত্রে শোধিত জলের দ্বারা সেই শিষ্যকে অভিষেক করিবেন। ৯৯-১০০

অস্ত্ররূপিণী পূজিতা বর্দ্ধনীকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া রক্ষার জন্য তদ্‌গত সুসাধিত শোধিত জলের দ্বারা যথাযথভাবে সেচন করিবেন। ১০১

আত্মতত্ত্বজ্ঞ গুরু তাহার পর অভিষেকাবশিষ্ট কলস জলের দ্বারা শিষ্যকে আচমন করাইবেন। তাহার পর দেবতাস্বরূপ সেই শিষ্যকে সকলীকরণ করিবেন। ১০২

তাহার পর শিষ্য উত্থিত হইয়া শুদ্ধ বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া আচমন করিয়া বাক্‌সংযম করিয়া গুরুর নিকট উপবেশন করিবেন। ১০৩

দেবতামাত্মনঃ শিষ্যে সংক্রান্তাং দেশিকোত্তমঃ।
পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্যৈরৈক্যং সম্ভাবয়ংস্তয়োঃ ॥ ১০৪
দদ্যাদ্ বিদ্যাং ততস্তস্মৈ বিনীতায়াম্বু-পূর্বকম্।
গুরোর্লব্ধাং পুনর্বিদ্যামষ্টকৃত্বো জপেৎ সুধীঃ ॥ ১০৫
গুরু-বিদ্যা-দেবতানামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমৌ গুরুং তং দেবতাত্মকম্ ॥ ১০৬

তাহার পর দেশিক-শ্রেষ্ঠ শিষ্যে অভিষেকের দ্বারা আগত নিজের দেবতাকে শিষ্য ও দেবতার ঐক্য জ্ঞানে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও দীপ দ্বারা পূজা করিবেন। ১০৪

তাহার পর শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া ১০৮ বার দেয় মন্ত্র জপ পূর্বক গুরু শিষ্যের হস্তে জল দিয়া সেই বিনীত শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে প্রণবাদিযুক্ত মন্ত্র তিন বার দান করিবেন। শিক্ষিত শিষ্য গুরুর নিকট প্রাপ্ত মন্ত্র আট বার জপ করিবেন। ১০৫

বিবৃতি। দীক্ষা দানের পর গুরু নিজ শক্তির ক্ষয় নিবৃত্তির জন্য ১০০৮ বার ঐ মন্ত্র জপ করিবেন। নারায়ণীয়, মহাকপিল-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি নানাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মন্ত্রং দত্ত্বা সহস্রং বৈ স্বসিদ্ধ্যৈ দেশিকো জপেৎ"। এই চারি প্রকার দীক্ষা ছাড়া "মন্ত্রমহ-মহারত্নে" স্মার্তী, মানসিকী, যৌগী, চাক্ষুষী, স্পার্শনী, বাচিকী, মান্ত্রিকী, হৌত্রী, শাস্ত্রী ও আভিষেচিকী ভেদে আরও দশ প্রকার দীক্ষা উক্ত হইয়াছে। পদার্থাদর্শে ইহার বিবরণও আছে। কিন্তু ক্রিয়াবতী দীক্ষা ব্যতীত আধুনিক যুগের গৃহস্থের অন্য কোন দীক্ষা প্রশস্ত নহে, সম্ভবও নহে। গুরু প্রকৃত অসাধারণ যোগী না হইলে অন্য কোন দীক্ষা দিতে পারেন না; কারণ অন্য সমস্ত দীক্ষাই যোগবিভূতি সাধ্য। বর্তমানে সেরূপ যোগী গুরু প্রায় নাই, সেরূপ শিষ্যও নাই। পাইকারীভাবে বহুলোকের কানে এক একটী মন্ত্র বলিয়া দেওয়াটা শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত দীক্ষা নহে। অজ্ঞ শিষ্যের দল ইহা না বুঝিলেও বিজ্ঞ তথাকথিত গুরুবর্গ কি স্বার্থে এইরূপ দীক্ষা দেন, তাহা আমার বোধগম্য নহে। শাস্ত্রোক্ত বিধানে যিনি মন্ত্রদীক্ষা দেন, তাহাই প্রকৃত দীক্ষা। অন্য কোন দীক্ষা প্রকৃত দীক্ষা নহে। ১০৫

তাহার পর শিষ্য মনে মনে গুরু, মন্ত্র ও দেবতার ঐক্য চিন্তা করিতে করিতে সেই দেবতাত্মক গুরুকে "ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব। কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্বতঃ। মায়ামৃত্যু-মহাপাশাদ্ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ।" এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। ১০৬

তস্য পাদাম্বুজ-দ্বন্দ্বং নিজ-মূর্দ্ধনি যোজয়েৎ।
শরীরমর্থং প্রাণঞ্চ সর্বং তস্মৈ নিবেদয়েৎ॥ ১০৭
ততঃ প্রভৃতি কুর্বীত গুরোঃ প্রিয়মনন্যধীঃ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাং দত্বা সমগ্রাং প্রীত-মানসঃ॥ ১০৮
ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়েৎ পশ্চাদ্ ভক্ষ্য-ভোজ্যৈঃ সদক্ষিণৈঃ।
এষা ক্রিয়াবতী দীক্ষা প্রোক্তা সর্ব-সমৃদ্ধিদা॥ ১০৯

সেই গুরুর পাদপদ্মদ্বয় নিজ মস্তকে যুক্ত করিবেন। শরীর, অর্থ (বিত্ত অনুসারে দক্ষিণা ও কুম্ভাদি দ্রব্য এবং মণ্ডপ ও যাগোপকরণ দ্রব্য) ও প্রাণ —(মনঃ) সমস্তই সেই গুরুকে নিবেদন করিবেন। ১০৭

বিবৃতি। দীক্ষাদানের পরে গুরু শিষ্যকে স্নান, সন্ধ্যা, শিষ্যের করণীয় সদাচার, নিত্য ও কাম্য কর্ম এবং মন্ত্রসিদ্ধির উপায় বলিয়া দিবেন। শিষ্যের পালনীয় মুখ্য সদাচার হইতেছে—দেবস্থান, গুরুস্থান, শ্মশান ও চতুষ্পথে পাদুকা, আসন, মলমূত্রত্যাগ ও মৈথুন বর্জনীয়। দেবতা প্রভৃতি নামের পূর্বে শ্রীশব্দের প্রয়োগ। প্রমত্তা, অন্ত্যজ জাতির কন্যা, কুৎসিতা, বৃদ্ধা, মুক্তকেশী, কামার্ত্তা ও রজস্বলার নিন্দা বর্জনীয়। পর দ্রব্যের ও পরস্ত্রীর অবলোকন সর্বদা বর্জনীয়। শাস্ত্র, গো, দেবতা, অগ্নি, বিদ্যা, ধনাগার ও মানুষের প্রতি পাদ প্রসারণ ও ইহাদের লঙ্ঘন অকর্তব্য। আলস্য, মদ, সম্মোহ, শঠতা, অসূয়া, আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা বর্জনীয়। ব্রতী ব্রাহ্মণ, বেদ, বেদাঙ্গ, সংহিতা, আগম, পুরাণ ও কল্পশাস্ত্রের নিন্দা বর্জনীয়। মুষল, উদূখল, প্রস্তর, দাম (দড়ি), কুলা, ঝাঁটা, দণ্ড, ধ্বজ, বৈদূর্য্য, অস্ত্র, কলশ, চামর, ছত্র, দর্পণ, অলঙ্কার, যাবতীয় ভোগ্য বস্তু ও যাগদ্রব্য, দেবগৃহস্থিত যাবতীয় দ্রব্যের লঙ্ঘন ও পাদস্পর্শ বর্জনীয়। লোক-বিদ্বিষ্ট স্বেচ্ছাচার ও পরহিংসা প্রবণ জনগোষ্ঠীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সরলতা, সত্য, সংযতভাবতা, সমতা, ধৃতি, ক্ষান্তি ও দয়া প্রকাশ কর্তব্য। "পদার্থাদর্শে" ও "ষড়ন্বয় মহারত্নে" ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এই দীক্ষা গ্রহণ হইতে শিষ্য অনন্যচিত্তে গুরুর প্রিয়কর কার্য্য করিবেন। তাহার পর প্রণীতামার্জন করিয়া সন্তুষ্ট মনে ব্রহ্মাদি ঋত্বিক্‌গণকে সম্পূর্ণ দক্ষিণা দিয়া ব্রহ্মার উদ্বাসন করিয়া "কস্তপস্ত" ইত্যাদি মন্ত্রে ভস্মধারণ, শান্তি মার্জন ও কুক্কুটাণ্ড পরিমাণ হুত-শেষ চরু গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রিত করিয়া ভোজন করিবেন। ইহার পরে ভক্ষ্য ভোজ্য দক্ষিণা দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিবেন। সমস্ত সমৃদ্ধিপ্রদা এই ক্রিয়াবতী দীক্ষা কথিত হইল। ১০৮-১০৯

অথ বর্ণাত্মিকাং বক্ষ্যে দীক্ষামাগম-বেদিতাম্ ।
পুং-প্রকৃত্যাত্মকা বর্ণাঃ শরীরমপি তাদৃশম্ ॥ ১১০
যতস্তস্মাৎ তনৌ ন্যস্যেদ্ বর্ণান্ শিষ্যস্য দেশিকঃ ।
তত্তৎ-স্থান-যুতান্ বর্ণান্ প্রতিলোমেন সংহরেৎ ॥ ১১১
স্বাজ্ঞয়া দেবতাভাবাদ্ বিধিনা দেশিকোত্তমঃ ।
তদা বিলীন-তত্ত্বোঽয়ং শিষ্যো দিব্যতনুর্ভবেৎ ॥ ১১২
পরমাত্মনি সংযোজ্য তচ্চৈতন্যং গুরূত্তমঃ ।
তস্মাদুৎপাদ্য তান্ বর্ণান্ ন্যস্যেচ্ছিষ্য-তনৌ পুনঃ ॥ ১১৩
সৃষ্টি-ক্রমেণ বিধিবচ্চৈতন্যঞ্চ নিযোজয়েৎ ।
জায়তে দেবতাভাবঃ পরানন্দময়ঃ শিশোঃ ॥ ১১৪
এষা বর্ণময়ী দীক্ষা প্রোক্তা সম্বিৎ-প্রদায়িনী ।
ততঃ কলাবতী দীক্ষা যথাবদভিধীয়তে ॥ ১১৫
নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ ভূতানাং শক্তয়ো যতঃ ।
তস্মাদ্ ভূতময়ে দেহে ধ্যাত্বা তা বেধয়েচ্ছিশোঃ ॥ ১১৬

অনন্তর আগম জ্ঞাপিত বর্ণাত্মিকা দীক্ষা (বর্ণময়ী দীক্ষা) কথিত হইতেছে। যেহেতু বর্ণগুলি পুরুষ ও প্রকৃতিস্বরূপ, শরীরও পুরুষ ও প্রকৃতিস্বরূপ, সেই হেতু মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু শিষ্যের দেহে বর্ণ সমূহের ন্যাস করিবেন। তাহার পর দেশিকোত্তম পরমাত্মাতে শিষ্যের চৈতন্য সংযোজন করিয়া নিজের দেবভাবহেতু আজ্ঞাবিধানে সেই সেই স্থানযুক্ত বর্ণগুলিকে প্রতিলোমে সংহার করিবেন অর্থাৎ অগ্রিম স্থান ও বর্ণকে পূর্বস্থানে ও বর্ণে সংহার করিবেন। তখন এই শিষ্য বিলীনতত্ত্ব হইয়া দিব্য দেহধারী হয়। ১১০-১১২

তাহার পর গুরু-শ্রেষ্ঠ পুনরায় সৃষ্টিক্রমে সেই পরমাত্মা হইতে সেই সেই বর্ণগুলিকে যথাবিধানে অর্থাৎ পূর্বস্থান ও বর্ণ হইতে অগ্রিম স্থান ও বর্ণকে উৎপাদন করিয়া শিষ্য দেহে ন্যাস করিবেন এবং শিষ্যের দেহে চৈতন্যকেও স্থাপন করিবেন। ইহাতে শিষ্যের পরমানন্দময় দেবতাভাব জন্মায়। ১১৩-১১৪

সম্বিৎ-প্রদায়িনী এই বর্ণময়ী দীক্ষা কথিত হইল। তাহার পর কলাবতী দীক্ষা যথাযথ কথিত হইতেছে। ১১৫

যেহেতু নিবৃত্ত্যাদি পাঁচটি কলা ভূতগণের শক্তি, সেই হেতু শিষ্যের সেই কলাগুলিকে ধ্যান করিয়া ভূতময় দেহে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিবেন। ১১৬

নিবৃত্তির্জানু-পর্য্যন্তং তলাদারভ্য সংস্থিতা।
জানুনোর্নাভি-পর্য্যন্তং প্রতিষ্ঠা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ১১৭

নাভেঃ কণ্ঠাবধি ব্যাপ্তা বিদ্যা শান্তিস্ততঃ পরম্।
কণ্ঠাল্ললাট-পর্য্যন্তং ব্যাপ্তা তস্মাচ্ছিখাবধি।
শান্ত্যতীতা কলা জ্ঞেয়া কলাব্যাপ্তিরিতীরিতা ॥ ১১৮

সংহার-ক্রম-যোগেন স্থানাৎ স্থানান্তরে গুরুঃ।
সংযোজ্য বেধয়েদ্ বিদ্বানাজ্ঞয়া তাঃ শিবাবধি ॥ ১১৯

ইয়ং প্রোক্তা কলা-দীক্ষা দিব্যভাব-প্রদায়িনী।
ততো বেধময়ীং বক্ষ্যে দীক্ষাং সংসার-মোচনীম্ ॥ ১২০

ধ্যায়েচ্ছিষ্য-তনোর্মধ্যে মূলাধারে চতুর্দলে।
ত্রিকোণ-মধ্যে বিমলে তেজস্ত্রয়-বিজৃম্ভিতে ॥ ১২১

বলয়-ত্রয়-সংযুক্তাং তড়িৎ-কোটি-সম-প্রভাম্।
শিব-শক্তিময়ীং দেবীং চেতনা-মাত্র-বিগ্রহাম্ ॥ ১২২

পাদতল হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানে নিবৃত্তি কলা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা কলা জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ১১৭

বিদ্যা কলা নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। তাহার পর শান্তি কলা কণ্ঠ হইতে ললাট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ললাট হইতে শিখা পর্য্যন্ত শান্ত্যতীত কলা ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই প্রকার কলা ব্যাপ্তি কথিত হইল। ১১৮

বিদ্বান্ গুরু আজ্ঞামাত্রে সেই কলাগুলিকে স্থান হইতে স্থানান্তরে অর্থাৎ নিজ নিজ কারণে পূর্ব্ববৎ সংহার-ক্রমে শিব পর্য্যন্ত স্থানে শিষ্যের দেহে বেধ (লয়) করিবেন। আবার সৃষ্টিক্রমে সেইগুলিকে শিব হইতে সৃষ্টি করিবেন। ১১৯

দিব্যভাব প্রদায়িনী এই কলা দীক্ষা কথিত হইল। তাহার পর সংসার-মোচনী বেধময়ী দীক্ষা কথিত হইতেছে। ১২০

গুরু শিষ্যের দেহ মধ্যে বিমল চতুর্দল মূলাধারে ত্রিকোণ মধ্যে তেজস্ত্রয়ের দ্বারা বিলসিতা বলয়ত্রয়-সংযুক্তা তড়িৎ-কোটি-সমপ্রভা চেতনমাত্র বিগ্রহা ষট্চক্র

সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরাং শক্তিং ভিত্বা ষট্চক্রমঞ্জসা।
গচ্ছন্তীং মধ্যমার্গেণ দিব্যাং পরশিবাবধি ॥ ১২৩

বাদি-সান্ত-দলস্থার্ণান্ সংহরেৎ কমলাসনে।
তং ষট্-পত্রময়ে পদ্মে বাদি-লান্তাক্ষরান্বিতে ॥ ১২৪

স্বাধিষ্ঠানে সমাযোজ্য বেধয়েদাজ্ঞয়া গুরুঃ।
তান্ বর্ণান্ সংহরেদ্ বিষ্ণৌ, তং পুনর্নাভি-পঙ্কজে ॥ ১২৫

দশ-পত্রে ডাদি-ফান্ত-বর্ণাঢ্যে যোজয়েদ্ গুরুঃ।
তান্ বর্ণান্ সংহরেদ্ রুদ্রে, তং পুনর্হৃদয়াম্বুজে ॥ ১২৬

কাদি-ঠান্তার্ক-বর্ণাঢ্যে যোজয়িত্বেশ্বরে গুরুঃ।
তান্ বর্ণান্ সংহরেদস্মিংস্তং ভূয়ঃ কণ্ঠ-পঙ্কজে ॥ ১২৭

স্বরাঢ্য-ষোড়শ-দলে যোজয়িত্বা স্বরান্ পুনঃ।
সদাশিবে তান্ সংহৃত্য, তং পুনর্ভ্রূ-সরোরুহে ॥ ১২৮

ভেদ পূর্বক মধ্যমার্গে (সুষুম্নামার্গে) পরশিব পর্য্যন্ত শীঘ্র গমনকারিণী সূক্ষ্মা সূক্ষ্মতরা দিব্যা শিব-শক্তি-স্বরূপা দেবী শক্তিকে ধ্যান করিবেন। ১২১-১২৩

তাহার পর গুরু আজ্ঞামাত্রে মূলাধারের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা কমলাসন ব্রহ্মাতে মূলাধারের চতুর্দলস্থিত বকারাদি সকারান্ত চারিটি বর্ণকে সংহার (লয়) করিবেন। তাহার পর গুরু পূর্ববৎ আজ্ঞামাত্রে ষট্‌পত্র-যুক্ত বকারাদি লকারান্ত ষড়্‌বর্ণ বিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান পদ্মে ব্রহ্মাকে সম্যক্‌রূপে যুক্ত করিয়া বেধ করিবেন এবং ঐ স্বাধিষ্ঠানাধিপতি বিষ্ণুতে বকারাদি লকারান্ত ছয়টী বর্ণকে সংহার (লয়) করিবেন। তাহার পর গুরু সেই বিষ্ণুকে দশপত্র যুক্ত ডকারাদি ফকারান্ত দশবর্ণ বিশিষ্ট নাভিপদ্মে মণিপূরে যুক্ত করিবেন এবং তাহার পর সেই ডকারাদি ফকারান্ত দশটি বর্ণকে মণিপূরাধিষ্ঠাতৃ রুদ্রে সংহার করিবেন। তাহার পর গুরু ককারাদি ঠকারান্ত দ্বাদশবর্ণ বিশিষ্ট দ্বাদশপত্র যুক্ত হৃৎপদ্মে অনাহত চক্রে ঈশ্বরে সেই রুদ্রকে যুক্ত করিয়া সেই দ্বাদশবর্ণকে এই ঈশ্বরের সংহার করিবেন। অনন্তর কণ্ঠপদ্মে ষোড়শ দল-যুক্ত অকারাদি ষোড়শ স্বরবিশিষ্ট বিশুদ্ধ চক্রে সদাশিবে সেই রুদ্রকে যুক্ত করিয়া সেই সদাশিবে সেই স্বরগুলিকে সংহার করিবেন। ১২৫-১২৮

দ্বি-পত্রে হক্ষ-লসিতে যোজয়িত্বা ততো গুরুঃ।
তদর্ণৌ সংহরেদ্ বিন্দৌ, কলায়াং তং নিযোজয়েৎ ॥ ১২৯
তাং নাদেঽনন্তরং নাদং নাদান্তে যোজয়েদ্ গুরুঃ।
তমুন্মন্যাং সমাযোজ্য বিধু (ষ্ণু)-বক্ত্রান্তরে চ তাম্ ॥ ১৩০
তাং পুনর্গুরু-বক্ত্রে তু যোজয়েদ্ দেশিকোত্তমঃ।
সহৈবমাত্মনা শক্তিং বেধয়েৎ পরমেশ্বরে ॥ ১৩১
গুর্বাজ্ঞয়া ছিন্নপাশস্তদা শিষ্যঃ পতেদ্ ভুবি।
সঞ্জাত-দিব্যবোধোঽসৌ সর্বং বিন্দতি তৎক্ষণাৎ।
সাক্ষাচ্ছিবো ভবত্যেষ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৩২
এষা বেধময়ী দীক্ষা সর্বসম্বিৎ-প্রদায়িনী।
ক্রমাচ্চতুর্বিধা দীক্ষা তন্ত্রেঽস্মিন্ সম্যগীরিতা ॥ ১৩৩
অথাত্র হোম-দ্রব্যাণাং প্রমাণমভিধীয়তে।
কর্ষমাত্রং ঘৃতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃ স্মৃতম্ ॥ ১৩৪

অনন্তর গুরু দ্বিপত্রযুক্ত হ ক্ষ বর্ণযুক্ত ভ্রূপদ্মে আজ্ঞাচক্রে বিন্দুতে সেই সদাশিবকে যুক্ত করিয়া সেই হ ক্ষ বর্ণ দুইটাকে বিন্দুতে (শিবে) বেধ (লয়) করিবেন। অনন্তর গুরু সেই বিন্দু শিবকে ভ্রূপদ্মের উপরিস্থিত কলাচক্রে কলাতে বেধ (প্রবেশ) করাইবেন। কলাকে তদুপরি নাদচক্রে নাদে বেধ করিবেন। অনন্তর গুরু নাদকে তাহার উপরিস্থিত নাদান্ত চক্রে বেধ করিবেন। সেই নাদান্তকে উন্মনীতে বেধ করিয়া সেই উন্মনীকে বিষ্ণু (বিধু) চক্রের মধ্যে বেধ করিবেন। তাহার পর দেশিকোত্তম তাঁহাকে পুনরায় গুরুবক্ত্রে বেধ করিবেন। তাহার পর গুরু শিষ্যের জীবাত্মার সহিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে পরমেশ্বরে বেধ করিবেন। তখন শিষ্য গুরুর আজ্ঞায় ছিন্নপাশ হইয়া পাশত্রয় বিমুক্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইবেন। এই শিষ্য তখন দিব্যবোধ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সমস্তই লাভ করেন। এই শিষ্য সাক্ষাৎ শিব হইয়া যান। এবিষয়ে কোন বিচার কর্ত্তব্য নহে। এই বেধময়ী দীক্ষা সর্বদা সমস্ত সংবিৎ প্রদান করেন। এই তন্ত্রে যথাক্রমে চারি প্রকার দীক্ষা সম্যক্‌ভাবে কথিত হইল। ১২৯-১৩৩

অনন্তর এখানে হোম দ্রব্যের পরিমাণ কথিত হইতেছে। হোমে ঘৃতের পরিমাণ এক কর্ষ (১ তোলা) এবং দুগ্ধের পরিমাণ শুক্তিমাত্র (২ কর্ষ বা ২ তোলা) কথিত হইয়াছে। ১৩৪

উক্তানি পঞ্চগব্যানি তৎসমানি মনীষিভিঃ।
তৎসমং মধু দুগ্ধান্নমক্ষমাত্রমুদাহৃতম্ ॥ ১৩৫

দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাল্ লাজাঃ স্যুর্মুষ্টি-সম্মিতাঃ।
পৃথুকাস্তৎ-প্রমাণাঃ স্যুঃ শক্তবোঽপি তথোদিতাঃ ॥ ১৩৬

গুড়ং পলার্দ্ধমানং স্যাচ্ছর্করাঽপি তথা মতা।
গ্রাসার্দ্ধং চরুমানং স্যাদিক্ষু-পর্বাবধির্মতঃ ॥ ১৩৭

একৈকং পত্র-পুষ্পাণি তথাঽপূপানি কল্পয়েৎ।
কদলী-ফল-নারঙ্গ-ফলান্যেকৈকশো বিদুঃ ॥ ১৩৮

মাতুলঙ্গং চতুঃখণ্ডং পনসং দশধা কৃতম্।
অষ্টধা নারিকেলানি খণ্ডিতানি বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৩৯

ত্রিধাকৃতং ফলং বিল্বং কপিত্থং খণ্ডিতং ত্রিধা।
উর্বারুক-ফলং হোমে চোদিতং খণ্ডিতং ত্রিধা ॥ ১৪০

পঞ্চগব্যকে দুগ্ধের সমপরিমাণ মনীষিগণ বলিয়াছেন। মধু পঞ্চগব্যের সমপরিমাণ। দুগ্ধান্ন অক্ষ পরিমাণ (কর্ষ পরিমাণ) উক্ত হইয়াছে। ১৩৫

দধি প্রসৃতি (পলদ্বয়) পরিমাণ। লাজা (খই) মুষ্টি (পল) পরিমাণ। পৃথুক (চিপিটক—চিড়া) মুষ্টি পরিমাণ। শক্তুও সেইরূপ পরিমাণ উক্ত হইয়াছে। ১৩৬

গুড় পলার্দ্ধ (দুই কর্ষ) পরিমাণ। শর্করাও সেই পরিমাণ উক্ত হইয়াছে। চরু গ্রাসার্দ্ধ (আশি রতি) পরিমাণ। ইক্ষু পর্ব-পরিমাণ কথিত হইয়াছে। ১৩৭

হোমে পত্র ও পুষ্প এক এক সংখ্যক দেয়। সেইরূপ অপূপও এক এক সংখ্যক দেয়। কদলী ফল ও নারঙ্গ ফল (লেবু বিশেষ) এক একটি দেয় জানিবেন। ১৩৮

পণ্ডিতগণ বলেন—মাতুলঙ্গ (বীজপুর) সমান চারি খণ্ডে খণ্ডিত, পনস দশ খণ্ডে খণ্ডিত, নারিকেল আটভাগে খণ্ডিত পরিমাণ দেয়। ১৩৯

হোমে বিল্ব ত্রিধা কৃত পরিমাণ অর্থাৎ সমান তিন খণ্ড করিয়া দেয়। কপিত্থও ত্রিধা-কৃত পরিমাণ দেয়। উর্বারুক (কর্কটি—ফুটি) ফল তিনভাগে খণ্ডিত পরিমাণ দেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ১৪০

ফল্যান্যন্যানি খণ্ডানি সমিধঃ স্যুর্দশাঙ্গুলাঃ।
দূর্বাত্রয়ং সমুদ্দিষ্টং গুড়ূচী চতুরঙ্গুলা ॥ ১৪১
ব্রীহয়ো মুষ্টিমাত্রাঃ স্যুর্মুদ্গ-মাষা যবা অপি।
তণ্ডুলাঃ স্যুস্তদর্দ্ধাংশাঃ কোদ্রবা মুষ্টি-সম্মিতাঃ ॥ ১৪২
গোধূম-রক্তকলমা বিহিতা মুষ্টি-মানতঃ।
তিলাশ্চুলুক-মাত্রাঃ স্যুঃ সর্ষপাস্তৎ-প্রমাণকাঃ ॥ ১৪৩
শুক্তি-প্রমাণং লবণং মরীচান্যেক-বিংশতিঃ।
পুরং বদরমানং স্যাদ্রামঠং তৎ-সমং স্মৃতম্ ॥ ১৪৪
চন্দনাগুরু-কর্পূর-কস্তূরী-কুঙ্কুমানি চ।
তিন্তিড়ী-বীজ-মানানি সমুদ্দিষ্টানি দেশিকৈঃ ॥ ১৪৫
বৈশ্বানরং স্থিতং ধ্যায়েৎ সমিদ্ধোমেষু দেশিকঃ।
শয়ানমাজ্য-হোমেষু নিষণ্ণং শেষ-বস্তুষু ॥ ১৪৬
আস্যান্তর্জুহুয়াদগ্নের্বিপশ্চিৎ সর্বকর্মসু।
সধূমোঽগ্নিঃ শিরো জ্ঞেয়ং নির্ধূমশ্চক্ষুরেব হি ॥ ১৪৭

অন্যান্য ফল খণ্ড খণ্ড দেয়। সমিধ্ দশাঙ্গুল পরিমাণ দেয়। দূর্বা (এক একবারে) তিনটী দেয়। গুড়ূচী চারি আঙ্গুল পরিমাণ দেয়। ১৪১

ব্রীহি মুষ্টিমাত্র (পল) পরিমাণ। মুগ, মাষ, যবও মুষ্টিমাত্র পরিমাণ। তণ্ডুল তাহার অর্দ্ধপরিমাণ (কর্ষদ্বয় পরিমাণ), কোদ্রব মুষ্টি (পল) পরিমাণ। ১৪২

গোধূম ও রক্তকলম মুষ্টি পরিমাণ বিহিত হইয়াছে। তিল চুলুক (কর্ষ) পরিমাণ। সর্ষপও সেই চুলুক (পাণিতল—কর্ষ) পরিমাণ। ১৪৩

লবণ শুক্তি-(দুই কর্ষ) পরিমাণ, মরীচ একবিংশতি সংখ্যক পরিমাণ। পুর (গুগ্‌গুলু) বদর-(৮০ গুঞ্জা) পরিমাণ। রামঠ (হিঙ্গু) তৎসম পরিমাণ বিহিত হইয়াছে। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তূরী ও কুঙ্কুম, তিন্তিড়ির (তেঁতুল) বীজের পরিমাণ বলিয়া দেশিকগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১৪৪-১৪৫

দেশিক সমিধ্ হোমে উত্থিত বহ্নিকে ধ্যান করিবেন। আজ্য হোমে শয়ান বহ্নিকে, অন্য বস্তুর হোমে নিষণ্ণ (উপবিষ্ট) বহ্নিকে ধ্যান করিবেন। ১৪৬

পণ্ডিত ব্যক্তি সমস্ত কর্মে অগ্নির মুখের মধ্যে হোম করিবেন। সধূম অগ্নি অগ্নির মস্তক এবং নির্ধূম অগ্নি অগ্নির চক্ষু বলিয়া জানিবেন। ১৪৭

জ্বলৎ কৃশো ভবেৎ কর্ণঃ কাষ্ঠমগ্নের্নসন্তথা।
প্রজ্বলোঽগ্নিস্তথা জিহ্বা এতদেবাগ্নি-লক্ষণম্ ॥ ১৪৮
কর্ণহোমে ভবেদ্ ব্যাধির্নেত্রেঽন্ধত্বমুদীরিতম্।
নাসিকায়াং মনঃপীড়া মস্তকে ধন-সংক্ষয়ঃ ॥ ১৪৯
স্বর্ণ-সিন্দূর-বালার্ক-কুঙ্কুম-ক্ষৌদ্র-সন্নিভঃ।
সুবর্ণ-রেতসো বর্ণঃ শোভনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৫০
ভেরী-বারিদ-হস্তীন্দ্র-ধ্বনির্বহ্নেঃ শুভাবহঃ।
নাগ-চম্পক-পুন্নাগ-পাটলা-যূথিকা-নিভঃ ॥ ১৫১
পদ্মেন্দীবর-কহ্লার-সর্পিগু'গ্‌গুলু-সন্নিভঃ।
পাবকস্য শুভো গন্ধ ইত্যুক্তং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ১৫২
প্রদক্ষিণাত্ত্যক্ত-কম্পাশ্ছত্রাভাঃ শিখিনঃ শিখাঃ।
শুভদাঃ যজমানস্য রাজ্যস্যাপি বিশেষতঃ ॥ ১৫৩
কুন্দেন্দু-ধবলো ধূমো বহ্নেঃ প্রোক্তঃ শুভাবহঃ।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতের্বর্ণো যজমানং বিনাশয়েৎ ॥ ১৫৪

যেখানে অগ্নির জ্বলন কৃশ (অল্প), সেইটি অগ্নির কর্ণ, যেখানে অগ্নির কাঠ, সেই কাঠাংশই অগ্নির নাসিকা, প্রজ্বলিত অগ্নিই অগ্নির জিহ্বা। ইহাই অগ্নির লক্ষণ। ১৪৮

অগ্নির কর্ণে হোম করিলে ব্যাধি হয়। নেত্রে হোম করিলে অন্ধ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। নাসিকাতে হোম করিলে মনঃপীড়া হয়, মস্তকে হোম করিলে ধন সংক্ষয় হয়। ১৪৯

সুবর্ণ-রেতা অগ্নির বর্ণ, সিন্দূর, বাল সূর্য্য, কুঙ্কুম ও ক্ষৌদ্রের (মধুর) বর্ণ-সদৃশ বর্ণ শোভন (মঙ্গল) বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৫০

ভেরী, বারিদ (মেঘ), শ্রেষ্ঠ হস্তীর ধ্বনির ন্যায় অগ্নির ধ্বনি শুভপ্রদ। নাগকেশর, চম্পক, পুন্নাগ, পাটলা, যূথিকার গন্ধ সদৃশ অগ্নির গন্ধ অথবা পদ্ম, ইন্দীবর, কহ্লার, ঘৃত ও গুগ্‌গুলুর গন্ধ সদৃশ অগ্নির গন্ধ শুভ, ইহা তন্ত্রবিদ্‌গণ বলিয়াছেন। প্রদক্ষিণা, কম্প-রহিতা, ছত্র সদৃশী অগ্নির শিখা যজমানের শুভপ্রদ, বিশেষতঃ রাজ্যেরও শুভপ্রদ। ১৫১-১৫৩

অগ্নির ধূম কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় ধবল হইলে শুভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অগ্নির বর্ণ কৃষ্ণ হইলে যজমানকে বিনাশ করে। ১৫৪

শ্বেতো রাষ্ট্রং নিহন্ত্যাশু বায়স-স্বর-সন্নিভঃ।
খর-স্বর-সমো বহ্নেধ্বনিঃ সর্ববিনাশ-কৃৎ ॥ ১৫৫
পূতিগন্ধো হুতভুজো হোতুর্দুঃখ-প্রদো ভবেৎ।
ছিন্নাবর্ত্তা শিখা কুর্য্যান্ মৃত্যুং ধন-পরিক্ষয়ম্ ॥ ১৫৬
শুকপক্ষ-নিভো ধূমঃ পারাবত-সমপ্রভঃ।
হানিং তুরগ-জাতীনাং গবাঞ্চ কুরুতেঽচিরাৎ ॥ ১৫৭
এবংবিধেষু দোষেষু প্রায়শ্চিত্তায় দেশিকঃ।
মূলেনাজ্যেন জুহুয়াৎ পঞ্চবিংশতিমাহুতীঃ ॥ ১৫৮

ইতি শ্রীশারদাতিলকে পঞ্চমঃ পটলঃ

অগ্নির বর্ণ শ্বেত হইলে শীঘ্র রাষ্ট্রকে বিনাশ করে। বায়সের স্বরের সদৃশ ও গর্দ্দভের স্বরের সদৃশ অগ্নির ধ্বনি সমস্তকে বিনাশ করে। ১৫৫

হুত-ভুক্ অগ্নির পূতিগন্ধ (দুর্গন্ধ) হোতার দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। অগ্নির শিখার আবর্ত্ত ছিন্ন হইলে ঐ শিখা ধনক্ষয় করে, এমন কি মৃত্যুও প্রদান করে। ১৫৬

শুক পক্ষীর পক্ষ সদৃশ ধূম শীঘ্র তুরগ জাতির বিনাশ করে এবং পারাবতের তুল্য ধূম-প্রভা শীঘ্র গোসমূহের হানি করে। ১৫৭

দেশিক এই প্রকার দোষের শান্তির জন্য মূলমন্ত্রে আজ্যের দ্বারা পঞ্চবিংশতি বার হোম করিবেন। ১৫৮

বিবৃতি। "প্রতিনিমিত্তং নৈমিত্তিকমাবর্ত্ততে" অর্থাৎ প্রতি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে নৈমিত্তিক কর্ম্মের আবৃত্তি হয়, এই ন্যায়ে যতবার বা যত সংখ্যক দোষ উপস্থিত হইবে, ততবারই পঁচিশবার করিয়া আজ্য হোম করিতে হইবে। ১৫৮

শারদাতিলকের পঞ্চম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

ষষ্ঠঃ পটলঃ

অথ বর্ণতত্ত্বং বক্ষ্যে বিশ্ববোধ-বিধায়িনীম্ ।
যস্যামনুপলব্ধায়াং সর্বমেতজ্ জগজ্ জড়ম্ । ১
ঋষির্ব্রহ্মা সমুদ্দিষ্টো গায়ত্রী ছন্দ ঈরিতম্ ।
সরস্বতী সমাখ্যাতা দেবতা দেশিকোত্তমৈঃ ॥ ২
অক্লীব-হ্রস্ব-দীর্ঘান্তর্গতৈঃ ষড়্ বর্গকৈঃ ক্রমাৎ ।
ষড়ঙ্গানি বিধেয়ানি জাতিযুক্তানি দেশিকৈঃ ॥ ৩

দীক্ষা কথনের পর মন্ত্র বক্তব্য। এখন সেই মন্ত্রের প্রকৃতিভূত মাতৃকা কথিত হইতেছে। দীক্ষার অনন্তর সমস্ত বোধশক্তির উৎপাদিকা বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরায় উন্মীলনী শক্তি মাতৃকাকে বলিতেছি। যে শক্তিকে না জানিলে এই সমস্ত জগৎ জড়ই (অজ্ঞাতই) থাকে। (তাই আমি সমস্ত মন্ত্রের প্রকৃতিভূত সেই মাতৃকাকে বলিতেছি)। ১

শ্রেষ্ঠ দেশিকগণ কর্তৃক এই মাতৃকামন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি বলিয়া বিহিত, গায়ত্রী ছন্দঃ বলিয়া কথিত, মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হল্ বীজ ও স্বর শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ২

দেশিকগণ নমঃ, স্বাহা, বষট্ প্রভৃতি জাতিযুক্ত ক্লীবরহিত হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের মধ্যস্থ ছয়টি বর্গের দ্বারা যথাক্রমে হৃদয়াদি ছয়টী অঙ্গে ও অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিতে ন্যাস করিবেন। ৩

বিবৃতি। ঋ ৠ ঌ ৡ—এই চারিটি ক্লীববর্ণ। অ ই উ এ ও অং—এই ছয়টি হ্রস্ব স্বরবর্ণ। অবশিষ্ট আ ঈ প্রভৃতি ছয়টী দীর্ঘ স্বরবর্ণ। ক চ ট ত প য—এই ছয়টী বর্গ। তন্মধ্যে ক-বর্গ—ক খ গ ঘ ঙ। চ-বর্গ— চ ছ জ ঝ ঞ। ট-বর্গ— ট ঠ ড ঢ ণ। ত-বর্গ—ত থ দ ধ ন। প-বর্গ—প ফ ব ভ ম। য-বর্গ—য র ল ব শ ষ স হ ল ক্ষ। যথাক্রমে এই বর্গের আদিতে বিন্দুযুক্ত হ্রস্ব স্বর ও অন্তে দীর্ঘস্বর-যুক্ত করিয়া পরে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত হৃদয়ায় ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া পরে নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্, ফট্-রূপ জাতি যোগ করিয়া ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হয়।

রাঘব ভট্ট প্রয়োগসার তন্ত্রানুসারে বলিয়াছেন যে, ক্লীব চতুষ্টয়ের দ্বারা করশুদ্ধি করিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন। পরে দক্ষিণ ও বাম করতলদ্বয়, করপৃষ্ঠদ্বয় ও করদ্বয় এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠাদি হইতে বাম অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত অঙ্গুলিসমূহে অকারাদি ষোড়শ স্বরের ন্যাস করিয়া বাম তর্জনী হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত-মুখ-দোঃ-পন্-মধ্য-বক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলি-নিবদ্ধ-চন্দ্র-শকলামাপীন-তুঙ্গ-স্তনীম্ ।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে ॥ ৪
ললাট-মুখ-বৃত্তাক্ষি-শ্রুতি-ঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ ।
ওষ্ঠ-দন্তোত্তমাঙ্গাস্য-দোঃ-পৎ-সন্ধ্যগ্রকেষু চ ॥ ৫
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েঽংসকে ।
ককুদ্যংসে চ হৃৎপূর্বং পাণি-পাদ-যুগে তথা ॥ ৬
জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্ মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমাৎ ।
ত্বগস্‌গ্‌-মাংস-মেদোঽস্থি-মজ্জা-শুক্রাত্মকান্ বিদুঃ ॥ ৭

তর্জনী পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে এক একটী পর্বের অগ্রে চারি চারিটি করিয়া ককারাদি সকারান্ত বর্ণের ন্যাস করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে হ ও ল এবং সর্বাঙ্গে ক্ষকারের ন্যাস হইলে করে মাতৃকান্যাস হয় জানিবেন। ৩

বাগ্‌দেবতার ধ্যান হইতেছে—পঞ্চাশল্লিপিভিঃ ইত্যাদি। এই ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—পঞ্চাশটি বর্ণের দ্বারা এই বাগদেবতার মুখ, হস্ত, পাদ, মধ্য ও বক্ষঃস্থল বিভক্ত। ইহাঁর উজ্জ্বল মস্তকে চন্দ্রকলা নিবদ্ধ। ইনি অতিস্থূল ও উন্নত-স্তন ধারিণী। ইনি ঊর্দ্ধ দক্ষিণ হস্ত-পদ্মের দ্বারা জ্ঞানমুদ্রা ও অধোহস্তের দ্বারা অক্ষসূত্র (অক্ষমালা), বাম হস্তের ঊর্দ্ধ হস্তের দ্বারা সুধাপূর্ণ কলশ ও অধোহস্তের দ্বারা বিদ্যামুদ্রা (পুস্তকমুদ্রা) ধারিণী। ইনি শুভ্রবর্ণা ও ত্রিনয়না। বস্ত্র, অঙ্গভূষণ ও মাল্যের দ্বারা সুসজ্জিতা। এবংবিধ বাগ্‌দেবতাকে আমি ভজনা করি। ৪

ললাট (কেশান্ত), মুখবৃত্ত, দক্ষিণ ও বাম চক্ষু, দক্ষিণ ও বাম কর্ণ, দক্ষিণ ও বাম নাসিকা, দক্ষিণ ও বাম গণ্ড, ঊর্দ্ধ ও অধঃ ওষ্ঠ, ঊর্দ্ধ ও অধঃ দন্ত, মস্তক, আস্য (মুখান্তর্গত জিহ্বা), দক্ষিণ ও বাম হস্ত এবং দক্ষিণ ও বাম পদের চারিটি স্থান ও অগ্র, দক্ষিণ ও বামপার্শ্ব, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, দক্ষস্কন্ধ, গ্রীবা, বামস্কন্ধ, হৃদয়াদি দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্ত, হৃদয়াদি দক্ষিণ পাদ ও বাম পাদ, হৃদয়াদি উদর ও মুখে যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ সমূহকে ন্যাস করিবেন। এই মাতৃকাবর্ণগুলিকে ত্বক্, অসৃক্, মাংস, মেদ, মজ্জা ও শুক্র স্বরূপ জানিবেন। ৫-৭

আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞানপূর্বক ষকারাদি হকারান্ত (ষকারাদি সকারান্ত)

বা-(যা) দি-হা (সা) স্তান্ ন্যসেদাত্ম-পরমজ্ঞান-পূর্বকান্ ।
দীক্ষিতঃ প্রোক্তমার্গেণ ন্যসেল্লক্ষং সমাহিতঃ ॥ ৮
জপেৎ তৎসংখ্যয়া বিদ্বানযুতং মধুরাপ্লুতৈঃ ।
বিদধীত তিলৈর্হোমং মাতৃকামন্বহং জপেৎ ॥ ৯
ব্যোমেন্দো-রসনার্ণ-কর্ণিকমচাং দ্বন্দ্বৈঃ স্ফুরৎ-কেশরং
পত্রান্তর্গত-পঞ্চবর্গ-য-শ লার্ণাদি-ত্রিবর্গং ক্রমাৎ ।
আশাস্বস্রিষু লান্ত-লাঙ্গলি-যুজা ক্ষৌণীপুরেণাবৃতং
পদ্মং কল্পিতমত্র পূজয়তু তাং বর্ণাত্মিকাং দেবতাম্ ॥ ১০
আধারশক্তিমারভ্য পীঠশক্ত্যন্তমর্চয়েৎ ।
মেধা প্রজ্ঞা প্রভা বিদ্যা ধীর্ধৃতি-স্মৃতি-বুদ্ধয়ঃ ॥ ১১
বিদ্যেশ্বরীতি সংপ্রোক্তা ভারত্যা নব শক্তয়ঃ ।
বর্ণাব্জেনাসনং দদ্যান্ মূর্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ॥ ১২

বর্ণ সমূহকে ন্যাস করিবেন। দীক্ষিত ব্যক্তি সমাহিত হইয়া উক্ত প্রকারে ন্যাস করিবেন। লক্ষসংখ্যক জপ করিবেন। ৮

বিদ্বান্ ব্যক্তি লক্ষ সংখ্যা পর্যন্ত একবার ন্যাস করিয়া একবার জপ করিবেন। প্রত্যহ নিত্য পঞ্চাশ সংখ্যায় মাতৃকাকে জপ করিবেন। তাহার পর দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুদ্বারা আপ্লুত তিলের দ্বারা অযুতসংখ্যক হোম করিবেন। ৯

ব্যোমেন্দো এই শ্লোকের দ্বারা মাতৃকার পূজা যন্ত্র কথিত হইতেছে। এই মাতৃকাযন্ত্রের কর্ণিকাটী ব্যোম (হ) ইন্দু (স), ঔ ও রসনার্ণ (:) অর্থাৎ হ্সৌঃ) যুক্ত। প্রদক্ষিণ ক্রমে অকারাদি স্বরদ্বয়ের দ্বারা কেশরগুলি বিকশিত। অগ্রপত্র হইতে পাঁচটি পত্রের মধ্যে প্রদক্ষিণ ক্রমে কর্ণিকাভিমুখে ককারাদি পাঁচটি বর্গ, অবশিষ্ট তিনটি পত্রে যথাক্রমে য বর্গ (য র ল ব), শ বর্গ (শ ষ স হ) ও ল বর্গ (ল ক্ষ) লিখিবেন। আশা (দিক্) সমূহে ও কোণসমূহে যথাক্রমে লান্ত (ব) ও লাঙ্গলী (ঠ) দ্বারা যুক্ত ভূপুরের দ্বারা আবৃত এই শ্বেতপদ্ম কল্পিত (লিখিত) হইয়াছে। এই যন্ত্রে সেই বর্ণরূপ দেবতাকে পূজা করিবেন। ১০

আধার শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পীঠ শক্তির শেষ পর্যন্ত অর্চনা করিবেন। সেই পীঠশক্তি হইতেছে—মেধা, প্রজ্ঞা, প্রভা, বিদ্যা, ধী, ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি ও বিদ্যেশ্বরী—ভারতীর এই নয়টি শক্তি কথিত হইয়াছে। বর্ণাব্জ দ্বারা

আবাহ্য পূজয়েৎ তস্যাং দেবীমাবরণৈঃ সহ।
অঙ্গৈরাবরণং পূর্বং দ্বিতীয়ং যুগ্মশঃ স্বরৈঃ ॥ ১৩
অষ্টবর্গৈস্তৃতীয়ং স্যাৎ তচ্ছক্তিভিরনন্তরম্।
পঞ্চমং মাতৃভিঃ প্রোক্তং ষষ্ঠং লোকেশ্বরৈঃ স্মৃতম্ ॥ ১৪
লোকপালায়ুধৈঃ প্রোক্তং বজ্রাদ্যৈঃ সপ্তমং ততঃ।
বিধিনানেন বর্ণেশীমুপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৫
ব্যাপিনী পালিনী পশ্চাৎ পাবনী ক্লেদিনী তথা।
ধারিণী মালিনী ভূয়ো হংসিনী শাস্তিনী স্মৃতা ॥ ১৬

আসন দিবেন অর্থাৎ হ্‌সৌঃ মাতৃকাযোগপীঠায় নমঃ এই মন্ত্রে আসন পূজা করিবেন। মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। ১১-১২

বিবৃতি। রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন—চতুর্থ পটলোক্ত প্রকারে প্রথমে মণ্ডুক, কালাগ্নি রুদ্র, কূর্মাশিলার পূজা করিয়া আধার শক্ত্যাদির পূজা করিবেন। পৃথিবীর পূজার অনন্তর বিদ্যাদ্রির পূজা করিয়া তাহার পর রত্নদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানাত্মা পর্য্যন্ত পূজার পর মায়া, কলা, বিদ্যা ও পরতত্ত্বের পূজা করিয়া শেষে পীঠশক্তির পূজা কর্ত্তব্য। এই ক্রম সর্বত্রই জানিবেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্যের মতে পীঠমন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং বর্ণাত্মার সরস্বত্যাসনায় নমঃ ॥ ১২

সেই কল্পিত মূর্ত্তিতে দেবীকে আবাহন করিয়া আবরণের সহিত পূজা করিবেন। তন্মধ্যে কর্ণিকামধ্যে অঙ্গের দ্বারা প্রথম আবরণের পূজা করিবেন। কেশরে যুগ্মস্বরের দ্বারা অং আং নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় আবরণের পূজা করিবেন ॥ ১৩

পূর্বোক্ত অষ্টবর্গের দ্বারা পত্রমধ্যে কং খং গং ঘং ঙং নমঃ ইত্যাদিরূপে তৃতীয় আবরণের ও পত্রমধ্যের উপরে বর্গশক্তি দ্বারা চতুর্থ আবরণের পূজা করিবেন। পত্রের অগ্রে মাতৃগণের পূজা দ্বারা পঞ্চম আবরণ কথিত হইয়াছে। পদ্মের বাহিরে ভূপুরে লোকপালগণের দ্বারা ষষ্ঠ আবরণ উক্ত হইয়াছে। ১৪

তাহার পর পদ্মের বাহিরে ভূপুরে বজ্রাদিলোকপগণের আয়ুধের দ্বারা সপ্তম আবরণ কথিত হইয়াছে। এই বিধি অনুসারে উপচার সমূহের দ্বারা বর্ণেশ্বরীর উত্তমরূপে পূজা করিবেন। ১৫

ব্যাপিনী, পালিনী, অনন্তর পাবনী, ক্লেদিনী, ধারিণী, মালিনী, অনন্তর হংসিনী ও শাস্তিনী বর্ণেশী বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ১৬

শুভ্রাঃ পত্রেষু সম্পূজ্যা স্মৃতাক্ষগুণ-পুস্তকাঃ।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী ভূয়ঃ কৌমারী বৈষ্ণবী মতা॥ ১৭
বারাহ্যনন্তরেন্দ্রাণী চামুণ্ডা সপ্তমী মতা।
অষ্টমী স্যান্মহালক্ষ্মীঃ প্রোক্তাঃ স্যুর্বিশ্বমাতরঃ॥ ১৮
দণ্ডং কমণ্ডলুং পশ্চাদক্ষসূত্রমথাভয়ম্।
বিভ্রতী কনকচ্ছায়া ব্রাহ্মী কৃষ্ণাজিনোজ্জ্বলা॥ ১৯
শূলং পরশ্বধং ক্ষুদ্র-দুন্দুভিং নৃ-করোটিকাম্।
বহন্তী হিমসঙ্কাশা ধ্যেয়া মাহেশ্বরী শুভা॥ ২০
অঙ্কুশং দণ্ড-খট্বাঙ্গৌ পাশঞ্চ দধতী করৈঃ।
বন্ধুক-পুষ্পসঙ্কাশা কৌমারী কামদায়িনী॥ ২১
চক্রং ঘণ্টাং কপালঞ্চ শঙ্খঞ্চ দধতী করৈঃ।
তমাল-শ্যামলা ধ্যেয়া বৈষ্ণবী বিভ্রমোজ্জ্বলা॥ ২২

ইঁহারা সকলেই শুভ্রবর্ণা, অক্ষসূত্র ও পুস্তকমুদ্রা-ধারিণী; পত্রে ইঁহাদের পূজা করিবেন। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, অনন্তর কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, অনন্তর ইন্দ্রাণী, সপ্তমী চামুণ্ডা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মহালক্ষ্মী অষ্টমী। ইঁহারা বিশ্বমাতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ১৭-১৮

ব্রাহ্মী সুবর্ণবর্ণা কৃষ্ণাজিনে উপবিষ্টা দক্ষিণের ঊর্ধ্বহস্তে কমণ্ডলু, অধোহস্তে অক্ষসূত্র; বামের ঊর্ধ্বহস্তে দণ্ড, অধোহস্তে অভয়মুদ্রা ধারিণী। ব্রাহ্মীকে এইরূপ ধ্যান করিবেন। ১৯

মাহেশ্বরী হিমসদৃশী শুভ্রা দক্ষিণের ঊর্ধ্বহস্তে শূল, অধোহস্তে ক্ষুদ্র দুন্দুভি, বামের ঊর্ধ্বহস্তে পরশু, অধোহস্তে নৃ-করোটিকা (মনুষ্য কপাল) ধারিণী। মাহেশ্বরীকে এইরূপ ধ্যান করিবেন। ২০

কামদায়িনী কৌমারী বন্ধুক পুষ্প সদৃশী রক্তবর্ণা বামের ঊর্ধ্বহস্তে অঙ্কুশ, অধোহস্তে দণ্ড; দক্ষিণের অধোহস্তে খট্বাঙ্গ, ঊর্ধ্ব হস্তে পাশধারিণী। কৌমারীকে এইরূপ ধ্যান করিবেন। ২১

বৈষ্ণবী তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণা বিভ্রমে (বিলাস-বিশেষে) উজ্জ্বলা দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্তে চক্র, অধো হস্তে ঘণ্টা, বামের অধো হস্তে কপাল, ঊর্ধ্ব হস্তে শঙ্খধারিণী। বৈষ্ণবীকে এইরূপ ধ্যান করিবেন। ২২

মুষলং করবালঞ্চ খেটকং দধতী হলম্।
করৈশ্চতুর্ভির্বারাহী ধ্যেয়া কালঘন-চ্ছবিঃ ॥ ২৩
অঙ্কুশং তোমরং বিদ্যুৎ কুলিশং বিভ্রতী করৈঃ
ইন্দ্রনীল-নিভেন্দ্রাণী ধ্যেয়া সর্বসমৃদ্ধিদা ॥ ২৪
শূলং কৃপাণং নৃশিরঃ কপালং দধতী করৈঃ।
মুণ্ড-স্রঙ্-মণ্ডিতা ধ্যেয়া চামুণ্ডা রক্ত-বিগ্রহা ॥ ২৫
অক্ষস্রজং বীজপূরং কপালং পঙ্কজং করৈঃ।
বহন্তী হেম-সঙ্কাশা মহালক্ষ্মীঃ সমীরিতা।
পূজয়েন্ মাতৃকামিত্থং নিত্যং সাধকসত্তমঃ ॥ ২৬
ন্যসেৎ সর্গান্বিতান্ সৃষ্ট্যা ধ্যাত্বা দেবীং যথাবিধি।
সর্গবিন্দ্বন্তিকান্ ন্যস্য তার্ণান্তান্ স্থিতিবর্ত্মনা ॥ ২৭

বারাহী ঘন কৃষ্ণবর্ণা চারি বাহুর দক্ষিণের অধো হস্তে মুষল, ঊর্দ্ধ হস্তে করবাল, বামের ঊর্দ্ধ হস্তে খেটক, অধো হস্তে হল-ধারিণী, বারাহীকে এইরূপ ধ্যান করিবেন। ২৩

ইন্দ্রাণী ইন্দ্রনীল-(নীলকান্ত মণি) সদৃশী সর্বসমৃদ্ধিপ্রদা চারি হস্তের দক্ষিণের ঊর্দ্ধ হস্তে অঙ্কুশ, অধো হস্তে তোমর, বামের ঊর্দ্ধ হস্তে বিদ্যুৎ, অধো হস্তে কুলিশ ধারিণী। ইন্দ্রাণীকে এইরূপ ধ্যান করিবেন। ২৪

চামুণ্ডা রক্তবর্ণা মুণ্ডমালা বিভূষিতা, চারি হস্তের ঊর্দ্ধ হস্তে শূল, অধো হস্তে কৃপাণ, বামের ঊর্দ্ধ হস্তে নৃমুণ্ড, অধো হস্তে কপাল-ধারিণী। চামুণ্ডাকে এইরূপ ধ্যান করিবেন। ২৫

মহালক্ষ্মী স্বর্ণসদৃশী কাঞ্চনবর্ণা, চারি হস্তের দক্ষিণের ঊর্দ্ধ হস্তে অক্ষমালা, অধো হস্তে বীজপূর (লেবুবিশেষ), বামের অধো হস্তে কপাল, ঊর্দ্ধ হস্তে পদ্মধারিণী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সাধকশ্রেষ্ঠ এই প্রকারে নিত্য মাতৃকার পূজা করিবেন। ২৬

বিবৃতি। এই মাতৃগণের বাহনকেও ধ্যান করিতে হয়। সেই সেই দেবতার বাহনই ইঁহাদের বাহন। তন্মধ্যে বারাহীর বাহন মহিষ, চামুণ্ডার বাহন প্রেত। চামুণ্ডা নির্মাংসা। কৌমারী, বৈষ্ণবী, ইন্দ্রাণী ও মহালক্ষ্মী দ্বিনেত্রা। অন্য সকলেই ত্রিনেত্রা। ২৬

যখন সৃষ্টি মার্গে ন্যাস করিবেন, তখন যথাবিধানে ঋষিন্যাস, পূর্ববৎ ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া দেবীকে ধ্যান করিয়া বিসর্গান্ত বর্ণের দ্বারা পূর্বোক্ত স্থানে

বিন্তাৎ পূর্বোদিতান্ বিদ্বানৃষ্যাদীনঙ্গ-সংযুতান্।
ধ্যায়েদ্ বর্ণেশ্বরীমত্র বল্লভেন সমন্বিতাম্ ॥ ২৮
সিন্দুর-কান্তিমমিতাভরণাং ত্রিনেত্রাং
বিদ্যাক্ষসূত্র-মৃগপোত-বরং দধানাম্।
পার্শ্ব-স্থিতাং ভগবতীমপি কাঞ্চনাঙ্গীং
ধ্যায়েৎ করাব্জ-ধৃত-পুস্তক-বর্ণমালাম্ ॥ ২৯
অভ্যর্চনাদিকং সর্বং বিদধ্যাৎ পূর্ব-বর্ত্মনা।
বিন্দু-যুক্তামিমাং ন্যস্যেৎ সংহৃত্যা প্রতিলোমতঃ ॥ ৩০
বিন্তাৎ পূর্বোদিতান্ বিদ্বান্ ঋষ্যাদীনঙ্গ-সংযুতান্।
ধ্যেয়া বর্ণময়ে পীঠে দেবী বাগ্-বল্লভা শিবা ॥ ৩১

কেশান্তে—অঃ নমঃ। মুখবৃত্তে—আঃ নমঃ ইত্যাদি রূপে বিসর্গযুক্ত মাতৃকা-বর্ণকে ন্যাস করিবেন।

স্থিতিমার্গে অর্থাৎ স্থিতিন্যাসোক্ত প্রকারে বিদ্বান্ সাধক পূর্ববৎ বিন্দু ও বিসর্গযুক্ত বর্ণের দ্বারা অঙ্গন্যাসসহ ঋষিন্যাসাদি করিয়া ডকার হইতে ঠকার পর্যন্ত মাতৃকাবর্ণকে বিন্দু ও বিসর্গ যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবেন অর্থাৎ দক্ষিণ গুল্ফে—ডঃং নমঃ। দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে—ঢঃং নমঃ ইত্যাদি আকারে ক্ষকার পর্যন্ত ন্যাস করিয়া, ললাটে—অং নমঃ ইত্যাদিরূপে অকার হইতে ঠকার পর্যন্ত মাতৃকাকে সেই সেই মাতৃকার স্থানে ন্যাস করিবেন। ২৭

পূর্বোক্ত অঙ্গ-সংযুক্ত ঋষ্যাদিকে এই ন্যাসের ঋষ্যাদি জানিবেন। এই স্থিতিন্যাসে বল্লভযুক্তা বর্ণেশ্বরীকে ধ্যান করিবেন। ২৮

সেই ধ্যানার্থ—সিন্দুরের কান্তির ন্যায় কান্তি-বিশিষ্টা, প্রচুর আভরণ-যুক্তা, ত্রিনেত্রা, দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্তে অক্ষমালা ও অধোহস্তে বরবিশিষ্টমুদ্রা-ধারিণী, বামের ঊর্ধ্ব হস্তে মৃগশিশু, অধো হস্তে বিদ্যামুদ্রা-ধারিণী বর্ণেশ্বরীকে ধ্যান করিবেন। পার্শ্বস্থিতা ভগবতীকে কাঞ্চনাঙ্গী হস্তপদ্মে পুস্তক ও বর্ণমালা-ধারিণী ধ্যান করিবেন। ২৯

পূর্বোক্ত রীতিতে অর্চনা প্রভৃতি সমস্তই করিবেন। সংহার ন্যাসে এই মাতৃকা-বর্ণগুলিকে প্রতিলোমে ক্ষ-কার হইতে অ-কার পর্যন্ত বিন্দুযুক্ত করিয়া সেই সেই স্থানে ন্যাস করিবেন। পূর্ববৎ বিন্দন্ত বর্ণের দ্বারা সংহার মাতৃকা দেবতার ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ৩০

বিদ্বান্ সাধক এই সংহার ন্যাসে পূর্বকথিত অঙ্গযুক্ত ঋষ্যাদিকে ঋষ্যাদি

অক্ষ-স্রজং হরিণ-পোতমুদগ্র-টঙ্কং
বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্ ।
অর্দ্ধেন্দু-মৌলীমরুণামরবিন্দ-বাসাং
বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভার-নম্রাম্ ॥ ৩২
ন্যাসার্চনাদিকং সর্বং কুর্য্যাৎ পূর্বোক্ত-বর্ত্মনা ।
তারোত্থাভিঃ কলাভিস্তাং ন্যসেৎ সাধক-সত্তমঃ ॥ ৩৩
বর্ণাদ্যাস্তারসংযুক্তা ন্যস্তব্যাস্তা নমোঽন্বিতাঃ ।
ঋষিঃ প্রজাপতিশ্ছন্দো গায়ত্রং সমুদাহৃতম্ ॥ ৩৪
কলাত্মা বর্ণজননী দেবতা শারদা স্মৃতা ।
হ্রস্ব-দীর্ঘান্তরগতৈঃ ষড়ঙ্গং প্রণবৈঃ স্মৃতম্ ॥ ৩৫

বলিয়া জানিবেন। বর্ণময় পীঠে কল্যাণপ্রদা বাগ্‌বল্লভা দেবীকে ধ্যান করিবেন। ৩১

সেই ধ্যানার্থ—শ্বেত-পদ্মাসনা স্তনভার-নম্রা অরুণ-বর্ণা অর্দ্ধচন্দ্র-মৌলি ত্রিনেত্রা দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্তে নিত্য পরশু, অধো-হস্তে নিত্য অক্ষমালা ; বামের ঊর্ধ্ব হস্তে নিত্য তীক্ষাগ্র পরশু, অধো হস্তে নিত্য পুস্তকমুদ্রাধারিণী বর্ণেশ্বরীকে ধ্যান করিবেন। ৩২

পূর্বোক্ত প্রকারে ন্যাস, পূজা প্রভৃতি সমস্তই করিবেন। সাধক-শ্রেষ্ঠ পঞ্চ প্রণব সমুৎপন্ন সৃষ্ট্যাদি কলার সহিত সেই মাতৃকাবর্ণ সমূহকে ললাটে—ওঁ অং নিবৃত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি আকারে উক্ত স্থানসমূহে ন্যাস করিবেন। ৩৩

সেই অকারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণসমূহকে প্রণব-সংযুক্ত ও নমো যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। ইঁহার প্রজাপতি ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৪

কলাত্মা বর্ণ-জননী শারদা দেবী দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অক্লীব হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের মধ্যগত প্রণবের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস কল্পিত হইয়াছে। ৩৫

বিবৃতি। ললাটে—ওঁ অং নিবৃত্ত্যৈ নমঃ। মুখপত্তে—ওঁ আং প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ইত্যাদি আকারের মন্ত্রে কলান্যাস করিবেন। অং ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ, ইং ওঁ ঈং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবেন। প্রথমে নাদকলা নিবৃত্ত্যাদির ন্যাস, পরে অকার, উকার ও বিন্দুজাত সৃষ্ট্যাদি কলার ন্যাস কর্ত্তব্য। ৩৫

হস্তৈঃ পদ্মং রথাঙ্গং গুণমথ হরিণং পুস্তকং বর্ণমালাং
টঙ্কং শুভ্রং কপালং দরমমৃত-লসদ্-হেম-কুম্ভং বহন্তীম্।
মুক্তা-বিদ্যুৎ-পয়োদ-স্ফটিক-নবজবা-বন্ধুরৈঃ পঞ্চবক্ত্রৈ-
স্ত্র্যক্ষৈর্বক্ষোজ-নম্রাং সকল-শশিনিভাং শারদাং তাং নমামি ॥ ৩৬
অর্চয়েদুক্ত-মার্গেণ শারদাং সর্বকামদাম্।
তার্তীয়-পূর্বাং তাং ন্যস্যেন্নমোঽন্তাং রুদ্র-সংযুক্তাম্ ॥ ৩৭
সধাতু-প্রাণ-শক্ত্যাত্ম-যুক্তা যাদিষু তে ক্রমাৎ ॥
ঋষিঃ স্যাদ্ দক্ষিণামূর্ত্তির্গায়ত্রং ছন্দ ঈরিতম্ ॥ ৩৮

ধ্যানার্থ—মুক্তা, বিদ্যুৎ, পয়োদ (মেঘ), স্ফটিক ও নব জবার বর্ণের দ্বারা রমণীয়, ঊর্ধ্বাদি পঞ্চমুখ বিশিষ্টা, ত্রিনয়না, স্তনভার-নম্রা পূর্ণচন্দ্রের সদৃশী শুভ্র বর্ণা দক্ষিণের অধস্তন হস্ত হইতে বামের অধস্তন পর্যন্ত দশটি হস্তে যথাক্রমে পদ্ম, রথাঙ্গ (চক্র), শূল, মৃগ, পুস্তক, অক্ষমালা, টঙ্ক (পরশু), শুভ্র কপাল, শঙ্খ, অমৃতপূর্ণ স্বর্ণকলশ-ধারিণী সেই শারদাকে প্রণাম (ধ্যান) করি। ৩৬

সর্ব-কামদা শারদাকে উক্ত রীতিতে অর্চনা করিবেন। ত্রিপুরভৈরবীর তার্তীয় বীজপূর্বক চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত সশক্তিক শ্রীকণ্ঠাদি সহিত নমোঽন্ত সেই মাতৃকাবর্ণ-সমূহকে উক্ত স্থানসমূহে ন্যাস করিবেন। ৩৭

বিবৃতি। ভৈরবীর তৃতীয় কূট হইতেছে—হ্‌স্রৌঃ। উহা রেফ বর্জিতও হইয়া থাকে। উহা গ্রন্থকারেরও সম্মত। এইজন্যই তিনি ষড়ঙ্গন্যাসে "হ্‌সা ষড়্‌দীর্ঘ-যুক্তেন" এই বলিয়াছেন। যদিও মূলে কোন স্থলে ঈশ শব্দ উক্ত হয় নাই, তথাপি রাঘব ভট্ট ন্যাসে সর্বত্র 'ঈশ' শব্দযুক্ত করিতে বলিয়াছেন। এই মতে ন্যাসমন্ত্র হইবে ঃ—ললাটে—হ্‌সৌঃ অং শ্রীকণ্ঠেশ-পূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ।

তন্ত্রসারে আগমবাগীশ মহাশয় "অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ" এইরূপ ন্যাসের মন্ত্র বলিয়াছেন। সাধকগণ যুক্তাযুক্ত বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে ইহা করিবেন। ৩৭

যকারাদি দশটি ব্যাপক বর্ণের ন্যাসস্থলে সেই রুদ্রগণকে যথাক্রমে ত্বক্, অসৃক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, প্রাণ, শক্তি ও আত্মাকে যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি এবং গায়ত্রী ছন্দঃ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৩৮

বিবৃতি। যকারাদি মাতৃকাবর্ণ সমূহের ন্যাসে মন্ত্রের ভেদ আছে। হৃদয়ে—হ্‌সৌঃ যং ত্বগাত্মভ্যাং বালীশ-সুমুখীশ্বরীভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। তন্ত্রসারকার

অৰ্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রোক্তো দেবতা তন্ত্রবেদিভিঃ।
হ্‌সা ষড়্‌দীর্ঘ-যুক্তেন কুর্য্যাদঙ্গানি দেশিকঃ॥ ৩৯

বন্ধুক-কাঞ্চন-নিভং রুচিরাক্ষমালাং
পাশাঙ্কুশৌ চ বরদং নিজ-বাহু-দণ্ডৈঃ।
বিভ্রাণমিন্দু-শকলাভরণং ত্রিনেত্র-
মৰ্দ্ধাম্বিকেশমনিশং বপুরাশ্রয়ামঃ॥ ৪০

পূর্বোক্তেনৈব মার্গেণ পূজয়েৎ তং যথাবিধি।
স্মরাদ্যাং মাতৃকাং ন্যস্যেৎ কেশবাদি-নমোঽন্বিতাম্॥ ৪১

সধাতু-প্রাণ-শক্ত্যাত্ম-যুক্তা যাদিষু বিষ্ণবঃ।

আগমবাগীশের মতে মন্ত্র হইতেছে—বং শুণাত্মবালিমুখেশ্বরীভ্যাং নমঃ। ইত্যাদি। ককার স্থলে ক্রোধাস্ত্র-যুক্ত হইবে। ৩৮

তন্ত্রবিদ্‌গণ কর্তৃক অৰ্দ্ধনারীশ্বর দেবতা উক্ত হইয়াছেন। দেশিক সাধক ষড়্‌যুক্ত হ্‌স্ বীজের দ্বারা অর্থাৎ হ্‌সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ৩৯

ধ্যানার্থ—বন্ধুক পুষ্প ও কাঞ্চন পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট নিজ দক্ষিণ উর্দ্ধাদি বাহুদণ্ডের দ্বারা মনোহর অঙ্কুশ ও অক্ষমালা, বাম উর্দ্ধাদি হস্তের দ্বারা পাশ ও বরদ-ধারী ইন্দু-খণ্ড-ভূষিত ত্রিনেত্র অৰ্দ্ধনারীশ্বর বিগ্রহকে সর্বদা আশ্রয় করি। ৪০

পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে তাঁহাকে যথাবিধানে পূজা করিবেন। তাহার পর কেশবাদি নমো যুক্তা স্মরবীজাদ্যা মাতৃকার ন্যাস অর্থাৎ ললাটে—"ক্লীং অং কেশব-কীৰ্ত্তিভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি রূপে কেশব মাতৃকার ন্যাস করিবেন। ৪১

বিবৃতি। মূলোক্ত যথাবিধি বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, স্মরবীজ পূর্বক বা বালাবীজপূর্বক কামমাতৃকার ন্যাস করিবেন। যথা ললাটে—ক্লীং অং কাম-রতিভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। এই প্রকারে গণপতি মাতৃকান্যাস করিবেন। যথা—ললাটে—গং অং বিঘ্নেশশ্রীভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। পদার্থাদর্শে এই দুই মাতৃকার ধ্যানও আছে। ৪১

যকারাদি দশটি ব্যাপক বর্ণের ন্যাসে বিষ্ণুগণ যথাক্রমে ধাতু যুক্ত অর্থাৎ ত্বক্, অসৃক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, প্রাণ, শক্তি ও আত্মযুক্ত হইবেন অর্থাৎ

ঋষিঃ প্রজাপতিঃ প্রোক্তো গায়ত্রং ছন্দ ঈরিতম্ ॥ ৪২
অর্দ্ধলক্ষ্মীর্হরিঃ সাক্ষাদ্ দেবতাত্র সমীরিতা।
দীর্ঘ-যুক্তেন বীজেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ ॥ ৪৩

হস্তৈর্বিভ্রৎ সরসিজ-গদা-শঙ্খ-চক্রাণি বিদ্যাং
পদ্মাদর্শৌ কনক-কলশং মেঘ-বিদ্যুদ্ বিলাসম্।
বামোত্তুঙ্গ-স্তনমবিরলাকল্পমাশ্লেষ-লোভা-
দেকীভূতং বপুরবতু বঃ পুণ্ডরীকাক্ষ-লক্ষ্ম্যোঃ ॥ ৪৪

অত্রার্চনাদিকং সর্বং প্রাগ্বন্মন্ত্রী সমাচরেৎ।
শক্তি-পূর্বাং তনৌ ন্যস্যেন্মাতৃকাং মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৪৫

ঋষিঃ শক্তিঃ স্মৃতং ছন্দো গায়ত্রং দেবতা বুধৈঃ
সংপ্রোক্তা বিশ্বজননী সর্বসৌভাগ্য-দায়িনী।
দীর্ঘার্দ্ধেন্দু-যুজাঽঙ্গানি কুর্য্যান্মায়াত্মনা বুধঃ ॥ ৪৬

হৃদয়াদি স্থানে বকারাদি দশটি বর্ণের হৃদয়ে—বং ভগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নমঃ' ইত্যাদিরূপে ন্যাস করিবেন। প্রজাপতি ঋষি বলিয়া ও গায়ত্রী ছন্দঃ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৪২

এই ন্যাসে অর্দ্ধলক্ষ্মী হরি সাক্ষাদ্ দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পূর্বোক্ত ষড়্দীর্ঘ যুক্ত কামবীজের দ্বারা হৃদয়াদি ষড়ঙ্গের ন্যাস করিবেন। ৪৩

ধ্যানার্থ—হরির দক্ষিণের অধোহস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তে পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রধারী, লক্ষ্মীর বামের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তে যথাক্রমে বিদ্যা, পদ্ম, আদর্শ (দর্পণ) ও সুবর্ণ কলশধারী, উভয়ে যথাক্রমে মেঘ ও বিদ্যুতের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, অবিরল ভূষণে ভূষিত, সুউচ্চ বামস্তন আলিঙ্গনলোভে একীভূত লক্ষ্মী ও পুণ্ডরীকাক্ষের বিগ্রহ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৪৪

মন্ত্রী এই ন্যাসে পূর্ববৎ সমস্ত অর্চনাদি করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ সাধক দেহে শক্তিবীজ পূর্বা মাতৃকার ন্যাস করিবেন। ৪৫

এই ন্যাসে শক্তি ঋষি; গায়ত্রী ছন্দঃ, সর্বসৌভাগ্য-দায়িনী বিশ্বজননী দেবতা বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। সাধক ষড়্দীর্ঘ ও বিন্দুযুক্ত মায়া বীজের দ্বারা হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি আকারে অঙ্গন্যাস করিবেন। ৪৬

উদ্যৎ-কোটি-দিবাকর-প্রতিভটোত্তুঙ্গোরু-পীনস্তনী
বদ্ধার্দ্ধেন্দু-কিরীট-হার-রসনা-মঞ্জীর-সংশোভিতা।
বিভ্রাণা কর-পঙ্কজৈর্জপবটীং পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকং
দিশ্যাদ্ বো জগদীশ্বরী ত্রিনয়না পদ্মে নিষণ্ণা সুখম্ ॥ ৪৭

পুরোদিতেন বিধিনা দেবীমন্বহমর্চয়েৎ।
ন্যসেচ্ছ্রীবীজ-সম্পন্নাং মাতৃকাং বিধিনা তনৌ ॥ ৪৮
ঋষির্ভৃগুঃ স্মৃতং ছন্দো গায়ত্রং দেবতা স্মৃতা।
সমস্ত-সম্পদামাদির্জগতাং নায়িকা বুধৈঃ।
প্রাক্ প্রস্তুতেন বীজেন কুর্য্যাদঙ্গানি সাধকঃ ॥ ৪৯

বিদ্যুদ্-দাম-সমপ্রভাং হিমগিরি-প্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈঃ
শুণ্ডাদণ্ড-সমুদ্ধৃতামৃত-ঘটৈরাসিচ্যমানামিমাম্।
বিভ্রাণাং কর-পঙ্কজৈর্জপবটীং পদ্মদ্বয়ং পুস্তকং
ভাস্বদ্রত্ন-সমুজ্জ্বলাং কুচ-নতাং ধ্যায়েজ্ জগৎস্বামিনীম্ ॥ ৫০

ধ্যানার্থ—উদয়োন্মুখ কোটি দিবাকরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী অর্থাৎ কোটি সূর্য্য সদৃশ প্রভাশালিনী, উত্তুঙ্গ (অত্যুচ্চ) উরু ও স্থূল স্তনধারিণী, অর্দ্ধচন্দ্র-বদ্ধ মুকুট-ধারিণী, হার, কাঞ্চী ও নূপুরের দ্বারা সুশোভিতা, কর-পদ্মের দ্বারা জপবটী (অক্ষমালা), পাশ, অঙ্কুশ ও পুস্তক ধারিণী (দক্ষিণ হস্তের ঊর্ধ্বে অঙ্কুশ, অধো হস্তে অক্ষমালা, বামের ঊর্ধ্বহস্তে পাশ, অধোহস্তে পুস্তকমুদ্রা), ত্রিনয়না পদ্মাসনা জগদীশ্বরী তোমাদের আনন্দ দান করুন। এইরূপ মূর্তির ধ্যান করিবেন। ৪৭

পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে দেবীকে প্রত্যহ অর্চনা করিবেন। বিধি অনুসারে শ্রীবীজযুক্তা মাতৃকাকে নিজ দেহে ন্যাস করিবেন। ৪৮

এই ন্যাসে ভৃগু ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সর্বসম্পৎকরী জগন্নায়িকা দেবতা বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। সাধক পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে ষড়্-দীর্ঘযুক্ত শ্রীবীজের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ৪৯

ধ্যানার্থ—বিদ্যুৎ পুঞ্জের ন্যায় প্রভাশালিনী, হিমগিরি তুল্য চারিটি গজ কর্ত্তৃক তদীয় শুণ্ড-দণ্ডোদ্ধৃত অমৃত পূর্ণ ঘটের দ্বারা সম্যক্‌রূপে সিচ্যমানা, কর-পদ্ম সকলের দ্বারা যথাক্রমে জপবটী, দুইটী পদ্ম ও পুস্তক ধারিণী (দক্ষিণের অধোহস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্য্যন্ত) উজ্জ্বল রত্নসমূহের দ্বারা উজ্জ্বলা, স্তনভার-নম্রা জগৎস্বামিনী এইরূপ দেবীকে এই মূর্ত্তিতে ধ্যান করিবেন। ৫০

আরাধয়েদিমাং প্রোক্ত-বর্ত্মনা কুসুমাদিভিঃ।
ন্যসেৎ স্মরাদ্যাং বপুষি মাতৃকাং মঙ্গল-প্রদাম্ ॥ ৫১
ঋষিঃ সম্মোহনঃ প্রোক্তশ্ছন্দো গায়ত্রমুচ্যতে।
দেবতা মন্ত্রিভিঃ প্রোক্তা সমস্ত-জননী পরা।
স্মরেণ দীর্ঘ-যুক্তেন বিদধ্যাদঙ্গ-কল্পনাম্ ॥ ৫২

বালার্ক-কোটি-রুচিরাং স্ফটিকাক্ষমালাং
কোদণ্ডমিক্ষু-জনিতং স্মর-পঞ্চবাণান্।
বিদ্যাঞ্চ হস্ত-কমলৈর্দধতীং ত্রিনেত্রাং
ধ্যায়েৎ সমস্ত-জননীং নবচন্দ্র-চূড়াম্ ॥ ৫৩

অর্চনাদি-ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রোক্তাঃ পূর্ব-বিধানতঃ।
শক্তি-শ্রী-কাম-বীজাদ্যাং দেবীং বর্ণতনুং ভজেৎ ॥ ৫৪
ঋষিঃ পূর্ব্বোদিতশ্ছন্দো গায়ত্রং দেবতা বুধৈঃ।
সম্মোহনী সমুদ্দিষ্টা সর্বলোক-বশঙ্করী।
আবর্ত্তিতৈস্ত্রিভির্বীজৈঃ ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫৫

পূর্বোক্ত বিধানে এই দেবীকে কুসুমাদি দ্বারা আরাধনা করিবেন। স্মরবীজ পূর্বক মঙ্গল-প্রদা মাতৃকাকে নিজ দেহে ন্যাস করিবেন। ৫১

বক্ষ্যমাণ এই ন্যাসে সম্মোহন ঋষি বলিয়া মন্ত্রিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছেন। গায়ত্রী ছন্দঃ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পরা সমস্ত-জননী দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ষড়্দীর্ঘযুক্ত স্মর বীজের দ্বারা হৃদয়াদি-ষড়ঙ্গের কল্পনা করিবেন। ৫২

ধ্যানার্থ—কোটি বাল সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলা দক্ষিণের অধোহস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্য্যন্ত করপদ্মের দ্বারা যথাক্রমে স্ফটিক নির্মিত অক্ষমালা, কামদেবের পঞ্চবাণ, ইক্ষুদণ্ড নির্মিত কোদণ্ড (ধনুক) ও পুস্তক মুদ্রাধারিণী ত্রিনেত্রা নব-চন্দ্রচূড়া (নবচন্দ্রযুক্ত মুকুটধারিণী) সমস্ত জননীকে আমি ধ্যান করি। ৫৩

পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে সমস্ত অর্চনাদি ক্রিয়া কথিত হইয়াছে। শক্তিবীজ, শ্রীবীজ ও কামবীজ পূর্বক মাতৃকাবর্ণ দেবীর ভজনা করিবেন অর্থাৎ নিজ দেহে মাতৃকাবর্ণের ন্যাস করিবেন। ৫৪

বক্ষ্যমাণ এই ন্যাসে পূর্বোক্ত সম্মোহন ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ সর্বলোক বশঙ্করী সম্মোহনী দেবতা বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। দুইবার আবর্ত্তিত তিনটি বীজের (হ্রীং শ্রীং ক্লীং) দ্বারা ষড়ঙ্গের কল্পনা করিবেন। ৫৫

ধ্যায়েরমক্ষবলয়েক্ষু-শরাস-পাশান্
পদ্মদ্বয়াঙ্কুশ-শরান্ বর-পুস্তকঞ্চ।
আবিভ্রতীং নিজকরৈররুণাং কুচার্ত্তাং
সম্মোহনীং ত্রিনয়নাং তরুণেন্দু-চূড়াম্ ॥ ৫৬

যজেদাবরণৈঃ সার্দ্ধমুপচারৈঃ সুশোভনাম্।
প্রপঞ্চ-যাগং বক্ষ্যামি সচ্চিদানন্দ-সিদ্ধিদম্ ॥ ৫৭

বেদাদিঃ শক্তিরজপা পরমাত্ম-মহামনুঃ।
বহ্নের্জায়া চ কথিতা পঞ্চ মন্ত্রাঃ শুভাবহাঃ ॥ ৫৮

তার-শক্ত্যাদিকাং ন্যসেদজপাত্ম-দ্বিঠান্তিকাম্।
মাতৃকামুক্তমার্গেণ সৃষ্ট্যা দেহে বিধানবিৎ ॥ ৫৯

ঋষির্ব্রহ্মা সমুদ্দিষ্টশ্ছন্দো গায়ত্রমীরিতম্।
সমস্ত-বর্ণ-সংব্যাপ্তং পরং তেজোঽস্য দেবতা ॥ ৬০

ধ্যানার্থ—নিজের দক্ষিণের উর্দ্ধাদি চারিটি হস্তের দ্বারা যথাক্রমে অঙ্কুশ, পদ্ম, শর ও অক্ষমালা, বামের উর্দ্ধাদি চারিটি হস্তের দ্বারা যথাক্রমে পাশ, পদ্ম, ধনুঃ ও পুস্তক মুদ্রা-ধারিণী, ত্রিনয়না অরুণবর্ণা নবচন্দ্র-চূড়া স্তনভার-পীড়িতা সম্মোহনী দেবীকে এইরূপ মূর্ত্তিতে ধ্যান করিবেন। ৫৬

নানা উপচারের দ্বারা আবরণের সহিত সুশোভনা দেবীর আরাধনা করিবেন। সচ্চিদানন্দের সিদ্ধিপ্রদ প্রপঞ্চ যাগ বলিতেছি। ৫৭

বেদাদি (প্রণব—ওঁ), শক্তি (হ্রীং), অজপা (হংস), পরমাত্ম মহামন্ত্র (সোঽহং) ও বহ্নিজায়া (স্বাহা)—এই পাঁচটি মন্ত্র শুভাবহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫৮

বিধানবিৎ সৃষ্টিক্রমে নিজ দেহে পূর্ব্বোক্ত বিধানে মাতৃকাবর্ণের প্রথমে প্রণব ও শক্তি যোগ করিয়া পরে অজপা, পরমাত্ম-মন্ত্র ও দ্বিঠ দিয়া ললাটে—"ওঁ হ্রীং অং হংসঃ সোঽহং স্বাহা" ইত্যাদি প্রকারে মাতৃকাবর্ণের ন্যাস করিবেন। ৫৯

এই ন্যাসে ব্রহ্মা ঋষি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। গায়ত্রী ছন্দঃ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সমস্ত বর্ণে সংব্যাপ্ত পর তেজঃ ইহাঁর দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ৬০

স্বাহান্তৈঃ পঞ্চ-মনুভিঃ পঞ্চাঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ।
অস্ত্রং দিক্ষু বুধঃ কুর্য্যাদ্ ভূয়ো হরিহরাক্ষরৈঃ ॥ ৬১

তারাদি-পঞ্চ-মনুভিঃ পরিচীয়মানং
মানৈরগম্যমনিশং জগদেকমূলম্।
সচ্চিৎ সমস্তগমনশ্বরমচ্যুতং তৎ
তেজঃ পরং ভজত সান্দ্র-সুধাংশু-রাশিম্ ॥ ৬২

পঞ্চ-ভূতময়া বর্ণা বর্গশঃ প্রাগুদীরিতাঃ।
তস্মাজ্ জ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মানঃ প্রপঞ্চং তন্ময়ং বিদুঃ ॥ ৬৩
দেহোঽপি তাদৃশস্তস্মিন্ ন্যসেদ্ বর্ণান্ বিলোমতঃ।
তত্তৎ-স্থানযুতান্ মন্ত্রী জুহুয়াৎ পরতেজসি ॥ ৬৪

পণ্ডিত সাধক স্বাহাদি পাঁচটি মন্ত্রের দ্বারা "স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ, সোঽহং শিরসে স্বাহা" ইত্যাদি বিপরীত প্রকারে প্রকারে পাঁচটি অঙ্গের কল্পনা (ন্যাস) করিবেন। ছোটিকা দ্বারা দিক্ সমূহে অস্ত্র ন্যাস করিবেন। ষড়ঙ্গ ন্যাসের অনন্তর "হরি-হর" এই অক্ষরের দ্বারা পুনরায় ষড়ঙ্গের ন্যাস করিবেন। ৬১

বিবৃতি। এই ষড়ঙ্গ ন্যাস পূর্বক আবরণের সহিত মহাগণপতির ধ্যান, চব্বিশবার গণেশবীজের জপ, গণানাং ত্বা এইরূপ একবার জপ, চারিবার মহাগণপতি মন্ত্রের জপ ও যথোক্ত শুদ্ধ মাতৃকাকে তিনবার ন্যাস করিয়া মুখ, বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও হৃদয়ে অ ক চ ট ত প যাদি মাতৃকার ন্যাস করিবেন। ইহা মূলোক্ত বিধানবিৎ কথা দ্বারা উক্ত হইয়াছে বলিয়া রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন। ৬১

ধ্যানার্থ—তারাদি পঞ্চ মন্ত্রের দ্বারা লভ্য, প্রমাণের দ্বারা অগম্য, জগতের এক মাত্র মূল কারণ, চিৎ (স্বপ্রকাশ জ্ঞানরূপ) ও সৎ (সত্তাত্মক) সর্বব্যাপী অবিনাশী অচ্যুত (অবিকারী) নিবিড় সুধাংশুরাশি সদৃশ সেই পরতেজঃ ব্রহ্মকে সর্বদা ধ্যান করিবেন। ৬২

পূর্বে অর্থাৎ দ্বিতীয় পটলে জ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মক পঞ্চভূতময় বর্ণ-সমূহ বর্গে বর্গে উক্ত হইয়াছে। অতএব এই প্রপঞ্চকে পঞ্চভূতময় জানিবেন। দেহও সেইরূপ পঞ্চভূতময়। মন্ত্রী সেই পঞ্চভূতময় দেহে পাদতল হইতে জানু পর্য্যন্ত পার্থিব দশটি বর্ণকে ন্যাস করিবেন। এইরূপ আকাশ পর্য্যন্ত জলাদি বর্ণসমূহের সেই সেই স্থানে ন্যাস করিবেন। পুনরায় বিলোমে আকাশাদি বর্ণসমূহকে তত্তৎ স্থানে পাদতল পর্য্যন্ত ন্যাস করিবেন। তাহার পর তেজঃরূপ ব্রহ্মে বর্ণাধিষ্ঠাতৃ দেবতা ও তত্তৎ বর্ণের স্থান সহ মাতৃকাবর্ণসমূহের হোম করিবেন। ৬৩-৬৪

এবং বর্ণময়ং হোমং কৃত্বা দিব্যতনুর্ভবেৎ ।
ন্যস্য মন্ত্রী যথান্যায়ং দেহে বিশ্বস্য মাতরম্ ॥ ৬৫
জপেন্ মন্ত্রান্ ভজেদ্ দেবান্ যজেদগ্নিমনন্যধীঃ ।
দ্রব্যৈশ্চ জুহুয়াদগ্নৌ মন্ত্রবিৎ তন্ত্র-চোদিতৈঃ ॥ ৬৬
অশ্বত্থোডুম্বর-পক্ষ-ন্যগ্রোধ-সমিধস্তিলাঃ ।
সিদ্ধার্থ-পায়সাজ্যানি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বিদুর্বুধাঃ ॥ ৬৭
অমীভির্জুহুয়াল্লক্ষং তদর্দ্ধং বা সমাহিতঃ ।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি পরাং সিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥ ৬৮
এভিরর্কসহস্রাণি হুত্বা মন্ত্রী বিনাশয়েৎ ।
রিপূন্ ক্ষুদ্রগ্রহান্ ভূতান্ জ্বরাংশ্ছাপাংশ্চ পন্নগান্ ॥ ৬৯
মন্ত্রাণামযথাবৃত্তি প্রতিপত্তি-সমুদ্ভবান্ ।
বিকারান্ নাশয়েদাশু হোমোঽয়ং সমুদীরিতঃ ॥ ৭০

মন্ত্রী যথাবিধানে এই এই প্রকারে নিজ দেহে বিশ্ব মাতৃকার ন্যাস করিয়া এবং বর্ণময় হোম করিয়া দিব্যদেহধারী হইয়া থাকেন। ৬৫

তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক একাগ্র-চিত্ত হইয়া মন্ত্র জপ করিবেন, দেবতার ভজনা করিবেন ও অগ্নির আরাধনা করিবেন। তাহার পর তন্ত্র বিহিত দ্রব্য সমূহের দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবেন। ৬৬

অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, প্লক্ষ (পাকুড়) ও বটের সমিধ্, তিল, সিদ্ধার্থ (শ্বেতরাই) পায়স ও আজ্য—এই আট দ্রব্যকে পণ্ডিতগণ হোম দ্রব্য বলিয়া জানেন। ৬৭

সমাহিত হইয়া এই সকল দ্রব্যের লক্ষ সংখ্যক বা তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যক হোম করিবেন অর্থাৎ লক্ষহোম স্থলে এই আট দ্রব্যের এক একটি দ্বারা ১২৫০০ শত, লক্ষার্দ্ধ হোম স্থলে এক একটী দ্রব্য দ্বারা ৬২৫০ শত, তাহারও অর্দ্ধহোম স্থলে এক একটী দ্রব্য দ্বারা ৩১২৫ শত হোম করিবেন। ইহাতে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়, পরা সিদ্ধিও লাভ করেন। ৬৮

মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই সকল দ্রব্যের দ্বারা ১২ হাজার হোম করিয়া শত্রু, ক্ষুদ্র গ্রহ, ভূতবর্গ, জ্বর, শাপ ও সর্প সমূহকে বিনাশ করাইতে পারেন। ৬৯

মন্ত্রের অযথাবৃত্তি (অন্য প্রকার উচ্চারণ) ও অপ্রতিপত্তি (এই মন্ত্রটি ফল-প্রদ নয়—এই ভ্রমাত্মক জ্ঞান) সমুদ্ভূত বিকার সমূহকে এই হোম শীঘ্র নাশ করায়, ইহা কথিত হইয়াছে। ৭০

এভিস্ত্রিমধুরোপেতৈর্জুহুয়াল্লক্ষ-মানতঃ ।
অচিরাদেব স ভবেৎ সাক্ষাদ্ ভূমি-পুরন্দরঃ ॥ ৭১

অমীভিঃ সাধকো হুত্বা বশ্যাদীনপি সাধয়েৎ ।
হুত্বা লক্ষং তিলৈঃ শুদ্ধৈর্মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ৭২

পায়সান্নেন জুহুয়ান্ মন্ত্রী সর্ব-সমৃদ্ধয়ে ।
পদ্মানাং লক্ষ-হোমেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৩

ঘৃতেন জুহুয়াল্লক্ষং প্রাপ্নুয়াৎ কীর্ত্তিমুত্তমাম্ ।
জাতি-কুসুম-হোমেন সর্বলোক-বশং নয়েৎ ॥ ৭৪

সংশোধিতৈস্ত্রিমধ্বক্তৈর্লবণৈর্লক্ষ-মানতঃ ।
জুহুয়াদ্ গুলিকাঃ কৃত্বা বশয়েৎ সর্বমঞ্জসা ॥ ৭৫

লিখিত্বা পত্র-খণ্ডেষু মাতৃকার্ণান্ পৃথক্ পৃথক্ ।
অভ্যর্চ্য জুহুয়াদ্ বহ্নৌ তৎপত্রাক্ষরমুচ্চরন্ ॥ ৭৬

যিনি ত্রিমধুর (দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু) যুক্ত এই সকল দ্রব্য দ্বারা লক্ষ পরিমাণ হোম করেন। তিনি সাক্ষাৎ ভূপতি হন। ৭১

সাধক এই আটটি দ্রব্যের দ্বারা হোম করিয়া বশ্যাদির সিদ্ধি করিবেন। তুষমুক্ত প্রক্ষালিত শুদ্ধ তিলের দ্বারা লক্ষ হোম করিয়া সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হন। ৭২

সমস্ত সমৃদ্ধি লাভের জন্য মন্ত্রী পায়সান্নের দ্বারা হোম করিবেন। পদ্মের লক্ষ হোমের দ্বারা উত্তম ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ৭৩

ঘৃতের দ্বারা লক্ষ হোম করিবেন। তদ্দ্বারা উত্তম কীর্ত্তি লাভ করিবেন। জাতিকুসুম হোমের দ্বারা সমস্ত লোককে বশে আনয়ন করিবেন। ৭৪

ত্রিমধুর যুক্ত শোধিত (সুপরিষ্কৃত) লবণের দ্বারা গুলিকা করিয়া লক্ষ হোম করিবেন। তাহাতে শীঘ্র সকলকে বশে আনয়ন করিতে পারিবেন। ৭৫

পৃথক্ পৃথক্ তালপত্র খণ্ডে মাতৃকাবর্ণ সমূহ পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়া প্রতি অক্ষরের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, শক্তি ও বীজ উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক অক্ষরের ধ্যান ও গন্ধাদি উপচারের দ্বারা পূজা করিয়া সেই মন্ত্রাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্নিতে হোম করিবেন। ৭৬

অভিচার-হরো হোমঃ সর্বরক্ষা-প্রসিদ্ধিদঃ।
সহস্র-হোমে বিতরেদ্ দক্ষিণাং নিষ্ক-মানতঃ ॥ ৭৭
অর্দ্ধং বা শক্তিতো দদ্যাদ্ যথোক্তং ফলমাপ্নুয়াৎ।
অনয়া সপ্ত সংজপ্তং পিবেৎ প্রাতর্দিনে দিনে ॥ ৭৮
সলিলং স ভবেদ্ বাগ্মী লভতে কবিতাং পরাম্।
ব্রাহ্মীরসে বচা-কল্কে পয়সা বিপচেদ্ ঘৃতম্ ॥ ৭৯
অযুতং মাতৃকা-জপ্তমর্চিতঞ্চ বিধানতঃ।
পিবেৎ প্রাতঃ স মেধাবী ভবেদ্ বাক্‌পতি-সন্নিভঃ ॥ ৮০
ব্রাহ্মীং সহস্র-সংজপ্তাং বচাং বা পয়সা পিবেৎ।
স লভেন্মহতীং মেধামচিরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮১
পূর্বোক্তং পঙ্কজং কৃত্বা কুম্ভং সংস্থাপ্য পূর্ববৎ।
ক্বাথেন পূরয়েন্মন্ত্রী যথাবৎ ক্ষীর-শাখিনাম্ ॥ ৮২
অষ্টগন্ধং বিলোড্যাস্মিন্ নবরত্ন-সমন্বিতে।
আবাহ্য পূজয়েদ্ দেবীং মাতৃকামুক্ত-মার্গতঃ ॥ ৮৩

এই হোম অভিচার নাশক সমস্ত রক্ষা কর ও প্রসিদ্ধি প্রদ। সহস্র হোমে শক্তি অনুসারে নিষ্ক পরিমাণ (৩২ রতি সুবর্ণ) দক্ষিণা দিবেন ॥ ৭৭

অথবা অর্দ্ধেক দক্ষিণা দিবেন। তাহা হইলে যথোক্ত ফললাভ করিবেন। যে এই মাতৃকা দ্বারা সাত বার অভিমন্ত্রিত জলকে প্রতিদিন প্রাতঃ কালে পান করে। সে সম্বৎসর মধ্যে বাগ্মী হয়, শ্রেষ্ঠ কবিত্ব লাভ করে।

শ্বেত বচের কল্কে ব্রাহ্মীরসে জীববৎসা একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের দ্বারা উক্ত গাভীর ঘৃতকে পাক করিবেন। অযুত সংখ্যক মাতৃকাবর্ণ জপ্ত মাতৃকোক্ত ধ্যানে পূজিত ঐ ঘৃতকে যে প্রাতঃকালে পান করে। সে বৃহস্পতিতুল্য মেধাবী হইয়া থাকে। ৭৮-৮০

যে সহস্র সংজপ্ত ব্রাহ্মীকে অথবা বচকে দুগ্ধের সহিত পান করিবে। সে শীঘ্রই অতি উত্তম মেধা লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। ৮১

মন্ত্রী মাতৃকাপূজা-প্রকরণোক্ত প্রকারে পদ্ম করিয়া চতুর্থ পটলোক্ত প্রকারে কুম্ভ স্থাপন করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ঠ ক্ষীরবৃক্ষের কাথের দ্বারা সবিন্দু মাতৃকাবর্ণ জপ করিতে করিতে পূরণ করিবেন। নবরত্ন সমন্বিত ঐ কুম্ভে শাক্ত অষ্ট গন্ধ মিশ্রিত করিয়া পূর্বোক্ত বিধানে মাতৃকা দেবীর আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। ৮২-৮৩

সহস্র-সাধিতৈস্তোয়ৈরভিষিঞ্চেৎ প্রিয়ং নরম্ ।
ভানু-বারে শুভে লগ্নে ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ ॥ ৮৪
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ ভক্তিযুক্তঃ স্বশক্তিতঃ ।
রক্ষাকরং বিশেষেণ কৃত্যা-দ্রোহোপশান্তিদম্ ॥ ৮৫
ঐশ্বর্য্য-জননং পুংসাং সর্বসৌভাগ্য-সিদ্ধিদম্ ।
অভিষেকমিমং প্রাহুর্বিশ্ব-সম্মোহন-প্রদম্ ॥ ৮৬
পূর্বোক্ত-মণ্ডলং কৃত্বা মন্ত্রী নব-পদান্বিতম্ ।
মধ্যাদি স্থাপয়েৎ তেষু পদেষু কলশান্ নব ॥ ৮৭
তন্তুভির্বেষ্টিতান্ শুদ্ধান্ বহিশ্চন্দন-চর্চ্চিতান্ ।
সধূপ-বাসিতান্ মন্ত্রী দূর্বাক্ষত-সমন্বিতান্ ॥ ৮৮
আপূর্য্য শুদ্ধতোয়েস্তান্ বেষ্টয়েদংশুকৈস্তু তান্ ।
মুক্তা-মাণিক্য-বৈদূর্য্য-গোমেদান্ বজ্র-বিদ্রুমৌ ॥ ৮৯
পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ ।
উক্তানি নবরত্নানি তেষু কুম্ভেষু নিক্ষিপেৎ ॥ ৯০

সহস্র সংজপ্ত জলের দ্বারা রবিবারে শুভ লগ্নে প্রিয় ব্যক্তিকে অভিষেক করিবেন। ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। ৮৪

নিজের সামর্থ্য অনুসারে ভক্তিযুক্ত হইয়া গুরুকে দক্ষিণা দিবেন। এই অভিষেককে রক্ষাকারক বিশেষভাবে কৃত্যা-দ্রোহের (অভিচারকৃত অনিষ্টের) শান্তিপ্রদ পুরুষগণের ঐশ্বর্য্যজনক সর্বসৌভাগ্য ও সর্বসিদ্ধি প্রদ ও বিশ্বসম্মোহনকর এবং নারীগণের পুত্রপ্রদ বলিয়া থাকেন। ৮৫-৮৬

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পূর্বোক্ত নবনাভ মণ্ডল করিয়া সেই নয়টি পদের মধ্যাদি পদে নয়টি কলশ স্থাপন করিবেন। ৮৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক সেই ব্রণ কালিমাদি রহিত শুদ্ধ কলশগুলিকে তন্তু দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। ঘটের বহির্ভাগকে চন্দনের দ্বারা চর্চিত করিবেন। অন্তর্ভাগকে ধূপের দ্বারা বাসিত করিবেন। ঘটগুলিকে দূর্বাক্ষত দ্বারা যুক্ত করিবেন। ৮৮

সেই ঘটগুলিকে শুদ্ধ জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বস্ত্রের দ্বারা সেই ঘটগুলিকে বেষ্টিত করিবেন। মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত, নীল—এই উক্ত নবরত্নগুলিকে যথাক্রমে মধ্যাদি সমস্ত কুম্ভে নিক্ষেপ করিবেন। ৮৯-৯০

বিষ্ণুক্রান্তামিন্দ্রবল্লীং দেবীং দূর্বাঞ্চ নিক্ষিপেৎ।
স্থাপয়েৎ কুম্ভবক্ত্রেষু কোমলাংশ্চূত-পল্লবান্ ॥ ৯১
বিন্যসেদক্ষতোপেতাংশ্চষকাংশ্চ ফলান্বিতান্।
মধ্যে কুম্ভে সমারাধ্য দেবীং মন্ত্রী বৃষাদিতঃ ॥ ৯২
অর্চয়েদ্ দিক্ষু কুম্ভেষু ব্যাপিন্যাস্তাঃ পুরোদিতাঃ।
বর্গ-মন্ত্র-যুতাঃ প্রোক্ত-লক্ষণাঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ৯৩
শর্করা-ঘৃত-সংযুক্তং পায়সঞ্চ নিবেদয়েৎ।
স্পৃষ্ট্বা কুম্ভান্ কুশৈর্বিদ্বান্ জপেৎ সাগ্রং শতং শতম্ ॥ ৯৪
অভিষিঞ্চেদ্ বিলোমেন সাধ্যং তং দত্ত-দক্ষিণম্।
সর্ব-পাপক্ষয়-করং শুভদং শান্তি-সিদ্ধিদম্ ॥ ৯৫
কৃত্যা-দ্রোহাদি-শমনং সৌভাগ্য-শ্রী-জয়-প্রদম্।
পুত্রপ্রদঞ্চ বন্ধ্যানামভিষেকমিমং বিদুঃ ॥ ৯৬
জ্বরার্তস্য পুরঃ স্থিত্বা জপেৎ সাগ্রং সহস্রকম্।
জ্বরো নশ্যতি তস্যাশু ক্ষুদ্র-ভূতগ্রহা অপি ॥ ৯৭

বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা), ইন্দ্রবল্লী (লতাবিশেষ), সহদেবী ও দূর্বা —এই গুলিকে সমস্ত ঘটে প্রদান করিবেন। ঘটের মুখে কোমল আম্র পল্লব স্থাপন করিবেন। ৯১

ঘটগুলির মুখে আম্রপল্লবের উপরে তণ্ডুলযুক্ত নূতন শরা স্থাপন করিবেন। সাধক মন্ত্রী ইন্দ্র দিক্ হইতে মধ্য কুম্ভে মাতৃকাদেবীকে অর্চনা করিবেন। ৯২

পরে দিক্‌সমূহে কুম্ভ সমূহে ক্রমে ক্রমে পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সর্বসিদ্ধিপ্রদ পূর্ব কথিত বর্গমন্ত্রযুক্ত ব্যাপিনী প্রভৃতিকে অর্চনা করিবেন। ৯৩

শর্করা ও ঘৃতযুক্ত পায়স নিবেদন করিবেন। সাগ্র কুশের দ্বারা কুম্ভসকলকে স্পর্শ করিয়া প্রতি কুম্ভে সাগ্র এক শত বার (১০৮) মন্ত্র জপ করিবেন। ৯৪

বিলোমে ঈশানাদি স্থিত ঘট সমূহের দ্বারা দত্ত-দক্ষিণ সেই শিষ্যকে অভিষেক করিবেন। এই অভিষেককে সমস্ত পাপ ক্ষয়-কারক, শুভপ্রদ এবং শান্তি ও সিদ্ধি-প্রদ জানিবেন। ৯৫

এই অভিষেককে কৃত্যা-কৃত উপদ্রবের নাশক, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও জয়প্রদ এবং বন্ধ্যাগণের পুত্রপ্রদ জানিবেন। ৯৬

জ্বরার্তের সম্মুখে থাকিয়া সাগ্র সহস্র (১০০৮) বার মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার শীঘ্র জ্বর নাশ হয় এবং ক্ষুদ্র রোগের ও ভূতের উপদ্রবও বিনষ্ট হয়। ৯৭

পর-তেজসি সঞ্চিন্ত্য শুভ্রং স্রুত-সুধাময়ম্ ।
বিধুং বিন্তাং জপেদ্ যোগো বিষ-রোগ-বিনাশকৃৎ ॥ ৯৮
বলী-পলিত-রোগঘ্নঃ ক্ষুৎ-পিপাসা-প্রণাশনঃ ।
পুষ্টিদঃ সর্ব-সৌভাগ্য-দায়ী লক্ষ্মী-শুভ-প্রদঃ ॥ ৯৯
সোম-সূর্য্যাগ্নি-রূপাঃ স্যুর্বর্ণাঃ লোহত্রয়ং তথা ।
রৌপ্যমিন্দুঃ স্মৃতো হেম সূর্য্যস্তাম্রং হুতাশনঃ ॥ ১০০
লোহভাগাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ স্বরাত্তক্ষর-সংখ্যয়া ।
তৈর্লোহৈঃ কারয়েন্মুদ্রামসঙ্কলিত-সঙ্গতাম্ ॥ ১০১
সাগ্রং সহস্রং সংজপ্য স্পৃষ্ট্বা তাং জুহুয়াৎ ততঃ ।
তস্যাং সম্পাতয়েন্মন্ত্রী সর্পিষা পূর্ব-সংখ্যয়া ॥ ১০২
নিক্ষিপ্য কুম্ভে তাং মুদ্রামভিষেকোক্ত-বর্ত্মনা ।
আবাহ্য পূজয়েদ্ দেবীমুপচারৈঃ সমাহিতঃ ॥ ১০৩

সহস্রার কমল-কর্ণিকাস্থিত পরতেজ পরম শিবে সুধাস্রাবী শুভ্র চন্দ্রমাকে চিন্তা করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। এই যোগটী বিষ ও রোগের বিনাশকারী। ৯৮

এই যোগটি বলী, পলিত (কেশের অকাল পক্বতা) রোগের নাশক, ক্ষুৎ পিপাসার নাশক পুষ্টিপ্রদ সমস্ত সৌভাগ্যের জনক, ঐশ্বর্য্য ও কল্যাণ-প্রদ। ৯৯

বর্ণগুলি যেমন সোম, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ। রৌপ্য, সুবর্ণ, তাম্ররূপ লোহত্রয়ও সেইরূপ সোম, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ। রৌপ্য ইন্দুস্বরূপ, স্বর্ণ সূর্য্যস্বরূপ এবং তাম্র হুতাশন স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ১০০

স্বরাদি অক্ষর সংখ্যা পরিমাণ লোহের ভাগ হইবে। অমিলিত (পৃথক্ পৃথক্) সেই লৌহত্রয়ের দ্বারা মুদ্রা তিনটি করিয়া পরে তাহাদিগকে পরস্পর সংযুক্ত করিবেন। ১০১

সেই মুদ্রিকাকে স্পর্শ করিয়া ১০০৮ এক হাজার আটবার মাতৃকাকে জপ করিয়া তাহার পর মন্ত্রী পূর্বসংখ্যায় ১০০৮ এক হাজার আটবার ঘৃতের দ্বারা হোম করিবেন। তাহার পর মুদ্রিকাতে প্রত্যাহুতি প্রদান করিবেন। ১০২

সেই মুদ্রাকে কুম্ভে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পর সমাহিত হইয়া অভিষেকোক্ত প্রকারে অর্থাৎ এক কলশোক্ত প্রকারে দেবীকে কুম্ভে আবাহন করিয়া উপচার সমূহের দ্বারা পূজা করিবেন। ১০৩

অভিষিচ্য বিনীতায় দদ্যাৎ তাং মুদ্রিকাং গুরুঃ।
ইয়ং রক্ষঃ-ক্ষুদ্ররোগ-বিষ-জ্বর-বিনাশিনী ॥ ১০৪
ব্যাল-চৌর-মৃগাদিভ্যো রক্ষাং কুর্য্যাদ্ বিশেষতঃ।
যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি ধারয়ন্ মনুজেশ্বরঃ ॥ ১০৫
বিভজেন্ মাতৃকাং মন্ত্রী নব বর্গান্ যথাক্রমাৎ।
অষ্টাবষ্টৌ স্বরাঃ স্পর্শাঃ পঞ্চশো ব্যাপকা অপি ॥ ১০৬
নব-বর্গাঃ সমুৎপন্না নব-বর্গেশ্বরা গ্রহাঃ।
অর্কেন্দু-রক্ত-জ্ঞ-গুরু-ভৃগু-মন্দাহি-কেতবঃ ॥ ১০৭

গুরু বিনীত শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া সেই মুদ্রিকাকে প্রদান করিবেন। এই মুদ্রা রাক্ষস, ক্ষুদ্ররোগ, বিষ ও জ্বরনাশিনী। ১০৪

এই মুদ্রা বিশেষভাবে সর্প, ব্যাঘ্র ও চৌর হইতে রক্ষা করে। এই মুদ্রা ধারণ করিয়া রাজা যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। ১০৫

মন্ত্রজ্ঞ গুরু যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণকে নয়টি বর্গে বিভাগ করিবেন। আট আটটি করিয়া স্বরকে বিভাগ করিবেন। পাঁচ পাঁচটি করিয়া স্পর্শ ও ব্যাপক-বর্ণগুলিকে বিভাগ করিবেন। ১০৬

এইভাবে বিভাগ করিলে নয়টি বর্গ উৎপন্ন হয়। গ্রহগণ এই নববর্গের অধিপতি। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, মন্দ (শনৈশ্চর), অহি (রাহু) ও কেতু—এই নয়টি গ্রহ উক্ত নববর্গের অধিপতি। ১০৭

বিবৃতি। রাঘব ভট্ট বক্ষ্যমাণ নবরত্ন মুদ্রিকাস্থলে মণ্ডলত্রয় ন্যাস, অগ্নীষোম ন্যাস, হংসন্যাস ও নবগ্রহ ন্যাস কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। সেই ন্যাসের প্রকার :— মূর্দ্ধা হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত স্বরবর্ণগুলিকে উচ্চারণ করিয়া "ওঁ সোম-মণ্ডলায় নমঃ" বলিয়া, গলদেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত ককার হইতে মকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে উচ্চারণ করিয়া "ওঁ সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ' বলিয়া, হৃদয় হইতে পাদ পর্য্যন্ত যাদিবর্ণ-গুলিকে উচ্চারণ করিয়া "ওঁ বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ" বলিয়া ব্যাপকন্যাস করিলে মণ্ডলত্রয় ন্যাস হয়। অ-কার হইতে ঠ-কার পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়া "ওঁ সোমমণ্ডলায় নমঃ" বলিয়া মস্তক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং ড-কার হইতে ক্ষ-কার পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়া "ওঁ অগ্নিমণ্ডলায় নমঃ" বলিয়া হৃদয় হইতে পাদ পর্য্যন্ত ন্যাস করিলে অগ্নীষোম ন্যাস হয়। অকার হইতে উচ্চারণ করিয়া "ওঁ হংসপুরুষাত্মনে নমঃ" বলিয়া ব্যাপকরূপে ন্যাস করিলে হংসন্যাস হয়।

মাণিক্যং মৌক্তিকং চারু বিদ্রুমং গারুড়ং পুনঃ।
পুষ্পরাগং লসদ্ বজ্রং নীলং গোমেদকং শুভম্ ॥ ১০৮
বৈদূর্য্যং নব রত্নানি মুদ্রাং তৈঃ কল্পয়েচ্ছুভাম্।
জপ-হোমাদিকং সর্বং কুর্য্যাৎ পূর্বোক্ত-বর্ত্মনা ॥ ১০৯
যো মুদ্রাং ধারয়েদেনাং তস্য স্যুর্বশগাঃ গ্রহাঃ।
বর্দ্ধতে তস্য সৌভাগ্যং লক্ষ্মীরব্যাহতা ভবেৎ ॥ ১১০
কৃত্যা দ্রোহা বিনশ্যন্তি নশ্যন্তি সকলাপদঃ।
রক্ষোভূত-পিশাচাদ্যা নেক্ষন্তে তং ভয়াকুলাঃ ॥ ১১১
উপর্য্যুপরি বর্দ্ধন্তে ধন-রত্নাদি-সম্পদঃ।
মুদ্রিকায়াঃ প্রসাদেন রাজলক্ষ্মীঃ স্থিরা সদা ॥ ১১২
তার্তীয়োজ্জ্বল-কর্ণিকং স্বর-যুগৈরাবির্ভবৎ-কেসরং

তাহার পর "ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং সূর্য্যায় ভগবতে নমঃ" বলিয়া এই ক্রমে কেতু পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া পুনরায় বিপরীতক্রমে পূর্বোক্ত ন্যাসত্রয় করিলে গ্রহন্যাস হয়। তন্মধ্যে অবশিষ্ট অষ্ট স্বরের দ্বারা সোমের, কবর্গের দ্বারা মঙ্গলের, চবর্গের দ্বারা বুধের, টবর্গের দ্বারা বৃহস্পতির, তবর্গের দ্বারা শুক্রের, পবর্গের দ্বারা শনির, যবর্গের দ্বারা রাহু ও ব বর্গের দ্বারা কেতুর ন্যাস হইবে। এই ন্যাসের স্থান হইতেছে—মূলাধার, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, গল, লম্বিকা (গলের উর্দ্ধভাগ) ভ্রমধ্য, ললাট ও ব্রহ্মরন্ধ্র। ১০৭

মাণিক্য, মুক্তা, সুন্দর অতিলোহিত বিদ্রুম (প্রবাল), গারুড় (মরকত), পুষ্পরাগ, উজ্জ্বল ষট্‌কোণ হীরক, নীল, গোমেদ, সুন্দর বৈদূর্য্য—এইগুলি নবরত্ন। ইহাদের দ্বারা সুন্দর মুদ্রা (আংটি) করিবেন। পূর্ব মন্ত্রোক্ত প্রকারে জপ, হোমাদি সমস্তই করিবেন। ১০৮

যে ব্যক্তি এই মুদ্রা ধারণ করে, তাহার গ্রহগণ বশীভূত হন। তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। তাহার ধনসম্পত্তি অব্যাহত থাকে। ১০৯

তাহার কৃত্যাজনিত উপদ্রব বিনষ্ট হয়, সমস্ত আপদ নষ্ট হয়। রক্ষঃ, ভূত, পিশাচ প্রভৃতি ভয়ে আকুল হইয়া তাহার দিকে তাকায় না। ১১০

তাহার পর ধন, রত্নাদি সম্পদ্ বাড়িতে থাকে। এই মুদ্রিকার প্রসাদে রাজলক্ষ্মী সর্বদা স্থিরা হইয়া থাকেন। ১১১

মাতৃকাযন্ত্রের কর্ণিকাটি পূর্বোক্ত তার্তীয় বীজের (হ্‌সৌঃ) দ্বারা উজ্জ্বল,

বর্গোল্লাসি-বসুচ্ছদং বসুমতী-গেহেন সংবেষ্টিতম্।
তারাধীশ্বর-বারি-বর্ণ-বিলসদ্-দিক্-কোণ-সংশোভিতং
যন্ত্রং বর্ণতনোঃ পরং নিগদিতং সর্বাময়ঘ্নং পরম্ ॥ ১১৩

ইতি শ্রীশারদাতিলকে ষষ্ঠঃ পটলঃ

দুই দুইটী স্বরের দ্বারা কেশরগুলি প্রকাশিত, আটটি বর্গের দ্বারা আটটি দল উল্লসিত, ভূগৃহের দ্বারা বেষ্টিত, তারাধীশ্বর ঠ-কার দ্বারা বিদিক্ (কোণগুলি) এবং বারিবর্ণ বকারের দ্বারা দিগ্‌গুলি বিলসিত ও শোভিত। এই শ্রেষ্ঠ বর্ণতনুর (মাতৃকার) যন্ত্র কথিত হইল। ইহা সমস্ত রোগের শ্রেষ্ঠ নাশক। ১১২-১১৩

শারদাতিলকের ষষ্ঠ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ পটলঃ

অথ ভূতলিপিং বক্ষ্যে সুগোপ্যামতিদুর্লভাম্ ।
যাং প্রাপ্য শম্ভোর্মুনয়ঃ সর্বান্ কামান্ প্রপেদিরে ॥ ১
পঞ্চ হ্রস্বাঃ সন্ধিবর্ণা ব্যোমেরাগ্নি-জলং ধরা ।
অন্ত্যমাদ্যং দ্বিতীয়ঞ্চ চতুর্থং মধ্যমং ক্রমাৎ ॥ ২
পঞ্চবর্গাক্ষরাণি স্যুর্বান্তং শ্বেতেন্দুভিঃ সহ ।
এষা ভূতলিপিঃ প্রোক্তা দ্বিচত্বারিংশদক্ষরৈঃ ॥ ৩
আদ্যস্বরার্ণা বর্গাণাং পঞ্চমাঃ শার্ণ-সংযুতা ।
বর্গাদ্যা ইতি বিজ্ঞেয়া নব বর্গাঃ স্মৃতা অমী ॥ ৪
ব্যোমেরাগ্নি-জল-ক্ষৌণী-বর্গবর্ণান্ পৃথগ্ বিদুঃ ।
দ্বিতীয়বর্গে ভূর্ন স্যান্ নবমে ন জলং ধরা ॥ ৫
বিরিঞ্চি-বিষ্ণু-রুদ্রাখ্যি-প্রজাপতি-দিগীশ্বরাঃ ।
ক্রিয়াদি-শক্তি-সহিতাঃ ক্রমাৎ স্যুর্বর্গ-দেবতাঃ ॥ ৬

অনন্তর অতিগোপনীয় অতিদুর্লভ ভূতলিপি বলিতেছি। মুনিগণ শম্ভুর নিকট হইতে যাহাকে পাইয়া সমস্ত অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১

পাঁচটি হ্রস্ববর্ণ—অ ই উ ঋ ৯—প্রথম বর্গ ; সন্ধি বর্ণ—এ ঐ ও ঔ—দ্বিতীয় বর্গ ; ব্যোম—হ, ঈর—য, অগ্নি—র, জল—ব, ধরা—ল—এইগুলি তৃতীয় বর্গ ; অন্ত্য—ঙ, আদ্য—ক, দ্বিতীয়—খ, চতুর্থ—ঘ, মধ্যম—গ ; এই পাঁচটি ক-বর্গাক্ষর। এইরূপ ঞ, চ, ছ, ঝ, জ ; এই পাঁচটি চ-বর্গাক্ষর। ণ, ট, ঠ, ঢ, ড ; এই পাঁচটি ট-বর্গাক্ষর। ন, ত, থ, ধ, দ ; এই পাঁচটি ত-বর্গাক্ষর। ম, প, ফ ভ ব ; এই পাঁচটি প-বর্গাক্ষর। এইগুলি অষ্ট বর্গাক্ষর। শ্বেত—ষ ও ইন্দু—স এর সহিত বান্ত—শ, এই তিনটি নবম বর্গাক্ষর। এই বিয়াল্লিশ অক্ষরের দ্বারা এই ভূতলিপি কথিত হইয়াছে। ২-৩

আদ্য (অ এবং এ) ও অম্বরার্ণ (হ) ও শবর্ণের সহিত ক চ ট ত প বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলিকে বর্গের আদি বর্ণ জানিবেন। এই বর্ণগুলিকে নব বর্গ বলিয়া জানিবেন। ৪

নব বর্গের প্রত্যেক প্রথমাদি বর্ণগুলিকে ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী-রূপ জানিবেন। দ্বিতীয় বর্গে পৃথিবী নাই। নবমে জল ও ধরা নাই। ৫

ত্রিরাবৃত্ত ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি যুক্ত বিরিঞ্চি, বিষ্ণু, রুদ্র,

ঋষিঃ স্যাদ্ দক্ষিণামূর্ত্তির্গায়ত্রং ছন্দ ঈরিতম্ ।
দেবতা কথিতা সদ্ভিঃ সাক্ষাদ্ বর্ণেশ্বরী পরা ॥ ৭
হ্যাদি-ষড়্-বর্গকৈঃ কুর্য্যাৎ ষড়ঙ্গানি সজাতিভিঃ ।
ধ্যায়েল্লিপিতরোর্মূলে দেবীং তন্ময়-পঙ্কজে ॥ ৮
বদন্তি সুধিয়ো বৃক্ষং নিত্যং বর্ণময়ং শুভম্ ।
পরসংবিন্ মহাবীজং বিন্দু-নাদ-মহাশিকম্ ॥ ৯
পৃথিব্যক্ষর-শাখাভিঃ সর্বাশাসু বিজৃম্ভিতম্ ।
সলিলাক্ষর-পত্রৈঃ স্বৈঃ সংছাদিত-জগৎ-ত্রয়ম্ ॥ ১০
বহ্নি-বর্ণাঙ্কুরৈর্দীপ্তং রত্নৈরিব সুরদ্রুমম্ ।
মরুদ্-বর্ণ-লসৎ-পুষ্পৈর্দ্যোতয়ন্তং বপুঃ শ্রিয়ম্ ॥ ১১
আকাশার্ণ-ফলৈর্নম্রং সর্বভূতাশ্রয়ং পরম্ ।
পরামৃতাখ্য-মধুভিঃ সিঞ্চন্তং পরমেশ্বরীম্ ॥ ১২

অশ্বিনীকুমার, প্রজাপতি ও দিগীশ্বর (ইন্দ্র, যম, বরুণ, সোম)—ইঁহারা যথাক্রমে বর্গের অধিপতি দেবতা হইতেছেন। ৬

এই ভূতলিপির ঋষি হইতেছেন দক্ষিণামূর্ত্তি, ছন্দঃ হইতেছে গায়ত্রী। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পরা বর্ণেশ্বরী দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৭

নমঃ, স্বাহা প্রভৃতি সজাতির সহিত হাদি ছয়টি বর্গের দ্বারা ছয়টি অঙ্গের ন্যাস করিবেন। লিপিতরুর মূলে বর্ণ পঙ্কজে দেবীকে ধ্যান করিবেন। ৮

বিবৃতি। হং যং রং বং লং হৃদয়ায় নমঃ—এইরূপে তৃতীয় বর্গের দ্বারা হৃদয়ে ন্যাস করিবেন। এইরূপ চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বর্গবর্ণদ্বারা যথাক্রমে মস্তকে শিখায়, কবচে, নেত্রত্রয়ে ও অস্ত্রে ন্যাস করিবেন। ৮

পণ্ডিতগণ শুভ লিপিতরুকে নিত্য বর্ণময় বলেন। পরসম্বিৎ কুণ্ডলিনী এই লিপিতরুর মহাবীজ (অভিব্যক্তি স্থান)। বিন্দু ও নাদ এই বৃক্ষের মহামূল। ৯

এই বৃক্ষটি সমস্ত দিকে পার্থিবাক্ষররূপ শাখা দ্বারা বিকসিত। জলাক্ষররূপ ঐ বৃক্ষ পত্রের দ্বারা জগৎত্রয় সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত। ১০

রত্নের ন্যায় বহ্নি-বর্ণরূপ অঙ্কুরের দ্বারা এই সুরবৃক্ষটি দীপ্ত। বায়ুবর্ণরূপ বিকসিত পুষ্প সমূহের দ্বারা বর্ণ-দেহের সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত। ১১

সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ঐ বর্ণতরুটি আকাশ বর্ণরূপ ফলের দ্বারা নমিত। ঐ বৃক্ষের পরামৃতরূপ মধু দ্বারা পরমেশ্বরী সিঞ্চিতা হইতেছেন। ১২

বেদাগমাদিভিঃ ক্লৃপ্ত-সমুন্নতি-মনোহরম্ ।
শিব-শক্তিময়ং সাক্ষাচ্ছায়াশ্রিত-জগৎ-ত্রয়ম্ ॥
এনমাশ্রিত্য মুনয়ঃ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৩

অঙ্কোন্মুক্ত-শশাঙ্ক-কোটি-সদৃশীমাপীন-তুঙ্গস্তনীং
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত-মস্তকাং মধুমদাদালোল-নেত্র-ত্রয়াং
বিভ্রাণামনিশং বরং জপবটীং বিদ্যাং কপালং করৈঃ-
রাদ্যাং যৌবন-গর্বিতাং লিপিতনুং বাগীশ্বরীমাশ্রয়ে ॥ ১৪

আধারদেশেঽধিষ্ঠানে নাভৌ হৃদি গলে পুনঃ ।
বিন্দৌ নাদে ততঃ শক্ত্যাং শিবে দেশিকসত্তমঃ ॥ ১৫
নবাধারেষু বিন্যস্য স্বরান্ নব যথাবিধি ।
হাদি-বর্ণাংস্তনৌ ন্যস্যেন্ মুখে ঊর্ধ্বাদিতঃ সুধীঃ ॥ ১৬
ঊর্ধ্ব-মাহেন্দ্র-যাম্যোদক্-পশ্চিমেষু সমাহিতঃ ।
দোঃ-পৎসু পঞ্চবর্গাণাং বর্ণান্ দেশিক-সত্তমঃ ॥ ১৭

বেদ ও আগমের দ্বারা এই বৃক্ষের মনোহর উচ্চতা প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বেদ ও আগম সমূহ এই বৃক্ষের মনোহর উচ্চত্ব। সাক্ষাৎ শিবশক্তিময় জগৎ ত্রয় ইহার ছায়ায় আশ্রিত। মুনিগণ এই বর্ণতরুকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত অভিলষিত পাইয়া থাকেন। ১৩

পূর্বোক্ত ধ্যানের মূর্ত্তি হইতেছে :—কলঙ্ক মুক্ত কোটি চন্দ্রের সদৃশী অতিস্থূল উন্নত স্তনযুগলধারিণী মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র-ধারিণী, মধুমদে চঞ্চল নেত্রত্রয়ধারিণী, সর্বদা বাম ও দক্ষিণের নীচের দুই হাতে বর ও জপমালা এবং বাম ও দক্ষিণের ঊর্ধ্বের দুই হাতে বিদ্যা ও কপাল-ধারিণী আদ্যা যৌবন-গর্বিতা বর্ণতরু বাগীশ্বরীকে আশ্রয় করি। ১৪

দেশিক শ্রেষ্ঠ আধারদেশে, (গুহ্য ও লিঙ্গের অন্তরালে) অধিষ্ঠানে (লিঙ্গে), নাভিতে, হৃদয়ে, গলে, বিন্দুতে (ভ্রূমধ্যে), নাদে (কেশান্তে), শক্তিতে (কেশান্তের ঊর্ধ্বদেশে) শিবে (দ্বাদশান্তে)—এই আধারাদি নবচক্রে যথাবিধি আধার ভাবনা করিয়া ও নিজের দেহকে পঞ্চমুখ ভাবনা করিয়া নয়টী স্বরবর্ণ ন্যাস করিয়া দেহে ও ঊর্ধ্বাদিমুখে হাদি বর্ণ সমূহকে সবিন্দু অর্থাৎ বিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। ১৫-১৬

দেশিক শ্রেষ্ঠ সমাহিত হইয়া নিজেকে পঞ্চমুখ কল্পনা করিয়া ঊর্ধ্ব, পূর্ব,

অগ্র-মূলোপমূলাগ্র-মধ্যদেশ-ক্রমেণ তু।
জঠরে পার্শ্বযুগলে নাভৌ পৃষ্ঠে সমাহিতঃ ॥ ১৮

গুহ্য-হৃদ্-ভ্রূবিলে ন্যস্যেৎ শাদি-বর্ণত্রয়ং ক্রমাৎ।
সৃষ্ট্যাং সর্গাবসানা স্যাৎ স্থিতৌ বহ্নি-মরুৎ-পয়ঃ ॥ ১৯

বিয়দ্-ভূমি-ক্রমান্ ন্যস্যেদ্ বিন্দু-সর্গাবসানিকাম্
সংহৃতৌ প্রতিলোমেন বিন্যসেদ্ বিন্দু-ভূষিতাম্ ॥ ২০

আগমোক্তেন মার্গেণ দীক্ষিতঃ সাধকোত্তমঃ।
লক্ষং ন্যসেজ্ জপেৎ তাবদযুতং জুহুয়াৎ তিলৈঃ ॥ ২১

পূজয়েদন্বহং দেবীং পীঠে প্রাগীরিতে সুধীঃ।
বর্ণাব্জেনাসনং দত্বান্ মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ॥ ২২

দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম মুখে, অগ্র (অঙ্গুলির অন্ত), মূল (বাহু ও উরুর মূল), উপমূল (কনুই ও জানু), উপাগ্র (হস্তাঙ্গুলি ও পাদাঙ্গুলির প্রথম সন্ধি), মধ্যদেশ (মধ্য সন্ধি—মণিবন্ধ ও গুল্ফ) ক্রমে বাহু ও পাদে, জঠর, পার্শ্বদ্বয়, নাভি ও পৃষ্ঠে পঞ্চবর্গের বর্ণসমূহকে বিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। ১৭-১৮

এই মন্ত্রোক্ত ক্রমে শকারাদি বর্ণত্রয়কে গুহ্য, হৃদয় ও ভ্রূমধ্যে ন্যাস করিবেন। সৃষ্টিতে ভূতলিপি বিসর্গান্ত হইবে। স্থিতিতে সেই ভূতলিপিকে বিন্দু (ং) ও বিসর্গযুক্ত করিয়া বহ্নি, বায়ু, জল, আকাশ ও পৃথিবী বর্ণ ক্রমে ন্যাস করিবেন। সংহারে সেই ভূতলিপিকে বিন্দুভূষিত করিয়া প্রতিলোমে ন্যাস করিবেন। ১৯-২০

দীক্ষিত সাধক-শ্রেষ্ঠ আগমোক্ত (কুলপ্রকাশ তন্ত্রোক্ত) পদ্ধতি অনুসারে লক্ষ ন্যাস করিবেন। সেই পরিমাণ (লক্ষ পরিমাণ) জপ করিবেন। তিলের দ্বারা দশ হাজার হোম করিবেন। ২১

সুধী সাধক পূর্বোক্ত পীঠে প্রত্যহ দেবীকে পূজা করিবেন। বর্ণাব্জের দ্বারা আসন দান করিবেন এবং মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। এই দেবতার পীঠশক্তির মন্ত্র হইতেছে :—হ্সৌঃ বর্ণাব্জায় ভূতলিপিযোগপীঠায় নমঃ। ২২

বিবৃতি। এস্থলে রাঘবভট্ট কথিত পূজা প্রকার কথিত হইতেছে। এস্থলে অষ্টদল, ষোড়শদল, (দ্বাত্রিংশৎ দল, চতুষষ্টি দল), ভূপুর ও চতুর্দ্বার করিয়া পূর্বোক্ত পীঠশক্তির পূজা করিয়া বর্ণপদ্মের দ্বারা আসন দিয়া মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্ত্তিতে দেবীর অর্চনা করিয়া কেশর সমূহে পূর্ববৎ

দেবীং সম্পূজয়েৎ তস্যামঙ্গাদ্যাবরণৈঃ সহ।
আদাবঙ্গাবৃতিঃ পশ্চাদম্বিকাদ্যাভিরীরিতা ॥ ২৩
দ্বিতীয়া মাতৃভিঃ প্রোক্তা তৃতীয়া হৃষ্ট-শক্তিভিঃ।
চতুর্থী পঞ্চমী প্রোক্তা দ্বাত্রিংশচ্ছক্তিভিঃ পুনঃ ॥ ২৪
চতুঃষষ্ট্যা স্মৃতা ষষ্ঠী শক্তিভির্লোকনায়কৈঃ।
সপ্তমী পুনরেতেষামস্ত্রৈঃ স্যাদষ্টমাবৃতিঃ ॥ ২৫
এবং পূজ্যা জগদ্ধাত্রী শ্রীভূতলিপি-দেবতা।
স্থানেষূক্তেষু বিধিবদভ্যর্চ্যাঽঙ্গানি পূজয়েৎ ॥ ২৬
অম্বিকা বাগ্‌ভবী দুর্গা শ্রীশক্তিশ্চোক্ত-লক্ষণাঃ।
ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পূর্ববৎ পূজ্যাঃ করালী বিকরাল্যুমা ॥ ২৭
সরস্বতী-শ্রীদুর্গোষা লক্ষ্মী-শ্রুত্যো স্মৃতির্ধৃতিঃ।

অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া তাহার উপরিভাগে পূর্বাদি দিক্‌পত্র চারিটিতে অম্বিকাদি চারিশক্তির পূজা করিয়া তাহার অগ্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তির পূজা করিয়া ষোড়শ দলে করালাদির পূজা করিবেন। হেসৌঃ বর্ণাজায় ভূতলিপিযোগপীঠায় নমঃ মন্ত্রে পীঠশক্তির পূজা হইবে। ২২

সেই মূর্ত্তিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতার সহিত দেবীর উত্তমরূপে পূজা করিবেন। চতুর্থ পটলোক্ত স্থান সমূহে প্রথমে অঙ্গাবরণের পূজা, পরে অম্বিকা প্রভৃতি শক্তির সহিত পূজা কথিত হইয়াছে। ২৩

মাতৃগণের দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ, ষোড়শ শক্তি দ্বারা তৃতীয় আবরণ, দ্বাত্রিংশৎ শক্তি দ্বারা চতুর্থ ও পঞ্চম আবরণ উক্ত হইয়াছে। ২৪

চতুঃষষ্টি শক্তি দ্বারা ষষ্ঠ আবরণ, লোকপালগণের দ্বারা সপ্তম আবরণ এবং ইঁহাদের অস্ত্রের দ্বারা অষ্টম আবরণ হইয়া থাকে। ২৫

জগদ্ধাত্রী শ্রীভূতলিপি দেবতাকে এই প্রকারে পূজা করিবেন। চতুর্থ পটলোক্ত স্থানসমূহে অর্থাৎ কেশরে বিধিবৎ ধ্যানপূর্বক অঙ্গাবরণের পূজা করিয়া মাতৃগণের পূজা করিবেন। ২৬

কেশরের উপরিভাগে দিগ্‌দলে পূর্বপটলোক্ত ধ্যান অনুসারে অম্বিকা বাগ্‌ভবী, দুর্গা ও শ্রীশক্তির পূজা করিবেন। কেশরের অগ্রভাগে পূর্ববৎ পূর্বোক্ত স্থানসমূহে ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা করিবেন।

ষোড়শ দলে করালী, বিকরালী, উমা, সরস্বতী, শ্রী, দুর্গা, উষা, লক্ষ্মী,

শ্রদ্ধা মেধা মতিঃ কান্তিরার্য্যা ষোশড় শক্তয়ঃ ॥ ২৮
খড়্গঃ-খেটক--ধারিণ্যঃ শ্যামাঃ পূজ্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
বিদ্যা-হ্রী-পুষ্টয়ঃ প্রজ্ঞা সিনীবালী কুহূঃ পুনঃ ॥ ২৯
রুদ্রা বীর্য্যা প্রভা নন্দা স্যাৎ পোষা ঋদ্ধিদা শুভা।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্ভদ্রকালী কপর্দিনী ॥ ৩০
বিকৃতির্দণ্ডি-মুণ্ডিন্যৌ সেন্দুখণ্ডা শিখণ্ডিনী।
নিশুম্ভ-শুম্ভমথিনী মহিষাসুরমর্দিনী ॥ ৩১
ইন্দ্রাণী চৈব রুদ্রাণী শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণী।
নারী নারায়ণী চৈব ত্রিশূলিন্যপি পালিনী ॥ ৩২
অম্বিকা হ্লাদিনী চৈব দ্বাত্রিংশচ্ছক্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
চক্রহস্তাঃ পিশাচাস্যাঃ সম্পূজ্যাশ্চারুভূষণাঃ ॥ ৩৩
পিঙ্গলাক্ষী বিড়ালাক্ষী সমৃদ্ধির্ব্বৃদ্ধিরেব চ।
শ্রদ্ধা স্বাহা স্বধাভিখ্যা মায়া সংজ্ঞা বসুন্ধরা ॥ ৩৪
ত্রিলোকধাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রী ত্রিদশেশ্বরী।
সুরূপা বহুরূপা চ স্কন্দমাতাঽচ্যুতপ্রিয়া ॥ ৩৫
বিমলা চামলা পশ্চাদরুণী পুনরারুণী।
প্রকৃতির্বিকৃতিঃ সৃষ্টিঃ স্থিতিঃ সংহৃতিরেব চ ॥ ৩৬

শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, মতি, কান্তি ও আর্য্যা—এই ষোড়শ শক্তির পূজা করিবেন। ২৭-২৮

পূর্বাদি ষোড়শ দলের অগ্রে ও তাহার সন্ধিতে খড়্গ-খেটক-ধারিণী শ্যামবর্ণা সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা দ্বাত্রিংশৎ শক্তির পূজা করিবেন। বিদ্যা, হ্রী, পুষ্টি, প্রজ্ঞা, শুভকরী সিনিবালী, কুহূ, রুদ্রা, বীর্য্যা, প্রভা, নন্দা, পোষিণী, ঋদ্ধিদা, কালরাত্রি, মহারাত্রি, ভদ্রকালী, কপর্দিনী, বিকৃতি, দণ্ডিনী, মুণ্ডিনী, ইন্দুখণ্ডা, শিখণ্ডিনী, নিশুম্ভ-শুম্ভমথনী, মহিষাসুর-মর্দিনী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণী, নারী, নারায়নী, ত্রিশূলিনী, পালিনী, অম্বিকা ও হ্লাদিনী—ইহারা দ্বাত্রিংশৎ শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। চক্রহস্তা পিশাচবদনা, চারুভূষণা ইহাঁদিগকে পূজা করিবেন। ২৯-৩৩

পিঙ্গলাক্ষী, বিড়ালাক্ষী, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, শ্রদ্ধা, স্বাহা, স্বধা, মায়া, বসুন্ধরা, ত্রিলোকধাত্রী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ত্রিদশেশ্বরী, সুরূপা, বহুরূপা, স্কন্দমাতা,

সন্ধ্যা মাতা সতী হংসী মর্দ্দিকা রঞ্জিকা পরা।
দেবমাতা ভগবতী দেবকী কমলাসনা॥ ৩৭
ত্রিমুখী সপ্তমুখ্যন্যা সুরাসুরবিমর্দ্দিনী।
লম্বোষ্ঠী চোর্দ্ধকেশী চ বহুশীর্ষা বৃকোদরী॥ ৩৮
রথরেখাহ্বয়া পশ্চাচ্ছশিরেখা তথাঽপরা।
গগন-বেগা পবন-বেগা চ তদনন্তরম্॥ ৩৯
ততো ভুবন-পালাখ্যা ততঃ স্যান্মদনাতুরা।
অনঙ্গাঽনঙ্গ-মদনা তথৈবানঙ্গমেখলা॥ ৪০
অনঙ্গকুসুমা বিশ্বরূপাঽসুর-ভয়ঙ্করী।
অক্ষোভ্যা-সত্যবাদিন্যৌ বজ্ররূপা শুচিব্রতা॥ ৪১
বরদাখ্যা চ বাগীশা চতুঃষষ্টিঃ সমীরিতাঃ।
চাপ-বাণ-ধরাঃ সর্বা জ্বালা-জিহ্বা মহাপ্রভাঃ॥ ৪২
দংষ্ট্রিণ্যশ্চোর্ধ্বকেশ্যস্তা যুদ্ধোপক্রান্ত-মানসাঃ।
সর্বাভরণ-সন্দীপ্তাঃ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ৪৩
লোকেশাঃ পূর্ববৎ পূজ্যাস্তদ্বদ্ বজ্রাদিকান্যপি।
ইত্থং যঃ পূজয়েন্মন্ত্রী শ্রীভূতলিপিদেবতাম্॥ ৪৪

অচ্যুতপ্রিয়া, বিমলা, অমলা, অরুণী, আরুণী, প্রকৃতি, বিকৃতি, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি, সন্ধ্যা, মাতা, সতী, হংসী, মর্দ্দিকা, রঞ্জিকা, পরা, দেবমাতা, ভগবতী, দেবকী, কমলাসনা, ত্রিমুখী, সপ্তমুখী, সুরা, অসুরবিমর্দ্দিনী, লম্বোষ্ঠী, ঊর্ধ্বকেশী, বহুশীর্ষা, বৃকোদরী, রথরেখা, শশিরেখা, অপরা, গগনবেগা, পবনবেগা, তাহার পর ভুবনপালা, তাহার পর মদনাতুরা, অনঙ্গা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমেখলা, অনঙ্গকুসুমা, বিশ্বরূপা, অসুরভয়ঙ্করী, অক্ষোভ্যা, সত্যবাদিনী, বজ্ররূপা, শুচিব্রতা, বরদা ও বাগীশা—ইঁহারা চতুঃষষ্টিঃ শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই চাপ ও বাণধারিণী, অগ্নিশিখাবৎ জিহ্বা-বিশিষ্টা মহাপ্রভা-বিশিষ্টা দংষ্ট্রিণী ঊর্ধ্বকেশী যুদ্ধোৎসুক মনো-বিশিষ্টা সমস্ত রত্নাভরণে সমুজ্জ্বলা সেই এই চতুঃষষ্টি শক্তিকে প্রদক্ষিণক্রমে চতুরস্রের মধ্যে ও অগ্রাদিতে অতিযত্নের সহিত পূজা করিবেন। ৩৪-৪৩

পূর্ববৎ চতুর্থ পটলোক্ত প্রকারে ভূপুরে লোকপালগণকে ও সেইরূপ বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। সাধক এই প্রকারে শ্রীভূতলিপি দেবতাকে পূজা করিবেন। ৪৪

শ্রী-বাণ্যোঃ স ভবেদ্ ভূমির্দেবৈরপ্যভিবন্দ্যতে ।
কমলৈরযুতং হুত্বা রাজানং বশমানয়েৎ ॥ ৪৫
উৎপলৈর্জুহুয়াৎ তদ্বদ্ মহালক্ষ্মীঃ প্রজায়তে ।
পলাশ-কুসুমৈর্হুত্বা বৎসরেণ কবির্ভবেৎ ॥ ৪৬
রাজী-লবণ-হোমেন বনিতাং বশমানয়েৎ ।
মাতৃকোক্তানি কর্মাণি কুর্য্যাদত্রাপি সাধকঃ ॥ ৪৭
ভূতলিপ্যা পুটীকৃত্য যো মন্ত্রং ভজতে নরঃ ।
ক্রমোৎক্রমাচ্ছতাবৃত্ত্যা তস্য সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ ॥ ৪৮
সুষুপ্ত-ভুজগাকারাং কুণ্ডলীং মধ্যবর্ত্মনা ।
সঙ্গময্য পরং স্থানং প্রাণবিৎ তাং পরামৃতৈঃ ।
প্লাবয়েন্ মূর্দ্ধ্নি মূলান্তং যোগোহয়ং সর্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৪৯
অনয়া ন্যস্তদেহস্ত তেজসা ভাস্করো ভবেৎ ।
যন্ত্র-ক্রিয়া-বিশেষাংস্তু জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৫০

তাহা হইলে তিনি শ্রী ও বাণীর ভূমি (নিবাসস্থান) হইবেন। তিনি দেবগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া থাকেন। পদ্মের দ্বারা দশ হাজার হোম করিয়া রাজাকে বশে আনয়ন করিতে পারেন। ৪৫

উৎপলের দ্বারা দশ হাজার হোম করিলে মহালক্ষ্মী (মহা ঐশ্বর্য্য) উৎপন্ন হয়। পলাশ পুষ্পের দ্বারা দশ হাজার হোম করিয়া বৎসরের মধ্যে কবি হইতে পারেন। ৪৬

রাজী লবণের দ্বারা দশ হাজার হোম করিলে স্ত্রীকে বশে আনয়ন করা যায়। সাধক মাতৃকাপ্রকরণোক্ত অন্যান্য কার্য্যগুলি এখানেও করিবেন। ৪৭

যে মনুষ্য মন্ত্রকে ক্রমে ও উৎক্রমে শতবার ভূতলিপি দ্বারা পুটিত করিয়া উপাসনা করে, মাসমাত্রে তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ৪৮

প্রাণতত্ত্বজ্ঞ যোগী সুষুম্না মধ্যমার্গের দ্বারা ষট্‌চক্র ভেদক্রমে প্রসুপ্ত ভুজগের ন্যায় আকার-বিশিষ্টা কুণ্ডলিনীকে মস্তকে পরস্থান দ্বাদশান্ত শিবগৃহে উপস্থিত করাইয়া তাঁহাকে মূলাধার পর্য্যন্ত পরামৃত দ্বারা প্লাবিত করেন। এই যোগ সর্বসিদ্ধিপ্রদ। ৪৯

যাঁহার দেহে এই ভূতলিপির ন্যাস হইয়াছে। তিনি তেজে ভাস্কর সদৃশ হইতে পারেন। মন্ত্রক্রিয়ার বিশেষগুলি জানিয়া অর্থাৎ সাধ্য সিদ্ধের

বিন্দ্বাঢ্যং গগনং তদেব শিবযুক্ জ্ঞানী চতুর্থ্যা যুতো
নত্যন্তো মনুরেষ মধ্যবিহিতঃ সাধ্যস্য বস্বক্ষরৈঃ।
পত্রেষক্ষরশো হকার-পুটিতাংস্তদ্ভূত-বর্ণান্ লিখে-
চ্ছিষ্টঞ্চান্ত্যদলে বিলিখ্য মতিমান্ বৃত্তেন সংবেষ্টয়েৎ ॥ ৫১

বিয়দ্‌যন্ত্রমিদং প্রোক্তং লাক্ষা-চন্দন-নির্মিতম্।
রোহিণ্যামুদয়ে রাহোর্বিষঘ্নং সর্বশান্তিদম্ ॥ ৫২

যৌ দ্বৌ সাক্ষ্যধরেন্দুখণ্ড-শিরসৌ স্যাতাং ক্রমাৎ তেযুতং
কোপেশং নমসান্বিতং বিরচয়েন্ মধ্যে দলেষষ্টস্মু।

ক্রিয়াবিশেষ যেমন দেবদত্তস্য বিষং হর হর স্বাহা এইরূপ বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া জানিয়া মন্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। ৪৯-৫০

(বিয়দ্‌যন্ত্র কথিত হইতেছে।) বিন্দুযুক্ত গগন (হং), সেই বিন্দুযুক্ত গগন হং শিবযুক্ত (একারযুক্ত) হইবে, তাহাতে হয় হেং। জ্ঞানী শব্দ চতুর্থী বিভক্তির একবচনের দ্বারা যুক্ত হইবে, তাহাতে হয় জ্ঞানিনে। উহা নমোহন্ত অর্থাৎ ইহার পরে নমঃ হইবে, তাহাতে হেং জ্ঞানিনে নমঃ এই মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র মধ্যে বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ এই মন্ত্র কর্ণিকায় লেখ্য। বিষাদি গ্রস্ত ব্যক্তির বাক্যবাক্ষরের অর্থাৎ সিদ্ধ কোঠাক্ষরের সহিত এই পটলোক্ত আকাশ ভূতের বর্ণগুলির প্রত্যেক অক্ষরকে হকার পুটিত ও বিন্দুযুক্ত করিয়া পত্র সমূহে লিখিবেন। মতিমান সাধক অবশিষ্ট বর্ণকে (নবমকে) অন্ত্যদলে লিখিবেন। অর্থাৎ অষ্টমদলে ব্যোম ভূতের বর্ণদ্বয়ের প্রত্যেককে হকার পুটিত ও বিন্দুযুক্ত করিয়া লিখিয়া বৃত্তের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। দেবদত্তস্য বিষং হর হর এইটিকে মধ্যে লিখিবেন। ৫১

এই মন্ত্রটি বিয়দ্‌যন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা রোহিনী মুহূর্তে (দিবসের নবম ও রাত্রির অষ্টম মুহূর্তে) রাহুর উদয়ে লাক্ষা (আলতা) ও চন্দনের দ্বারা নির্মিত হইলে বিষনাশক ও সর্বশান্তিপ্রদ হইয়া থাকে। ৫২

(বায়ব্য যন্ত্র কথিত হইতেছে।) অক্ষি ইকার, অধর একার, অক্ষি ও অধর = অক্ষ্যধর, এই অক্ষ্যধরের সহিত বর্তমান যে যে, সে সাক্ষ্যধর, ইন্দুখণ্ড বিন্দু অনুস্বার শিরে আছে যাহাদের, (যে যকার দ্বয়ের) তাহারা ইন্দুখণ্ডশির। যে যকার দুটি ক্রমে ক্রমে অক্ষি ও অধর যুক্ত মস্তকে বিন্দুযুক্ত হয়। তাহাতে য়িং য়েং এই হয়। চতুর্থী বিভক্তির একবচনের দ্বারা ও নমঃ দ্বারা যুক্ত কোপেশ শব্দটিকে অর্থাৎ কোপেশায় নমঃ এই মন্ত্রটিকে মধ্যে (কর্ণিকায়) রচনা

বায়ব্যান্ য-পুটান্ বিলিখ্য বিধিনা শিষ্টার্ণমন্ত্যে দলে
যন্ত্রং বায়ুগৃহেণ বেষ্টিতমিদং স্যাৎ তালপত্রে স্থিতম্ ॥ ৫৩

স্বাত্যাং মন্দোদয়ে যন্ত্রং বায়ব্যে নিখনেদ রিপোঃ।
দ্বার্য্যুচ্চাটন-কৃৎ তস্য মৃতির্বা ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৫৪

বহ্নের্বীজযুগং ক্রমাচ্ছ্রবণসদ্যার্দ্ধেন্দুযুক্ স্যাৎ স্বরৌ।
রীঃ ফট্-হৃন্মনুরেষ মধ্য বিহিতঃ পত্রেষু বহ্ন্যুদ্ভবান্।
বর্ণান্ বহ্নি-নিরোধিতান্ প্রবিলিখেৎ সাধ্যাক্ষরৈঃ পোষকৈঃ
মন্ত্যাঞ্চান্ত্যদলে কৃশানুপুরগং ভূর্জোদরে কল্পিতম্ ॥ ৫৫

শুভ-বারর্ক্ষ-সংযোগে লাক্ষা-কুঙ্কুম-নির্মিতম্।
রক্ষাকৃৎ সর্বভূতানাং যন্ত্রমাগ্নেয়মীরিতম্ ॥ ৫৬

করিবেন (লিখিবেন)। অষ্ট দলে বায়ুবর্ণের প্রত্যেক বর্ণকে বিধিপূর্বক যকারের দ্বারা পুটিত ও বিন্দুযুক্ত করিয়া লিখিয়া অবশিষ্ট বর্ণগুলিকে অর্থাৎ নবমবর্গের বর্ণগুলিকে অন্ত্য দলে বিধি পূর্বক লিখিবেন। পূর্ববৎ মধ্যে ক্রিয়াও অর্থাৎ দেবদত্তস্য বিষং হর হর এই ক্রিয়াও লেখ্য। ষড়্বিন্দুলাঞ্ছিত বায়ুগৃহের দ্বারা এই যন্ত্র বেষ্টিত হইবে। ইহা তালপাত্র লিখিত হইয়া রক্ষিত হয়। ৫৩

স্বাতী নক্ষত্রের মুহূর্তে শনৈশ্চর ও বায়ুভূতের উদয়ে শত্রুর দ্বারে বায়ব্য যন্ত্র প্রোথিত করিবে। উহা নিশ্চয়ই শত্রুর উচ্চাটনকর হইয়া থাকে অথবা মরণকর হয়। ৫৪

(আগ্নেয় যন্ত্র কথিত হইতেছে।) বহ্নির দুইটি বীজ অর্থাৎ রকার দুইটি ক্রমে ক্রমে শ্রবণ উকার, সদ্য ওকার ও অর্দ্ধেন্দু বিন্দু অনুস্বারের দ্বারা যুক্ত হইবে। তাহাতে রুং রোং হইবে। তাহার পর স্বরৌ রীঃ ফট্ ও হৃৎ (নমঃ) হইবে। তাহাতে রুং রোং স্বরৌ রীঃ ফট্ নমঃ হইবে। এই মন্ত্র মধ্যে বিহিত (কর্ণিকায় লিখিত) হইবে। অষ্ট দলে সাধ্যের (যন্ত্রধারীর) সুসিদ্ধ কোষ্ঠাক্ষররূপ পোষক সাধ্যাক্ষরের সহিত বহ্নিবর্ণের প্রত্যেক বর্ণকে বহ্নি (রকার) দ্বারা নিরোধিত (পুটিত) করিয়া লিখিবেন। অন্ত্য দলে অন্ত্যবর্ণ অর্থাৎ নবমবর্গের বর্ণগুলিকে যাতকাক্ষর মিশ্র সস্বস্তিক ত্রিকোণ মধ্যগত অর্থাৎ পোষকাক্ষর স্থানগত করিবেন। উহা ভূর্জপত্রে লিখিত হয়। ৫৫

শুভ বার ও নক্ষত্রের সংযোগে লাক্ষা ও কুঙ্কুমের দ্বারা লিখিত এই আগ্নেয় যন্ত্র সর্বভূতের রক্ষাকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৫৬

ঘাতকাক্ষর-মিশ্রং তৎ কৃত্তিকায়াং কুজোদয়ে।
চিতাঙ্গারেণ তদ্বস্ত্রে লিখিতং নাশয়েদ্ রিপুম্ ॥ ৫৭

নাসার্দ্ধেন্দুমদম্বু তদ্মনুযুতং সার্দ্ধেন্দু-ঙে'ন্তো বিধু-
র্বিধ্বন্তে তু ভুবে নমো নিগদিতো মধ্যে মহুর্বারুণান্।
বর্ণান্ পত্র-পুটেষু বাক্ষর-পুটান্ সাধ্যস্য বন্ধক্ষরৈ-
রালিখ্যাপ্য-পুরেণ বেষ্টিতমিদং যন্ত্রং ভবেদ্ বারুণম্ ॥ ৫৮

ভূর্জপত্রে লিখেদেতদ্ রক্তচন্দন-বারিণা।
বরুণর্ক্ষো'দয়ে কাব্যে যন্ত্রং বশ্যাদিকৃদ্ ভবেৎ ॥ ৫৯

গণ্ডো বিন্দু-বিভূষিতো বসুমতী স্যাৎ তাদৃশী গণ্ডয়ো-
র্মধ্যস্থৌ তু জগৌ লুকে রতিরিমং মন্ত্রং লিখেন্ মধ্যতঃ।

সেই আগ্নেয় যন্ত্র কৃত্তিকা নক্ষত্রের মুহূর্তে মঙ্গল ও বহ্নিভূতের উদয়ে অরি কোষ্ঠের বর্ণগুলির সহিত চিতার অঙ্গারের দ্বারা চিতার বস্ত্রে লিখিত হইলে শত্রুকে নাশ করে। ৫৭

(বারুণ যন্ত্র কথিত হইতেছে।) অম্বু বকার, নাসা (ঋকার) ও অর্দ্ধেন্দু (বিন্দু) যুক্ত হইবে। তাহাতে বৃং হয়। সেই অম্বু বকার মনু (ঔ) ও অর্দ্ধেন্দু (বিন্দুর) সহিত যুক্ত হইলে বৌং হয়। বিধু শব্দ চতুর্থী বিভক্তির সহিত যুক্ত হইলে বিধবে হয়। বিধু শব্দের অন্তে ভুবে নমঃ হইলে বিধুভুবে নমঃ হয়। এই বৃং বৌং বিধবে বিধুভুবে নমঃ মন্ত্রটী মধ্যে (কর্ণিকায়) লেখ্যরূপে উক্ত হইয়াছে। পত্র সমূহে বকার পুটিত বারুণ বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ সাধ্য শিষ্যের বন্ধু অক্ষরের সহিত লিখিত হইয়া পার্শ্বদ্বয়ে পঙ্কজদ্বয় সহিত অর্দ্ধেন্দুরূপ জলপুরের দ্বারা বেষ্টিত হইলে এই যন্ত্রটি বারুণ যন্ত্র হয়। ৫৮

ভূর্জপত্রে রক্তচন্দন জলের দ্বারা এই যন্ত্র লিখিবে। বারুণ নক্ষত্রের (শতভিষা নক্ষত্রের) মুহূর্তে কাব্য (শুক্রের) উদয়ে ও জলভূতের উদয়ে এই যন্ত্র লিখিত হইলে এই যন্ত্র বশ্য, আকর্ষণ ও মোহনাদিকর হইয়া থাকে। ৫৯

(পার্থিব যন্ত্র কথিত হইতেছে।) গণ্ড ৯কার বিন্দু-বিভূষিত এবং বসুমতী লকারও তাদৃশ অর্থাৎ বিন্দু-বিভূষিত হইলে ৯ং লং হয়। গণ্ড বর্ণদ্বয়ের মধ্যে জ ও গ বর্ণ লিখিলে গজ গণ্ড হয়। তাহার পর লুকে নমঃ লিখিলে গজ-গণ্ডলুকে নমঃ হয়। এই ৯ং লং গজ-গণ্ডলুকে নমঃ মন্ত্রটি মধ্যে কর্ণিকায় লিখিবেন। পত্র

লান্তান্ লার্ণ-পুটীকৃতান্ বসুমতী-বর্ণান্ দলেষালিখেৎ
সেবাবর্ণ-যুতান্ যথাবিধিভুবো গেহেন সংবেষ্টয়েৎ ॥ ৬০

জ্যেষ্ঠায়ামুদিতে সৌম্যে মৃদি গৈরিক-নির্মিতম্ ।
পার্থিব-যন্ত্রমচিরাৎ সর্বত্র স্তম্ভকৃদ্ ভবেদ্ ॥ ৬১

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরাং নিত্যাং শ্রীভূতলিপি দেবতাম্ ।
যঃ সেবতে শুভৈঃ পুত্রৈর্ধন-ধান্যৈশ্চ পূর্য্যতে ॥ ৬১

অত্রির্বরুণ-সংরুদ্ধো দবাগ্-বাদিনী ঠদ্বয়ম্ ।
বাগীশ্বর্য্যা দশার্ণোঽয়ং মন্ত্রো বাগ্-বিভব-প্রদঃ ॥ ৬৩

ঋষিঃ কণ্বো বিরাট্ ছন্দো দেবতা বাক্ সমীরিতা ।
শিরঃ-শ্রবণ-দৃঙ্-নাসা-বদনাঙ্গ-গুদেষ্বিমান্ ।
ন্যস্যার্ণান্ প্রাগ্বদঙ্গানি মাতৃকোক্তানি কল্পয়েৎ ॥ ৬৪

সমূহে সাধ্যের সেবাবর্ণ অর্থাৎ সাধ্য কোষ্ঠের বর্ণের সহিত বসুমতী (ভূমি) বর্ণের প্রত্যেক বর্ণকে লবর্ণের দ্বারা পুটিত ও বিন্দু-যুক্ত করিয়া লিখিবেন। অষ্টদলে যথাবিধি সবিন্দুক লকারত্রয় লিখিয়া ভূপুরের দ্বারা বেষ্টন করিলে পার্থিব যন্ত্র হয়। ৬০

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের মুহূর্তে সৌম্য (বুধ) ও ভূমির উদয় হইলে মৃৎপাত্রে গৈরিকের দ্বারা এই পার্থিব যন্ত্র লিখিত হইলে এই যন্ত্র শীঘ্র সকল স্থলে স্তম্ভনকর হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বায়ু, অগ্নি, জল, শুক্র, খড়্গ, ধারা ও সেনার স্তম্ভন হয়। ৬১

গুহ্য হইতে গুহ্যতরা নিত্যা শ্রীভূতলিপি দেবতাকে যে ভজনা করে, সে সুন্দর পুত্র, ধন ও ধান্যের দ্বারা পূর্ণ হয়। ৬২

অত্রি দকার বরুণ বকারের দ্বারা সংরুদ্ধ (পুটিত) হইলে বদব হয়। তাহার পর দ বাগ্‌বাদিনি ও ঠদ্বয় (স্বাহা) দিলে বাগীশ্বরী সরস্বতীর বদ বদ বাগ্‌বাদিনি স্বাহা এই দশাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র বাগ্‌বৈভব প্রদান করে। ৬৩

এই মন্ত্রের কণ্ব ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, বাক্ দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। মস্তক, কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, লিঙ্গ ও গুহ্যে এই মন্ত্রবর্ণ সকল ন্যাস করিয়া পূর্ববৎ চতুর্থ পটলোক্ত প্রকারে মাতৃকা প্রকরণোক্ত জাতিযুক্ত অঙ্গ সমূহ ন্যাস করিবেন। ৬৪

তরুণ-শকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজ-করকমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তক-শ্রীঃ
সকলবিভব-সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌-দেবতা নঃ ॥ ৬৫

দশলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াৎ ততঃ।
পুণ্ডরীকৈঃ পয়োভ্যক্তৈস্তিলৈর্বা মধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ৬৬
মাতৃকোদীরিতে পীঠে বাগীশীমর্চয়েৎ সুধীঃ।
বর্ণাব্জেনাসনং দত্ত্বা মূর্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ॥ ৬৭
আদাবঙ্গানি সংপূজ্য পশ্চাচ্ছক্তীরিমা যজেৎ।
যোগা সত্যা চ বিমলা জ্ঞানা বুদ্ধিঃ স্মৃতিঃ পুনঃ ॥ ৬৮

বিবৃতি। শারদাতিলক ও তন্ত্রসার মতে অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে, পদ্মপাদাচার্যের মতে বদ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস বিহিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত প্রকারে মন্ত্র বর্ণের ন্যাস হইবে। যথা—মস্তকে—ব নমঃ, দক্ষিণ কর্ণে—দ নমঃ, বাম কর্ণে—ব নমঃ, দক্ষিণ চক্ষুতে—দ নমঃ, বামচক্ষুতে—বাগ্‌ নমঃ, দক্ষিণ নাসায়—বা নমঃ, বাম নাসায়—দি নমঃ; মুখে—নি নমঃ; লিঙ্গে—স্বা নমঃ; গুহ্যে—হা নমঃ। ৬৪

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—চন্দ্রের বালখণ্ডধারিণী শুভ্র কান্তি বিশিষ্টা স্তনদ্বয়ের ভারে অবনতাঙ্গী শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা নিজের বাম করপদ্মে উদ্যৎ লেখনী ও দক্ষিণ করপদ্মে পুস্তক মুদ্রা-ধারিণী বাগ্‌দেবতা আমাদিগকে সকল বিভব সিদ্ধির জন্য রক্ষা করুন। ৬৫

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র দশ লক্ষ জপ করিবেন। দুগ্ধাপ্লুত পুণ্ডরীক (শ্বেত পদ্ম) দ্বারা অথবা মধুরাপ্লুত তিলের দ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ এক লক্ষ হোম করিবেন। ৬৬

মাতৃকা প্রকরণোক্ত পীঠে সুধী সাধক আবাহনাদি শ্লোক মন্ত্রে স্ত্রীলিঙ্গ যোগ পূর্বক আবাহনাদি করিয়া বাগীশ্বরী সরস্বতীর অর্চনা করিবেন। বর্ণপদ্মের দ্বারা আসন দান করিবেন। এই মন্ত্রের পীঠ মন্ত্র হইতেছে—হসৌঃ বাগ্‌বাদিনী-যোগ-পীঠায় নমঃ। মূলের দ্বারা মূর্তি কল্পনা করিবেন। ৬৭

কর্ণিকায় দক্ষিণাদিক্রমে প্রথমে অঙ্গাবরণের পূজা করিয়া পরে আটটি স্বরদ্বন্দ্বের দ্বারা দ্বিতীয়াবরণ, অষ্টবর্গের দ্বারা তৃতীয়াবরণের পূজা করিয়া পরে

মেধা প্রজ্ঞা চ পত্রেষু মুদ্রা-পুস্তক-ধারিণী।
দলাগ্রেষু সমভ্যর্চ্যা ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তা যথাবিধি ॥ ৬৯

লোকপালা বহিঃ পূজ্যাস্তেষামস্ত্রাণি তদ্বহিঃ।
এবং সম্পূজয়েন্মন্ত্রী জপ-হোমাদি-তৎপরঃ ॥ ৭০

ব্রহ্মচর্য্যরতঃ শুদ্ধঃ শুদ্ধ-দন্ত-নখাদিকঃ।
সংস্মরন্ সর্ববনিতাঃ সততং দেবতাধিয়া ॥ ৭১

কবিত্বং লভতে ধীমান্ মাসৈর্দ্বাদশভির্ধ্রুবম্।
পীত্বা তন্মন্ত্রিতং তোয়ং সহস্রং প্রত্যহং জপেৎ।
মহাকবির্ভবেন্মন্ত্রী বৎসরেণ ন সংশয়ঃ ॥ ৭২

উরোমাত্রে জলে স্থিত্বা ধ্যায়ন্মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলে।
স্থিতাং দেবীং প্রতিদিনং ত্রিসহস্রং জপেন্ মনুম্।
লভতে মণ্ডলাৎ সিদ্ধিং বাচামপ্রতিমাং ভুবি ॥ ৭৩

চতুর্থাবরণে দলগুলিতে দক্ষিণাদিক্রমে এই যোগাদি শক্তিগুলির পূজা করিবেন। পুস্তক মুদ্রা ও জপমালা-ধারিণী দলনিবাসিনী নানালঙ্কার-ধারিণী শশাঙ্ক সদৃশ প্রভা-ধারিণী অত্যুজ্জ্বলা সেই শক্তিগুলি হইতেছেন—যোগা, সত্যা, বিমলা, জ্ঞানা, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, প্রজ্ঞা। দলের অগ্রে যথাবিধি সেই ব্রাহ্মী প্রভৃতিকে পূজা করিবেন। ৬৮-৬৯

বহির্ভাগে চতুরস্রে লোকপালগণকে, তাহার বহির্ভাগে তাঁহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক ব্রহ্মচর্য্যরত শুদ্ধ শুদ্ধদন্ত শুদ্ধনখাদি হইয়া দেবতা বুদ্ধিতে সমস্ত স্ত্রীগণকে সর্বদা চিন্তা করিতে করিতে জপ হোমাদি তৎপর হইয়া এই প্রকারে বাগ্‌বাদিনীর পূজা করিবেন। ৭০-৭১

ইহাতে বার মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই কবিত্ব লাভ করেন। ধীমান্ সাধক সেই বাগ্‌বাদিনী মন্ত্রের দ্বারা সপ্ত বার অভিমন্ত্রিত ও হস্তের দ্বারা আচ্ছাদিত জল সাত বার পান করিয়া প্রত্যহ সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। বৎসরের মধ্যে তিনি কবি হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই। ৭২

বক্ষঃ-মাত্র জলে দাঁড়াইয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থা দেবীকে ধ্যান করিতে করিতে প্রতিদিন তিন হাজার মন্ত্র জপ করিবেন। ইহা করিলে এই জগতে উনপঞ্চাশ দিনের মধ্যে অতুলনীয় বাক্‌সিদ্ধি লাভ করেন। ৭৩

পলাশ-বিল্ব-কুসুমৈর্জুহুয়ান্মধুরোক্ষিতৈঃ।
সমিদ্‌ভির্বা তত্থাভির্যশঃ প্রাপ্নোতি বাক্‌পতেঃ ॥ ৭৪
হোমোঽয়ং সর্বসৌভাগ্য-লক্ষ্মীযশঃ-প্রদো ভবেৎ।
রাজবৃক্ষ-সমুদ্‌ভূতৈঃ প্রসূনৈর্মধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ৭৫
তৎসমিদ্ভিশ্চ জুহুয়াৎ কবিত্বমতুলং লভেৎ।
এবং দশাক্ষরী প্রোক্তা সিদ্ধয়ে বাচমিচ্ছতাম ॥ ৭৬
হৃদয়ান্তে ভগবতি বদ-শব্দ-যুগং ততঃ।
বাগ্‌দেবি ! বহ্নিজায়ান্তং বাগ্‌ভবাদ্যং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৭৭
মন্ত্রং ষোড়শ-বর্ণাঢ্যং বাগৈশ্বর্য্য-ফলপ্রদম্।
মনোঃ ষড়্‌ভিঃ পদৈঃ কুর্য্যাৎ ষড়ঙ্গানি সজাতিভিঃ ॥ ৭৮

মধুরাপ্লুত পলাশ ও বিল্বের পুষ্পের দ্বারা অথবা মধুরাপ্লুত পলাশ বৃক্ষজাত সমিধ্‌ বা বিল্ব বৃক্ষজাত সমিধ্‌সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে বাক্‌পতির যশঃ লাভ হয়। ৭৪

এই হোম সমস্ত সৌভাগ্যপ্রদ, সমস্ত লক্ষ্মীপ্রদ ও সমস্ত যশঃপ্রদ হইবে। মধুরাপ্লুত রাজবৃক্ষ (সোঁদাল বৃক্ষ) সম্ভূত পুষ্পের দ্বারা ও রাজবৃক্ষ সম্ভূত সমিধ্‌ সমূহের দ্বারা হোম করিবেন, অতুল কবিত্ব লাভ হইবে। বাক্‌সিদ্ধি-কামিগণের বাক্‌সিদ্ধির জন্য এই দশাক্ষর বিদ্যা কথিত হইল। ৭৫-৭৬

সরস্বতীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। হৃদয় শব্দের (নমঃ শব্দের) অন্তে ভগবতি ও বদ শব্দ দুইটী দিয়া তাহার পর বাগ্‌দেবি বলিবেন। ইহার আদিতে বাগ্‌ভব বীজ (ঐং) ও অন্তে বহ্নিজায়া (স্বাহা) দিয়া মন্ত্রটীকে উদ্ধার করিবেন। তাহাতে মন্ত্রটী হইবে—ঐং নমো ভগবতি। বদ বদ বাগ্‌দেবি। স্বাহা। ৭৭

ষোড়শবর্ণ যুক্ত এই মন্ত্রকে বাক্ ঐশ্বর্য্য (বাক্‌পটুত্ব) ফলপ্রদ জানিবেন। জাতির সহিত এই মন্ত্রের ছয়টি পদের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ৭৮

বিবৃতি। পূর্বোক্ত মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতাই এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ দেবতা এবং পূর্বমন্ত্রের বীজ ও শক্তিই এই মন্ত্রের বীজ ও শক্তি। বাক্‌পটুত্ব-কামনায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। এই মন্ত্রের ছয়টি পদের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পদ—ঐং। দ্বিতীয়—নমঃ। তৃতীয়—ভগবতি। চতুর্থ—বদ বদ। পঞ্চম—বাগ্‌দেবি। ষষ্ঠ—স্বাহা। ঐ ছয়টি পদের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। যথা—ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ ভগবতি শিখায়ৈ বষট্ ইত্যাদি। ৭৮

শুভ্রাং স্বচ্ছ-বিলেপ-মাল্য-বসনাং শীতাংশু-খণ্ডোজ্জ্বলাং
ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ।
বিভ্রাণাং কমলাসনাং কুচ-নতাং বাগ্‌দেবতাং সুস্মিতাং
বন্দে বাগ্‌বিভব-প্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্য-সম্পৎ-করীম্ ॥ ৭৯

হবিষ্যাশী জপেৎ সম্যগ্ বসু-লক্ষমনন্যধীঃ।
দশাংশং জুহুয়াদন্তে তিলৈরাজ্য-পরিপ্লুতৈঃ ॥ ৮০
মাতৃকোক্তে যজেৎ পীঠে দেবীং প্রাগীরিত-ক্রমাৎ।
পিবেৎ তন্মন্ত্রিতং তোয়ং প্রাতঃকালে দিনে দিনে ॥ ৮১
বিদ্বান্ বৎসরতো মন্ত্রী ভবেন্নাস্তি বিচারণা।
অভিষিঞ্চেজ্জ্ জলৈর্জপ্তৈরাত্মানং স্নান-কর্মণি।
তর্পয়েৎ তাং জলৈঃ শুদ্ধৈরতিমেধামবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮২
পুষ্প-গন্ধাদিকং সর্বং তজ্জপ্তং ধারয়েৎ সুধীঃ।
সভায়াং পূজ্যতে সদ্ভির্বাদে চ বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৮৩

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—শুভ্রা, স্বচ্ছ অঙ্গরাগ, মাল্য ও বসন-ধারিণী, চন্দ্রখণ্ডের দ্বারা উজ্জ্বলা, দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্ত হইতে বামের ঊর্ধ্ব হস্ত পর্যন্ত চারি হস্ত-কমল সমূহের দ্বারা ব্যাখ্যান মুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলশ ও পুস্তক-মুদ্রা-ধারিণী, শ্বেত-কমলাসনা, কুচভারে অবনতা, ত্রিনয়না, সুন্দর হাস্য-যুক্তা, বাগৈশ্বর্যপ্রদা, সৌভাগ্য ও সম্পৎকরী বাগ্‌দেবতাকে বন্দনা করি। ৭৯

সম্যক্ পুরশ্চরণ নিয়মে হবিষ্যাশী হইয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্রার্থে মনঃ দিয়া আট লক্ষ জপ করিবেন। ঘৃতাপ্লুত তিলের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবেন। ৮০

দশাক্ষর মন্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে মাতৃকোক্ত পীঠে দেবীর পূজা করিবেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে পূর্বোক্ত প্রকারে সরস্বতীর ঐ মন্ত্রের দ্বারা সাত বার অভিমন্ত্রিত ও হস্তের দ্বারা আচ্ছাদিত জল সাত বার পান করিবেন। ৮১

ইহাতে সাধক বৎসরের মধ্যে বিদ্বান্ হইবেন। ইহাতে কোন সংশয় নাই। মন্ত্র জপ্ত জলের দ্বারা স্নান-কার্য্যের সময় নিজেকে অভিষিক্ত করিবেন এবং সেই বাগ্‌দেবীকে শুদ্ধ জলের দ্বারা তর্পণ করিবেন। এই অভিষেক ও তর্পণের দ্বারা অত্যন্ত মেধা লাভ করিবেন। ৮২

সুধী সাধক সাত বার মন্ত্র-জপ্ত পুষ্প, গন্ধাদি মস্তকে ধারণ করিবেন। ইহাতে সভায় পণ্ডিতগণ কর্তৃক পূজিত হইবেন এবং বাদ বিচারে বিজয়ী হইবেন। ৮৩

তারো মায়াঽধরো বিন্দুঃ শক্তিস্তারং সরস্বতী।
ঙেঽস্তা নত্যন্তিকো মন্ত্রঃ প্রোক্ত একাদশাক্ষরঃ ॥ ৮৪

ব্রহ্ম-রন্ধ্রে ভ্রুবোর্মধ্যে নব-রন্ধ্রেষু চ ক্রমাৎ।
মন্ত্রবর্ণান্ ন্যসেন্মন্ত্রী বাগ্ভবেনাঽঙ্গকল্পনা ॥ ৮৫

বাণীং পূর্ণ-নিশাকরোজ্জ্বল-মুখীং কর্পূর-কুন্দ-প্রভাং
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত-মস্তকাং নিজকরৈঃ সংবিভ্রতীমাদরাৎ।
বীণামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলসং বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গস্তনীং
দীব্যৈরাভরণৈর্বিভূষিত-তনুং হংসাধিরূঢ়াং ভজে ॥ ৮৬

জপেদ্ দ্বাদশ-লক্ষাণি তৎসহস্রং সিতাম্বুজৈঃ।
নাগচম্পক-পুষ্পৈর্বা জুহুয়াৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৮৭

সরস্বতীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। তার—প্রণব ওঁ, মায়া হ্রীং, অধর ঐ এবং বিন্দু অনুস্বার অর্থাৎ ঐং ; তাহার পর শক্তি হ্রীং ও তার প্রণব ওঁ, তাহার পর চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত সরস্বতী অর্থাৎ সরস্বত্যৈ, তাহার পর অন্তে নতি নমঃ। সরস্বতীর ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ এই একাদশাক্ষর আর একটি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ৮৪

বিবৃতি। এই একদশাক্ষর মন্ত্রের বাগ্‌ভব ঐং বীজ ও মায়া হ্রীং শক্তি। কেহ কেহ প্রণবকে শক্তি বলেন। দশাক্ষর মন্ত্রের কণ্ব ঋষিই এই মন্ত্রের ঋষি। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ এবং হংসবাগীশ্বরী দেবতা। ৮৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক যথাক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্র, ভ্রূমধ্য ও নবরন্ধ্রে অর্থাৎ কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয় ও নাসাদ্বয়ে এবং মুখ, লিঙ্গ ও গুহ্যদেশে মন্ত্র বর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন। তার ও মায়া পুটিত বাগ্‌ভবের দ্বারা অঙ্গ-কল্পনা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ৮৫

বিবৃতি। কাহারও মতে আদিতে বাগ্‌ভব বীজ ঐং ও ষড়্‌দীর্ঘ যুক্ত মায়াবীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস বিহিত হইয়াছে। ৮৫

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলমুখী, কর্পূর ও কুন্দের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা, মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র-ধারিণী, দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্ত হইতে বামের ঊর্ধ্ব হস্ত পর্য্যন্ত নিজের চারিটি হস্তের দ্বারা আদরের সহিত বীণা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলশ ও বিদ্যামুদ্রা-ধারিণী, তুঙ্গস্তনী, দিব্যাভরণে ভূষিত-দেহা, হংসারূঢ়া বাণীকে ভজনা করি। ৮৬

সাধক শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং জপের অব্যবধানে

মাতৃকোক্তে যজেৎ পীঠে বক্ষ্যমাণ-ক্রমেণ তাম্
বর্ণাব্জেনাসনং কুর্য্যান্ মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ॥ ৮৮

দেব্যা দক্ষিণতঃ পূজ্যা সংস্কৃতা বাঙ্ময়ী ততঃ।
প্রাকৃতা বামতঃ পূজ্যা বাঙ্ময়ী সর্বসিদ্ধিদা ॥ ৮৯

ইষ্ট্বা পূর্ববদঙ্গানি প্রজ্ঞাদ্যাঃ পূজয়েৎ ততঃ।
প্রজ্ঞা মেধা শ্রুতিঃ শক্তিঃ স্মৃতির্বাগীশ্বরী মতিঃ ॥ ৯০

স্বস্তিশ্চেতি সমাখ্যাতা ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদনন্তরম্।
লোকেশানর্চয়েদ্ ভূয়স্তদস্ত্রাণি চ তদ্বহিঃ ॥ ৯১

ইতি সম্পূজয়েদ্ দেবীং সাক্ষাদ্ বাগ্-বল্লভো ভবেৎ।
দশাক্ষরী-সমুক্তানি কর্মাণ্যত্রাপি সাধয়েৎ।
পূজনং পূর্ববৎ কুর্য্যাদত্রাপি সাধকোত্তমঃ ॥ ৯২

নিয়মানুসারে শ্বেতপদ্ম বা নাগকেশর পুষ্প বা চম্পক পুষ্পের দ্বারা দ্বাদশ হাজার হোম করিবেন। ৮৭

মাতৃকোক্ত পীঠে বক্ষ্যমাণক্রমে সেই হংসবাগীশ্বরী দেবীর অর্চনা করিবেন। বর্ণাব্জের দ্বারা আসন দান করিবেন এবং মূলের দ্বারা মূর্তি কল্পনা করিবেন। ৮৮

বিবৃতি। এই মন্ত্রের পীঠশক্তির মন্ত্র হইতেছে—হ্‌সৌঃ হংসবাগীশ্বরী-যোগপীঠায় নমঃ। ৮৮

দেবীর দক্ষিণ দিকে সংস্কৃতা বাঙ্ময়ীর পূজা করিবেন। তাহার পর বামে সর্বসিদ্ধি-প্রদা প্রাকৃতা বাঙ্ময়ীর পূজা করিবেন। ৮৯

পূর্ববৎ চতুর্থ পটলোক্ত প্রকারে কেসরসমূহে অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া তাহার পর প্রজ্ঞাদি শক্তির পূজা করিবেন। প্রজ্ঞা, মেধা, শ্রুতি, শক্তি, স্মৃতি, বাগীশ্বরী, মতি ও স্বস্তি—এই আটটি শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাহার পর ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তির পূজা করিবেন। পুনরায় লোকপালগণের পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে তাঁহার অস্ত্রগণের পূজা করিবেন। ৯০-৯১

এই প্রকারে দেবীকে পূজা করিবেন। ইহা দ্বারা সাক্ষাৎ বাক্‌পতি হইবেন। দশাক্ষর মন্ত্র প্রকরণোক্ত কর্মসমূহ এইখানেও করিতে হইবে। সাধকশ্রেষ্ঠ এইখানেও পূর্ববৎ পূজা করিবেন। ৯২

বাচস্পতেঽমৃতে ভূয়ঃ প্লুবঃ প্লুরিতি কীর্ত্তয়েৎ।
বাগাদ্যো মুনিভিঃ প্রোক্তো রুদ্র-সংখ্যাক্ষরো মনুঃ ॥ ৯৩

কুর্য্যাদঙ্গানি বিধিবদ্ বাগাদ্যৈঃ পঞ্চভিঃ পদৈঃ।
মাতৃকাং বিন্যসেৎ পূর্বং পূর্ববৎ তাং যথাবিধি ॥ ৯৪

আসীনা কমলে করৈর্জপবটীং পদ্ম-দ্বয়ং পুস্তকং
বিভ্রাণা তরুণেন্দু-বদ্ধ-মুকুটা মুক্তেন্দু-কুন্দ-প্রভা।
ভালোন্মীলিত-লোচনা কুচভরাক্রান্তা ভবদ্-ভূতয়ে
ভূয়াদ্ বাগধিদেবতা মুনিগণৈরাসেব্যমানাঽনিশম্ ॥ ৯৫

রুদ্রলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াদ্ ঘৃতৈঃ।
মাতৃকা-কল্পিতে পীঠে পূজয়েৎ তাং যথা পুরা ॥ ৯৬

সরস্বতীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। বাচস্পতে অমৃতে এই দুইটি পদ দিয়া পুনরায় পরে প্লুবঃ প্লুঃ এই বলিবেন। উহা বাগাদ্য হইবে অর্থাৎ উহাদের আদিতে ঐং বীজ দিতে হইবে। ঐং বাচস্পতে অমৃতে প্লুবঃ প্লুঃ—সরস্বতীর এই রুদ্র-সংখ্যাক্ষর (একাদশাক্ষর) মন্ত্র মুনিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ৯৩

বাগাদি পাঁচটি পদের দ্বারা বিধিবৎ ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। তন্মধ্যে বাগ্‌ভবের দ্বারা হৃদয়ে, অন্য চারিটি পদের দ্বারা শিরঃ প্রভৃতি চারিটি অঙ্গে এবং সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্রন্যাস করিবেন। যথাবিধি সেই মাতৃকাবর্ণগুলিকে পূর্ববৎ পূর্বে ন্যাস করিবেন। ৯৪

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—শ্বেতপদ্মে সমাসীনা, দক্ষিণ অধো হস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তের দ্বারা যথাক্রমে জপমালা, দুইটি পদ্ম ও পুস্তক-ধারিণী, নবচন্দ্র-যুক্ত মুকুট-ধারিণী, মুক্তা, চন্দ্র ও কুন্দের ন্যায় প্রভাশালিনী, উন্মীলিত ললাট নেত্রা, কুচভারে নম্রা, সর্বদা মুনিগণ কর্ত্তৃক সেব্যমানা, বাক্যের অধিপতি এই দেবতা সরস্বতী আপনাদের ঐশ্বর্য্যের হেতু হউন। ৯৫

একাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ঘৃতের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবেন। পূর্বে যেমন মাতৃকা কল্পিত পীঠে সরস্বতীকে পূজা করা হইয়াছে, সেইরূপে একাদশাক্ষর প্রকরণোক্ত পদ্ধতি অনুসারে মাতৃকা কল্পিত পীঠে সেই এই সরস্বতীকে পূজা করিবেন। ৯৬

পলাশ-কুসুমৈর্হুত্বা পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
কদম্ব-কুসুমৈস্তদ্বৎ ফলৈঃ শ্রীবৃক্ষ-সম্ভবৈঃ॥ ৯৭

অচিরাচ্ছ্রিয়মাপ্নোতি বাচাং কুন্দ-সমুদ্ভবৈঃ।
নন্দ্যাবর্ত্ত-প্রসূনৈর্বা হুত্বা বাগ্বল্লভো ভবেৎ॥ ৯৮

ব্রাহ্মীরসে বচাকল্কে কপিলাজ্যং পচেজ্ জপন্।
পিবেদ্ দিনাদৌ তন্নিত্যং সর্বশাস্ত্রার্থবিদ্ ভবেৎ॥ ৯৯

অনয়া বিদ্যয়া জপ্তং ব্রাহ্মীপত্রং প্রভক্ষয়েৎ।
ন বিস্মরতি মেধাবী শ্রুতান্ বেদাগমান্ পুনঃ।
বহুনা কিমিয়ং বিদ্যা জপতাং কামদো মণিঃ॥ ১০০

তোয়স্থং শয়নং বিষ্ণোঃ সকেবল-চতুর্মুখঃ।
বিস্বর্গীশ-যুতো বহ্নির্বিন্দু-সন্তোঽংশুমান্ ভৃগুঃ॥ ১০১

পলাশ পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করিয়া শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। কদম্ব পুষ্পসমূহের দ্বারা বা শ্রীবৃক্ষ সম্ভূত ফলসমূহের দ্বারা হোম করিয়া তদ্বৎ ফল লাভ করিতে পারেন। ৯৭

কুন্দ সমুদ্ভূত পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করিয়া শীঘ্র বাক্যসমূহের সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারেন। নন্দ্যাবর্ত্ত (গন্ধ তগর) পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করিয়া বাক্‌পতি হইয়া থাকেন। ৯৮

ঘৃতের চতুর্গুণ ব্রাহ্মীরসে ঘৃতের অষ্টমাংশ বচের কল্কে সরস্বতী মন্ত্র জপ করিতে করিতে কপিলা ধেনুর ঘৃত পাক করিবেন। তিন বৎসর বা পাঁচ বৎসর যাবৎ প্রত্যহ দিনের আদিতে এক চুমুক পরিমিত সেই ঘৃত পান করিবেন। তাহা দ্বারা সর্বশাস্ত্রার্থবিৎ হইবেন। ৯৯

সাত দিন এই বিদ্যা দ্বারা সপ্ত বার জপ্ত ও হস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রাহ্মীপত্রকে ভক্ষণ করাইবেন। তিন বৎসর বা পাঁচ বৎসর ইহা ভক্ষণ করিলে মেধাবী শ্রুত বেদ ও আগমসমূহ আর বিস্মৃত হয় না। অধিক কি ? এই মন্ত্র-জপকারীর এই মন্ত্র কামপ্রদ মণিস্বরূপ। ১০০

সরস্বতীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। তোয়—বকার, তোয়স্থ বকারস্থ হইতেছে বিষ্ণুর শয়ন (শয্যা) অনন্ত—আকার। তাহা হইলে হয় বা। চতুর্মুখ ককার স-কেবল অর্থাৎ স্বররহিত। তাহা হইলে বাক্ হয়। এই বাক্‌পদে লক্ষিত-লক্ষণা দ্বারা বাগ্‌ভব-বীজ ঐং গৃহীত হইলে উহা একটি বীজ হইবে। বহ্নি—রকার, অর্ঘীশ—ঊ, বিন্দু—অনুস্বার যুক্ত হইলে রূং হয়। উহা দ্বিতীয় বীজ।

উক্তানি ত্রীণি বীজানি সদ্ভিঃ সারস্বতার্থিনাম্ ।
অঙ্গানি কল্পয়েদ্ বীজৈর্দ্বিরুক্তৈর্জাতি-সংযুতৈঃ ॥ ১০২
মুক্তাহারাবদাতাং শিরসি শশিকলালঙ্কৃতাং বাহুভিঃ স্বৈ-
র্ব্যাখ্যাং বর্ণাক্ষমালাং মণিময়-কলশং পুস্তকঞ্চোদ্বহন্তীম্ ।
আপীনোত্তুঙ্গ-বক্ষোরুহভর-বিনমন্মধ্যদেশামধীশাং
বাচামীড়ে চিরায় ত্রিভুবন-নমিতাং পুণ্ডরীকে নিষণ্ণাম্ ॥ ১০৩
ত্রিলক্ষং প্রজপেন্মন্ত্রং জুহুয়াৎ তদ্-দশাংশতঃ ।
পায়সেনাজ্য-সিক্তেন সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥ ১০৪
বাগীশীং পূজয়েৎ পীঠে বিধিনা মাতৃকোদিতে ।
প্রাক্-প্রস্তুতেন মার্গেণ প্রত্যহং সাধকোত্তমঃ ॥ ১০৫
ব্যাঘাত-কুসুমৈর্হুত্বা বাক্‌সিদ্ধিমতুলাং লভেৎ ।
জাতি-পুষ্পৈঃ সিতাম্ভোজৈঃ সিক্তৈশ্চন্দন-বারিণা ॥ ১০৬

ভৃগু সকার, সদ্যঃ—ওকার, অগ্নি—রকার ও বিন্দু—অনুস্বার যুক্ত হইলে সৌং হয়। উহা তৃতীয় বীজ। এই তিনটি একত্র হইলে সরস্বতীর অন্য একটি মন্ত্র হয়। ১০১

পণ্ডিতগণ কর্তৃক সারস্বতার্থিগণের এই তিনটি বীজ উক্ত হইয়াছে। জাতি-সংযুক্ত অর্থাৎ নমঃ, স্বাহাদি যুক্ত দ্বিরুক্ত (ঐং ক্লং সৌং, ঐং ক্লং সৌং) এই তিনটি বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ১০২

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—মুক্তাহারের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, মস্তকে চন্দ্র-কলায় অলঙ্কৃতা, দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্ত হইতে বামের ঊর্ধ্ব হস্ত পর্যন্ত নিজের চারি হস্তের দ্বারা ব্যাখ্যা মুদ্রা, মাতৃকার অক্ষমালা, মণিময় কলশ ও পুস্তক-মুদ্রা-ধারিণী, পীন ও উত্তুঙ্গ স্তনভারে অবনত মধ্যদেহা, শ্বেতপদ্মাসীনা, ত্রিভুবন-পূজিতা, বাক্যসমূহের অধিপতি সরস্বতীকে আমরা সর্বদা স্তুতি করি। ১০৩

পুরশ্চরণে তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। সংস্কৃত অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত পায়সের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ১০৪

সরস্বতীর উপাসক সাধকশ্রেষ্ঠ একাদশাক্ষর মন্ত্র-প্রকরণোক্ত পদ্ধতিতে মাতৃকার পীঠে বিধিপূর্বক শ্বেতচন্দন ও শ্বেতপুষ্পাদি দ্বারা প্রত্যহ বাগীশ্বরীর পূজা করিবেন। ১০৫

ব্যাঘাত (সোঁদাল) পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া অতুল বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিবেন। শ্বেতচন্দনের জলের দ্বারা সিক্ত জাতি পুষ্প, শ্বেতপদ্ম, নন্দ্যাবর্ত

নন্দ্যাবর্ত্তৈঃ শুভৈঃ কুন্দৈর্হুত্বা বাক্-সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
জপন্ বীজত্রয়ং মন্ত্রী সভায়াং জয়মাপ্নুয়াৎ॥ ১০৭

সিতাং বচাং বা ব্রাহ্মীং বা জপ্তাং খাদেদ্ দিনে দিনে।
মেধাং কামমবাপ্নোতি সাধকো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০৮

এবমুক্তেষু মন্ত্রেষু দীক্ষিতো যত-মানসঃ।
এবং যো ভজতে ভক্ত্যা স ভবেদ্ ভুক্তি-মুক্তি-ভাক্॥ ১০৯

সুসিতৈর্গন্ধকুসুমৈঃ পূজা সারস্বতে বিধৌ।
দূর্বাং বীজাঙ্কুরং পুষ্পং রাজবৃক্ষ-সমুদ্ভবম্॥ ১১০

উৎপলানি প্রশস্তানি সিন্ধুবারাঙ্কুরাণি চ।
ভজন্ সরস্বতীং নিত্যমেতানি পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১১১

আম্রাতং গৃঞ্জনং বিল্বং করঞ্জং লশুনং তথা।
তৈলং পলাণ্ডুং পিণ্যাকং শার্ঙ্গাষ্টমপি ভোজনে॥ ১১২

(গন্ধ তগর) ও সুন্দর সুগন্ধ কুন্দের দ্বারা হোম করিয়া বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রজ্ঞ উপাসক বীজত্রয় জপ করিতে করিতে সভায় জয় লাভ করিতে পারেন। ১০৬-১০৭

মন্ত্রজপ্ত শুক্ল বচ অথবা ব্রাহ্মী প্রত্যহ ভক্ষণ করিবেন। সাধক ইহাতে অত্যন্ত মেধা লাভ করিতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই। ১০৮

এই প্রকার উক্ত মন্ত্রসমূহে এই গ্রন্থোক্ত প্রকারে দীক্ষিত যে সাধক সংযত-চিত্ত হইয়া এই প্রকারে ভক্তির সহিত সরস্বতীর ভজনা করেন, তিনি ভোগভাক্ ও মুক্তিভাক্ হইবেন অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিবেন। ১০৯

সরস্বতীর পূজা বিধিতে অতি শুভ্র গন্ধ ও অতি শুভ্র পুষ্পের দ্বারা পূজা বিহিত হইয়াছে। দূর্বা, বীজাঙ্কুর (যবাঙ্কুর), রাজবৃক্ষের পুষ্প, উৎপল, সিন্ধুবার বৃক্ষের (নিশুণ্ডী বৃক্ষের) অঙ্কুর সরস্বতীর পূজায় প্রশস্ত। সরস্বতীর ভজনাকারী প্রত্যহ ভোজনে বক্ষ্যমাণ দ্রব্যগুলি বর্জন করিবেন। ১১০-১১১

সরস্বতীর উপাসক বিদ্যালাভ-কামী ব্যক্তিগণ সর্বদা ভোজনে আম্রাতক (আমড়া), গৃঞ্জন (গাজর), বিল্ব, করঞ্জ, (করমচা বা খর্জুর্জা) লশুন, প্রত্যক্ষ তেল, পলাণ্ডু, পিণ্যাক (তিলকল্ক বা হিঙ্গু), শার্ঙ্গাষ্ট (সিংঘাড়) ও সর্বপ্রকার

সর্বং পর্য্যুষিতং ত্যাজ্যং সদা সারস্বতার্থিনা।
নাচরেন্নিশি তাম্বূলং স্ত্রিয়ং গচ্ছেদ্ দিবা ন চ ॥ ১১৩
ন সন্ধ্যয়োঃ স্বপেজ্ জাতু নাশুচিঃ কিঞ্চিদুচ্চরেৎ।
প্রদোষেষু ভবেন্মৌনী দিগ্বস্ত্রাং ন বিলোকয়েৎ ॥ ১১৪
ন পুষ্পিতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্ন নিন্দেদ্ বামলোচনাম্।
ন মৃষা বচনং ব্রূয়ান্নাক্রামেদ্ পুস্তকং সুধীঃ ॥ ১১৫
অক্ষরাঢ্যানি পত্রাণি নোপেক্ষেত ন লঙ্ঘয়েৎ।
চতুর্দশ্যষ্টমী-পর্ব-প্রতিপদ্-গ্রহণেষু চ।
সংক্রমেষু চ সর্বেষু বিদ্যাং নৈব পঠেদ্ বুধঃ ॥ ১১৬
ব্যাখ্যানে সংত্যজেন্ নিদ্রামালস্যং জৃম্ভণং পুনঃ।
ক্রোধং নিষ্ঠীবনং তদ্বন্ নীচাঙ্গ-স্পর্শনং তথা ॥ ১১৭
মনুষ্য-সর্প-মার্জার-মণ্ডূক-নকুলাদয়ঃ।
অন্তরা যদি গচ্ছেয়ুস্তদা ব্যাখ্যাং পরিত্যজেৎ।
নিশাসু দীপভ্রংশে চ সদ্যঃ পাঠং পরিত্যজেৎ ॥ ১১৮

পর্য্যুষিত বর্জন করিবেন। রাত্রিতে তাম্বূলের আচরণ অর্থাৎ তাম্বূল মুখে করিয়া শয়ন করিবেন না। দিবাতে স্ত্রীর সহিত গমন অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবেন না। ১১২-১১৩

উভয় সন্ধ্যাতে নিদ্রা করিবেন না। অশুচি অবস্থায় কিছু উচ্চারণ করিবেন না। প্রদোষে মৌনী হইয়া থাকিবেন। নগ্না স্ত্রীকে দেখিবেন না। ১১৪

রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করিবেন না। স্ত্রীলোকের নিন্দা করিবেন না। মিথ্যা কথা বলিবেন না। বিজ্ঞ উপাসক পুস্তকে পাদনিক্ষেপ করিবেন না। ১১৫

অক্ষরযুক্ত পত্রকে উপেক্ষা করিবেন না এবং লঙ্ঘনও করিবেন না। চতুর্দশীতে অষ্টমীতে, পর্বদিনে, প্রতিপৎ তিথিতে, গ্রহণে ও সমস্ত সংক্রান্তিতে পণ্ডিত পুস্তক পাঠ (বিদ্যাগ্রহণ) করিবেন না। ১১৬

গ্রন্থের ব্যাখ্যায় নিদ্রা, আলস্য, জৃম্ভণ (হাই তোলা), ক্রোধ, নিষ্ঠীবন (থুথু), সেইরূপ নাভির অধোবর্তী নীচাঙ্গ সমূহের স্পর্শ বর্জন করিবেন। ১১৭

মনুষ্য, সর্প, বিড়াল, মণ্ডূক, নকুল, পশু প্রভৃতি যদি মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তবে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিবেন। রাত্রিতে প্রদীপ নিবিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠ পরিত্যাগ করিবেন। ১১৮

জ্ঞাত্বা দোষানিমান্ সম্যগ্ ভক্ত্যা যো ভারতীং ভজেৎ।
বাচাং সিদ্ধিমবাপ্নোতি বাচস্পতিরিবাপরঃ ॥ ১১৯

ইতি শ্রীশারদাতিলকে সপ্তমঃ পটলঃ

যিনি এই দোষ সকলকে সম্যক্‌ভাবে জানিয়া ভারতীর ভজনা করেন। তিনি বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিবেন ও দ্বিতীয় বৃহস্পতি সদৃশ হইবেন। ১১৯

শ্রীশারদা-তিলকের সপ্তম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টমঃ পটলঃ

অথ বক্ষ্যে শ্রিয়ো মন্ত্রান শ্রী-সৌভাগ্য-ফলপ্রদান্ ॥
যস্যাঃ কটাক্ষ-মাত্রেণ ত্রৈলোক্যমভিবর্দ্ধতে ॥ ১
বান্তং বহ্নি-সমারূঢ়ং বামনেত্রেন্দু—সংযুতম্ ।
বীজমেতচ্ছ্রিয়ঃ প্রোক্তং চিন্তামণিরিবাপরঃ ॥ ২
ঋষির্ভৃগুর্নিবৃচ্ছন্দো দেবতা শ্রীঃ সমীরিতা ।
ষড়্ দীর্ঘ-যুক্ত-বীজেন কুর্য্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ ॥ ৩
কান্ত্যা কাঞ্চন-সন্নিভাং হিমগিরি-প্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তোৎক্ষিপ্ত-হিরন্ময়ামৃত-ঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্ ।
বিভ্রাণাং বরমব্জ-যুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং
ক্ষৌমাবদ্ধ-নিতম্ব-বিম্ব-লসিতাং বন্দেঽরবিন্দ-স্থিতাম্ ॥ ৪

অনন্তর সরস্বতীর মন্ত্রসমূহ বলিয়া ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যপ্রদ বিষ্ণুশক্তি লক্ষীর মন্ত্র সকল বলিতেছি। যে লক্ষীর কটাক্ষমাত্রে ত্রৈলোক্য নিবাসি জনগণের অভ্যুদয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১

বান্ত শকার বহ্নিতে (রকার রেফে) সমারূঢ় এবং বামনেত্র ঈকার ও বিন্দু দ্বারা সংযুক্ত হইলে শ্রীং হয়। এই বীজটি লক্ষীর বীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা দ্বিতীয় চিন্তামণি সদৃশ। ২

এই মন্ত্রের ভৃগু ঋষি, নিবৃৎ ছন্দঃ, শ্রী দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই মন্ত্রের শকার বীজ ও ঈকার শক্তি। ক্লীবরহিত ষড়দীর্ঘযুক্ত বীজগুলি দ্বারা ক্রমে ক্রমে ছয়টি অঙ্গের ন্যাস করিবেন। ৩

বিবৃতি। মূলে চিন্তামণি কথা দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে এই বীজটি প্রণবাদি, শক্ত্যাদি, বাগ্‌ভবাদি, কামাদি হইয়া থাকে। প্রণবাদি হইলে শ্রী পরমাত্ম-স্বরূপিণী, শক্ত্যাদি হইলে শ্রী শক্তিস্বরূপিণী, বাগ্‌ভবাদি হইলে শ্রী সরস্বতী-স্বরূপিণী দেবতা হইয়া থাকেন। ৩

এই মন্ত্রের এই ধ্যানের অর্থ হইতেছে—কান্তিতে কাঞ্চন সদৃশী অর্থাৎ কাঞ্চনবর্ণা, হিমগিরিতুল্য চারিটি সুউচ্চ শ্বেতহস্তী কর্ত্তৃক হস্ত (শুণ্ড) দ্বারা ঊর্দ্ধে উদ্ধৃত অমৃতপূর্ণ ঘট সমূহের দ্বারা সিচ্যমানা, বামহস্তের অধো হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তের দ্বারা বরমুদ্রা, দুইটি পদ্ম ও অভয় মুদ্রা-ধারিণী, কিরীটের দ্বারা উজ্জ্বলা, পট্টবস্ত্রাবদ্ধ নিতম্ব বিম্বের দ্বারা শোভিতা, শ্বেতপদ্মাসনা শ্রীকে বন্দনা করি। ৪

ভানুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দীক্ষিতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শ্রিয়মপ্যর্চয়েন্নিত্যং সুগন্ধি-কুসুমাদিভিঃ॥ ৫
তৎসহস্রং প্রজুহুয়াৎ কমলৈর্মধুরোক্ষিতৈঃ।
জপান্তে জুহুয়ান্ মন্ত্রী তিলৈর্বা মধুরাপ্লুতৈঃ॥ ৬
বিল্বৈঃ ফলৈর্বা জুহুয়াৎ ত্রিভির্বা সাধকোত্তমঃ।
অত্র সম্যগ্ যজেৎ পীঠং নবশক্তি-সমন্বিতম্॥ ৭
বিভূতিরুন্নতিঃ কান্তিঃ সৃষ্টিঃ কীর্ত্তিশ্চ সন্নতিঃ।
পুষ্টিরুৎকৃষ্টির্ঋদ্ধিশ্চ সংপ্রোক্তা নব শক্তয়ঃ॥ ৮
অত্রাবাহ্য যজেদ্ দেবীং পরিবারৈঃ সমন্বিতাম্।
বীজাদ্যমাসনং দত্ত্বা মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ॥ ৯

বিবৃতি। ধ্যানের অনন্তর লক্ষ্মীমুদ্রা দেখাইতে হইবে। সমস্ত লক্ষ্মীমন্ত্রেই এই মুদ্রা দেখাইতে হয়। ৪

মন্ত্রদীক্ষিত জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মীর উপাসক ব্যক্তি সুগন্ধ পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা প্রত্যহ লক্ষ্মীর অর্চনা করিবেন। পুরশ্চরণে বার লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ৫

মন্ত্রজ্ঞ উপাসক জপের অন্তে মধুরাপ্লুত পদ্মের দ্বারা বা মধুরাপ্লুত তিলের দ্বারা তাহার সহস্র অর্থাৎ জপ্ত মন্ত্রের দশাংশ সহস্র হোম করিবেন। ৬

বিবৃতি। তিন দ্রব্যের দ্বারা হোমে প্রত্যেক দ্রব্যের দ্বারা চারি হাজার হোম কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন—কমলবাসিনী, মহালক্ষ্মী ও শ্রীসূক্ত দ্বারা এক একবার হোম করিয়া পরে মূলের দ্বারা হোম কর্ত্তব্য। ৬

সাধকশ্রেষ্ঠ বিল্বফলের দ্বারা অথবা পূর্ব্বোক্ত তিন দ্রব্যের দ্বারা হোম করিবেন। এই লক্ষ্মীর পূজায় নব শক্তি সমন্বিত পীঠের সম্যগ্‌রূপে পূজা করিবেন। ৭

বিবৃতি। লক্ষ্মীর পূজায় চতুর্থপটলোক্ত-রীতিতে মণ্ডূকাদি পরতত্ত্বান্ত দেবতার পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি দিকে ও মধ্যে শ্রীবীজপূর্ব্বক নয়টি পীঠশক্তির পূজা করিবেন। লক্ষ্মীর পীঠমন্ত্র হইতেছে—শ্রীং সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ। তন্ত্রসারকার বলিয়াছেন—শ্রীং কমলাসনায় নমঃ। ৭

বিভূতি, উন্নতি, কান্তি, সৃষ্টি, কীর্ত্তি, সন্নতি, পুষ্টি, উৎকৃষ্টি ও ঋদ্ধি—এই নয়টি লক্ষ্মীর শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৮

অষ্টপত্র ও কর্ণিকায় পরিবারগণের সহিত দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। বীজাদ্য আসন প্রদান করিয়া মূলের দ্বারা মূর্ত্তির কল্পনা করিবেন। ৯

যজেৎ পূর্ববদঙ্গানি দিগ্‌দলেম্বর্চয়েৎ ততঃ।
বাসুদেবং সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধকম্ ॥ ১০

হিম-পীত-তমালেন্দ্র-নীলাভান্ পীত-বাসসঃ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিণস্তান্ চতুর্ভুজান্ ॥ ১১

বিদিগ্-গতেষু পত্রেষু দমকাদীন্ যজেদ্ গজান্।
দমকং সলিলং চৈব গুগ্‌গুলুঞ্চ করুন্টকম্ ॥ ১২

যজেচ্ছঙ্খনিধিং দেব্যা দক্ষিণে দয়িতান্বিতম্।
মুক্তা-মাণিক্য-সঙ্কাশৌ কিঞ্চিৎ স্মিত-মুখাম্বুজৌ ॥ ১৩

অন্যোন্যালিঙ্গন-পরৌ শঙ্খ-পঙ্কজ-ধারিণৌ।
বিগলদ্-রত্নবর্ষাভ্যাং শঙ্খাভ্যাং মূর্ধ্নি লাঞ্ছিতৌ ॥ ১৪

তুন্দিলং কম্বুক-নিধিং বসুধারাং ঘনস্তনীম্।
বামতঃ পঙ্কজনিধিং প্রিয়য়া সহিতং যজেৎ ॥ ১৫

সিন্দূরাভৌ ভুজাশ্লিষ্টৌ রক্তপদ্মোৎপলান্বিতৌ।

পূর্ববৎ চতুর্থ পটলোক্ত রীতি অনুসারে কেসর সমূহে অঙ্গ দেবতার পূজা করিবেন। তাহার দিগ্‌দল সমূহে যথাক্রমে হিমবর্ণ (শ্বেতবর্ণ) পীতবর্ণ, তমালবর্ণ ও ইন্দ্রনীলবর্ণ, পীতাম্বর, চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের পূজা করিবেন। ১০-১১

আগ্নেয়াদি বিদিক্ (কোণ) গত পত্র সমূহে রক্তের ন্যায় শুভ্রবর্ণ স্বর্ণকুম্ভধারী দমক, সলিল, গুগ্‌গুল ও করুন্টক নামক গজগণকে পূজা করিবেন। ১২

দেবীর দক্ষিণে অর্থাৎ কর্ণিকার দক্ষিণে শক্তি সমন্বিত শঙ্খনিধিকে পূজা করিবেন। শঙ্খনিধি মুক্তার ন্যায় শুভ্রবর্ণ, শঙ্খনিধির শক্তি বসুধারা মাণিক্যবর্ণা। শঙ্খনিধি ও বসুধারার মুখপদ্ম কিঞ্চিৎ স্মিত। ১৩

এই উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ এবং শঙ্খ ও পদ্মধারী। উভয়ের মস্তক গলিত রত্নবর্ষী শঙ্খদ্বয়ের দ্বারা লাঞ্ছিত। ১৪

শঙ্খনিধিকে তুন্দিল (স্থূলোদর) ও বসুধারাকে ঘনস্তনী ধ্যান করিবেন। কর্ণিকার বামে প্রিয়ার সহিত (বসুমতী নাম্নী শক্তির সহিত) পঙ্কজনিধিকে পূজা করিবেন। ১৫

উভয়কে সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, পরস্পর পরস্পরের বাহু দ্বারা আবদ্ধ, রক্ত

নিঃসরদ্রক্ত-ধারাভ্যাং পদ্মাভ্যাং মূর্দ্ধ্নি লাঞ্ছিতৌ ॥ ১৬
তুন্দিলং পঙ্কজনিধিং তন্বীং বসমতীমপি।
দলাগ্রেষু যজেদেতা বলাকাদ্যাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৭
বলাকী বিমলা চৈব কমলা বনমালিকা।
বিভীষিকা মালিকা চ শাঙ্করী বসুমালিকা ॥ ১৮
পঙ্কজ-দ্বয়-ধারিণ্যো মুক্তাহার-সমপ্রভাঃ।
লোকেশানর্চয়েদন্তে বজ্রাদ্যস্ত্রাণি তদ্বহিঃ ॥ ১৯
ইত্থং যো ভজতে দেবীং বিধিনা সাধকোত্তমঃ।
ধন-ধান্য-সমৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছ্রিয়মাপ্নোত্যনিন্দিতাম্ ॥ ২০
বক্ষঃ-প্রমাণে সলিলে স্থিত্বা মন্ত্রমিমং জপেৎ।
ত্রিলক্ষং সংযতো মন্ত্রী দেবীং ধ্যাত্বাঽর্ক-মণ্ডলে।
স ভবেদল্প-কালেন রমায়া বসতিঃ স্থিরা ॥ ২১

পদ্ম ও উৎপল ধারিণী, উভয়ের মস্তক রক্তধারাস্রাবী পদ্মদ্বয়ের দ্বারা লাঞ্ছিত ধ্যান করিবেন। ১৬

পঙ্কজনিধিকে তুন্দিল এবং বসুমতীকে তন্বী ধ্যান করিবেন। চারিদিকে পূর্বাদি দিগ্‌গত দলের অগ্রভাগে এই বলাকী প্রভৃতি দূতীগণকে ধ্যান পূর্ব্বক পূজা করিবেন। ১৭

বলাকী, বিমলা, কমলা, বনমালিকা, বিভীষিকা, মালিকা, শঙ্করী ও বনমালিকা—এই আটজন লক্ষ্মীর দূতী। ১৮

ইহাঁদিগকে পঙ্কজধারিণী ও মুক্তাহারের সদৃশ প্রভা বিশিষ্টা ধ্যান করিবেন। শেষে দলের বহির্ভাগে লোকপালগণকে ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহকে পূজা করিবেন। ১৯

যে সাধকশ্রেষ্ঠ বিধিপূর্বক আবাহনাদি শ্লোকমন্ত্রে স্ত্রীলিঙ্গ যোগ করিয়া এই প্রকারে দেবীকে ভজনা করেন। সে অনিন্দিত শ্রীলাভ করে। তাহার ধন ও ধান্যের সমৃদ্ধি হয়। ২০

মন্ত্রজ্ঞ উপাসক সংযত হইয়া বক্ষঃ পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া সূর্য্যমণ্ডলে দেবীকে অভয় বরদহস্তা নিধিপাত্র ও রত্নকুম্ভ-ধরা রক্তবর্ণা ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবেন। ইহাতে সে অল্পকালে অতিশীঘ্র লক্ষ্মীর স্থির বাসভূমি অর্থাৎ স্থির ধনের অধিপতি হইবে। ২১

বিষ্ণু-গেহস্থ-বিল্বস্য মূলমাস্থায় মন্ত্রবিৎ।
ত্রিলক্ষং প্রজপেন্ মন্ত্রং বাঞ্ছিতং লভতে ধনম্ ॥ ২২
অশোক-বহ্নৌ জুহুয়াৎ তণ্ডুলৈরাজ্য-লোড়িতৈঃ।
বশয়ত্যচিরাদেব ত্রৈলোক্যমপি মন্ত্রবিৎ ॥ ২৩
জুহুয়াৎ তণ্ডুলৈঃ শুদ্ধৈরর্কাগ্নৌ নিযুতং বশী।
রাজ্যশ্রিয়মবাপ্নোতি রাজপুত্রো মহীয়সীম্ ॥ ২৪
জুহুয়াৎ খাদিরে বহ্নৌ তণ্ডুলৈর্মধুরোক্ষিতৈঃ।
রাজা বশ্যো ভবেচ্ছীঘ্রং মহালক্ষ্মীশ্চ বর্দ্ধতে ॥ ২৫
বিল্বচ্ছায়ামধিবসন্ বিল্বমিশ্র-হবিষ্য-ভুক্।
সংবৎসর-দ্বয়ং হুত্বা তৎফলৈরথবাম্বুজৈঃ।
সাধকেন্দ্রো মহালক্ষ্মীং চক্ষুষা পশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ২৬
হবিষা ঘৃত-সিক্তেন পায়সেন সসর্পিষা।
হুত্বা শ্রিয়মবাপ্নোতি নিযুতং মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ২৭

বিষ্ণুমন্দিরস্থিত বিল্ব বৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া মন্ত্রজ্ঞ উপাসক তিন লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে অভিলষিত ধন লাভ করিবেন। ২২

অশোক কাষ্ঠের দ্বারা উদ্দীপ্ত সংস্কৃত বহ্নিতে ঘৃতাপ্লুত তণ্ডুলের দ্বারা নিযুত সংখ্যক হোম করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ উপাসক শীঘ্রই ত্রিলোককেও বশীভূত করিতে পারিবেন। ২৩

বশী সাধক অর্ককাষ্ঠ প্রদীপ্ত সংস্কৃত বহ্নিতে তুষবিমুক্ত প্রক্ষালিত শুদ্ধ শুদ্ধ আজ্যাপ্লুত তণ্ডুলের দ্বারা নিযুত (লক্ষ) হোম করিবেন। তাহাতে অত্যুত্তম রাজ্যশ্রী ও রাজপুত্র লাভ করিবেন। ২৪

খদির কাষ্ঠের সংস্কৃত বহ্নিতে মধুরাপ্লুত তণ্ডুলের দ্বারা লক্ষ হোম করিবেন। ইহাতে রাজা শীঘ্র বশ হইবেন, মহালক্ষ্মীও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবেন। ২৫

সাধকশ্রেষ্ঠ বিল্ববৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া বিল্বমিশ্র হবিষ্য ভক্ষণ করিয়া দুই বৎসর যাবৎ বিল্বফলের দ্বারা, তাহার অভাবে এক হাজার আট পদ্মের দ্বারা হোম করিয়া নিশ্চয়ই মহালক্ষ্মীকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন। ২৬

মন্ত্রবিৎশ্রেষ্ঠ ঘৃতসিক্ত হবিঃ (চরু) দ্বারা অথবা ঘৃতযুক্ত পায়সের দ্বারা নিযুত (লক্ষ) হোম করিয়া লক্ষ্মীলাভ করেন। ২৭

মধুরাক্তারুণাম্ভোজৈর্জুহুয়াল্লক্ষমাদরাৎ।
ন মুঞ্চতি রমা তস্য বংশমাভূত-সংপ্লবম্॥ ২৮
বাগ্‌ভবং বনিতা বিষ্ণোর্মায়া মকরকেতনঃ।
চতুর্বীজাত্মকো মন্ত্রশ্চতুবর্গ-ফলপ্রদঃ।
অঙ্গানি কুর্য্যাদ্ দীর্ঘাঢ্য-রমাবীজেন মন্ত্রবিৎ॥ ২৯
মাণিক্য-প্রতিম-প্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তাগ্রাহিত-রত্নকুম্ভ-সলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা।
হস্তাব্জৈর্বর-দানমম্বুজ-যুগাভীতীর্দধানাং হরেঃ
কান্তাং কাঙ্ক্ষিত-পারিজাত-লতিকাং বন্দে সরোজাসনাম্॥ ৩০
ভানুলক্ষং হবিষ্যাশী জপেদন্তে সরোরুহৈঃ।
জুহুয়াদরুণৈঃ ফুল্লৈস্তৎসহস্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩১

অতি আদরের সহিত মধুরাক্ত রক্ত পদ্মের দ্বারা লক্ষ সংখ্যক হোম করিবেন। ইহাতে কল্প কাল (ভূতগণের প্রলয় কাল) পর্য্যন্ত লক্ষ্মী তাহার বংশকে ত্যাগ করেন না অর্থাৎ লক্ষ্মী তাহার বংশকে কখনও ছাড়িয়া যান না। ২৮

লক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। বাগ্‌ভব ঐং, বিষ্ণুবনিতা শ্রী অর্থাৎ শ্রীবীজ—শ্রীং, মায়া—হ্রীং ও মকরকেতন কাম অর্থাৎ কামবীজ ক্লীং, এই চারি বীজাত্মক মন্ত্র চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন। মন্ত্রজ্ঞ উপাসক জাতি সহিত দীর্ঘস্বর যুক্ত রমাবীজের দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবেন। ২৯

বিবৃতি। পূর্বমন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতাই এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা। দ্বিতীয় শ্রীবীজ হইতেছে এই মন্ত্রের বীজ; তৃতীয় হ্রীং বীজ হইতেছে শক্তি। চতুর্বর্গ সাধনে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। ধর্মের জন্য বাগ্‌ভবাদি বীজের প্রয়োগ হয়। এইরূপ অর্থের জন্য লক্ষ্মীবীজাদি বীজের, কামের জন্য কামবীজাদি বীজের এবং মোক্ষের জন্য মায়াবীজাদি বীজের প্রয়োগ হয়। ২৯

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—মাণিক্য সদৃশ কান্তি-বিশিষ্টা, সুউচ্চ হিমনিভ শুভ্র চারিটি শ্বেত গজ কর্তৃক শুণ্ড-ধৃত রত্নখচিত কুম্ভের জলের দ্বারা সর্বদা সিচ্যমানা, পূর্ববৎ চারিটি হস্তপদ্মের দ্বারা বরদান মুদ্রা, পদ্মদ্বয় ও অভয় মুদ্রাধারিণী, শ্বেতপদ্মাসনা, পারিজাত কল্প-লতিকার ন্যায় অভিলষিত ফলদাত্রী, হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীকে বন্দনা করি। ৩০

হবিষ্যাশী হইয়া বার লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। জপের অন্তে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিকশিত রক্ত পদ্মের দ্বারা দ্বাদশ সহস্র পরিমিত হোম করিবেন। ৩১

রমায়াঃ কল্পিতে পীঠে তদ্বিধানেন পূজয়েৎ।
কুর্য্যাৎ প্রয়োগাংস্তত্রস্থান্ মনুনা তেন সাধকঃ।
নিধিভিঃ সেব্যতে নিত্যং মূর্ত্তিমদ্ভিরুপস্থিতৈঃ॥ ৩২
দীর্ঘা যাদির্বিসর্গান্তো ব্রহ্মা ভানুর্বসুন্ধরা।
বান্তে সিন্যৈ প্রিয়া বহ্নের্মনুঃ প্রোক্তো দশাক্ষরঃ।
ঋষির্দক্ষো বিরাট্ ছন্দো দেবতা শ্রীঃ সমীরিতা॥ ৩৩
দেব্যৈ হৃদয়মাখ্যাতং পদ্মিন্যৈ শির ঈরিতম্।
বিষ্ণুপত্ন্যৈ শিখা প্রোক্তা বরদায়ৈ তনুচ্ছদম্॥ ৩৪
অস্ত্রং কমলরূপায়ৈ নমোঽন্তাঃ প্রণবাদিকাঃ।
অঙ্গমন্ত্রাঃ সমুদ্দিষ্টা ধ্যায়েদ্ দেবীমনন্যধীঃ॥ ৩৫
অসীনা সরসি-রুহে স্মিতমুখী হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রতী
দানং পদ্মযুগাভয়ে চ বপুষা সৌদামিনী সন্নিভা।

লক্ষ্মীর কল্পিত পীঠে লক্ষ্মী প্রকরণোক্ত বিধানে সেই মন্ত্রের দ্বারা লক্ষ্মীকে পূজা করিবেন। সাধক সেই মন্ত্রের দ্বারা লক্ষ্মীপ্রকরণোক্ত অন্যান্য অনুষ্ঠানও এখানে করিবেন। ইহা করিলে মূর্ত্তিমৎ নিধিসমূহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা সেবা করিবেন। ৩২

লক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। দীর্ঘা—নকার, বিসর্গান্ত যাদি—মঃ, তাহাতে হয় নমঃ। ব্রহ্মা—ক, ভানু—ম, বসুন্ধরা—ল ও বাকারের পরে সিন্যৈ, তাহাতে হয়—কমলবাসিন্যৈ। তাহার পর বহ্নিপ্রিয়া—স্বাহা। তাহাতে কমলবাসিন্যৈ স্বাহা—এই দশাক্ষর লক্ষ্মীর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের দক্ষ ঋষি, বিরাট ছন্দঃ, শ্রী দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের শ্রীং বীজ, স্বাহা শক্তি)। ৩৩

প্রণবাদি নমোঽন্ত দেব্যৈ মন্ত্রে অর্থাৎ ওঁ দেব্যৈ নমঃ হৃদয়ায় নমঃ মন্ত্রে হৃদয়ে, প্রণবাদি নমোন্ত পদ্মিন্যৈ মন্ত্রে মস্তকে, প্রণবাদি নমোঽন্ত বিষ্ণুপত্ন্যৈ মন্ত্রে শিখায়, প্রণবাদি নমোঽন্ত বরদায়ৈ মন্ত্রে তনুচ্ছদে (কবচে), প্রণবাদি নমোঽন্ত কমলরূপায়ৈ মন্ত্রে অস্ত্রে ন্যাস উক্ত হইয়াছে। (এই মন্ত্র পঞ্চাঙ্গ বলিয়া নেত্রে ন্যাস নাই;) প্রণবাদি নমোঽন্ত অঙ্গমন্ত্রগুলি উক্ত হইয়াছে। অনন্যচিত্তে দেবীকে ধ্যান করিবেন। ৩৪-৩৫

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—পদ্মে উপবিষ্টা, স্মিতমুখী, পূর্ব্ববৎ চারি

মুক্তাদাম-বিরাজমান-পৃথুলোত্তুঙ্গ-স্তনোদ্ভাসিনী
পায়াদ্ বঃ কমলা কটাক্ষ-বিভবৈরানন্দয়ন্তী হরিম্ ॥ ৩৬

দশ-লক্ষং জপেন্ মন্ত্রং মন্ত্রবিদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দশাংশং জুহুয়ান্ মন্ত্রী মধুরাক্তৈঃ সরোরুহৈঃ ॥ ৩৭
শ্রীপীঠে পূজয়েদ্ দেবীমঙ্গানি প্রথমং যজেৎ।
বলাকাদ্যাস্ততঃ পূজ্যা লোকেশাস্ত্রাবৃতী অপি।
ইতি সম্পূজয়েদ্ দেবীং সম্পদামালয়ো ভবেৎ ॥ ৩৮
সমুদ্রগায়াং সরিতি কণ্ঠমাত্র-জলে স্থিতঃ।
ত্রিলক্ষং প্রজপেন্মন্ত্রী সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণো ভবেৎ ॥ ৩৯
আরাধ্যোত্তর-নক্ষত্রে দেবীং স্রক্-চন্দনাদিভিঃ।
নন্দ্যাবর্ত্ত-ভবৈঃ পুষ্পৈঃ সহস্রং জুহুয়াৎ ততঃ ॥ ৪০
পৌর্ণমাস্যাং ফলৈর্বৈল্বৈর্জুহুয়ান্মধুরাপ্লুতৈঃ।
পঞ্চম্যাং বিশদাম্ভোজৈঃ শুক্রবারে সুগন্ধিভিঃ ॥ ৪১

হস্ত পদ্মের দ্বারা দান (বর) মুদ্রা, দুইটী পদ্ম ও অভয় মুদ্রাধারিণী, বিদ্যুৎসন্নিভ দেহকান্তি-ধারিণী, মুক্তাহার-শোভিত পীন উত্তুঙ্গ স্তনে উদ্ভাসিনী, কটাক্ষ-বিক্ষেপে হরির আনন্দদায়িনী কমলা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৬

মন্ত্রজ্ঞ সাধক জিতেন্দ্রিয় হইয়া দশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ত্রি-মধুরাপ্লুত পদ্মসমূহের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৩৭

শ্রী পীঠে দেবীকে পূজা করিবেন। প্রথমে অঙ্গসমূহকে পূজা করিবেন। তাহার পর বলাকা প্রভৃতি দূতীগণকে পূজা করিবেন। তাহার পর লোকপাল-গণ ও তাঁহাদের অস্ত্রসমূহরূপ আবরণকে পূজা করিবেন। এই প্রকারে দেবীকে পূজা করিবেন। তাহাতে সম্পদের আলয় অর্থাৎ প্রচুর সম্পৎশালী হইতে পারিবেন। ৩৮

সাক্ষাৎ সমুদ্রগামী নদীতে কণ্ঠমাত্র জলে দাঁড়াইয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে সাক্ষাৎ কুবের হইবেন। ৩৯

উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা দেবীকে আরাধনা করিয়া নন্দ্যাবর্ত্ত জাত পুষ্পসমূহের দ্বারা সহস্র হোম করিবেন। ৪০

তাহার পর পৌর্ণমাসীতে ত্রিমধুরাপ্লুত বিল্বফলের দ্বারা সহস্র হোম করিবেন। শুক্রবারে পঞ্চমী তিথিতে সুগন্ধ শ্বেত পদ্মের দ্বারা সহস্র হোম করিবেন। ৪১

অষ্টৈর্বা বিশদৈঃ পুষ্পৈঃ প্রতিমাসং বিশালধীঃ ।
স ভবেদব্দ-মাত্রেণ সর্বদা সম্পদাং নিধিঃ ॥ ৪২
বাগ্ভবং শম্ভু-বনিতা রমা মকরকেতনঃ ।
তার্ত্তীয়ঞ্চ জগৎ পার্শ্বো বহ্নিবীজ-সমুজ্জ্বলঃ ॥ ৪৩
অর্ঘীশাঢ্যো ভৃগুস্ত্যৈ হৃন্ মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ ।
মহালক্ষ্ম্যাঃ সমুদ্দিষ্টস্তারাদ্যঃ সর্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৪৪
ঋষির্ব্রহ্মা সমুদ্দিষ্টশ্ছন্দো গায়ত্রমীরিতম্ ।
দেবতা জগতামাদির্মহালক্ষ্মীঃ সমীরিতা ॥ ৪৫
হস্তৌ সংশোধ্য মন্ত্রেণ তারাদি-হৃদয়ান্তিকম্ ।
বীজানাং পঞ্চকং ন্যস্যেদঙ্গুলীষু যথাক্রমম্ ॥ ৪৬
মন্ত্রশেষং ন্যসেন্ মন্ত্রী তলয়োরুভয়োরপি ।

অথবা বিশালধী সাধক অষ্ট শুভ্র পুষ্পের দ্বারা প্রতিমাসে সহস্র হোম করিবেন। তিনি এক বৎসর মধ্যে সম্পৎসমূহের নিধি হইয়া থাকিবেন। ৪২

লক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। বাগ্ভব (ঐং), শম্ভুবনিতা (হ্রীং), রমা (শ্রীং), মকরকেতন (ক্লীং), তার্ত্তীয় (হ্‌সৌঃ) তাহার পর জগৎ, তাহার পর পার্শ্বটি (প) বহ্নিবীজ রেফের (র) দ্বারা সমুজ্জ্বল অর্থাৎ রেফ যুক্ত (প্র), তাহার পর অর্ঘীশ-(উ) যুক্ত ভৃগু (সূ), তাহার পর ত্যৈ ও হৃৎ (নমঃ)। ইহা দ্বারা ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হ্‌সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ—মহালক্ষ্মীর এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। মহালক্ষ্মীর তারাদি (প্রণবাদি) ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদ কথিত হইয়াছে। ৪৩-৪৪

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ বলিয়া কথিত হইয়াছে। জগতের আদি মহালক্ষ্মী দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৪৫

বিবৃতি। এই মন্ত্রের প্রণব বীজ ও তার্ত্তীয় শক্তি। সর্বসিদ্ধিলাভে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। ৪৫

মূলমন্ত্রের দ্বারা উভয় হস্তকে সংশোধন করিয়া অর্থাৎ উভয় হস্তে মূলমন্ত্রকে ব্যাপকরূপে ন্যাস করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলীসমূহে যথাক্রমে প্রণবাদি হৃদয়ান্ত (নমোঽন্ত) বীজপঞ্চককে অঙ্গুষ্ঠে—ওঁ ঐং নমঃ, তর্জনীতে—ওঁ হ্রীং নমঃ ইত্যাদিরূপে ন্যাস করিবেন। ৪৬

মন্ত্রজ্ঞ সাধক তারাদি হৃদয়ান্ত মন্ত্রশেষকে ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ এই

মূর্দ্ধাদি-চরণং যাবন্ মন্ত্রেণ ব্যাপকং ন্যসেৎ ॥ ৪৭

মূর্দ্ধাস্য-বক্ষো-গুহ্যাঙ্ঘ্রৌ পঞ্চ বীজানি বিন্যসেৎ।
শেষান্ ন্যসেৎ সপ্ত বর্ণান্ হৃদয়ে সপ্ত-ধাতুষু ॥ ৪৮

অঙ্গানি পঞ্চভির্বীজৈরস্ত্রং শিষ্টাক্ষরৈর্ভবেৎ।
জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিভির্যুক্তৈশ্চতুর্থ্যন্তৈঃ সজাতিভিঃ ॥ ৪৯

জ্ঞানমৈশ্বর্য্য-শক্তী চ বল-বীর্য্যে সতেজসী।
জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদয়ঃ প্রোক্তাঃ ষট্ ক্রমাদঙ্গদেবতাঃ ॥ ৫০

এবং ন্যস্ত-শরীরোঽসৌ স্মরেদুদ্যানমুত্তমম্।
চম্পকাশোক-পুন্নাগ-পাটলৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫১

লবঙ্গ-মাধবী-বিল্ব-দেবদারু-নমেরুভিঃ।
মন্দার-পারিজাতাদ্যৈঃ কল্পবৃক্ষৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ ॥ ৫২

আকারে উভয় হস্তের করতলে ন্যাস করিবেন। মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সকল স্থানে প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিবেন। ৪৭

মস্তক, মুখ, বক্ষঃ, গুহ্য, অঙ্ঘ্রিতে (চরণে) প্রণবাদি নমোঽন্ত পাঁচটি বীজকে ন্যাস করিবেন। সপ্ত ধাতুযুক্ত হৃদয়ে শেষ সাতটি বর্ণকে ন্যাস করিবেন। ৪৮

নমঃ, স্বাহা প্রভৃতি সজাতির সহিত চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি যুক্ত পাঁচটি বীজের দ্বারা ওঁ ঐং জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ, শ্রীং ঐশ্বর্য্যায় শিরসে স্বাহা ইত্যাদিরূপে নেত্রান্ত অঙ্গসমূহের ন্যাস হইবে। অবশিষ্ট প্রণবাদি নমোন্ত অক্ষরসমূহের দ্বারা ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ তেজসে করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ইত্যাদিরূপে অস্ত্র ন্যাস হইবে। ৪৯

জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজস্—এই জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি ছয়টী যথাক্রমে অঙ্গ দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৫০

সাধক এইরূপে ন্যস্ত-শরীর হইয়া অর্থাৎ শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ন্যাস করিয়া চম্পক, অশোক, পুন্নাগ (নাগকেশর) ও পাটলের (পারুলের) দ্বারা সুশোভিত উত্তম উদ্যান স্মরণ করিবেন। ৫১

লবঙ্গ, মাধবী, বিল্ব, দেবদারু ও নমেরু (রুদ্রাক্ষ), সুপুষ্পিত মন্দার, পারিজাত প্রভৃতি কল্পবৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত (উত্তম উদ্যান স্মরণ করিবেন)। ৫২

চন্দনৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ মাতুলিঙ্গৈশ্চ বঞ্জুলৈঃ।
দাড়িমী-লকুচাঙ্কোলৈঃ পূগৈঃ কুরবকৈরপি ॥ ৫৩
কদলী-কুন্দ-মন্দার-নারিকেলৈরলঙ্কৃতম্।
অন্যৈঃ সুগন্ধি-পুষ্পাঢ্যৈর্বৃক্ষ-সঙ্ঘৈশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ৫৪
মালতী-মল্লিকা-জাতী-কেতকী-শতপত্রকৈঃ।
পারন্তী-তুলসী-নন্দ্যাবর্ত্তৈর্দমনকৈরপি ॥ ৫৫
সর্বর্ত্তু-কুসুমোপেতৈর্নমদ্ভিরুপশোভিতম্।
মন্দ-মারুত-সংভিন্ন-কুসুমামোদি-দিঙ্‌মুখম্ ॥ ৫৬
তস্য মধ্যে সদোৎফুল্লৈঃ কুমুদোৎপল-পঙ্কজৈঃ।
সৌগন্ধিকৈশ্চ কহ্লারৈর্নবৈঃ কুবলয়ৈরপি ॥ ৫৭
হংস-সারস-কারণ্ড-ভ্রমরৈশ্চক্র-নামভিঃ।
অন্যৈঃ কলকলারাবৈর্বিহগৈরুপশোভিতে ॥ ৫৮
মহাসরসি তন্মধ্যে পুলিনেঽতিমনোহরে।
পরিতঃ পারিজাতাঢ্যং মণ্ডপং মণিকুট্টিমম্ ॥ ৫৯

চন্দন, কর্ণিকার (ক্রমোৎপল), মাতুলিঙ্গ (টাবালেবু), বঞ্জুল (অশোক) দাড়িম, লকুচ (ডেহুয়া), আঙ্কোল, পূগ (সুপারী) ও কুরবক (রক্ত আমলা) দ্বারা সুশোভিত (উত্তম উদ্যান স্মরণ করিবেন)। ৫৩

কদলী, কুন্দ, মন্দার ও নারিকেল বৃক্ষের দ্বারা অলঙ্কৃত ও অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহের দ্বারা ভূষিত (উত্তম উদ্যান স্মরণ করিবেন)। ৫৪

মালতী, মল্লিকা, জাতি, শতপত্র যুক্ত কেতকী, পারন্তী, তুলসী, নন্দ্যাবর্ত্ত ও দমনকের দ্বারা সুশোভিত (উত্তম উদ্যান স্মরণ করিবেন)। ৫৫

সমস্ত ঋতুর পুষ্পযুক্ত অবনত (নোয়ান) বৃক্ষসমূহের দ্বারা সুশোভিত এবং মন্দ মন্দ প্রবাহিত বায়ু দ্বারা বিদীর্ণ কুসুমের গন্ধে আমোদিত দিঙ্‌মুখ-সমূহযুক্ত (উত্তম উদ্যান স্মরণ করিবেন)। ৫৬

সেই উদ্যান মধ্যে সদা উৎফুল্ল বিকশিত কুমুদ, উৎপল, পঙ্কজ, সুগন্ধি কহ্লার (শ্বেতপদ্ম) নব কুবলয় (নীলোৎপল) দ্বারা এবং হংস, সারস, কারণ্ড (হংসবিশেষ), ভ্রমর, চক্র (চক্রবাক) এবং কলকল শব্দকারী অন্যান্য পক্ষী-সমূহের দ্বারা সুশোভিত মহাসরোবরে এবং তাহার মধ্যে অতিমনোহর পুলিনে (চড়ায়) চতুর্দিক্ পারিজাত বৃক্ষের দ্বারা পরিপূর্ণ মণ্ডপ ও মণিময় কুট্টিম (চাতাল) মনে মনে চিন্তা করিবেন। ৫৭-৫৯

উদ্যদাদিত্য-সঙ্কাশং ভাস্বরং শশি-শীতলম্ ।
চতুর্দ্বার-সমাযুক্তং হেম-প্রাকার-শোভিতম্ ॥ ৬০
রত্নোপক্লৃপ্তি-সংশোভি-কপাটাষ্টক-সংযুতম্ ।
নবরত্ন-সমাক্লৃপ্ত-তুঙ্গ-গোপুর-তোরণম্ ॥ ৬১
হেমদণ্ড-সমালম্বি-ধ্বজাবলি-পরিষ্কৃতম্ ।
নবরত্ন-সমাবদ্ধ-স্তম্ভরাজি-বিরাজিতম্ ॥ ৬২
সহস্র-দীপ-সংযুক্ত-দীপদণ্ড-বিরাজিতম্ ।
তপ্তহাটক-সংক্লৃপ্ত-বাতায়ন-মনোহরম্ ॥ ৬৩
নানাবর্ণাংশুকোদ্বদ্ধ-সুবর্ণশত-কোটিভিঃ ।
কিঙ্কিণীমালিকা-যুক্ত-পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ৬৪
জাতরূপময়ৈ রত্ন-বিচিত্রৈরতিবিস্তৃতৈঃ ।
মাণিক্য-বজ্র-বৈদূর্য্য-স্বর্ণমালাবলী-যুতৈঃ ॥ ৬৫
অন্তরান্তর-সম্বদ্ধ-রত্নৈর্দৃষ্টি-মনোহরৈঃ ।
বিচিত্রৈশ্চিত্রবর্ণৈশ্চ বিতানৈরুপশোভিতম্ ॥ ৬৬
সর্বরত্ন-সমাযুক্তং হেম-কুট্টিমমুজ্জ্বলম্ ।

সেই মণ্ডপ ও কুট্টিমটি উদীয়মান আদিত্যের তুল্য ভাস্বর, চন্দ্রের ন্যায় শীতল, চারিটি দ্বার যুক্ত ও সুবর্ণ প্রাচীরের দ্বারা শোভিত। ৬০

(ঐ দ্বারগুলি) রত্নের কারুকার্য্যে সুশোভিত আটটি কপাটের দ্বারা সংযুক্ত। ঐ মণ্ডপ ও কুট্টিম নবরত্নে খচিত উচ্চ গোপুর ও তোরণ-বিশিষ্ট। ৬১

হেমদণ্ডাশ্রিত ধ্বজ সমূহের দ্বারা পরিষ্কৃত (শোভিত) ও নবরত্ন খচিত স্তম্ভরাজি দ্বারা বিরাজিত। ৬২

সহস্র দীপ যুক্ত দীপদণ্ডের দ্বারা বিরাজিত ও তপ্ত স্বর্ণের কারুকার্য্য খচিত বাতায়নের দ্বারা মনোহর। ৬৩

নানাবর্ণের বস্ত্রের দ্বারা নির্মিত সুবর্ণ শতকোটি দ্বারা ভূষিত কিঙ্কিণী মালিকা যুক্ত পতাকা সমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত। ৬৪

রত্নের দ্বারা বিচিত্র, মাণিক্য, বজ্র, বৈদূর্য্য ও স্বর্ণমালাবলী দ্বারা যুক্ত, মধ্যে মধ্যে সম্বদ্ধ রত্নসমূহের দ্বারা দৃষ্টি মনোহর, বিচিত্র চিত্রবর্ণ অতিবিস্তৃত স্বর্ণময় বিতানের দ্বারা উপশোভিত মণ্ডপ ও কুট্টিমকে চিন্তা করিবেন। ৬৫-৬৬

এই সর্বরত্ন সমাযুক্ত উজ্জ্বল হেমময় কুট্টিমটি (চাতাল) কেতকী, মালতী,

কেতকী-মালতী-জাতী-চম্পকোৎপল-কেসরৈঃ ॥ ৬৭

মল্লিকা-তুলসী জাতী-নন্দ্যাবর্ত্ত-কদম্বকৈঃ।

এতৈরন্যৈশ্চ কুসুমৈরলঙ্কৃত-মহীতলম্ ॥ ৬৮

অম্বু-কাশ্মীর-কস্তুরী-মৃগনাভি-তমালকৈঃ।

চন্দনাগুরু-কর্পূরৈরামোদিত-দিগন্তরম্ ॥ ৬৯

এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা মণ্ডপং সুমনোহরম্।

তন্মধ্যে ভাবয়েন্মন্ত্রী পারিজাতং মনোহরম্ ॥ ৭০

তস্যাধস্তাৎ স্মরেন্ মন্ত্রী রত্নসিংহাসনং মহৎ।

তস্মিন্ সঞ্চিন্তয়েদ্ দেবীং মহালক্ষ্মীং মনোরমাম্ ॥ ৭১

বালার্ক-দ্যুতিমিন্দুখণ্ড-বিলসৎ-কোটীর-হারোজ্জ্বলাং

রত্নাকল্প-বিভূষিতাং কুচনতাং শালেঃ করৈর্মঞ্জরীম্।

পদ্মে কৌস্তুভরত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সুস্মিতাম্।

ফুল্লাম্ভোজ-বিলোচনত্রয়-যুতাং ধ্যায়েৎ পরাং দেবতাম্ ॥ ৭২

শিঞ্জন্-মঞ্জীর-সংশোভি-পদাম্ভোজ-বিরাজিতাম্।

জাতী, চম্পক, উৎপল, নাগকেশর, মল্লিকা, তুলসী, জাতী, নন্দ্যাবর্ত্ত, কদম্ব—এই সকল পুষ্প ও অন্যান্য পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত মহীতল বিশিষ্ট। ৬৭-৬৮

অম্বু (সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ), কাশ্মীর, কস্তুরী মৃগের নাভি, তমাল, চন্দন, অগুরু ও কর্পূরের দ্বারা উহার দিগন্তরগুলি আমোদিত। ৬৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক মনের দ্বারা এইরূপ সুমনোহর মণ্ডপকে সম্যগ্‌ভাগে চিন্তা করিয়া তাহার মধ্যে মনোহর পরিজাত বৃক্ষ ভাবনা করিবেন। ৭০

সেই পারিজাত বৃক্ষের নিম্নভাগে মন্ত্রজ্ঞ সাধক মহারত্ন সিংহাসনকে স্মরণ করিবেন। সেই রত্ন সিংহাসনে মনোরমা মহালক্ষ্মী দেবীকে চিন্তা (ধ্যান) করিবেন। ৭১

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—বালসূর্য্যের ন্যায় দ্যুতি-বিশিষ্টা (রক্তবর্ণা), ইন্দুখণ্ড-ভূষিত মুকুট ও হারে উজ্জ্বলা, রত্নালঙ্কারে ভূষিতা, স্তনভারে অবনতা, পূর্ববৎ হস্তসমূহের দ্বারা সর্বদা শালিধান্যের মঞ্জরী, দুইটি পদ্ম ও কৌস্তুভ রত্ন-ধারিণী, সুস্মিতা, বিকসিত পদ্মপত্র সদৃশ লোচনত্রয় যুক্তা, পরা দেবতাকে ধ্যান করি। ৭২

সেই পরা মনোহরা মহালক্ষ্মী দেবতাকে অব্যক্ত ধ্বনি-কারী নূপুর যুক্ত

নবরত্নগণাকীর্ণ-কাঞ্চীদাম-বিভূষিতাম্ ॥ ৭৩

মুক্তা-মাণিক্য-বৈদূর্য্য-সন্নদ্ধোদর-বন্ধনাম্ ।
বিভ্রাজমানাং মধ্যেন বলি-ত্রিতয়-শোভিনা ॥ ৭৪

জাহ্নবী-সরিদাবর্ত্ত-শোভি-নাভি বিভূষিতাম্ ।
পাটীর-পঙ্ক-কর্পূর-কুঙ্কুমালঙ্কৃত-স্তনীম্ ॥ ৭৫

বারিবাহ-বিনির্মুক্ত-মুক্তাদাম-গরীয়সীম্ ।
বহন্তীমুত্তরাসঙ্গং দুকূলং পরিকল্পিতম্ ॥ ৭৬

তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নদ্ধ-বৈদূর্য্যাঙ্গদ-ভূষণাম্ ।
পদ্মরাগ-স্ফুরৎ-স্বর্ণ-কঙ্কণাঢ্য-করাম্বুজাম্ ॥ ৭৭

মাণিক্য-শকলাবদ্ধ-মুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতাম্ ।
তপ্ত-হাটক-সংক্লৃপ্ত-মালা-গ্রৈবেয়-শোভিতাম্ ॥ ৭৮

বিচিত্র-বিবিধাকল্প-কম্বু-সঙ্কাশ-কন্ধরাম্ ।
উদ্যদ্-দিনকরাকার-মণি-তাটঙ্ক-মণ্ডিতাম্ ॥ ৭৯

পাশপদ্মের দ্বারা বিরাজিতা, নবরত্নগণের দ্বারা আকীর্ণ চন্দ্রহারের দ্বারা বিভূষিতা। ৭৩

মুক্তা, মাণিক্য ও বৈদূর্য্য যুক্ত উদর-বন্ধন-ধারিণী। সুন্দর বলি-ত্রিতয় যুক্ত মধ্যদেশ (কটিদেশ) দ্বারা শোভমানা। ৭৪

জাহ্নবী নদীর আবর্তের ন্যায় শোভা-যুক্ত নাভি-ধারিণী; পাটীর পঙ্ক (চন্দন পঙ্ক) কর্পূর ও কুঙ্কুমের দ্বারা অলঙ্কৃত স্তন-ধারিণী। ৭৫

মেঘ-নির্মুক্ত মুক্তার মালায় গরীয়সী, সুন্দর ক্ষৌম বস্ত্র পরিহিতা ও উত্তরীয়-ধারিণী। ৭৬

তপ্তকাঞ্চন ধৃত বৈদূর্য্যের দ্বারা মণ্ডিত অঙ্গদ (বাহুভূষণের) দ্বারা ভূষিতা; পদ্মরাগমণি দ্বারা উজ্জ্বল স্বর্ণকঙ্কণমণ্ডিত করপদ্ম-ধারিণী। ৭৭

মাণিক্যখণ্ড খচিত অঙ্গুরীসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃতা, স্বর্ণনির্মিত মালা ও গ্রৈবেয় (কণ্ঠের অলঙ্কার বিশেষ) দ্বারা শোভিতা। ৭৮

বিবিধ বিচিত্র ভূষণে ভূষিতা, শঙ্খ-সদৃশ গ্রীবা-ধারিণী; উদীয়মান দিনকর-সদৃশ মণিময় তাটঙ্কের (কর্ণভূষণের) দ্বারা মণ্ডিতা। ৭৯

রত্নাঙ্কিত-লসৎ-স্বর্ণ-কর্ণপূরোপশোভিতাম্ ।
জবা-বিদ্রুম-লাবণ্য-ললিতাধর-পল্লবাম্ ॥ ৮০

দাড়িমী-ফল-বীজাভ-দন্ত-পঙ্‌ক্তি-বিরাজিতাম্ ।
কলঙ্ক-কার্শ্য নির্মুক্ত-শরচ্চন্দ্র-নিভাননাম্ ॥ ৮১

পুণ্ডরীক-দলাকার-নয়নত্রয়-সুন্দরীম্ ।
ভ্রূলতা-জিত-কন্দর্প-কর-কার্মুক-বিভ্রমাম্ ॥ ৮২

বিকশৎ-তিল-পুষ্পশ্রী-বিজয়োন্নত-নাসিকাম্ ।
ললাট-কান্তি-বিভব-বিজিতার্দ্ধ-সুধাকরাম্ ॥ ৮৩

সান্দ্র-সৌরভ-সম্পন্ন-কস্তুরী-তিলকাঙ্কিতাম্ ।
মত্তালি-মালা-বিলসদলকাঢ্য-মুখাম্বুজাম্ ॥ ৮৪

পারিজাত-প্রসূন-শ্রী-বাহি-ধম্মিল্ল-বন্ধনাম্ ।
অনর্ঘ্যরত্ন-ঘটিত-মুকুটাঙ্কিত-মস্তকাম্ ॥ ৮৫

সর্ব-লাবণ্য-বসতিং ভবনং বিভ্রম-শ্রিয়ঃ ।
তেজসাং জন্মভূমিং তাং মহালক্ষ্মীং মনোহরাম্ ॥ ৮৬

রত্নাঙ্কিত উজ্জল স্বর্ণনির্মিত কর্ণপূরের (কর্ণভূষণের) দ্বারা শোভিতা, জবা ও বিদ্রুমের (প্রবালের) ন্যায় লাবণ্য-ললিত অধর-পল্লব-ধারিণী। ৮০

দাড়িমী ফলের বীজের সদৃশ দন্তপঙ্‌ক্তি দ্বারা বিরাজিতা; কলঙ্ক ও কৃশতা রহিত শরচ্চন্দ্র সদৃশ আনন-ধারিণী। ৮১

পদ্মদলাকার নয়নত্রয়ে সুন্দরী; কন্দর্পকর ধৃত-কার্মুক বিভ্রম বিজয়িনী ভ্রূলতা-ধারিণী। ৮২

বিকসিত তিলপুষ্পের সৌন্দর্য্য বিজয়িনী উন্নত নাসিকা-ধারিণী; ললাট-কান্তির বৈভব বিজিত (পরাজিত) অর্দ্ধচন্দ্র ধারিণী। ৮৩

সৌরভ-বিশিষ্ট ঘন কস্তুরীর তিলকের দ্বারা ভূষিতা; মত্ত ভ্রমর মালার ন্যায় শোভমান অলকযুক্ত মুখপদ্ম ধারিণী। ৮৪

পারিজাত কুসুমের সৌন্দর্য্যবহনকারী ধম্মিল্ল (চুলের খোঁপা) বন্ধন-ধারিণী; মহামূল্য রত্ন খচিত মুকুট ভূষিত মস্তক ধারিণী। ৮৫

সমস্ত লাবণ্যের বাসভূমি, বিভ্রম সৌন্দর্য্যের আলয়, তেজঃ পুঞ্জের জন্মভূমি চিন্তা করিবেন। ৮৬

এবং সঞ্চিন্তয়ন্ দেবীং হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ
ভানুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াদ্ ঘৃতৈঃ ॥ ৮৭

জুহুয়াচ্ছ্রীফলৈঃ পদ্মৈঃ প্রত্যেকমযুতং ততঃ।
তর্পয়েৎ সলিলৈঃ শুদ্ধৈঃ সুগন্ধৈরযুত-দ্বয়ম্ ॥ ৮৮

শ্রীবীজম্ভোদিতে পীঠে মহালক্ষ্মীং প্রপূজয়েৎ।
শ্রীবীজেনাসনং দত্তান্ মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ॥ ৮৯

পূজয়েদ্ দক্ষিণে পার্শ্বে দেব্যাঃ শঙ্কর-নন্দনম্।
অন্যতঃ পুষ্পধন্বানং পুষ্পাঞ্জলি-করং যজেৎ ॥ ৯০

অঙ্গানি পূর্বমুক্তেষু স্থানেষু বিধিবদ্ যজেৎ।
উমাদ্যাঃ পত্রমধ্যস্থাঃ শক্তীরষ্টৌ যজেৎ ক্রমাৎ ॥ ৯১

অথোমা শ্রী-সরস্বত্যৌ দুর্গা ধরণী-সংযুক্তা।
গায়ত্রী দেব্যুষা চৈব পদ্মহস্তাঃ সুভূষণাঃ ॥ ৯২

জহ্নু-সূর্য্যসুতে পূজ্যে পাদ-প্রক্ষালনোদ্যতে।

দেবীকে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাধক জিতেন্দ্রিয় ও হবিষ্যাশী হইয়া বার লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং ঘৃতের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবেন। ৮৭

তাহার পর শ্রীফল ও পদ্মের প্রত্যেকের দ্বারা অযুত অযুত সংখ্যক অধিক হোম করিবেন। শুদ্ধ সুগন্ধ জলের দ্বারা অযুতদ্বয় তর্পণ করিবেন। ৮৮

শ্রীবীজের অষ্টদল, দ্বাদশদল, চতুরস্র ও চতুর্দ্বার রূপ কথিত পীঠে মহালক্ষ্মীকে উত্তমরূপে পূজা করিবেন। শ্রীবীজের দ্বারা আসন দান করিবেন এবং মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। ৮৯

দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে পুষ্পাঞ্জলি-হস্ত শঙ্করনন্দন গণেশকে পূজা করিবেন, বামপার্শ্বে পুষ্পাঞ্জলি-হস্ত পুষ্পধন্বাকে (কামদেবকে) পূজা করিবেন। ৯০

চতুর্থ পটলোক্ত পূর্বোক্ত স্থানসমূহে বিধিবৎ অঙ্গ সকলকে পূজা করিবেন। অনন্তর পত্র মধ্যস্থ উমাদি আটটি শক্তিকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। ৯১

সেই অষ্ট শক্তি হইতেছে—উমা, শ্রী, সরস্বতী, দুর্গা, ধরণী, গায়ত্রী, দেবী, উষা। ইঁহাদিগকে পদ্মহস্তা সুভূষণা চিন্তা করিতে করিতে পূজা করিবেন। ৯২

পত্র মধ্যে দক্ষিণে পাদপ্রক্ষালনে উদ্যতা জহ্নুসুতা ও সূর্য্যসুতাকে পূজা

শঙ্খ-পদ্মনিধী পূজ্যৌ পার্শ্বয়োর্ধৃত-চামরৌ ॥ ৯৩
ধৃতাতপত্রং বরুণং পূজয়েৎ পশ্চিমে ততঃ।
সম্পূজ্য রাশীন্ পরিতো যজেদথ নব গ্রহান্ ॥ ৯৪
পূজয়েদ্ দিগ্-গজান্ দিক্ষু চতুর্দন্ত-বিভূষিতান্।
ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ ॥ ৯৫
পুষ্পদন্তঃ সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ তে ক্রমাৎ।
অভ্যর্চয়েদথেন্দ্রাদীন্ তদস্ত্রাণ্যপি তদ্বহিঃ ॥ ৯৬
আগমোক্তেন বিধিনা সুগন্ধৈঃ সুমনোহরৈঃ।
পূজয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্দেবীমন্বহমাদরাৎ ॥ ৯৭
দূর্বাভিরাজ্য-সিক্তাভির্জুহুয়াদায়ুষে নরঃ।
দশরাত্রং সমিদ্ধেঽগ্নাবষ্টোত্তর-সহস্রকম্ ॥ ৯৮
গুড়ুচীরাজ্য-সংসিক্তা জুহুয়াৎ সপ্ত বাসরম্।
অষ্টোত্তর-সহস্রং যঃ স জীবেচ্ছরদাং শতম্ ॥ ৯৯

করিবেন। দক্ষিণপার্শ্বে চামরধারী শঙ্খনিধি এবং বামপার্শ্বে চামরধারী পদ্মনিধিকে পূজা করিবেন। ৯৩

তাহার পর পশ্চিমে আতপত্র (ছত্র) ধারী বরুণকে পূজা করিবেন। (ইহা তৃতীয় আবরণ) দ্বাদশদলে মেষাদি দ্বাদশ রাশির পূজা করিয়া তাহার পর তাহার বাহিরে চারিদিকে নবগ্রহগণকে পূজা করিবেন। ৯৪

তাহার পর চারিদন্ত-বিভূষিত শ্বেতবর্ণ ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক নামক দিগ্-গজগণকে স্ব স্ব দিক্‌সমূহে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। তাহার পর তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে ও তাঁহাদের অস্ত্রসমূহকেও পূজা করিবেন। ৯৫-৯৬

আগমোক্ত বিধি অনুসারে প্রত্যহ আদরের সহিত সুমনোহর সুগন্ধ গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা দেবীকে পূজা করিবেন। ৯৭

মানব আয়ুর বৃদ্ধির জন্য আদরের সহিত প্রত্যহ দেবীর পূজা করিয়া আজ্যসিক্ত দূর্বাসমূহের দ্বারা প্রজ্বলিত সংস্কৃত অগ্নিতে দশরাত্রি এক হাজার আট হোম করিবেন। ৯৮

যিনি সাত দিন আজ্যসিক্ত গুড়ুচী দ্বারা এক হাজার আট হোম করেন, তিনি একশত শরৎকাল জীবিত থাকেন। ৯৯

হুত্বা তিলান্ ঘৃতাভ্যক্তান্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।
আরভ্যার্ক-দিনং মন্ত্রী দশরাত্রং দিনে দিনে॥ ১০০
আজ্যাক্তার্ক-সমিদ্ হোমাদারোগ্যং লভতে ধ্রুবম্।
কণ্ঠমাত্রোদকে স্থিত্বা ধ্যাত্বা দেবীং দিবাকরে॥ ১০১
উর্ধ্ববাহুর্দশশতমষ্টোত্তরমিমং জপেৎ।
আরোগ্যং লভতে সদ্যো বাঞ্ছিতান্যপি মন্ত্রবিৎ॥ ১০২
শালিভির্জুহুবতো নিত্যমষ্টোত্তর-সহস্রকম্।
অচিরাদেব মহতী লক্ষ্মীঃ সঞ্জায়তে ধ্রুবম্॥ ১০৩
প্রসূনৈর্জুহুয়ান্ মন্ত্রী লক্ষ্মী-বল্লী-সমুদ্ভবৈঃ।
নন্দ্যাবর্ত্ত-সমুত্থৈর্বা সিদ্ধার্থৈশ্চ ঘৃতপ্লুতৈঃ।
মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি মান্যতে সর্বজন্তুভিঃ॥ ১০৪
মরীচ-জীরকোন্মিশ্রৈর্নারিকেল-রজোযুতৈঃ।
সগুড়ৈরাজ্য-সম্পক্বৈরপূপৈরাজ্যলোলিতৈঃ॥ ১০৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া দশ রাত্রি প্রত্যহ ঘৃতাভ্যক্ত তিলের দ্বারা এক হাজার আট হোম করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারেন। ১০০

আজ্যসিক্ত অর্ক-সমিধের দ্বারা হোম করিয়া নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন। কণ্ঠমাত্র জলে দাঁড়াইয়া দেবীকে ধ্যান করিয়া দিবাকরের দিকে উর্ধ্ববাহু হইয়া এই মন্ত্র এক হাজার আট জপ করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক ইহা দ্বারা সদ্য আরোগ্য লাভ করিবেন ও বাঞ্ছিত বিষয়গুলিও প্রাপ্ত হইবেন। ১০১-১০২

যিনি প্রত্যহ শালিধান্যের দ্বারা এক হাজার আট হোম করেন, তাঁহার নিশ্চিত শীঘ্রই মহা ঐশ্বর্য্য জন্মে। ১০৩

মন্ত্রজ্ঞ সাধক ঘৃতপ্লুত লক্ষ্মীবল্লী[১]জাত পুষ্পের দ্বারা, নন্দ্যাবর্ত্ত জাত পুষ্পের দ্বারা অথবা সিদ্ধার্থসমূহের দ্বারা হোম করিবেন। তাহাতে বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিবেন ও সমস্ত প্রাণি-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইবেন। ১০৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক জিতেন্দ্রিয় ও পায়সাহারী হইয়া গুড়ের সহিত মরিচ ও জীরক চূর্ণ মিশ্রিত, নারিকেল চূর্ণযুক্ত আজ্যপক্ব আজ্য-লোলিত অপূপের দ্বারা

---

১ লক্ষ্মীবল্লীর পাতা পানপাতার ন্যায়, মধ্যে রক্তবিন্দু, ফুল সাদা।

জুহুয়াৎ পায়সাহারো মন্ত্রবিদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ
অষ্টোত্তরশতং নিত্যং মণ্ডলাদ্ ধনদো ভবেৎ ॥ ১০৬
হবিষা গুড়মিশ্রেণ জুহুয়াদন্নবান্ ভবেৎ।
জবাপুষ্পাণি জুহুয়াদষ্টোত্তর-সহস্রকম্ ॥ ১০৭
গৃহীত্বা প্রজপেদ্ ভস্ম নাগবল্লী-রসান্বিতম্।
তিলকং তজ্জুহুয়াৎ তেন সর্ববশ্যকরং ভবেৎ ॥ ১০৮
ব্রহ্মবৃক্ষ-সমিৎ-পুষ্পৈর্ব্রাহ্মণান্ বশয়েদ্ বশী।
জাতিপুষ্পৈশ্চ রাজানং বৈশ্যান্ রক্তোৎপলৈঃ সুধীঃ ॥ ১০৯
শূদ্রান্ নীলোৎপলৈর্হুত্বা বশয়েন্মন্ত্রবিত্তমঃ।
পুষ্পৈর্মধূকজৈর্হুত্বা বশমানয়তি স্ত্রিয়ঃ ॥ ১১০
কৃত্বা নবপদাত্মানং মণ্ডলং যন্ত্র-ভূষিতম্।
অভিষেকং প্রকুর্বীত বিধিনা সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ১১১
কলশান্ স্থাপয়েৎ তেষু পদেষু শুভ-লক্ষণান্।

নিত্য একশত আট হোম করিবেন। ইহাতে মণ্ডল মধ্যে (একোনপঞ্চাশৎ —৪৯—দিন মধ্যে) ধনদাতা কুবের হইবেন। ১০৫-১০৬

গুড়মিশ্র হবি দ্বারা হোম করিবেন। জবাপুষ্প দ্বারা এক হাজার আট হোম করিবেন। ইহাতে অন্নবান্ হইবেন। ১০৭

হুত জবা পুষ্পের ভস্ম গ্রহণ করিয়া নাগবল্লীর (তাম্বূলী লতার) রস মিশ্রিত করিয়া একশত আট মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার দ্বারা তিলক করিবেন। তাহাতে সকলের বশ্যকর হইবেন। ১০৮

বশী সাধক ব্রহ্মবৃক্ষের (পলাশের) পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বশ করিতে পারিবেন। জাতীপুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া রাজাকে, রক্তোৎপলের দ্বারা হোম করিয়া বৈশ্যকে বশ করিতে পারিবেন। ১০৯

মন্ত্রবিৎ-শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সাধক নীলোৎপলের দ্বারা হোম করিয়া শূদ্রকে বশ করিতে পারিবেন। মধুক পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া স্ত্রীগণকে বশ করিতে পারিবেন। ১১০

দেশিক শ্রেষ্ঠ নবনাভ মণ্ডল করিয়া তাহাকে যন্ত্রভূষিত করিয়া অর্থাৎ তাহার মধ্যকর্ণিকায় বক্ষ্যমাণ যন্ত্র লিখিয়া সমস্ত সিদ্ধির জন্য বিধিপূর্বক অভিষেক করিবেন। ১১১

সেই নবনাভ মণ্ডলের সেই সেই পদগুলিতে শুভলক্ষণ কলশ স্থাপন

চন্দনালিপ্ত-সর্বাঙ্গান্ দূর্বাক্ষত-সমন্বিতান্ ॥ ১১২

দুকূল-বেষ্টিতানেতান্ পূরয়েৎ তীর্থবারিণা।
নবরত্ন-সমাবদ্ধং কর্ষ-কাঞ্চন-কল্পিতম্।
মধ্যকুম্ভে ক্ষিপেৎ পদ্মং যন্ত্রাঢ্যং দেশিকোত্তমঃ ॥ ১১৩

চন্দনোশীর-কর্পূর-জাতি-ককোল-কুঙ্কুমম্।
কুষ্ঠাগুরু-তমালৈলাযুতং সংপিষ্য ভাগতঃ।
বিলোড্য সর্বকুম্ভেষু রত্নান্যপি বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১১৪

লক্ষ্মীর্দূর্বা সদাভদ্রা সহদেবী মধুব্রতা।
মুশলী শক্রবল্লী চ ক্রান্তাপামার্গ-পত্রকান্ ॥ ১১৫

প্রিয়ঙ্গু-মুদ্গ-গোধুম-ব্রীহীংশ্চ সতিলান্ যবান্।
শালি-তণ্ডুল-মাষাংশ্চ প্রক্ষাল্যৈতেষু নিক্ষিপেৎ ॥ ১১৬

ধাত্রী-লকুচ-বিল্বানাং কদলী-নারিকেলয়োঃ

করিবেন। সেই কলশগুলির সর্বাঙ্গ চন্দনের দ্বারা সম্যক্রূপে লিপ্ত করিবেন এবং ঐ কলশগুলিকে দূর্বা ও অক্ষত দ্বারা যুক্ত করিবেন। ১১২

দেশিকোত্তম ঐ কলশগুলিকে দুকূল বেষ্টিত করিবেন এবং তীর্থজলের দ্বারা পূর্ণ করিবেন। নবরত্ন যুক্ত একশত ষাট রতি পরিমিতি সুবর্ণের দ্বারা নির্মিত যন্ত্রাঙ্কিত পদ্ম কুম্ভ মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। ১১৩

চন্দন, উশীর (গন্ধবেণা), কর্পূর, জাইফল, ককোল, কুঙ্কুম, কুড়, অগুরু, তমাল ও এলা (বড় এলাচ) সমানভাগে পিষিয়া ও গুলিয়া সমস্ত কুম্ভে নিক্ষেপ করিবেন এবং মাতৃকা পটলোক্ত নবরত্নও সমস্ত কুম্ভে নিক্ষেপ করিবেন। ১১৪

১ লক্ষ্মীবল্লীর পত্র, ২ দূর্বা, ৩ সদাভদ্রা (ভদ্রমুস্তা), ৪ সহদেবী, ৫ মধুব্রতা (ভৃঙ্গরাজ), ৬ মুশলী (মুশলীকন্দ). ৭ শক্রবল্লী (ইন্দ্রবারুণী) ৮ বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতার পত্র), ৯ অপামার্গপত্র—এই পত্রগুলিকে প্রক্ষালন করিয়া এই নয়টি কুম্ভের প্রত্যেক কুম্ভে নিক্ষেপ করিবেন। ১১৫

প্রিয়ঙ্গু (কাউন), মুগ, গোধূম, ব্রীহি, যব, তিল, শালি তণ্ডুল ও মাষকলাই—এইগুলিকে প্রক্ষালন করিয়া নয়টি কুম্ভের প্রত্যেক কুম্ভে নিক্ষেপ করিবেন। ১১৬

ধাত্রী, লকুচ (ডেহুয়া), বিল্ব, কদলী ও নারিকেলের ফল প্রক্ষালন করিয়া

ফলান্যপি বিনিক্ষিপ্য পুষ্পাণ্যেতানি নিক্ষিপেৎ ॥ ১১৭
পদ্মং সৌগন্ধিকং জাতিং মল্লিকাং বকুলং তথা ।
চম্পকাশোক-পুন্নাগ-তুলসী-কেতকোদ্ভবম্ ॥ ১১৮
পল্লবানি বটাশ্বত্থ-প্লক্ষোডুম্বর-শাখিনাম্ ।
ব্রহ্মকূর্চং বিনিক্ষিপ্য চষকৈঃ সফলাক্ষতৈঃ ।
পিধায় কুম্ভবক্ত্রাণি ক্ষৌমৈরাচ্ছাদয়েৎ ততঃ ॥ ১১৯
আবাহ্য মধ্যকলসে মহালক্ষ্মীং প্রপূজয়েৎ ।
যজেদুমাদ্যাঃ শিষ্টেষু কলশেষষ্টসু ক্রমাৎ ॥ ১২০
গন্ধৈর্মনোহরৈঃ পুষ্পৈর্ধূপ-দীপ-সমন্বিতৈঃ ।
নিবেদ্য ভক্ষ্য-ভোজ্যানি তান্ স্পৃষ্ট্বা প্রজপেন্ মনুম্ ॥ ১২১
ত্রিসহস্রং প্রজপ্যান্তে সাধ্যমানীয় সংযতম্ ।
সংস্থাপ্য স্থণ্ডিলে পীঠং তস্মিংস্তং বিনিবেশয়েৎ ॥ ১২২
রম্যৈরাভরণৈর্বস্ত্রৈরলঙ্কৃত্য তমাদরাৎ ।
সুমঙ্গলাভির্নারীভিঃ ক্ষিপ্ত-পুষ্পাক্ষতান্বিতম্ ॥ ১২৩

সমস্ত কুম্ভে প্রদান করিয়া বক্ষ্যমাণ এই পুষ্পগুলিকে প্রত্যেক কুম্ভে নিক্ষেপ করিবেন। ১১৭

পদ্ম, সুগন্ধ জাতি, মল্লিকা, বকুল, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ (নাগকেশর), তুলসী ও কেতকী—এই পুষ্পগুলিকে সমস্ত কুম্ভে নিক্ষেপ করিবেন। ১১৮

বট, অশ্বত্থ, প্লক্ষ (পাকুড়), যজ্ঞ ডুমুর বৃক্ষসমূহের পল্লব সমূহ ও দীক্ষা পটলোক্ত ব্রহ্মকূর্চ প্রত্যেক ঘটে দিয়া তণ্ডুল ও ফলযুক্ত চষকের (সরা) দ্বারা সমস্ত কুম্ভের মুখ আচ্ছাদন করিয়া পরে ক্ষৌম বস্ত্রের দ্বারা ঘটকে আচ্ছাদন করিবেন। ১১৯

মধ্যকলশে মহালক্ষ্মীকে আবাহন করিয়া উত্তমরূপে পূজা করিবেন। অবশিষ্ট আটটি কলশে যথাক্রমে উমাদি আটটি শক্তির পূজা করিবেন। ১২০

মনোহর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ভক্ষ্য ও ভোজ্য নিবেদন করিয়া সেই ঘটগুলিকে কুশাদি দ্বারা যুগপৎ স্পর্শ করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। ১২১

তিন হাজার জপের অন্তে সংযত যজমানকে আনয়ন করিয়া স্থণ্ডিলে পীঠ স্থাপন করিয়া সেই পীঠে তাহাকে উপবেশন করাইবেন। ১২২

সুধী সাধক সেই যজমানকে আদরের সহিত রম্য বস্ত্র ও আভরণে অলঙ্কৃত

অর্চিতানাং দ্বিজাতীনামাশীর্বাদ-পুরঃসরম্।
নদৎসু পঞ্চবাদ্যেষু মুহূর্ত্তে শোভনে সুধীঃ ॥ ১২৪
মধ্যস্থং কুম্ভমুদ্ধৃত্য মহালক্ষ্মীমনুং স্মরন্।
অভিষিঞ্চেৎ ক্রমাদন্যৈঃ কলশৈরপি দেশিকঃ ॥ ১২৫
করেণাস্য শিরঃ স্পৃষ্ট্বা প্রযুঞ্জীতাশিষং গুরুঃ।
ভদ্রমস্তু শিবঞ্চাস্তু মহালক্ষ্মীঃ প্রসীদতু।
রক্ষন্তু ত্বাং সদা দেবাঃ সম্পদঃ সন্তু সর্বদা ॥ ১২৬
অথোত্থায়াভিষিক্তঃ সন্ বাসসী পরিধায় চ।
যথাবিধিং সমাচম্য দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ গুরুম্ ॥ ১২৭
বস্ত্রৈরাভরণৈর্ধান্যৈর্ধনৈর্গো-মহিষাদিভিঃ।
দাসীদাসৈশ্চ বিধিবৎ তোষয়েদ্ দেবতাধিয়া ॥ ১২৮
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্ দীনান্ধ-কৃপণৈঃ সহ।

করিয়া ও চিরণ্টি (চিরকাল পিতৃ-গৃহবাসিনী) সুমঙ্গলা নারীগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পুষ্প ও অক্ষতের দ্বারা যুক্ত করিয়া শুভ মুহূর্ত্তে পঞ্চবাদ্য বাজিতে থাকিলে পূজিত দ্বিজাতিগণের আশীর্বাদপূর্ব্বক মধ্যস্থ কুম্ভ উত্তোলন করিয়া মহালক্ষ্মী মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে তাহাকে অভিষেক করিবেন এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য কলশের দ্বারাও অভিষেক করিবেন। ১২৩-১২৫

মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু হস্তের দ্বারা এই যজমানের মস্তক স্পর্শ করিয়া মূলোক্ত বক্ষ্যমাণ শ্লোক বলিতে বলিতে আশীর্বাদ করিবেন। মূলোক্ত শ্লোক হইতেছে—

ভদ্রমস্তু শিবঞ্চাস্তু মহালক্ষ্মীঃ প্রসীদতু।
রক্ষন্তু ত্বাং সদা দেবাঃ সম্পদঃ সন্তু সর্বদা ॥

(সেই শ্লোকের অর্থ) তোমার ভদ্র (সৌভাগ্য) হউক, তোমার সুখ হউক, তোমার প্রতি মহালক্ষ্মী প্রসন্ন হউন। দেবতাগণ সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন, সর্বদা তোমার সম্পৎ হউক। ১২৬

অনন্তর যজমান অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়া বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া যথাবিধি আচমন করিয়া দণ্ডবৎ হইয়া গুরুকে প্রণাম করিবেন। ১২৭

বস্ত্র, আভরণ, ধন, ধান্য, গো, মহিষ প্রভৃতি ও দাস দাসীগণের দ্বারা দেবতা বুদ্ধিতে গুরুর সন্তোষ বিধান করিবেন। ১২৮

পরে দীন, অন্ধ, কৃপণের সহিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। বাড়ীতে

মহান্তমুৎসবং কুর্য্যাদ্ ভবনে বন্ধুভিঃ সহ।
তদা কৃতার্থমাত্মানং মন্যতে মনুজোত্তমঃ॥ ১২৯
অভিষিক্তো নরপতিঃ পরান্ বিজয়তেঽচিরাৎ।
পট্টেচ্ছুঃ পট্টমাপ্নোতি রাজপুত্রো ন সংশয়ঃ॥ ১৩০
অভিষিক্তা সতী বন্ধ্যা সূতে পুত্রং মহামতিম্।
মহারোগেষু জাতেষু কৃত্যা-দ্রোহেষু দেশিকঃ।
ভূতেষু দুর্নিমিত্তাদৌ বিদধ্যাদভিষেচনম্॥ ১৩১
সর্ব-সম্পৎকরং পুংসাং সর্ব-সৌভাগ্য-সিদ্ধিদম্।
সর্বরোগ-প্রশমনং সর্বাপদ্-বিনিবারকম্।
গর্ভরক্ষাকরং স্ত্রীণাং দীর্ঘায়ুর্জনকং পরম্॥ ১৩২
প্রসূতানামপি স্ত্রীণাং সূতিকাগার-রক্ষকম্।
প্রণষ্ট-পুষ্প-গর্ভাণাং পুষ্প-গর্ভাভিরক্ষণম্॥ ১৩৩
আসন্ন-শত্রুভীতানাং নাশনঞ্চ মহীভৃতাম্।
অভিষেকমিমং প্রাহুরাগমার্থ-বিশারদাঃ॥ ১৩৪

বন্ধুগণের সহিত মহোৎসব করিবেন। মানবশ্রেষ্ঠ তখন নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। ১২৯

রাজা এইরূপে অভিষিক্ত হইলে শীঘ্রই শত্রুকে জয় করেন। রাজপুত্র পট্ট (রাজাসন) লাভে ইচ্ছুক হইলে পট্ট লাভ করেন, ইহাতে সংশয় নাই। ১৩০

বন্ধ্যা অভিষিক্তা হইলে মহাবুদ্ধিমান্ পুত্র প্রসব করে। মহারোগ উৎপন্ন হইলে, কৃত্যার উপদ্রব হইলে, ভূতের উপদ্রব ও দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইলে দেশিক অভিষেক করিবেন। ১৩১

ইহা মনুষ্যগণের সমস্ত সম্পৎ-কর ও সমস্ত সৌভাগ্য-প্রদ ও সিদ্ধি-প্রদ। এই অভিষেক সমস্ত রোগের উপশম কারক ও সমস্ত আপদের নিবারক। ইহা স্ত্রীগণের গর্ভরক্ষাকর ও শ্রেষ্ঠ দীর্ঘায়ুর জনক। ১৩২

প্রসূত স্ত্রীগণের সূতিকাগারের রক্ষক। প্রণষ্ট-পুষ্প (বিনষ্ট রজঃ) স্ত্রীগণের পুষ্পের রক্ষক এবং প্রণষ্ট-গর্ভ স্ত্রীগণের গর্ভের রক্ষক। ১৩৩

আগম-বিশারদগণ এই অভিষেককে আসন্ন শত্রুভীত নৃপতিগণের শত্রুভয়-নাশক বলিয়া থাকেন। ১৩৪

বেদাদি-স্থিত সাধ্য-নাম যুগলঃ শ্রীশক্তি-মারান্বিতং
কিঞ্জল্কেষু দিনেশ-পত্র-বিলসন্ মন্ত্রাক্ষরং তদ্বহিঃ ॥
পদ্মং ব্যঞ্জন-কেশরং স্বর-লসৎ-পত্রাষ্ট-যুগ্মং ধরা-
বিম্বাভ্যাং বষডন্তয়া ত্বরিতয়া যন্ত্রং লিখেদ্ বেষ্টিতম্ ॥ ১৩৫
ভূপুর-দ্বয়-কোণেষু হক্ষৌ লেখ্যৌ পুনঃ পুনঃ।
মহালক্ষ্মী-যন্ত্রমিদং সর্বৈশ্বর্য্য-ফলপ্রদম্ ॥ ১৩৬
সর্বদুঃখ-প্রশমনং সর্বাপদ্-বিনিবারণম্।
বহুনা কিমিহোক্তেন পরমস্মান্ন বিদ্যতে ॥ ১৩৭

মহালক্ষ্মী যন্ত্র কথিত হইতেছে—একটি দ্বাদশদল পদ্ম অর্থাৎ পদ্মরূপ যন্ত্র লিখিবেন। ঐ পদ্মের কর্ণিকায় প্রণবের মধ্যে সাধ্য ও সাধকের কর্ম-নাম লিখিত হইবে। ঐ পদ্মটি যুগ্ম কিঞ্জল্ক সমূহে অর্থাৎ দ্বাদশ কেশরের স্থানে শ্রীবীজ, শক্তি-বীজ ও কামবীজ যুক্ত হইবে। প্রথম কিঞ্জল্কে পদ্মটি শ্রীবীজ ও শক্তিবীজ, দ্বিতীয় কিঞ্জল্কে পদ্মটি কামবীজ ও শ্রীবীজ, তৃতীয় কিঞ্জল্কে পদ্মটি শক্তিবীজ ও কামবীজ যুক্ত হইবে। এই ক্রমে অপর কিঞ্জল্কগুলি বীজদ্বয়ে যুক্ত হইলে আটবার বীজত্রয়ের আবৃত্তি হইবে। ঐ পদ্মের দ্বাদশ পত্র মন্ত্রের দ্বাদশ অক্ষরের দ্বারা যুক্ত হইবে অর্থাৎ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হ্সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের এক একটি অক্ষর এক একটি পত্রে লিখিত হইবে। ঐ দ্বাদশদল পদ্মের বহির্ভাগে পদ্মটি ককারাদি দুই দুইটি ব্যঞ্জন যুক্ত দ্বাত্রিংশৎ কেশরবিশিষ্ট হইবে। কেশর দুই দুইটি বলিয়া এক একটি কেশরে দুই দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিত হইবে। ঐ পদ্মটি ষোড়শ স্বরবর্ণ-ভূষিত ষোড়শ পত্রবিশিষ্ট। ঐ পদ্মটি বষট্ অন্ত ত্বরিতা মন্ত্রের সহিত পরস্পর বিভেদী পৃথক্ দুইটি ভূবিম্বের দ্বারা বেষ্টিত হইবে অর্থাৎ ঐ দ্বাদশদল পদ্মের বহির্ভাগে দ্বাত্রিংশৎ কেশর-বিশিষ্ট ষোড়শদল পদ্ম লিখিয়া উহার এক একটি কেশরে এক একটি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ষোড়শ পত্রে ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিয়া ওঁ হ্রীং হুং খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রী হুং ক্ষে হ্রীং বষট্—এই বষট্ অন্ত ত্বরিতা মন্ত্রের দ্বারা পদ্মকে বেষ্টন করিয়া পরস্পর বিভেদী দুইটি ভূবিম্বের দ্বারা যন্ত্রকে বেষ্টন করিবেন। ১৩৫

ভূপুর দ্বয়ের কোণসমূহে বার বার আট বার হ ক্ষ লিখিত হইবে। ইহা সর্বৈশ্বর্য্য ও সর্বফলপ্রদ মহালক্ষ্মী যন্ত্র। ১৩৬

ইহা সমস্ত দুঃখের নাশক, সমস্ত আপদের নিবারক। এখানে বহু বলার প্রয়োজন কি? ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। ১৩৭

শম্ভুপত্নী শ্রিয়া রুদ্ধা কমৌ ভগবতী মহী।
ব্রহ্মাদিত্যৌ ধরা দীর্ঘা লঃ কাদির্ভগবান্ মরুৎ॥ ১৩৮

প্রসীদ-যুগলং ভূয়ঃ শ্রীরুদ্ধা ভুবনেশ্বরী।
মহালক্ষ্মি! নমোঽন্তঃ স্যাৎ প্রণবাদিরয়ং মনুঃ॥ ১৩৯

সপ্তবিংশত্যক্ষরাঢ্যঃ প্রোক্তঃ সর্ব-সমৃদ্ধিদঃ।
কমলে হৃদয়ং প্রোক্তং শিরঃ স্যাৎ কমলালয়ে॥ ১৪০

শিখা প্রসীদ তেনৈব কবচং চতুরক্ষরৈঃ।
অস্ত্রমেতৈঃ পদৈঃ কুর্য্যাৎ ত্রিবীজ-পুটিতৈঃ পৃথক্॥ ১৪১

শম্ভুপত্নী মায়াবীজ—হ্রীং, উহা শ্রী বীজের দ্বারা রুদ্ধা অর্থাৎ পুটিতা হইলে শ্রীং হ্রীং শ্রীং হইল। তাহার পর ক ও ম অর্থাৎ ক ম। তাহার পর মহী—ল ভগবতী একারযুক্ত হইলে কমলে হইল। তাহার পর ব্রহ্মা ক, আদিত্য ম এবং দীর্ঘ-আকার যুক্ত ধরা ল, তাহার পর কাদি—মূর্দ্ধণ্য ল ও ভগবান্—একার যুক্ত মরুৎ য হইলে কমলালয়ে হইল। তাহার পর দুইটী প্রসীদ পদ, পুনরায় শ্রীবীজ (শ্রীং) পুটিতা ভুবনেশ্বরী বীজ হ্রীং অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং শ্রীং। তাহার পর নমোঽন্ত মহালক্ষ্মি! অর্থাৎ মহালক্ষ্মি! নমঃ (কাহার মতে মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ) এবং আদিতে প্রণব হইলে মহালক্ষ্মীর ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মি নমঃ এই আর একটি মন্ত্র হয়। ১৩৮–১৩৯

সপ্তবিংশতি অক্ষরযুক্ত এই মন্ত্র সর্বসমৃদ্ধিপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। (সর্বসমৃদ্ধির জন্য এই মন্ত্রের বিনিয়োগ হয়। এই মন্ত্রের শ্রীং বীজ ও মায়া শক্তি।) মন্ত্রের কমলে পদ দ্বারা হৃদয়ে ন্যাস এবং কমলালয়ে পদ দ্বারা মস্তকে ন্যাস কথিত হইয়াছে। ১৪০

প্রসীদ পদের দ্বারা শিখায়, সেই প্রসীদ পদের দ্বারা কবচে, চতুরক্ষর মহালক্ষ্মি পদের দ্বারা অস্ত্রে ন্যাস উক্ত হইয়াছে। প্রণব ব্যতিরিক্ত ত্রিবীজ-(শ্রীং হ্রীং শ্রীং) পুটিত এই সকল পদের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবেন। ১৪১

বিবৃতি। শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে শ্রীং হ্রীং শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ। শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলালয়ে শ্রীং হ্রীং শ্রীং শিরসে স্বাহা। শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং শিখায়ৈ বষট্ ইত্যাদি ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবেন। ১৪১

সিন্দুরারুণ-কান্তিমব্জ-বসতিং সৌন্দর্য্যবারাং নিধিং
কোটীরাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল-কটী-সূত্রাদিভিভূর্ষিতাম্।
হস্তাব্জৈর্বসু-পাত্রমব্জ-যুগলাদর্শৌ বহন্তীং পরা-
মাবীতাং পরিচারিকাভিরনিশং ধ্যায়েৎ প্রিয়াং শার্ঙ্গিণঃ ॥ ১৪২

লক্ষং জপেৎ ফলৈর্বিল্বৈর্জুহুয়ান্মধুরোক্ষিতৈঃ।
দশাংশং সংস্কৃতে বহ্নৌ প্রাক্ প্রোক্তেনৈব বর্ত্মনা ॥ ১৪৩
শ্রীবীজোক্তে যজেৎ পীঠে বক্ষ্যমাণ-ক্রমেণ তাম্।
অঙ্গাবৃতের্বহিঃ পূজ্যা মূর্ত্তয়ঃ শ্রীধরাদয়ঃ ॥ ১৪৪
শ্রীধরাখ্যং হৃষীকেশং বৈকুণ্ঠং বিশ্বরূপকম্।
বাসুদেবং সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধকম্ ॥ ১৪৫
দলমূলেষু সম্পূজ্য পত্র-মধ্যেষু সংযজেৎ।
ভারতীং পার্বতীং চান্দ্রীং শচীঞ্চ দমকাদিকান্ ॥ ১৪৬
দলাগ্রেষর্চয়েদ্ বাণান্ মহালক্ষ্ম্যাঃ ক্রমাদমূন্।
অনুরাগঞ্চ সংবাদং বিজয়ং বল্লভং মদম্ ॥ ১৪৭

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—সিন্দুরের ন্যায় অরুণবর্ণা, পদ্ম-নিবাসিনী, সৌন্দর্য্যের সাগর, মুকুট, বলয়, হার, কুণ্ডল ও কটিসূত্রাদি দ্বারা বিভূষিতা, দক্ষিণের অধোহস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তে যথাক্রমে ধনপাত্র, দুইটি পদ্ম ও আদর্শধারিণী, পরিচারিকাগণের দ্বারা বেষ্টিতা শ্রেষ্ঠা হরিপ্রিয়া মহালক্ষ্মীকে সর্বদা ধ্যান করিবেন। ১৪২

পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। পূর্বকথিত বিধি অনুসারে সংস্কৃত বহ্নিতে মধুরাপ্লুত বিল্বপত্রের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ১৪৩

শ্রীবীজোক্ত পীঠে বক্ষ্যমাণ ক্রমে সেই মহালক্ষ্মীকে পূজা করিবেন। কর্ণিকাতে অঙ্গাবরণের পূজা করিয়া তাহার বহির্ভাগে কেসরসমূহে শ্রীধরাদি মূর্ত্তিগণকে পূজা করিবেন। ১৪৪

শ্রীধর, হৃষীকেশ, বৈকুণ্ঠ, বিশ্বরূপ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই আট মূর্ত্তিকে দলমূলে কেশরে পূজা করিয়া দিক্‌পত্র মধ্যে ভারতী, পার্বতী, চান্দ্রী, শচীকে ও কোণপত্র মধ্যে দমক প্রভৃতিকে পূজা করিবেন। ১৪৫-১৪৬

সাধকশ্রেষ্ঠ দলের অগ্রভাগে যথাক্রমে মহালক্ষ্মীর এই বাণসমূহকে পূজা করিবেন। অনুরাগ, সংবাদ, বিজয়, বল্লভ, মদ, হর্ষ, বল ও তেজকে, অনন্তর

হর্ষং বলঞ্চ তেজশ্চ লোক-নাথাননন্তরম্ ।
তদায়ুধানি তদ্বাহ্যে পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৪৮
অনেন বিধিনা দেবীং মহালক্ষ্মীমুপাসতে ।
যে তেষু নিবসেল্লক্ষ্মীরস্মরন্তী নিজালয়ম্ ॥ ১৪৯
উৎপলৈর্জুহুয়াল্লক্ষং চন্দনাম্ভসি লোলিতৈঃ ।
শত্রূণাং লভতে রাজ্যং বিনা যুদ্ধেন পার্থিবঃ ॥ ১৫০
জপন্ রাজ-সভাং গচ্ছেৎ সম্ভাব্যেত তয়া নরঃ ।
দূর্বা দেবী মহালক্ষ্মীর্বিষ্ণুক্রান্তা মধুব্রতা ॥ ১৫১
মুশলী শক্রবল্লী চ সদাভদ্রাঽঞ্জলি-প্রিয়া ।
হরিচন্দন-কর্পূর-চন্দনাঙ্কোল-রোচনাঃ ॥ ১৫২
মালূর-কেশরৌ কুষ্ঠং সর্বং পিষ্ট্বা নিশারসৈঃ ।
অষ্টোত্তর-সহস্রন্তু জপিত্বা তিলক-ক্রিয়াম্ ॥ ১৫৩
কুর্বতো মন্ত্রিণঃ সর্বে বশে তিষ্ঠন্ত্যহর্নিশম্ ।
শ্রিয়ো মন্ত্রং ভজেন্ মন্ত্রী শ্রীসূক্তান্যপি সংজপেৎ ॥ ১৫৪

তাহার বহির্ভাগে লোকপালগণ ও তাঁহাদের অস্ত্রসমূহকে পূজা করিবেন। ১৪৭-১৪৮

যাঁহারা এই বিধি অনুসারে দেবী মহালক্ষ্মীকে পূজা করেন, লক্ষ্মী নিজ গৃহের কথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া বাস করেন। ১৪৯

চন্দন জলের দ্বারা লোলিত উৎপলের দ্বারা লক্ষ হোম করিবেন। ইহাতে রাজা বিনা যুদ্ধে শত্রুদের রাজ্য লাভ করেন। ১৫০

এই লক্ষ্মীমন্ত্র জপ করিতে করিতে রাজ-সভায় গমন করিবেন। ইহা দ্বারা সেই মনুষ্য রাজসভা কর্তৃক সম্মানিত হইবেন। দূর্বা, সহদেবী, মহালক্ষ্মী (লক্ষ্মীবল্লী), বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা), মধুব্রতা (ভৃঙ্গরাজ), মুশলী (তালমূলী), শক্রবল্লী (ইন্দ্র বারুণী—রাখাল সসা), সদাভদ্রা (ভদ্রমুস্তা), অঞ্জলিপ্রিয়া (অঞ্জলিনী—লজ্জাবু লতা), হরিচন্দন (পীতচন্দন), কর্পূর, চন্দন, আঙ্কোল, গোরোচনা, বিল্ব, নাগকেশর, কুড়—এই সকল হরিদ্রার রসে পিষিয়া (বাটিয়া) এক হাজার আট এই মন্ত্র জপ করিয়া তিলক ক্রিয়া করিলে সকলে সর্বদা দিবারাত্রি বশে থাকেন।

মন্ত্রী লক্ষ্মীর মন্ত্র ভজনা করিবেন এবং শ্রীসূক্ত সমূহ জপ করিবেন। ১৫১-১৫৪

ভূয়সীং শ্রিয়মাকাঙ্ক্ষন্ সত্যবাদী ভবেৎ সদা।
প্রত্যগাশামুখোঽশ্নীয়াৎ স্মিতপূর্বং প্রিয়ং বদেৎ ॥ ১৫৫
ভূষয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈরাত্মানং নিয়তঃ শুচিঃ।
শয়ীত শুদ্ধ-শয্যায়াং তরুণ্যা সহ নান্যথা ॥ ১৫৬
নগ্নো নাবতরেদম্ভস্তৈলাভ্যক্তো ন ভক্ষয়েৎ।
হরিদ্রাং ন মুখে লিম্পেন্ ন স্বপেদশুচিঃ ক্বচিৎ ॥ ১৫৭
ন বৃথা বিলিখেদ্ ভূমিং ন বিল্বং দ্রোণমম্বুজম্।
ধারয়েন্ মূর্ধ্নি নৈবাঽদ্যাদ্ লোণং তৈলঞ্চ কেবলম্ ॥ ১৫৮
মলিনো ন ভবেজ্ জাতু কুৎসিতান্নং ন ভক্ষয়েৎ।
দ্রোণ-পঙ্কজ-বিল্বানি পদ্ভ্যাং জাতু ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ১৫৯
সহদেবীমিন্দ্রবল্লীং শ্রীবল্লীং বিষ্ণুবল্লভাম্।
কন্যাং জম্বুং প্রবালঞ্চ ধারয়েন্ মূর্ধ্নি সর্বদা ॥ ১৬০

প্রচুর ঐশ্বর্য্যকামী লক্ষ্মীর উপাসকের পালনীয় ধর্ম সকল কথিত হইতেছে। প্রচুর ঐশ্বর্য্যকামী সর্বদা সত্যবাদী হইবেন। পশ্চিমমুখ হইয়া ভোজন করিবেন। হাস্যপূর্বক প্রিয় কথা বলিবেন। ১৫৫

শুচি ও সংযত হইয়া নিজেকে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা ভূষিত করিবেন। শুদ্ধ শয্যাতে তরুণীর সহিত শয়ন করিবেন। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বৃদ্ধার সহিত শয়ন করিবেন না। ১৫৬

উলঙ্গ হইয়া জলে অবতরণ করিবেন না, তেল মাখিয়া ভোজন করিবেন না, মুখে হরিদ্রা মাখিবেন না, অশুচি হইয়া কোন স্থানে শয়ন করিবেন না। ১৫৭

বৃথা ভূমিতে দাগ কাটিবেন না। মস্তকে দ্রোণ, বিল্ব ও পদ্ম ধারণ করিবেন না, কেবল লবণ ও তৈল ভক্ষণ করিবেন না। ১৫৮

কখনও মলিন হইবেন না। কুৎসিৎ অন্ন ভক্ষণ করিবেন না। দ্রোণ, পদ্ম বিল্বকে কখনও পায়ের দ্বারা লঙ্ঘন করিবেন না। ১৫৯

সহদেবী, ইন্দ্রবল্লী, শ্রীবল্লী (শ্রীলতা, কন্টক বৃক্ষ বিশেষ), বিষ্ণুবল্লভা (অপরাজিতা), কন্যা (ঘৃতকুমারী), জম্বু ও প্রবাল সর্বদা মস্তকে ধারণ করিবেন। ১৬০

ইত্যাচার-পরো নিত্যং বিষ্ণুভক্তো দৃঢ়ব্রতঃ।
শ্রিয়মাপ্নোতি মহতীং দেবানামপি দুর্লভাম্‌ ॥ ১৬১

ইতি শ্রীশারদাতিলকেঽষ্টমঃ পটলঃ

দৃঢ়ব্রত বিষ্ণুভক্ত সর্বদা এইরূপ আচার-পরায়ণ হইলে দেবগণের দুর্লভ প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ১৬১

শ্রীশারদাতিলকের অষ্টম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ পটলঃ

অথ বক্ষ্যে জগদ্ধাত্রীমধুনা ভুবনেশ্বরীম্ ।
ব্রহ্মাদয়োঽপি যাং জ্ঞাত্বা লেভিরে শ্রিয়মুর্জিতাম্ ॥ ১

নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রার্দ্ধ চন্দ্রবান্ ।
বীজং তস্যা যথাখ্যাতং সেবিতং সিদ্ধি-কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২

ঋষিঃ শক্তির্ভবেচ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা মনোঃ ।
কথিতা সুরসঙ্ঘেন সেবিতা ভুবনেশ্বরী ॥ ৩

ষড়্‌দীর্ঘ-যুক্ত-বীজেন কুর্য্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ ।
সংহার-সৃষ্টি-মার্গেণ মাতৃকান্যস্ত-বিগ্রহঃ ॥ ৪

মন্ত্রন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদ্ দেবতাভাব-সিদ্ধয়ে ।
হৃল্লেখাং মূর্দ্ধ্নি, বদনে গগনাং, হৃদয়াম্বুজে ॥ ৫

রক্তাং, করালিকাং গুহ্যে, মনোচ্ছুষ্মাং পদদ্বয়ে ।
ঊর্দ্ধ্ব-প্রাগ্-দক্ষিণোদীচ্য-পশ্চিমেষু মুখেষু চ ॥ ৬

যে ভুবনেশ্বরী দেবীকে জানিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণও প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীমন্ত্রের অনন্তর তদন্তর্গত জগদ্ধাত্রী ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র এখন বলিতেছি। ১

সিদ্ধিকামিগণ কর্ত্তৃক যেরূপ বীজ কথিত ও উপাসিত হইয়াছিল। ভুবনেশ্বরীর সেইরূপ বীজ নকুলীশ হকার অগ্নিতে (রেফে) আরূঢ় হইয়া বামনেত্র (ঈকার) ও অর্দ্ধচন্দ্র (বিন্দু অনুস্বার) যুক্ত হইলে হয়। ২

এই মন্ত্রের বশিষ্ঠপুত্র শক্তি, ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সুরসঙ্ঘ সেবিতা ভুবনেশ্বরী দেবতা, হং বীজ, ঈং শক্তি, রেফ কীলক বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩

সংহার ও সৃষ্টিমার্গে শরীরে সংহার মাতৃকান্যাস ও পরে সৃষ্টি মাতৃকার ন্যাস করিয়া ষট্ দীর্ঘযুক্ত বীজের দ্বারা যথাক্রমে ছয়টি অঙ্গের ন্যাস করিবেন। ৪

দেবভাব সিদ্ধির জন্য তাহার পর মন্ত্রন্যাস করিবেন। মস্তকে হৃল্লেখাকে, মুখে গগনাকে, হৃৎপদ্মে রক্তাকে, গুহ্যে করালিকাকে এবং পদদ্বয়ে মহোচ্ছুষ্মাকে এক সময়ে এক হস্তে ন্যাস করিবেন। ঊর্দ্ধ, পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম মুখেও হৃল্লেখা প্রভৃতিকে ন্যাস করিবেন। ৫-৬

সদ্যাদি-হ্রস্ব-বীজাঢ্যা ন্যস্তব্যা ভূত-সপ্রভাঃ।
অঙ্গানি বিন্যসেৎ পশ্চাজ্ জাতি যুক্তানি ষট্ ক্রমাৎ॥ ৭
ব্রহ্মাণং বিন্যসেদ্ ভালে গায়ত্র্যা সহ সংযুতম্।
সাবিত্র্যা সংযুতং বিষ্ণুং কপোলে দক্ষিণে ন্যসেৎ॥ ৮
বাগীশ্বর্য্যা সমাযুক্তং বামগণ্ডে মহেশ্বরম্।
শ্রিয়া ধনপতিং ন্যস্যেদ্ বামকর্ণাগ্রকে পুনঃ॥ ৯
রত্যা স্মরং মুখে ন্যস্য পুষ্ট্যা গণপতিং ন্যসেৎ।
সব্যকর্ণোপরি নিধী কর্ণ-গণ্ডান্তরালয়োঃ॥ ১০

পৃথিব্যাদি ভূতগণের প্রভার ন্যায় প্রভা-(বর্ণ-) বিশিষ্টা হৃল্লেখা প্রভৃতিকে সদ্যাদি (ওকারাদি) পঞ্চ হ্রস্ববর্ণ যুক্ত বীজের দ্বারা ভূষিত করিয়া ন্যাস করিতে হইবে। পরে পূর্বোক্ত ষড় দীর্ঘ যুক্ত ও জাতিযুক্ত ছয়টি অঙ্গ মন্ত্রের দ্বারা যথাক্রমে ছয়টি অঙ্গের ন্যাস করিবেন। ৭

বিবৃতি। তন্ত্রে ওকার ও একার হ্রস্ববর্ণ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। তন্ত্রসার কার আগমবাগীশ মহাশয় মন্ত্রন্যাসে শিরসি—ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ, বদনে এং গগনায়ৈ নমঃ ইত্যাদি প্রকারে মন্ত্রন্যাস করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু রাঘব ভট্ট যুক্তি ও বিচার সহকারে হ্রোং হ্রেং হ্রুং হ্রিং হ্রং এই সকল বীজ যোগ করিয়া মন্ত্রন্যাস করিতে বলিয়াছেন। নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে সাধকগণ মন্ত্রন্যাস করিবেন। এই ন্যাসে হৃল্লেখাকে পীতবর্ণা, গগনাকে বিশদ (শ্বেত) বর্ণা, রক্তাকে রক্তবর্ণা, মহোচ্ছুষ্মাকে কৃষ্ণবর্ণা এবং করালিকাকে ধূম্রবর্ণা চিন্তা করিবেন। ৭

যোনি ন্যাসে ললাটে ওঁ হ্রাং গায়ত্রী-সহিতায় হং ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদিরূপে গায়ত্রী সহিত যুক্ত ব্রহ্মাকে ন্যাস করিবেন। দক্ষিণ কপোলে সাবিত্রী সহিত যুক্ত বিষ্ণুকে ন্যাস করিবেন। ৮

বামগণ্ডে সরস্বতী সহিত যুক্ত মহেশ্বরকে ন্যাস করিবেন। তাহার পর বাম কর্ণের উপরি ভাগে শ্রীসহিত যুক্ত ধনপতিকে ন্যাস করিবেন। ৯

মুখে রতিসহিত যুক্ত স্মরকে ন্যাস করিয়া দক্ষিণ কর্ণের উপরি ভাগে পুষ্টি সহিত যুক্ত গণপতিকে ন্যাস করিবেন। দক্ষিণ কর্ণ ও গণ্ডের অন্তরালে শ্রীপটলোক্ত বসুধারা শক্তি সহিত যুক্ত শঙ্খনিধিকে এবং বামকর্ণ ও গণ্ডের অন্তরালে বসুমতী শক্তি সহিত যুক্ত পদ্মনিধিকে ন্যাস করিবেন। ১০

স্তত্বয়্যে বদনে মূলং ভূয়স্তৈতাংস্তনৌ ন্যসেৎ।
কণ্ঠমূলে স্তন-দ্বন্দ্বে বামাংসে হৃদয়াম্বুজে ॥ ১১

সব্যাংশে পার্শ্বযুগলে নাভিদেশে চ দেশিকঃ।
ভালাংস-পার্শ্ব-জঠরে পার্শ্বাংসাপরকে হৃদি ॥ ১২

ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তু ততো ন্যস্য বিধিনা প্রোক্ত-লক্ষণাঃ।
মূলেন ব্যাপকং দেহে ন্যস্য দেবীং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৩

উদ্যদিনমিন্দু-দ্যুতি-কিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়-যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশ-পাশাভীতি-করাং প্রভজেদ্ ভুবনেশীম্ ॥ ১৪

দেশিক মুখে অর্থাৎ চিবুকে মূল মন্ত্র ন্যাস করিবেন। পুনরায় বক্ষ্যমাণ দেহের অংশে সবীজ ব্রাহ্মী প্রভৃতিকে ন্যাস করিবেন। কণ্ঠমূলে, দক্ষিণ ও বাম স্তনে, বাম স্কন্ধে, হৃৎপদ্মে, দক্ষিণ স্কন্ধে, দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে ও নাভিদেশে —দেহের এই নয়টি স্থানে সবীজ ব্রাহ্মী প্রভৃতি দেবতাগণকে ন্যাস করিবেন।

তাহার পর ভালে, বাম স্কন্ধ পার্শ্বে, জঠরে, দক্ষিণ স্কন্ধ পার্শ্বে, অপরকে (কুকুদে-ঘাড়ে) ও হৃদয়ে বিধি অনুসারে নিজ নিজ বীজ প্রথমে দিয়া মাতৃকাপটলোক্ত ধ্যান সহকারে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে ন্যাস করিবেন। দেহে মূলের দ্বারা দুই হাতে মস্তক হইতে পাদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপক ন্যাস করিয়া দেবীকে ধ্যান করিবেন। ১১-১৩

বিবৃতি। মূলে যোনিন্যাসে মুখে মূল মন্ত্রের ন্যাস উক্ত হইয়াছে। তন্ত্রসারে মুখে ওঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ এইরূপ ন্যাস উক্ত হইয়াছে। নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে ইহা কর্ত্তব্য। ১৩

ভুবনেশ্বরীর এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—উদীয়মান বালসূর্য্যের ন্যায় কান্তি-বিশিষ্টা, চন্দ্রখণ্ডিত কিরীট-ধারিণী, উন্নতস্তনী, নয়ন-ত্রয়ধারিণী, ঈষৎ হাস্যমুখী, বামের অধোহস্তে বর, উর্দ্ধহস্তে পাশ, দক্ষিণের উর্দ্ধহস্তে অঙ্কুশ ও অধোহস্তে অভয় মুদ্রা-ধারিণী ভুবনেশ্বরীকে ভজনা করি। ১৪

বিবৃতি। ধ্যানের পর পাশমুদ্রা, অঙ্কুশমুদ্রা, বর ও অভয়মুদ্রা, পুস্তকমুদ্রা, জ্ঞানমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা দেখাইবেন। তাহার পর ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং পরামৃতরূপে ভগবতি চন্দ্রমণ্ডলবাসিনি চন্দ্রামৃতেন পূরয় পূরয় দ্রব্যং ইদং পবিত্রয় পবিত্রয় শ্রীং হ্রীং ঐং স্বাহা—এই মন্ত্রে নিজেকে ও পূজার সাধন দ্রব্যগুলিকে প্রোক্ষণ করিবেন। ইহা রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে বলিয়াছেন। ১৪

প্রজপেন্মন্ত্রবিন্ মন্ত্রং দ্বাত্রিংশল্লক্ষ-মানতঃ।
ত্রিমধু-যুক্তৈর্জুহুয়াদষ্ট-দ্রব্যৈর্দশাংশতঃ।
দদ্যাদর্ঘ্যং দীনেশায় তত্র সঞ্চিন্ত্য পার্বতীম্॥ ১৫
পদ্মমষ্টদলং বাহ্যে বৃত্তং ষোড়শভির্দলৈঃ।
বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণমতিসুন্দরম্।
ততঃ সম্পূজয়েৎ পীঠং নবশক্তি-সমন্বিতম্॥ ১৬
জয়াখ্যা বিজয়া পশ্চাদজিতা চাঽপরাজিতা।
নিত্যা বিলাসিনী দোগ্ধ্রী অঘোরা মঙ্গলা নব॥ ১৭
বীজাত্মমাসনং দত্ত্বা মূর্ত্তিং তেনৈব কল্পয়েৎ।
তস্যাং সম্পূজয়েদ্ দেবীমাবাহ্যাবরণৈঃ সহ॥ ১৮
মধ্য-প্রাগ্-যাম্য-সৌম্যেষু পশ্চিমেষু যথাক্রমম্।
হৃল্লেখাদ্যাঃ সমভ্যর্চ্যাঃ পঞ্চভূত-সমপ্রভাঃ॥ ১৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পুরশ্চরণে বত্রিশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর মাতৃকাপটলোক্ত ত্রিমধুরাপ্লুত অশ্বত্থাদি অষ্ট দ্রব্যের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। সূর্য্যমণ্ডলে গৌরীশক্তি পার্বতীকে চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্রে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবেন। ১৫

ভুবনেশ্বরীর পূজা যন্ত্র এইরূপভাবে করিবেন। যথা—প্রথমে একটি অষ্টদল পদ্ম লিখিবেন। তাহার বাহিরে একটি বৃত্ত লিখিয়া ষোড়শদল লিখিবেন। অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকামধ্যে অতিসুন্দর ঊর্দ্ধাগ্র ও অধোগ্র সমান দুইটী ত্রিকোণ লিখিবেন। ষোড়শ দলের বাহিরে চতুরস্রের সহিত চারিটি দ্বার লিখিবেন। তাহার পর অর্থাৎ নিত্য জপের পর অন্তর্যাগের (মানস পূজার) অনন্তর নবশক্তি সমন্বিত পীঠের পূজা করিবেন। সমস্ত ভুবনেশ্বরী মন্ত্রের পীঠমন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ। ১৬

জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, নিত্যা, বিলাসিনী, দোগ্ধ্রী, অঘোরা ও মঙ্গলা—এই নয় শক্তিকে যথাক্রমে পূজা করিবেন। ১৭

প্রথমে মূল বীজ উচ্চারণ করিয়া আসন দিয়া সেই বীজের দ্বারাই মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। সেই মূর্ত্তিতে দেবীকে আবাহন করিয়া আবরণের সহিত পূজা করিবেন। ১৮

মধ্য, পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমে যথাক্রমে পৃথিব্যাদি ভূত বর্ণের ন্যায়

বর-পাশাঙ্কুশাভীতি-ধারিণ্যো মিতভূষণাঃ।
স্থানেষু পূর্বযুক্তেষু পূজয়েদঙ্গ-দেবতাঃ ॥ ২০

ষট্‌কোণেষু যজেন্ মন্ত্রী পশ্চান্ মিথুন-দেবতাঃ।
ইন্দ্র কোণে লসদ্-দণ্ড-কুণ্ডিকাক্ষ-গুণাভয়াম্।
গায়ত্রীং পূজয়েন্ মন্ত্রী ব্রহ্মাণমপি তাদৃশম্ ॥ ২১

রক্ষঃ-কোণে শঙ্খ-চক্র-গদা-পঙ্কজ-ধারিণীম্।
সাবিত্রীং পীতবসনাং যজেদ্ বিষ্ণুঞ্চ তাদৃশম্ ॥ ২২

বায়ু-কোণে পরশ্বক্ষ-মালাভয়-বরান্বিতাম্।
যজেৎ সরস্বতীমিত্থং রুদ্রং তাদৃশ-লক্ষণম্ ॥ ২৩

বহ্নি-কোণে যজেদ্ রত্নকুম্ভং মণি-করণ্ডকম্।
করাভ্যাং বিভ্রতং পীতং তুন্দিলং ধন-নায়কাম্ ॥ ২৪

প্রভা-বিশিষ্টা হৃল্লেখা, গগনা, রক্তা, করালিকা ও মহোচ্ছুষ্মাকে সম্যগ্‌ভাবে পূজা করিবেন। ১৯

ইহারা সকলেই দেবীর ন্যায় বর, পাশ, অঙ্কুশ ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী পরিমিত ভূষণ-বিশিষ্টা। পূর্বোক্ত স্থান সমূহে অর্থাৎ চতুর্থ ষট্‌কোণ কর্ণিকান্তর্গত আগ্নেয়াদি স্থানসমূহে অঙ্গদেবতাগণকে পূজা করিবেন। ২০

মন্ত্রজ্ঞ সাধক অনন্তর প্রদক্ষিণ ক্রমে ঊর্ধ্বাগ্র ত্রিকোণাদি ষড়্‌কোণে বক্ষ্যমাণ যুগ্ম দেবতাকে পূজা করিবেন। ইন্দ্রকোণে—দক্ষিণ ও বাম ঊর্ধ্ব হস্তে উজ্জ্বল দণ্ড ও কুণ্ডিকা এবং দক্ষিণ ও বামের অধোহস্তে অক্ষসূত্র ও অভয়মুদ্রাধারিণী গায়ত্রীকে পূজা করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ তাদৃশ ব্রহ্মাকেও পূজা করিবেন। ২১

রক্ষঃকোণে—(নৈর্ঋত কোণে) বামের ঊর্ধ্বহস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারিণী পীতবসনা সাবিত্রীকে ও তাদৃশ বিষ্ণুকে পূজা করিবেন। ২২

বায়ুকোণে—বামের ঊর্ধ্বহস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তে পরশু, অক্ষমালা, বর ও অভয়মুদ্রা ধারিণী সরস্বতীকে পূজা করিবেন। এই প্রকারে তাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট রুদ্রকেও পূজা করিবেন। ২৩

অগ্নিকোণে—বাম হস্তে রত্নকুম্ভ ও দক্ষিণ হস্তে মণিকরণ্ড-ধারী পীত বর্ণ স্থূলোদর ধননায়ককে পূজা করিবেন। ২৪

আলিঙ্গ্য সব্যহস্তেন বামেনাম্বুজ-ধারিণীম্ ।
ধনদাঙ্ক-সমারূঢ়াং মহালক্ষ্মীং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৫
বারুণে মদনং বাণ-পাশাঙ্কুশ-শরাসনম্ ।
ধারয়ন্তং জবারক্তং পূজয়েদ্ রক্ত-ভূষণম্ ॥ ২৬
সব্যেন পতিমাশ্লিষ্য বামেনোৎপলধারিণীম্ ।
পাণিনা রমণাঙ্কস্থাং রতিং সম্যক্ সমর্চয়েৎ ॥ ২৭
ঐশানে পূজয়েৎ সম্যগ্ বিঘ্নরাজং প্রিয়ান্বিতম্ ।
সৃণি-পাশধরং কান্তা-বরাঙ্গস্পৃক্-করাঙ্গুলিম্ ॥ ২৮
মাধ্বী-পূর্ণ-কপালাঢ্যং বিঘ্নরাজং দিগম্বরম্ ।
পুষ্করে বিগলদ্-রক্ত-স্ফুরচ্চষক-ধারিণম্ ॥ ২৯
সিন্দূর-সদৃশাকারামুদ্দাম-মদ-বিভ্রমাম্ ॥
ধৃতরক্তোৎপলামন্য-পাণিনা তু ধ্বজস্পৃশম্ ।
আশ্লিষ্ট-কান্তামরুণাং পুষ্টিমর্চেদ্ দিগম্বরাম্ ॥ ৩০
কর্ণিকায়াং নিধী পূজ্যৌ ষট্‌কোণস্যাথ পার্শ্বয়োঃ ।

দক্ষিণ হস্তে ধননায়ককে আলিঙ্গন করিয়া বামহস্তে পদ্ম ধারণ করিয়া ধনদের কোলে সমারূঢ়া মহালক্ষ্মীকে পূজা করিবেন। ২৫

পশ্চিম কোণে—বাম ও দক্ষিণের দুই ঊর্দ্ধ হস্তে অঙ্কুশ ও পাশধারী, অধো হস্তে বাণ ও শরাসনধারী জবাসদৃশ রক্তবর্ণ মদনকে পূজা করিবেন।

দক্ষিণ হস্তের দ্বারা পতিকে আলিঙ্গন করিয়া বাম হস্তে উৎপল-ধারিণী মদনের ক্রোড়-স্থিতা রক্ত-ভূষণা রতিকে সম্যগ্‌রূপে পূজা করিবেন। ২৬-২৭

ঈশান কোণে—শক্তি-সমন্বিত সৃণি (অঙ্কুশ) ও পাশধর বিঘ্নরাজকে সম্যগ্‌রূপে পূজা করিবেন। ইনি বামের অধোহস্তের অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা নিজ শক্তি পুষ্টির উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছেন। ২৮

দক্ষিণের অধোহস্তে মাধ্বীক পূর্ণ কপাল ধারী পুষ্করে (করিশুণ্ডাগ্রে) রক্ত-স্ফুরিত মদ্য-স্রাবী চষকধারী দিগম্বর বিঘ্নরাজকে পূজা করিবেন। ২৯

সিন্দুর সদৃশ রক্তবর্ণা উদ্দাম মদে বিভ্রমা দক্ষিণ হস্তে রক্তোৎপল-ধারিণী ধ্বজস্পর্শী বামহস্তের দ্বারা কান্তকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিতা দিগম্বরা অরুণা পুষ্টিকে অর্চনা করিবেন। ৩০

অনন্তর ষট্ কোণের উভয় পার্শ্বে পদ্ম-কর্ণিকায় শঙ্খ নিধি ও পদ্মনিধিকে

অঙ্গানি কেশরেম্বেভ্যঃ পশ্চাৎ পত্রেষু পূজয়েৎ ॥ ৩১
অনঙ্গকুসুমা পশ্চাদনঙ্গকুসুমাতুরা।
অনঙ্গমদনা তদ্বদনঙ্গমদনাতুরা ॥ ৩২
ভুবনপালা গগন-বেগা চৈব ততঃ পরম্।
শশিরেখা চ গগন-রেখা চেত্যষ্ট-শক্তয়ঃ ॥ ৩৩
পাশাঙ্কুশ-বরাভীতি-ধারিণ্যোঽরুণবিগ্রহাঃ।
ততঃ ষোড়শ পত্রেষু করালী বিকরাল্যুমা ॥ ৩৪
সরস্বতী শ্রীদুর্গোষা লক্ষ্মী-শ্রুত্যৌ স্মৃতির্ধৃতিঃ।
শ্রদ্ধা মেধা মতিঃ কান্তিরার্য্যা ষোড়শ শক্তয়ঃ ॥ ৩৫
খড়্গ-খেটক-ধারিণ্যঃ শ্যামাঃ পূজ্যাশ্চ মাতরঃ।
পদ্মাদ্ বহিঃ সমভ্যর্চ্যাঃ শক্তয়ঃ পরিচারিকাঃ ॥ ৩৬
প্রথমাঽনঙ্গরূপা স্যাদনঙ্গমদনা ততঃ।
মদনাতুরা ভুবন-বেগা ভুবন-পালিকা ॥ ৩৭

ন্যাস-প্রকরণোক্ত রীতি অনুসারে পূজা করিবেন। অনন্তর কেশর সমূহে অঙ্গদেবতাগণকে পূজা করিবেন। অনন্তর পত্রসমূহে বক্ষ্যমাণ অনঙ্গকুসুমাদি আটটি শক্তির পূজা করিবেন। ৩১

অনঙ্গকুসুমা, অনন্তর অনঙ্গকুসুমাতুরা, অনঙ্গমদনা, এইরূপ অনঙ্গমদনাতুরা, ভুবনপালা, গগনবেগা, তাহার পর এইরূপ শশিরেখা ও গগনরেখা—এই আটটি শক্তি। ৩২-৩৩

এই আটটি শক্তির প্রত্যেকেই অরুণবর্ণ দেহ-ধারিণী, দেবীর ন্যায় পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় মুদ্রা-ধারিণী। তাহার পর ষোড়শ দলে করালী, বিকরালী, উমা, সরস্বতী, শ্রী, দুর্গা, লক্ষ্মী, শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, মতি, কান্তি ও আর্য্যা—এই ষোড়শ শক্তিকে পূজা করিবেন। ৩৪-৩৫

খড়্গ ও খেটকধারিণী এবং শ্যামবর্ণা মাতৃগণকে পূজা করিবেন। পদ্মের বহির্ভাগে মাতৃগণের ও বক্ষ্যমাণ শক্তিগণের পূজা করিবেন। পদ্মের বাহিরে আট দিকে দ্বিভুজা বাম হস্তে রক্তোৎপল ও দক্ষিণ হস্তে চষকাদি-ধারিণী পরিচারিকা শক্তি সমূহের পূজা করিবেন। ৩৬

প্রথমে অনঙ্গরূপাকে তাহার পর অনঙ্গমদনাকে, পরে মদনাতুরাকে পরে ভুবনবেগাকে পরে ভুবন-পালিকাকে পূজা করিবেন। ৩৭

স্তাৎ সর্বশিশিরানঙ্গ-বদনাঽনঙ্গমেখলা।
চষকং তালবৃন্তঞ্চ তাম্বূলং ছত্রমুজ্জ্বলম্ ॥ ৩৮
চামরে চাংশুকং পুষ্পং বিভ্রাণা করপঙ্কজৈঃ।
সর্বাভরণ-সন্দীপ্তান্ লোকপালান্ বহির্যজেৎ ॥ ৩৯
বজ্রাদীন্যপি তদ্বাহ্যে দেবীমিত্থং প্রপূজয়েৎ।
পূজ্যতে সকলৈর্দেবৈঃ কিং পুনর্মনুজোত্তমৈঃ ॥ ৪০
মন্ত্রী ত্রিমধুরোপেতৈর্হুত্বাঽশ্বত্থ-সমিদ্বরৈঃ।
ব্রাহ্মণান্ বশয়েচ্ছীঘ্রং পার্থিবান্ পদ্মহোমতঃ ॥ ৪১
পলাশপুষ্পৈস্তৎপত্নীর্মন্ত্রিণং কুমুদৈরপি।
পঞ্চবিংশতি-সংজপ্তৈর্জলৈঃ স্নানং দিনে দিনে ॥ ৪২
আত্মানমভিষিঞ্চেদ্ যঃ সর্বসৌভাগ্যবান্ ভবেৎ।

পরে সর্বশিশিরা, অনঙ্গবদনা ও অনঙ্গমেখলাকে পূজা করিবেন। ইঁহারা সকলে হস্ত-পদ্মের দ্বারা চষক, মদ্যপাত্র, তালবৃন্ত, তাম্বূল, উজ্জ্বল ছত্র, চামরদ্বয়, অংশুক (বস্ত্র) ও পুষ্প ধারণ করিয়া আছেন। বহির্ভাগে সমস্ত আভরণে সন্দীপ্ত ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা করিবেন। ৩৮-৩৯

তাহার বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা কর্তব্য। এই প্রকারে দেবীকে পূজা করিবেন। সমস্ত দেবগণ কর্তৃক এই দেবী পূজিত হইয়া থাকেন। মানবশ্রেষ্ঠ কর্তৃক যে পূজিত হইবেন। ইহাতে আর বক্তব্য কি ?। ৪০

বিবৃতি। এখানে রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন যে, আবরণের মধ্যে ষোড়শ শক্তির পূজার অনন্তর দ্বাত্রিংশৎ শক্তির পূজা করিয়া পরে চতুঃষষ্টি শক্তির পূজা কর্তব্য। ভূতলিপি মন্ত্রে এই চতুঃষষ্টি শক্তি উক্ত হইয়াছে। পূজ্যপাদ কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ মহাশয় তন্ত্রসারে ইহা বলেন নাই। ৪০

মন্ত্রোপদেষ্টা সাধক ত্রিমধুর দ্বারা আপ্লুত অশ্বত্থের উত্তম সমিধ্ দ্বারা অযুত হোম করিয়া ব্রাহ্মণগণকে শীঘ্র বশীভূত করিবেন। পদ্মহোমের দ্বারা রাজন্যবর্গকে বশীভূত করিবেন। ৪১

পলাশ পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া রাজপত্নীগণকে বশীভূত করিবেন। কুমুদের দ্বারা অযুত হোম করিয়া মন্ত্রীকে বশীভূত করিবেন। পঞ্চবিংশতি সংখ্যক মন্ত্র-জপ্ত জলের দ্বারা প্রতিদিন স্নান কর্তব্য। ৪২

যিনি নিজেকে অভিষিক্ত করেন। তিনি সমস্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হন।

পঞ্চবিংশতি-সংজপ্তং জলং প্রাতঃ পিবেন্ নরঃ।
অবাপ্য মহতীং প্রজ্ঞাং কবীনামগ্রণীর্ভবেৎ ॥ ৪৩
কর্পূরাগুরু-সংযুক্তং কুঙ্কুমং সাধু সাধিতম্।
গৃহীত্বা তিলকং কুর্য্যাদ্ রাজবশ্যমনুত্তমম্ ॥ ৪৪
শালিপিষ্টময়ীং কৃত্বা পুত্তলীং মধুরান্বিতাম্।
জপ্তাং প্রতিষ্ঠিত-প্রাণাং ভক্ষয়েদ্ রবিবাসরে।
বশং নয়তি রাজানং নারীং বা নরমেব বা ॥ ৪৫
কণ্ঠমাত্রোদকে স্থিত্বা বীক্ষ্য তোয়গতং রবিম্।
ত্রিসহস্রং জপেন্ মন্ত্রমিষ্টাং কন্যাং লভেন্ নরঃ।
অন্নং তন্মন্ত্রিতং মন্ত্রী ভুঞ্জীত শ্রীপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৪৬
লিখিত্বা ভস্মনা মায়াং সসাধ্যাং ফলকাদিষু।
তৎকালে দর্শয়েদ্ যন্ত্রং সুখং সূয়েত গর্ভিণী ॥ ৪৭
শক্ত্যন্তঃ-স্থিত-সাধ্য কর্ম ভবনে বহ্নের্বৃতং শক্তিভি-
র্বাহ্যে কোণগতে বৃতং হরি-হরৈর্বর্ণৈঃ কপোলার্পিতৈঃ।

মন্ত্রযুক্ত পঞ্চবিংশতি সংখ্যক মন্ত্র জপ্ত জল প্রাতঃ কালে পান করিবেন। তিনি মহাপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া কবিগণের অগ্রণী হইবেন। ৪৩

কর্পূর ও অগুরু সংযুক্ত কঙ্কুম দ্বারা উত্তমরূপে প্রস্তুত তিলক লইয়া অষ্টাধিক সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া রাজবশ্যকর অত্যুত্তম তিলক করিবেন। ৪৪

শালি তণ্ডুল চূর্ণের দ্বারা নির্মিত দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ পুত্তলীকে মধুরযুক্ত করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিয়া রবিবারে ঐ পুত্তলীর দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠ হইতে বামপাদের অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিবেন। ইহা দ্বারা রাজাকে অথবা নর ও নারীকে বশে আনিতে পারিবেন। ৪৫

কণ্ঠ মাত্র জলে দাঁড়াইয়া জলগত রবিকে দেখিয়া তিন হাজার মন্ত্র জপ করিবেন। তাহা দ্বারা মানব অভিলষিত কন্যাকে লাভ করেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক শ্রীলাভের জন্য সেই মন্ত্র-মন্ত্রিত অন্ন ভক্ষণ করিবেন। ৪৬

ফলকাদিতে চতুরস্রে গোময় ভস্ম দ্বারা সাধ্যনামের সহিত মায়াবীজ হ্রীং লিখিয়া প্রসবকালে যন্ত্র দেখাইবেন। তাহাতে গর্ভিণী সুখে প্রসব করে। ৪৭

ভুবনেশ্বরীর ত্রিগুণিত যন্ত্র কথিত হইতেছে। অভিলষিত ফলপ্রদ ত্রিগুণিত এই যন্ত্র সৌভাগ্য ও সম্পৎপ্রদ হইয়া থাকেন। এই যন্ত্রে বহ্নির ভবনে অর্থাৎ

পশ্চাৎ তৈঃ পুনরীং-যুতৈর্লিপিভিরপ্যাবীতমিষ্টার্থদং
যন্ত্রং ভূপুর-মধ্যগং ত্রিগুণিতং সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রদম্ ॥ ৪৮
বীজান্তঃ-স্থিত-সাধ্য-নাম শরশো মায়া-রমা-মন্মথৈ-
র্বীতং বহ্নিপুর-দ্বয়ে রস-পুটেষ্বাখ্যাঢ্য-বীজত্রয়ম্।
সাত্মানাত্মকমীং-শিখং হরিহরৈরাবদ্ধ-গণ্ডং বহিঃ

ঊর্ধ্বাগ্র ত্রিকোণে শক্তি বীজের মধ্যস্থলে সাধ্য, সাধক ও কর্মের নাম লিখিত হইবে। (সাধকের নামটি ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত এবং সাধ্যের নামটি দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত হইবে। যেমন—দেবদত্তস্য যজ্ঞদত্তং বশং কুরু কুরু। তন্মধ্যে বীজের রেফভাগে সাধ্য নাম এবং চতুর্থ স্বরভাগে সাধক নাম এবং এই উভয়ের মধ্যভাগে কর্ম নাম লেখ্য।) বাহ্যে ত্রিকোণে অর্থাৎ ত্রিকোণের অগ্রভাগ সমূহে লিখিত তিনটি শক্তি বীজের দ্বারা উহা বৃত (বেষ্টিত) হইবে। দুই কপোলের অর্থাৎ ত্রিকোণ কোণের উভয় পার্শ্বে লিখিত হরি ও হর এই বর্ণদ্বয়ের দ্বারা উহা উপলক্ষিত (ভূষিত) হইবে। পরে এই হরি ও হর বর্ণদ্বয় ঈং দ্বারা যুক্ত হইবে অর্থাৎ হর ঈং ও হরি ঈং হইবে এবং তদ্দ্বারা পদ্মটি বহির্ভাগে বেষ্টিত হইবে। পরে তাহার বহির্ভাগে বৃত্ত করিয়া তাহাকে অকারাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকাবর্ণ সমূহের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। তাহার বহির্ভাগে ভূপুর লিখিলে উহা ভূপুর মধ্যগত হইবে। ৪৮

ভুবনেশ্বরীর ষড়্গুণিত যন্ত্র কথিত হইতেছে। বহ্নির গৃহদ্বয়ে অর্থাৎ পরস্পর বিভেদী ত্রিকোণ দ্বয়ে শক্তি বীজের মধ্যে পূর্ববৎ সাধ্য, সাধক ও কর্মের নাম লিখিবেন। তাহার পর ষট্‌কোণের অভ্যন্তরভাগে এইরূপ পাঁচটি মায়াবীজের দ্বারা একটি বেষ্টন, তাহার অন্তরালে এইরূপ পাঁচটি শ্রীবীজের দ্বারা দ্বিতীয় বেষ্টন। তাহার অন্তরালে এইরূপ পাঁচটি কামবীজের দ্বারা তৃতীয় বেষ্টন হইবে। এই ভাবে পনরটী বীজের দ্বারা একটি বেষ্টনে পর্য্যবসান হইবে। রস পুটে অর্থাৎ ছয়টি কোণে সাধ্য, সাধক ও কর্ম নামের সহিত পূর্বপ্রকৃত তিনটি বীজ—শক্তিবীজ, শ্রীবীজ ও মন্মথ বীজ লিখিবেন। এই বীজ তিনটি সাত্মক (সবিন্দু) ও নিরাত্মক (সবিসর্গ) লিখিতে হইবে অর্থাৎ ঈকার গত ঊর্ধ্বভাগের কোণত্রয়ে সাধক-নামবিশিষ্ট সবিন্দু তিনটি বীজ লিখিয়া পরে প্রদক্ষিণক্রমে রেফগত অধোভাগের কোণত্রয়ে সাধ্য ও কর্মনাম বিশিষ্ট সবিসর্গ তিনটি বীজ লিখিবেন। ত্রিকোণ-কোণের মধ্যে অগ্রভাগে ঈং লিখিবেন। ষট্‌কোণের দুইটি কোণ-পার্শ্বে পূর্ববৎ হরি ও হর—এই বর্ণ দুইটি লিখিবেন। বহির্ভাগে

ষড়্‌বীজৈরনুবদ্ধ-সন্ধি-লিপিভির্বীতং গৃহাভ্যাং ভুবঃ ॥ ৪৯
চিন্তামণি-নৃসিংহাভ্যাং লসৎ-কোণমিদং লিখেৎ।
যন্ত্রং ষড়্‌-গুণিতং দিব্যং বহতাং সর্বসিদ্ধিদম্‌ ॥ ৫০
বীজং ব্যাহৃতিভির্বৃতং গৃহযুগ-দ্বন্দ্বে বসোঃ কোণগং
দৌর্গং বীজমনন্তরং লিপিযুগৈরাবদ্ধ-গণ্ডং লিখেৎ।

একান্তরিত ষট্‌কোণের অগ্রে ছয়টি মায়াবীজের দ্বারা সন্ধিবদ্ধ করিবেন। তাহার পর যে ভূপুর দুইটি দিক্‌ ও বিদিক্‌ কোণকে বিভেদ করিয়াছে, তাদৃশ ভূপুর দ্বয়ের দ্বারা যন্ত্রটি বেষ্টিত হইবে। ৪৯

বিবৃতি। যন্ত্রলেখ্য পরস্পর ব্যতিভেদী ত্রিকোণ দ্বয়ের লেখন প্রকার কথিত হইতেছে। উক্ত পরিমাণ একটি বৃত্ত করিয়া পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ একটি সূত্র পাতন করিয়া তাহার দুইটি অগ্রে সূত্র ধারণ করিয়া বৃত্তের অর্দ্ধ পরিমাণ সূত্রকে ঘুরাইয়া দুই দুইটী মৎস্য উৎপন্ন করিবেন। এইরূপ করিলে চারিটি মৎস্য উৎপন্ন হইবে। পূর্ব দিকের মৎস্য দ্বয় ও পশ্চিম দিকের মৎস্য দ্বয়ে উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ দুইটী সূত্র পাতন করিয়া পূর্বদিক্‌ সূত্রের পূর্বাগ্রে সূত্রের আদিকে (মূলকে) স্থাপন করিয়া পশ্চিমের মৎস্য দ্বয়ের দুই উদরে তির্যক্‌ভাবে (আড়াআড়ি) দুইটী সূত্র পাতন করিবেন। পুনরায় পূর্ব সূত্রের পশ্চিমাগ্রে সূত্রের মূল রাখিয়া পূর্ব দিকের মৎস্যদ্বয়ের দুই উদরে তির্য্যক্‌ ভাবে দুইটী সূত্র পাতন করিবেন। তাহার পর পূর্ব সূত্র ও বৃত্তকে মুছিয়া দিলে পুটিত বহ্নির পুরদ্বয় বা পরস্পর বিভেদী ত্রিকোণ দ্বয় উৎপন্ন হইবে। ৪৯

নৃসিংহবীজ দ্বারা দিক্‌ কোণ এবং শৈব চিন্তামণি বীজ দ্বারা বিদিক্‌ কোণ ভূষিত করিয়া এই ষড়্‌গুণিত যন্ত্র অঙ্কিত করিবেন। এই ষড়্‌গুণিত যন্ত্র বহনকারিগণকে (ধারণকারিগণকে) এই যন্ত্র সর্ব সমৃদ্ধি প্রদান করেন। ৫০

ভুবনেশ্বরীর দ্বাদশগুণিত যন্ত্র কথিত হইতেছে। বসুর (অগ্নির) দুইটী গৃহ যুগলে অর্থাৎ ষট্‌কোণ দুইটিতে অর্থাৎ দ্বাদশ কোণে সাধ্য, সাধক ও কর্ম নামের সহিত শক্তিবীজ পূর্ববৎ লিখিয়া বিলোমে সাতটি ব্যাহৃতি দ্বারা উহাকে বেষ্টিত করিবেন। তাহার পর কোণগত করিয়া দৌর্গ বীজ অর্থাৎ দ্বাদশকোণে দুঃ এই দুর্গাবীজ লিখিয়া কোণের অগ্রভাগে হ্রীং লিখিবেন। তাহার পর প্রসিদ্ধ গায়ত্রীর গণ্ডকে শিরং করিয়া দুই দুইটী বর্ণের দ্বারা গণ্ডকে আবদ্ধ করিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক কোণের দুই পার্শ্বে বিলোমে গায়ত্রী বর্ণের দুই দুইটি লিখিবেন। রবিশক্তি দ্বারা অর্থাৎ কোণাগ্রের বহির্ভাগস্থ দ্বাদশ শক্তি-

গায়ত্র্যা রবি-শক্তি-বদ্ধ-বিবরং ত্রিষ্টুব্-বৃতং তত্ততো
বীতং মাতৃকয়া ধরাপুর-যুগে সৎ-সিংহ-চিন্তামণিম্ ॥ ৫১

মন্ত্রং দীনেশ-গুণিতং প্রোক্তং রক্ষা-প্রসিদ্ধিদম্।
সর্বসৌভাগ্য-জননং সর্বশত্রু-নিবারণম্ ॥ ৫২

লিখেৎ সরোজং রস-পত্র-যুক্তং মধ্যে দলেষপ্যভিলিখ্য মায়াং
স্বরাবৃতং যন্ত্রমিদং বধূনাং পুত্র-প্রদং ভূমি-গৃহান্তরস্থম্ ॥ ৫৩

ষট্‌কোণ-মধ্যে প্রবিলিখ্য শক্তিং কোণেষু তামেব বিলিখ্য ভূয়ঃ।
সসাধ্য-গর্ভং বসুধা-পুরস্থং যন্ত্রং ভবেদ্ বশ্যকরং নরাণাম্ ॥ ৫৪

বাগ্‌ভবং শম্ভু-বনিতা রমাবীজ-ত্রয়াত্মকম্।
মন্ত্রং সমুদ্ধরেন্ মন্ত্রী ত্রিবর্গ-ফল-সাধনম্ ॥ ৫৫

বীজের দ্বারা বিবরগুলি অর্থাৎ সন্ধি স্থানগুলি আবদ্ধ হইবে। তাহার পর তাহা প্রতিলোমে ত্রিষ্টুভ্ দ্বারা অর্থাৎ জাতবেদসে ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহার পর অনুলোম ও বিলোমে অকারাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকা দ্বারা ঐ যন্ত্রটীকে বেষ্টিত করিবেন। তাহার পর পূর্ববৎ ভূপুরদ্বয় লিখিবেন। তাহার পর পূর্ববৎ দিক্‌কোণে নৃসিংহবীজ এবং বিদিক্‌কোণে শৈব চিন্তামণিবীজ বিদ্যমান হইবে অর্থাৎ লিখিবেন। পূর্বযন্ত্র অপেক্ষা এই যন্ত্রের ফল দ্বিগুণ। ৫১

সমস্ত প্রকার সৌভাগ্যের জনক সমস্ত শত্রুর নিবারক এই দ্বাদশগুণিত যন্ত্র রক্ষা ও প্রসিদ্ধিপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫২

ভুবনেশ্বরীর যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। ছয়টি পত্রযুক্ত একটি পদ্ম লিখিবেন। তাহার মধ্যস্থল ও ছয়টি পত্র—এই সাতটি স্থানে সাধ্যের সহিত মায়াবীজ লিখিবেন। অকার হইতে বিসর্গান্ত স্বরের দ্বারা ইহা বেষ্টিত হইবে। এই যন্ত্র ভূমি মধ্যে বা গৃহমধ্যে স্থাপিত হইলে ইহা স্ত্রীগণের পুত্রপদ হয়। ৫৩

ভুবনেশ্বরীর যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। ষট্ কোণ মধ্যে শক্তিবীজকে লিখিয়া পুনরায় কোণসমূহে সেই শক্তিবীজকে লিখিবেন। সাতটি স্থানে সাধ্যগর্ভ বীজ লিখিতে হইবে। ভূপুর মধ্যবর্তী এই যন্ত্র মনুষ্যগণের বশ্যকর হইয়া থাকে। ৫৪

ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। বাগ্‌ভববীজ (ঐং) শম্ভুবনিতা শক্তিবীজ (হ্রীং) ও রমাবীজ (শ্রীং)। মন্ত্রজ্ঞ সাধক ত্রিবর্গ ফলসাধন এই বীজত্রয়াত্মক মন্ত্রকে উদ্ধার করিবেন। ৫৫

ষড়্-দীর্ঘ-ভাজা মধ্যেন বাগ্ভবাদ্যেন কল্পয়েৎ।
ষড়ঙ্গানি মনোরস্য জাতি-যুক্তানি মন্ত্রবিৎ।
কুর্য্যাৎ পূর্বোদিতান্ ন্যাসান্ তথৈবাঽত্রাপি সাধকঃ॥ ৫৬

সিন্দূরারুণ-বিগ্রহাং ত্রিনয়নাং মাণিক্য-মৌলিস্ফুরৎ-
তারানায়ক-শেখরাং স্মিতমুখীমাপীন-বক্ষোরুহাম্।
পাণিভ্যাং মণিরত্ন-পূর্ণ-চষকং রক্তোৎপলং বিভ্রতীং
সৌম্যাং রত্ন-ঘটস্থ-সব্য-চরণাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্॥ ৫৭

রবিলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং পায়সৈর্মধুর-প্লুতৈঃ।
দশাংশং জুহুয়ান্ মন্ত্রী পীঠে প্রাগীরিতে যজেৎ॥ ৫৮

দেবীং প্রাগুক্ত-মার্গেণ গন্ধাদ্যৈরতিশোভনৈঃ।
হুত্বা পলাশকুসুমৈর্বাক্ শ্রিয়ং মহতীং লভেৎ॥ ৫৯

বিবৃতি। পূর্ব মন্ত্রের যে ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা উক্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রেরও সেই ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা। এই মন্ত্রের ঐং বীজ ও হ্রীং শক্তি। ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ ও কামের) সাধনে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। ৫৫

মন্ত্রবিৎ সাধক বাগ্ভববীজকে প্রথমে রাখিয়া মধ্যবীজ শক্তিবীজকে ষড়্-দীর্ঘযুক্ত করিয়া এই মন্ত্রের জাতিযুক্ত ষড়ঙ্গের কল্পনা করিবেন অর্থাৎ ঐং হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ঐং হ্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি আকারে জাতিযুক্ত ষড়ঙ্গের ন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের আরাধনা কালেও পূর্বোক্ত ন্যাসসমূহও করিবেন। ৫৬

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ কথিত হইতেছে। সিন্দূরের ন্যায় অরুণবর্ণ দেহধারিণী ত্রিনয়না মাণিক্যখচিত মুকুটের দীপ্তিতে উজ্জ্বলা চন্দ্রশেখরা স্মিতমুখী পীনস্তনী হস্তদ্বয়ের দ্বারা মণিরত্নপূর্ণ চষক ও রক্তোৎপল-ধারিণী রত্নপূর্ণ ঘটে বামচরণ স্থাপিনী রক্তপদ্মস্থা পরা অম্বিকাকে ধ্যান করিবেন। ৫৭

এই মন্ত্র দ্বাদশ লক্ষ জপ করিবেন। মধুরাপ্লুত পায়সের দ্বারা দশাংশ হোম করিবেন। মন্ত্রী ভুবনেশ্বরী প্রকরণে কথিত পীঠে এই দেবীর পূজা করিবেন। ৫৮

অঙ্গদেবতা ও আবরণ দেবতা হইতে পৃথগ্ভাবে অতি সুন্দর গন্ধাদি উপচারের দ্বারা পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে দেবীর পূজা করিয়া পলাশ পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া মহতী বাক্যশ্রী লাভ করেন। ৫৯

ব্রাহ্মীঘৃতং পিবেজ্জপ্তং কবিত্বং বৎসরাদ্ ভবেৎ।
সিদ্ধার্থান্ লবণোপেতান্ হুত্বা মন্ত্রী বশং নয়েৎ।
নর-নারী-নরপতীন্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৬০

চতুরঙ্গুলজৈঃ পুষ্পৈশ্চন্দনাম্ভঃ-সমুক্ষিতৈঃ।
হুত্বা বশীকরোত্যাশু ত্রৈলোক্যমপি সাধকঃ॥ ৬১

জুহুয়াদরুণাম্ভোজৈরযুতং মধুরাপ্লুতৈঃ।
রাজ্যশ্রিয়মবাপ্নোতি সতিলৈস্তণ্ডুলৈস্তথা।
প্রাগুক্তান্যপি কর্মাণি মন্ত্রেণানেন সাধয়েৎ॥ ৬২

বাগ্‌বীজ-পুটিতা মায়া বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা।
মধ্যেন দীর্ঘ-যুক্তেন বাক্‌পুটেন প্রকল্পয়েৎ॥ ৬৩

অঙ্গানি জাতিযুক্তানি ক্রমেণ মন্ত্রবিত্তমঃ।
যথাপুরা সমুদ্দিষ্টান্ ন্যাসান্ কুর্বীত মন্ত্রবিৎ॥ ৬৪

ঘৃতের চতুর্গুণ ব্রাহ্মীরসে পক্ব মন্ত্র জপ্ত ব্রাহ্মীঘৃত পান করিয়া বৎসরের মধ্যে কবিত্ব লাভ করেন। মন্ত্রী লবণযুক্ত সিদ্ধার্থ হোম করিয়া নর, নারী ও নরপতিগণকে বশে আনয়ন করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ করিবেন না। ৬০

সাধক চন্দন জলের দ্বারা প্রোক্ষিত চতুরঙ্গুলজ (রাজবৃক্ষের) পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া শীঘ্র ত্রৈলোক্যকেও বশীভূত করেন। ৬১

মধুরাপ্লুত রক্ত পদ্মের দ্বারা এবং তিলযুক্ত তণ্ডুলের দ্বারা অযুত সংখ্যক হোম করিবেন। ইহা দ্বারা রাজ্যশ্রী লাভ করেন। এই মন্ত্রের দ্বারা পূর্ব প্রোক্ত অন্যান্য কর্ম সমূহেরও অনুষ্ঠান করিবেন। ৬২

ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। মায়া বীজ (হ্রীং) বাগ্‌বীজের দ্বারা পুটিত হইলে ইহা ত্র্যক্ষরী বিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। বাগ্‌বীজ পুটিত দীর্ঘ স্বর যুক্ত মধ্যবীজ দ্বারা অঙ্গ সমূহ কল্পনা করিবেন। ৬৩

মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ ক্রমে ক্রমে জাতিযুক্ত অঙ্গসমূহের দ্বারা ঐং হ্রাং ঐং হৃদয়ায় নমঃ, ঐং হ্রীং ঐং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি আকারে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। মন্ত্রবিৎ সাধক পূর্বে যে প্রকারে ন্যাসগুলি উক্ত হইয়াছে, এস্থলেও সেই প্রকারে সেই ন্যাসগুলি করিবেন। ৬৪

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং নিজকরৈর্দানঞ্চ রক্তোৎপলং
রত্নাঢ্যং চষকং পরং ভয়হরং সংবিভ্রতীং শাশ্বতীম্।
মুক্তাহার-লসৎ-পয়োধর-নতাং নেত্রত্রয়োল্লাসিনীং
বন্দেঽহং সুরপূজিতাং হরবধূং রক্তারবিন্দ-স্থিতাম্ ॥ ৬৫

তত্ত্বলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং জুহুয়াৎ তদ্-দশাংশতঃ।
পলাশপুষ্পৈঃ স্বাদ্বক্তৈঃ পুষ্পৈর্বা রাজবৃক্ষজৈঃ ॥ ৬৬
হৃল্লেখা-বিহিতে পীঠে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
মধ্যাদি পূজয়েন্ মন্ত্রী হৃল্লেখাদ্যাঃ পুরোদিতাঃ ॥ ৬৭
মিথুনানি যজেন্ মন্ত্রী ষট্‌কোণেষু যথাপুরা।
অঙ্গপূজা কেসরেষু পূজ্যাঃ পত্রেষু মাতরঃ ॥ ৬৮
ভৈরবাঙ্ক-সমারূঢ়াঃ স্মেরবক্ত্রা মদালসাঃ।
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্ত-সংজ্ঞকঃ ॥ ৬৯
কপালী ভীষণঃ পশ্চাৎ সংহারী চাষ্ট ভৈরবাঃ।

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—আমি শ্যামাঙ্গী চন্দ্র-শেখরা নিজ হস্ত সমূহের দ্বারা বর মুদ্রা, রক্তোৎপল, রত্নপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট চষক ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী, সনাতনী মুক্তাহারে শোভিতা স্তনভারে নম্রা নেত্রত্রয়ে উজ্জ্বলা রক্তপদ্ম-স্থিতা দেবপূজিতা হরবধূকে বন্দনা করি। ৬৫

চতুর্বিংশতি লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন। ত্রিমধুরাপ্লুত পলাশ পুষ্পসমূহের দ্বারা অথবা রাজবৃক্ষ জাত পুষ্পসমূহের দ্বারা তাহার দশাংশ পরিমাণ হোম করিবেন। ৬৬

ভুবনেশী প্রোক্ত পীঠে পরমেশ্বরীকে পূজা করিবেন। মন্ত্রী মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ মধ্যে, পূর্বে, দক্ষিণে, উত্তরে ও পশ্চিমে পূর্বোক্ত হৃল্লেখা, গগনা, রক্তা, করালিকা ও মহোচ্ছুমাকে স্ব স্ব বীজ সংযুক্ত করিয়া পূজা করিবেন। ৬৭

মন্ত্রী ছয়টি কোণে পূর্বের ন্যায় বীজ ধ্যানাদি সহিত মিথুন দেবতার পূজা করিবেন। কেসর সমূহে অনঙ্গমদনা প্রভৃতি অঙ্গ দেবতার পূজা করিবেন। তাহার পর পত্রসমূহে করালী প্রভৃতি মাতৃবর্গের পূজা করিবেন। ৬৮

এই মাতৃগণ ভৈরবের ক্রোড়ে সমারূঢ়া হাস্যমুখী ও মদবিহ্বলা। অসিতাঙ্গ রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহারী এই আট ভৈরব। ইহারা

শূলং কপালং প্রেতঞ্চ বিভ্রাণাঃ ক্ষুদ্র-দুন্দুভিম্ ॥ ৭০

গজ-ত্বগম্বরা ভীমাঃ কুটিলালক-শোভিতাঃ ।
দীর্ঘাদ্যা মাতরঃ প্রোক্তা হ্রস্বাদ্যা ভৈরবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭১

পূজ্যাঃ ষোড়শ-পত্রেষু করাল্যাদ্যাঃ পুরোদিতাঃ ।
তদ্বাহ্যেঽনঙ্গরূপাদ্যাঃ লোকেশাস্ত্রাণি তদ্বহিঃ ॥ ৭২

এবমারাধয়েদ্ দেবীং শাস্ত্রোক্তেনৈব বর্ত্মনা ।
বশং নয়তি রাজানং বনিতাশ্চ মদালসাঃ ॥ ৭৩

মন্ত্রনাজ্যেন জুহুয়াদ্ লভতে বসু বাঞ্ছিতম্ ।
সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্হুত্বা শ্রিয়মাপ্নোতি বাঞ্ছিতাম্ ॥ ৭৪

সকলে দক্ষিণের ঊর্দ্ধ হস্ত হইতে অধোহস্ত পর্যন্ত চারিহস্তে যথাক্রমে শূল, কপাল, প্রেত ও ক্ষুদ্রদুন্দুভি (ডমরু) ধারণ করিয়া আছেন। ইঁহারা সকলে হস্তিত্বকের বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। ইঁহারা ভীম দর্শন ও কুটিল কেশে সুশোভিত। মাতৃগণ আটটী দীর্ঘবীজযুক্ত এবং ভৈরবগণ আটটি হ্রস্ববীজ যুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৬৯-৭১

বিবৃতি। আ ঈ ঊ ৠ ৡ ঐ ঔ অঃ এই আটটি তান্ত্রিক পারিভাষিক দীর্ঘ স্বরবর্ণ। অ ই উ ঋ ঌ এ ও অং—এইগুলি পারিভাষিক হ্রস্ব স্বরবর্ণ। অষ্ট ভৈরবের নামের পূর্বে যথাক্রমে অং ইং ইত্যাদি যোগ করিয়া এবং অষ্ট মাতৃনামের পূর্বে যথাক্রমে আং ঈং ইত্যাদি বীজ যোগ করিতে হইবে। পূর্বোক্ত ক্ষাং প্রভৃতির যোগও করিতে হইবে। তাই রাঘব ভট্ট পূজা মন্ত্র বলিয়াছেন—অং অসিতাঙ্গ-ভৈরবাঙ্কস্থায়ৈ আং ক্ষাং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি। ৭১

ষোড়শ পত্রে পূর্ব কথিত করালী প্রভৃতি মাতৃবর্গের পূজা কর্ত্তব্য। পত্রের বহির্ভাগে অনঙ্গরূপা প্রভৃতি পরিচারিকা শক্তির পূজা করিবেন। তাহার বাহিরে লোকপাল ও তাঁহার অস্ত্রসমূহের পূজা করিবেন। ৭২

এই প্রকারে শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে দেবীর আরাধনা করিবেন। এই আরাধনা রাজাকে এবং মদবিভ্রমা বনিতা সকলকে বশে আনয়ন করে। ৭৩

এই মন্ত্রে আজ্যের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে বাঞ্ছিত ধনের লাভ হয়। সুগন্ধ পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া বাঞ্ছিত ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ৭৪

মন্ত্রেণাঽনেন সংজপ্তমশ্নীয়াদন্নমন্বহম্ ।
ভবেদরোগী নিয়তং দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৫

অনন্তো বিন্দুসংযুক্তো মায়া ব্রহ্মাগ্নি-তারবান্ ।
পাশাদি-ত্র্যক্ষরো মন্ত্রঃ সর্ববশ্য-ফলপ্রদঃ ।
ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্বমুক্তাঃ স্যুর্বীজেনাঙ্গক্রিয়া মতা ॥ ৭৬

বরাঙ্কুশৌ পাশমভীতি বিভ্রাং করৈর্বহন্তীং কমলাসনস্থাম্ ।
বালার্ক-কোটি-প্রতিমাং ত্রিনেত্রাং ভজেঽহমাদ্যাং ভুবনেশ্বরীং তাম্ ॥ ৭৭

হবিষ্যভুগ্ জপেন্ মন্ত্রং তত্ত্বলক্ষং জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
তৎসহস্রং প্রজুহুয়াজ্ জপান্তে মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৭৮

প্রতিদিন এই মন্ত্র জপ্ত অন্ন ভোজন করিবেন। ইহাতে সর্বদা নীরোগ হইবেন এবং দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিবেন। ৭৫

ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। অনন্ত আ বিন্দু সংযুক্ত হইলে আং হইবে। পরে মায়া হ্রীং, তাহার পর ব্রহ্মা ক অগ্নি রকার ও তার প্রণব (ওঁ) দ্বারা যুক্ত হইলে ক্রোং হয়। তাহাতে সর্ববশ্য ফলপ্রদ পাশাদি ত্র্যক্ষর (আং হ্রীং ক্রোং) মন্ত্র হয়। (এই মন্ত্রের ঋষি ছন্দঃ প্রভৃতি পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সর্ববশ্য কামনায় এই মন্ত্রের বিনিয়োগ হয়)। পাশ (আং) ও অঙ্কুশ পুটিত দীর্ঘযুক্ত মায়া বীজের দ্বারা অঙ্গন্যাস এবং হৃল্লেখা প্রভৃতির ন্যাস করিবেন। ৭৬

বিবৃতি। রাঘব ভট্ট আং হ্রাং ক্রোং হৃদয়ায় নমঃ, আং হ্রীং ক্রোং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি আকারে অঙ্গন্যাস করিতে বলিয়াছেন। পাশ (আং) ও অঙ্কুশ (ক্রোং) বীজপুটিত মূলবীজযোগে হৃল্লেখা প্রভৃতির ন্যাসও কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। এই মন্ত্রের পীঠ হইতেছে ষট্‌কোণকর্ণিক অষ্টদল পদ্ম। এই মন্ত্রের পীঠমন্ত্র ভিন্ন। উহাতে বীজত্রয়ের যোগ হইবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত পীঠমন্ত্রে উক্ত বীজত্রয় যোগ করিলেই এই মন্ত্রের পীঠমন্ত্র হয়। ৭৬

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—পূর্ববৎ হস্তসমূহের দ্বারা বর, অঙ্কুশ, পাশ, অভয় মুদ্রা ধারিণী রক্তপদ্মে আসীনা কোটি বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী ত্রিনেত্রা সেই আদ্যা ভুবনেশ্বরীকে আমি ভজনা করি। ৭৭

জিতেন্দ্রিয় হইয়া হবিষ্য ভোজন করিয়া চতুর্বিংশতি লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন। মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ গুরু জপের অন্তে চতুর্বিংশতি সহস্র হোম করিবেন। ৭৮

দধি-ক্ষৌদ্র-ঘৃতাক্তাভিঃ সমীদ্ভিঃ ক্ষীরভূরুহাম্ ।
তৎসংখ্যয়া তিলৈঃ শুদ্ধৈর্জলাক্তৈর্জুহুয়াৎ ততঃ ॥ ৭৯
হৃল্লেখা-বিহিতে পীঠে নব-শক্তি-সমন্বিতে ।
অর্চয়েৎ পরমেশানীং বক্ষ্যমাণ-ক্রমেণ তাম্ ॥ ৮০
হৃল্লেখান্তা যজেদাদৌ কর্ণিকায়াং যথাবিধি ।
অঙ্গানি কেসরেষু স্যুঃ পত্রস্থা মাতরঃ ক্রমাৎ ॥ ৮১
ইন্দ্রাদয়ঃ পুনঃ পূজ্যাস্তেষামস্ত্রাণি তদ্বহিঃ ।
এবং সংপূজয়েদ্ দেবীং সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণো ভবেৎ ॥ ৮২
পূজ্যতে সকলৈর্লোকৈস্তেজসা ভাস্করোপমঃ ।
অনেনাঽধিষ্ঠিতং গেহং নিশি দীপশিখাকুলম্ ।
দৃশ্যতে প্রাণিভিঃ সর্বৈর্মন্ত্রস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৮৩
সর্ষপৈর্লোণ-সংমিশ্রৈরাজ্যাক্তৈর্জুহুয়ান্নিশি ।
রাজানং বশয়েৎ সদ্যস্তৎপত্নীমপি সাধকঃ ॥ ৮৪

দধি, মধু ও ঘৃতাক্ত ক্ষীরবৃক্ষের (অশ্বত্থ, উডুম্বর, প্লক্ষ ও বটের) প্রত্যেকের ষট্ সহস্র সমিধ্ দ্বারা হোম করিবেন। সমিধ্ হোমের পর জলাক্ত শুদ্ধ তিলের দ্বারা চতুর্বিংশতি (২৪) সহস্র সংখ্যায় হোম করিবেন। ৭৯

ভুবনেশী প্রকরণে কথিত নব শক্তি সমন্বিত ষট্‌কোণ কর্ণিকাযুক্ত অষ্টদল পদ্মরূপ পীঠে বক্ষ্যমাণক্রমে সেই পরমেশ্বরীকে ও পূর্ব প্রোক্ত পীঠশক্তি সমূহকে পূজা করিবেন। ৮০

প্রথমে কর্ণিকাতে যথাবিধানে বীজত্রয়পুটিত বীজ (আং হ্রীং ক্রোং) বলিয়া হৃল্লেখা প্রভৃতির পূজা করিবেন। পরে ক্রমে ক্রমে কেসর সমূহে অঙ্গদেবতার ও পত্র সমূহে ভৈরবক্রোড়স্থ মাতৃবর্গের পূজা করিবেন। ৮১

তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। এই প্রকারে দেবীকে পূজা করিবেন। তাহা হইলে কুবেরসদৃশ ধনপতি হইবেন। ৮২

ইনি সমস্ত লোক কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। দেবতার অনুগ্রহে পূজক তেজে ভাস্করতুল্য হইয়া থাকেন। সমস্ত প্রাণিগণ এই মন্ত্রের প্রভাবে এই দেবীর অধিষ্ঠিত গৃহকে রাত্রিতে দীপশিখায় পরিব্যাপ্ত দেখিয়া থাকেন। ৮৩

রাত্রিতে লবণ মিশ্রিত ঘৃতাক্ত সর্ষপের দ্বারা হোম করিবেন। সাধক ইহা দ্বারা রাজাকে এবং রাজপত্নীকেও বশে আনিতে পারেন। ৮৪

অন্নবানন্নহোমেন শ্রীমান্ পদ্ম-হুতাদ্ ভবেৎ ।
রাজবৃক্ষ-সমুদ্ভূতৈঃ পুষ্পৈর্হুত্বা কবির্ভবেৎ ॥ ৮৫

অরোগী তিলহোমেন ঘৃতেনায়ুরবাপ্নুয়াৎ ।
প্রাক্‌প্রোক্তান্যপি কর্মাণি সাধয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৮৬

আলিখ্যাঽষ্ট-দিগর্গলাঢ্যদরগং পাশাদিকং ত্র্যক্ষরং
কোষ্ঠেষঙ্গমনূন্ পরেষু বিলিখেদষ্টার্ণ-মন্ত্র-দ্বয়ম্ ।
অচ্-পূর্বাপর-ষট্‌ক-যুগ্-লযবরান্ ব্যোমাসনানর্গলে-
ষালিখেদিন্দ্র-জলাধিপাদি-গুণশঃ পঙ্‌ক্তি দ্বয়ং তৎপরম্ ॥ ৮৭

অন্নহোমের দ্বারা অন্নবান্ হয়। পদ্মহোমের দ্বারা শ্রীমান্ (ঐশ্বর্যশালী) হয়। রাজবৃক্ষ সমুদ্ভূত পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া কবি হয়। ৮৫

তিল হোমের দ্বারা অরোগী হয়। ঘৃত হোমের দ্বারা আয়ুঃ লাভ করে। সাধক পূর্বপ্রোক্ত অন্যান্য কর্মসমূহও অনুষ্ঠান করিবেন। ৮৬

ষটার্গল যন্ত্র কথিত হইতেছে। বাস্তু মণ্ডলোক্ত প্রকারে একটি চতুরস্র করিয়া তাহাকে পূর্বসূত্র ও উত্তর সূত্রের দ্বারা যুক্ত করিবেন। তাহার পর কোণ সূত্রের অর্দ্ধ পরিমাণে চারিদিকে মধ্য হইতে পূর্বসূত্র ও উত্তরসূত্র অঙ্কন করিবেন। দুই দুইটি অঙ্কে সূত্রপাত করিলে পূর্বভেদী দিক্‌কোণ অন্য একটি চতুরস্র উৎপন্ন হইবে। তাহার পর আটটি পরিধিকে ইচ্ছানুসারে বাড়াইয়া অর্গলের আকার করিবেন। সর্বত্র দিক্‌কর্ণের সূত্রগুলিকে মুছিয়া ফেলিবেন। এইরূপে আটটি দিগর্গল অঙ্কন করিয়া মধ্যে বৃত্ত করিয়া সেই বৃত্তে পাশাদি ত্র্যক্ষর (আং হ্রীং ক্রোং) লিখিবেন। অন্যান্য কোষ্ঠসমূহে অঙ্গমন্ত্র সমূহ লিখিবেন অর্থাৎ চতুরস্র দুইটির অন্তর্ভাগস্থ সন্ধি সমূহে বৃত্ত করিয়া তাহার আটটি কোষ্ঠের মধ্যে পূজা প্রকারে আগ্নেয়াদি বিদিক্ (কোণ) কোষ্ঠসমূহে হৃন্মন্ত্র, শিরোমন্ত্র, শিখামন্ত্র ও কবচ মন্ত্র লিখিয়া মধ্যে অগ্রভাগে নেত্রমন্ত্র ও দিক্‌কোষ্ঠ সমূহে অস্ত্র মন্ত্র লিখিবেন। পুনরায় বাহ্যসন্ধি সমূহে বৃত্ত করিয়া তদুৎপন্ন আটটি কোষ্ঠে অষ্টাক্ষর মন্ত্রদ্বয় (আং শ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং হ্রীং শ্রীং আং ও কামিনি রঞ্জিনি স্বাহা) লিখিবেন। তাহার পর অর্গল সমূহে ইন্দ্র, জলাধিপতি অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, আগ্নেয়, বায়বীয়, দক্ষিণ, উত্তর, নৈর্ঋত ও ঈশান অর্গলাতে গুণক্রমে অর্থাৎ তিন তিনটি অক্ষরক্রমে দুই পঙ্‌ক্তিতে ব্যোমাসন (হকারের আসন) অর্থাৎ হকার যুক্ত ও অচের (স্বরের) পূর্ব ষট্‌ক

কোষ্ঠেষষ্ট-যুগার্ণমাত্ম-সহিতাং যুগ্ম-স্বরান্তর্গতাং
মায়াং কেশরগাং দলেষু বিলিখেন্ মূলং ত্রিপঙ্‌ক্তি-ক্রমাৎ।

অর্থাৎ অ আ ই ঈ উ ঊ এবং অচের অপর ষট্‌ক অর্থাৎ এ ঐ ও ঔ অং অঃ যুক্ত ল য ব র বর্ণকে অর্থাৎ হ্লং হ্লাং হ্লিং প্রভৃতি লিখিবেন। ৮৭

বিবৃতি। অর্গলাতে ব্যোমাসন পূর্ব ও অপর অচ্ ষট্‌ক যুক্ত ল য ব র লেখার প্রকার এইরূপ—পূর্ব অর্গলাতে বর্ধিত রেখার সহিতে কৃত বৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর হইতে অর্গলান্ত পর্যন্ত হ্লং হ্লাং হ্লিং এই তিনটি অক্ষর লিখিয়া পুনরায় দক্ষিণের অর্গলাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বৃত্তের অন্ত পর্যন্ত হ্লীং হ্লুং হ্লূং এই তিনটি অক্ষর লিখিবেন। পশ্চিম অর্গলাতে দক্ষিণের বৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অর্গলার শেষ পর্যন্ত হ্লেং হ্লৈং হ্লোং লিখিয়া পুনরায় উত্তরের অর্গলার অগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বৃত্তের অন্ত পর্যন্ত হ্লৌং হ্লং হ্লঃ লিখিবেন। এইরূপ আগ্নের অর্গলাতে পূর্ব হইতে পূর্ববৎ হ্যং হ্যাং হ্যিং লিখিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ববৎ হ্যীং হ্যুং হ্যূং লিখিবেন। এইরূপ বায়বীয় অর্গলে পশ্চিম হইতে পূর্ববৎ হ্যেং হ্যৈং হ্যোং লিখিয়া পূর্ব হইতে পূর্ববৎ হ্যৌং হ্যং হ্যঃ লিখিবেন। দক্ষিণ অর্গলাতে পূর্ব হইতে পূর্ববৎ হ্বং হ্বাং হ্বিং লিখিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ববৎ হ্বীং হ্বুং হ্বূং লিখিবেন। উত্তর অর্গলাতে পশ্চিম হইতে পূর্ববৎ হ্বেং হ্বৈং হ্বোং লিখিয়া পূর্ববৎ পূর্ব হইতে হ্বৌং হ্বং হ্বঃ লিখিবেন। নৈঋর্ত অর্গলাতে দক্ষিণ হইতে পূর্ববৎ হ্রং হ্রাং হ্রিং লিখিয়া উত্তর হইতে পূর্ববৎ হ্রীং হ্রুং হ্রূং লিখিবেন। ঈশান অর্গলাতে উত্তর হইতে পূর্ববৎ হ্রেং হ্রৈং হ্রোং লিখিয়া দক্ষিণ হইতে পূর্ববৎ হ্রৌং হ্রং হ্রঃ লিখিবেন। ৮৭

তাহার পর তদন্তরালবর্তী চন্দ্রভীসদৃশ দুই দুই কোষ্ঠে অষ্টযুগলের অক্ষরসমূহ (ষোড়শাক্ষর) লিখিয়া অষ্টদল পদ্মের কেসর সমূহে যুগ্ম স্বরের অন্তর্গত অর্থাৎ সবিন্দু অকার ও অকারের মধ্যগত আত্মবীজ হংসদ্বয়ের সহিত অর্থাৎ উভয় পার্শ্বে আত্মবীজ যুক্ত মায়াকে (চতুর্থ স্বর ঈংকে) লিখিবেন অর্থাৎ প্রতি কেসরে অং হংসঃ ঈং হংস আং এই সাতটি অক্ষর লিখিবেন। পত্রসমূহে তিনটি পঙ্‌ক্তি ক্রমে তিন বার পাশ ও অঙ্কুশ এবং অনুলোম ও বিলোমে মাতৃকাবেষ্টিত মূল বর্ণকে লিখিবেন। তন্মধ্যে পদ্মের বহির্ভাগে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে মূলটি পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা, তাহার বহির্ভাগে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে মূলটি অনুলোম মাতৃকা দ্বারা এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে মূলটি বিলোম

ত্রিঃপাশাঙ্কুশ-বেষ্টিতঞ্চ লিপিভির্বীতং ক্রমাদুৎক্রমাৎ
পদ্মস্থেন ঘটেন পঙ্কজমুখেনাবেষ্টিতং তদ্-বহিঃ ॥ ৮৮

ঘটার্গলমিদং যন্ত্রং মন্ত্রিণাং প্রাভৃতং মতম্ ।
পাশ-শ্রী-শক্তি-কন্দর্প-কাম-শক্তীন্দিরাঙ্কুশাঃ ॥ ৮৯

প্রথমোঽষ্টাক্ষরো মন্ত্রস্ততঃ কামিনি ! রঞ্জিনি ! ।
স্বাহান্তোঽষ্টাক্ষরঃ সদ্ভিরপরঃ কীর্ত্তিতো মনুঃ ॥ ৯০

হ্রীং গৌরি ! রুদ্রদয়িতে ! যোগেশ্বরি ! সবর্ম ফট্ ।
দ্বিঠান্তঃ ষোড়শার্ণোঽয়ং মন্ত্রঃ সদ্ভিরুদীরিতঃ ॥ ৯১

মাতৃকা দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহার বহির্ভাগে পদ্মস্থ অর্থাৎ ঊর্দ্ধ্বমুখ পদ্মের কর্ণিকাস্থিত পঙ্কজ মুখ ঘটের দ্বারা উহা অধোমুখ পঙ্কজবৎ আবেষ্টিত হইবে। ৮৮

এই ঘটার্গল যন্ত্র মন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রাভৃত (প্রকৃষ্ট রক্ষক) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যন্ত্রলেখ্য অষ্টার্ণ মন্ত্র হইতেছে—পাশ (আং), শ্রী (শ্রীং), শক্তি (হ্রীং) কন্দর্প কামবীজ (ক্লীং), কাম (ক্লীং), শক্তি (হ্রীং), ইন্দিরা শ্রীবীজ (শ্রীং) অঙ্কুশ (ক্রোং)—এই আটটি প্রথম অষ্টাক্ষর মন্ত্র। তাহার পর স্বাহান্ত কামিনি রঞ্জিনি অর্থাৎ কামিনি ! রঞ্জিনি। স্বাহা—এইটি দ্বিতীয় অষ্টাক্ষর মন্ত্র পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৮৯-৯০

বিবৃতি। এই দুইটিও ভুবনেশ্বরীর পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্রের অজ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, শক্তি দেবতা। স্ত্রীর বশীকরণ আকর্ষণ প্রভৃতিতে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে—আনন্দরূপিণীং দেবীং পাশাঙ্কুশ-ধনুঃ-শরান্। বিভ্রতীং দোর্ভিররুণাং কুচার্ত্তাং হৃদি ভাবয়েৎ। এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস ষড়্দীর্ঘ যুক্ত মায়া দ্বারা হইবে। অন্যান্য ন্যাস ও পূজা পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় অষ্টাক্ষর মন্ত্রের সম্মোহন ঋষি, নিবৃৎ ছন্দঃ, সম্মোহিনী দেবতা। দ্বিরাবৃত্ত পদসমূহের দ্বারা অঙ্গন্যাস হইবে। অন্যান্য ন্যাস ও পূজা পূর্ব্ববৎ। এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে—শ্যামাঙ্গীং বল্লকীং দোর্ভ্যাং বাদয়ন্তীং সুভূষণাম্। চন্দ্রাবতংসাং বিবিধ-গানৈর্মোহয়ন্তীং জগৎ। অন্যান্য বিশেষ বিষয় পদার্থাদর্শে দ্রষ্টব্য। ৮৯-৯০

যন্ত্রে লেখ্য ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইতেছে—হ্রীং গৌরি। রুদ্রদয়িতে। হুং ফট্ স্বাহা—এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্রটী সাধকগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৯১

লিখিত্বা ভূর্জপত্রাদৌ যন্ত্রমেতদ্ যথাবিধি।
ধারয়ন্ বামবাহৌ বা কণ্ঠে বা নিজমূর্দ্ধনি।
বশয়েৎ সকলান্ মর্ত্ত্যান্ বিশেষেণ মহীপতীন্ ॥ ৯২
নীলপট্টে বিলিখ্যৈতদ্ গুটিকাং কৃত্য তৎ পুনঃ।
সাধ্য-প্রতিকৃতেঃ সিক্থ-নির্মিতায়া হৃদি ন্যসেৎ ॥ ৯৩
পাত্রে ত্রিমধুরাপূর্ণে নিঃক্ষিপ্যৈনাং বিধানতঃ।
সম্পূজ্য গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্বলিং নিক্ষিপ্য রাত্রিষু ॥ ৯৪
মূলমন্ত্রং জপেন্ মন্ত্রী নিত্যমষ্টসহস্রকম্।
সপ্তাহাদ্ বাঞ্ছিতাং নারীমাকর্ষেৎ স্মর-বিহ্বলাম্ ॥ ৯৫
ভূর্জপত্রে বিলিখ্যৈতদ্ গুটিকাং কৃত্য তৎ পুনঃ।
লাক্ষয়া তাম্র-রজত-কাঞ্চনৈর্বেষ্টয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৯৬
তৎ কুম্ভে ন্যস্য সম্পূজ্য যথাবদ্ ভুবনেশ্বরীম্ ।
সংস্পৃশ্য তং জপেন্ মন্ত্রং দিবাকর-সহস্রকম্ ॥ ৯৭

বিবৃতি। এইটিও একটি ভুবনেশ্বরীর স্বতন্ত্র মন্ত্র। ইহার পূজা পদ্ধতি পদার্থাদর্শে দ্রষ্টব্য। ৯১

পুষ্যার্কের অষ্টমভাগে উপবাসাদি করিয়া যথাবিধি ভূর্জপত্র প্রভৃতিতে এই যন্ত্র লিখিয়া বাম বাহুতে বা কণ্ঠে বা নিজ মস্তকে ধারণ করিলে সমস্ত মনুষ্যকে বিশেষতঃ নৃপাত-বর্গকে বশে আনয়ন করিতে পারিবেন। ৯২

এই যন্ত্র নীলপট্টে (রেশম বস্ত্রে) লিখিয়া তাহাকে পুনরায় গুটিকা করিয়া সিকথ (মোম) নির্মিত সাধ্য প্রতিকৃতির হৃদয়ে স্থাপন করিবেন। ৯৩

ত্রিমধুরের দ্বারা পরিপূর্ণ পাত্রে ইহাকে স্থাপন করিয়া যথাবিধানে রক্ত গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া ত্র্যক্ষর মূল মন্ত্রে পায়সাদি দ্বারা বলি দিয়া সাধক রাত্রি সমূহে প্রত্যহ আট হাজার ত্র্যক্ষর মূল মন্ত্র জপ করিবেন। সপ্তাহের মধ্যে অভিলষিতা কামবিহ্বলা নারীকে আকর্ষণ করিতে পারিবেন। ৯৪-৯৫

ভূর্জপত্রে এই যন্ত্র লিখিয়া তাহাকে পুনরায় গুটিকা করিয়া যথাক্রমে লাক্ষা তাম্র, রজত, কাঞ্চনের দ্বারা বেষ্টন করিবেন। ৯৬

তাহাকে কুম্ভে স্থাপন করিয়া ত্র্যক্ষর মন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে ভুবনেশ্বরীকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই কুম্ভকে স্পর্শ করিয়া কর্ণিকাস্থ মন্ত্রকে দ্বাদশ সহস্র জপ করিবেন। ৯৭

অভিষিচ্য প্রিয়ং সাধ্যং বধ্নীয়াদ্ যন্ত্রমাশিখম্ ।
কান্তি-পুষ্টি-ধনারোগ্য-যশাংসি লভতে নরঃ ॥ ৯৮

ভিত্তৌ বিলিখ্য তন্মন্ত্রং পূজয়েন্ নিত্যমাদরাৎ ।
ভূত-প্রেত-পিশাচাস্তং ন বীক্ষিতুমপি ক্ষমাঃ ॥ ৯৯

তদ্ বিলিখ্য শিরস্ত্রাণে সাধিতং ধারয়ন্ ভটঃ ।
যুদ্ধে রিপূন্ বহূন্ হত্বা জয়মাপ্নোতি পার্থবৎ ॥ ১০০

বজ্রাঙ্কিতে বহ্নিপুর-দ্বয়ে তাং পাশাঙ্কুশাঢ্যামুদরস্থ-সাধ্যাম্ ।
মধ্যেঽথ কোণেষু চ বাহ্যবৃত্তে পুনঃ পুনস্তদ্ বিলিখেৎ সমন্তাৎ ॥ ১০১

ভূর্জে লিখিতমেতৎ স্যাৎ সর্ববশ্যকরং নৃণাম্ ।
আরোগৈশ্বর্য্য-জননং যুদ্ধেষু বিজয়প্রদম্ ॥ ১০২

ভূর্জে সরোজে স্বর-কেসরাঢ্যে বর্গাষ্ট-পত্রে বসুধাপুরস্থে ।
পাশাঙ্কুশাভ্যাং গুণশঃ প্রবদ্ধাং মায়াং লিখেন্ মধ্যগতাং-সসাধ্যাম্ ॥ ১০৩

প্রিয় শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া শিখাস্থান ব্যাপ্ত করিয়া এই যন্ত্রকে বন্ধন করিবেন। ইহাতে মনুষ্য কান্তি, পুষ্টি, ধন, আরোগ্য ও যশঃ লাভ করে। ৯৮

গৈরিক মৃত্তিকা দ্বারা ভিত্তিতে সেই যন্ত্র লিখিয়া প্রত্যহ আদরের সহিত পূজা করিবেন। ভূত, প্রেত, পিশাচগণ তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। ৯৯

সৈন্য শিরস্ত্রাণে সেই সাধিত যন্ত্রকে লিখিয়া ধারণ করিলে যুদ্ধে বহু শত্রুকে নাশ করিয়া পার্থের ন্যায় জয় লাভ করেন। ১০০

যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে—বজ্র অঙ্কিত স্থানে (স্বস্তিক স্থানে) বহ্নিপুর দুইটির (পরস্পর ব্যতিভেদী ষট্‌কোণের) মধ্যে পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা যুক্ত মধ্যগত সাধ্য সেই মায়াকে লিখিবেন। অনন্তর বাহ্য বৃত্তের কোণসমূহে চারিদিকে পুনঃ পুনঃ সেই ত্র্যক্ষর মন্ত্রকে লিখিবেন। ১০১

এই যন্ত্রটি ভূর্জপত্রে লিখিত হইলে মনুষ্যগণের সর্ববশ্যকর, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্যের জনক এবং যুদ্ধসমূহে বিজয়প্রদ হইয়া থাকে। ১০২

যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। ভূর্জপত্রে ভূপুরের মধ্যে স্বরবর্ণযুক্ত কেসর বিশিষ্ট অষ্টবর্গযুক্ত অষ্টদল বিশিষ্ট একটি পদ্ম লিখিবেন। উহাতে মধ্যগত সাধ্যের সহিত পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা নিবদ্ধ মায়াকে তিনবার লিখিবেন। ১০৩

সর্ব্বোত্তমমিদং যন্ত্রং ধারিতং কুরুতে নৃণাম্ ।
আরোগ্যৈশ্বর্য্য-সৌভাগ্য-বিজয়াদীননারতম্ ॥ ১০৪

ইতি শ্রীশারদাতিলকে নবমঃ পটলঃ ।

এই সর্ব্বোত্তম যন্ত্র মনুজ সাধক কর্ত্তৃক ধারিত হইলে সর্ব্বদা মনুষ্যগণের আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য প্রভৃতি প্রদান করে। ১০৪

শারদাতিলকের নবম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

দশমঃ পটলঃ

ততোঽভিধাস্যে ত্বরিতাং ত্বরিতং ফলদায়িনীম্ ।
তারো মায়া-বর্মবীজমৃদ্ধিরীশ-স্বরান্বিতা ॥ ১
কূর্মস্তদন্ত্যো ভগবান্ ক্ষঃ স্ত্রী দীর্ঘতনুচ্ছদম্ ।
সংবর্ত্তো ভগবান্ মায়া ফড়ন্তো দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ২
মুনিরর্জুন আখ্যাতো বিরাট্ ছন্দঃ সমীরিতম্ ।
ত্বরিতা দেবতা প্রোক্তা পুরুষার্থ-ফলপ্রদা ॥ ৩
মায়া-বিবর্জিতান্ বর্ণান্ মূর্দ্ধ্নি ভালে গলে হৃদি ।
নাভি-গুহ্যোরু-যুগ্মেষু জানু-জঙ্ঘা-পদেষু চ ।
বিন্যস্য ব্যাপকং কুর্য্যাৎ সমস্তেনৈব সাধকঃ ॥ ৪

ভুবনেশ্বরী মন্ত্রের পর ত্বরিত (শীঘ্র) ফলদায়িনী ত্বরিতা ও নিত্যাদির মন্ত্র বলিতেছি। ত্বরিতার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হইতেছে—তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং), বর্মবীজ (হুং), ঈশ স্বর যুক্ত (একাদশ স্বর একারযুক্ত) ঋদ্ধি (খ) অর্থাৎ খে, তাহার পর কূর্ম চকার, তদন্ত্য (তাহার পরবর্তী) বর্ণ ছকার, ভগ একার, ভগবান্ ভগবান্ অর্থাৎ একারযুক্ত, তাহাতে হয় ছে। তাহার পর ক্ষঃ স্ত্রী ও দীর্ঘতনুচ্ছদ হূং, তাহার পর ভগবান্ (একার যুক্ত) সংবর্ত্ত ককার অর্থাৎ কে। তাহার পর ফড়ন্ত মায়া অর্থাৎ হ্রীং ফট্। ওঁ হ্রীং হুং খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রী হূং কে হ্রীং ফট্—এই মন্ত্রটী ত্বরিতার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। ১-২

এই মন্ত্রের অর্জুন ঋষি, বিরাট ছন্দঃ, পুরুষার্থ ফলপ্রদা (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) ফল প্রদা ত্বরিতা দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৩

বিবৃতি। এই মন্ত্রের প্রণব বীজ, মায়া শক্তি। পদ্মপাদাচার্য্য হুংকে বীজ বলিয়াছেন। পুরুষার্থলাভে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। ৩

এই মন্ত্রের বর্ণন্যাস কথিত হইতেছে। এই মন্ত্রের মায়ারহিত বর্ণগুলিকে মস্তকে, ললাটে, গলে, হৃদয়ে, নাভিতে, গুহ্যে ও উরুদ্বয়ে এবং জানুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে ন্যাস করিয়া সাধক মায়া সহিত সমস্ত বর্ণের দ্বারা ব্যাপকন্যাস করিবেন। ৪

বিবৃতি। এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে দুইটি মায়াবীজ রহিয়াছে। মায়াবীজ রহিত বর্ণের ন্যাস হইলে মস্তকাদি দশটি স্থানে দশটি বর্ণের ন্যাস হইবে। মস্তকাদি স্থানের ন্যায় জানু জঙ্ঘাদি স্থানদ্বয় স্থলেও এক একটি বর্ণের ন্যাস

কূর্মাদ্যৈঃ সপ্তভির্বর্ণৈঃ পূর্ব-পূর্ব-বিবর্জিতৈঃ।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ষড়ঙ্গানি কল্পয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৫

শ্যামাং বর্হি-কলাপ-শেখর-যুতামাবদ্ধ-পর্ণাংশুকাং
গুঞ্জাহার-লসৎ-পয়োধর-ভরামষ্টাহিপান্ বিভ্রতীম্।
তাটঙ্কাঙ্গদ-মেখলা-গুণরণন্-মঞ্জীরতাং প্রাপিতান্
কৈরাতীং বরদাভয়োদ্যতকরাং দেবীং ত্রিনেত্রাং ভজে ॥ ৬

হইবে। যেমন, মস্তকে—ওঁ নমঃ। ললাটে—হুং নমঃ। এইরূপ পাদদ্বয়ে ফট্ নমঃ। ৪

সাধকশ্রেষ্ঠ এই মন্ত্রের কূর্মাদ্য (চকারাদ্য) খে প্রভৃতি সাতটি বর্ণের পূর্ব পূর্ব বর্ণ রহিত দুই দুইটি বর্ণদ্বারা ছয়টি অঙ্গের কল্পনা (ন্যাস) করিবেন। ৫

বিবৃতি। এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে কূর্মাদ্য (চ কারাদ্য—খে প্রভৃতি) সাতটি বর্ণ হইতেছে খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রী হূং ক্ষে। উহার দুই দুইটি বর্ণের দ্বারা এক একটি অঙ্গে ন্যাস হইবে। প্রথমে ওঁ খে চ হৃদয়ায় নমঃ মন্ত্রে হৃদয়ে ন্যাস হইবে। পরে হৃদয় মন্ত্রের পূর্ববর্ণ খে টিকে ত্যাগ করিয়া পরবর্তী বর্ণ চ ও ছে কে লইয়া দুইটি বর্ণ দ্বারা ওঁ চ ছে শিরসে স্বাহা এই মন্ত্রে শিরে ন্যাস করিবেন। এইরূপ ছে ক্ষঃ এই দুইটি বর্ণের দ্বারা শিখায়, ক্ষঃ স্ত্রী এই দুইটি বর্ণ দ্বারা কবচে, স্ত্রী হূং এই দুইটি বর্ণ দ্বারা নেত্রে, হূং ক্ষে এই দুইটি বর্ণ দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে অস্ত্রে ন্যাস হইবে। নারায়ণীয় তন্ত্রে এই ষড়ঙ্গন্যাস মন্ত্রে কুণ্ডলিনী বীজ হ্লীং ও ষড়দীর্ঘ যুক্ত মায়াবীজ যোগ করিয়া ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে বলিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রটি হয় ওঁ হ্লীং হ্রাং খে চ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। নিজ নিজ গুরুসম্প্রদায় অনুসারে ইহা কর্তব্য। ৫

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—শ্যামবর্ণা, ময়ূরপুচ্ছ রচিত মুকুট ধারিণী, পর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, গুঞ্জাহার (কুঁচফলের হার) মণ্ডিত স্তনদ্বয় ধারিণী, তাটঙ্ক (কর্ণভূষণ), অঙ্গদ (বাহুভূষণ), মেখলা (চন্দ্রহার) ও গুণ দ্বারা ঝুনঝুন শব্দকারী নূপুরের রূপ প্রাপ্ত অষ্ট সর্পেন্দ্র ধারিণী অর্থাৎ কর্ণে তাটঙ্করূপ অনন্ত ও কুলিক ধারিণী, বাহুতে অঙ্গদরূপ বাসুকী ও শঙ্খপাল ধারিণী, কটিতে চন্দ্রহাররূপ তক্ষক ও মহাপদ্ম ধারিণী ও পাদদ্বয়ে নূপুররূপ কর্কোটক ও পদ্মনাগ ধারিণী কৈরাতী-রূপিণী, উদ্যত বাম হস্তে বরমুদ্রা ও উদ্যত দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা ধারিণী ত্রিনেত্রা ত্বরিতা দেবীকে ভজনা করি। ৬

লক্ষং সংজপ্য মন্ত্রজ্ঞো মনুমেনং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দশাংশং জুহুয়াদ্ বিল্বৈর্মধুরাক্তৈঃ সমিদ্‌বরৈঃ ॥ ৭

হৃল্লেখা-কল্পিতে পীঠে নবশক্তি-সমন্বিতে।
পূজয়েৎ ত্বরিতাং দেবীং বক্ষ্যমাণ-বিধানতঃ ॥ ৮

সংবর্ত্তকো বিন্দুযুতঃ কবচং সকলং বিয়ৎ।
বজ্রদেহ-পুরু-দ্বন্দ্বমাভাষ্য হিঙ্গুলু-দ্বয়ম্ ॥ ৯

গর্জ-যুগ্মং বিয়ৎ সেন্দু বর্মান্ত্যো দীর্ঘ-বিন্দুমান্।
পঞ্চাননায় হৃদয়ং পীঠমন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০

দত্ত্বাদাসনমেতেন মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ।
অঙ্গৈঃ প্রণীতাং গায়ত্রীং কেসরেষ্বর্চয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ১১

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পুরশ্চরণে এই মন্ত্রকে এক লক্ষ জপ করিয়া মধুরাক্ত সুমিধ্‌ শ্রেষ্ঠ বিল্ব সমূহের দ্বারা দশাংশ হোম করিবেন। ৭

বিবৃতি। পদার্থাদর্শে ওঁ হ্রীং নমো নিত্যে স্বাহা এই মন্ত্রের দশাংশ জপ ও শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্র, ভিক্ষুর মন্ত্র এবং ওঁ হ্রীং নমো ভগবতে শবরায় মহাকিরাত-রূপায় কঙ্কাল-ধরায় হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রের শতাংশ জপ কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৭

ভুবনেশী প্রকরণে কথিত নবশক্তি সমন্বিত পীঠে ভুবনেশীর পীঠ শক্তির পূজাপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বিধানে ত্বরিতা দেবীকে পূজা করিবেন। ৮

পীঠমন্ত্র কথিত হইতেছে—বিন্দুযুক্ত সংবর্ত্তক (ক্ষং), কবচ (হুং), সকল (সবিন্দু) বিয়ৎ (হ) অর্থাৎ হং, বজ্রদেহ ও পুরুদ্বন্দ্ব অর্থাৎ পুরু পুরু বলিয়া হিঙ্গুলুদ্বয় অর্থাৎ হিঙ্গুলু হিঙ্গুলু ও গর্জদ্বন্দ্ব অর্থাৎ গর্জ গর্জ, সেন্দু (সবিন্দু) বিয়ৎ হ অর্থাৎ হং, বর্ম (হুং), দীর্ঘবিন্দুমান্ (আকার ও অনুস্বার যুক্ত) অন্ত্য (ক্ষ) অর্থাৎ ক্ষাং বলিয়া পঞ্চাননায় বলিয়া হৃদয় (নমঃ) বলিবেন। তাহা হইলে পীঠমন্ত্রটি হয়—ক্ষং হুং হং বজ্রদেহ পুরু পুরু হিঙ্গুলু হিঙ্গুলু গর্জ গর্জ হং হুং ক্ষাং পঞ্চাননায় নমঃ। এইটি পীঠমন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৯-১০

এই মন্ত্রের দ্বারা আসন দান করিবেন এবং মূলের দ্বারা মূর্ত্তির কল্পনা করিবেন। কেসর সমূহে ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ প্রথম ছয়টি কেসরে যথাক্রমে অঙ্গ দেবতার সহিত অর্থাৎ ছয়টি অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া কৌবের দল ও ঈশান দলে প্রণীতা ও গায়ত্রীর পূজা করিবেন। ১১

দলেষু পূজয়েদেতাঃ শ্রীবীজাদ্যাঃ সুভূষিতাঃ।
হুঙ্কারীং খেচরীং চণ্ডাং ছেদনীং ক্ষেপণীং স্ত্রিয়ম্ ।
হুঙ্কারীং ক্ষেমকারীঞ্চ লোকেশায়ুধ-ভূষণাঃ ॥ ১২

ফটকারীমগ্রতো বাহ্যে কোদণ্ড-শরধারিণীম্ ।
দ্বারস্য পার্শ্বয়োঃ পূজ্যে হৈমবেত্র-করাম্বুজে ।
জয়াখ্যা বিজয়াখ্যা চ কিঙ্করায় পদং ততঃ ॥ ১৩

রক্ষ রক্ষ-পদস্যান্তে ত্বরিতাজ্ঞা স্থিরো ভব ।
বর্মাস্ত্রান্তেন মনুনা কিঙ্করং তদ্বহির্যজেৎ ॥ ১৪

লগুড়ং বিভ্রতং কৃষ্ণং কৃষ্ণ-বর্ব্বরমূর্দ্ধজম্ ।
আরণ্যৈররুণৈঃ পুষ্পৈরতিরম্যৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।
পূজয়েদ্ ধূপ-দীপাদ্যৈর্নৃত্য-গীতৈর্মনোরমৈঃ ॥ ১৫

এবং সিদ্ধ-মনুর্মন্ত্রী নারী-নর-নরেশ্বরৈঃ ।

দলসমূহে সুন্দর ভূষণে ভূষিতা ইন্দ্রাদি লোকপালগণের ন্যায় বর্ণ, আয়ুধ, ভূষণ ও বাহন বিশিষ্টা শ্রীবীজাদ্যা (নামের আদিতে শ্রীবীজ যুক্তা) এই মন্ত্র-বর্ণের শক্তিগুলিকে ওঁ শ্রীং হুঙ্কার্য্যৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে হুঙ্কারী, খেচরী, চণ্ডা, ছেদনী, ক্ষেপণী, স্ত্রী, হুঙ্কারী ও ক্ষেমকারীকে পূজা করিবেন। ১২

দেবীর অগ্রে দলের বাহ্যে কোদণ্ড (ধনুক) ও বাণধারিণী ফট্‌কারীকে পূজা করিবেন। দ্বারের বাহ্য পার্শ্ব দুইটিতে হস্তপদ্মে হেমময় বেত্র-ধারিণী জয়া ও বিজয়াকে পূজা করিবেন। তাহার পর দ্বারের বহির্ভাগে হুং ফট্ অন্ত কিঙ্কর-মন্ত্রের দ্বারা দেবীর ভৃত্যরূপ কিঙ্করকে পূজা করিবেন। কিঙ্কর মন্ত্র এইরূপে উদ্ধার করিবেন ঃ—প্রথমে কিঙ্করায় পদ, তাহার পর রক্ষ রক্ষ পদের অন্তে ত্বরিতাজ্ঞা স্থিরো ভব পদ, অন্তে বর্ম (হুং) ও অস্ত্র (ফট্) পদ। ইহাতে কিঙ্করায় রক্ষ রক্ষ ত্বরিতাজ্ঞা স্থিরো ভব হুং ফট্ হয়। এইটি কিঙ্করের মন্ত্র। ১৩-১৪

কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কেশবিশিষ্ট লগুড়ধারী এই কিঙ্করকে অতিরমণীয় সুগন্ধ অরণ্যজাত রক্ত পুষ্প সমূহের দ্বারা ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতির দ্বারা মনোরম নৃত্যগীতের সহিত পূজা করিবেন। ১৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া ঐশ্বর্য্যে ধনেশ্বর কুবেরকে পরাজিত

তজ্জপ্তং চুলুকং তোয়ং মুখে ক্ষিপ্তং বিষাপহম্ ॥ ২৭
আর্ত্তায় ভেষজং দদ্যান্ মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ।
স ভবেদ্ ব্যাধিনির্মুক্তো মন্ত্রস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ২৮
ত্রিলোহী-মুদ্রিকাঽনেন মনুনা সাধু সাধিতা।
কৃত্যা-দ্রোহাদি-শমনী সর্বব্যাধি-বিনাশিনী ॥ ২৯
সর্বসম্পৎ প্রদা নিত্যং সর্ববশ্যকরী মতা।
যদ্ যদ্ বাঞ্ছতি মন্ত্রজ্ঞস্তৎ তদেতেন সাধ্যতে ॥ ৩০
মধ্যে সরোজে দশপত্র-যুক্তে মায়াং লিখেদ্ বাঞ্ছিত-সাধ্য-গর্ভাম্।
তারাদি-বর্ণান্ দশ মন্ত্র-সংস্থান্ ষট্কোণ-বীজং বসুধা-পুরস্থম্ ॥ ৩১
কৃত্যাদ্রোহাদি-শমনং ব্যালচৌর-ভয়াপহম্।
বিধৃতং ত্বরিতা-যন্ত্রং বিশেষাদ্ বিজয়-প্রদম্ ॥ ৩২
তারে হুঁ বিলিখেৎ সরোজ-কুহরে সাধ্যাভিধানান্বিতং

ত্বরিতার মন্ত্র-জপ্ত চুলুক পরিমিত জল মুখে নিক্ষিপ্ত হইলে উহা বিষ নাশক হইয়া থাকে। ২৭

মন্ত্রবিৎ সাধক এই মন্ত্রের দ্বারা আর্ত্তকে ঔষধ দিবেন। এই মন্ত্রের প্রভাবে সে ব্যাধিমুক্ত হইবে। ২৮

এই মন্ত্রের দ্বারা ত্রিলোহী মুদ্রিকা সুন্দররূপে প্রস্তুত হইলে উহা কৃত্যা-দ্রোহাদির শান্তিকরী ও সর্বব্যাধির বিনাশিনী হয়। ২৯

উহা সর্বদা সর্বসম্পৎপ্রদা ও সর্ববশ্যকরী বলিয়া কথিত হইয়াছে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক ধর্ম, অর্থ প্রভৃতি যাহা যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন। এই মন্ত্রের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। ৩০

ত্বরিতা যন্ত্র কথিত হইতেছে। দশপত্র যুক্ত পদ্মের মধ্যে বশ্যাদি অভীষ্ট বিষয় ও সাধ্যনাম গর্ভ মায়াবীজ লিখিবেন। মায়ারহিত ত্বরিতা মন্ত্রস্থিত তারাদি দশটি বর্ণকে দশ পত্রে লিখিবেন। ষট্‌কোণ বীজটি ভূপুর মধ্যস্থ হইবে। ৩১

এই ত্বরিতা যন্ত্রটি ধারণ করিলে কৃত্যাদি দ্রোহাদির শান্তিকারক, ব্যাল-(সর্প) ভয় ও চৌর ভয়ের নিবারক, বিশেষতঃ বিজয়প্রদ হইয়া থাকে। ৩২

ত্বরিতার যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। অষ্টদল পদ্মের আটটি কর্ণিকায় তারের (প্রণবের) মধ্যে সাধ্য নাম সহিত হুং লিখিবেন। ত্বরিতা মন্ত্রের

মন্ত্রার্ণান্ বসু-সংখ্যকান্ বসুদলেম্বালিখ্য তদ্-বাহ্যতঃ।
শক্ত্যা ত্রিঃ পরিবেষ্টিতং ঘটগতং পদ্মস্থমব্জাননং
যন্ত্রং বশ্যকরং গ্রহাদি-ভয়-হৃল্লক্ষ্মীপ্রদং কীর্ত্তিদম্ ॥ ৩৩
কোষ্ঠানাং শতমেকবিংশতি-যুতং কৃত্বা ধ্রুবং মধ্যতঃ
সাধ্যাঢ্যং ত্বরিতাং শিবাদি বিলিখেন্ মায়াং বিনা মন্ত্রবিৎ।
রেখাগ্রেষু লসৎ-ত্রিশূলমসকৃৎ সংজপ্য সম্পাতিতং
যন্ত্রং ক্ষ্বেড়-মহাভিচার-শমনং বশ্যাবহং শ্রীপ্রদম্ ॥ ৩৪

মায়াষয়, তার ও বর্মরহিত অবশিষ্ট হূঁ খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রী ক্ষে ফট্ এই আটটি মন্ত্রাক্ষরকে আটটি পত্রে লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে শক্তিবীজের দ্বারা তিনবার বেষ্টন করিবেন। উর্ধ্বমুখ পদ্ম-কর্ণিকাস্থ পদ্ম-মুখ ঘটের উপরিনিহিত এই যন্ত্র বশ্যকর, গ্রহাদি ভয়ের নিবারক, লক্ষ্মীপ্রদ ও কীর্ত্তিপ্রদ জানিবেন। ৩৩

উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত বারটি ও পূর্ব পশ্চিম বিস্তৃত বারটি রেখা অঙ্কন করিয়া একশত একুইশটি কোষ্ঠ করিয়া মধ্য হইতে ঈশানাদি চারিটি কোণে ধ্রুব (প্রণব—ওঁ) লিখিবেন অর্থাৎ মধ্য কোষ্ঠে প্রণব লিখিয়া তাহার পর ঈশানগত পাঁচটি কোণ কোষ্ঠে পাঁচটি প্রণব লিখিবেন। এইরূপ আগ্নেয়, নৈর্ঋত ও বায়ব্য কোণগত পাঁচ পাঁচটি কোণ কোষ্ঠে পাঁচ পাঁচটি প্রণব লিখিবেন। তাহার পর মন্ত্রবিৎ সাধক মায়ারহিত সাধ্যযুক্ত ত্বরিতা মন্ত্র লিখিবেন। রেখার অগ্রভাগসমূহ উজ্জ্বল ত্রিশূল বিশিষ্ট হইবে। বার বার মন্ত্র জপ করিয়া যন্ত্রটী সম্পাতিত হইলে উহা বিষ ও মহাভিচারের শান্তিকারক, বশ্যপ্রদ ও ঐশ্বর্য্যপ্রদ হইয়া থাকে। ৩৪

বিবৃতি। উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ সমান্তরাল বারটি রেখা করিবেন। তাহার উপর পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ বারটি সমান্তরাল রেখা পাত করিলে একশত একুইশটি কোষ্ঠ হইবে। উহার মধ্যকোষ্ঠে প্রণব লিখিয়া সেই মধ্য কোষ্ঠ হইতে ঈশানগত পাঁচটি কোণ কোষ্ঠে পাঁচটি প্রণব লিখিবেন। এইরূপ অগ্নিকোণগত, নৈর্ঋত কোণগত ও বায়ুকোণগত পাঁচ পাঁচটি কোণ কোষ্ঠের প্রত্যেক কোষ্ঠে এক একটি প্রণব লিখিবেন। তাহার পর মন্ত্রবিৎ সাধক মায়ারহিত সাধ্যযুক্ত ত্বরিতামন্ত্র লিখিবেন। মন্ত্র লেখনের প্রকার এইরূপ :—প্রতিকোষ্ঠে প্রণবে এক এক বর্ণক্রমে সাধ্য নাম লিখিয়া মধ্য প্রণবে সমস্ত কর্ম ও সাধ্যনাম লিখিতে হইবে। তাহার পর ঈশানগত তার পঞ্চকের প্রথম প্রণবের পূর্বদিকগত চারিটি কোষ্ঠে উত্তর হইতে দক্ষিণে হূং খে চ ছে এই চারিটি মন্ত্র লিখিয়া

একাশীতি-পদেষু টান্ত-বিবরে সাধ্যং লিখেন্ মধ্যতঃ
পশ্চাৎ পঙ্‌ক্তিষু দিগ্‌-গতাসু লিপিশো জুংসঃ শিখান্তং লিখেৎ।
শিষ্টেষ্বীশ-নিশাচরাদি বিলিখেল্লক্ষ্মীমন্থং পঙ্‌ক্তিশঃ
শস্ত্রাবির্বিষড়ন্তয়া ত্বরিতয়া বীতং চতুর্দিক্ষপি ॥ ৩৫

তাহার দক্ষিণে ক্ষঃ লিখিয়া তাহার পশ্চিমে চারিটি কোষ্ঠে পূর্ব হইতে পশ্চিমে মধ্য প্রণব পর্য্যন্ত অবশিষ্ট স্ত্রীং হুং খে ফট্ এই চারিটি বর্ণ লিখিবেন। ইহাতে মন্ত্রের একটি আবৃত্তি হয়। তাহার পর দ্বিতীয় প্রণবের পূর্বদিক্‌গত পদত্রয়ে উত্তর হইতে দক্ষিণে হুং খে চ এই তিনটি বর্ণ লিখিয়া পূর্বলিখিত ছে হইতে ফট্ পর্য্যন্ত মন্ত্রবর্ণগুলি অনুবাদ করিলে দ্বিতীয় আবৃত্তি হয়। তাহার পর তৃতীয় প্রণবের পূর্বদিক্‌গত পদদ্বয়ে উত্তর হইতে দক্ষিণে হুং খে এই দুইটি বর্ণ লিখিয়া পূর্বলিখিত চ ছে হইতে ফট্ পর্য্যন্ত মন্ত্রবর্ণগুলি অনুবাদ করিলে তৃতীয় আবৃত্তি হয়। তাহার পর চতুর্থ প্রণবের পূর্বদিক্‌গত দক্ষিণ কোষ্ঠে হুং লিখিয়া খে চ হইতে ফট্ পর্য্যন্ত পূর্বলিখিত মন্ত্রবর্ণগুলি অনুবাদ করিলে চতুর্থ আবৃত্তি হয়। পুনরায় পঞ্চম প্রণব হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বলিখিত মন্ত্রবর্ণগুলির অনুবাদ করিলে পঞ্চমী আবৃত্তি হয়। এইরূপে পাঁচটি প্রণবকে আরম্ভ করিয়া পূর্বপদলিখিত মন্ত্র বর্ণগুলির পাঁচবার আবৃত্তি করিলে ঐ এক ঈশাণ কোণে দশটি আবৃত্তি হইবে। আগ্নেয় প্রভৃতি অপর তিনটি কোণেও এইরূপ হইবে। প্রপঞ্চসার তন্ত্রের টীকাতে দশাবৃত্তি লেখার উল্লেখ আছে। ৩৪

অন্য প্রকার যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে—পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ দশটি রেখা অঙ্কন করিয়া তাহার উপর উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দশটি রেখাপাত করিলে একাশিটি কোষ্ঠ হইবে। তাহার মধ্যকোষ্ঠে টান্তের অর্থাৎ ঠকারের বিবরে (মধ্যে) সাধ্য, সাধক ও কর্মনাম লিখবেন। তাহার পর দিগ্‌গত পঙ্‌ক্তিসমূহে অর্থাৎ মধ্য কোষ্ঠ হইতে পূর্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণ চারিটি কোষ্ঠরূপ চারিটি পঙ্‌ক্তিতে এক একটি অক্ষরক্রমে শিখান্ত (বষট্ অন্ত) জুংস অর্থাৎ জুংস বষট্ লিখিবেন। পূর্বদিকে ঠং বীজের উপরি কোষ্ঠে জুং, তাহার পর কোষ্ঠে সঃ, তাহার পর কোষ্ঠে বষট্ লিখিবেন। অন্যান্য দিকেও মধ্য কোষ্ঠের পর চারিটি কোষ্ঠে এই চারিটি বর্ণ লিখিবেন। ঈশান-কোণ ও রাক্ষস কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট কোষ্ঠ সমূহে এক এক পঙ্‌ক্তিক্রমে (কোষ্ঠ ক্রমে) বক্ষ্যমাণ শ্রী সা ইত্যাদি লক্ষ্মীমন্ত্রের এক একটি অক্ষর লিখিবেন। যে মন্ত্রে—ফটে যে বষট্

লান্তৈঃ প্রবীতং কমলাসনেন ঘটেন বীতং কমলাসনেন।
সংসাধিতং চক্রমনুগ্রহাখ্যং দধ্যাদ্ যথাবৎ কনকাদি-বদ্ধম্ ॥ ৩৬

কৃত্যাপমৃত্যু-রোগাদীন্ ক্ষেড়-ভূত-মহাগ্রহান্।
জীবেদ্ বর্ষশতং পুত্রৈঃ পৌত্রৈর্লক্ষ্ম্যা চ নন্দতি ॥ ৩৭

শ্রী সা মায়া যামা সা শ্রী সানো যাজ্ঞে জ্ঞেয়া নোসা।
মায়া লীলা লালী যামা যাজ্ঞে লালী লীলা জ্ঞেয়া ॥ ৩৮

লিখেচ্চতুঃষষ্টি-পদেষু বিদ্বানীশাদি কন্যাদি রমামনুং তম্।
বাহ্যে যথাবৎ ত্বরিতাভিবীতং লান্তৈশ্চ বীতং বর-কাঞ্চনস্থম্ ॥ ৩৯

দেশে পুরে বা নগরে গৃহে বা বিনিঃক্ষিপেৎ চক্রমিদং যথাবৎ।

আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাই শক্রাবির্ভবৎ বষট্, তদন্ত অর্থাৎ ফট্ আদি বষট্ অন্ত ত্বরিতামন্ত্রের দ্বারা তাহার চারিদিকেই বেষ্টন করিবেন। ৩৫

তাহার পর মালাকারে লান্ত বকারের দ্বারা ও কমলাসন (পদ্মাসন) ঘটের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। কমলাসন ব্রহ্মা কর্তৃক সুসাধিত অনুগ্রহ নামক চক্র (যন্ত্র) স্বর্ণ, রজত বা তাম্রে অঙ্কন করিয়া যথাবিধানে ধারণ করিবেন। ৩৬

কৃত্যা, অপমৃত্যু ও রোগ প্রভৃতিকে এবং ক্ষেড় (বিষ), ভূত ও মহাগ্রহগণকে ইহা নাশ করে। ইহা ধারণ করিয়া পৌত্রগণ ও পুত্রগণের সহিত একশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারেন। লক্ষ্মীর (ঐশ্বর্য্যের) সহিত আনন্দে থাকেন। ৩৭

শ্রী সা মায়া যা মা সা শ্রী সানো যাজ্ঞে জ্ঞেয়া নোসা, মায়া লীলা লালী যামা যাজ্ঞে লালী লীলা জ্ঞেয়া এই বত্রিশ অক্ষরের মন্ত্রটি পূর্বোক্ত চক্রলেখ্য লক্ষ্মীর মন্ত্র। ৩৮

অন্য প্রকার যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে—পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ নয়টি রেখা পাত করিয়া তাহার উপর উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ নয়টি রেখাপাত করিলে চৌষট্টি কোষ্ঠ হইবে। বিদ্বান্ সাধক সেই চতুঃষষ্টি কোষ্ঠে ঈশান কোণ ও কন্যাদি (নৈঋ্‌র্তাদি) কোণ হইতে সেই শ্রী সা ইত্যাদি লক্ষ্মীমন্ত্রকে লিখিবেন। এই কোষ্ঠের বহির্ভাগে চারিদিকে যন্ত্রটি যথাবিধানে ফট্ আদি বষট্ অন্ত পূর্বোক্ত ত্বরিতা মন্ত্রের দ্বারা এবং লান্ত বকারের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। মধ্যগত চারিটি কোষ্ঠে ঠকার লিখিয়া সাধ্য, সাধক ও কর্মের নাম লিখিত হইবে। উহা উত্তম সুবর্ণস্থ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উত্তম সুবর্ণে অঙ্কিত হইবে। ৩৯

দেশে পুরে (ক্ষুদ্র নগরে), নগরে বা গৃহে এই চক্র যথাবিধানে স্থাপন

তত্র-একবং গো-মহিষাভিবৃদ্ধিঃ সম্যক্ প্রজা-শস্য-সমৃদ্ধয়ঃ স্যুঃ ॥ ৪০

কবচং ভগবাংশ্চণ্ডো মেরুঃ সর্গ-সমন্বিতঃ।
ত্রিকণ্টকী সমাখ্যাতা বিদ্যা বর্ণত্রয়াত্মিকা।
দ্বিরুক্তৈর্মন্ত্রবর্ণৈঃ স্যাদঙ্গকৢপ্তিরিতীরিতা ॥ ৪১

নীলানাভেরধস্তাদরুণ-রুচিরধঃ কণ্ঠদেশাৎ সিতাঽঽস্যাদ্
বক্ত্রৈর্দংষ্ট্রাকরালৈরুদরপরিগতৈর্ভীষণাঙ্গী চতুর্ভিঃ।
দীপৌ কম্বু-রথাঙ্গং কর-সরসিরুহৈর্ধারয়ন্তী জটান্তঃ-
স্ফূর্জচ্ছীতাংশু-খণ্ডা ভবতু ভয়হরা দেবতা বস্ত্রিনেত্রা ॥ ৪২

ত্রিলক্ষং প্রজপেদেনমাজ্যেনান্তে দশাংশতঃ।
হুত্বা প্রাক্ প্রোক্তমার্গেণ পূজয়েৎ তাং ত্রিকণ্টকীম্ ॥ ৪৩
ত্রিশূল-মুদ্রাং পাণিভ্যাং বদ্ধাত্মানং ত্রিকণ্টকীম্।

করিবেন। যেখানে উহা স্থাপিত হইবে, সেখানে গো মহিষের নিশ্চয়ই অভিবৃদ্ধি হইবে। প্রজা ও শস্যের সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধি হইবে। ৪০

মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। কবচ হং, ভগবান্ একারযুক্ত চণ্ড—খ, তাহাতে হইল খে। মেরু ক্ষ সর্গ (বিসর্গ) যুক্ত হইবে। তাহাতে হং খে ক্ষঃ হইবে। এই বর্ণত্রয়াত্মক বিদ্যা ত্রিকণ্টকী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। দ্বিরুক্ত মন্ত্র বর্ণের দ্বারা অর্থাৎ হং খে ক্ষঃ, হং খে ক্ষঃ এই ছয়টি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা অঙ্গন্যাস হইবে ইহা সাধকগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে। ৪১

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—ইঁহার নাভির অধোভাগ নীলবর্ণ, কণ্ঠদেশ হইতে নাভিপর্যন্ত অধোভাগ অরুণ বর্ণ, মুখ হইতে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত শুক্লবর্ণ, উদর পরিগত দংষ্ট্রাকরাল চারিটি মুখের দ্বারা ভীষণাঙ্গী, চারিটি হস্ত পদ্মের ঊর্ধ্ব দুই হস্তের দ্বারা দুইটি দীপ এবং অধস্তন দুই হস্তের দ্বারা কম্বু (শঙ্খ) ও রথাঙ্গ (চক্র) ধারিণী, জটামধ্যে বজ্রতুল্য দীপ্তিমৎ চন্দ্রখণ্ড ধারিণী, ভয়হরা ত্রিনেত্রা দেবতা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৪২

এই মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবেন। জপের অন্তে আজ্যের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিয়া পূর্বকথিত পদ্ধতিতে সেই ত্রিকণ্টকীকে পূজা করিবেন। ৪৩

দুই হস্তের দ্বারা ত্রিশূলমুদ্রা[1] রচনা করিয়া নিজেকে ত্রিকণ্টকীরূপ ধ্যান

১। কনিষ্ঠার সহিত অঙ্গুষ্ঠকে সংযুক্ত করিয়া অন্য অঙ্গুলিকে প্রসারিত করিলেই ত্রিশূল মুদ্রা হয়।

ধ্যায়ন্ স্পৃষ্ট্বা জপেদ্ গ্রস্তং সন্ত্যজতি গ্রহঃ ॥ ৪৪
ক্ষেরুদ্ধা স্ত্রী ত্রিবর্ণেয়ং বিদ্যা বশ্যা ত্রিকণ্টকী।
মন্ত্রার্ণৈর্বীপ্সিতৈঃ কুর্য্যাদঙ্গ-ষট্‌কং যথা পুরা ॥ ৪৫
পূর্বোক্তাং দেবতাং ধ্যায়ন্ মন্ত্রং ত্রি-নিযুতং জপেৎ।
দশাংশং সর্পিষা হুত্বা বশয়েদ্ বনিতাং নরান্ ॥ ৪৬
তারো মায়া বাগ্‌ভবান্তে নিত্যক্লিন্নে! মদদ্রবে!।
বাঙ্-মায়া-বহ্নিজায়ান্তো মন্ত্রঃ পঞ্চদশাক্ষরঃ ॥ ৪৭
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং পুনর্দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরক্ষরৈঃ।
বাচং বিনা সমস্তেনাঽপ্যঙ্গ-ষট্‌কমথাচরেৎ ॥ ৪৮

করিতে করিতে স্পর্শ করিয়া জপ করিবেন। গ্রহ সেই গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তিকে সদ্যঃ ত্যাগ করেন। ৪৪

মন্ত্রান্তর বলিতেছেন—স্ত্রী ক্ষে দ্বারা রুদ্ধ (পুটিত) হইলে এই ত্র্যক্ষর ত্রিকণ্টকী বিদ্যা বশ্যপ্রদা হয়। দ্বিরুক্ত মন্ত্রবর্ণের দ্বারা পূর্বের ন্যায় ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ৪৫

পূর্বোক্ত দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে তিন অযুত (তিন লক্ষ) মন্ত্র জপ করিবেন। ঘৃতের দ্বারা দশাংশ হোম করিয়া বনিতা ও মনুষ্যগণকে বশীভূত করিবেন। ৪৬

নিত্যামন্ত্র কথিত হইতেছে। তার—ওঁ, মায়া—হ্রীং, বাগ্‌ভব বীজের (ঐং বীজের) অন্তে নিত্যক্লিন্নে! মদদ্রবে!। তাহার পর বাক্—ঐং, মায়া হ্রীং, বহ্নিজায়ান্ত—স্বাহা অন্তে হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ হ্রীং ঐং নিত্যক্লিন্নে! মদদ্রবে! ঐং হ্রীং স্বাহা। এই পঞ্চদশাক্ষর নিত্যক্লিন্নার মন্ত্র। ৪৭

বিবৃতি। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতাই এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা। এই মন্ত্রের প্রণববীজ ও স্বাহা শক্তি। ঐশ্বর্য্য, রোগ, দুঃখ, দৌর্ভাগ্য, জরা ও অপমৃত্যুর শান্তি কামনায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। ঐশ্বর্য্য কামনায় এই মন্ত্র শ্রীবীজাদি, রোগশমনে দুর্গাবীজাদি, দুঃখ ও দৌর্ভাগ্য শমনে কাম-বীজাদি এবং জরা ও অপমৃত্যুর শমনে মৃত্যুঞ্জয় বীজাদি হইবে। ৪৭

উভয় স্থলে আদিতে ও অন্তে বাক্ বীজকে পরিত্যাগ করিয়া তেরটি অক্ষরের দুই দুইটি অক্ষরের দ্বারা দুইটি অঙ্গ, পুনরায় দুই দুইটি অক্ষরের দ্বারা দুইটি অঙ্গ এবং পাঁচটি অক্ষরের দ্বারা পঞ্চম অঙ্গ ন্যাস করিয়া অনন্তর অবশিষ্ট সমস্ত অক্ষরের দ্বারা ষষ্ঠ অস্ত্র ন্যাস করিবেন। ৪৮

দ্বীপং ত্রিকোণং বিপুলং সুরদ্রুম-মনোহরম্ ।
কূজৎ-কোকিল-নাদাঢ্যং মন্দ-মারুত-সেবিতম্ ॥ ৪৯
ভৃঙ্গ-পুষ্প-লতাকীর্ণমুদ্যচ্চন্দ্র-দিবাকরম্ ।
স্মৃত্বা সুরাব্ধি-মধ্যস্থং তস্মিন্ মাণিক্য-মণ্ডপে ॥ ৫০
রত্নসিংহাসনে ন্যস্তে ত্রিকোণোজ্জ্বল-কর্ণিকে ।
পদ্মে সঞ্চিন্তয়েদ্ দেবীং সাক্ষাৎ ত্রৈলোক্য-মোহিনীম্ ॥ ৫১
নিত্যাং ভজেদ্ বাল-শশাঙ্ক-চূড়াং পাশাঙ্কুশৌ কল্পলতাং কপালম্ ।
হস্তৈর্বহন্তীমরুণাং ত্রিনেত্রা-মাস্ফালয়ন্তীং কল-বল্লকীং তাম্ ॥ ৫২

বিবৃতি। পঞ্চদশাক্ষর নিত্য-ক্লিন্না মন্ত্রের বাগ্‌বীজ ঐংকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ত্রয়োদশ বর্ণ দ্বারা ওঁ ওঁ হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ নিত্য শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্লিন্নে শিখায়ৈ বষট্, ওঁ মদ কবচায় হুং, ওঁ দ্রবে হ্রীং স্বাহা নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট্ ওঁ হ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে হ্রীং স্বাহা করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গন্যাস কর্তব্য। ইহা পদার্থাদর্শে উক্ত হইয়াছে। নারায়ণীয় তন্ত্রে ইহার বাগবীজের দ্বারা অঙ্গ ন্যাস উক্ত হইয়াছে। তন্ত্রসারে কেবল বাগ্‌বীজের দ্বারা অঙ্গ ন্যাস উক্ত হইয়াছে, তেরটি মন্ত্র বর্ণের দ্বারা অঙ্গন্যাস উক্ত হয় নাই। ৪৮

সুরাব্ধি মধ্যস্থিত দেববৃক্ষের দ্বারা মনোহর, অব্যক্ত শব্দকারী কোকিলের নাদে পরিপূর্ণ, মন্দ মন্দ বায়ু দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ভৃঙ্গরাজ পুষ্প ও লতায় সমাকীর্ণ, উদীয়মান চন্দ্র ও সূর্য্যে বিরাজমান বৃহৎ ত্রিকোণ দ্বীপ স্মরণ করিয়া সেই দ্বীপে মাণিক্য মণ্ডপে রত্নসিংহাসনে ন্যস্ত ত্রিকোণের দ্বারা উজ্জ্বল-কর্ণিক পদ্মে সাক্ষাৎ ত্রৈলোক্য-মোহিনী দেবীকে চিন্তা (ধ্যান) করিবেন। ৪৯-৫১

বিবৃতি। নিত্যার পীঠন্যাসে পৃথিবীর ন্যাসের পর সুরাব্ধি, ত্রিকোণ দ্বীপ, মাণিক্য মণ্ডপ ও রত্নসিংহাসনকে ন্যাস করিবেন। অন্য ন্যাস সমান। অগ্রিম মন্ত্রেও এইরূপ কর্তব্য। তন্ত্রসারে ইহা উক্ত হয় নাই। কিন্তু পদার্থাদর্শে ইহা উক্ত হইয়াছে। ৫১

ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—মুকুটে বালচন্দ্রধারিণী, পূর্ববৎ হস্ত চতুষ্টয়ের দ্বারা পাশ, অঙ্কুশ, কল্পলতা ও কপালধারিণী, হস্তদ্বয়ের দ্বারা স্বর্ণ বীণা বাদনকারিণী ত্রিনেত্রা অরুণবর্ণা সেই নিত্যাকে ভজনা (ধ্যান) করিবেন। ৫২

ত্রিলক্ষং প্রজপেন্ মন্ত্রমাজ্যেন জুহুয়াৎ ততঃ।
দশাংশং পূজয়েৎ পীঠং চতুঃশক্তি-সমন্বিতম্ ॥ ৫৩
আং-পূর্বাং দ্রাবিণীং বামাং শম্ভুকোণে সমর্চয়েৎ।
আহ্লাদ-কারিণীং জ্যেষ্ঠামীংকারাদ্যাং হুতাশনে ॥ ৫৪
পূজয়েৎ ক্ষোভিণীং রৌদ্রীমুঙ্কারাদ্যাং নিশাচরে।
মধ্যে যজেদ্ গুহ্যশক্তিং বাগ্‌ভবাদ্যাং বিচক্ষণঃ ॥ ৫৫
মায়াদ্যমাসনং দত্ত্বা মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ।
অত্র সংপূজয়েদ্ দেবীং বক্ষ্যমাণ-ক্রমেণ তু ॥ ৫৬
অঙ্গার্চনং কেসরেষু দলেষ্বেতাঃ সমর্চয়েৎ।
আদ্যা নিত্যা সুভদ্রাঽন্যা মঙ্গলা নরবীরিণী ॥ ৫৭
সুভগা দুর্ভগা ভূয়ঃ সপ্তমী স্যান্মনোন্মনী।
অষ্টমী রুদ্ররূপা চ বীণা-বাদন-তৎপরাঃ ॥ ৫৮

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর আজ্যের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। পীঠ পূজায় চতুঃ শক্তি সমন্বিত পীঠকে পূজা করিবেন। ৫৩

পীঠের চারিটি শক্তি হইতেছে। বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও গুহ্য শক্তি। ঈশান কোণে—দ্রাবিণী বামাশক্তিকে আং পূর্বক অর্থাৎ ওঁ আং বামায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবেন। অগ্নিকোণে—আহ্লাদ-কারিণী জ্যেষ্ঠাকে ঈংকার পূর্বক অর্থাৎ ওঁ ঈং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন। ৫৪

রাক্ষস কোণে ক্ষোভিণী রৌদ্রী শক্তিকে উংকার পূর্বক পূজা করিবেন। বিচক্ষণ সাধক মধ্যে গুহ্যশক্তিকে বাগ্‌ভববীজপূর্বক পূজা করিবেন। ৫৫

বিবৃতি। কোন কোন পুস্তকে "মধ্যে যজেদ্" স্থলে "বায়ৌ যজেদ্" এই রূপ পাঠ আছে। তাহা সঙ্গত নহে। কারণ নারায়ণীয় তন্ত্রে মধ্যে গুহ্য শক্তির ন্যাস স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। ন্যাস স্থানেই পূজা কর্তব্য। ৫৫

হ্রীং বীজপূর্বক আসন প্রদান করিয়া মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। সেই মূর্ত্তিতে বক্ষ্যমাণ ক্রমে দেবীকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবেন। ৫৬

কেসরসমূহে অঙ্গদেবতার অর্চনা করিবেন। দলসমূহে বক্ষ্যমাণ এই মূর্ত্তী-গণকে পূজা করিবেন। সেই শক্তির প্রথমা শক্তি হইতেছেন নিত্যা। তাহার পর সুভদ্রা, মঙ্গলা, নরবীরিণী, সুভগা, দুর্ভগা, সপ্তমী শক্তি মনোন্মনী ও অষ্টমী শক্তি রুদ্ররূপা। ইহারা সকলেই বীণাবাদনে তৎপরা। ৫৭-৫৮

রক্তা মনোরমা দূত্যঃ সুবেষা মদ-মন্থরাঃ।
আদ্যন্ত-যুগ্ম-রহিতাঃ স্বরাঃ ক্লীব-বিবর্জিতাঃ॥ ৫৯

বিন্দ্বন্তা মনবস্তাসামনঙ্গ-স্মর-মন্মথাঃ।
কামো মারশ্চ পঞ্চেষু-পাশাঙ্কুশ-ধনুর্ভৃতঃ॥ ৬০

অপরাঙ্গ-নিষঙ্গাঢ্যা রক্তাঃ পূজ্যাঃ সুভূষণাঃ।
মান্মথং ব্যোম-সর্গাঢ্যং তেষাং বীজমুদাহৃতম্॥ ৬১

রতিঃ স্যাদ্ বিরতিঃ প্রীতির্বিপ্রীতির্মতি-দুর্মতী।
ধৃতিশ্চ বিধৃতিস্তুষ্টির্বিতুষ্টিশ্চ দশ স্মৃতাঃ॥ ৬২

রক্তা বীণাকরা দ্বে দ্বে কামানাং পার্শ্বয়োঃ স্থিতাঃ।
সর্বাভরণ-সম্পন্নাঃ পূজ্যাঃ স্মের-মুখাম্বুজাঃ॥ ৬৩

ক্লীবৌষ্ঠ-দ্বয়-নির্মুক্ত-স্বরাঢ্যশ্চতুরাননঃ।
বিন্দুমান্ বীজমেতাসাং ক্রমাল্লোকেশ্বরান্ বহিঃ॥ ৬৪

এই দূতীগণ রক্তবর্ণা মনোরমা সুবেষা ও মদে মন্থরা। স্বরের আদি (অ) ও অন্ত (ঃ) এবং ক্লীব রহিত অবশিষ্ট বিন্দুযুক্ত আটটি স্বরই অর্থাৎ আং ইং উং এং ঐং ওং ঔং অং এই আটটি সেই দূতীগণের মন্ত্র। অপরাঙ্গে (পৃষ্ঠে) নিষঙ্গ (তূণীর) যুক্ত বাণ, পাশ, অঙ্কুশ ও ধনুর্ধারী সুভূষণ, রক্তবর্ণ অনঙ্গ, স্মর, মন্মথ কাম ও মার—এই পাঁচজনকে অষ্টদলের উপরে চারিদিকে পূজা করিবেন। হকার বিসর্গযুক্ত কামবীজ তাহাদের বীজ বলিয়া কথিত হইতেছে। ৫৯-৬১

রতি, বিরতি, প্রীতি, বিপ্রীতি, মতি, দুর্মতি, ধৃতি, বিধৃতি, তুষ্টি ও বিতুষ্টি—এই দশটি শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৬২

ইঁহারা রক্তবর্ণা বীণাহস্তা সমস্ত আভরণে ভূষিতা, মুখপদ্ম ঈষৎ হাস্যযুক্তা। কামগণের দুই পার্শ্বে দুই দুই জন শক্তি অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাদেরও পূজা করিবেন। ৬৩

ক্লীব চারিটি এবং ওষ্ঠ স্বরবর্ণ এ ঐ রহিত অবশিষ্ট ক্রমিক দশ স্বরযুক্ত চতুরানন—ককার বিন্দুযুক্ত হইলে উহারা যথাক্রমে দশটি শক্তির বীজ হয়। অর্থাৎ যথাক্রমে রতি প্রভৃতি দশটি শক্তির বীজ—কং কাং কিং কীং কুং কূং কোং কৌং কং কঃ—এই দশটি বীজ। দলের বহির্ভাগে লোকপালগণ ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। ৬৪

এবং সম্পূজয়েদ্ দেবীং দেবানামপি দুর্লভাম্ ।
পরমৈশ্বর্য্যমাপ্নোতি প্রার্থ্যতে বনিতা-জনৈঃ ॥ ৬৫

বাগ্ভবং মান্মথং বীজং নিত্যক্লিন্নে-মদো পুনঃ ।
দ্রবে বহ্নিবধূর্মন্ত্রো দ্বাদশার্ণোঽয়মীরিতঃ ॥ ৬৬

ঋষিঃ সম্মোহনশ্ছন্দো নিবৃন্ নিত্যা চ দেবতা ।
বাচা কৃত্বা ষড়ঙ্গানি নিত্যাং ধ্যায়েন্ নিজেষ্টদাম্ ॥ ৬৭

অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামমরাভিবন্দ্যা-
মম্ভোজ-পাশ-সৃণি-পূর্ণ-কপাল-হস্তাম্ ।
রক্তাঙ্গরাগ-বসনাভরণাং ত্রিনেত্রাং
ধ্যায়েচ্ছিবস্য বনিতাং মদ-বিহ্বলাঙ্গীম্ ॥ ৬৮

চতুর্লক্ষং জপিত্বাঽন্তে মধুরাক্তৈর্মধুকজৈঃ ।
কুসুমৈরযুতং হুত্বা তোষয়েদ্ গুরুমাত্মনঃ ॥ ৬৯

দেবগণেরও দুর্লভ এই দেবীকে এই প্রকারে পূজা করিবেন, শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য লাভ করিবেন। স্ত্রীগণ তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। ৬৫

নিত্যার মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। বাগ্ভব—ঐং, মন্মথবীজ—ক্লীং, তাহার পর নিত্যক্লিন্নে ও মদ এবং দ্রবে ও বহ্নিবধূ—স্বাহা। তাহাতে হইল—ঐং ক্লীং নিত্যক্লিন্নে। মদদ্রবে। স্বাহা। নিত্যার এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রটি কথিত হইয়াছে। ৬৬

এই মন্ত্রের সম্মোহন ঋষি, নিবৃৎ ছন্দঃ, নিত্যা দেবতা। (এই মন্ত্রের ক্লীং বীজ, স্বাহা শক্তি। নিজের অভিলষিত ফল কামনায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়)। বাগ্বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া নিজের অভিলষিত ফলদাত্রী নিত্যাকে ধ্যান করিবেন। ৬৭

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী অরুণবর্ণা দেবগণের পূজনীয়া পদ্মহস্তা, পাশহস্তা, অঙ্কুশহস্তা ও সুরাপূর্ণ কপালহস্তা রক্ত অঙ্গরাগ, রক্ত বসন ও আভরণে ভূষিতা ত্রিনেত্রা মদবিহ্বলাঙ্গী শিবের বনিতা নিত্যাকে ধ্যান করিবেন। ৬৮

এই মন্ত্র চারিলক্ষ জপ করিয়া তাহার পর মধুক বৃক্ষ (মহুয়াগাছ) জাত পুষ্পসমূহের দ্বারা অযুত হোম করিয়া নিজের গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। ৬৯

শক্তিপীঠে যজেদ্ দেবীং বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা।
অঙ্গান্যর্চেদ্ যথাপূর্বং ততঃ শক্তীরিমা যজেৎ ॥ ৭০

নিত্যা নিরঞ্জনা ক্লিন্না ক্লেদিনী মদনাতুরা।
মদদ্রবা দ্রাবিণী চ দ্রবিণীত্যষ্ট-শক্তয়ঃ ॥ ৭১

নীলোৎপল-কপালাঢ্য-করা রক্তাম্বুজেক্ষণাঃ।
লোকপালান্ যজেদন্ত্যে বাহনায়ুধ-সংযুতান্ ॥ ৭২

সিদ্ধমন্ত্রং জপেন্ মন্ত্রী সহস্রং শয়ন-স্থিতঃ।
যাং বিচিন্ত্য স্ত্রিয়ং রাত্রৌ সা সমায়াতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৭৩

বাঙ্ মায়াঽনন্তরং নিত্যে ভূয়ো ক্লিন্নে মদদ্রবে।
দ্বিঠান্তো রবি-সংখ্যার্ণো মনুর্বস্ত্র-প্রদায়কঃ ॥ ৭৪

অঙ্গিরা স্যাদ্ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মুনিভিরীরিতম্।
বস্ত্র-প্রস্তারিণী প্রোক্তা দেবতাঽভীষ্ট-দায়িনী ॥ ৭৫

বক্ষ্যমাণ রীতিতে শক্তিপীঠে দেবীকে পূজা করিবেন। যথাপূর্ব চতুর্থ পটলোক্ত রীতিতে অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। তাহার পর বক্ষ্যমাণ এই শক্তিগুলিকে পূজা করিবেন। ৭০

এই আটটি শক্তি হইতেছেন—নিত্যা, নিরঞ্জনা, ক্লিন্না, ক্লেদিনী, মদনাতুরা, মদদ্রবা, দ্রাবিণী ও দ্রবিণী। ৭১

ইঁহারা সকলেই নীলোৎপল ও কপালহস্তা রক্ত পদ্মপত্রের ন্যায় নয়নধারিণী ও রক্তপদ্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা। বাহন ও আয়ুধসংযুক্ত লোকপালগণকে অন্তে পূজা করিবেন। ৭২

মন্ত্রজ্ঞ সাধক রাত্রিতে শয্যায় বসিয়া যে স্ত্রীকে চিন্তা করিয়া সহস্র সংখ্যক সিদ্ধমন্ত্র জপ করিবেন, সে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইবে। ৭৩

বস্ত্রপ্রস্তারিণী মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে বাক্—ঐং, পরে মায়া—হ্রীং, অনন্তর নি ও ত্য, তাহার পর ক্লিন্নে ও মদদ্রবে। উহা দ্বিঠান্ত (স্বাহান্ত) হইলে বস্ত্রপ্রস্তারিণীর বস্ত্রপ্রদায়ক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হয়। ৭৪

এই মন্ত্রের অঙ্গিরাঃ ঋষি ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ বলিয়া মুনিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। অভীষ্টদায়িনী বস্ত্রপ্রস্তারিণী দেবতা কথিত হইয়াছেন। ৭৫

বাগ্‌ভবেন ষড়ঙ্গানি বিদধ্যান্ মন্ত্রবিত্তমঃ।
বজ্র-প্রস্তারিণীং ধ্যায়েৎ সমাহিত-মনাঃ ততঃ ॥ ৭৬

রক্তাব্ধৌ রক্তপোতে রবিদল-কমলাভ্যন্তরে সন্নিষণ্ণাং
রক্তাঙ্গীং রক্ত-মৌলি-স্ফুরিত-শশিকলাং স্মেরবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাম্।
বীজাপূরেষু-পাশাঙ্কুশ-মদন-ধনুঃ-সৎকপালানি হস্তৈ-
র্বিভ্রাণামানতাঙ্গীং স্তনভর-নমিতামম্বিকামাশ্রয়ামঃ ॥ ৭৭

মন্ত্রী মন্ত্রং জপেল্লক্ষং জপান্তে জুহুয়াৎ ততঃ।
অযুতং রাজবৃক্ষোত্থৈর্ঘৃত-সিক্তৈঃ সমিদ্‌বরৈঃ ॥ ৭৮

শক্তিপীঠে যজেদ্ দেবীমরুণৈঃ কুসুমাদিভিঃ।
অঙ্গানি কেসরেষু স্যুরর্চনীয়া দলেষ্বিমাঃ ॥ ৭৯

হৃল্লেখা ক্লেদিনী ক্লিন্না ক্ষোভিণী মদনাতুরা।
নিরঞ্জনা রাগবতী সপ্তমী মদনাবতী ॥ ৮০

মন্ত্রবিৎ-শ্রেষ্ঠ বাগ্‌ভব বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। তাহার পর সমাহিত চিত্ত হইয়া বজ্রপ্রস্তারিণী দেবীকে ধ্যান করিবেন। ৭৬

বিবৃতি। এই মন্ত্রের প্রয়োগে পীঠ ন্যাসে পৃথিবীর ন্যাসের পর রক্তসমুদ্র রক্তপোত, ভানুদলাব্জকে ন্যাস করিয়া অঙ্গান্তের ন্যাস পূর্ববৎ করিবেন। ৭৬

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—রক্তসমুদ্রে রক্ত নৌকায় দ্বাদশদল পদ্মের অভ্যন্তরে উপবিষ্টা, রক্তাঙ্গী, রক্তবর্ণ মস্তকে দেদীপ্যমান শশিকলা যুক্তা, ঈষদ্ হাস্যমুখী, ত্রিনেত্রা, বামের ঊর্ধ্ব হস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত তিনটি হস্তে যথাক্রমে পাশ, ইক্ষু-চাপ ও সৎ কপাল-ধারিণী, দক্ষিণের ঊর্ধ্বহস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত তিন হস্তে যথাক্রমে অঙ্কুশ, শর ও বীজাপূর-ধারিণী, স্থূল স্তনের ভারে অবনতা, অবনতাঙ্গী অম্বিকাকে আমরা আশ্রয় করি। ৭৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পুরশ্চরণে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর জপের অন্তে ঘৃত সিক্ত রাজবৃক্ষ জাত শ্রেষ্ঠ সমিধ্‌সমূহ দ্বারা অযুত সংখ্যক হোম করিবেন। ৭৮

শক্তিপীঠে রক্তবর্ণ পুষ্প গন্ধাদি দ্বারা দেবীকে পূজা করিবেন। কেসর সমূহে সামান্যতঃ উক্ত অঙ্গসমূহের পূজা হইবে। দলসমূহে বক্ষ্যমাণ এই শক্তি-গুলিকে পূজা করিবেন। ৭৯

হৃল্লেখা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, ক্ষোভিণী, মদনাতুরা, নিরঞ্জনা, সপ্তমী রাগবতী, মদনাবতী। ৮০

মেখলা দ্রাবিণী পশ্চাদ্ বেগবত্যপরা স্মৃতা।
কপালোৎপল-ধারিণ্যঃ শক্তয়ো রক্ত-বিগ্রহাঃ ॥ ৮১

মাতরো দিগ্-বিদিক্ষ্বর্চ্যাঃ পুনঃ পূজ্যা দিগীশ্বরাঃ।
ভজেন্ মন্ত্রী মনুং নিত্যমর্চনাদিভিরাদরাৎ ॥ ৮২

দারিদ্র্য-রোগ-নির্মুক্তঃ স জীবেচ্ছরদাং শতম্।
অস্মিন্ মন্ত্রে রতো মন্ত্রী বশয়েদখিলং জগৎ ॥ ৮৩

নিত্যং মন্ত্রৈর্বুধঃ কুর্য্যান্ মুখ-ক্ষালনমন্বহম্।
অঞ্জনং তিলকং পুণ্যং ধারয়েন্ মন্ত্রিতং সুধীঃ।
তাম্বূলং মন্ত্রিতং ভক্ষ্যেন্ মন্ত্রী স স্যাজ্ জগৎ-প্রিয়ঃ ॥ ৮৪

শ্রী-মায়া-মদনৈঃ প্রোক্তো মন্ত্রী বীজত্রয়াত্মকঃ।
ঋষিঃ সম্মোহনশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা মনোঃ ॥
ত্রিপুটাখ্যা দ্বিরুক্তৈস্তৈর্বীজৈরঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ ॥ ৮৫

মেখলা, দ্রাবিণী, অপরা ও বেগবতী—এই সকল সেই শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই শক্তিগণ রক্তদেহা কপাল ও উৎপলধারিণী। ৮১

দ্বাদশ দলের বহির্ভাগে চতুরস্রের মধ্যে আটটি দিকে প্রদক্ষিণক্রমে পুনরায় মাতৃগণের পূজা করিবেন। তাহার পর দিক্পালগণের পূজা করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রত্যহ আদরের সহিত অর্চনাদি দ্বারা মন্ত্রের ভজনা করিবেন। ৮২

তিনি একশত শরৎ অর্থাৎ একশত বৎসর দারিদ্র্য ও রোগমুক্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে রত হইয়া থাকিলে মন্ত্রজ্ঞ সাধক সমস্ত জগৎকে বশীভূত করিতে পারেন। ৮৩

পণ্ডিত সাধক মন্ত্র সমূহের দ্বারা প্রত্যহ নিত্য মুখ প্রক্ষালন করিবেন। এই মন্ত্র সাধক পণ্ডিত মন্ত্রিত অঞ্জন ও পুণ্য তিলক ধারণ করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই মন্ত্র মন্ত্রিত তাম্বূল ভক্ষণ করিবেন। তিনি জগৎ প্রিয় হইবেন। ৮৪

শ্রীবীজ (শ্রীং), মায়াবীজ (হ্রীং) ও মদনবীজ (ক্লীং) দ্বারা বীজত্রয়াত্মক ত্রৈপুট মন্ত্র কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ভৃগু, শক্তি ও সম্মোহন ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, ত্রিপুটা দেবতা। (শ্রীং বীজ, হ্রীং শক্তি)। দ্বিরুক্ত ঐ বীজের (শ্রীং হ্রীং ক্লীং, শ্রীং হ্রীং ক্লীং বীজের) দ্বারা যথাক্রমে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ৮৫

পারিজাত-বনে রম্যে মণ্ডপে মণি-কুট্টিমে।
রত্ন-সিংহাসনে সৌম্যে পদ্মে ষট্‌কোণ-শোভিতে।
অধস্তাৎ কল্পবৃক্ষস্য নিষণ্ণাং দেবতাং স্মরেৎ॥ ৮৬

চাপং পাশাম্বুজ-সরসিজান্যঙ্কুশং পুষ্প-বাণান্
বিভ্রাণাং তাং কর-সরসিজৈ রত্নমৌলিং ত্রিনেত্রাম্।
হেমাব্জাভাং কুচ-ভর-নতাং রক্ত-মঞ্জীর-কাঞ্চী-
গ্রৈবেয়াদ্যৈর্বিলসিত-তনুং ভাবয়েচ্ছক্তিমাদ্যাম্॥ ৮৭

চামরাদর্শ-তাম্বূল-করণ্ডক-সমুদ্গকান্।
বহন্তীভিঃ কুচার্ত্তাভির্দূতীভিঃ পরিবারিতাম্।
করুণামৃত-বর্ষিণ্যা পশ্যন্তীং সাধকং দৃশা॥ ৮৮
ভানু-লক্ষং জপেদেনং মন্ত্রং তাবৎ সহস্রকম্।
বিম্বারগ্বধ-সম্ভূতৈর্মধুরাক্তৈঃ সমিদ্বরৈঃ॥ ৮৯
জবাপুষ্পৈশ্চ জুহুয়াদ্ তোষয়েদ্ বসুনা গুরুম্।
হৃল্লেখা-বিহিতে পীঠে পূজয়েৎ তাং বিধানতঃ॥ ৯০

মনোহর পারিজাত বনে মণ্ডপে কল্পবৃক্ষের অধোভাগে মণিকুট্টিমে রত্ন-সিংহাসনে ষট্‌কোণ-শোভিত সুন্দর পদ্মে উপবিষ্টা দেবতাকে ধ্যান করিবেন। ৮৬

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—বামের অধোভাগ হইতে দক্ষিণের অধোভাগ পর্য্যন্ত চারি হস্তপদ্মে ইক্ষুচাপ, পাশ ও দুইটি পদ্ম এবং অঙ্কুশ ও পুষ্পবাণ ধারিণী, মস্তকে রত্নমুকুট-ধারিণী, ত্রিনেত্রা, স্বর্ণপদ্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা, স্তনভারে অবনতা, রত্নময় নূপুর, কাঞ্চী (চন্দ্রহার) ও গ্রৈবেয়াদি কণ্ঠভূষণের দ্বারা শোভিতদেহা সেই আদ্যা শক্তিকে ভাবনা (ধ্যান) করিবেন। ৮৭

চামর, দর্পণ, তাম্বূল-করণ্ড (পানের বাটা) ও সমুদ্গক (গন্ধাদি স্থাপনের পাত্র—কৌটা) বহনকারিণী স্তনভার পীড়িতা সৌম্যাদি চতুর্দলস্থা ঘৃণিনী, সূর্য্যা, আদিত্যা প্রভাবতী এই চারি দূতী কর্তৃক পরিবৃতা করুণামৃতবর্ষী চক্ষুঃ দ্বারা সাধককে দর্শনকারিণী সেই আদ্যা শক্তিকে ভাবনা করিবেন। ৮৮

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র বার লক্ষ জপ করিবেন। জপের অন্তে মধুরাক্ত রাজবৃক্ষ (সোণালু গাছ) সম্ভূত উত্তম সমিধ্‌সমূহের দ্বারা ও মধুরাক্ত জবাপুষ্প সমূহের দ্বারা বার হাজার হোম করিবেন। ধনের দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। হৃল্লেখা বিহিত পীঠে যথাবিধানে তাঁহাকে পূজা করিবেন। ৮৯-৯০

আগ্নেয়াদি-ষট্-কোণেষু লক্ষ্ম্যাত্তাঃ পরিপূজয়েৎ।
লক্ষ্মীং হেমপ্রভাং তন্বীং স-বরাব্জ-যুগাভয়াম্ ॥ ৯১

শঙ্খ-চক্র-গদাম্ভোজ-ধরং হেমনিভং হরিম্।
পাশাঙ্কুশাভয়াভীষ্ট-ধরাং গৌরীং জবারুণাম্ ॥ ৯২

মৃগ-টঙ্কাভয়াভীষ্ট-ধরং স্বর্ণ-নিভং হরম্।
নীলোৎপল-করাং সৌম্যাং রতিং কাঞ্চন-সন্নিভাম্ ॥ ৯৩

রক্ত-পাশাঙ্কুশেষ্বাস-পুষ্পেষুমরুণং স্মরম্।
পূর্ববন্ নিধিযুগ্মং তদ্ যজেত্তভয়-পার্শ্বয়োঃ ॥ ৯৪

বহিরঙ্গানি সম্পূজ্য পূজ্যাঃ পত্রেষু মাতরঃ।
লোকেশান্ বনিতারূপানর্চয়েৎ সৌম্য-বিগ্রহান্ ॥ ৯৫

ইত্থং যঃ পূজয়েদ্ দেবীং নিত্যং ভক্তি-সমন্বিতঃ।

আগ্নেয়াদি ছয়টি কোণে বক্ষ্যমাণ লক্ষ্মী প্রভৃতিকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবেন। আগ্নেয় কোণে—হেমবর্ণা তন্বী (ক্ষীণাঙ্গী) বরমুদ্রা, পদ্মদ্বয় ও অভয়মুদ্রাধারিণী লক্ষ্মীকে পূজা করিবেন। ৯১

নৈর্ঋতকোণে—শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী স্বর্ণবর্ণ হরিকে পূজা করিবেন। পশ্চিম কোণে—জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী গৌরীকে পূজা করিবেন। ৯২

বায়ুকোণে—মৃগ, টঙ্ক (পরশু), অভয় ও বরমুদ্রাধারী স্বর্ণবর্ণ হরকে পূজা করিবেন। ঈশানকোণে—নীলোৎপলধারিণী স্বর্ণবর্ণা সৌম্যা রতিকে পূজা করিবেন। ৯৩

পূর্বকোণে—পাশ, অঙ্কুশ, ধনুঃ ও পুষ্পবাণধারী রক্তবর্ণ স্মরকে পূজা করিবেন। ষট্‌কোণের পার্শ্বদ্বয়ে সেই নিধিদ্বয়কে (শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধিকে) পূর্ববৎ পূজা করিবেন। ৯৪

বহির্ভাগে অর্থাৎ ষট্‌কোণ হইতে অষ্টদল পদ্মের কেসরসমূহে ষড়ঙ্গ-দেবতাসমূহের পূজা করিয়া পত্রসমূহে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণের পূজা করিবেন। সৌম্য সুন্দর দেহধারী বনিতারূপ লোকপালগণকে পূজা করিবেন। ৯৫

ভক্তিযুক্ত হইয়া এইরূপে যিনি নিত্য দেবীকে পূজা করেন। তিনি

সম্প্রাপ্য কবিতাং দিব্যাং প্রাপ্য লক্ষ্মীমনন্তরাম্ ।
সৌভাগ্যমতুলং লব্ধ্বা বিহরেৎ সুচিরং ভুবি ॥ ৯৬
পাশাঙ্কুশ-পুটা শক্তির্ঝিণ্টীশো গগনং সদৃক্ ।
পরমেশ্বরি-শব্দান্তে দ্বিঠান্তঃ প্রণবাদিকঃ ।
অশ্বারূঢ়ামনুঃ প্রোক্তস্ত্রয়োদশভিরক্ষরৈঃ ॥ ৯৭
দ্বাভ্যামেকেন চৈকেন দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরক্ষরৈঃ ।
দ্বাভ্যামঙ্গানি ষট্ কুর্য্যাৎ ততো দেবীং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৯৮
রক্তামশ্বাধিরূঢ়াং শশধর-শকলাবদ্ধ-মৌলিং ত্রিনেত্রাং
পাশেনাবধ্য সাধ্যাং স্মর-শর-বিবশাং দক্ষিণেনানয়ন্তীম্ ।
হস্তেনাহন্যেন বেত্রং বর-কনকময়ং ধারয়ন্তীং মনোজ্ঞাং
দেবীং ধ্যায়েদজস্রং কুচভর-নমিতাং দিব্যহারাভিরামাম্ ॥ ৯৯

দিব্য কবিতা লাভ করিয়া অবিচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ভূমণ্ডলে সুদীর্ঘ কাল বিচরণ করেন । ৯৬

দেবী অশ্বরূঢ়ার মন্ত্র কথিত হইতেছে । পাশ—আং ও অঙ্কুশ—ক্রোং দ্বারা পুটিত শক্তি—হ্রীং, তাহাতে আং হ্রীং ক্রোং হয় । তাহার পর ঝিণ্টীশ—এ এবং সদৃক্—ইকার সহিত গগন—হ, তাহাতে এহি হয় । তাহার পর পরমেশ্বরি । শব্দের অন্তে দ্বিঠান্ত—স্বাহা হইবে । তাহাতে পরমেশ্বরি স্বাহা হইবে । উহা প্রণবাদি ওঁকারাদি হইবে । এই তেরটি অক্ষরের দ্বারা অশ্বারূঢ়া দেবীর ওঁ আং হ্রীং ক্রোং এহি পরমেশ্বরি ! স্বাহা—এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৯৭

প্রথম দুইটি অক্ষর ওঁ আং দ্বারা হৃদয়, তাহার পর একটি অক্ষর হ্রীং দ্বারা শিরঃ, তাহার পর একটি অক্ষর ক্রোং দ্বারা শিখা, তাহার পর দুইটী অক্ষর এহি দ্বারা কবচ, তাহার পর পাঁচটি অক্ষর পরমেশ্বরি দ্বারা নেত্র, তাহার পর দুইটী অক্ষর স্বাহা দ্বারা অস্ত্র—এই ছয়টী অঙ্গন্যাস করিবেন । তাহার পর দেবীকে ধ্যান করিবেন । ৯৮

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—রক্তবর্ণা, রক্ত অশ্বে আরূঢা, মস্তকে চন্দ্রকলা-ধারিণী, ত্রিনেত্রা, কামশরে বিবশা, সাধ্যাকে কণ্ঠে পাশের দ্বারা বন্ধন করিয়া বাম হস্তে আনয়ন কারিণী, দক্ষিণ হস্তে শ্রেষ্ঠ কনকময় বেত্র-ধারিণী, মনোজ্ঞা, কুচভারে অবনতা দিব্য হারে মনোহরা অশ্বারূঢ়া দেবীকে সর্বদা ধ্যান করিবেন । ৯৯

বাণ-লক্ষং জপেন্ মন্ত্রমাজ্যেনান্তে জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
দশাংশং জুহুয়াদ্ দেবীং শক্তিপীঠে সমর্চয়েৎ ॥ ১০০
পাশাদি-ত্র্যক্ষরোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ ।
আজ্যাদ্যান্ন-হুতান্ মন্ত্রী লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ১০১
লবণৈর্মধু-সংসিক্তৈর্হোমেন বশয়েন্ নৃপান্ ।
তেনৈব বিধিনা মন্ত্রী বশয়েদ্ বনিতামপি ॥ ১০২
আলিখ্য কোষ্ঠানি বিকার-সংখ্যান্যন্তশ্চতুষ্কে প্রণবং সসাধ্যম্ ।
অন্যেষপি দ্বাদশ মন্ত্রবর্ণান্ লিখেদিদং যন্ত্রমশেষ-বশ্যম্ ॥ ১০৩
মায়া-হৃদ্-ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরি-পদং বদেৎ ।
অন্নপূর্ণে ঠযুগলং মনুঃ সপ্তদশাক্ষরঃ ।
অঙ্গানি মায়য়া কুর্য্যাৎ ততো দেবীং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১০৪

পুরশ্চরণে পঞ্চ লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন। জপের অন্তে জিতেন্দ্রিয় সাধক জপের দশাংশ আজ্যের দ্বারা হোম করিবেন। মন্ত্রী সমাহিত হইয়া পাশাদি ত্র্যক্ষরোক্ত বিধানে শক্তিপীঠে দেবীকে সম্যক্‌ভাবে অর্চনা করিবেন। আজ্যাপ্লুত অন্ন হোমের দ্বারা মন্ত্রী বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারেন। ১০০-১০১

মধু-সংসিক্ত লবণের দ্বারা হোম করিয়া নৃপতিগণকে বশে আনিতে পারেন। মন্ত্রী সেই বিধি দ্বারাই স্ত্রীকেও বশ করিতে পারেন। ১০২

অশ্বারূঢার যন্ত্র লেখন প্রকার কথিত হইতেছে। পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ পাঁচ পাঁচটি রেখাপাতে ষোড়শ সংখ্যক কোষ্ঠ অঙ্কিত করিয়া মধ্য চারিটি কোষ্ঠে সাধ্য সাধকাদি নামের সহিত প্রণব লিখিবেন। অবশিষ্ট দ্বাদশ কোষ্ঠে অগ্রাদি প্রদক্ষিণক্রমে মন্ত্র বর্ণ সমূহ লিখিবেন। এই যন্ত্র সকলের বশকর। ১০৩

অন্নপূর্ণার মন্ত্র কথিত হইতেছে। মায়া—হ্রীং ও হৃৎ—নমঃ ও ভগবতি শব্দের অন্তে মাহেশ্বরি পদ বলিবেন। তাহার পর অন্নপূর্ণে ও ঠযুগল (স্বাহা) বলিবেন। তাহাতে সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র হয়। ষড়্‌দীর্ঘ যুক্ত মায়া দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। তাহার পর দেবীকে ধ্যান করিবেন। ১০৪

বিবৃতি। পদার্থাদর্শে এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অন্নপূর্ণা দেবতা, মায়া বীজ ও স্বাহা শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু তন্ত্রসারে

রক্তাং বিচিত্র-বসনাং নব-চন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদান-নিরতাং স্তন-ভার-নম্রাম্ ।
নৃত্যন্তমিন্দু-শকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখ-হন্ত্রীম্ ॥ ১০৫

যথাবিধি জপেন্ মন্ত্রং বসু-যুগ্ম-সহস্রকম্ ।
সাজ্যেনাঽন্নেন জুহুয়াৎ তদ্দশাংশমনন্তরম্ ।
শক্তিপীঠে যজেদ্ দেবীমঙ্গ-লোকেশ্বরায়ুধৈঃ ১০৬
প্রাতরেনং জপেন্ মন্ত্রং নিত্যমষ্টোত্তরং শতম্ ।
এতস্যান্ন-সমৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছ্রিয়া সহ মহীয়সী ॥ ১০৭
মায়া পদ্মাবতি-পদং ততঃ পাবকবল্লভা ।
সপ্তার্ণো মনুরাখ্যাতঃ সর্ববশ্য-প্রদায়কঃ ।
অঙ্গানি মায়য়া কুর্য্যাদ্ ধ্যায়েৎ ত্রৈলোক্য-মোহিনীম্ ॥ ১০৮

পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ বলিয়া সপ্রমাণ উক্ত হইয়াছে। ফলভেদে অন্নপূর্ণার মন্ত্র প্রণবাদি, শ্রীবীজাদি, বাগ্‌বীজাদি, কামবীজাদি হয়। যখন যে বীজাদি হইবে, ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত সেই বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস হইবে। শূদ্র প্রণব স্থলে ওঁ উচ্চারণ করিবেন। ইহাই শূদ্রের প্রণব। কালিকা পুরাণে মন্ত্রের সেতুকরণ প্রকরণে ইহা উক্ত হইয়াছে। ১০৪

অন্নপূর্ণার ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—রক্তবর্ণা, বিচিত্রবসনা, নবচন্দ্রযুক্ত মুকুটধারিণী, অন্নপ্রদানে নিরতা, স্তনভারে নম্রা, নব-চন্দ্র-খণ্ডাভরণ শিবকে নৃত্য করিতে দেখিয়া হৃষ্টা, সংসারদুঃখ-নাশিনী ভগবতীকে ভজনা করি। ১০৫

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র যথাবিধি ষোল হাজার জপ করিবেন। আজ্যযুক্ত অন্নের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। অনন্তর শক্তিপীঠে অঙ্গদেবতা, লোকপাল ও তাঁহাদের আয়ুধের সহিত অন্নপূর্ণা দেবীকে পূজা করিবেন। ১০৬

প্রাতঃকালে নিত্য অষ্টোত্তরশত (১০৮) এই মন্ত্র জপ করিবেন। মহা ঐশ্বর্য্যের সহিত ইহাঁর অন্নের সমৃদ্ধি হইবে। ১০৭

পদ্মাবতী মন্ত্র কথিত হইতেছে। মায়া—হ্রীং, তাহার পর পদ্মাবতি। পদ, অনন্তর বহ্নিবল্লভা—স্বাহা। সর্ব্ববশ্য প্রদায়ক পদ্মাবতীর এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত মায়া দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। তাহার পর ত্রৈলোক্যমোহিনীকে ধ্যান করিবেন। ১০৮

পদ্মাসনস্থাং কর-পঙ্কজাভ্যাং রক্তোৎপলে সংদধতীং ত্রিনেত্রাম্।
আবিভ্রতীমাভরণানি রক্তাং পদ্মাবতীং পদ্মমুখীং ভজামি ॥ ১০৯

পক্ষ-লক্ষং জপেন্ মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াদ্ ঘৃতৈঃ।
শক্তিপীঠে যজেদ্ দেবীমঙ্গাদ্যাবরণৈঃ সহ ॥ ১১০

কিঞ্জল্কেষ্বঙ্গপূজা স্যাৎ পূজ্যাঃ পত্রেষু মাতরঃ।
লোকপালাঃ বহিঃ পূজ্যাস্তদস্ত্রাণি ততো বহিঃ ॥ ১১১

ইত্থং যো ভজতে মন্ত্রং জপ-হোমার্চনাদিভিঃ।
সুভগঃ সর্বনারীণাং ভবেৎ কাম ইবাপরঃ ॥ ১১২

ষড়স্র-মধ্যে প্রবিলিখ্য শক্তিং কোণেষু শিষ্টানি ষড়ক্ষরাণি।
তদ্-বাহ্যতো মাতৃকয়াঽভিবীতং পদ্মাবতী-যন্ত্রমিদং প্রশস্তম ॥ ১১৩

তারং শিরসি বিন্যস্য দেবীং সঞ্চিন্ত্য ভারতীম্।
শক্তিবীজং ন্যসেদ্ ভালে সংস্মৃত্য ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ১১৪

পদ্মাবতীর ধ্যানের অর্থ হইতেছে:—পদ্মাসনে উপবিষ্টা, হস্তপদ্ম দ্বয়ের দ্বারা রক্তোৎপল-দ্বয়-ধারিণী, ত্রিনেত্রা, নানা আভরণে সম্যক্ ভূষিতা, রক্তবর্ণা পদ্মমুখী পদ্মাবতীকে আমি ভজনা করি। ১০৯

পুরশ্চরণে দুই লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ঘৃতের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। শক্তিপীঠে অঙ্গাদি আবরণের সহিত এই পদ্মাবতী দেবীকে পূজা করিবেন। ১১০

কিঞ্জল্ক সমূহে অঙ্গদেবতার পূজা হইবে। পত্র সমূহে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে পূজা করিবেন। দলের বহির্ভাগে লোকপালগণের ও তাহার বহির্ভাগে তাঁহাদের অস্ত্রসমূহের পূজা করিবেন। ১১১

যিনি জপ, হোম, অর্চনাদির সহিত এই প্রকারে মন্ত্রের ভজনা করেন, তিনি দ্বিতীয় কামের ন্যায় সমস্ত স্ত্রীর নিকট সুন্দর হইবেন। ১১২

পদ্মাবতীর যন্ত্র কথিত হইতেছে—ষড়্‌কোণ মধ্যে শক্তিবীজ লিখিয়া কোণ সমূহে অবশিষ্ট ছয়টি অক্ষর লিখিবেন। তাহার বহির্ভাগ মাতৃকাবর্ণের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। এই পদ্মাবতী যন্ত্র প্রশস্ত। ১১৩

অমঠন্যাস কথিত হইতেছে।—দেবী ভারতীকে চিন্তা করিয়া প্রণবকে মস্তকে ন্যাস করিয়া ভুবনেশ্বরীকে স্মরণ করিয়া ভালে শক্তিবীজকে ন্যাস করিবেন। ১১৪

অমসৌ নেত্রয়োর্ন্যস্যেদ্ ধ্যাত্বা সূর্য্যং হুতাশনম্ ।
মুখবৃত্তেন বিন্যস্যেট্ টান্তং চন্দ্রমনুস্মরন্ ॥ ১১৫
জিহ্বায়াং বিন্যসেদ্ বীজং রমায়াস্তাং বিচিন্তয়ন্ ।
স্বাহার্ণৌ গণ্ডয়োর্ন্যস্যেৎ তদ্‌গজেন্দ্র-ধিয়া সুধীঃ ॥ ১১৬
অমঠং ন্যাসমাখ্যাতং কুর্বন্ প্রতিদিনং নরঃ ।
কীর্ত্তি-শ্রী-কান্তি-মেধানাং বল্লভো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১১৭

ইতি শ্রীশারদাতিলকে দশমঃ পটলঃ

সূর্য্য হুতাশনকে ধ্যান করিতে করিতে নেত্রদ্বয়ে অম্ বিন্দু অংকে ও স বিসর্গ অঃ কে ন্যাস করিবেন। চন্দ্রকে চিন্তা করিতে করিতে মুখে বৃত্তাকারে টান্ত ঠকে ন্যাস করিয়া রমা লক্ষ্মীকে চিন্তা করিতে করিতে রমাবীজ শ্রীংকে জিহ্বায় ন্যাস করিবেন। ১১৫

সুধী সাধক লক্ষ্মীর গজেন্দ্র বুদ্ধিতে অর্থাৎ লক্ষ্মীর গজেন্দ্রকে ধ্যান করিয়া দুই গণ্ডে স্বা ও হা এই দুইটি বর্ণকে ন্যাস করিবেন। ১১৬

মানব প্রতিদিন পূর্ব কথিত অমঠ ন্যাস করিতে করিতে নিশ্চয়ই কীর্ত্তি, শ্রী, কান্তি ও মেধার অধিপতি হন। ১১৭

শারদাতিলক তন্ত্রের দশম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

একাদশঃ পটলঃ

অথ দুর্গামন্ত্রং বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফল-প্রদম্।
মায়াঽগ্নিঃ কর্ণ-বিন্দ্বাঢ্যো ভূয়োঽসৌ সর্গবান্ ভবেৎ॥ ১

পঞ্চান্তকঃ প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভৌতিকাসনঃ।
তারাদি-হৃদয়ান্তোঽয়ং মন্ত্রো বস্বক্ষরাত্মকঃ॥ ২

ঋষিশ্চ নারদশ্ছন্দো গায়ত্রং দেবতা মনোঃ।
দুর্গা সমীরিতা সদ্ভির্দুরিতাপন্নিবারিণী॥ ৩

নমস্কার-বিমুক্তেন মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ।
হ্রীমাদ্যৈঃ সহ কুর্বীত ষড়ঙ্গানি যথাবিধি॥ ৪

নিত্যামন্ত্র কথনের পর তাঁহার অপেক্ষিত দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদ দুর্গামন্ত্র বলিতেছেন। মায়া শক্তিবীজ—হ্রীং, কর্ণ—উ ও বিন্দু—অনুস্বারযুক্ত অগ্নি দকার, তাহাতে দুং হয়। পুনরায় উহা (এই দুকার) সর্গবান্ বিসর্গযুক্ত হইবে। (বিসর্গটি উপসর্গ-রূপ, মন্ত্রে বিসর্গ রেফ হইবে। যেহেতু উপসর্গটি রেফরূপ। তাহাতে দুর্ হইবে)। ১

তাহার পর প্রতিষ্ঠা আকার-যুক্ত পঞ্চান্তক—গকার, তাহাতে গা হইল। তাহার পর ভৌতিকাসন ভৌতিক ঐকার, তদ্যুক্ত মারুত যকার। তাহাতে দুর্গায়ৈ হইল। উহা প্রণবাদি ও হৃদয়ান্ত (নমো অন্ত) হইলে ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয়। ২

এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, দুরিত ও আপদ্ নিবারিণী দুর্গা দেবতা বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে। (এই মন্ত্রের দুং বীজ, হ্রীং শক্তি। দুরিত নিবারণে ও আপদ্ নিবারণে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়।)। ৩

সাধক নমস্কার রহিত মূলমন্ত্রের দ্বারা হ্রাং হ্রীং ইত্যাদি প্রকারে শক্তিষড়ঙ্গ মুদ্রায় ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ৪

বিবৃতি। শক্তিপূজায় শক্তি ষড়ঙ্গ মুদ্রায় ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হয়। নমস্কার রহিত মূল মন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ। উহা প্রথমে দিয়া তাহার পরে হ্রাং হ্রীং হ্রূং ইত্যাদি দিয়া ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হইবে। যথা—ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্ ইত্যাদি। ৪

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত-প্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্ভুজৈঃ
শঙ্খং চক্র-ধনুঃ-শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-রণৎ-কাঞ্চী-রণন্-নূপুরা
দুর্গা দুর্গতি-হারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসৎ-কুণ্ডলা ॥ ৫

বসুলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং তিলৈর্মধুর-লোলিতৈঃ।
পয়োন্ধসা বা জুহুয়াৎ তৎ-সহস্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬

পীঠমিথং যজেৎ সম্যক্ নবশক্তি-সমন্বিতম্।
প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা নন্দিনী পুনঃ ॥ ৭

সুপ্রভা বিজয়া সর্ব-সিদ্ধিদা নব শক্তয়ঃ।
অজ্ভির্হ্রস্ব-ত্রয়-ক্লীব-রহিতৈঃ পূজয়েদিমাঃ ॥ ৮

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—সিংহের উপরে উপবিষ্টা, চন্দ্রযুক্ত মুকুট-ধারিণী, মরকত তুল্য চারি বাহুর উর্ধ্বের বাম ও দক্ষিণের দুই হস্ত দ্বারা যথাক্রমে শঙ্খ ও চক্র এবং বাম ও দক্ষিণের অধো দুই হস্তের দ্বারা ধনুঃ ও শর ধারিণী, নেত্রত্রয়ে শোভিতা, মুক্তামণ্ডিত অঙ্গদ, হার, কঙ্কণ, শব্দায়মান কাঞ্চী ও শব্দায়মান নূপুরধারিণী, রত্নোজ্জ্বল কুণ্ডলধারিণী দুর্গা তোমাদের দুর্গতি-হারিণী হউন। ৫

বিবৃতি। এই মূর্ত্তির ধ্যানের পর দুর্গামুদ্রা, শঙ্খমুদ্রা, চক্রমুদ্রা, ধনুর্মুদ্রা, বাণমুদ্রা দেখাইতে হয়। ৫

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র আট লক্ষ জপ করিবেন। মধুরাপ্লুত তিল অথবা পায়সের দ্বারা জিতেন্দ্রিয় সাধক আট হাজার হোম করিবেন। ৬

নবশক্তি সমন্বিত পীঠকে বক্ষ্যমাণ রীতিতে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবেন। যথাক্রমে প্রভা, মায়া, জয়া, সূক্ষ্মা, বিশুদ্ধা ও নন্দিনীকে পূজা করিবেন। ৭

তাহার পর সুপ্রভা, বিজয়া, সর্বসিদ্ধিদাকে পূজা করিবেন। এই নয় জন পীঠের শক্তি। হ্রস্বত্রয় অ ই উ এবং ক্লীব রহিত বিন্দুযুক্ত নয়টী স্বরবর্ণরূপ বীজের দ্বারা এই শক্তিগুলিকে পূজা করিবেন। ৮

বিবৃতি। প্রভাদি নয়টি শক্তির যথাক্রমে বীজ হইতেছে—আং ঈং ঊং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ। ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ। ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ। ইত্যাদিরূপে ইহাদের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে পূজা করিতে হইবে। ইহারা সকলেই জবা পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা ঈষৎ হাস্যমুখী, চাপ, বাণ ও অঞ্জলি হস্তা

প্রণবানন্তরং বজ্র-নখ-দংষ্ট্রায়ুধায় চ।
মহাসিংহায় বর্মাস্ত্রং নতিঃ সিংহমনুর্মতঃ ॥ ৯

দত্তাদাসনমেতেন মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ।
তস্যাং সম্পূজয়েন্মূর্ত্তৌ দেবীমাবাহ্য মন্ত্রবিৎ ॥ ১০

অঙ্গাবৃত্তিং পুরাভ্যর্চ্য শক্তীঃ পত্রেষু পূজয়েৎ।
জয়া চ বিজয়া কীর্ত্তিঃ প্রীতিঃ পশ্চাৎ প্রভা পুনঃ ॥ ১১

শ্রদ্ধা মেধা শ্রুতিঃ প্রোক্তাঃ স্বনামাত্তক্ষরাদিকাঃ।
পত্রাগ্রেষ্বর্চয়েদষ্টাবায়ুধানি যথাক্রমাৎ ॥ ১২

চক্র-শঙ্খ-গদা-খড়্গ-পাশাঙ্কুশ-শরান্ ধনুঃ।
লোকেশ্বরাংস্ততো বাহ্যে তেষামস্ত্রাণ্যনন্তরম্ ॥ ১৩

শুভ্র মাল্য ও অনুলেপনে ভূষিতা। পীঠন্যাসে কথিত আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মার পূজার পর প্রদক্ষিণক্রমে আটটি দলে ও মধ্যে ইহাঁদের পূজা করিবেন। ৮

দেবীর বাহন সিংহের মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রণবের অনন্তর বজ্রনখ-দংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় তাহার পর বর্ম—হুং, অস্ত্র ফট্ ও নতি নমঃ। এই হইলে ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ—এই মন্ত্র হয়। এইটি সিংহের মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৯

এই মন্ত্রে দেবীকে আসন দান করিবেন। মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। মন্ত্রবিৎ সাধক সেই মূর্ত্তিতে দেবীকে আবাহন করিয়া সম্যক্‌রূপে পূজা করিবেন। ১০

প্রথমে চতুর্থপটলোক্ত রীতিতে অঙ্গাবরণের পূজা করিয়া পত্রসমূহে বিন্দুযুক্ত নিজ নিজ নামের আদ্যক্ষর প্রথমে দিয়া ওঁ জং জয়ায়ৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে জয়াদি শক্তিগণের পূজা করিবেন। জয়া, বিজয়া, কীর্ত্তি, প্রীতি, প্রভা, শ্রদ্ধা, মেধা ও শ্রুতি—ইহারা শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পত্রের অগ্রসমূহে যথাক্রমে বক্ষ্যমাণ চক্রাদি আটটি আয়ুধের পূজা করিবেন। ১১-১২

চক্র, শঙ্খ, গদা, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, বাণ ও ধনুককে পূজা করিবেন। তাহার পর বাহ্যে লোকপালগণকে পূজা করিবেন। অনন্তর তাঁহাদের অস্ত্রসমূহের পূজা করিবেন। ১৩

ইত্থং জপাদিভির্মন্ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধে বিধানবিৎ।
কুর্য্যাৎ প্রয়োগানেতেন মনুনা স্বমনীষিতান্ ॥ ১৪

প্রতিষ্ঠাপ্য বিধানেন কলশান্ নব শোভনান্।
রত্ন-হেমাদি-সংযুক্তান্ পদেষু নবসু স্থিতান্ ॥ ১৫

মধ্যস্থে পূজয়েদ্ দেবীমিতরেষু জয়াদিকাঃ।
সম্পূজ্য গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈরভিষিঞ্চেন্নরাধিপম্ ॥ ১৬

রাজা বিজয়তে শত্রূন্ সাধকো বিজয়-শ্রিয়ম্।
প্রাপ্নোতি রোগী দীর্ঘায়ুঃ সর্ব-ব্যাধি-বিবর্জিতঃ ॥ ১৭

বন্ধ্যাঽভিষিক্তা বিধিনা লভতে তনয়ং বরম্।
মন্ত্রেনাঽনেন সংজপ্তমাজ্যং ক্ষুদ্র-জ্বরাপহম্।
গর্ভিণীনাং বিশেষেণ জপ্তং ভস্মাদিকং তথা ॥ ১৮

এই প্রকার জপাদি দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হইলে বিধানবিৎ মন্ত্রী এই মন্ত্রের দ্বারা নিজের অভিলষিত প্রয়োগ সকল করিবেন। ১৪

বিবৃতি। সেই প্রয়োগ হইতেছে—ঐশ্বর্য্যকামনায় শক্তিবীজের অনন্তর শ্রীবীজ যোগ, দীর্ঘায়ুঃ কামনায় মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের যোগ, শত্রুজয় কামনায় নৃসিংহবীজের যোগ ও পুত্রকামনায় কামবীজের যোগ করিয়া এই মন্ত্রদেবতার আরাধনা করিবেন। ১৪

মাতৃকা পটলোক্ত বিধি অনুসারে নবনাভ মণ্ডলের নয়টী পদে রত্ন হেমাদি সংযুক্ত সর্বাঙ্গসুন্দর নয়টি কলশ প্রতিষ্ঠা (স্থাপন) করিয়া মধ্যস্থ কলশে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের দ্বারা দেবী দুর্গাকে ও অন্যান্য কলশে জয়াদি শক্তিগণকে পূজা ও জপ করিয়া নরপতিকে অভিষেক করিবেন। ১৫-১৬

ইহা দ্বারা রাজা শত্রুকে জয় করেন। সাধক বিজয়-শ্রী লাভ করেন। রোগী সর্বব্যাধি রহিত হইয়া দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হন। ১৭

বন্ধ্যা বিধিপূর্বক অভিষিক্তা হইলে শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করেন। এই মন্ত্র জপ্ত আজ্য ভক্ষিত হইলে ক্ষুদ্র ও জ্বর-নাশক হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গর্ভিণীগণের মন্ত্র জপ্ত ভস্মাদির ধারণ ও ঘৃতের ভক্ষণ ক্ষুদ্র, জ্বর ও গ্রহাদির নাশক হইয়া থাকে। ১৮

মধ্যে তারে বীজমন্তঃস্থ-সাধ্যং পত্রেষষ্টৌ মন্ত্রবর্ণান্ বিলিখ্য।
ত্রিষ্টুব্‌বীতং বেষ্টিতং মাতৃকার্ণৈর্যন্ত্রং দৌর্গং ভূপুরস্থং বিদধ্যাৎ॥ ১৯

ক্ষুদ্র-ভূত-মহারোগ-চৌর-সর্প-নিবারণম্।
বিজয়-শ্রীপ্রদং পুংসাং গর্ভিণীনাং সুখপ্রদম্॥ ২০

ভাস্তং বিয়ৎ সনয়নং শ্বেতো মর্দিনি ঠদ্বয়ম্।
অষ্টাক্ষরীয়মাখ্যাতা বিদ্যা মহিষ-মর্দ্দিনী॥ ২১

মহিষ-হিংসিকে! হুঁ ফট্ হৃদয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।
মহিষ-শত্রো শার্ঙ্গী হুঁ ফট্ শিরোঽঙ্গমুদাহৃতম্॥ ২২

মহিষং ভীষয়-দ্বন্দ্বং হুঁফড়ন্তঃ শিখা-মনুঃ।
মহিষং হন যুগ্মান্তে দেবি! হুঁ ফট্ তনুচ্ছদম্॥ ২৩

দুর্গাযন্ত্র কথিত হইতেছে। মধ্যে অর্থাৎ কর্ণিকায় প্রণবের মধ্যে সাধ্য, সাধকের নাম ও কর্ম সহিত দুর্গাবীজ লিখিয়া পত্রসমূহে মন্ত্রবর্ণ সমূহ লিখিবেন। দ্বাবিংশ পটলে কথিত জাতবেদা ইত্যাদি ত্রিষ্টুপ্‌ মন্ত্রের দ্বারা উহা বেষ্টিত হইবে। তাহার পর মাতৃকাবর্ণের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহার পর এই দৌর্গ যন্ত্রকে ভূপুরের মধ্যবর্ত্তী করিবেন। ১৯

এই যন্ত্র ক্ষুদ্র, ভূত, মহারোগ, চৌর ও সর্পের নিবারক, পুরুষগণের বিজয় ও ঐশ্বর্য্যপ্রদ এবং গর্ভিণীগণের সুখপ্রদ। ২০

মহিষমর্দিনীর মন্ত্র কথিত হইতেছে। ভান্ত—ম, সনয়ন-ইকার সহিত বিয়ৎ—হ, শ্বেত—ষ, তাহার পর মর্দিনী ও ঠদ্বয়—স্বাহা। তাহা হইলে মহিষমর্দিনি। স্বাহা এই মন্ত্র হয়। এই অষ্টাক্ষরী বিদ্যা মহিষমর্দিনী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ২১

বিবৃতি। এই মন্ত্রের শাকবৎস ঋষি। কেহ কেহ বলেন—মার্কণ্ডেয় ঋষি। প্রকৃতি ছন্দঃ। মহিষমর্দিনী দেবতা। মং বীজ, স্বাহা শক্তি। এই মন্ত্র প্রণবাদি, মায়াদি, বাগ্‌ভবাদি, বধূবীজাদি ও কবচাদি হইলে নবাক্ষর হয়। উহার ফল ভিন্ন ভিন্ন। ২১

মহিষহিংসিকে হুং ফট্—এইটি হৃদয় মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহিষশত্রো শার্ঙ্গী হুং ফট্—এইটি শিরোমন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২২

মহিষং ভীষয় ভীষয় হুং ফট্—এইটি শিখা মন্ত্র। মহিষং হন হন দেবি। হুং ফট্—এইটি কবচ মন্ত্র। ২৩

মহিষান্তে সূদনি হুঁ-ফড়ন্তমস্ত্রমীরিতম্ ।
মন্ত্রৈরেতৈর্জাতিযুক্তৈঃ পঞ্চাঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৪

গারুড়োপল-সন্নিভাং মণিমৌলি-কুণ্ডল-মণ্ডিতাং
নৌমি ভাল-বিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গ-নিষেদুষীম্ ।
চক্র শঙ্খ-কৃপাণ-খেটক-বাণ-কার্মুক-শূলকান্
তর্জনীমপি বিভ্রতীং নিজ-বাহুভিঃ শশি শেখরাম্ ॥ ২৫

অষ্ট লক্ষং জপেন্ মন্ত্রং তৎসহস্রং তিলৈঃ শুভৈঃ ।
হুত্বা প্রাগীরিতে পীঠে যজেন্ মহিষ-মর্দিনীম্ ॥ ২৬

সম্পূজ্যাঙ্গানি পত্রেষু দুর্গাখ্যাং বরবর্ণিনীম্ ।
আর্য্যাহ্বয়াং তৃতীয়াঞ্চ চতুর্থীং কনক প্রভাম্ ॥ ২৭

মহিষ শব্দের অন্তে সূদনি অর্থাৎ মহিষসূদনি হুং ফট্—এইটি অস্ত্র মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। জাতিযুক্ত এই সকল মন্ত্রের দ্বারা করাদি ও নেত্রভিন্ন হৃদয়াদি পঞ্চাঙ্গের ন্যাস করিবেন। ২৪

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—গারুড়োপল (গরুড়ের উদ্গার মণি—মরকত মণি) তুল্যা, মণিময় মুকুট ও কুণ্ডলে ভূষিতা, ললাট-নেত্রা, মহিষের উত্তমাঙ্গে (মস্তকে) উপবিষ্টা, নিজের বাহু সমূহের দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণ ও বামের উর্দ্ধ হস্ত দ্বয়ের দ্বারা শঙ্খ ও চক্র, তাহার নিম্ন হস্তদ্বয়ের দ্বারা কৃপাণ ও খেটক, তাহার নিম্ন হস্ত দ্বয়ের দ্বারা বাণ ও কার্ম্মুক এবং তর্জনী মুদ্রাধারিণী[1] চন্দ্রশেখরা মহিষমর্দিনীকে স্তুতি করি। ২৫

পুরশ্চরণে আট লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন। সুন্দর তিলের দ্বারা আট হাজার হোম করিয়া অব্যবহিত পূর্বোক্ত দৌর্গপীঠে মহিষমর্দিনীকে পূজা করিবেন। ২৬

কেসর সমূহে অগ্ন্যাদিক্রমে অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া ক্লীবত্রয় ও অন্ত্যরহিত বিন্দুযুক্ত দীর্ঘ স্বর আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ অঃ পূর্বক পূর্বাদি ক্রমে ওঁ আং দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈং বরবর্ণিন্যৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে দুর্গা, বরবর্ণিনী, তৃতীয়া

১। তর্জন্যেকাকিনী তূর্দ্ধা শেষাঃ সম্মিলিতাঙ্গুলঃ।
মুদ্রেয়ং তর্জনী প্রোক্তা বক্তুঃ শ্রোতৃশ্চ তাড়িনী॥

পঞ্চমীং কৃত্তিকা-সংজ্ঞাং ষষ্ঠীমপ্যভয়-প্রদাম্।
কন্যাং স্বরূপাং প্রভজেন্ মন্ত্রী দীর্ঘস্বরৈঃ ক্রমাৎ ॥ ২৮
যজেদগ্রেষ্বায়ুধানি চক্র-শঙ্খাসি-খেটকান্।
বাণং বাণাসনং শূলং কপালং যাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ২৯
লোকপালাঃ পুনঃ পূজ্যাস্তদস্ত্রাণি ততঃ পরম্।
বশয়েৎ তিলহোমেন নরান্ নরপতীনপি ॥ ৩০
সিদ্ধার্থৈর্জুহুয়ান্ মন্ত্রী রোগান্ মুচ্যেত তৎক্ষণাৎ।
পদ্মৈর্হুত্বা জয়েচ্ছত্রূন্ দূর্বাভিঃ শান্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১
পলাশ-কুসুমৈঃ পুষ্টিং ধান্যৈর্ধান্যশ্রিয়ং ব্রজেৎ।
কাকপক্ষৈঃ কৃতো হোমো দ্বেষং বিতনুতে নৃণাম্ ॥ ৩২
মরীচ-হোমান্ মরণং রিপুরাপ্নোতি সর্বথা।
ক্ষুদ্রারি-চৌর-ভূতাদ্যান্ ধ্যাত্বা দেবীং বিনাশয়েৎ ॥ ৩৩

আর্য্যা, চতুর্থী কনকপ্রভা, পঞ্চমী কৃত্তিকা, ষষ্ঠী অভয়-প্রদা, কন্যা ও স্বরূপাকে পূজা করিবেন। ২৭-২৮

পত্রের অগ্রসমূহে যথাক্রমে বিন্দুযুক্ত যকারাদি হকারান্ত বর্ণ পূর্বক শঙ্খ, চক্র, অসি, খেটক, বাণ, বাণাসন, শূল ও কপাল—এই সকল অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। ২৯

তাহার পর তাহার বহির্ভাগে লোকপালগণকে ও তাঁহাদের অস্ত্রসমূহকে পূজা করিবেন। কামবীজাদি এই মন্ত্রে তিলহোমের দ্বারা মনুষ্যগণকে ও নৃপতিগণকে বশ করিতে পারিবেন। ৩০

মন্ত্রজ্ঞ সাধক মৃত্যুঞ্জয়াদি এই মন্ত্রে পদ্মের দ্বারা হোম করিবেন। ইহা দ্বারা রোগ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইবেন। স্ববীজাদি মন্ত্রে পদ্মের দ্বারা হোম করিয়া শত্রুগণকে জয় করেন। নৃসিংহবীজাদি এই মন্ত্রে দূর্বাসমূহের দ্বারা হোম করিয়া শান্তি লাভ করেন। ৩১

তার্তীয় বীজাদি এই মন্ত্রে পলাশ কুসুমের দ্বারা হোম করিয়া পুষ্টি লাভ করিবেন। শ্রীবীজাদি এই মন্ত্রে ধান্যের দ্বারা হোম করিয়া ধান্যশ্রী লাভ করিবেন। কাকপক্ষের দ্বারা হোম কৃত হইলে শত্রুগণের মধ্যে দ্বেষ বিস্তার করে। স্ববীজাদি এই মন্ত্রে মরীচ হোম হইতে শত্রু সর্বপ্রকারে মরণ লাভ করে। দেবীকে ধ্যান করিয়া ক্ষুদ্র, শত্রু, চোর ও ভূত প্রভৃতিকে বিনাশ করাইতে পারেন। ৩২-৩৩

তারো দুর্গে-যুগং রক্তমন্ত্যং ঢান্তং সলোচনম্ ।
দ্বিঠান্তা জয়দুর্গেয়ং বিদ্যা বেদ্যা দশাক্ষরী ॥ ৩৪

তারাদি দুর্গে হৃদয়ং দুর্গে শির উদীরিতম্ ।
দুর্গায়ৈ স্যাচ্ছিখা বর্ম ভূতরক্ষিণি কীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৫

তারাদি দুর্গে-দ্বিতয়ং রক্ষিণ্যক্ষি সমীরিতম্ ।
তারাদি দুর্গে-যুগলং রক্ষিণ্যস্ত্রং সমীরিতম্ ॥ ৩৬

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল-ভয়দাং মৌলি-বদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্ ।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশ-পরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥ ৩৭

জয়দুর্গার মন্ত্র বলিতেছেন। প্রথমে প্রণব (ওঁ), পরে দুইটি দুর্গে পদ অর্থাৎ দুর্গে দুর্গে, তাহার পরে রক্ত—র, তাহার পর সলোচন ইকার যুক্ত অন্ত্য—ক্ষ ও ঢান্ত—ণ, তাহাতে রক্ষিণি হইল। তাহার পর স্বাহা। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা—এই দশাক্ষরীকে জয়দুর্গা বিদ্যা জানিবেন। ৩৪

বিবৃতি। এই মন্ত্রের মার্কণ্ডেয় ঋষি, বৃহতী ছন্দঃ, জয়দুর্গা দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই মন্ত্রের প্রণব বীজ, স্বাহা শক্তি। সিদ্ধিকামনায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। ৩৪

তারাদি দুর্গে অর্থাৎ ওঁ দুর্গে—এইটী হৃদয় মন্ত্র ও ওঁ দুর্গে এইটি শিরোমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ওঁ দুর্গায়ৈ—এইটি শিখা মন্ত্র ও ওঁ ভূতরক্ষিণি—এইটি কবচ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩৫

তারাদি দুর্গে দ্বিতয় ও রক্ষিণি অর্থাৎ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি—এইটি নেত্র মন্ত্র কথিত হইয়াছে। তারাদি দুর্গে যুগল ও রক্ষিণি এবং অস্ত্র অর্থাৎ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি অস্ত্রায় ফট্—এইটি অস্ত্র-মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩৬

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—কৃষ্ণমেঘের ন্যায় নীলবর্ণা, কটাক্ষ বিক্ষেপে শত্রুকুলের ভয়প্রদা, মস্তকে ইন্দুকলায় মণ্ডিতা, (অষ্টাক্ষরী মন্ত্রবৎ) হস্তসমূহের দ্বারা শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ ও ত্রিশূলধারিণী, ত্রিনেত্রা সিংহস্কন্ধে আরূঢ়া তেজের দ্বারা অখিল ত্রিভুবন পূরণকারিণী দেবগণের দ্বারা পরিবৃতা, সিদ্ধিকামিগণ কর্ত্তৃক সেবিতা জয়দুর্গাকে ধ্যান করিবেন। ৩৭

বাণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং ঘৃতেন জুহুয়াৎ ততঃ।
দশাংশং সংস্কৃতে বহ্নৌ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ ॥ ৩৮

অষ্টাক্ষরোদিতে পীঠে পূজয়েৎ পূর্ববৎ সুধীঃ।
মন্ত্রং জপন্ বিশেদ্ যুদ্ধে শত্রূন্ হন্যাদ্ বিশেষতঃ ॥ ৩৯

প্রজপেদ্ ব্যবহারাদৌ তত্রাপি বিজয়ী ভবেৎ।
অর্চয়েদস্ত্র-শস্ত্রাণি জয়ার্থী বিদ্যয়াঽনয়া ॥ ৪০

জ্বল-জ্বল পদস্যান্তে শূলিনীতি পদং বদেৎ।
দুষ্ট-গ্রহং হুমস্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ ॥ ৪১

ভূতেন্দ্রিয়াক্ষরৈঃ প্রোক্তো গ্রহ-ক্ষুদ্রাদি-নাশকঃ।
ঋষির্দীর্ঘতমাঃ প্রোক্তঃ ককুপ্ ছন্দ উদাহৃতম্ ॥ ৪২

পুরশ্চরণে পাঁচ লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর সংস্কৃত বহ্নিতে ঘৃতের দ্বারা তাহার দশাংশ পাঁচ হাজার হোম করিবেন। ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন করাইবেন। ৩৮

সুধী সাধক অষ্টাক্ষর মন্ত্রোক্ত পীঠে পূর্ববৎ পূজা করিবেন। মন্ত্র জপ করিতে করিতে যুদ্ধে প্রবেশ করিবেন, তাহাতে বিশেষভাবে শত্রুকে নাশ করিতে পারিবেন। ৩৯

ব্যবহারাদিতে (মামলা মোকর্দমায়) এই মন্ত্র জপ করিবেন। সেখানেও বিজয়ী হইবেন। জয়কামী এই বিদ্যা দ্বারা বাণাদি অস্ত্র ও খড়্গাদি শস্ত্রকে পূজা করিবেন। ৪০

শূলিনী দুর্গার মন্ত্র কথিত হইতেছে। জ্বল জ্বল এই পদের অন্তে শূলিনি এই পদ বলিবেন। তাহার পর দুষ্টগ্রহ হুং এবং অস্ত্রের অন্তে (ফট্ এর পর) বহ্নিজায়া (স্বাহা) বলিবেন। এই পর্যন্ত মন্ত্র। তাহাতে মন্ত্রটি হয়—জ্বল জ্বল শূলিনি। দুষ্টগ্রহং হুং ফট্ স্বাহা। ৪১

সঙ্কলিত ভূত ও ইন্দ্রিয় সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা অর্থাৎ পঞ্চদশ অক্ষরের দ্বারা কথিত এই মন্ত্র গ্রহদোষ এবং স্তম্ভ, বিদ্বেষ, উৎসাহ, উচ্চাটন, ভ্রম, মারণ ও ব্যাধিরূপ ক্ষুদ্র এবং প্রেত ও ডাকিনী প্রভৃতির নিবারক কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের দীর্ঘতমা ঋষি, ককুপ্ ছন্দঃ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪২

শূলিনী দেবতা প্রোক্তা সমস্ত-সুর-বন্দিতা।
দুর্গে হৃদ্ বরদে শীর্ষং বিন্ধ্য-বাসিনি তচ্ছিখা ॥ ৪৩

অসুরান্তে মর্দিনি স্যাদ্ যুদ্ধ-পূর্ব-প্রিয়ে পুনঃ।
ত্রাসয়-দ্বিতয়ং বর্ম দেব-সিদ্ধ-সুপূজিতে ॥ ৪৪

নন্দিনি স্যাদ্ রক্ষ-যুগং মহাযোগেশ্বরি ক্রমাৎ।
শূলিন্যাদ্যা হুঁফড়ন্তা পঞ্চাঙ্গ-মনবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৫

অধ্যারূঢ়াং মৃগেন্দ্রং সজল-জলধর-শ্যামলাং হস্তপদ্মৈঃ
শূলং বাণং কৃপাণমরি-জলজ-গদা-চাপ-পাশান্ বহন্তীম্।
চন্দ্রোত্তংসাং ত্রিনেত্রাং চতসৃভিরভিতঃ খেটকান্ বিভ্রতীভিঃ
কন্যাভিঃ সেব্যমানাং প্রতিভট-ভয়দাং শূলিনীং ভাবয়ামি ॥ ৪৬

এই মন্ত্রের সমস্ত দেব-বন্দিতা শূলিনী দেবতা কথিত হইয়াছেন (এই মন্ত্রের হুং বীজ এবং স্বাহা শক্তি।) এই মন্ত্রের দুর্গে—এইটি হৃদয় মন্ত্র। বরদে—এইটি শিরোমন্ত্র। বিন্ধ্যবাসিনি—এইটি সেই মন্ত্রের শিখামন্ত্র। ৪৩

অসুর পদের অন্তে মর্দিনি হইবে, তাহাতে অসুরমর্দিনি হয়। তাহার পর পুনরায় যুদ্ধ পূর্ব প্রিয়ে অর্থাৎ যুদ্ধ-প্রিয়ে ও ত্রাসয় দ্বিতয় অর্থাৎ ত্রাসয় ত্রাসয় অর্থাৎ অসুরমর্দিনি যুদ্ধ-প্রিয়ে ত্রাসয় ত্রাসয়—এইটি কবচ মন্ত্র। দেবসিদ্ধ-সুপূজিতে নন্দিনি রক্ষ রক্ষ মহাযোগেশ্বরি—এইটি অস্ত্রমন্ত্র। এই পাঁচটি অঙ্গ মন্ত্র শূলিনি আদি ও হুং ফট্ অন্ত হইবে অর্থাৎ ওঁ শূলিনি দুর্গে হুং ফট্, ওঁ শূলিনি বরদে হুং ফট্, শূলিনি বিন্ধ্যবাসিনি হুং ফট্—এইরূপ শূলিনি আদি ও হুং ফট্ অন্ত পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। ৪৪ ৪৫।

বিবৃতি। ওঁ শূলিনি দুর্গে হুং ফট্ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ শূলিনি বরদে হুং ফট্ শিরসে স্বাহা। ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ৪৫

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—সিংহে উপবিষ্টা, সজল মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, দক্ষিণের অধোহস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্যন্ত হস্তপদ্ম সমূহের দ্বারা শূল, বাণ, কৃপাণ, অরি (চক্র), শঙ্খ, গদা, চাপ ও পাশ বহনকারিণী, চন্দ্রযুক্ত মুকুটধারিণী, ত্রিনেত্রা, খেটকধারিণী জয়া, বিজয়া, ভদ্রা, শূলকাত্যায়নী নাম্নী চারি কন্যাগণ কর্তৃক উভয়দিকে সেব্যমানা শত্রুগণের ভয়দায়িনী শূলিনীকে আমি ধ্যান করি। ৪৬

মন্থুমেনং জপেন্ মন্ত্রী বর্ণলক্ষং বিচক্ষণঃ।
সর্পিষাঽন্নেন হোমস্তু তদ্-দশাংশ-মিতো ভবেৎ॥ ৪৭
প্রাগুক্তে পূজয়েৎ পীঠে বক্ষ্যমানেন বর্ত্মনা।
বিধায় পূজামঙ্গানাং পূজ্যাঃ পত্রেষু শক্তয়ঃ॥ ৪৮
দুর্গাদ্যা বরদা বিন্ধ্য-বাসিন্যসুরমর্দিনী।
যুদ্ধ-প্রিয়া পঞ্চমী স্যাৎ দেব-সিদ্ধ-সুপূজিতা॥ ৪৯
সপ্তমী নন্দিনী প্রোক্তা মহাযোগেশ্বরী পরা।
দলাগ্রেষু তদস্ত্রাণি শঙ্খং চক্রমসিং পুনঃ॥ ৫০
গদেষু-চাপ-শূলানি পাশং পশ্চাদ্ দিশাধিপান্।
ইত্থং জপাদিভিঃ সিদ্ধঃ কুর্য্যাৎ কর্ম নিজেপ্সিতম্॥ ৫১
অষ্টোত্তর-সহস্রং যস্তিলৈস্ত্রিমধুরাপ্লুতৈঃ।
নিত্যং প্রজুহুয়াৎ তস্য শক্তিঃ স্যাদতিমানুষী॥ ৫২
অষ্টোত্তর-শতং নিত্যং সর্পিষা জুহুয়ান্ নরঃ।
বাঞ্ছিতং বৎসরাদর্বাক্ প্রাপ্নুয়ান্ মহতীং শ্রিয়ম্॥ ৫৩

পুরশ্চরণ নিয়মবিৎ বিচক্ষণ মন্ত্রজ্ঞ সাধক বর্ণ লক্ষ (মন্ত্রবর্ণ সমসংখ্যক পঞ্চদশ লক্ষ) এই মন্ত্র জপ করিবেন। ঘৃত ও অন্নের দ্বারা হোম কিন্তু জপের দশাংশ পরিমিত হইবে। ৪৭

পূর্বোক্ত অষ্টাক্ষর দুর্গামন্ত্রোক্ত পীঠে বক্ষ্যমাণ পদ্ধতিতে কেসর সমূহে অঙ্গদেবতাগণের পূজা করিয়া পত্রসমূহে শক্তিগণের পূজা করিবেন। ৪৮

প্রথমা শক্তি দুর্গা, তাহার পর বরদা, বিন্ধ্যবাসিনী, অসুরমর্দিনী, পঞ্চমী শক্তি যুদ্ধপ্রিয়া, তাহার পর দেবসিদ্ধ-সুপূজিতা, সপ্তমী শক্তি নন্দিনী ও অষ্টমী শক্তি মহাযোগেশ্বরী। ইঁহারা সকলেই মেঘবর্ণা ও ধনুর্বাণহস্তা। দলের অগ্রসমূহে তাঁহার শঙ্খ, চক্র, অসি, গদা, ধনুঃ, বাণ, শূল ও পাশ এই অস্ত্রসমূহের পূজা করিবেন। তাহার পর দিক্‌পালগণকে পূজা করিবেন। এইরূপে জপাদি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া নিজের অভিলষিত প্রয়োগ কর্ম করিবেন। ৪৯-৫১

যিনি ত্রিমধুরাপ্লুত তিল সমূহের দ্বারা নিত্য অষ্টোত্তর সহস্র (১০০৮) হোম করেন, তাঁহার বৎসরের মধ্যেই অতিমানুষী শক্তি হইয়া থাকে। ৫২

মানব প্রত্যহ ঘৃতের দ্বারা একশত আট হোম করিবেন। ইহা দ্বারা এক বৎসরের মধ্যেই বাঞ্ছিত ফল ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিবেন। ৫৩

দূর্বাহোমো ভবেন্ নৃণাং সর্ব-বাঞ্ছিত-সিদ্ধিদঃ।
ছুরিকাস্ত্রানি শস্ত্রাণি জপ্তানি মনুনাঽমুনা।
সম্পাতাজ্য-বিলিপ্তানি বিতরন্তি জয়-শ্রিয়ম্ ॥ ৫৪

অশ্বত্থার্ক-সমিদ্ভির্বা তিলৈর্বা মধুরোক্ষিতৈঃ।
হোমো বশয়তি ক্ষিপ্রমীপ্সিতান্ মন্ত্রিণো নরান্ ॥ ৫৫

উদ্যতায়ুধ-হস্তাং তাং দেবীং কালঘন-প্রভাম্।
ধ্যাত্বাত্মানং জপেন্ মন্ত্রং স্পৃষ্ট্বার্ত্তং মুঞ্চতি গ্রহঃ ॥ ৫৬

সর্পাখু-বৃশ্চিকাদীনাং বিষমাশু বিনাশয়েৎ।
মনুনাঽনেন বিধিবন্ মন্ত্রবিদ্ দেবতাধিয়া ॥ ৫৭

এক শত আট দূর্বাহোম মনুষ্যগণের সমস্ত অভিলষিত ফলের সিদ্ধি দান করেন। ছুরিকা, কৃপাণ, নখর প্রভৃতি শস্ত্রসমূহ পাঁচ হাজার সম্পাতার্থ হোমের আজ্যের দ্বারা বিলিপ্ত ও পরে এই মন্ত্রের দশ সহস্র জপ্ত হইলে জয়শ্রী বিতরণ করেন। ৫৪

মধুরাপ্লুত অশ্বত্থ বৃক্ষের বা অর্ক বৃক্ষের সমিধ্ সমূহের দ্বারা বা তিল-সমূহের দ্বারা দশ হাজার হোম অভিলষিত মন্ত্রিগণকে (অমাত্যগণকে) ও মনুষ্যগণকে শীঘ্র বশীভূত করিতে পারে। ৫৫

নিজেকে নীল মেঘের প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা উদ্যত আয়ুধধারিণী সেই দেবীস্বরূপ চিন্তা করিয়া আর্ত্তকে স্পর্শ করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। আবিষ্ট গ্রহ সেই আর্ত্তকে পরিত্যাগ করেন। ৫৬

বিবৃতি। গ্রহাদির আবেশ হইলেই আর্ত্ত রোগীকে স্পর্শ করিয়া সাধক পূর্বোক্ত প্রকারে মন্ত্র জপ করিয়া আত্মা ও রোগীর মধ্যে উক্তরূপ দুর্গাকে ধ্যান করিয়া কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি তিনটিকে অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া মুষ্টিকে দৃঢ় করিয়া তর্জনীকে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রসারিত করিয়া অতিদ্রুত চক্রের ন্যায় ভ্রামিত করিবেন। ইহাতে গ্রহাবেশের মোচন হয়। ইহা পদার্থাদর্শে রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন। ৫৬

মন্ত্রবিৎ সাধক নিজেকে বিধিবৎ দেবতারূপ ধ্যান করিয়া এই মন্ত্রের দ্বারা সর্প, মূষিক, বৃশ্চিক ও কুক্কুরাদির বিষ বিনাশ করেন। ৫৭

মন্ত্রেণানেন সংজপ্তান্ বাণানাদায় সাধকঃ।
বিমুঞ্চেৎ প্রতিসেনায়াং সা দ্রুতং বিদ্রুতা ভবেৎ॥ ৫৮
শূল-পাশ-ধরাং দেবীং ধ্যাত্বাত্মানমনাকুলঃ।
প্রবিশেদ্ যুদ্ধদেশং যো জিত্বা যাতি স নির্ব্রণঃ॥ ৫৯
জুহুয়াৎ তিল-সিদ্ধার্থৈর্লক্ষমেকং যথাবিধি।
নামযুক্তং জপন্ মন্ত্রং যস্যাসৌ মৃত্যুমেষ্যতি॥ ৬০
গুটিকাং গোময়োৎপন্নাং হুত্বাঽষ্ট-শত-সংখ্যয়া।
সপ্তাহাৎ কুরুতে মন্ত্রী বিদ্বেষং স্নিগ্ধয়োর্মিথঃ॥ ৬১
গৃহীত্বা গোময়ং ব্যোম্নি ত্রিসহস্রং জপেৎ ততঃ।
গমিস্তাং দ্বারদেশে নিখাতং স্তম্ভনং ভবেৎ।
বহুনোক্তেন কিং সর্বং সাধয়েন্মনুনাঽমুনা॥ ৬২
উত্তিষ্ঠ পদমাভাষ্য পুরুষি স্যাৎ পদং ততঃ।
পিতামহঃ সনেত্রেন্দুঃ স্বপিষি স্যাদ্ ভয়ং চ মে॥ ৬৩

সাধক বাণের অগ্রে সেই দেবীকে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র জপ্ত বাণসমূহকে গ্রহণ করিয়া শত্রুসেনাতে নিক্ষেপ করিবেন। সেই সেনা দ্রুত বিদ্রুত (ছত্রভঙ্গ) হইয়া যাইবে। ৫৮

যিনি উদ্বিগ্ন না হইয়া নিজেকে শূল ও পাশধরা দেবীস্বরূপ ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে যুদ্ধদেশে প্রবেশ করেন অর্থাৎ যুদ্ধে গমন করেন। তিনি অক্ষতদেহে যুদ্ধ জয় করিয়া আগমন করেন। ৫৯

যথাবিধি যাহার নামযুক্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে তিল সর্ষপের দ্বারা এক লক্ষ হোম করেন, সে মৃত্যুকে লাভ করে। ৬০

মাটিতে পড়ার পূর্বে অন্তরিক্ষ ধৃত বৃষ গোময়োৎপন্ন এক শত আট সংখ্যক গুটিকা হোম করিয়া সাধক সপ্তাহের মধ্যে দুই সম্বন্ধ মিত্রের পরস্পর বিদ্বেষ (বিচ্ছেদ) উৎপাদন করেন। ৬১

আকাশে বৃষ গোময় গ্রহণ করিয়া তাহার পর তাহাতে তিন হাজার মন্ত্র জপ করিবেন। তাহা দ্বার দেশে প্রোথিত হইলে গমনকারী ব্যক্তিগণের স্তম্ভন হইবে। অধিক কি বলিব, এই মন্ত্রের দ্বারা সমস্ত সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৬২

বনদুর্গার মন্ত্র কথিত হইতেছে—উত্তিষ্ঠ পদ উচ্চারণ করিয়া তাহার পর পুরুষি পদ উচ্চারিত হইবে। তাহার পর সনেত্রেন্দু অর্থাৎ ইকার ও বিন্দুযুক্ত

সমুপস্থিতমুচ্চার্য্য যদি শক্যমনন্তরম্ ।
অশক্যং বা পুনস্তস্মে বদেদ্ ভগবতিং ততঃ ।
শময়াঽগ্নিবধূঃ সপ্ত-ত্রিংশদ্-বর্ণাত্মকো মনুঃ ॥ ৬৪

ঋষিরারণ্যকশ্ছন্দোঽপ্যত্যনুষ্টুবুদাহৃতম্ ।
দেবতা বনদুর্গা স্যাৎ সর্ব্বদুর্গতি-মোচনী ॥ ৬৫

পাদাষ্ট-সন্ধিষু গুদ-লিঙ্গাধারোদরেষু চ ।
পার্শ্বে হৃৎ-স্তন-কণ্ঠেষু পুনর্বাহ্বষ্ট-সন্ধিষু ॥ ৬৬

মুখ-নাসা-কপোলাক্ষি-কর্ণ-ভ্রূ-মধ্য-মূর্দ্ধসু ।
মন্ত্রাক্ষরাণি বিন্যস্যেদ্ দেবতাভাব-সিদ্ধয়ে ॥ ৬৭

ষড়্ভিশ্চতুর্ভিরষ্টাভিরষ্টাভিঃ ষড়্ভিরিন্দ্রিয়ৈঃ ।
মন্ত্রার্ণৈরঙ্গক্লৃপ্তিঃ স্যাজ্ জাতিযুক্তৈর্যথাক্রমম্ ॥ ৬৮

পিতামহ—ক, তাহাতে কিং হয়। তাহার পর ঋপিষি উচ্চারিত হইবে। তাহার পর তয়ং মে সমুপস্থিতং উচ্চারণ করিয়া যদি শক্যং উচ্চারণ করিবেন। অনন্তর অশক্যং বা বলিবেন। পুনরায় তস্মে বলিবেন। তাহার পর ভগবতি শময় বলিয়া অগ্নিবধূ—স্বাহা বলিবেন। তাহা হইলে মন্ত্রটি হইবে—উত্তিষ্ঠ পুরুষি। কিং ঋপিষি তয়ং মে সমুপস্থিতং যদি শক্যমশক্যং বা তস্মে ভগবতি। শময় স্বাহা। সপ্তত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক এই মন্ত্রটি বনদুর্গার মন্ত্র। ৬৩-৬৪

এই মন্ত্রের আরণ্যক ঋষি, অত্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। সর্বদুর্গতি-মোচনী বনদুর্গা দেবতা হইতেছেন। (এই মন্ত্রের উকার বীজ ও স্বাহা শক্তি। পদ্মপাদাচার্য্যের মতে হুঃ বীজ। সর্বদুর্গতিমোচনে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়।) ৬৫

সাধক দেবভাবসিদ্ধির জন্য পাদদ্বয়ের আটটি সন্ধিতে, (প্রত্যেক পাদ ও হাতের সন্ধি চারিটি), গুদে, লিঙ্গে, মূলাধারে ও উদরে, দুই পার্শ্বে, হৃদয়ে, দুই স্তনে, কণ্ঠে, পুনরায় বাহুদ্বয়ের আটটি সন্ধিতে, মুখে, নাসাদ্বয়ে, কপোল দ্বয়ে, চক্ষুর্দ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, ভ্রূমধ্যে ও মস্তকে মন্ত্রের অক্ষরগুলিকে ন্যাস করিবেন। ৬৬-৬৭

প্রথমে জাতিযুক্ত ছয়টি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা, পরে চারিটি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা, তাহার পর আট আটটি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা, তাহার পর ছয়টি ও পাঁচটি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা যথাক্রমে ছয়টী অঙ্গন্যাস করিবেন। ৬৮

সৌবর্ণাম্বুজ-মধ্যগাং ত্রিনয়নাং সৌদামিনী-সন্নিভাং
চক্রং শঙ্খ-বরাভয়ানি দধতীমিন্দোঃ কলাং বিভ্রতীম্।
গ্রৈবেয়াঙ্গদ-হার-কুণ্ডলধরামাখণ্ডলাদ্যৈঃ স্তুতাং
ধ্যায়েদ্ বিন্ধ্যনিবাসিনীং শশিমুখীং পার্শ্বস্থ-পঞ্চাননাম্ ॥ ৬৯

এবং ধ্যাত্বা জপেল্লক্ষ-চতুষ্কং তদ্দশাংশতঃ।
জুহুয়াদ্ হবিষা মন্ত্রী শালিভিঃ সর্পিষা তিলৈঃ ॥ ৭০
প্রাগীরিতে যজেৎ পীঠে দেবীমঙ্গাদিভিঃ সহ।
অঙ্গপূজা যথাপূর্বং দলমূলেষ্বিমা যজেৎ ॥ ৭১
আর্য্যা দুর্গা চ ভদ্রাখ্যা ভদ্রকালী ততোঽম্বিকা।
ক্ষেমাহন্যা বেদগর্ভাখ্যা ক্ষেমঙ্কর্য্যষ্ট-শক্তয়ঃ ॥ ৭২

বিবৃতি। ঈশান সংহিতায় বলিয়াছেন—প্রত্যেক অঙ্গন্যাসে মন্ত্রবর্ণের পরে দুর্গায়ৈ রক্ষ রক্ষ যোগ করিয়া অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। যেমন ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষি দুর্গায়ৈ রক্ষ রক্ষ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ কিং স্বপিষি দুর্গায়ৈ রক্ষ রক্ষ শিরসে স্বাহা ওঁ ভয়ং মে সমুপস্থিতং দুর্গায়ৈ রক্ষ রক্ষ শিখায়ৈ বষট্ ইত্যাদি। ৬৮

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে:—সুবর্ণ নির্মিত পদ্মমধ্যে উপবিষ্টা, ত্রিনয়না, সৌদামিনী সদৃশ কান্তিময়ী, দক্ষিণ ও বামের ঊর্দ্ধহস্তে চক্র ও শঙ্খ দক্ষিণ ও বামের অধোহস্তে বর ও অভয়ধারিণী, চন্দ্রকলাধারিণী, গ্রৈবেয় (গ্রীবাভরণ), অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলে মণ্ডিতা, ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিতা, শশিমুখী, পার্শ্বস্থ পঞ্চাননা বিন্ধ্যনিবাসিনী দেবীকে ধ্যান করিবেন। ৬৯

এইরূপে ধ্যান করিয়া পুরশ্চরণে চারি লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক হবিঃ (পায়স), হৈমন্তিক শালিতণ্ডুল, ঘৃত ও তিলের এক একটি দ্রব্য যুক্ত এই চারিটি দ্রব্য দ্বারা জপের দশাংশ পরিমাণ চারি অযুত হোম করিবেন। ৭০

পূর্বোক্ত পীঠে অঙ্গাদির সহিত দেবীকে পূজা করিবেন। অঙ্গপূজা পূর্বের ন্যায় হইবে অর্থাৎ আগ্নেয়াদি কোণে পুরোভাগে ও দিক্‌সমূহে অঙ্গপূজা হইবে। দলমূলে বক্ষ্যমাণ খড়্গ, খেটক, চাপ ও ধনুর্ধরা সর্পভূষিতাঙ্গী ভয়ানক মূর্তি-ধারিণী আর্য্যাদি শক্তিগুলিকে পূজা করিবেন। ৭১

আর্য্যা, দুর্গা, ভদ্রা, ভদ্রকালী, অম্বিকা, ক্ষেমা, বেদগর্ভা ও ক্ষেমঙ্করী—এই আটটি শক্তি। ৭২

অস্ত্রাণি পত্র-মধ্যেষু শঙ্খ-চক্রাসি-খেটকান্ ।
বাণ-কোদণ্ড-শূলানি কপালান্তানি পূজয়েৎ ॥ ৭৩
ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ ম্যুর্দলাগ্রেষু লোকপালাস্ততঃ পরম্ ।
সিদ্ধমন্ত্র-প্রয়োগেষু দেবীমিত্থং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৭৪

কাল-পাবক-সন্নিভাং কলিতার্দ্ধচন্দ্র-শিরোরুহাং
ভালনেত্র-বিভূষণাং ভয়দায়ি-সিংহ-নিষেদুষীম্ ।
চক্র-শঙ্খ কৃপাণ-খেটক-চাপ-বাণ-করোটিকা-
শূলবাহি-ভুজাং ভজে বিজিতাখিলাসুর-সৈনিকাম্ ॥ ৭৫

প্রাতঃ স্নানরতো নিত্যমষ্টোত্তর-সহস্রকম্ ।
জপেৎ তস্যাশু সিধ্যন্তি ধন-ধান্যাদি-সম্পদঃ ।
অনেনৈব বিধানেন গ্রহ-ক্ষুদ্র-রিপূন্ জয়েৎ ॥ ৭৬

শঙ্খ, চক্র, অসি, খেটক, বাণ, কোদণ্ড (ধনুঃ), শূল ও কপাল পর্য্যন্ত—এই অস্ত্রগুলিকে পত্রমধ্যে পূজা করিবেন। ৭৩

দলের অগ্রভাগসমূহে ব্রাহ্ম্যাদি শক্তিগণকে পূজা করিবেন। তাহার পর লোকপালগণকে ও তাঁহাদের অস্ত্রসমূহকে পূজা করিবেন। সিদ্ধমন্ত্র সাধক বিভিন্ন প্রয়োগে দেবীকে এই প্রকারে চিন্তা করিবেন। ৭৪

বিবৃতি। শান্তি প্রভৃতিতে নৃসিংহ বীজাদি পুটিত হইবে। যুদ্ধ ও মারণে দেবীকে ষোড়শভুজা ও সজল মেঘের ন্যায় শ্যাম বর্ণা ও মহিষের উত্তমাঙ্গে আরূঢ়া ধ্যান করিতে হইবে। রক্ষায় অষ্টভুজা দূর্বাদলের ন্যায় শ্যামলাঙ্গী ও মহিষের মস্তকে আরূঢ়া ধ্যান করিতে হইবে। ৭৪

রক্ষার্থ প্রয়োগে ধ্যানের অর্থ হইতেছেঃ—প্রলয়াগ্নির সদৃশী, অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত শিরোরুহ (মস্তকের কেশ) ধারিণী, ললাটনেত্রে ভূষিতা, ভয়প্রদ সিংহে উপবিষ্টা, দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হইতে অধো হস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তে যথাক্রমে খড়্গ, চক্র, শঙ্খ, শর ও শূলধারিণী, বামের ঊর্ধ্ব হইতে অধঃ পর্য্যন্ত চারিহস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, খেটক, ধনুঃ ও কপালধারিণী, অখিল অসুর সৈনিক জয়কারিণী দেবীকে ভজনা করি। ৭৫

প্রাতঃ স্নানরত সাধক নিত্য অষ্টোত্তর সহস্র ১০০৮ মন্ত্র জপ করিবেন। তাঁহার শীঘ্র ধনধান্যাদি সম্পদের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই বিধানের দ্বারা অর্থাৎ প্রাতঃ স্নান ও অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপের দ্বারা গ্রহ, ক্ষুদ্র ও শত্রুকে জয় করেন। ৭৬

নাভিমাত্রোদকে স্থিত্বা দেবীমর্কগতাং স্মরন্ ।
জপেদষ্টোত্তর-শতং লভেত মহতীং শ্রিয়ম্ ॥ ৭৭

অযুতং বটবৃক্ষোত্থৈঃ সশৃঙ্গৈরর্চিতেঽনলে ।
হোমং সমিদ্-বরৈঃ কুর্য্যান্ নাশয়েদাপদাং কুলম্ ॥ ৭৮

ঘোরাভিচার-ভূতাদীন্ শময়েদ্ বিধিনাঽমুনা ।
অপামার্গ-সমিদ্ভির্বা তিলৈর্বা কাননোদ্ভবৈঃ ॥ ৭৯

অভীষ্টসিদ্ধ্যৈ জুহুয়াদার্কৈর্মন্ত্রী সমিদ্বরৈঃ ।
সহস্রমর্কবারাদি দিবসান্ দশ সংযতঃ ॥ ৮০

সারান্ শুদ্ধান্ সমাদায় শকলান্ মন্ত্রনাঽমুনা ।
জুহুয়াদেধিতে বহ্নৌ সপ্তরাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥ ৮১

বিবৃতি। এস্থলে মন্ত্রে ভয় শব্দের পূর্বে গ্রহপদ, ক্ষুদ্রপদ, অরিপদ বা চৌরপদ দিতে হয়। তাহাতে হয়—গ্রহভয়, ক্ষুদ্রভয়, শত্রুভয়, চৌর ভয়। নারায়ণীতন্ত্রে বলিয়াছেন—স্তম্ভ-বিদ্বেষণোচ্চাটাবুৎসাদো ভ্রম-মারণে। ব্যাধিশ্চেতি স্মৃতং ক্ষুদ্রম্ অর্থাৎ স্তম্ভ, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, উৎসাদ, ভ্রম, মারণ ও ব্যাধিকে ক্ষুদ্র বলিয়াছেন। ৭৬

নাভিমাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্য বিম্বগত পদ্মে উপবিষ্টা দেবীকে স্মরণ করিতে করিতে শ্রীবীজ পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শত (১০৮) মন্ত্র জপ করিবেন। তাহাতে মহা ঐশ্বর্য্য লাভ করিবেন। ৭৭

সংস্কৃত অর্চিত বহ্নিতে বট বৃক্ষের সাগ্র উত্তম সমিধ্ সমূহের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। উহা দ্বারা আপৎকুলকে নাশ করিতে পারিবেন। ৭৮

এই বিধি দ্বারা ঘোর অভিচার, ভূত প্রভৃতি শান্ত করিতে পারিবেন। অথবা উক্তদোষ শান্তির জন্য অপামার্গ সমিধ্ সমূহের দ্বারা বা বনজাত তিল সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ৭৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক সংযত হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া দশ দিন যাবৎ প্রত্যহ সূর্য্যের চতুরক্ষর মন্ত্র আদিতে দিয়া এই মন্ত্রে উত্তম অর্কসমিধ্ সমূহের দ্বারা সহস্র হোম করিবেন। ৮০

শুদ্ধ খাদির সারের খণ্ড সমূহ লইয়া সংস্কৃত প্রদীপ্ত বহ্নিতে এই মন্ত্রের দ্বারা সাত দিন অতন্দ্রিত (আলস্যহীন) হইয়া উক্ত সংখ্যক হোম করিবেন। ৮১

সাধয়েদখিলং শশ্বদভীষ্টং মন্ত্রবিত্তমঃ।
কুমুদৈর্বশয়েদ্ বিপ্রান্ নৃপতীন্ পদ্মহোমতঃ॥ ৮২

তৎপত্নীরুৎপলৈঃ ফুল্লৈর্বৈশ্যান্ কহ্লারহোমতঃ।
শূদ্রান্ লবণ-হোমেন জাতীপুষ্পৈঃ সভাং পুনঃ॥ ৮৩

ব্রীহিভির্জুহুয়ান্ নিত্যং বৎসরাদ্ ব্রীহিমান্ ভবেৎ।
দূর্বাহোমেন দীর্ঘায়ুর্মধুনা রত্নবান্ ভবেৎ॥ ৮৪

অন্নৈরন্ন-সমৃদ্ধিঃ স্যাদাজ্যেন লভতে ধনম্।
গোদুগ্ধেন গবাং বৃদ্ধিমাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮৫

জ্বরে গ্রহে গরে সর্পে তর্জন্যা সংস্পৃশন্ জপেৎ।
স্মৃত্বা শূলকরাং দেবীং তৎক্ষণাদেব তান্ হরেৎ॥ ৮৬

শ্রেষ্ঠ মন্ত্রবিৎ ইহা দ্বারা সর্বদা সাধু ও অসাধু সমস্ত অভীষ্ট সাধন করাইতে পারিবেন। কুমুদ হোমের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে এবং পদ্মহোমের দ্বারা নৃপতিগণকে বশ করিতে পারিবেন। ৮২

বিকশিত উৎপল হোমের দ্বারা নৃপতির পত্নীগণকে বশ করিতে পারিবেন। কহ্লার হোমের দ্বারা বৈশ্যগণকে বশ করিতে পারিবেন। লবণ হোমের দ্বারা শূদ্রগণকে বশ করিতে পারিবেন। জাতীপুষ্প হোমের দ্বারা সভাকে জয় করিতে পারিবেন। ৮৩

ব্রীহিসমূহের দ্বারা প্রত্যহ হোম করিবেন। তাহাতে বৎসরের মধ্যে ব্রীহিমান্ হইবেন। দূর্বাহোমের দ্বারা দীর্ঘায়ুঃ এবং মধু হোমের দ্বারা রত্নবান্ হইবেন। ৮৪

অন্ন হোমের দ্বারা অন্নের বৃদ্ধি হয়। আজ্য হোমের দ্বারা ধন লাভ করিবেন। গোদুগ্ধ হোমের দ্বারা গোবংশের বৃদ্ধি হয়। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৮৫

জ্বর, গ্রহ, বিষ ও সর্পের উপদ্রব হইলে বামতর্জনী দ্বারা জ্বরাদি গ্রস্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া শূলকরা দেবীকে স্মরণ করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। তৎক্ষণাৎ তাহা জ্বরাদিকে নাশ করে। ৮৬

দর্ভিতং সাধ্য-নামার্ণৈঃ পত্রে মন্ত্রমিমং লিখেৎ।
কুলাল-মৃৎ-কৃতায়াং তৎ প্রতিমায়াং হৃদি ন্যসেৎ॥ ৮৭

কৃতপ্রাণ-প্রতিষ্ঠাং তাং পূজিতাং কুসুমাদিভিঃ।
নিধায়াগ্রে জপেন্ মন্ত্রমষ্টোত্তর-সহস্রকম্।
সন্ধ্যাসু পক্ষমাত্রেণ ধ্রুবমাপ্নোতি বাঞ্ছিতম্॥ ৮৮

অভ্যর্চ্য দেবীমনলে তীক্ষ্ণ-তৈলেন মন্ত্রবিৎ।
হুত্বাঽযুতং নিধায়াঽগ্রে তীক্ষ্ণাংস্ত্রিংশচ্ছরান্ পুনঃ।
তেষু সম্পাতয়েদ্ ভূয়ঃ স্পৃষ্ট্বা তান্ নিযুতং জপেৎ॥ ৮৯

বেধয়েৎ পর-সেনায়াং ক্ষণান্ নষ্টা দিশো দশ।
প্রাপ্নুয়ান্নষ্ট-সংজ্ঞা সা পলায়ন-পরায়ণা॥ ৯০

ভূর্জপত্রে সাধ্যনামের বর্ণ সমূহের দ্বারা ত্রয়োবিংশ পটলোক্ত প্রকারে দর্ভিত এই মন্ত্রকে লিখিবেন। কুম্ভকারের মৃৎপাত্র নির্মাণ সময়ে করলগ্ন মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত প্রতিমার হৃদয়ে সেই লিখিত মন্ত্র ভূর্জপত্রকে স্থাপন করিবেন। ৮৭

সেই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া অগ্রে অর্থাৎ নিজের পাদতলের অধোভাগে পীঠাদির উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রাণ কুসুমাদি দ্বারা পূজিত সেই প্রতিমাকে স্থাপন করিয়া এক হাজার আট (১০০৮) মন্ত্র জপ করিবেন। উহা দ্বারা পঞ্চদশ দিবসের সায়ংকালের সন্ধ্যাতে বাঞ্ছিত ফল নিশ্চয়ই লাভ করিবেন। ৮৮

মন্ত্রবিৎ সাধক অগ্রে অর্থাৎ মৃত্তিকাদিতে বস্ত্রাবৃত পীঠে ত্রিশিটি তীক্ষ্ণ শর স্থাপন করিয়া সেইখানে দেবীকে আবাহন ও বস্ত্র পুষ্প ও চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া তাহার পর ত্রিকোণ কুণ্ডে সংস্কৃত বহ্নিতে সেই দেবীকে পূজা করিয়া এবং তীক্ষ্ণ (কটু) তৈলের দ্বারা অযুত হোম করিয়া সেই শরগুলিতে সম্পাতাজ্য বিলেপন করিয়া সেই শরগুলিকে বামতর্জনী দ্বারা স্পর্শ করিয়া নিযুত (লক্ষ) মন্ত্র জপ করিবেন। ৮৯

সেই শরগুলিকে শত্রু সেনাতে নিক্ষেপ করিবেন। তৎক্ষণাৎ সেই শত্রু বিনষ্ট হইবে অথবা সেই সেনা হতচেতন হইবে অথবা পলায়ন পর হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিবে। ৯০

জপিত্বা সিত-গুঞ্জানাং কুড়বং কুলিকোদয়ে।
বিকিরেচ্ছত্রু-সেনায়াং গূঢ়ঃ সন্নাপণাদিষু ॥ ৯১

জ্বর-মারী-মহারোগৈঃ পীড়িতা সৈন্য-নায়কৈঃ।
পরস্পর-বিরোধেন ন্যশ্যেদ্ গচ্ছেন্ ম্রিয়েত সা ॥ ৯২

সেনা-সংস্তম্ভনে মন্ত্রী কারস্কর-সমুদ্ভবৈঃ।
পুষ্পৈঃ সহস্রং জুহুয়াৎ তৎপত্রৈস্তাং নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৯৩

অঙ্গার-বারে কুলিকে জপ্ত্বা ভস্ম চিতোদ্ভবম্।
বিনিক্ষিপেদ্ রিপোর্মূর্দ্ধ্নি বিদ্বিষ্টো দেশতো ব্রজেৎ ॥ ৯৪

মরুন্নিপাতিতৈঃ পত্রৈঃ কারস্কর-সমুদ্ভবৈঃ।
তস্য পাদ-রজোযুক্তৈর্হোমাদুচ্চাটয়েদরীন্ ॥ ৯৫

মন্ত্র জপ করিয়া আপণাদি (হাট প্রভৃতি) কোন স্থানে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, কুলিক বেলার উদয়ে অর্থাৎ দিবার দশম মুহূর্ত্ত সময়ে কুড়ব (চারি পল) পরিমিত শ্বেত গুঞ্জা ছড়াইয়া দিবেন। ৯১

উহা দ্বারা জ্বরে পীড়িত হইয়া বা মারীতে আক্রান্ত হইয়া শত্রুর সেনানায়কগণের সহিত শত্রুর সেনার পরস্পর বিরোধে পীড়িত হইলে পূর্বহেতু জ্বরের জন্য বিনষ্ট হইবে অথবা ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। দ্বিতীয় হেতু মারীর জন্য ফিরিয়া পলায়ন করিবে। সমুদায় তিনটি দ্বারা পীড়িত হইলে শত্রুত্ব-প্রাপ্ত হইবে। ৯২

মন্ত্রজ্ঞ সাধক সেনাস্তম্ভনে কারস্কর বৃক্ষ (কুচিলা গাছ) সমুৎপন্ন পুষ্প সমূহের দ্বারা সহস্র হোম করিবেন। কারস্কর বৃক্ষের সহস্র সংখ্যক পত্র হোমের দ্বারা সেনাকে নিবর্ত্তিত করিবেন। ৯৩

অঙ্গার (মঙ্গল) বারে কুলিক বেলায় চিতোদ্ভব ভস্মে অষ্টোত্তর শত (১০৮) মন্ত্র জপ করিয়া দেবীকে ধ্যান করিতে করিতে সেই ভস্ম শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিবেন। তাহাতে শত্রু বিদ্বিষ্ট হইয়া সেই দেশ হইতে গমন করিবে। ৯৪

বায়ু-নিপাতিত সেই শত্রুর বামপাদের রজোযুক্ত কারস্কর বৃক্ষ সমুদ্ভূত পত্র সমূহের হোমের দ্বারা শত্রু সমূহের উচ্চাটন করিবেন। ৯৫

কারস্করময়ীং কৃত্বা প্রতিমামতিশোভনাম্ ।
জপ্ত্বাং প্রতিষ্ঠিত-প্রাণাং ছেদয়েদঙ্গশঃ পুনঃ ॥ ৯৬

কাকোলূক-বসা-যুক্তামষ্টোত্তর-সহস্রকম্ ।
কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দশ্যাং শ্মশানে হব্যবাহনে ॥ ৯৭

জুহুয়ান্ ম্রিয়তেঽরাতিরেবমেব দিনত্রয়াৎ ।
উন্মত্ত-সমিধাং হোমান্ মৃতাঃ স্যুঃ শত্রবঃ ক্ষণাৎ ॥ ৯৮

উলূক-কাকয়োঃ পত্রৈঃ স্ববসা-রক্ত-সংযুতৈঃ ।
জুহুয়ান্নিশি কান্তারে শত্রুঃ কালাতিথির্ভবেৎ ॥ ৯৯

শত্রোঃ প্রতিকৃতিং মন্ত্রী প্রতিষ্ঠিত-সমীরণাম্ ।
বিষোষণ-বিলিপ্তাঙ্গীমত্যুগ্রে নিক্ষিপেজ্ জলে ।
জ্বরাক্রান্তো ভবেচ্ছীঘ্রং দুগ্ধ-সেকাচ্ছমং নয়েৎ ॥ ১০০

ছিয়ানব্বই আঙ্গুল দীর্ঘ অতি সুন্দর কারস্করময়ী প্রতিমা করিয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিয়া হোমের জন্য দক্ষিণের অঙ্গুষ্ঠ হইতে বামের অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত এক সহস্র আট খণ্ডে অঙ্গশঃ (অঙ্গে অঙ্গে) ছেদন করিবেন। ৯৬

কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশীতে শ্মশানে সংস্কৃত বহ্নিতে কাক ও উলূকের (পেচকের) বসাযুক্ত অঙ্গশঃ ছিন্ন সেই প্রতিমাকে অষ্টোত্তর সহস্র (১০০৮) হোম করিবেন। তাহাতে তিনটি চতুর্দশীর মধ্যে বৃক্ষাদি পতনের দ্বারা যেরূপ মৃত্যু হয়, এইরূপই শত্রুর মৃত্যু হয়। উন্মত্ত (ধুতুরার) সমিধ্ সমূহের হোমের দ্বারা তৎক্ষণাৎ শত্রুগণ পঞ্চত্ব লাভ করেন। ৯৭-৯৮

কান্তারে (বনে) রাত্রিতে উলূক ও কাকের বসা ও রক্ত যুক্ত উলূক পত্র (পালক) ও কাক-পত্র (পালক) সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। তাহাতে শত্রু কালের অতিথি হইবেন। ৯৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক শত্রুর দ্বাবিংশ পটলোক্ত জন্মনক্ষত্র বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা, জন্ম নক্ষত্র না জানিলে কারস্কর বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া সেই প্রতিকৃতির অঙ্গসমূহে বিষ ও মরিচ লেপন করিয়া উক্ত জলে নিক্ষেপ করিবেন। উহাতে শত্রু শীঘ্র জ্বরাক্রান্ত হইবে। দুগ্ধসেকের দ্বারা সেই জ্বরের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ১০০

তর্জনীং ত্রিশিখং দোর্ভ্যাং ধারয়ন্তীং ভয়ঙ্করীম্ ।
রক্তাং ধ্যাত্বা রবেবিম্বে প্রজপেদযুতং মনুম্ ।
মারয়েদচিরাদেব রিপূন্ বন্ধু-সমন্বিতান্ ॥ ১০১
খড়্গ-খেট-করাং ক্রুদ্ধাং সন্নদ্ধাং ভানুমণ্ডলে ।
ধ্যাত্বা মন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী নাশয়েদচিরাদরীন্ ॥ ১০২
চাপ-বাণধরাং ভীমাং সিংহস্থাং জ্বলনোপমাম্ ।
সৃজন্তীং বাণ-নিবহান্ ধাবন্তীং তাদৃশং রিপুম্ ॥ ১০৩
ধ্যাত্বা জপেন্ মনুমিমমযুতং তোয়-মধ্যগঃ ।
রিপুঞ্চ পরসেনাঞ্চ দ্রুতমুচ্চাটয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১০৪
আনিত্যক-সমিদ্-হোমান্ মুচ্যতে রোগ-শোকতঃ ।
পুষ্পৈস্তদীয়ৈর্বশয়েন্ মধুরাক্তৈর্মতঙ্গজান্ ॥ ১০৫
রক্ষায়ৈ পঞ্চগব্যেন লিম্পেদ্ জপ্তেন দন্তিনঃ ।
গব্যাজ্য-তিল-সিদ্ধার্থৈরানিত্যক-সমিদ্বরৈঃ ॥ ১০৬
দুগ্ধান্ন-পঞ্চগব্যাভ্যাং তণ্ডুলেন ঘৃতেন চ ।

রবির বিম্বে সেই দেবীকে রক্তবর্ণা বাহুদ্বয়ের দ্বারা তর্জনী মুদ্রা ও ত্রিশিখ (ত্রিশূল) ধারিণী ভয়ঙ্করী ধ্যান করিয়া অযুত মন্ত্র জপ করিবেন। উহা শীঘ্রই বন্ধুবর্গের সহিত শত্রুগণকে মারিয়া ফেলে। ১০১

মন্ত্রজ্ঞ সাধক সূর্য্যমণ্ডলে দেবীকে খড়্গ ও খেটক হস্তা অস্ত্র সজ্জিতা ও ক্রুদ্ধা ধ্যান করিয়া অযুত মন্ত্র জপ করিবেন। উহা শত্রুগণকে শীঘ্রই মারিয়া ফেলে। ১০২

মন্ত্রজ্ঞ সাধক জানুর অধোভাগ পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া দেবীকে চাপ ও বাণ ধরা ভীমা সিংহস্থা অগ্নি-সদৃশ তেজোময়ী বাণসমূহের সৃষ্টিকারিণী ধাবমান শত্রুর প্রতি ধাবমানা ধ্যান করিয়া অযুত মন্ত্র জপ করিবেন। উহা নিশ্চয়ই শত্রু ও শত্রুসেনাকে দ্রুত উচ্চাটন করিবে। ১০৩-১০৪

আনিত্যক বৃক্ষের সমিধ্ হোম হইতে রোগ ও শোক হইতে মুক্ত হয়। তাহার মধুরাক্ত পুষ্পের দ্বারা হোম করিলে মতঙ্গ (হস্তী) সমূহকে বশ করিতে পারেন। ১০৫

হস্তিগণের রক্ষার জন্য মন্ত্রজপ্ত পঞ্চগব্যের দ্বারা হস্তিগণকে লেপন করিবেন এবং গব্য ঘৃত, তিল, সিদ্ধার্থ, উত্তম আনিত্যক সমিধ্, দুগ্ধান্ন, পঞ্চগব্য, তণ্ডুল

এতৈঃ পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যৈরষ্টোত্তর-সহস্রকম্ ॥ ১০৭

জুহুয়াদ্ দিনশো বিপ্রান্ ভোজয়েন্ মধুরাদিভিঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ বস্ত্রাভরণ-সংযুতাম্ ॥ ১০৮

মাতঙ্গাশ্চতুরঙ্গাশ্চ বর্দ্ধন্তে বিধিনাঽমুনা।
সর্বব্যাধি-বিনির্মুক্তাঃ ক্ষুদ্র-পীড়া-বিবর্জিতাঃ ॥ ১০৯

কারয়েদ্ ব্রহ্ম-বৃক্ষেণ শিল্পিনায়ুধ-পঞ্চকম্।
শঙ্খ-খড়্গ-রথাঙ্গানি শার্ঙ্গং কৌমুদকীং ক্রমাৎ ॥ ১১০

পঞ্চগব্যেষু নিক্ষিপ্য তানি স্পৃষ্ট্বা মন্ত্রং জপেৎ।
সম্যক্ পঞ্চ সহস্রাণি তেষু সম্পাতয়ন্ পুনঃ ॥ ১১১

ও ঘৃত—এই আটটি দ্রব্যের প্রতিদিন পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যের দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র অর্থাৎ প্রথম দিন প্রথম দ্রব্য গব্য ঘৃত দ্বারা, দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় দ্রব্য তিলের দ্বারা এই ক্রমে আট দিন পৃথক্ পৃথক্ এক একটি দ্রব্যের দ্বারা ১০০৮ হোম করিবেন। প্রতিদিন মধুরাদি দ্রব্যের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। গুরুকে বস্ত্র ও আভরণ যুক্ত দক্ষিণা দিবেন। ১০৬–১০৮

এই বিধি অর্থাৎ এইরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা মাতঙ্গ ও চতুরঙ্গ (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সমূহ সমস্ত ব্যাধিমুক্ত ও ক্ষুদ্র পীড়া রহিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১০৯

শ্রেষ্ঠ শিল্পি কর্তৃক ব্রহ্ম বৃক্ষের দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাল প্রমাণ (অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলি পরিমিত পরিমাণ) শঙ্খ, খড়্গ, রথাঙ্গ (চক্র), শার্ঙ্গ (ধনুঃ) ও গদা—এই পাঁচটি আয়ুধ করাইবেন। ১১০

বিবৃতি। একটি বৃহৎ পলাশ বৃক্ষকে পূর্বাদি চারিদিক্ ও মধ্য—এই পাঁচ দিক্ চিহ্নিত করিয়া করাতের দ্বারা পাঁচটি ভাগ করিয়া মধ্যভাগের দ্বারা শঙ্খ, পূর্বাদি চারিদিক্ গত কাষ্ঠের দ্বারা যথাক্রমে খড়্গাদি চারিটি অস্ত্র নির্মাণ করাইবেন। ১১০

পলাশের এইরূপ একটি বৃহৎ পাত্র করিয়া তন্মধ্যে পঞ্চগব্য রাখিয়া তন্মধ্যে আয়ুধগুলি নিক্ষেপ করিয়া সেই আয়ুধগুলিকে স্পর্শ করিয়া প্রত্যেক আয়ুধে হাজার সমুদায়ে পাঁচ হাজার মূল মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর সেই আয়ুধ সমূহের প্রতি অস্ত্রে এক হাজার করিয়া সমুদায়ে পাঁচ হাজার সম্পাত পাত করিতে করিতে পাঁচ হাজার হোম করিবেন। তাহার পর সপ্তদশ পটলোক্ত-

তাবদাজ্যেন জুহুয়ান্ মন্ত্রৈঃ স্বৈঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ।
উদ্ধৃত্য পঞ্চগব্যেভ্যঃ পূর্ব্ববৎ প্রজপেন্ মনুম্॥ ১১২

অবটান্ পঞ্চ নিখনেদ্ দিক্ষু মধ্যাদিষু ক্রমাৎ।
অবটেষ্বেষু পূর্ণেষু পঞ্চগব্যেন সাধকঃ॥ ১১৩

আয়ুধানি প্রজপ্তানি পঞ্চ-ঘোষ-পুরঃসরম্।
বিন্যস্যেৎ তেষু মধ্যাদি পূজাং কুর্য্যাদ্ যথা পুরা॥ ১১৪

বালুকাভিঃ সমাপূর্য্য মৃদ্ভিঃ কুর্য্যাৎ সমস্থলম্।
বলিঞ্চ বিকিরেৎ তত্র তেষাং মন্ত্রৈর্যথাক্রমম্॥ ১১৫

দিক্পতিভ্যো বলিং দত্ত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ।
দীনান্ধ-কৃপণাদীংশ্চ তোষয়েদ্ ভোজনাদিভিঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদাত্ম-বিত্তানুসারতঃ॥ ১১৬

মধ্যাদি আয়ুধ মন্ত্রের দ্বারা সেই পাত্রে যথাক্রমে মধ্যস্থ শঙ্খ প্রভৃতি আয়ুধের প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্বক পূজা করিবেন। তাহার পর পঞ্চগব্য হইতে আয়ুধগুলি উত্তোলন করিয়া অস্ত্রগুলিকে স্পর্শ করিয়া পূর্ববৎ মূল মন্ত্র জপ করিবেন। ১১১-১১২

ভূমিতে মধ্যাদি দিক্ ক্রমে পাঁচটি হস্ত পরিমিত অবট (ভূগর্ত্ত) করিয়া ক্রমে ক্রমে এই পাঁচটি অবট পঞ্চগব্যের দ্বারা পূর্ণ হইলে সাধক পঞ্চঘোষ পূর্বক মূলমন্ত্র জপ্ত সেই আয়ুধগুলিকে সেই গর্ত্ত সমূহে মূল মন্ত্রে স্থাপন করিবেন। তাহার পর মধ্যাদি ক্রমে সেই অস্ত্র সমূহে পূর্বের ন্যায় স্ব স্ব আয়ুধ মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবেন। ১১৩-১১৪

সাধক মৃত্তিকা ও বালুকা দ্বারা সেই গর্ত্তকে পূরণ করিয়া সমভূমি করিয়া দিবেন। তাহার পর যথাক্রমে তাঁহাদের মন্ত্রের দ্বারা সেখানে বলি বিকিরণ (প্রদান) করিবেন। ১১৫

দিক্পতিগণকে বলি প্রদান করিয়া তাহার পর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। বস্ত্র ও ভোজনাদি দ্বারা দরিদ্র, অন্ধ ও কৃপণ ব্যক্তিগণের সন্তোষ বিধান করিবেন। নিজের বিত্ত অনুসারে গুরুকে দক্ষিণা দিবেন। ১১৬

যত্রৈবং বিহিতা রক্ষা দেশে বা নগরে পুরে।
গ্রামে গেহেঽথবা তত্র বর্দ্ধন্তে সম্পদঃ সদা ॥ ১১৭
অশ্ম-পাতাদয়ো দোষা ভূত-প্রেতাদি-সংযুতাঃ।
অভিচার-কৃতাঃ কৃত্যা-রিপু-চৌরাদ্যুপদ্রবাঃ।
নেক্ষ্যন্তে তাং দিশং ভীতাস্তর্জিতা দেবতাজ্ঞয়া ॥ ১১৮

পদ্মং ভানু-দলান্বিতং প্রবিলিখেৎ তৎকর্ণিকায়াং পুন-
স্তারং শক্তিগ-বীজ-সাধ্য-সহিতং তৎ-কেসরেষু ক্রমাৎ।
মর্দিন্যাঃ মনু-সম্ভবান্ যুগলশো বর্ণান্ পুনঃ পত্রগান্
মন্ত্রার্ণান্ গুণশো বিধায় বিলিখেদন্ত্যং তদন্ত্যে দলে ॥ ১১৯

মাতৃকাবর্ণ-সংবীতং ভূপুরদ্বয়-মধ্যগম্।
যন্ত্রং বিন্ধ্য-নিবাসিন্যাঃ প্রোক্তং সর্ব-সমৃদ্ধিদম্ ॥ ১২০
রক্ষাকরং বিশেষেণ ক্ষুদ্র-ভূতাদি-নাশনম্।
রাজ্যদং ভ্রষ্ট-রাজ্যানাং বশ্যদং বশ্যমিচ্ছতাম্ ॥ ১২১

যে দেশে বা যে নগরে বা যে পুরে বা যে গ্রামে বা যে গৃহে এই রক্ষা বিহিত হয়, সেখানে সর্বদা সম্পৎ বর্দ্ধিত হয়। ১১৭

ভূত, প্রেতাদি সহিত অশ্ম পাতাদি দোষ সমূহ এবং অভিচার কৃত কৃত্যা, শত্রু ও চৌরাদির উপদ্রব সমূহ দেবতার আজ্ঞায় ভর্ৎসিত হইয়া সেই দিক্ দর্শনও করেন না। ১১৮

বিন্ধ্যবাসিনীর যন্ত্র কথিত হইতেছে। একটি দ্বাদশ দল পদ্ম অঙ্কন করিবেন। পুনরায় তাহার কর্ণিকাতে মায়াবীজান্তর্গত সাধ্য সহিত প্রণব লিখিবেন অর্থাৎ উক্ত দ্বাদশদল পদ্ম কর্ণিকাতে প্রণব লিখিয়া সেই প্রণবের মধ্যে মায়াবীজ, তাহার মধ্যে সাধ্যকে লিখিবেন। তাহার কেসর সমূহে ক্রমে ক্রমে মহিষমর্দিনীর মূল মন্ত্রগত বর্ণ সমূহকে দুই দুইটী করিয়া লিখিবেন। পত্র সমূহ গত মূলমন্ত্রের বর্ণ সমূহকে তিন তিনটী করিয়া লিখিয়া অন্ত্য এক বর্ণটিকে অন্ত্য দ্বাদশ দলে লিখিবেন। ১১৯

মাতৃকাবর্ণের দ্বারা বেষ্টিত ভূপুরদ্বয়ের মধ্যগত বিন্ধ্যনিবাসিনীর এই যন্ত্র সর্ব সমৃদ্ধিপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১২০

উহা রক্ষাকর। উহা বিশেষভাবে ক্ষুদ্র ও ভূতাদির নাশক। ভ্রষ্ট রাজ্য রাজগণের রাজ্যপ্রদ ও বশ্যকামীর বশ্যপ্রদ। ১২১

সুতার্থিনীনাং সুতদং রোগিণাং রোগ-শান্তিদম্ ।
বহুনা কিমিহোক্তেন যন্ত্রং তৎ কামদো মণিঃ ॥ ১২২

ইতি শ্রীশারদাতিলকে একাদশঃ পটলঃ

পুত্রার্থীর উহা পুত্রপ্রদ ও রোগিগণের রোগশান্তি প্রদ। অধিক বলার কি প্রয়োজন? অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই। সেই যন্ত্র কামপ্রদ মণিস্বরূপ। ১২২

শারদাতিলক তন্ত্রের একাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বাদশঃ পটলঃ

অজ্ঞান-তিমির-ধ্বংসি সংসারার্ণব-তারকম্ ।
আনন্দ-বীজমবতাদতর্ক্যং ত্রৈপুরং মহঃ ॥ ১
অথ বক্ষ্যে পরাং বিদ্যাং ত্রিপুরামতিগোপিতাম্ ।
যাং জ্ঞাত্বা সিদ্ধি-সঙ্ঘানামধিপো জায়তে নরঃ ॥ ২
বিয়দ্-ভৃগু-হুতাশস্থো ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ ।
বিয়ৎ-তদাদি-কেন্দ্রাগ্নি-স্থিতং বামাক্ষি-বিন্দুমৎ ।
আকাশ-ভৃগু-বহ্নিস্থো মনুঃ সর্গেন্দুখণ্ডবান্ ॥ ৩
বাগ্‌ভবং প্রথমং বীজং কামবীজং দ্বিতীয়কম্ ।
তৃতীয়ং কামরাজাখ্যং ত্রিভির্বীজৈরিতীরিতা ।
পঞ্চকূটাত্মিকা বিদ্যা বেদ্যা ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৪

অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশক সংসার সমুদ্র পারকারী আনন্দের বীজ তর্কের অগম্য ত্রৈপুর তেজঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১

মানব যে বিদ্যাকে জানিয়া (ও উপাসনা করিয়া) সিদ্ধ-সঙ্ঘ সমূহের অধিপতি হয়। সেই অতিগোপিতা পরা বিদ্যা ত্রিপুরাকে বলিতেছি। ২

ত্রিপুরার মন্ত্রোদ্ধার কথিত হইতেছে। বিয়ৎ—হ, ভৃগু—স, হুতাশ—র। এই হ্ স্ র্ যাহাতে থাকে, সেই হইতেছে বিয়দ্ ভৃগু-হুতাশস্থ। ভৌতিক—ঐ। বিন্দু—ং শেখরে যাহার, সে বিন্দুশেখর। ভৌতিক—ঐ, উহা বিন্দুশেখর হইলে হয় ঐং। উহাতে হ্ স্ র্ থাকিলে অর্থাৎ যুক্ত হইলে হয়—হ্স্রৈং। এইটি প্রথম কূট। বিয়ৎ—হ। তদাদি—বিয়দাদি—স, ক, ইন্দ্র—ল, অগ্নি—র, এইগুলি স্থিত (বর্ত্তমান) হইয়াছে যে বিন্দুমৎ (ং বিশিষ্ট) বামাক্ষিতে—ঈকারে, তাহাতে হয় হ্স্ ক্ল্রীং। এইটি দ্বিতীয় কূট। আকাশ—হ, ভৃগু—স, বহ্নি—র। এইগুলি আছে (যুক্ত হইয়াছে) যে সর্গ (ঃ) ও ইন্দুখণ্ডবান্ (ং যুক্ত) মনু—চতুর্দশ স্বর—ঔতে অর্থ ৎ ঔং তে হ্স্র্ যুক্ত হইলে হ্স্রৌঃং হয়। (এইটি তৃতীয় কূট)। ৩

ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম কথিত হইতেছে। ইঁহার প্রথম বীজের নাম বাগ্‌ভববীজ, দ্বিতীয় বীজের নাম কামবীজ, তৃতীয় বীজের নাম কামরাজ বীজ। এই তিনটি বীজের দ্বারা এই বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পঞ্চকূট-(হ্ স্ ক্ ল্ র্—এই পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণের যোগ) রূপা বিদ্যাকে ত্রিপুর-ভৈরবী জানিবেন। ৪

ঋষিঃ স্যাদ্ দক্ষিণা-মূর্ত্তিশ্ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিঃ সমীরিতঃ।
দেবতা দেশিকৈরুক্তা দেবী ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৫
নাভেরাচরণং ন্যস্যেদ্ বাগ্‌ভবং মন্ত্রবিৎ পুনঃ।
হৃদয়ান্ নাভিপর্য্যন্তং কামবীজং প্রবিন্যসেৎ।
শিরসো হৃৎপ্রদেশান্তং তার্ত্তীয়ং বিন্যসেৎ ততঃ ॥ ৬
আদ্যং দ্বিতীয়ং করয়োস্তার্ত্তীয়মুভয়োর্ন্যসেৎ।
মূর্দ্ধাধারে হৃদি ন্যস্যেদ্ ভূয়ো বীজত্রয়ং ক্রমাৎ ॥ ৭
নবযোন্যাত্মকং ন্যাসং কুর্য্যাদ্ বীজৈস্ত্রিভিঃ পুনঃ।
কর্ণয়োশ্চিবুকে ভূয়ঃ শঙ্খয়োর্বদনে পুনঃ ॥ ৮

এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি ও পঙক্তি ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। ত্রিপুরভৈরবী দেবী দেবতা বলিয়া দেশিকগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ৫

বিবৃতি। ঋষ্যাদি ন্যাসের প্রকার—(শিরসি) ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। (মুখে) ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে) ওঁ ত্রিপুরভৈরব্যৈ দেব্যৈ নমঃ। (গুহ্যে) ওঁ বাগ্‌ভবায় বীজায় নমঃ। (পাদদ্বয়ে) ওঁ তার্ত্তীয়শক্তয়ে নমঃ। (সর্বাঙ্গে) ওঁ কামবীজায় কীলকায় নমঃ। ৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক নাভি হইতে চরণ পর্য্যন্ত ওঁ হ্‌স্রৈং নমঃ এইরূপে বাগ্‌ভব বীজ ন্যাস করিবেন। হৃদয় হইতে নাভি পর্য্যন্ত ওঁ হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রীং নমঃ এইরূপে কামবীজ ন্যাস করিবেন। অনন্তর মস্তক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত ওঁ হ্‌স্রৌঃ নমঃ এইরূপে তার্ত্তীয় কামরাজ বীজ ন্যাস করিবেন। ৬

বাম ও দক্ষিণ করে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বীজ ন্যাস করিবেন। উভয় হস্তে তৃতীয় কামরাজ বীজ ন্যাস করিবেন। পুনরায় যথাক্রমে মস্তকে, মূলাধারে ও হৃদয়ে তিনটি বীজ ন্যাস করিবেন। ৭

বিবৃতি। বঙ্গবাসীর তন্ত্রসারের অনুবাদে অনুবাদক এই ন্যাসটি বিপরীত লিখিয়াছেন। প্রথমে বামহস্তে প্রথম বীজ ওঁ হ্‌স্রৈং নমঃ, দক্ষিণ হস্তে দ্বিতীয় বীজ ওঁ হ্‌ স্‌ ক্‌ল্‌রীং, উভয় হস্তে তৃতীয় বীজ ওঁ হ্‌স্রৌঃ নমঃ এইরূপে ন্যাস কর্ত্তব্য। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—হস্ততলে চ সব্যে দক্ষান্বয়ে দ্বিতীয়ে। রাঘব ভট্টও পদার্থাদর্শে মূলোক্ত করয়োঃ পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—বামদক্ষিণয়োঃ অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ করে। ৭

তাহার পর পুনরায় যথাক্রমে তিনটি তিনটি স্থানে তিন তিনটি বীজের দ্বারা নবযোন্যাত্মক ন্যাস করিবেন। (১) দুই কর্ণ (বাম কর্ণ ও দক্ষিণ কর্ণ) ও

নেত্রয়োর্নসি বিন্যস্তেদংসয়োঃ পিঠরে পুনঃ।
ততঃ কূর্পরয়োঃ কুক্ষৌ জানুনোর্ধ্বজ-মূর্দ্ধনি ॥ ৯
পাদয়োর্গুহ্যদেশে চ পার্শ্বয়োর্হৃদয়াম্বুজে।
স্তনয়োঃ কণ্ঠদেশে চ রত্যাদিমথ বিন্যসেৎ ॥ ১০
মূলে রতিং হৃদি প্রীতিং ভ্রুবোর্মধ্যে মনোভবাম্।
বালাবীজৈস্ত্রিভির্ন্যস্যেৎ স্থানেষেষু বিলোমতঃ ॥ ১১
অমৃতেশীঞ্চ যোগেশীং বিশ্বযোনিং ক্রমাদিমাঃ।
বিলোমবীজৈর্বিন্যস্যেন্ মূর্ত্তিন্যাসমথাচরেৎ ॥ ১২

চিবুকে; (২) পুনরায় দুই শঙ্খ (ললাট পার্শ্বস্থ উচ্চ প্রদেশ—বাম গণ্ড ও দক্ষিণ গণ্ড) ও মুখে; (৩) পুনরায় দুই চক্ষুঃ ও নাসিকায়; (৪) পুনরায় দুই স্কন্ধ ও পিঠর (উদর); (৫) পুনরায় দুই কূর্পর (কনুই) ও নাভিতে; (৬) পুনরায় দুই জানু ও ধ্বজমস্তকে (লিঙ্গাগ্রে); (৭) পুনরায় দুই পাদে ও গুহ্যদেশে; (৮) পুনরায় দুই পার্শ্বে ও হৃদয়ে; (৯) পুনরায় দুই স্তন ও কণ্ঠদেশে তিনটি বীজ ন্যাস করিবেন। এই তিন তিনটি বীজের ন্যাসই নবযোনি ন্যাস। অনন্তর রত্যাদি ন্যাস করিবেন। ৮-১০

রতিন্যাসের প্রকার কথিত হইতেছে:—বিলোমে তিনটি বালা বীজের দ্বারা মূলাধারে রতি, হৃদয়ে প্রীতি ও ভ্রূমধ্যে মনোভবাকে ন্যাস করিবেন। এই স্থানসমূহে যথাক্রমে বিলোম বালা বীজের সহিত অমৃতেশী, যোগেশী ও বিশ্বযোনিকে ন্যাস করিবেন। অনন্তর মূর্ত্তি ন্যাস করিবেন। ১১-১২

বিবৃতি। ঐং ক্লীং সৌঃ—এই তিনটি বালা বীজ। তন্ত্রসারে আগমবাগীশ মহাশয় অনুলোম বালাবীজের দ্বারা রত্যাদি ন্যাস লিখিয়া প্রমাণরূপে শারদাতিলকের এই বচনও তুলিয়াছেন। ঐ বচনে বিলোমতঃ কথাটিকে রত্যাদি ন্যাসে অন্বয় না করিয়া পরবর্ত্তী অমৃতেশী প্রভৃতির ন্যাসে অন্বয় করিয়াছেন অর্থাৎ অনুলোমে বালাবীজের দ্বারা রত্যাদি ন্যাস এবং বিলোমে অমৃতেশী প্রভৃতির ন্যাস করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু বহুদর্শী রাঘবভট্ট পদার্থাদর্শে তন্ত্রান্তরীয় বচনানুসারে বিলোম বালাবীজের দ্বারা উভয় ন্যাসই করিতে বলিয়াছেন। এস্থলে আগমবাগীশ মহাশয় বিলোম শব্দের যথাশ্রুত অর্থ সৌঃ ক্লীং ঐং কেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রান্তর এখানে ঐং সৌঃ ক্লীংকে বিলোম বলিয়াছেন। তন্ত্রানুসারী ভট্টের মতে রত্যাদির ন্যাস হইবে:— মূলাধারে—ওঁ ঐং রত্যৈ নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ সৌঃ প্রীত্যৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে—

স্ব-স্ব-বীজাদিকং পূর্বং মূর্দ্ধ্নীশান-মনোভবম্ ।
ন্যসেদ্ বক্ত্রে তৎপুরুষং মকরধ্বজমাত্মবিৎ ॥ ১৩
হৃদ্যঘোর-কুমারাদি-কন্দর্পং তদনন্তরম্ ।
গুহ্যদেশে প্রবিন্যস্যেদ্ বামদেবাদি-মন্মথম্ ॥ ১৪
সদ্যোজাতং কামদেবং পাদয়োর্বিন্যসেৎ ততঃ ।
ঊর্দ্ধ্ব-প্রাগ্-দক্ষিণোদীচ্য-পশ্চিমেষু মুখেষু তান্ ॥ ১৫
প্রবিন্যস্যেদ্ যথাপূর্বং ভৃগুর্ব্যোমাগ্নি-সংস্থিতঃ ।
সদ্যাদি পঞ্চ-হ্রস্বস্থো বীজমেষাং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৬

ওঁ ক্লীং মনোভবায় নমঃ। অমৃতেশী প্রভৃতির ন্যাসও ঐরূপ বিলোমে হইবে। সুধী সাধক যুক্তাযুক্ত বিচার করিয়া কার্য্য করিবেন। ১১-১২

আত্মজ্ঞ সাধক মস্তকে স্ব স্ব বীজাদি পূর্বক ঈশান ও মনোভবকে ন্যাস করিবেন। মুখে তৎপুরুষ ও মকরধ্বজকে ন্যাস করিবেন। ১৩

তাহার পর হৃদয়ে প্রথমে নিজ বীজ দিয়া অঘোর কুমার শব্দ পূর্বক কন্দর্পকে এবং গুহ্যদেশে স্ব স্ব বীজাদি পূর্বক বামদেব ও মন্মথকে ন্যাস করিবেন। ১৪

তাহার পর পাদ দ্বয়ে স্ব স্ব বীজাদি পূর্বক সদ্যোজাত ও কামদেবকে ন্যাস করিবেন। ঊর্দ্ধ্ব, পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম মুখে তাঁহাদিগকে (ঈশান মনোভব প্রভৃতিকে) পূর্ববৎ স্ব স্ব বীজ পূর্বক ন্যাস করিবেন। বক্ষ্যমাণ বীজগুলি ঈশানাদি মূর্ত্তিসমূহের বীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথাক্রমে ঊর্দ্ধ্ব ও অধোভাগে (হ) ও অগ্নি (র) সংস্থিত (সংযুক্ত) এবং বিলোমে সদ্যাদি (ও এ উ ই এবং অ) পঞ্চ হ্রস্বস্থ (সংযুক্ত) ভৃগু স অর্থাৎ ও এ উ ই অ এই পঞ্চস্বর সংযুক্ত হ এবং র এর মধ্যবর্ত্তী স ঈশানাদির বীজ। ১৫-১৬

বিবৃতি। ঈশানাদি মূর্ত্তিসমূহের বীজগুলি হইতেছে—হ্স্রোং হ্স্রেং হ্স্রুং হ্স্রিং হ্স্রং। যথাক্রমে মনোভবাদির বীজ হইতেছে—বনিতা বীজ (স্ত্রীং) চতুর্থ বাণ বীজ (ব্লূং), বাগ্ভব বীজ (ঐং), কামবীজ (ক্লীং) ও মায়া বীজ (হ্রীং)। পদার্থাদর্শে ঈশান ও মনোভাবাদির বীজপূর্বক ন্যাস উক্ত হইয়াছে। তিনি ইহার প্রয়োগ বাক্যও বলিয়াছেন—ওঁ হ্স্রোং ঈশানায় স্ত্রীং মনোভবায় নমঃ ইত্যাদি। কিন্তু আগমবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন—স্হ্রোং ঈশান-মনোভবায় নমঃ। ভট্টের মতে ঈশানাদির বীজ শরীরেও পার্থক্য দেখা যায়।

ঈশানের বীজ হইতেছে—হ্স্রোং। আগমবাগীশের মতে —স্হ্রোং। ভৃগু (সকার) ব্যোম ও অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইলে ঊর্দ্ধ্ব ও অধোভাগে

ষড়্-দীর্ঘ-যুক্তেনাদ্যেন বীজেনাঙ্গক্রিয়া মতা।
পঞ্চবাণাংস্তনৌ ন্যস্যেন্ মন্ত্রী ত্রৈলোক্য-মোহনান্ ॥ ১৭
দ্রামাদ্যাং দ্রাবিণীং মূর্ধ্নি দ্রীমাদ্যাং ক্ষোভিণীং পদে।
ক্লীং বশীকরণীং বক্ত্রে গুহ্যে ব্লূং-বীজপূর্বিকাম্ ॥ ১৮
আকর্ষণীং হৃদি পুনঃ সর্গান্তভৃগু-সংযুতাম্।
সম্মোহনীং ক্রমাদেবং বাণন্যাসোঽয়মীরিতঃ ॥ ১৯

সংযুক্ত হইবে। অন্যথা ভৃগুর উভয়ের সহিত সংযোগ হয় না। তাহা হইলে ভট্টের মতই সঙ্গত মনে হয়। বিজ্ঞ সাধক বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। ১৬

ষড়্দীর্ঘযুক্ত আদ্য বীজের দ্বারা অঙ্গন্যাস ক্রিয়া কথিত হইয়াছে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক দেহে ত্রৈলোক্য মোহন পঞ্চবাণ ন্যাস করিবেন। ১৭

বিবৃতি। আগমবাগীশ মহাশয় শারদাতিলক বচনের যথা শ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া ষড়ঙ্গন্যাসের মন্ত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু রাঘব ভট্ট মূল শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—ষড়্দীর্ঘ-যুক্তেন বীজেন মধ্যবীজেন। আদ্যেন বীজেন মন্ত্রাদ্যেন। সম্প্রদায়াৎ শাক্তাদ্যেনেত্যপি জ্ঞেয়ম্। এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া মন্ত্রের আদিবীজ (হ্সৈং) প্রথমে, ষড়্দীর্ঘ যুক্ত মধ্যবীজকে (হ্স্ক্ল্রীং) মধ্যে এবং শাক্ত বীজাদি অন্ত্যবীজকে (হ্রীং হ্স্রৌঃ) শেষে রাখিয়া অঙ্গন্যাসের মন্ত্র লিখিয়াছেন। বিজ্ঞ সাধক যুক্তাযুক্ত বিচার করিয়া সম্প্রদায় অনুসারে এই কার্য্য করিবেন। ১৭

মস্তকে—ওঁ দ্রাং দ্রাবিণ্যৈ নমঃ—এইরূপে দ্রামাদ্যা দ্রাবিণীকে, পদে—ওঁ দ্রীং ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ—এইরূপে দ্রীমাদ্যা ক্ষোভিণীকে, বক্ত্রে—ওঁ ক্লীং বশীকরণ্যৈ নমঃ এইরূপে বশীকরণীকে, গুহ্যে—ওঁ ব্লূং আকর্ষণ্যৈ নমঃ এইরূপে ব্লূং বীজপূর্বক আকর্ষণীকে, পুনরায় হৃদয়ে—ওঁ সঃ সম্মোহন্যৈ নমঃ এইরূপে সর্গান্ত (বিসর্গান্ত) ভৃগু (স) সংযুক্ত অর্থাৎ সঃ সংযুক্ত সম্মোহনীকে ন্যাস করিবেন। ক্রমে ক্রমে মস্তকাদি স্থানে এইরূপ ন্যাস করিবেন। এইন্যাস বাণন্যাস বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৮-১৯

বিবৃতি। তন্ত্রসারে আগমবাগীশ মহাশয় জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের বচনানুসারে অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত পাঁচটি করাঙ্গুলিতে এই ন্যাস করিয়া সেই সেই স্থানে হ্রীং কামায় নমঃ, ক্লীং মন্মথায় নমঃ, ঐং কন্দর্পায় নমঃ, ব্লূং মকরধ্বজায় নমঃ, স্ত্রীং মীনকেতবে নমঃ এইরূপে কামন্যাস করিতে বলিয়াছেন। পরে আবার শারদাতিলকোক্ত মস্তকাদি স্থানে এই বাণ ন্যাস ও কাম ন্যাস করিতে লিখিয়াছেন। ১৮-১৯

ভাল-ভ্রূ-মধ্য-বদন-লম্বিকা-কণ্ঠ-হৃৎসু চ।
নাভ্যধিষ্ঠানয়োঃ পঞ্চ তারাদ্যাঃ সুভগাদিকাঃ ॥ ২০
ন্যস্তব্যা বিধিনা দেব্যো মন্ত্রিণা সুভগা ভগা।
ভগসর্পিণ্যথ পরা ভগমালিন্যনন্তরম্ ॥ ২১
অনঙ্গাঽনঙ্গকুসুমা ভূয়শ্চানঙ্গমেখলা।
অনঙ্গমদনা সর্বা মদবিভ্রম-মন্থরাঃ ॥ ২২
প্রধান-দেবতা-বর্ণ-ভূষণাদ্যৈরলঙ্কৃতাঃ।
অক্ষস্রক্-পুস্তকাভীতি-বরদাঢ্য-করাম্বুজাঃ ॥ ২৩
বাক্-কামং ব্লূং পুনঃ স্ত্রীং সস্তারাঃ পঞ্চোদিতাস্ত্বমী।
ন্যাসং কুর্য্যাদ্ ভূষণাখ্যং ততঃ সাধক-সত্তমঃ ॥ ২৪
ন্যসেচ্ছিরসি ভাল-ভ্রূ-কর্ণাক্ষি-যুগলে নসি।
গণ্ডয়োরোষ্ঠয়োর্দন্ত-পঙ্‌ক্ত্যোরাস্যে ন্যসেৎ স্বরান্ ॥ ২৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক সুভগাদির মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে ললাট, ভ্রূমধ্য, বদন, লম্বিকা (মুখমধ্যস্থ স্থান বিশেষ) কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি ও অধিষ্ঠানে (লিঙ্গমূলে) বক্ষ্যমাণ পঞ্চ তার আদিতে দিয়া সুভগাদি শব্দকে চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত ও নমো অন্ত করিয়া ওঁ ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ সুভগায়ৈ নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে সুভগাদি দেবীগণকে বিধিপূর্বক ন্যাস করিবেন। ২০

মন্ত্রি-কর্ত্তৃক বিধিপূর্বক ন্যস্তব্য সুভগাদি দেবীগণ হইতেছেন—(১) সুভগা (২) ভগা (৩) ভগসর্পিণী (৪) অনন্তর শ্রেষ্ঠা ভগমালিনী (৫) অনন্তর অনঙ্গা (৬) অনঙ্গ-কুসুমা (৭) তাহার পর অনঙ্গমেখলা (৮) অনঙ্গমদনা। ইঁহারা সকলেই মদবিভ্রমে মন্থরা এবং প্রধান দেবতার বর্ণ, ভূষণাদি দ্বারা অলঙ্কৃতা, হস্ত পদ্ম সমূহের দ্বারা অক্ষমালা, পুস্তক, অভয় ও বরদমুদ্রাধারিণী। ২১-২৩

বাক্ বাগ্‌ভব বীজ (ঐং), কাম কামবীজ (ক্লীং), ব্লূং স্ত্রীং সঃ—এই পাঁচটি তার বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহার পর সাধক-শ্রেষ্ঠ বর্ণরূপ ভূষণের ন্যাসস্বরূপ ভূষণ-ন্যাস করিবেন। ২৪

মস্তকে, ললাটে, ভ্রূতে, কর্ণদ্বয়ে, চক্ষুর্দ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে, ওষ্ঠদ্বয়ে, দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়ে ও মুখে স্বরবর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন। ২৫

বিবৃতি। ভূষণন্যাসে সম্প্রদায়বিদের মতে কর্ণাদি স্থলে দুই দুইটি বর্ণের এবং ভ্রূতে, পাণিতে, পাণিপৃষ্ঠ দেশে এক একটি বর্ণের ন্যাস হইবে। ইহা

চিবুকেঽথ গলে কণ্ঠে পার্শ্বয়োঃ স্তন-যুগ্মকে।
দোর্মূলয়োঃ কূর্পরয়োঃ পাণ্যোস্তৎপৃষ্ঠ-দেশতঃ ॥ ২৬
নাভৌ গুহ্যে পুনশ্চোর্বোর্জান্বোর্জঙ্ঘয়োস্ততঃ।
স্ফিচোঃ পৎ-তলয়োঃ পশ্চাচ্ চরণাঙ্গুষ্ঠয়োর্দ্বয়োঃ।
কাদি-রান্তান্ ন্যসেদ্ বর্ণান্ স্থানেষ্বেষু সমাহিতঃ ॥ ২৭
কাঞ্চ্যাং গ্রৈবেয়কে পশ্চাৎ কটকে হৃদি গুহ্যকে।
কর্ণ-কুণ্ডলয়োর্মৌলৌ বলশান্ ষক্ষসান্ ল-হৌ ॥ ২৮
অষ্টাবিমান্ প্রবিন্যস্যেদেবং সাধকসত্তমঃ।
এবং ন্যস্ত-শরীরোঽসৌ ধ্যায়েৎ ত্রিপুর-ভৈরবীম্ ॥ ২৯

উদ্যদ্-ভানুসহস্র-কান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিনীং
রক্তালিপ্ত-পয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্।
হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্ বক্ত্রারবিন্দ-শ্রিয়ং
দেবীং বদ্ধ-হিমাংশু-রত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দ-স্মিতাম্ ॥ ৩০

সম্প্রদায় বিশেষের মত বলিয়া রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে বলিয়াছেন। তন্ত্রসারকার নাসিকায় একটি বর্ণের ন্যাস বলিয়াছেন। ২৫

চিবুকে অনন্তর গলে, কণ্ঠে, পার্শ্বদ্বয়ে, স্তনদ্বয়ে, বাহুমূলদ্বয়ে, কূর্পরদ্বয়ে হস্তদ্বয়ে, হস্তপৃষ্ঠদ্বয়ে, নাভিতে, গুহ্যে, উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, গুল্‌ফদ্বয়ে পাদতলদ্বয়ে ও চরণাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—এই স্থান সমূহে সাধক সমাহিত হইয়া ক হইতে র পর্য্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন। ২৬ ২৭

সাধক শ্রেষ্ঠ কাঞ্চীতে, গ্রৈবেয়কে, কটকে, হৃদয়ে, গুহ্যে, কর্ণকুণ্ডলদ্বয়ে ও মৌলিতে ব ল শ ষ ক্ষ স ল হ—এই আটটি বর্ণকে এইরূপে ন্যাস করিবেন। এইরূপে ন্যস্ত শরীর হইয়া সাধক ত্রিপুর-ভৈরবীকে ধ্যান করিবেন। ২৯

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—উদীয়মান সহস্র আদিত্যের কান্তির ন্যায় কান্তি বিশিষ্টা, রক্তবর্ণ পট্ট বস্ত্র পরিহিতা, মুণ্ডমালা-ধারিণী, রক্ত চন্দন লিপ্ত স্তনধারিণী, দক্ষিণ ও বাম ঊর্দ্ধ হস্ত পদ্মে যথাক্রমে জপমালা ও বিদ্যা (পুস্তক) মুদ্রা এবং দক্ষিণ ও বাম অধোহস্ত পদ্মে অভয় ও বরমুদ্রাধারিণী, নেত্র ত্রয়ে শোভমানা পদ্মের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী বক্ত্র-বিশিষ্টা চন্দ্রকলাবদ্ধ রত্নমুকুট-ধারিণী. ঈষৎ হাস্য-মুখী দেবীকে আমি বন্দনা করি। (ধ্যানের পর বাণবীজপূর্বক পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন কর্ত্তব্য)। ৩০

দীক্ষাং প্রাপ্য জপেন্ মন্ত্রং তত্ত্বলক্ষং জিতেন্দ্রিয়ঃ
পুষ্পৈর্ভানু-সহস্রাণি জুহুয়াদ্ ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ।
ত্রিমধ্বক্তৈঃ প্রসূনৈর্বা করবীর-সমুদ্ভবৈঃ ॥ ৩১

পদ্মং বসুদলোপেতং নবযোন্যাঢ্য-কর্ণিকম্।
চতুর্দ্বার-সমাযুক্তং ভূগৃহং বিলিখেৎ ততঃ[1] ॥ ৩২

ইচ্ছাদি-শক্তিভির্যুক্তং ভৈরব্যা পীঠমর্চয়েৎ।
ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া পশ্চাৎ কামিনী কামদায়িনী ॥ ৩৩

রতী রতিপ্রিয়া নন্দা নবমী স্যান্ মনোন্মনী।
বরদাভয়-ধারিণ্যঃ সংপ্রোক্তা নব শক্তয়ঃ ॥ ৩৪

জিতেন্দ্রিয় সাধক শক্তি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পুরশ্চরণে তত্ত্ব (দ্বাদশ) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ব্রহ্ম বৃক্ষজাত পুষ্প সমূহের দ্বারা ভানু (দ্বাদশ) সহস্র হোম করিবেন। অথবা ত্রিমধুরাপ্লুত করবীর বৃক্ষজাত পুষ্পের দ্বারা হোম করিবেন। ৩১

নবযোনি-যুক্ত কর্ণিকা বিশিষ্ট অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া চতুর্দ্বার বিশিষ্ট ভূগৃহ লিখিবেন। এইটি দেবীর পূজা যন্ত্র। ৩২

বিবৃতি। পূজা যন্ত্রের উদ্ধার লিখিত হইতেছে। প্রথমে ইচ্ছামত একটি বৃত্ত অঙ্কন করিয়া তাহার পূর্ব সূত্রকে সমান চারিভাগে ভাগ করিয়া তাহার একভাগ ঊর্দ্ধ দিকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় ভাগের শেষ পর্য্যন্ত নিম্নাগ্র একটি ত্রিকোণ করিবেন। তাহার পর মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থভাগের শেষ পর্য্যন্ত নিম্নাগ্র আর একটি ত্রিকোণ করিবেন। তাহার পর উভয় ত্রিকোণের সন্ধি বিভেদী প্রথমভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় ভাগের শেষ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধাগ্র একটি ত্রিকোণ করিবেন। তাহার পর চতুর্দ্বার যুক্ত ভূপুর লিখিবেন। ৩২

ভৈরবীর ইচ্ছাদি শক্তি যুক্ত পীঠকে অর্চনা করিবেন। ইচ্ছা, জ্ঞানা, ক্রিয়া, পরে কামিনী, কামদায়িনী, রতি, রতিপ্রিয়া, নন্দা ও নবমী শক্তি মনোন্মনী। এই নয় শক্তি বরমুদ্রা ও অভয় মুদ্রা ধারিণী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৩৩-৩৪

১। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও আগমানুসন্ধান সমিতি প্রকাশিত পুস্তকে এই শ্লোকার্দ্ধ নাই। কিন্তু হস্তসারে এইটি আছে। তাহা সঙ্গত বলিয়া এই স্থলে তাহা মুদ্রিত হইল।

বাগ্‌ভবং লোহিতো রায়ৈ শ্রীকণ্ঠঃ লোহিতোহনলঃ।
দীর্ঘবান্ রৈ পরা পশ্চাদপরায়ৈ হ্‌সৌঃ পুনঃ।
সদাশিব-মহাপ্রেতং ঙেন্তং পদ্মাসনং নমঃ॥ ৩৫
অনেন মনুনা দত্ত্বাদাসনং শ্রীগুরুক্রমম্।
প্রাগ্-মধ্য-যোন্যন্তরালে পূজয়েৎ কল্পয়েৎ পুনঃ॥ ৩৬
পঞ্চভিঃ প্রণবৈর্মূর্ত্তিং তস্যামাবাহ্য দেবতাম্।
পূজয়েদাগমোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ।
তারা বাক্ শক্তিঃ কমলা হসখফ্রেং হ্‌সৌঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৭
বামকোণে যজেদ্ দেব্যা রতিমিন্দু-সমপ্রভাম্।
রতিং পাশধরাং সৌম্যাং মদবিভ্রম-বিহ্বলাম্॥ ৩৮

পীঠমন্ত্রের উদ্ধার লিখিত হইতেছে। প্রথমে বাগ্‌ভববীজ (ঐং), লোহিত (প), তাহার পর রায়ৈ, তাহাতে পরায়ৈ হইল। তাহার পর শ্রীকণ্ঠ (অ) লোহিত (প), দীর্ঘবান্ (আকারযুক্ত) অনল (র) তাহার পর রৈ। তাহাতে অপরায়ৈ হইল। তাহার পর পরার পরে অপরায়ৈ। তাহাতে হইল পরাপরায়ৈ। তাহার পর হ্‌সৌঃ পরে সদাশিব মহাপ্রেত ও চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত পদ্মাসন (পদ্মাসনায়) ও নমঃ। তাহাতে পীঠমন্ত্রটি হইল—ওঁ ঐং পরায়ৈ অপরায়ৈ পরাপরায়ৈ হ্‌সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ। ৩৫

এই মন্ত্রে আসন দিবেন। তাহার পর পূর্ব যোনি ও মধ্য যোনির অন্তরালে শ্রীগুরু ক্রমের পূজা করিবেন। তাহার পর পারিভাষিক পঞ্চ প্রণবের দ্বারা মূর্ত্তির কল্পনা করিবেন এবং সমাহিত হইয়া সেই মূর্ত্তিতে দেবতাকে আবাহন করিয়া আগমোক্ত বিধানে দেবীর পূজা করিবেন। বাক্ বাগ্‌ভববীজ (ঐং) শক্তি—শক্তিবীজ (হ্রীং), কমলা—লক্ষ্মীবীজ (শ্রীং) হ্ স্ খ্ ফ্রেং ও হ্‌সৌঃ—এইগুলি পারিভাষিক প্রণব বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৬-৩৭

বিবৃতি। শ্রীগুরুক্রম তিন প্রকার:—দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ। তন্মধ্যে দিব্যৌঘ হইতেছেন—পরপ্রকাশানন্দ, পরমেশানন্দ, পরমশিবানন্দ, কামেশ্বর্য্যানন্দ মোক্ষানন্দ, কামানন্দ, অমৃতানন্দ। সিদ্ধৌঘ হইতেছেন—ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদানন্দ। মানবৌঘ স্ব স্ব গুরু সম্প্রদায় জানিতে হইবে। ৩৭

সব্য হস্তে পাশ-ধরা ও অন্য হস্তে প্রণাম-বিশিষ্টা সৌম্যা, মদবিভ্রমে বিহ্বলা, চন্দ্রের প্রভাতুল্য প্রভাবিশিষ্টা দেবীর রতিকে বামকোণে পূজা করিবেন। ৩৮

প্রীতিং দক্ষিণকোণস্থাং তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভাম্ ।
অঙ্কুশং প্রণতিং দোর্ভ্যাং ধারয়ন্তীং সমর্চয়েৎ ॥ ৩৯

অগ্রে মনোভবাং রক্তাং রক্তপুষ্পাদ্যলঙ্কৃতাম্ ।
ইক্ষু-কার্মুক-পুষ্পেষূন্ ধারয়ন্তীং শুচি-স্মিতাম্ ॥ ৪০

অঙ্গান্যভ্যর্চয়েদ্ পশ্চাদ্ যথাপূর্বং বিধানবিৎ ।
দিক্ষগ্রে চ নিজৈর্মন্ত্রৈঃ পূজয়েদ্ বাণ-দেবতাঃ ॥ ৪১

হস্তাব্জৈর্ধৃতপুষ্পেষু-প্রণামা ভূতসপ্রভাঃ ।
অষ্টযোনিষ্বষ্ট-শক্তীঃ পূজয়েৎ সুভগাদিকাঃ ॥ ৪২

মাতরো ভৈরবাঙ্কস্থা মদবিভ্রম-বিহ্বলাঃ ।
অষ্টপত্রেষু সম্পূজ্যা যথাবৎ কুসুমাদিভিঃ ॥ ৪৩

লোকপালাংস্ততো দিক্ষু তেষামস্ত্রাণি তদ্বহিঃ ।
পূর্বজন্ম-কৃতৈঃ পুণ্যৈর্ক্সাভৈনাং পরদেবতাম্ ॥ ৪৪

তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য বর্ণবিশিষ্টা সব্যহস্তে অঙ্কুশ অন্য হস্তে প্রণতি ধারিণী দক্ষিণকোণস্থা দেবীর প্রীতিকে পূজা করিবেন । ৩৯

রক্তবর্ণা, রক্তপুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃতা, পুষ্পবাণ ও পুষ্পধনুর্ধারিণী বিশুদ্ধ হাস্যযুক্তা মনোভবাকে অগ্রে পূজা করিবেন । ৪০

তাহার পর বিধানবিৎ সাধক পূর্বের ন্যায় আগ্নেয়াদি কেসরে, মধ্যযোনির অন্তরে ও চতুর্দিকে অঙ্গদেবতাসমূহের পূজা করিবেন । মধ্যযোনির বাহ্যদেশে চারিদিকে ও অগ্রে নিজ নিজ মন্ত্র দ্বারা বাণ দেবতাগণকে পূজা করিবেন । ৪১

হস্তপদ্মের দ্বারা (সব্য হস্তে) পুষ্পবাণ ও (অন্য হস্তে) প্রণামধারিণী পৃথিব্যাদির বর্ণতুল্য বর্ণবিশিষ্টা সুভগাদি অষ্ট শক্তিকে অষ্ট যোনিতে পূজা করিবেন । ৪২

অসিতাঙ্গাদি ভৈরবের ক্রোড়ে অবস্থিতা মদবিভ্রমে বিহ্বলা ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে অষ্টপত্রে পুষ্পাদি দ্বারা যথাযথ ভাবে পূজা করিবেন । (যথাবৎ কথা দ্বারা উক্ত হইয়াছে—দীর্ঘাদিপূর্বক মাতৃগণকে ও হ্রস্বাদিপূর্বক ভৈরবীগণকে পূজা করিবেন) । ৪৩

তাহার পর দিক্‌সমূহে লোকপালগণকে এবং তাহার বহির্ভাগে তাঁহাদের অস্ত্রসমূহকে পূজা করিবেন । পূর্বজন্মকৃত পুণ্যসমূহের দ্বারা এই পরদেবতাকে

যো ভজেত্তৃক্রমার্গেণ স ভবেৎ সম্পদাং পদম্ ।
এবং সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী সাধয়েদিষ্টমাত্মনঃ ॥ ৪৫
জুহুয়াদরুণাম্ভোজৈরদোষৈর্মধুরাপ্লুতৈঃ ।
লক্ষসংখ্যং তদর্দ্ধং বা প্রত্যহং ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ॥ ৪৬
বনিতাঃ যুবতী রম্যাঃ পূজয়েদ্ দেবতা ধিয়া ।
হোমান্তে ধন-ধান্যাদ্যৈস্তোষয়েদ্ গুরুমাত্মনঃ ।
এবং কৃতে জগদ্‌বশ্যো রমায়া ভবনং ভবেৎ ॥ ৪৭
রক্তোৎপলৈস্ত্রিমধ্বক্তৈররুণৈর্বা হয়ারিজৈঃ ।
পুষ্পৈঃ পয়োঽন্নৈঃ সঘৃতৈর্হোমো বিশ্বং বশং নয়েৎ ॥ ৪৮
বাক্‌সিদ্ধিং লভতে মন্ত্রী পলাশ-কুসুমৈর্হুতাৎ ।
কর্পূরাগুরু-সংযুক্তং গুগ্‌গুলুং জুহুয়াৎ সুধীঃ ।
জ্ঞানং দিব্যমবাপ্নোতি তেনৈব স ভবেৎ কবিঃ ॥ ৪৯
ক্ষীরাক্তৈরমৃতাখণ্ডৈর্হোমঃ সর্বাপমৃত্যু-জিৎ ।
দূর্বাভিরায়ুষে হোমঃ ক্ষীরাক্তাভির্দিনত্রয়ম্ ॥ ৫০

জানিয়া যিনি পূর্বকথিত বিধি অনুসারে ভজনা করেন। তিনি সম্পদের আশ্রয় অর্থাৎ সম্পৎশালী হন। এইরূপে মন্ত্রজ্ঞ সাধক সিদ্ধ মন্ত্র হইয়া অর্থাৎ মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজের অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধি করিতে পারেন। ৪৪-৪৫

মধুরাপ্লুত নির্দোষ রক্ত পদ্মের দ্বারা লক্ষ সংখ্যক বা তাহার অর্ধেক হোম করিবেন এবং প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। ৪৬

সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে দেবতা বুদ্ধিতে পূজা করিবেন। হোমের অন্তে ধন ধান্যাদি দ্বারা নিজের গুরুকে সন্তুষ্ট করাইবেন। এইরূপ করিলে জগতে সকলে বশ্য হইবেন এবং লক্ষ্মীর আবাসভূমি অর্থাৎ প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন। ৪৭

ত্রিমধুবাপ্লুত রক্ত উৎপলের দ্বারা অথবা অরুণ বর্ণ করবীর পুষ্পের দ্বারা অথবা সঘৃত পুষ্পান্নের দ্বারা হোম বিশ্বকে বশীভূত করে। ৪৮

পলাশ পুষ্পের হোম হইতে মন্ত্রজ্ঞ সাধক বাক্‌সিদ্ধি লাভ করেন। সুধী সাধক কর্পূর ও অগুরু সংযুক্ত গুগ্‌গুলু দ্বারা হোম করিবেন। তাহাতে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করিবেন। সেই হোমের দ্বারা তিনি কবি হইবেন। ৪৯

ক্ষীরাক্ত গুড়ূচী দ্বারা হোম সমস্ত অপমৃত্যুকে জয় করে। আয়ুর বৃদ্ধির জন্য দূর্বা দ্বারা হোম হইয়া থাকে। ৫০

গিরিকর্ণীভবৈঃ পুষ্পৈর্ব্রাহ্মণান্ বশয়েদ্ হুতাৎ।
কহ্লারৈঃ পার্থিবান্ পুষ্পৈস্তদ্বধূঃ কর্ণিকারজৈঃ ॥ ৫১

মল্লিকাকুসুমৈর্হুত্বা রাজপুত্রান্ বশং নয়েৎ।
কোরণ্ট-কুসুমৈর্বৈশ্যান্ বৃষলান্ পাটলোদ্ভবৈঃ ॥ ৫২

অনুলোম-বিলোমান্তঃ-স্থিত-সাধ্যাহ্বয়ান্বিতম্।
মন্ত্রমুচ্চার্য্য জুহুয়ান্মন্ত্রী মধুর-লোলিতৈঃ ॥ ৫৩

সর্ষপৈঃ পটুসংমিশ্রৈর্বশয়েৎ পার্থিবান্ ক্ষণাৎ।
অনেনৈব বিধানেন তৎপত্নীস্তৎসুতানপি ॥ ৫৪

জাতি-বিল্ব-ফলৈঃ পুষ্পৈর্মধুরত্রয়-লোলিতৈঃ।
নর-নারী-নরপতীন্ হোমতো বশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫৫

মালতী-বকুলোদ্ভূতৈঃ পুষ্পৈশ্চন্দন-লোলিতৈঃ।
জুহুয়াৎ কবিতাং মন্ত্রী লভতে বৎসরান্তরে ॥ ৫৬

অপরাজিতা পুষ্পের দ্বারা হোম হইতে ব্রাহ্মণকে বশীভূত করেন। কহ্লার পুষ্পের দ্বারা হোম নৃপতিগণকে এবং কর্ণিকার (রাজবৃক্ষ) বৃক্ষজাত পুষ্পের দ্বারা হোম রাজপত্নীগণকে বশীভূত করে। ৫১

মল্লিকা পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া রাজপুত্রগণকে বশে আনয়ন করেন। কোরণ্ট পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া বৈশ্যগণকে এবং পাটল (পারুল) বৃক্ষের পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া শূদ্রগণকে বশে আনয়ন করিতে পারেন। ৫২

অনুলোম ও বিলোমে মন্ত্রের মধ্যস্থিত বশ্য ব্যক্তির নামযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক মধুরাপ্লুত পটু (লবণ) মিশ্রিত সর্ষপের দ্বারা হোম করিবেন। তাহা তৎক্ষণাৎ রাজগণকে বশীভূত করিতে পারে। এই বিধানের দ্বারাই রাজপত্নী ও রাজপুত্রগণকেও বশীভূত করিতে পারেন। ৫৩-৫৪

মধুরত্রয় দ্বারা আপ্লুত জাতিপুষ্প বিল্বপুষ্প বা বিল্ব ফলের দ্বারা হোম হইতে নিশ্চয়ই নর, নারী ও নরপতিগণকে বশে আনয়ন করিতে পারেন। ৫৫

চন্দন-লোলিত মালতীজাত ও বকুলজাত পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক বৎসরের মধ্যে কবিত্ব লাভ করিবেন। ৫৬

মধুর-ত্রয়-সংযুক্তৈঃ ফলৈর্বিল্ব-সমুদ্ভবৈঃ ।
জুহুয়াদ্ বশয়েল্লোকং শ্রিয়মাপ্নোতি বাঞ্ছিতাম্ ॥ ৫৭
পাটলৈঃ কুমুদৈঃ কুন্দৈরুৎপলৈর্নাগচম্পকৈঃ ।
নন্দ্যাবর্ত্তৈর্বিকসিতৈঃ কৃতমালৈর্জুহোতি যঃ ।
জায়তে বৎসরাদর্বাক্ শ্রিয়া বিজিত-পার্থিবঃ ॥ ৫৮
সাজ্যমন্নং প্রজুহুয়াদ্ ভবেদন্নসমৃদ্ধিভাক্ ।
কস্তূরী-কুঙ্কুমোপেতং কর্পূরং জুহুয়াদ্ বশীঃ ।
কন্দর্পাদধিকং সদ্যঃ সৌন্দর্য্যমধিগচ্ছতি ॥ ৫৯
লাজান্ প্রজুহুয়ান্ মন্ত্রী দধি-ক্ষীর-মধু-প্লুতান্ ।
বিজিত্য রোগানখিলান্ স জীবেচ্ছরদাং শতম্ ॥ ৬০
পাদদ্বয়ং মলয়জং পাদং কুঙ্কুম-কেসরম্ ।
পাদং গোরোচনায়াশ্চ তানি পিষ্ট্বা হিমাম্ভসা ॥ ৬১
বিদধ্যাৎ তিলকং ভূয়ো যান্ পশ্যেদ্ যৈর্বিলোক্যতে ।
যান্ স্পৃশেৎ স্পৃশ্যতে যৈর্বা বশ্যাঃ স্যুস্তস্য তেঽচিরাৎ ॥ ৬২

মধুরত্রয় সংযুক্ত বিল্ববৃক্ষ সমুদ্ভূত ফল সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ইহা লোককে বশীভূত করে। যিনি এই হোম করেন, তিনি বাঞ্ছিত ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ৫৭

যিনি প্রস্ফুটিত পাটল পুষ্প, কুমুদ পুষ্প, কুন্দ পুষ্প, উৎপল, নাগ চম্পক পুষ্প, গন্ধতগর, কৃতমাল (রাজবৃক্ষজ) পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করেন, তিনি বৎসরের মধ্যে ঐশ্বর্য্যে রাজাকে জয় করেন। যিনি ঘৃতের সহিত অন্ন হোম করেন, তিনি অন্নের সমৃদ্ধিশালী হইয়া থাকেন। ৫৮

বশী সাধক কস্তূরী কুঙ্কুমযুক্ত কর্পূর হোম করিবেন। তিনি সদ্য কন্দর্পের অধিক সৌন্দর্য্য লাভ করেন। ৫৯

যে মন্ত্রজ্ঞ সাধক দধি, ক্ষীর ও মধু দ্বারা আপ্লুত লাজ হোম করেন, তিনি সমস্ত রোগকে জয় করিয়া একশত শরৎ জীবিত থাকেন। ৬০

দুই ভাগ মলয়জ চন্দন, এক ভাগ কুঙ্কুম কেসর ও এক ভাগ গোরোচনা—এইগুলিকে হিমজল (নীহারোদকের) দ্বারা পিষিয়া পুনরায় তিলক করিবেন। তিনি যাহাদিগকে দেখিবেন, যাঁহারা বা তাঁহাকে দেখিবেন, অথবা যাঁহাদিগকে তিনি স্পর্শ করিবেন বা যাঁহাদিগের কর্ত্তৃক তিনি স্পৃষ্ট হইবেন। তাহারা তাঁহার শীঘ্রই বশ্য হইবেন। ৬১-৬২

কর্পূর-কপি-চোরাণি সমভাগানি কল্পয়েৎ।
চতুর্ভাগা জটামাংসী তাবতী রোচনা মতা॥ ৬৩
কুঙ্কুমং সপ্তভাগং স্যাদ্ দিগ্-ভাগং চন্দনং মতম্।
অগুরুর্নব-ভাগঃ স্যাদিতি ভাগক্রমেণ চ॥ ৬৪
হিমাদ্ভিঃ কন্যয়া পিষ্টমেতৎ সর্ব্বং সুসাধিতম্।
আদায় তিলকং ভালে কুর্য্যাদ্ ভূমিপতীন্ নরান্॥ ৬৫
বনিতাং মদগর্বাঢ্যাং মদোন্মত্তান্ মতঙ্গজান্।
সিংহ-ব্যাঘ্রান্ মহাসর্পান্ ভূত-বেতাল-রাক্ষসান্।
দর্শনাদেব বশয়েৎ তিলকং ধারয়ন্ নরঃ॥ ৬৬
মধ্যাদ্যং নবযোনিষু প্রবিলিখেদ্ বীজানি বর্ণাংস্ত্রিশো
গায়ত্র্যাঃ পুনরষ্ট-পত্র-বিবরেষ্বালিখ্য লিপ্যা বৃতম্।
ভূবিম্ব-দ্বিতয়েন মন্মথ-যুজা কোণেষু সংবেষ্টিতম্।
যন্ত্রং ত্রৈপুরমীরিতং ত্রিভুবন-প্রক্ষোভকং শ্রীপ্রদম্॥ ৬৭

কর্পূর, কপি (রক্তচন্দন), চোর (শঠী) সম ভাগ লইবেন। চারি ভাগ জটামাংসী, গোরোচনা সেই পরিমাণ কথিত হইয়াছে। সাতভাগ কুঙ্কুম হইবে। চন্দন দশ ভাগ কথিত হইয়াছে। নয় ভাগ অগুরু হইবে। এইরূপ ভাগক্রমে এইগুলি হিমজল দ্বারা কন্যা কর্ত্তৃক শ্মশানে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে পিষ্ট ও সুসাধিত অর্থাৎ এই মন্ত্রের দ্বারা জপ্ত হইলে তাহাকে লইয়া ললাটে তিলক করিবেন। ঐ তিলকধারী ব্যক্তি দর্শনমাত্রেই ভূমিপতিগণকে, মনুষ্যগণকে, মদগর্বিতা বনিতাকে, মদোন্মত্ত মতঙ্গগণকে (হস্তিগণকে), সিংহ ব্যাঘ্রসমূহকে, মহাসর্পসমূহকে এবং ভূত, বেতাল ও রাক্ষসগণকে বশ করিতে পারিবেন। ৬৩-৬৬

ত্রৈপুর যন্ত্র কথিত হইতেছে—একটি অষ্টদল পদ্মের কেসরে নবযোনি অঙ্কিত করিবেন। ঐ যন্ত্রের নব যোনিতে প্রদক্ষিণ ক্রমে এমনভাবে বীজগুলি লিখিবেন, যাহাতে যন্ত্রটি মধ্যাদ্য অর্থাৎ মধ্যে আদ্য বীজটি থাকে অর্থাৎ মধ্য যোনিতে প্রথম বীজ লিখিয়া প্রদক্ষিণ ক্রমে তিনটি বীজ লিখিলে মন্ত্রের তিনবার আবৃত্তি হইবে। পুনরায় এই যন্ত্রটি আটটি পত্রের মধ্যে ত্রিপুরার গায়ত্রীর তিন তিনটি বর্ণ লিখিয়া মাতৃকাবর্ণের দ্বারা বেষ্টিত হইবে এবং পরস্পরবিভেদী ভূপুরদ্বয়ের কোণে মন্মথ বীজ লিখিয়া ঐ ভূপুরদ্বয়ের দ্বারা বেষ্টিত হইবে অর্থাৎ পরস্পর-

অস্মিন্ যন্ত্রে সমাবাহ্য সম্যক্ সম্পূজ্য দেবতাম্।
হোমেন কৃতসম্পাতং লাক্ষা-লোহ-ত্রয়াবৃতম্।
বিধৃতং বাহুনা যন্ত্রং যুদ্ধেষু বিজয়াবহম্॥ ৬৮

বাদে বাগ্‌বিজয়ং কুর্য্যাৎ কবিত্বং পুষ্কলং দিশেৎ।
আয়ুরারোগ্য-মিত্রাণি পুত্রান্ পৌত্রান্ বিবর্দ্ধয়েৎ॥ ৬৯

কামং ষট্‌কোণ-মধ্যে লিখতু পুনরিমং ষট্‌সু কোণেষু পশ্চাৎ
পত্রেষু ব্যস্ত-সংখ্যেষ্বমুমথ পুরতো ব্যোম-বীজেন বীতম্।
ক্ষোণী-বিম্বান্তরস্থং ভূর্জ্জদল-লিখিতং রোচনা-কুঙ্কুমাভ্যাং
প্রোক্তং সৌভাগ্য সম্পন্নিরুপম-কবিতা-কীর্ত্তিদং যন্ত্রমেতৎ॥ ৭০

বহ্নের্গেহ-যুগান্তরস্থ-মদনে মায়াং লিখেদ্ বাগ্‌ভবং
ষট্‌কোণেষ্বথ সন্ধিষু প্রবিলিখেদ্ হুঙ্কারমাবেষ্টয়েৎ।

বিভেদী ভূপুর ধর অঙ্কিত করিয়া কোণসমূহে ভৈরবীর মন্মথবীজ লিখিবেন। এই ত্রৈপুর যন্ত্রটি ত্রিভুবনের প্রক্ষোভক ও শ্রীপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬৭

এই যন্ত্রে দেবতাকে সম্যক্‌রূপে আবাহন করিয়া পূজা করিয়া হোমের দ্বারা সম্পাত করিয়া লাক্ষা ও লোহত্রয়ের দ্বারা আবৃত করিবেন। বাহুতে বিধৃত হইলে উহা যুদ্ধ সমূহে বিজয়প্রদ হইয়া থাকে। ৬৮

উহা বাদে বাক্‌বিজয় প্রদান করে, প্রচুর কবিত্ব শক্তি দান করে, আয়ুঃ, আরোগ্য ও মিত্রসমূহ প্রদান করে এবং পুত্র ও পৌত্রগণকে বিবৃদ্ধ করে। ৬৯

অন্য যন্ত্র কথিত হইতেছে—একটি ষোড়শ দল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার কর্ণিকাতে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিবেন। ঐ ষট্‌কোণ মধ্যে কাম অর্থাৎ ভৈরবীর মধ্যবীজ লিখুন। পুনরায় এই কামকে ছয়টি কোণে লিখুন। পুনরায় ষোড়শ পত্রে এই কামকে লিখুন। অনন্তর চারিদিক্ ব্যোমবীজ হং দ্বারা বেষ্টিত করুন। উহা ভূগৃহের মধ্যবর্ত্তী হইবে। উহা কুঙ্কুম দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখিত হইবে। এই যন্ত্র সৌভাগ্য, সম্পৎ, নিরুপম কবিত্ব ও কীর্ত্তি-প্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭০

বৃত্তমধ্যস্থ বহ্নির গৃহদ্বয়ের অর্থাৎ ষট্‌কোণের মধ্যস্থ মদনবীজে (কামবীজ ক্লীং বীজে) মায়াবীজ লিখিবেন। ষট্‌কোণের উভয় দিকে বৃত্ত মধ্যে বাগ্‌ভব বীজ লিখিবেন। অনন্তর সন্ধিসমূহে হুঙ্কার লিখিবেন এবং ক্লীং বীজের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন অর্থাৎ এ সমস্তই ক্লীং বীজের মধ্যে লিখিবেন। ত্রিভুবন

হ্রীং-বীজেন সমীরিতং ত্রিভুবন-প্রক্ষোভকং ত্রৈপুরং
যন্ত্রং পঞ্চমনোভবাত্মকমিদং সৌন্দর্য্য-সম্পৎ-ক্রমম্ ॥ ৭১
অধরো বিন্দুমানাদ্যো ব্রহ্মেন্দ্রস্থঃ শশী-যুতঃ।
দ্বিতীয়ং ভৃগু-সর্গাদ্যো মনুস্তার্তীয়মীরিতম্ ॥ ৭২
এষা বালেতি বিখ্যাতা ত্রৈলোক্য-বশকারিণী।
জপ-পূজাদিকং সর্বমস্যাঃ পূর্ববদাচরেৎ ॥ ৭৩
মান্মথং ত্রিপুরাদেবি! বিদ্মহে পদমীরয়েৎ।
উক্ত্বা কামেশ্বরি-পদং প্রবদেদ্ ধীমহি ততঃ ॥ ৭৪
তদন্তে প্রবদেদ্ ভূয়স্তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ।
গায়ত্র্যেষা সমাখ্যাতা ত্রৈপুরী সর্বসিদ্ধিদা ॥ ৭৫
স্তুত্যাঽনয়া ত্বাং ত্রিপুরে স্তোষ্যেঽভীষ্ট-ফলাপ্তয়ে।
যয়া ব্রজন্তি তাং লক্ষ্মীং মনুজাঃ সুর-পূজিতাম্ ॥ ৭৬

প্রক্ষোভক সর্বসম্পৎকর এই ত্রৈপুর যন্ত্র পঞ্চ মনোভব স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭১

বালাবীজ উদ্ধৃত হইতেছে। বিন্দুমান্ অধর (ঐ) অর্থাৎ ঐং প্রথমবীজ কথিত হইয়াছে। শশী (ং) ও ঈ যুত ইন্দ্রস্থ লকারস্থ ব্রহ্মা (ককার) অর্থাৎ ক্লীং দ্বিতীয় বীজ কথিত হইয়াছে। ভৃগু (স) ও সর্গের (ঃ) দ্বারা যুক্ত মনু (ঔ) অর্থাৎ সৌঃ তৃতীয় বীজ কথিত হইয়াছে। ৭২

ত্রৈলোক্য বশকারিণী এই বিদ্যা বালা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই বিদ্যার জপ পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ অনুষ্ঠান করিবেন। ৭৩

মন্ত্রলেখ্য ত্রিপুরার গায়ত্রী মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথম মন্মথবীজ ক্লীং, তাহার পর ত্রিপুরা-দেবি। বিদ্মহে পদ উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর কামেশ্বরি। পদ বলিয়া পুনরায় তাহার অন্তে অর্থাৎ ধীমহি পদের অন্তে তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ বলিবেন। তাহা হইলে ত্রিপুরার গায়ত্রী হইল— ক্লীং ত্রিপুরাদবি! বিদ্মহে কামেশ্বরি। ধীমহি তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ। এই ত্রৈপুরী গায়ত্রী সর্বসিদ্ধিপ্রদা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৭৪-৭৫

মানবগণ যে স্তুতি দ্বারা সুরপূজিতা সেই লক্ষ্মীকে লাভ করেন। হে ত্রিপুরে। আমি অভীষ্ট ফল প্রাপ্তির জন্য সেই এই স্তুতির দ্বারা তোমাকে সন্তুষ্ট করিতেছি। ৭৬

ব্রহ্মাদয়ঃ স্তুতিপদৈরপি সূক্ষ্মরূপাং
জানন্তি নৈব জগদাদিমনাদিমূর্তিম্।
তস্মাদ্ বয়ং কুচনতাং নবকুঙ্কুমাভাং
স্থূলাং স্তুমঃ সকল-বাঙ্ময়-মাতৃভূতাম্ ॥ ৭৭
সদ্যঃ-সমুদ্যত-সহস্র-দিবাকরাভাং
বিদ্যাক্ষসূত্র-বরদাভয়-চিহ্ন-হস্তাম্।
নেত্রোৎপলৈস্ত্রিভিরলঙ্কৃত-পদ্মবক্ত্রাং
ত্বাং তারহার-রুচিরাং ত্রিপুরে ভজামঃ ॥ ৭৮
সিন্দূর-পুঞ্জ-রুচিরং কুচভার-নম্রং
জন্মান্তরেষু কৃত-পুণ্য-ফলৈকগম্যম্।
অন্যোন্য-ভেদ-কলহাকুল-মানভেদৈ-
র্জানন্তি কিং জড়ধিয়স্তব রূপমম্ব! ॥ ৭৯
স্থূলাং বদন্তি মুনয়ঃ শ্রুতয়ো গৃণন্তি
সূক্ষ্মাং বদন্তি বচসামধিবাসমন্যে।
ত্বাং মূলমাহুরপরে জগতাং ভবানি!

ব্রহ্মাদি দেবগণও স্তুতিপদের দ্বারা তোমার জগতের আদি (কারণ) অনাদি মূর্তি সূক্ষ্মরূপ জানেন না। তাই আমরা তোমার কুচভারে অবনতা নূতন কুঙ্কুমের প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা সকল বাগ্‌বিকারের মাতৃভূতা তোমার স্থূল রূপকে স্তুতি করিতেছি। ৭৭

হে ত্রিপুরে। সদ্য উদীয়মান সহস্র দিবাকরের প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা বিদ্যা (পুস্তক), অক্ষসূত্র, বর ও অভয়মুদ্রারূপ চিহ্নযুক্ত হস্তবিশিষ্টা তিনটি নেত্রোৎপলের দ্বারা অলঙ্কৃতা পদ্মাননা উজ্জ্বল হারে মনোহরা তোমাকে ভজনা করি। ৭৮

হে মাতঃ! জড়বুদ্ধি মানবগণ কি তোমার সিন্দূরপুঞ্জের ন্যায় মনোহর কুচভারে নম্র জন্মান্তরকৃত একমাত্র পুণ্যফলের দ্বারা জ্ঞেয় রূপ (মূর্তি) পরস্পর ভেদ কলহে আকুলিত অস্থির প্রমাণ বিশেষের দ্বারা জানিতে পারেন? । ৭৯

হে ভবানি। মুনিগণ তোমাকে স্থূল বলেন। শ্রুতিসমূহ তোমাকে সূক্ষ্ম বলেন। অন্য ব্যক্তিগণ তোমাকে বাক্‌সমূহের নিবাসভূমি বলেন। অপর

মন্যামহে বয়মপার-কৃপাম্বুরাশিম্ ॥ ৮০
চন্দ্রাবতংস-কলিতাং শরদিন্দু-শুভ্রাং
পঞ্চাশদক্ষরময়ীং হৃদি ভাবয়ন্তি।
ত্বাং পুস্তকং জপবটীমমৃতাঢ্য-কুম্ভং
ব্যাখ্যাং চ হস্তকমলৈর্দধতীং ত্রিনেত্রাম্ ॥ ৮১
শম্ভুস্ত্বমদ্রি-তনয়া-কলিতার্দ্ধভাগো
বিষ্ণুস্ত্বমম্ব কমলা-পরিবদ্ধ-দেহঃ।
পদ্মোদ্ভবস্ত্বমসি বাগধিবাস-ভূমি-
স্তেষাং ক্রিয়াশ্চ জগতি ত্রিপুরে! ত্বমেব ॥ ৮২
আশ্রিত্য বাগভব-ভবাংশ্চতুরঃ পরাদীন্
ভাবান্ পদেষু বিহিতার্থমুদীরয়ন্তীম্।
কণ্ঠাদিভিশ্চ করণৈঃ পরদেবতাং ত্বাং
সংবিন্ময়ীং হৃদি কদাপি ন বিস্মরামি ॥ ৮৩
আকুঞ্চ্য বায়ুমবজিত্য চ বৈরি-ষট্ক-

কোন কোন ব্যক্তি তোমাকে জগতের মূল কারণ বলেন। আমরা তোমাকে অপার কৃপাসমুদ্র মনে করি। ৮০

সাধকগণ হৃদয়ে তোমাকে চন্দ্রযুক্ত মুকুট কলিতা (বদ্ধা) শরচ্চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রা পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী হস্তকমল সমূহের দ্বারা পুস্তক, জপবটী, অমৃতপূর্ণ কুম্ভ ও ব্যাখ্যামুদ্রা-ধারিণী ত্রিনেত্রা ভাবনা করেন। ৮১

হে মাতঃ! যে শম্ভুর শরীরার্দ্ধভাগ অদ্রিতনয়া পার্বতী দ্বারা আবদ্ধ (রচিত), তুমি সেই শম্ভু। যে বিষ্ণুর দেহ কমলা দ্বারা পরিবদ্ধ, তুমি সেই বিষ্ণু। তুমি বাক্যের অধিবাসভূমি ব্রহ্মাও। হে ত্রিপুরে! জগতে তাঁহাদের ক্রিয়াসমূহও তুমি। ৮২

বাগ্ভব (কুণ্ডলিনী) হইতে সমুৎপন্না পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা বৈখরী রূপ চারিটি ভাব যথাক্রমে যে মূলাধার, নাভি, কণ্ঠ ও মুখবিবররূপ পদ (স্থান) সমূহে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। যে পরা দেবতা কণ্ঠাদি করণের দ্বারা বিহিতার্থ (অভীপ্সিত অর্থের বোধক) পরাদি বাক্‌কে উচ্চারণ করান। সেই সংবিন্ময়ী পরদেবতা তোমাকে আমি হৃদয়ে কখনও ভুলিতে পারি না। ৮৩

হে অম্ব! পুণ্যকর্মকারিগণ প্রাণ ও অপানরূপ বায়ুকে আকুঞ্চিত করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসর রূপ ছয়টি রিপুকে জয় করিয়া নিজের

মালোক্য নিশ্চল-ধিয়া নিজ-নাসিকাগ্রম্।
ধ্যায়ন্তি মূর্ধ্নি কলিতেন্দু-কলাবতংসং
তদ্রূপমম্ব! কৃতিনস্তরুণার্ক-বিম্বম্ ॥ ৮৪
ত্বং প্রাপ্য মন্মথ-রিপোর্বপুরর্দ্ধভাগং
সৃষ্টিং করোষি জগতামিতি বেদবাদঃ।
সত্যং তদদ্রিতনয়ে! জগদেকমাতঃ
র্নোচেদশেষ-জগতঃ স্থিতিরেব ন স্যাৎ ॥ ৮৫
পূজাং বিধায় কুসুমৈঃ সুরপাদপানাং
পীঠে তবাম্ব! কনকাচল-গহ্বরেষু।
গায়ন্তি সিদ্ধবনিতাঃ সহ কিন্নরীভি-
রাস্বাদিতাহ্২সব-রসারুণ-নেত্রপদ্মাঃ ॥ ৮৬
বিদ্যুদ্-বিলাস-বপুষঃ শ্রিয়মাবহন্তী
যান্তীং স্ববাস-ভবনাচ্ছিব-রাজধানীম্।
সৌষুম্ন-মার্গ-কমলানি বিকাশয়ন্তীং
দেবীং ভজে হৃদি পরামৃত-সিক্ত-গাত্রীম্ ॥ ৮৭
আনন্দ-জন্ম-ভবনং ভবনং শ্রুতীনাং

নাসিকার অগ্রভাগ দর্শন করিয়া মস্তকে স্থির বুদ্ধি দ্বারা ইন্দুকলাবদ্ধ মুকুট ধারিণী তরুণ সূর্য্যবিম্বসদৃশ তোমার রূপ (মূর্ত্তি) ধ্যান করেন। ৮৪

হে অদ্রিতনয়ে! তুমি মন্মথারি শিবের দেহের অর্দ্ধভাগ (সন্নিধি) প্রাপ্ত হইয়া এই জগৎসমূহের সৃষ্টি করিতেছ। ইহা বেদসমূহ বলেন। হে জগদেকমাতঃ! তাহা সত্য। অন্যথা তোমার অধিষ্ঠান না হইলে এই জগতের স্থিতিই হইত না। ৮৫

হে অম্ব! কিন্নরীগণের সহিত সিদ্ধবনিতাগণ পীঠে মন্দার, পারিজাতাদি সুরপাদপ সমূহের কুসুম সমূহের দ্বারা পূজা করিয়া আসবরস আস্বাদন হেতু নেত্রপদ্মকে রক্তবর্ণ করিয়া সুবর্ণাচলের গুহায় গান করিতেছেন। ৮৬

বিদ্যুৎবিলাসের ন্যায় দেহ-সৌন্দর্য্য বহনকারিণী নিজবাসভবন মূলাধার হইতে শিবরাজধানী সহস্রদলকমলে গমনকারিণী সুষুম্নানাড়ী পথে অবস্থিত মূলাধারাদি সহস্রদল পর্য্যন্ত ষট্‌পদ্মের বিকাশকারিণী পরামৃতে সিক্তগাত্রী দেবীকে হৃদয়ে ভজনা করি। ৮৭

চৈতন্যমাত্রতনুমম্ব ! সমাশ্রয়ামি ।
ব্রহ্মেশ-বিষ্ণুভিরভিষ্টুত-পাদপদ্মাং
সৌভাগ্য-জন্ম-বসতিং ত্রিপুরে যথাবৎ ॥ ৮৮
শব্দার্থ-ভাবি-ভুবনং সৃজতীন্দুরূপা
যা তদ্ বিভর্ত্তি পুনরর্ক-তনুঃ স্বশক্ত্যা ।
বহ্ন্যাত্মিকা হরতি তৎ সকলং যুগান্তে
তাং শারদাং মনসি জাতু ন বিস্মরামি ॥ ৮৯
নারায়ণীতি নরকার্ণব-তারিণীতি
গৌরীতি খেদ-শমনীতি সরস্বতীতি ।
জ্ঞানপ্রদেতি নয়নত্রয়-ভূষিতেতি
ত্বামদ্রিরাজ-তনয়ে বিবুধা বদন্তি ॥ ৯০
যে স্তুবন্তি জগন্মাতঃ শ্লোকৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ ।
ত্বামনুপ্রাপ্য বাক্‌সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়ুস্তে পরাং গতিম্ ॥ ৯১
বাঙ্-মায়া-কমলাস্তারং নমোঽন্তে ভগবত্যথ ।

হে অম্ব ! আনন্দের জন্মভূমি জ্যোতি সমূহের ভবন চৈতন্যমাত্র দেহ তোমাকে আমি আশ্রয় করি। হে ত্রিপুরে ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্তৃক যাঁহার পাদপদ্ম স্তুত হইয়াছে, সেই সৌভাগ্যের জন্মভূমি তোমাকে আমি যথাযথভাবে আশ্রয় করি। ৮৮

যে শারদা চিচ্ছক্তি চন্দ্ররূপে শব্দ ও অর্থের সত্তাবিশিষ্ট (শব্দার্থময়) জগৎকে সৃষ্টি করেন, যে শারদা পুনরায় সূর্য্যরূপে নিজশক্তি দ্বারা সেই জগৎকে পালন করেন, যে শারদা প্রলয়কালে বহ্নিরূপে সেই সকল ভুবনকে সংহার করেন, সেই শারদাকে আমি কখনও মনে মনে বিস্মৃত হইতে পারি না। ৮৯

হে অদ্রিতনয়ে ! পণ্ডিতগণ তোমাকে নারায়ণী, নরকসমুদ্রতারিণী, গৌরী, দুঃখশমনী, সরস্বতী, জ্ঞানপ্রদা ও নয়নত্রয়ভূষিতা এই বলেন। ৯০

হে জগন্মাতঃ ! যাঁহারা যথাক্রমে সদ্য সমুদ্ভূত ইত্যাদি হইতে ন বিস্মরামি পর্য্যন্ত বারটি শ্লোকের দ্বারা তোমাকে স্তুতি করেন, তাঁহারা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া বাক্‌সিদ্ধি লাভ করেন এবং শ্রেষ্ঠ গতিও প্রাপ্ত হন। ৯১

রাজমাতঙ্গিনী মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। বাক্-বাগ্ভব বীজ—ঐং, তাহার পর মায়া—শক্তিবীজ—হ্রীং, তাহার পর কমলা—শ্রীবীজ—শ্রীং, তাহার পর—

শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি বদেৎ সর্বজন-মনোহরি ॥ ৯২
সর্বাদি-মুখরাজ্যন্তে সর্বাদিমুখ-রঞ্জিনি।
সর্বরাজবশং পশ্চাৎ করি সর্বপদং বদেৎ ॥ ৯৩
স্ত্রীপুরুষবশং ব্রহ্মা নেত্রমগ্ন্যাসনং পুনঃ।
সর্বদুষ্টমৃগ-বশঙ্করি সর্বভৃগুম্বব ॥ ৯৪
শঙ্করি স্যাৎ সর্বলোকমমুকং শিবযুগ্-রবিঃ।
বশমানয় জায়াগ্নেরষ্টাশীত্যক্ষরো মনুঃ ॥ ৯৫
ন্যাসান্ মন্ত্রী তনৌ কুর্য্যাদ্ বক্ষ্যমাণান্ যথাক্রমম্।
শিরো-ললাট-ভ্রূমধ্যে তালু-কণ্ঠ-গলোরসি ॥ ৯৬
অনাহতে ভুজদ্বন্দ্বে জঠরে নাভিমণ্ডলে।
স্বাধিষ্ঠানে গুহ্যদেশে পাদয়োর্দক্ষিণান্যয়োঃ।
মূলাধারে গুদে ন্যস্যেৎ পদান্যষ্টাদশ ক্রমাৎ ॥ ৯৭

প্রণব—ওঁ এবং নমঃ ; তাহার পর ভগবতি। অনন্তর শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি। বলিবেন। তাহার পর সর্বজন-মনোহরি ও সর্বাদি মুখরাজি অর্থাৎ সর্বমুখরাজির পরে সর্বাদি মুখরঞ্জিনি অর্থাৎ সর্বমুখরঞ্জিনি ও সর্বরাজবশং পদ বলিবেন। পরে করি ও সর্বপদ বলিবেন।

অনন্তর স্ত্রীপুরুষ-বশং পদ বলিবেন। তাহার পর ব্রহ্মা—ক ও অগ্ন্যাসন রকার যুক্ত নেত্র ই অর্থাৎ করি। তাহার পর সর্বদুষ্ট-মৃগ-বশঙ্করি ও সর্ব ভৃগু (স) ত্ত্ব-বশঙ্করি হইবে। তাহার পর সর্বলোকং অমুকং ও শিবযুক্ত (একার যুক্ত) রবি—ম অর্থাৎ মে এবং বশমানয় বলিয়া অগ্নির জায়া—স্বাহা বলিবেন। অষ্টাশীতি অক্ষরযুক্ত এই মন্ত্র হইতেছে—ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ নমো ভগবতি। শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি। সর্বজন-মনোহরি সর্বমুখরাজি। সর্বমুখ-রঞ্জিনি। সর্বরাজ-বশঙ্করি। সর্বস্ত্রীপুরুষ-বশঙ্করি। সর্বদুষ্ট-মৃগ-বশঙ্করি সর্বসত্ত্ব-বশঙ্করি। অমুকং সর্বলোকং মে বশমানয় স্বাহা। ৯২-৯৫

বিবৃতি। এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, রাজমাতঙ্গিনী দেবতা মায়া বীজ ও স্বাহা শক্তি। বশীকরণাদি কার্য্যে ইহার প্রয়োগ হয়। ৯৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক যথাক্রমে বক্ষ্যমাণ ন্যাসগুলি দেহে করিবেন। মস্তকে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে, তালুতে, কণ্ঠে, গলে, হৃদয়ে (বক্ষে), অনাহতে (হৃদয়ে), বাহুদ্বয়ে, জঠরে, নাভিমণ্ডলে, স্বাধিষ্ঠানে (লিঙ্গে), গুহ্যদেশে, দক্ষিণ ও বাম পাদদ্বয়ে, মূলাধারে ও গুদে যথাক্রমে আঠারটি পদ ন্যাস করিবেন। ৯৬-৯৭

গুণৈক-দ্বি-চতুঃ-ষড়্ভির্বসু-ষট্-পর্বতাষ্টভিঃ।
দশ-পঞ্চ্যষ্ট-বেদাগ্নি-চন্দ্র-যুগ্ম-গুণাক্ষিভিঃ।
পদক্লৃপ্তিরিয়ং প্রোক্তা মন্ত্রবর্ণৈর্যথাক্রমম্ ॥ ৯৮
রত্যাদ্যা মূল-হৃদয়-ভ্রূমধ্যেষু বিচক্ষণঃ।
বাক্-শক্তি-লক্ষ্মীবীজাদ্যা মাতঙ্গ্যন্তাঃ প্রবিন্যসেৎ ॥ ৯৯
শিরো-বদন-হৃদ্ গুহ্য-পাদেষু বিধিবন্ ন্যসেৎ।
হৃল্লেখাং গগনাং রক্তাং ভূয়ো মন্ত্রী করালিকাম্ ॥ ১০০
মহোচ্ছুষ্মাং স্বনামাদি-বর্ণ-বীজ-পুরঃসরাঃ।
মাতঙ্গ্যন্তাঃ ষড়ঙ্গানি ততঃ কুর্বীত সাধকঃ ॥ ১০১

পদবিভাগ কথিত হইতেছে। অষ্টাশি অক্ষর মন্ত্রের প্রথম তিনটি অক্ষর ঐং হ্রীং শ্রীং দ্বারা ১ম পদ, পরবর্তী একটি অক্ষর ওঁ দ্বারা ২য় পদ, তৎপরবর্তী দুইটি অক্ষর নমো দ্বারা ৩য় পদ, পরবর্তী চারিটি অক্ষর ভগবতি। দ্বারা ৪র্থ পদ, পরবর্তী ছয়টি অক্ষর শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি। দ্বারা ৫ম পদ, পরবর্তী আটটি অক্ষর সর্বজন-মনোহরি দ্বারা ৬ষ্ঠ পদ, পরবর্তী ছয়টি অক্ষর সর্বমুখরাজি। দ্বারা ৭ম পদ, পরবর্তী সাতটি অক্ষর সর্বমুখরঞ্জিনি। দ্বারা অষ্টম পদ, পরবর্তী আটটি অক্ষর সর্বরাজবশঙ্করি। দ্বারা নবম পদ, পরবর্তী দশটি অক্ষর সর্বস্ত্রীপুরুষ-বশঙ্করি। দ্বারা দশম পদ, পরবর্তী দশটি অক্ষর সর্বদুষ্ট-মৃগ-বশঙ্করি। দ্বারা একাদশ পদ, পরবর্তী আটটি অক্ষর সর্বসত্ত্ব-বশঙ্করি। দ্বারা দ্বাদশ পদ, পরবর্তী চারিটি অক্ষর সর্বলোকং দ্বারা ত্রয়োদশ পদ, পরবর্তী তিনটি অক্ষর অমুকং দ্বারা চতুর্দশ পদ, পরবর্তী একটি অক্ষর মে দ্বারা পঞ্চদশ পদ, পরবর্তী যুগ্ম (দুই) অক্ষর বশং দ্বারা ষোড়শ পদ, পরবর্তী গুণ (তিনটি) অক্ষর আনয় দ্বারা সপ্তদশ পদ, পরবর্তী অক্ষি (দুই) অক্ষর স্বাহা দ্বারা অষ্টাদশ পদ। মন্ত্রবর্ণসমূহের দ্বারা যথাক্রমে এই পদকল্পনা কথিত হইয়াছে। ৯৮

বিচক্ষণ সাধক মূলাধার, হৃদয় ও ভ্রূমধ্যে যথাক্রমে রতি, প্রীতি ও মনোভবাকে বাক্‌বীজ, শক্তিবীজ ও লক্ষ্মীবীজকে প্রথমে দিয়া এবং মাতঙ্গ্যৈ নমঃ কে অন্তে দিয়া অর্থাৎ ঐং হ্রীং শ্রীং রত্যৈ মাতঙ্গ্যৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিবেন। ৯৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক শিরঃ, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পাদে বিধিবৎ হৃল্লেখা গগনা, রক্তা, তাহার পর করালিকা ও মহোচ্ছুষ্মাকে নিজ নিজ নামের আদি বর্ণরূপ বীজকে প্রথমে দিয়া এবং মাতঙ্গ্যৈ নমঃ কে অন্তে দিয়া ন্যাস করিবেন এবং পঞ্চমুখণ্ড

বর্ণৈশ্চতুর্ভির্বিংশত্যা হৃৎ-ত্রয়োদশভিঃ শিরঃ।
শিখাহষ্টাদশভিঃ প্রোক্তা বর্ম তাবদ্ভিরক্ষরৈঃ ॥ ১০২
স্যাৎ ত্রয়োদশভির্নেত্রং দ্বাভ্যামস্ত্রং সমীরিতম্।
বিভক্তৈর্মূলমন্ত্রার্ণৈর্বাণন্যাসমথাচরেৎ ॥ ১০৩
মূর্দ্ধ-পাদাস্য-গুহ্যেষু হৃদম্ভোজে প্রবিন্যসেৎ।
দ্রাবিণীং ক্ষোভিণীং ভূয়ো বর্দ্ধনীং মোহনীং পুনঃ।
আকর্ষণীং স্বনামাদি বীজাদ্যাঃ শুভলক্ষণাঃ ॥ ১০৪
মাতৃক্যন্ত্যাংস্তনৌ ন্যস্যেন্ মন্মথান্ বদনাংসয়োঃ।
পার্শ্ব-কট্যোর্নাভিদেশে কটিপার্শ্বাংশকে পুনঃ ॥ ১০৫
বীজত্রয়াদিকান্ মন্ত্রী মন্মথং মকরধ্বজম্।
মদনং পুষ্প-ধন্বানং পঞ্চমং কুসুমায়ুধম্।
ষষ্ঠং কন্দর্পনামানং মনোভব-রতিপ্রিয়ৌ ॥ ১০৬

এইরূপ ন্যাস করিবেন। তাহার পর সাধক পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত মূলমন্ত্রের বর্ণদ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ১০০-১০১

চতুর্বিংশতি বর্ণের দ্বারা হৃদয় ন্যাস, ত্রয়োদশ বর্ণের দ্বারা শিরঃ ন্যাস, অষ্টাদশ বর্ণের দ্বারা শিখান্যাস এবং তাবৎ সংখ্যক অর্থাৎ অষ্টাদশ সংখ্যক বর্ণের দ্বারা বর্মন্যাস কথিত হইয়াছে। ১০২

ত্রয়োদশ বর্ণের দ্বারা নেত্রন্যাস হইবে। দুইটি বর্ণের দ্বারা অস্ত্রন্যাস কথিত হইয়াছে। বিভক্ত মূলমন্ত্রের বর্ণসমূহের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস কথিত হইয়াছে। অনন্তর বাণন্যাস করিবেন। ১০৩

মস্তক, পাদ, মুখ, গুহ্য ও হৃৎপদ্মে নিজ নিজ নামের আদিতে নিজ নিজ নামের আদি বর্ণরূপ বীজ দ্রামাদিকে প্রথমে দিয়া ও মাতৃক্যৈ নমঃ কে অন্তে দিয়া শুভলক্ষণা দ্রাবিণী, ক্ষোভিণী, তাহার পর বর্দ্ধনী, মোহনী ও আকর্ষণীকে ন্যাস করিবেন। ১০৪

তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক মন্মথগণকে মাতৃকান্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। বামস্কন্ধে, মুখে ও দক্ষিণ স্কন্ধে, দুই পার্শ্বে, কটিতে, নাভিতে ও কটি পার্শ্বদেশে, আদিতে মন্ত্রের আদি বীজত্রয় ও অন্তে মাতৃক্যৈ নমঃ দিয়া মন্মথগণকে ন্যাস করিবেন। সেই মন্মথগণ হইতেছেন—মন্মথ, মকরধ্বজ, মদন, পুষ্পধনুঃ, পঞ্চম-কুসুমায়ুধ, ষষ্ঠ কন্দর্প, মনোভব ও রতিপ্রিয়। ১০৫-১০৬

মাতঙ্গ্যস্তাস্তনৌ ন্যস্যেৎ স্থানেষ্বেতেষু মন্ত্রবিৎ।
প্রথমাঽনঙ্গকুসুমা ভূয়োঽন্যাঽনঙ্গমেখলা ॥ ১০৭

অনঙ্গমদনা তদ্বদনঙ্গমদনাতুরা।
অনঙ্গমদনবেগা ভূয়শ্চাঽনঙ্গসম্ভবা ॥ ১০৮

সপ্তম্যনঙ্গভুবন-পালিনী স্যাদথাষ্টমী।
অনঙ্গশশিরেখৈতা মাতঙ্গ্যস্তাঃ সমীরিতাঃ ॥ ১০৯

বিন্যস্তব্যাস্তনৌ মূলেঽধিষ্ঠানে মণিপূরকে।
হৃৎ-কণ্ঠাস্যে ভ্রুবোর্মধ্যে মস্তকে মন্ত্রিণা ততঃ ॥ ১১০

আদ্যে লক্ষ্মী-সরস্বত্যৌ রতিঃ প্রীতিশ্চ কৃত্তিকা।
শান্তিঃ পুষ্টিস্তথা তুষ্টির্মাতঙ্গী-পদশেখরাঃ ॥ ১১১

মূলমন্ত্রং প্রবিন্যস্যেন্ নিজমূর্দ্ধনি মন্ত্রবিৎ।
আধারদেশেঽধিষ্ঠানে নাভৌ পশ্চাদনাহতে ॥ ১১২

কণ্ঠে বক্ত্রে ভ্রুবোর্মধ্যে মস্তকে বিন্যসেৎ ক্রমাৎ।
ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পূর্বমুদিষ্টা মাতঙ্গীপদ-পশ্চিমাঃ ॥ ১১৩

মন্ত্রজ্ঞ সাধক দেহে এই পূর্বোক্ত স্থান সমূহে মাতঙ্গ্যগণকে ন্যাস করিবেন। মাতঙ্গ্যগণ হইতেছেন—প্রথম অনঙ্গকুসুমা, তাহার পর অনঙ্গ-মেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, অনঙ্গমদনবেগা, তাহার পর অনঙ্গসম্ভবা, সপ্তমী হইতেছেন অনঙ্গভুবনপালিনী। অষ্টমী হইতেছেন অনঙ্গ-শশিরেখা। ইঁহারা মাতঙ্গ্যগণ কীর্তিত হইয়াছেন। ১০৭-১০৯

তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক দেহে মূলাধারে, অধিষ্ঠানে (লিঙ্গমূলে) মণিপূরকে (নাভিতে), হৃদয়ে, কণ্ঠে, মুখে, ভ্রূমধ্যে ও মস্তকে মাতঙ্গীপদ শেখরা (মাতঙ্গ্যন্তা) লক্ষ্মী প্রভৃতির ন্যাস করিবেন। সেই লক্ষ্মী প্রভৃতি হইতেছেন—প্রথম লক্ষ্মী ও সরস্বতী, তাহার পর রতি, প্রীতি, কৃত্তিকা, শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি। ১১০-১১১

মন্ত্রজ্ঞ সাধক নিজ মস্তকে মূলমন্ত্র ন্যাস করিবেন। আধারদেশে, অধিষ্ঠানে নাভিতে, পরে অনাহতে, কণ্ঠে, মুখে, ভ্রূমধ্যে ও মস্তকে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মী প্রভৃতিকে মাতঙ্গীপদ পশ্চিমে (অন্তে) দিয়া অর্থাৎ মাতঙ্গ্যন্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। ১১২-১১৩

এষু স্থানেষু বিন্যস্যেদসিতাঙ্গাদি-ভৈরবান্।
মাতঙ্গ্যন্তান্ ন্যসেন্মন্ত্রী মূলমন্ত্রং স্বমূর্দ্ধনি ॥ ১১৪
আধারদেশেঽধিষ্ঠানে নাভৌ পশ্চাদনাহতে।
কণ্ঠদেশে ভ্রুবোর্মধ্যে বিন্দৌ ভূয়ঃ কলাপদে ॥ ১১৫
নিরোধিকায়ামর্দ্ধেন্দৌ নাদানাদান্তয়োঃ পুনঃ।
উন্মন্যাং বিষ্ণুবক্ত্রে চ ধ্রুবমণ্ডলকে শিবে ॥ ১১৬
মাতঙ্গ্যন্তাঃ প্রবিন্যস্যেদ্ বামাং জ্যেষ্ঠামতঃ পরম্।
রৌদ্রীং প্রশান্তিং শ্রদ্ধাখ্যাং পুনর্মাহেশ্বরীমথ ॥ ১১৭
ক্রিয়াশক্তিং সুলক্ষ্মীং চ সৃষ্টিসংজ্ঞাঞ্চ মোহিনীম্।
প্রথমাং শ্বাসিনীং বিদ্যুল্লতাং চিচ্ছক্তিমপ্যথ।
ততশ্চ সুন্দরানন্দাং নন্দবুদ্ধিমিমাঃ ক্রমাৎ ॥ ১১৮
শিরো-ভাল-হৃদাধারেষেতা বীজত্রয়াদিকাঃ।
মাতঙ্গ্যন্তাঃ প্রবিন্যস্যেদ্ যথাবদ্ দেশিকোত্তমঃ ॥ ১১৯
মাতঙ্গীং মহাদাদ্যাং তাং মহালক্ষ্মী-পদাদিকান্।
সিদ্ধলক্ষ্মী-পদাদ্যাং তাং মূলমাধারমণ্ডলে ॥ ১২০

মন্ত্রজ্ঞ সাধক দেহে এই সকল স্থানে নবম পটলোক্ত অসিতাঙ্গাদি ভৈরবগণকে মাতঙ্গ্যন্ত করিয়া ন্যাস করিবেন এবং নিজ মস্তকে মূলমন্ত্র ন্যাস করিবেন। ১১৪

আধার দেশে, অধিষ্ঠানে, নাভিতে, পরে অনাহতে, কণ্ঠদেশে, ভ্রূমধ্যে, বিন্দুতে, পরে কলাপদে, নিরোধিকায়, অর্দ্ধেন্দুতে, নাদে, নাদান্তে, উন্মনীতে, বিষ্ণুবক্ত্রে, ধ্রুবমণ্ডলে ও শিবস্থানে যথাক্রমে এই বামা প্রভৃতিকে মাতঙ্গ্যন্ত করিয়া ন্যাস করিবেন। এই বামা প্রভৃতি হইতেছেন—বামা, জ্যেষ্ঠা, তাহার পর রৌদ্রী, প্রশান্তি, শ্রদ্ধা, পরে মাহেশ্বরী, অনন্তর ক্রিয়াশক্তি, সুলক্ষ্মী, সৃষ্টি-সংজ্ঞা, মোহিনী, প্রমথা, শ্বাসিনী, বিদ্যুল্লতা, চিচ্ছক্তি, অনন্তর সুন্দরানন্দা ও নন্দবুদ্ধি। ইঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ন্যাস করিবেন। ১১৫-১১৮

দেশিকশ্রেষ্ঠ মস্তক, ললাট, হৃদয় ও আধার দেশে বক্ষ্যমাণ মাতঙ্গী মহামাতঙ্গী প্রভৃতিকে আদিতে বীজত্রয় (ঐং হ্রীং শ্রীং) ও অন্তে মাতঙ্গী দিয়া যথাবৎ ন্যাস করিবেন। বক্ষ্যমাণ মাতঙ্গী প্রভৃতি হইতেছেন—মাতঙ্গী, মহাশব্দাদি মাতঙ্গী অর্থাৎ মহামাতঙ্গী, মহালক্ষ্মী পদাদি মাতঙ্গী অর্থাৎ মহালক্ষ্মী মাতঙ্গী ও সিদ্ধলক্ষ্মী পদাদি মাতঙ্গী অর্থাৎ সিদ্ধলক্ষ্মী মাতঙ্গী।

ন্যস্য তেনৈব কুর্বীত ব্যাপকং দেশিকোত্তমঃ।
এবং ন্যস্ত-শরীরোঽসৌ চিন্তয়েদাত্মদেবতাম্ ॥ ১২১
ধ্যায়েয়ং রত্নপীঠে শুক-কল-পঠিতং শৃণ্বতীং শ্যামলাঙ্গীং
ন্যস্তৈকাঙ্ঘ্রিং সরোজে শশি-শকল-ধরাং বল্লকীং বাদয়ন্তীম্।
কহ্লারাবদ্ধ-মালাং নিয়মিত-বিলসচ্চূলিকাং রক্তবস্ত্রাং
মাতঙ্গীং শঙ্খপত্রাং মধুমদ-বিবশাং চিত্রকোদ্ভাসি-ভালাম্ ॥ ১২২
অযুতং প্রজপেন্ মন্ত্রী তদ্-দশাংশং মধুকজৈঃ।
পুষ্পৈস্ত্রিমধুরোপেতৈর্জুহুয়ান্ মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ১২৩
ত্রিকোণ-কর্ণিকং পদ্মমষ্টপত্রং প্রকল্পয়েৎ।
অষ্টপত্রাবৃতং বাহ্যে বৃত্তং ষোড়শভির্দলৈঃ ॥ ১২৪
চতুরস্র-সমাযুক্তং কান্ত্যা দৃষ্টি-মনোহরম্।
এতস্মিন্ পূজয়েৎ পীঠে নব শক্তীঃ ক্রমাদিমাঃ ॥ ১২৫
বিভূতিরুন্নতিঃ কান্তিঃ সৃষ্টিঃ কীর্ত্তিশ্চ সন্নতিঃ।

আধার মণ্ডলে মূল মন্ত্রের ন্যাস করিয়া দেশিকশ্রেষ্ঠ সেই মূলমন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিবেন। এই সাধক এই রূপে ন্যস্ত শরীর হইয়া আত্মদেবতার (ইষ্ট দেবতা মাতঙ্গীর) ধ্যান করিবেন। ১১৯-১২১

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—রত্নপীঠে পদ্মে একটি পদ স্থাপন করিয়া আসীনা শুকের কলস্বরে পঠিত গান শ্রবণকারিণী শ্যামলাঙ্গী চন্দ্রকলা ধারিণী বীণাবাদন-কারিণী কহ্লার মালাধারিণী নিয়মিত উজ্জ্বল চূলিকা (কেশবন্ধ) ধারিণী রক্ত বস্ত্র পরিহিতা মধুমদে বিহ্বলা শঙ্খ তাটঙ্ক ভূষিতা ললাট তিলকে উজ্জ্বল ললাট মাতঙ্গীকে আমি ধ্যান করি। ১২২

মন্ত্রজ্ঞ সাধক মন্ত্রসিদ্ধির জন্য অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। ত্রিমধুরাপ্লুত মধুক পুষ্প সমূহের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবেন। ১২৩

ত্রিকোণ কর্ণিক (যোনি কর্ণিক) অষ্টপত্র একটি পদ্ম কল্পনা করিবেন। কর্ণিকার বহির্ভাগে অষ্টপত্রের দ্বারা আবৃত হইবে। বৃত্তটি ষোড়শ দলের দ্বারা আবৃত হইবে। ১২৪

ঐ পদ্মটি চতুরস্র যুক্ত হইবে। কান্তিতে উহা দৃষ্টি মনোহর হইবে। এই পীঠে এই বক্ষ্যমাণ নব শক্তিকে যথাক্রমে পূজা করিবেন। ১২৫

সেই নব শক্তি হইতেছেন:—বিভূতি, উন্নতি, কান্তি, সৃষ্টি, কীর্ত্তি, সন্নতি,

ব্যুষ্টিরুৎকৃষ্টিঋর্দ্ধিশ্চ মাতঙ্গী-পদ-পশ্চিমাঃ ॥ ১২৬
সর্বান্তে শক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যথ।
বাক্-শক্তি-লক্ষ্মী-বীজাদ্যো মনুরাসন-সংজ্ঞকঃ ॥ ১২৭
মূলেন মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য তস্যামাবাহ্য দেবতাম্।
অর্চয়েদ্ বিধিনাঽনেন বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রবিৎ ॥ ১২৮
রত্যাদ্যাস্ত্রিষু কোণেষু পূজয়েৎ পূর্ববৎ সুধীঃ।
হৃল্লেখাদ্যাঃ পঞ্চ পূজ্যা মধ্যে দিক্ষু চ মন্ত্রিণা।
পাশাঙ্কুশাভয়াভীষ্ট-ধারিণ্যো ভূত-সপ্রভাঃ ॥ ১২৯
অঙ্গানি পূজয়েৎ পশ্চাদ্ যথাপূর্বং বিধানবিৎ।
বাণানভ্যর্চয়েদ্ দিক্ষু পঞ্চমং পুরতো যজেৎ ॥ ১৩০
দলমধ্যেষু সম্পূজ্যা অনঙ্গকুসুমাদয়ঃ।
পাশাঙ্কুশাভয়াভীষ্ট-ধারিণ্যোঽরুণ-বিগ্রহাঃ ॥ ১৩১
পত্রাগ্রেষু পুনঃ পূজ্যা লক্ষ্ম্যাদ্যা বল্লকী-করাঃ।

ব্যুষ্টি, উৎকৃষ্টি, ঋদ্ধি। ইহাঁদের সকলের অন্তে মাতঙ্গৈ নমঃ দিতে হইবে। ১২৬

পীঠ মন্ত্র কথিত হইতেছেঃ—সর্বশব্দের অন্তে শক্তি-কমলাসনায় নমঃ দিবেন। উহা বাক্, শক্তি ও লক্ষ্মী বীজাদ্য হইবে অর্থাৎ উহার আদিতে ঐং হ্রীং শ্রীং দিতে হইবে। তাহা হইলে এই মন্ত্রটি হইবে—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ। উহা পীঠাসনের মন্ত্র। ১২৭

মূলমন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তিকে কল্পনা করিয়া সেই মূর্ত্তিতে দেবতাকে আবাহন করিয়া মন্ত্রবিৎ সাধক বক্ষ্যমাণ এই বিধি দ্বারা অর্চনা করিবেন। ১২৮

সুধী সাধক পূর্ববৎ ন্যাসানুসারে বামকোণাদি তিন কোণে রত্যাদিকে পূজা করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক মধ্যে ও দিক্‌সমূহে পাশ, অঙ্কুশ, অভয় ও বরমুদ্রা ধারিণী পঞ্চভূতের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা হৃল্লেখাদি পাঁচটি দেবতার পূজা করিবেন। ১২৯

তাহার পর বিধানবিৎ সাধক পূর্বের ন্যায় চতুর্থ পটলোক্ত স্থানসমূহে অঙ্গ-দেবতা সমূহের পূজা করিবেন। তাহার পর বিধানবিৎ কর্ণিকায় দিক্‌কেসর সমূহে বাণসমূহের অর্চনা করিবেন। অগ্রে পঞ্চম বাণকে পূজা করিবেন। ১৩০

পাশ, অঙ্কুশ, অভয় ও বর মুদ্রাধারিণী রক্ত-দেহা অনঙ্গকুসুমা প্রভৃতি দেবতাকে দল মধ্যে পূজা করিবেন। ১৩১

অনন্তর পত্রের অগ্রসমূহে বীণাহস্তা লক্ষ্মী প্রভৃতিকে পূজা করিবেন।

বহিরষ্টদলেষর্চ্যা মন্মথাদ্যা মদোদ্ধতাঃ।
অপরাজ-নিষঙ্গাঢ্যাঃ পুষ্পাস্ত্রেক্ষু-ধনুর্দ্ধরাঃ॥ ১৩২
পত্রস্থা মাতরঃ পূজ্যা ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ প্রোক্তলক্ষণাঃ।
তদগ্রেষর্চয়েদ্ বিদ্বানসিতাঙ্গাদি-ভৈরবান্॥ ১৩৩
পুনঃ ষোড়শ-পত্রেষু পূজ্যাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ।
বামাদ্যাঃ কল-বীণাভির্গায়ন্ত্যঃ শ্যাম-বিগ্রহাঃ॥ ১৩৪
চতুরস্র-চতুর্দিক্ষু চতস্রঃ পূজয়েৎ পুনঃ।
মাতঙ্গ্যাদ্যা মদোন্মত্তা বীণা-ললিত-পাণয়ঃ॥ ১৩৫
আগ্নেয়-কোণে বিঘ্নেশং দুর্গাং নৈশাচরে যজেৎ।
বায়ব্যে বটুকং পশ্চাদৈশান্যে ক্ষেত্রপং যজেৎ॥ ১৩৬
লোকপালা বহিঃ পূজ্যা বজ্রাদ্যৈরায়ুধৈঃ সহ।
মন্ত্রেঽস্মিন্ সাধিতে মন্ত্রী সাধয়েদিষ্টমাত্মনঃ॥ ১৩৭
মল্লিকা-জাতি-পুন্নাগৈর্হোমাদ্ ভাগ্যালয়ো ভবেৎ।

বহির্ভাগে অষ্টদলে অর্থাৎ দলমূলে মদোদ্ধত পুষ্পবাণ ও ইক্ষু ধনুর্ধারী পৃষ্ঠভাগে বদ্ধ তূণীর মন্মথ প্রভৃতিকে পূজা করিবেন। ১৩২

ষষ্ঠ পটলোক্ত ধ্যান অনুসারে পত্রস্থিত ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে পূজা করিবেন। বিধানবিৎ তাহার অগ্রভাগে অসিতাঙ্গাদি ভৈরবগণকে পূজা করিবেন। ১৩৩

অনন্তর ষোড়শ পত্রগুলিতে শ্যামদেহা কলবীণা সমূহের দ্বারা সংগীত-কারিণী বামা প্রভৃতি ষোড়শ শক্তিকে পূজা করিবেন। ১৩৪

অনন্তর চতুরস্রের চারিদিকে বীণা চলন হস্তা মদোন্মত্তা মাতঙ্গী প্রভৃতিকে পূজা করিবেন। ১৩৫

আগ্নেয় কোণে বিঘ্নেশ্বরকে, নৈঋত কোণে দুর্গাকে, বায়ুকোণে বটুককে অনন্তর ঈশানকোণে ক্ষেত্রপালকে পূজা করিবেন। ১৩৬

বিবৃতি। রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে বলিয়াছেন—সমস্ত শক্তিমন্ত্রের পূজায় এই পূজা কর্ত্তব্য। এই জন্যই সমস্ত শক্তিমন্ত্রের শেষে ইহা উক্ত হইয়াছে। ১৩৬

বহির্ভাগে বজ্রাদি আয়ুধের সহিত লোকপালগণকে পূজা করিবেন। এই মন্ত্র সাধিত হইলে মন্ত্রজ্ঞ সাধক নিজের ইষ্ট সাধন করিতে পারেন। ১৩৭

মল্লিকা পুষ্প, জাতি পুষ্প ও পুন্নাগ পুষ্প সমূহের হোমের দ্বারা ভাগ্যের

ফলৈর্বিল্বসমুদ্ভূতৈস্তৎপত্রৈর্বা হুতাদ্ ভবেৎ ॥ ১৩৮
রাজপুত্রস্য রাজ্যাপ্তিঃ পঙ্কজৈঃ শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ।
উৎপলৈর্বশয়েদ্ বিশ্বং লক্ষ্মীপুষ্পৈস্তথা নরঃ ॥ ১৩৯
বন্ধুক-পুষ্পৈর্বকুলৈর্জবোত্থৈঃ কিংশুকোদ্ভবৈঃ ।
বশ্যায় জুহুয়ান্ মন্ত্রী মধুনা সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ১৪০
লবণৈর্মধুরোপেতৈর্হুত্বা কর্ষতি সুন্দরীম্ ।
বঞ্জুলস্য সমিদ্ধোমো বৃষ্টিং বিতনুতেঽচিরাৎ ॥ ১৪১
ক্ষীরাক্তৈরমৃতাখণ্ডৈর্হোমো নাশয়তি জ্বরম্ ।
দূর্বাভিরায়ুরাপ্নোতি কদম্বৈর্বশ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪২
অন্নবানন্নহোমেন তণ্ডুলৈর্ধনবান্ ভবেৎ ।
সর্বং ত্রিমধুরোপেতং হোমদ্রব্যমুদাহৃতম্ ॥ ১৪৩
নন্দ্যাবর্ত্ত-ভবৈঃ পুষ্পৈর্হোমো বাক্-সিদ্ধি-দায়কঃ ।
নিম্ব-প্রসূনৈর্জুহুয়াদীপ্সিতাং শ্রিয়মশ্নুতে ॥ ১৪৪
পলাশ-কুসুমৈর্হোমাৎ তেজস্বী জায়তে নরঃ ।

আদর অর্থাৎ ভাগ্যবান্ হইবেন। বিল্ববৃক্ষজাত ফলের দ্বারা বা তাহার পত্র সমূহের দ্বারা হোম হইতে রাজপুত্রের রাজ্য লাভ হয়। পদ্ম ফুলের হোমের দ্বারা ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারেন। উৎপল হোমের দ্বারা বিশ্বকে এবং লক্ষ্মী পুষ্পের হোমের দ্বারা মনুষ্যকে বশ করিতে পারেন। ১৩৮-১৩৯

বশের জন্য মন্ত্রজ্ঞ সাধক বন্ধুক পুষ্প, বকুল পুষ্প অথবা কিংশুক বৃক্ষজাত পুষ্প সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। সর্বসিদ্ধির জন্য মধু দ্বারা হোম করিবেন। ১৪০

মধুরাপ্লুত লবণের দ্বারা হোম করিয়া সুন্দরীকে আকর্ষণ করে। বঞ্জুলের (অশোকের) সমিধ্ দ্বারা হোম শীঘ্র বৃষ্টি প্রদান করে। ১৪১

ক্ষীরাক্ত অমৃতাখণ্ডের দ্বারা হোম জ্বর নাশ করে। দূর্বা দ্বারা হোম করিয়া আয়ুঃ লাভ করে। কদম্বের দ্বারা হোম করিয়া বশ্যকে লাভ করে। ১৪২

অন্ন হোমের দ্বারা অন্নবান্ হয়। তণ্ডুলের দ্বারা হোম করিয়া ধনবান্ হয়। সমস্ত হোম দ্রব্য ত্রিমধুর যুক্ত কথিত হইয়াছে। ১৪৩

নন্দ্যাবর্ত্ত পুষ্পের দ্বারা হোম বাক্‌সিদ্ধি প্রদায়ক। নিম্ব পুষ্পের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে অভিলষিত শ্রীলাভ হয়। ১৪৪

পলাশ পুষ্পের হোম হইতে মনুষ্য তেজস্বী হইয়া থাকে। বশের জন্য চন্দন-

চন্দনাগুরু-কর্পূর-রোচনা-কুঙ্কুমাদিভিঃ।
বশ্যায় জুহুয়ান্ মন্ত্রী বশয়েদখিলং জগৎ ॥ ১৪৫
এতানি জপ্ত্বা তিলকং কুর্য্যাল্লোকপ্রিয়ো ভবেৎ।
নির্গুণ্ডী-মূল-হোমেন নিগড়ান্ মুচ্যতে নরঃ ॥ ১৪৬
নিম্ব-তৈলান্বিতৈর্লোণৈর্হোমঃ শত্রু-বিনাশনঃ।
হরিদ্রাচূর্ণ-সংমিশ্রৈর্লবণৈঃ স্তম্ভয়েৎ পরান্ ॥ ১৪৭
রসবদ্ভিঃ ফলৈঃ পক্বৈঃ পুষ্পৈঃ পরিমলান্বিতৈঃ।
হুত্বা সমাগবাপ্নোতি সাধকঃ সর্বমীপ্সিতম্ ॥ ১৪৮
দেবতাং জগতামাদ্যাং মাতঙ্গীমিষ্টদায়িনীম্।
অবাপ্তুমিষ্টতাং বাচং ভূষয়েদ্ রত্নমালয়া ॥ ১৪৯

আরাধ্য মাতশ্চরণাম্বুজং তে
ব্রহ্মাদয়ো বিশ্রুত-কীর্ত্তিমাপুঃ।
অন্যে পরং বাগ্‌বিভবং মুনীন্দ্রাঃ
পরাং শ্রিয়ং ভক্তিভরেণ চান্যে ॥ ১৫০

(শক্তি গন্ধাষ্টক), অগুরু, কর্পূর, রোচনা, কুঙ্কুম, জটামাংসী, কচুর ও রক্তচন্দন দ্বারা হোম করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক ইহা দ্বারা জগৎকে বশ করিবেন। ১৪৫

কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত্রিতে কন্যা কর্তৃক শিশির জলের দ্বারা সমভাগ কপি, কর্পূর ও চোর পেষণ করাইয়া এই মন্ত্র জপ করিয়া তাহার দ্বারা তিলক করিবেন। ইহাতে লোকপ্রিয় হইবেন। মনুষ্য নির্গুণ্ডী (সিন্ধুবার) বৃক্ষের মূল-হোমের দ্বারা নিগড় হইতে মুক্ত হয়। ১৪৬

নিম্বতৈল যুক্ত লবণের দ্বারা হোম শত্রুর বিনাশক। হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত লবণের হোম করিয়া শত্রুকে স্তম্ভিত করেন। ১৪৭

রসবৎ ফল সমূহের দ্বারা ও পরিমল (মর্দনজনিত সুগন্ধ) যুক্ত পুষ্প সমূহের দ্বারা হোম করিয়া সাধক সমস্ত অভিলষিত বিষয় সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন। ১৪৮

বাক্‌বিভব পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি রত্নমালা স্তুতি দ্বারা জগতের আদিভূতা ইষ্টদায়িনী মাতঙ্গী দেবীকে ভূষিত করিবেন। ১৪৯

হে মাতঃ! তোমার পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ লোক বিশ্রুত কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য মুনীন্দ্রগণ শ্রেষ্ঠ বাগ্‌বৈভব লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণ ভক্তি বলে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলেন। ১৫০

নমামি দেবীং নবচন্দ্র-মৌলে-
র্মাতঙ্গিনীং চন্দ্রকলাবতংসাম্ ।
আম্নায়-বাগ্ভিঃ প্রতিপাদিতার্থং
প্রবোধয়ন্তীং শুকমাদরেণ ॥ ১৫১

বিনম্র-দেবাসুর-মৌলি-রত্নৈ-
র্নীরাজিতং তে চরণারবিন্দম্ ।
ভজন্তি যে দেবি ! মহীপতীনাং
ব্রজন্তি তে সম্পদমাদরেণ ॥ ১৫২

মাতঙ্গলীলা-গমনে ভবত্যাঃ
শিঞ্জানমঞ্জীর-মিষাদ্ ভজন্তে ।
মাতস্তদীয়ং চরণারবিন্দ-
মকৃত্রিমাণাং বচসাং নিগুম্ফাঃ ॥ ১৫৩

পদাৎ পদং শিঞ্জিত-নূপুরাভ্যাং
কৃতার্থয়ন্তী পদবীং পদাভ্যাম্ ।
আস্ফালয়ন্তী কলবল্লকীং তাং
মাতঙ্গিনী মদ্‌হৃদয়ং ধিনোতু ॥ ১৫৪

যিনি শুক মুনিকে আদরের সহিত বেদ বাক্য সমূহের প্রতিপাদিত অর্থ বুঝাইয়া থাকেন, আমি সেই নবচন্দ্র মৌলি শিবের পট্টমহিষী চন্দ্র-কলাযুক্ত মুকুট ধারিণী দেবী মাতঙ্গীকে প্রণাম করি । ১৫১

বিনম্র দেবতা ও অসুরগণের মকুটের রত্নসমূহের দ্বারা তোমার চরণারবিন্দ নীরাজিত (আরাধিত) হইয়াছে । হে দেবি ! মহীপতিগণের মধ্যে যাঁহারা আদরের সহিত তোমার ভজনা করে , তাঁহারা সম্পৎ লাভ করেন । ১৫২

অব্যক্ত ধ্বনিকারী মঞ্জীর (নূপুর) ছলে আপনার গমনে মাতঙ্গলীলা দেখা যায় । হে মাতঃ ! অকৃত্রিম (নিত্য) বাক্য সমূহের নিগুম্ফা (গুচ্ছ সন্দর্ভ) বেদ তোমার চরণারবিন্দ ভজনা করেন । ১৫৩

অব্যক্ত ধ্বনিকারী নূপুরযুক্ত চরণদ্বয়ের দ্বারা পদে পদে নিজের গমনের দ্বারা পদবী (পথকে) কৃতার্থ করিতেছেন । সেই কলবল্লকী বীণা আস্ফালনকারিণী মাতঙ্গী আমার হৃদয়কে আনন্দিত করুন । ১৫৪

নীলাংশুকাবদ্ধ-নিতম্ব-বিম্বাং
তালীদলেনার্পিত-কর্ণভূষাম্ ।
মাধ্বীমদাঘূর্ণিত-নেত্র-পদ্মাং
ঘনস্তনীং শম্ভুবধূং নমামি ॥ ১৫৫

তড়িল্লতাকান্তমনর্ঘ্যভূষং
চিরেণ লক্ষ্যং নবরোম-রাজ্যা ।
স্মরামি ভক্ত্যা জগতামধীশে !
বলিত্রয়াঙ্গং তব মধ্যবিম্বম্ ॥ ১৫৬

নীলোৎপলানাং শ্রিয়মাহরন্তীং
কান্ত্যা কটাক্ষৈঃ কমলাকরাণাম্ ।
কদম্বমালাঞ্চিত-কেশপাশাং
মাতঙ্গকন্যাং হৃদি ভাবয়ামঃ ॥ ১৫৭

ধ্যায়েয়মারক্ত-কপোলকান্তং
বিম্বাধর-ন্যস্ত-ললাম-রম্যম্ ।
আলোল-নীলালকমায়তাক্ষং
মন্দস্মিতং তে বদনং মহেশি ! ॥ ১৫৮

নীলবস্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ নিতম্ববিম্বা তালী পত্রের দ্বারা রচিত কর্ণভূষণ ধারিণী মাধ্বীমদে আঘূর্ণিত লোচনা ঘনস্তনী শম্ভুপত্নী মাতঙ্গীকে প্রণাম করি। ১৫৫

হে জগতের অধীশে! তোমার তড়িৎ লতার কান্তির ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট (কদাচিৎ লক্ষ্য ও কদাচিৎ অলক্ষ্য) মহার্ঘ ভূষণে ভূষিত প্রত্যক্ষের অযোগ্য বিলম্বে লক্ষ্য (অনুমেয়) বলিত্রয় যুক্ত তোমার মধ্যবিম্ব (মধ্য দেশ) নূতন রোমরাজির সহিত আমি ভক্তিভরে স্মরণ করি। ১৫৬

দেহ কান্তিতে নীলোৎপল সমূহের সৌন্দর্য্য সংগ্রহকারিণী অর্থাৎ নীলোৎপলের সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও অধিক সৌন্দর্য্য শালিনী কটাক্ষ সমূহের দ্বারা কমলাকর (পদ্ম সরোবর) সমূহের সৌন্দর্য্য সংগ্রহকারিণী অর্থাৎ পদ্ম সমূহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও অধিক সৌন্দর্য্যশালিনী কদম্বমালায় ভূষিত কেশপাশা মাতঙ্গকন্যারূপা মাতঙ্গিনীকে মনে মনে ভাবনা করি। ১৫৭

হে মহেশি! তোমার আরক্ত কপোলের কান্তিবিশিষ্ট বিম্বাধরে ন্যস্ত ললামের দ্বারা রমণীয় চঞ্চল নীলকুন্তল বিশিষ্ট আয়তাক্ষ ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনকে ধ্যান করি। ১৫৮

স্তুত্যাহ্নয়া শঙ্কর-ধর্মপত্নীং
মাতঙ্গিনীং বাগধিদেবতাং তাম্।
স্তুবন্তি যে ভক্তিযুতাঃ মনুষ্যাঃ
পরাং শ্রিয়ং নিত্যমুপাশ্রয়ন্তি ॥ ১৫৯

ইতি শারদাতিলকে দ্বাদশঃ পটলঃ ॥

যে ভক্তিমান্ মনুষ্যগণ এই স্তুতি দ্বারা শঙ্করের ধর্মপত্নী বাক্যের অধিদেবতা সেই মাতঙ্গিনীকে স্তুতি করেন। তাঁহারা নিত্য শ্রেষ্ঠ শ্রীকে আশ্রয় করেন। ১৫৯

শারদাতিলক তন্ত্রের দ্বাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

অথ বক্ষ্যে গণপতের্মন্ত্রান্ সর্বার্থ-সিদ্ধিদান্ ।
যান্ লব্ধ্বা মানবা নিত্যং সাধয়ন্তি মনোরথান্ ॥ ১
পঞ্চান্তকং শশিধরং বীজং গণপতের্বিদুঃ ।
গণকঃ স্যান্ মুনিশ্ছন্দো নিবৃদ্ বিঘ্নোঽস্য দেবতা ।
ষড়্ দীর্ঘ-ভাজা বীজেন কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ ॥ ২
সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর-জঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং
দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরু-কর-বিলসদ্-বীজপূরাভিরামম্ ।
বালেন্দু-দ্যোতি-মৌলিং করিপতি-বদনং দানপূরার্দ্র-গণ্ডং
ভোগীন্দ্রাবদ্ধ-ভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥ ৩
বেদ-লক্ষং জপেন্ মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াৎ ততঃ ।
মোদকৈঃ পৃথুকৈর্লাজৈঃ সক্তুভিশ্চেক্ষু-পর্বভিঃ ॥ ৪
নারিকেলৈস্তিলৈঃ শুদ্ধৈঃ সুপক্কৈঃ কদলী-ফলৈঃ ।
অষ্ট-দ্রব্যাণি বিঘ্নস্য কথিতানি মনীষিভিঃ ॥ ৫

যে মন্ত্র সমূহকে লাভ করিয়া মানবগণ সর্বদা মনোরথ সমূহ সাধন করেন, আমি সেই সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ গণপতির মন্ত্র সমূহ বলিতেছি । ১

গণপতির বীজ উদ্ধৃত হইতেছে । শশিধর (বিন্দুযুক্ত) পঞ্চান্তক গকে গণপতির বীজ জানিবেন । এই বীজের গণক ঋষি, নিবৃৎ ছন্দঃ, বিঘ্ন দেবতা (গকার বীজ ও বিন্দু শক্তি) হইতেছেন । ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত বীজের দ্বারা ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ গীং ইত্যাদি আকার মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস ক্রিয়া করিবেন । ২

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, স্থূলোদর, বাম ও দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্ত পদ্মের দ্বারা অঙ্কুশ ও পাশধারী, বাম ও দক্ষিণ অধোহস্ত পদ্মের দ্বারা নিজ দন্ত ও বরদ মুদ্রাধারী, বৃহৎ করে (শুণ্ডে) দীপ্যমান বীজপূরের দ্বারা রমণীয়, বালচন্দ্রে উজ্জ্বল মুকুটধারী (অথবা বালচন্দ্রে উজ্জ্বল মস্তক) হস্তিমুখ, মদ প্রবাহে আর্দ্র গণ্ড, ভোগীন্দ্রের (শ্রেষ্ঠ সর্প) দ্বারা আবদ্ধ-ভূষণ অর্থাৎ সর্পরূপ ভূষণধারী রক্ত বস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ ভূষিত গণপতিকে ভজনা করুন । ৩

চারি লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন । তাহার পর মোদক, পৃথুক (চিড়া), লাজ (খৈ), সক্তু, ইক্ষুপর্ব, নারিকেল, শুদ্ধ (তুষমুক্ত) পরিষ্কৃত (ধৌত) তিল ও

তীব্রাদি-শক্তিভির্যুক্তে পীঠে বিঘ্নেশ্বরং যজেৎ।
তীব্রাখ্যা জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী ॥ ৬
উগ্রা তেজোবতী সত্যা নবমী বিঘ্ননাশিনী।
সর্বাদি-শক্তি-কমলাসনায় হৃদয়াবধিঃ ॥ ৭
পীঠমন্ত্রোঽয়মেতেন প্রদদ্যাদাসনং বিভোঃ।
মূলেন মূর্তিং সঙ্কল্প্য তস্যাং বিঘ্নেশ্বরং যজেৎ ॥ ৮
কর্ণিকায়াং চতুর্দিক্ষু প্রথমং পূজয়েদিমান্।
গণাধিপং গণেশানং তৃতীয়ং গণনায়কম্ ॥ ৯
গণক্রীড়ং পীত-গৌর-রক্ত-নীল-রুচঃ ক্রমাৎ।
সর্বান্ নাগেন্দ্র-ভূষাঢ্যান্ বক্ষো-লক্ষিত-পুষ্করান্ ॥ ১০

সুপক্ব কদলী ফলের দ্বারা দশাংশ হোম করিবেন। মনীষিগণ কর্তৃক গণেশের এই আটটি হোম দ্রব্য কথিত হইয়াছে। ৪-৫

বিবৃতি। ধ্যানের পরে গণপতি মুদ্রা দেখাইতে হয়। আট দ্রব্যের এক একটি দ্বারা অর্দ্ধ অযুত বা ৫ হাজার হোম করিতে হইবে। তাহা হইলে আটটি দ্রব্যের দ্বারা ৪০ হাজার হোম হইবে। তিলের খোসা ছাড়াইয়া প্রক্ষালন করিয়া গায়ত্রী দ্বারা প্রোক্ষণাদি করিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে। গায়ত্রী হইতেছে —একদংষ্ট্রায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো বিঘ্নঃ প্রচোদয়াৎ। ৪-৫

তীব্রাদি শক্তিযুক্ত পীঠে বিঘ্নেশ্বরকে পূজা করিবেন। সেই তীব্রাদি শক্তি হইতেছেন—তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজোবতী, সত্যা, নবমী শক্তি—বিঘ্ননাশিনী। পীঠমন্ত্র কথিত হইতেছে—হৃদয়াবধি (নমঃ অন্ত) সর্বাদি শক্তি-কমলাসনায় অর্থাৎ সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ বলিবেন। আদিতে গং বীজ দিতে হইবে। তাহা হইলে মন্ত্র হইবে—ওঁ গং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ। এইটি পীঠ মন্ত্র। ইহা দ্বারা গণেশকে আসন দিবেন। মূলের দ্বারা মূর্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্তিতে বিঘ্নেশ্বরকে পূজা করিবেন। ৬-৮

কর্ণিকার চারিদিকে প্রথমে বক্ষ্যমাণ এই গণাধিপগণকে যথাক্রমে পূজা করিবেন। এই গণাধিপগণ হইতেছেন—গণাধিপ, গণেশান, তৃতীয় গণনায়ক ও গণক্রীড়ক। ইহারা যথাক্রমে পীত, গৌর, রক্ত ও নীল। ইহারা সকলেই সর্পভূষণে ভূষিত এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই বক্ষঃ পুষ্করের দ্বারা অলঙ্কৃত। ৯-১০

যথা পূর্বং ততোঽভ্যর্চ্য কেসরেষঙ্গদেবতাঃ।
পত্রমধ্যেষু বিধিবদ্ বক্রতুণ্ডাদিকান্ যজেৎ॥ ১১
বক্রতুণ্ডমেকদংষ্ট্রং মহোদর-গজাননৌ।
লম্বোদরাখ্যং বিকটং বিঘ্নরাজমনন্তরম্॥ ১২
ধূম্রবর্ণং দলাগ্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পূজয়েৎ ততঃ।
লোকপালাংস্তদস্ত্রাণি দেবমিত্থং সমর্চয়েৎ॥ ১৩
সিদ্ধমন্ত্রঃ প্রকুর্বীত প্রয়োগান্ কল্প-চোদিতান্।
তর্পয়েৎ সলিলৈঃ শুদ্ধৈর্দিনশো গণনায়কম্॥ ১৪
চতুশ্চত্বারিংশদাঢ্যং চতুঃশতমতন্দ্রিতঃ।
প্রাপ্নুয়ান্ মণ্ডলাদর্বাগভীষ্টমধিকং নরঃ॥ ১৫
নারিকেলৈঃ কৃতো হোমশ্চতুর্থ্যাং শ্রীপ্রদো ভবেৎ।
শুক্লপক্ষ-প্রতিপদমারভ্য দিনশঃ সুধীঃ॥ ১৬
চতুর্থ্যন্তং নারিকেল-সক্তু-লাজ-তিলৈঃ ক্রমাৎ।
চতুঃশতং প্রজুহুয়াদ্ বশ্যাঃ স্যুঃ সর্ব-জন্তবঃ॥ ১৭

তাহার পর চতুর্থ পটলোক্ত রীতিতে পূর্বের ন্যায় কেসর সমূহে অঙ্গদেবতা-গণের অর্চনা করিয়া পত্র মধ্যে বিধিবৎ গণেশবীজ পূর্বক ওঁ গং বক্রতুণ্ডায় নমঃ ইত্যাদিরূপে বক্রতুণ্ডাদিগণকে পূজা করিবেন। ১১

বক্রতুণ্ডাদিগণ হইতেছেন— বক্রতুণ্ড, একদংষ্ট্র, মহোদর, গজানন, লম্বোদর, বিকট, বিঘ্নরাজ, অনন্তর ধূম্রবর্ণ। তাহার পর দলাগ্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তির পূজা করিবেন। তাহার পর লোকপালগণ ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। এই প্রকারে গণেশ দেবকে সম্যক্‌রূপে অর্চনা করিবেন। ১২-১৩

সিদ্ধমন্ত্র সাধক কল্প-চোদিত (কল্পোক্ত) প্রয়োগসমূহ করিবেন। সাধক অতন্দ্রিত হইয়া শুদ্ধ জলের দ্বারা প্রতিদিন গণেশকে ওঁ গং গণেশং তর্পয়ামি এই মন্ত্রে চারি শত চুয়াল্লিশ (৪৪) বার তর্পণ করিবেন। মানব মণ্ডলের (৪১ দিনের) পূর্বেই অধিক অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। ১৪-১৫

চতুর্থীতে নারিকেলের দ্বারা কৃতহোম (হোম করিলে ঐ হোম) শ্রীপ্রদ হইয়া থাকে। সুধী সাধক শুক্ল প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্ল চতুর্থী পর্যন্ত প্রতি দিন প্রতি তিথিতে যথাক্রমে নারিকেল, সক্তু, লাজ ও তিল—এই চারিটি দ্রব্য দ্বারা চারি শত হোম করিবেন। ইহাতে সমস্ত জন্তু বশ হইবে। ১৬-১৭

সতিলৈস্তণ্ডুলৈর্হোমো লক্ষ্মী-বশ্যপ্রদো ভবেৎ ।
লাজৈস্ত্রিমধুরোপেতৈর্হোমঃ কন্যাং প্রযচ্ছতি ॥ ১৮
অনেন বিধিনা কন্যা বরমাপ্নোতি বাঞ্ছিতম্ ।
আজ্যাক্ত-হবিষা হোমঃ সাধয়েদীপ্সিতং নৃণাম্ ॥ ১৯
দধ্না বিলোলিতৈর্লোণৈর্হোমো নিশি চতুর্দিনম্ ।
সংবাদং কুরুতে তদ্বদ্ বশ্যং বিতনুতে সদা ॥ ২০
শ্বেতার্কভব-মূলেন রক্তচন্দন-দারুণা ।
ইভ-ভগ্নেন নিম্বেন দন্তিদন্তেন বা কৃতম্ ।
বিঘ্নেশ্বরং সমভ্যর্চ্য শীতাংশু-গ্রহণে জপেৎ ॥ ২১
স্পৃষ্ট্বা মন্ত্রী নিরাহারস্তং শিখায়াং সমুদ্বহন্ ।
যুদ্ধেষু ব্যবহারাদৌ বিজয়শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ২২
মন্ত্রেণানেন সংজপ্তা রোচনা মদ-সংযুতা ।
তিলক-ক্রিয়য়া সর্বান্ বশং নয়তি মানবান্ ॥ ২৩

শুক্ল প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থী পর্য্যন্ত সতিল তণ্ডুলের দ্বারা চারি শত হোম লক্ষ্মী-প্রদ ও বশ্য-প্রদ হইয়া থাকে। শুক্ল প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থী পর্য্যন্ত ত্রিমধুর যুক্ত লাজের দ্বারা চারি শত হোম কন্যা প্রদান করে। ১৮

এই বিধি দ্বারা কন্যা অভিলষিত বর লাভ করে। আজ্যযুক্ত হবিঃ দ্বারা হোম মনুষ্যগণের অভিলষিত বিষয় সাধন করে। ১৯

রাত্রিতে চারি দিন দধি বিলোলিত (প্রক্ষিপ্ত) লবণের দ্বারা হোম বিদিষ্ট ব্যক্তির সহিত সংবাদ (সম্প্রীতি) করে এবং তদ্বৎ সর্বদা বশ্য বৃদ্ধি করে। ২০

শ্বেত অর্ক বৃক্ষের মূলের দ্বারা বা রক্ত চন্দন বৃক্ষের দ্বারা বা হস্তি দ্বারা ভগ্ন নিম্ববৃক্ষের দ্বারা বা হস্তি দন্তের দ্বারা নির্মিত বিঘ্নেশ্বরকে সম্যক্ রূপে অর্চনা করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক আহার না করিয়া সেই মূর্তিকে স্পর্শ করিয়া চন্দ্র গ্রহণ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবেন। সেই বিঘ্নেশ্বরকে শিখাতে বহন করিয়া মানব যুদ্ধ সমূহে ও ব্যবহার প্রভৃতিতে (মোকর্দমা প্রভৃতিতে) বিজয়শ্রী লাভ করেন। ২১-২২

এই মন্ত্রের দ্বারা সংজপ্তা গজমদ যুক্তা রোচনা দ্বারা তিলক ক্রিয়া সমস্ত মনুষ্যগণকে বশ করিতে পারে। ২৩

অনুলোম-বিলোমস্থ-বীজে নাম সমালিখেৎ।
নবনীতে সমভ্যর্চ্য স্পৃষ্ট্বা প্রাণমনুং জপেৎ॥ ২৪
অষ্টোত্তর-শতং ভূয়ো মূলমন্ত্রং প্রজপ্য তৎ।
ভক্ষয়েন্ মৌনমাস্থায় যামিন্যাং সপ্ত বাসরম্।
স বশ্যো জায়তে শীঘ্রং সাধকস্য ন সংশয়ঃ॥ ২৫
শ্রী-শক্তি স্মর-ভূ-বিঘ্ন-বীজানি প্রথমং বদেৎ।
ঙেহন্তং গণপতিং পশ্চাদ্ বরান্তে বরদং পঠেৎ॥ ২৬
উক্ত্বা সর্বজনং মেহন্তে বশমানয় ঠদ্বয়ম্।
অষ্টাবিংশত্যক্ষরোহয়ং তারাদ্যো মনুরীরিতঃ॥ ২৭
গণকঃ স্যাদৃষিশ্ছন্দো গায়ত্রী নিবৃদন্বিতা।
মহাগণপতিঃ প্রোক্তো দেবতা দেব-বন্দিতা॥ ২৮

নূতন নবনীত বা নূতন অপূপে অনুলোম ও বিলোম বীজের মধ্যে বীজ-পুটিত (বীজ বেষ্টিত) সাধ্য, সাধক ও কর্মের নাম লিখিবেন। সেইখানে সাধ্য গণেশকে সম্যক্‌রূপে অর্চনা করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ১০৮ প্রাণ মন্ত্র জপ করিবেন। অনন্তর অষ্টোত্তর শত মূল মন্ত্র জপ করিয়া প্রতিপৎ হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত মৌন অবলম্বন করিয়া সেই নবনীত যাহাকে ভক্ষণ করাইবেন, সে সাধকের শীঘ্র বশ্য হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। ২৪-২৫

মহাগণপতি মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। প্রথমে শ্রীবীজ (শ্রীং), শক্তিবীজ (হ্রীং), স্মরবীজ (ক্লীং), ভূবীজ (গ্লৌং) ও বিঘ্নবীজ (গং) বলিবেন। তাহার পর ঙেন্ত (চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত) গণপতি অর্থাৎ গণপতয়ে বলিবেন। তাহার পর বরান্তে বরদ অর্থাৎ বরবরদ উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর সর্বজনং মে বলিয়া শেষে বশমানয় ও ঠদ্বয় (স্বাহা) বলিবেন। উহা তারাদ্য (প্রণবাদি) হইবে। তাহাতে মন্ত্রটি হইতেছে—ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ। সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা। মহাগণপতির এই অষ্টাবিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ২৬-২৭

এই মন্ত্রের গণক ঋষি, নিবৃৎ যুক্ত গায়ত্রী অর্থাৎ নিবৃৎ গায়ত্রী ছন্দঃ, দেববন্দিত মহাগণপতি দেবতা কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের গং বীজ ও স্বাহা শক্তি)। ২৮

ষড়্বীজস্থ-স্ববীজেন দীর্ঘভাজা প্রকল্পয়েৎ।
ষড়ঙ্গানি মনোরস্য যথাবিধি বিধানবিৎ ॥ ২৯

নবরত্নময়ং দ্বীপং স্মরেদিক্ষু-রসাম্বুধৌ।
তদ্বীচি-ধৌতপর্য্যন্তং মন্দ-মারুত-সেবিতম্ ॥ ৩০

মন্দার-পারিজাতাদি-কল্পবৃক্ষ-লতাকুলম্।
তদ্ভূত-রত্ন-ছায়াভিররুণীকৃত ভূতলম্ ॥ ৩১

উদ্যদ্-দিনকরেন্দুভ্যামুদ্ভাসিত-দিগন্তরম্।
তস্য মধ্যে পারিজাতং নবরত্নময়ং স্মরেৎ ॥ ৩২

ঋতুভিঃ সেবিতং ষড়্ভিরনিশং প্রীতি-বর্দ্ধনৈঃ।
তস্যাধস্তান্ মহাপীঠে রচিতে মাতৃকাম্বুজে ॥

বিধানবিৎ সাধক যথাবিধি শেষ ষড়ঙ্গ মুদ্রায় তত্তৎজাতি যোগ করিয়া দীর্ঘযুক্ত ছয়টি বীজের অন্তর্গত স্ববীজ (গং বীজ) দ্বারা এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ২৯

বিবৃতি। তন্ত্রসারকার শারদাতিলকের বচন তুলিয়া কেবলমাত্র দীর্ঘযুক্ত গং বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গমন্ত্রের প্রয়োগ প্রকার লিখিয়াছেন। রাঘব ভট্ট লিখিয়াছেন— ওঁ গাং হৃৎ, শ্রীং গীং শিরঃ, হ্রীং গূং শিখা, ক্লীং গৈং বর্ম, গ্লৌং গৌং নেত্রং, গং গঃ অস্ত্রম্। উহা মূলকারের অভিমত বলিয়া বুঝা যায়। অন্যথা ষড়্বীজস্থ শব্দের প্রয়োগ সার্থক হয় না। কেহ কেহ প্রণবাদি পাঁচটি বীজ প্রথমে উচ্চারণ করিয়া গাং গীং ইত্যাদি দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিতে বলিয়াছেন। নিজ নিজ বিজ্ঞ গুরুর উপদেশ অনুসারে ইহা কর্ত্তব্য। ২৯

ইক্ষু সাগরে নবরত্নময় দ্বীপ স্মরণ করিবেন। এই দ্বীপটির চতুষ্পার্শ্ব ইক্ষু সাগরের তরঙ্গের দ্বারা ধৌত ও মন্দ মন্দ বায়ুর দ্বারা সেবিত হইতেছে। ৩০

এই দ্বীপটি মন্দার পারিজাত প্রভৃতি কল্পবৃক্ষ ও লতা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সেই দ্বীপ সম্ভূত রত্নের প্রভায় সেই দ্বীপের ভূতল অরুণীকৃত। ৩১

বিবৃতি। পীঠন্যাসে পৃথিবীর অনন্তর ইক্ষু সমুদ্র, নবরত্নময় দ্বীপ, নবরত্নময় পারিজাতের ন্যাস কর্ত্তব্য। অন্যান্য সমান। ৩১

ঐ দ্বীপের দিগন্তর উদীয়মান দিনকর ও শশধরের দ্বারা উদ্ভাসিত। তাহার মধ্যে নবরত্নময় পারিজাত বৃক্ষ স্মরণ করিবেন। ৩২

এই পারিজাত বৃক্ষটি প্রীতিবর্দ্ধক ছয়টি ঋতু দ্বারা সর্বদা সেবিত হইতেছে।

ষট্‌কোণান্তস্ত্রিকোণস্থং মহাগণপতিং স্মরেৎ ॥ ৩৩

হস্তীন্দ্রাননমিন্দুচূড়মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসা-
দাশ্লিষ্টং প্রিয়য়া সপদ্ম-করয়া স্বাঙ্কস্থয়া সন্ততম্।
বীজাপূর-গদা-ধনুস্ত্রিশিখ-যুক্-চক্রাব্জ-পাশোৎপলং
ব্রীহ্যগ্র-স্ববিষাণ-রত্ন-কলশান্ হস্তৈর্বহন্তং ভজে ॥ ৩৪

গণ্ডপালী—গলদ্-দানপূর-লালস-মানসান্।
দ্বিরেফান্ কর্ণতালাভ্যাং বারয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৫

করাগ্র-ধৃত-মাণিক্য-কুম্ভবক্ত্র-বিনিঃসৃতৈঃ।
রত্নবর্ষৈঃ প্রীণয়ন্তং সাধকান্ মদ-বিহ্বলম্ ॥ ৩৬

মাণিক্য-মুকুটোপেতং রত্নাভরণ-ভূষিতম্।
ধ্যায়ন্ মন্ত্রং জপেন্ মন্ত্রী চতুর্লক্ষং সমাহিতঃ ॥ ৩৭

চতুঃসহস্র-সংযুক্তং চত্বারিংশৎ-সহস্রকম্।
দশাংশং জুহুয়াদ্ দ্রব্যৈরষ্টাভির্মোদকাদিভিঃ ॥ ৩৮

তাহার অধোভাগে রচিত মহাপীঠে মাতৃকাপদ্ম কর্ণিকাস্থিত ষট্‌কোণের মধ্যবর্তী অধোমুখ ত্রিকোণস্থিত মহাগণপতিকে ধ্যান করিবেন। ৩৩

মহাগণপতির ধ্যানের অর্থ হইতেছে—হস্তীন্দ্রমুখ (গজেন্দ্রবদন), চন্দ্রচূড়, অরুণবর্ণ, ত্রিনেত্র, রসভরে (অনুরাগ বশে) ক্রোড়স্থা বামহস্তে পদ্মধরা প্রিয়া কর্তৃক সর্বদা দক্ষিণ হস্তে আলিঙ্গিত, বামের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণের অধোহস্ত পর্য্যন্ত হস্ত সমূহের দ্বারা বীজপূর (দাড়িম), গদা, ইক্ষু, ধনুঃ, ত্রিশিখ (ত্রিশূল), চক্র, পদ্ম, পাশ, উৎপল ও নিজ শুণ্ডাগ্রে ধান্য মঞ্জরী শোভিত রত্নপূর্ণ কলশধারী মহাগণপতিকে আমি ভজনা করি। ৩৪

গণ্ডপালী (কপোল) নিঃসৃত মদে লালসা-মনা ভ্রমরগণকে কর্ণতাল দ্বারা বিতাড়নকারী শুণ্ডাগ্রধৃত মাণিক্যকুম্ভের মুখনিঃসৃত রত্ন বর্ষণের দ্বারা সাধকগণের প্রীতিবর্দ্ধনকারী, মদবিহ্বল, মাণিক্যময় মুকুটধারী, রত্নাভরণে ভূষিত মহাগণপতিকে ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্রী সমাহিত হইয়া চারি লক্ষ চুয়াল্লিশ (৪৪) হাজার মন্ত্র জপ করিবেন। ৩৫-৩৭

মোদকাদি আটটি দ্রব্যের দ্বারা জপের দশাংশ চল্লিশ হাজার ও চারি হাজার হোম করিবেন। ৩৮

তর্পয়েদ্ দিনশো নিত্যং প্রাগুক্তেনৈব বর্ত্মনা।
প্রাগুক্তে পূজয়েৎ পীঠে বিধিনা গণনায়কম্ ॥ ৩৯

ত্রিকোণ-বাহ্যে পূর্বাদি-চতুর্দিক্ষু সমর্চয়েৎ।
অগ্রস্থ-বিল্ববৃক্ষাধঃ শ্রিয়ং শ্রীপতিমর্চয়েৎ।
পদ্ম-যুগ্ম-ধরা পদ্মা শঙ্খ-চক্র-ধরো হরিঃ ॥ ৪০

দক্ষিণে বট-বৃক্ষাধো গৌরীং গৌরীপতিং যজেৎ।
পাশাঙ্কুশ-ধরা গৌরী টঙ্ক-শূল-ধরো হরঃ ॥ ৪১

পশ্চিমে পিপ্পলস্যাধো রতিং রতিপতিং যজেৎ।
রতিরুৎপল হস্তাঢ্যা কোদণ্ডাস্ত্রধরঃ স্মরঃ ॥ ৪২

সৌম্যে প্রিয়ঙ্গু-বৃক্ষাধো মহীং পোত্রিণমর্চয়েৎ।
শুক-ব্রীহ্যগ্র-হস্তা ভূর্গদা-চক্রধরঃ পতিঃ ॥ ৪৩

দেবাগ্রে পূজয়েল্লক্ষ্মী-সহিতং গোপ-নায়কম্।
ষট্স্ব কোণেষু সম্পূজ্যা আমোদাদ্যাঃ প্রিয়ান্বিতাঃ ॥ ৪৪

পূর্বপ্রোক্ত পদ্ধতিতে প্রতিদিন নিত্য তর্পণ করিবেন। পূর্বমন্ত্র প্রকরণোক্ত পীঠে বিধিপূর্বক অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ বিধানে ত্রিকোণে আবরণের সহিত গণনায়ক মহাগণপতিকে পূজা করিবেন। ৩৯

ত্রিকোণের বাহ্যে পূর্বাদি চারি দিকে বক্ষ্যমাণ বিধানে পঞ্চ মিথুনের পূজা করিবেন। অগ্রবর্ত্তী বিল্ববৃক্ষের অধোভাগে শ্রী ও শ্রীপতিকে অর্চনা করিবেন। লক্ষ্মী পদ্মদ্বয় ধারিণী। হরি শঙ্খ ও চক্রধর। ৪০

দক্ষিণে বটবৃক্ষের অধোভাগে গৌরী ও গৌরীপতিকে পূজা করিবেন। গৌরী পাশ ও অঙ্কুশধারিণী। হর শূল ও টঙ্ক (পরশু) ধর। ৪১

পশ্চিমে পিপ্পল বৃক্ষের অধোভাগে রতি ও রতিপতিকে পূজা করিবেন। রতি হস্তদ্বয়ে উৎপল ধারিণী। স্মর (রতিপতি) ধনুঃ ও বাণধর। ৪২

সৌম্যে (উত্তরে) প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষের অধোভাগে মহী ও পোত্রিণ (বরাহকে) অর্চনা করিবেন। মহী শুক ও ব্রীহি মঞ্জরী-ধারিণী। বরাহ গদা ও চক্রধর। ৪৩

দেবতার অগ্রে লক্ষ্মী সহিত গোপনায়ককে পূজা করিবেন। ছয়টি কোণে আমোদ, প্রমোদ, সুমুখ, দুর্মুখ, বিঘ্ন ও বিঘ্নহর্তাকে নিজ নিজ প্রিয়া সিদ্ধি, সমৃদ্ধি, কান্তি, মদনাবতী, মদদ্রবা ও দ্রাবিণীর সহিত পূজা করিবেন। ৪৪

আমোদং সিদ্ধি-সহিতমগ্র-কোণে সমর্চয়েৎ।
সমৃদ্ধ্যা যুতমভ্যর্চেৎ প্রমোদং বহ্নিকোণতঃ ॥ ৪৫
সুমুখং কান্তি-সহিতমীশ-কোণে সমর্চয়েৎ।
দুর্মুখং মদনাবত্যা যজেদ্ বরুণ-কোণকে ॥ ৪৬
বিঘ্নং মদদ্রবা-যুক্তং কোণে নৈশাচরে যজেৎ।
বায়ব্যে বিঘ্নহর্তারং দ্রাবিণ্যা সহিতং যজেৎ। ৪৭
পাশাঙ্কুশাভয়াভীষ্ট-ধারিণোঽরুণ-বিগ্রহাঃ।
গণ্ড-ভিত্তি-গলদ্-দানপূর-ধৌত-মুখাম্বুজাঃ ॥ ৪৮
বিঘ্নাস্তৎপ্রমদাঃ সর্বা মদাঘূর্ণিত-লোচনাঃ।
একহস্ত-ধৃতাম্ভোজা ইতরালিঙ্গিত-প্রিয়াঃ ॥ ৪৯
ষট্‌কোণ-পার্শ্বয়োঃ পূজ্যৌ শঙ্খ-পদ্ম-নিধী ক্রমাৎ।
নিজ-প্রিয়াভ্যাং সহিতৌ পূর্বোদীরিত-লক্ষণৌ ॥ ৫০
কেশরেষঙ্গ-পূজা স্যাদ্ ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পত্র মধ্যগাঃ।
বহির্লোকেশ্বরাঃ পূজ্যা বজ্রাদীনি ততঃ পরম্ ॥ ৫১

অগ্র কোণে সিদ্ধির সহিত আমোদকে অর্চনা করিবেন। বহ্নিকোণে সমৃদ্ধির সহিত প্রমোদকে অর্চনা করিবেন। ৪৫

ঈশান কোণে কান্তির সহিত সুমুখকে অর্চনা করিবেন। বরুণ (পশ্চিম) কোণে মদনাবতীর সহিত দুর্মুখকে পূজা করিবেন। ৪৬

নিশাচর (রাক্ষস) কোণে মদদ্রবার সহিত বিঘ্নকে পূজা করিবেন। বায়ু কোণে দ্রাবিণীর সহিত বিঘ্নহর্তাকে পূজা করিবেন। ৪৭

বিঘ্নগণ পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়মুদ্রাধারী রক্তবর্ণ দেহ। তাঁহাদের মুখ পদ্মগুলি গণ্ডভিত্তি গলিত মদস্রাবে ধৌত হইতেছে। তাঁহাদের সমস্ত প্রমদা মদে আঘূর্ণিত-লোচনা, একহস্তে (বাম হস্তে) পদ্মধারিণী ও দক্ষিণ হস্তে পতিকে আলিঙ্গন-কারিণী। ৪৮-৪৯

ষট্‌কোণের উভয় পার্শ্বে যথাক্রমে অষ্টম পটলোক্ত লক্ষণ যুক্ত নিজ নিজ প্রিয়া দুই জনের সহিত শঙ্খ ও পদ্মনিধিকে পূজা করিবেন। ৫০

কেসর সমূহে অঙ্গপূজা হইবে। পত্রের মধ্য স্থলে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃবর্গের পূজা করিবেন। বহির্ভাগে লোকপালগণকে পূজা করিবেন। তাহার পর তাঁহাদের আয়ুধ বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। ৫১

ইত্থং জপাদিভিঃ সিদ্ধঃ প্রয়োগান্ স্বমনীষিতান্ ।
সাধয়েদষ্টভির্দ্রব্যৈরন্যৈর্বা কল্প-চোদিতৈঃ ॥ ৫২
পদ্ম-হোমেন ভূপালাংস্তৎ-পত্নীরুৎপলৈঃ শুভৈঃ
মন্ত্রিণঃ কুমুদৈঃ ফুল্লৈর্বিপ্রান্ পিপ্পল-সম্ভবৈঃ ॥ ৫৩
সমিদ্বরৈর্নরপতীনুদুম্বর-সমুদ্ভবৈঃ ।
প্লক্ষৈর্বৈশ্যান্ বটোদ্ভূতৈঃ শূদ্রান্ মন্ত্রী বশং নয়েৎ ॥ ৫৪
মধুনা স্বর্ণ-লাভঃ স্যাদ্ গো-দুগ্ধেন লভেত গাঃ ।
আজ্য-হোমেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫৫
দধ্না সর্ব-সমৃদ্ধিঃ স্যাদন্নৈরন্নপতির্ভবেৎ
বৃষ্টিকামঃ প্রজুহুয়াদ্ বেতসানাং সমিদ্বরৈঃ ।
কুসুম্ভ-কুসুমৈর্হুত্বা বাসাংসি লভতেঽচিরাৎ ॥ ৫৬
প্রত্যেকমাদৌ মূলেন চতুর্বারং প্রতর্পয়েৎ ।

এইরূপে জপাদি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া সাধক অষ্ট দ্রব্যের দ্বারা অথবা কল্পোক্ত অন্যান্য দ্রব্য সমূহের দ্বারা নিজের অভীপ্সিত প্রয়োগ সমূহ সাধন করিবেন। ৫২

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পদ্মহোমের দ্বারা ভূপালগণকে এবং সুন্দর উৎপল সমূহের দ্বারা হোম করিয়া তাঁহাদের পত্নীগণকে, বিকসিত কুমুদ সমূহের দ্বারা হোম করিয়া মন্ত্রিবর্গকে এবং পিপ্পলবৃক্ষ জাত উত্তম সমিধ্ সমূহের দ্বারা হোম করিয়া বিপ্রগণকে বশ করিতে পারেন। ৫৩

উডুম্বর বৃক্ষের উত্তম সমিধ্ সমূহের দ্বারা হোম করিয়া নরপতিগণকে, প্লক্ষ বৃক্ষের উত্তম সমিধের দ্বারা হোম করিয়া বৈশ্যগণকে এবং বট বৃক্ষের উত্তম সমিধ্ সমূহের দ্বারা হোম করিয়া শূদ্রগণকে বশ করিতে পারেন। ৫৪

মধু দ্বারা হোম করিয়া স্বর্ণ লাভ করিতে পারেন। গোদুগ্ধের দ্বারা হোম করিয়া গোক সকল লাভ করিতে পারেন। মানব আজ্য হোমের দ্বার মহা ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ৫৫

দধি দ্বারা হোম করিয়া সমস্ত সমৃদ্ধি হইতে পারে। অন্নের দ্বারা হোম করিয়া অন্নপতি হইতে পারেন। বৃষ্টিকাম ব্যক্তি বেতসের শ্রেষ্ঠ সমিধ্-সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। তাহাতে বৃষ্টি লাভ হয়। কুসুম্ভ পুষ্প সমূহের দ্বারা হোম করিয়া শীঘ্র বস্ত্রসমূহ লাভ করে। ৫৬

চতুরাবৃত্তি তর্পণ প্রকার কথিত হইতেছে। প্রত্যেক তর্পণে প্রথমে মূলের

শ্রী-শক্তি-রতি-ভূ-লক্ষ্মীঃ স্ববীজাদ্যাঃ প্রিয়ান্বিতাঃ।
আমোদাদীন্ স্ববীজাদ্যান্ শক্তিযুক্তাংশ্চ তর্পয়েৎ ॥ ৫৭
চতুশ্চতুঃ পৃথক্ মন্ত্রী শঙ্খ-পদ্ম-নিধী তথা।
নামাদি-বীজ সহিতৌ তর্পয়েৎ স্বপ্রিয়ান্বিতৌ ॥ ৫৮
তর্পণেনাঽমুনা স্বীয়মিষ্টমাপ্নোতি মণ্ডলাৎ।
স্মৃতিস্থং মাংসমৌ-বিন্দু-যুক্তং ভূবীজমীরিতম্ ॥ ৫৯
বীজং ষট্কোণ-মধ্যে স্ফুরদনল-পুরে তারগং দিক্ষু লক্ষ্মীং
মায়া-কন্দর্প-ভূমীস্তদনু রসপুটেষ্বালিখেদ্ বীজ-ষট্কম্।

দ্বারা চারিবার তর্পণ করিবেন অর্থাৎ যে যে দেবতার তর্পণ হইবে, সেখানে প্রথমে প্রত্যেকের মূলের দ্বারা চারিবার তর্পণ কর্ত্তব্য। নিজ নিজ বীজ প্রথমে দিয়া নিজ নিজ প্রিয় (পতি) সহিত শ্রী, শক্তি, রতি, ভূ ও লক্ষ্মীর প্রত্যেকের তর্পণ করিবেন। গণেশ বীজকে প্রথমে দিয়া স্ব শক্তিযুক্ত আমোদ প্রভৃতিকে তর্পণ করিবেন। ৫৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক নামাদি বীজসহ নিজ প্রিয়া বসুধারা ও বসুমতীযুক্ত শঙ্খ ও পদ্মনিধিকে চারি বার চারি বার পৃথক্ পৃথক্ তর্পণ করিবেন। ৫৮

এই তর্পণের দ্বারা মণ্ডল (ঊনপঞ্চাশ দিনের) মধ্যে নিজ অভিলষিত বিষয় লাভ করেন। মাংস লকার স্মৃতিস্থ গকারস্থ (গকারের সহিত যুক্ত) এবং ঔ ও বিন্দু দ্বারা যুক্ত হইলে গ্লৌং হয়, উহা ভূবীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫৯

বিবৃতি। মূলমন্ত্রের দ্বারা মহাগণপতিং তর্পয়ামি এই প্রকারে চারি বার তর্পণ করিয়া শ্রীং শ্রী-শ্রীপতী তর্পয়ামি এই প্রকারে চারিবার তর্পণ করিবেন। এই ভাবে শক্তি প্রভৃতি বীজ পূর্ব্বক গৌরী গৌরীপতি প্রভৃতি পঞ্চ মিথুন দেবতার প্রত্যেকের চারিবার তর্পণ হইবে। এই ভাবে ত্রয়োদশ দেবতার তর্পণ হইবে। ত্রয়োদশবার মূল তর্পণ এবং সকলের অন্তে মূলের দ্বারা চারি বার তর্পণ হইবে। তাহা হইলে ১০৮ বার তর্পণ হইবে। গণেশ্বর-বিমর্শিনী তন্ত্রানুসারে পদ্মপাদাচার্য্য প্রপঞ্চসার তন্ত্রের টীকায় জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে তিন প্রকার তর্পণের বিবরণ দিয়াছেন। তন্ত্রসারে এই তর্পণের উল্লেখ নাই। ৫৯

গণেশ যন্ত্র কথিত হইতেছে—বিদ্বান্ ব্যক্তি একটি অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকামধ্যে ষট্কোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে একটি উজ্জ্বল ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে প্রণবস্থ (প্রণব মধ্যগত) গণপতি বীজ গং লিখুন। ত্রিকোণের

তৎসন্ধিষঙ্গমন্ত্রান্ বসুদল-কমলে মূলমন্ত্রস্য বর্ণান্
শিষ্টান্ পত্রেষু বিদ্বান্ বিলিখতু গুণশস্ত্যাত্ত্যমন্ত্যে পলাশে ॥ ৬০
আবীতং লিপিভিঃ ক্রমোৎক্রম-বশাৎ পাশাঙ্কুশাভ্যামপি
ক্ষ্মাগেহ-দ্বিতয়েন বেষ্টিতমিদং যন্ত্রং গণাধীশিতুঃ।
লাক্ষা-কুঙ্কুম-রোচনা-মৃগমদৈর্ভূর্জে বরে হেম্নি বা
সংলিখ্যাঽভিবহন্ লভেত সকলৈঃ সংপ্রার্থনীয়াং শ্রিয়ম্ ॥ ৬১

উক্তং মহাগণপতের্বিধানং সুর-পূজিতম্।
সর্বসিদ্ধি-করং পুংসাং সমস্ত-পুরুষার্থদম্ ॥ ৬২

মায়া বিরিপদ-দ্বন্দ্বং ততো গণপতিং বদেৎ।
খড়্গীশ-পাবকৌ পশ্চাদ্ বরদান্তে বদেৎ পুনঃ ॥ ৬৩
সর্বলোকং মে পদান্তে বশমানয় ঠদ্বয়ম্।

বহির্ভাগে অগ্রাদি ক্রমে দিক্ সমূহে লক্ষ্মীবীজ শ্রীং, মায়াবীজ হ্রীং, কন্দর্প বীজ ক্লীং ও ভূবীজ গ্লৌং লিখুন। তাহার পর ছয়টি কোণে মন্ত্রের আদিগত ছয়টি বীজ লিখুন। সেই অগ্রাদি ষড়্কোণের সন্ধি সমূহে মহাগণপতির ছয়টি অঙ্গমন্ত্র লিখুন। অষ্টদল কমলে মূলমন্ত্রের ছয়টি বীজবর্ণ এবং পত্র সমূহে অষ্টাবিংশতি অক্ষর মন্ত্রের অবশিষ্ট দ্বাবিংশতিবর্ণ তিন তিনটি লিখিয়া অন্ত্য অষ্টম পত্রে অন্য একটি বর্ণ লিখুন। ৬০

তাহার পর অষ্টদল পদ্মটি অনুলোম ও বিলোম মাতৃকাবর্ণ সমূহের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহার পর পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারাও বেষ্টিত হইবে। তাহার পর ইহা ভূপুর দ্বয়ের দ্বারা বেষ্টিত হইলে ইহা গণপতির ধারণ যন্ত্র হইবে। উত্তম ভূর্জ পত্রে বা উত্তম সুবর্ণে লাক্ষা (অলক্তক রস), কাশ্মীর জাত কুঙ্কুম, গোরোচনা ও মৃগমদ (কস্তুরী) দ্বারা সম্যক্রূপে লিখিয়া বহন (ধারণ) করিলে সকলের প্রার্থনীয় সম্পদ্ লাভ করিতে পারেন। ৬১

পুরুষগণের সর্বসিদ্ধিকর সমস্ত পুরুষার্থপ্রদ দেববন্দিত মহাগণপতির বিধান উক্ত হইল। ৬২

বিরিগণপতির মন্ত্র কথিত হইতেছে—প্রথমে মায়া মায়াবীজ হ্রীং ও বিরি-বিরি পদ দুইটি বলিবেন। তাহার পর গণপতি বলিবেন। তাহার পর খড়্গীশ-ব ও পাবক র বলিয়া পরে বরদ পদের অন্তে পুনরায় সর্বলোকং মে পদের অন্তে বশমানয় ও ঠদ্বয় স্বাহা বলিবেন। তাহা হইলে মন্ত্রটী হইল—হ্রীং বিরি বিরি

ষড়্‌বিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো ভজতাং সুর-পাদপঃ ॥ ৬৪

গণকঃ স্যাদ্ ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রং দেবতা মনোঃ।

বিরিবিঘ্নেশ্বরঃ প্রোক্তো ভজতাং সর্বকামদঃ ॥ ৬৫

অন্তঃকরণ-বেদেষু-ভূত-পক্ষ-বিলোচনৈঃ।

এবং বিভক্তৈর্মন্ত্রার্ণৈর্মায়াদ্যৈরঙ্গ-কল্পনা।

মহাগণপতেঃ প্রোক্তে স্থানে মন্ত্রী বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬৬

সিন্দুরাভমিভাননং ত্রিনয়নং হস্তেষু পাশাঙ্কুশৌ

বিভ্রাণং মধুমৎ-কপালমনিশং সার্দ্ধেন্দু-মৌলিং ভজে।

পুষ্ট্যাশ্লিষ্ট-তনুং ধ্বজাগ্র-করয়া পদ্মোল্লসদ্ধস্তয়া

তদ্‌যোন্যাহিত-পাণিমাত্ত-বসুমৎ-পাত্রোল্লসৎ-পুষ্করম্ ॥ ৬৭

গণপতে বরবরদ সর্বলোকং মে বশমানয় স্বাহা। এই ষড়্‌বিংশতি অক্ষরের মন্ত্রটি ভজনাকারিগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ। ৬৩-৬৪

বিবৃতি। বঙ্গবাসী মুদ্রিত তন্ত্রসারে শারদাতিলকের এই বচন অবলম্বন করিয়া গণেশের যে ধারণ মন্ত্র অঙ্কন করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা যথাযথ হয় নাই। সুধী পাঠকবর্গ শারদাতিলকের বচন ও পদার্থাদর্শ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। ৬৪

এই মন্ত্রের গণক ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, বিরি বিঘ্নেশ্বর দেবতা; তল্লেখা বীজ ও স্বাহা শক্তি কথিত হইয়াছে। ভজনাকারিগণের উহা সর্ব কামপ্রদ। ৬৫

অন্তঃকরণ চার, বেদ চার, ইষু পাঁচ, ভূত পঞ্চ ও অক্ষি দুই—এইরূপে বিভক্ত মায়াদি মন্ত্র বর্ণ সমূহের দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবেন। মন্ত্র সাধক মহাগণপতির পূর্বোক্ত স্থানে মহাগণপতিকে ধ্যান করিবেন। ৬৬

এই বিরিগণপতির ধ্যানের অর্থ হইতেছে—সিন্দুর সদৃশ রক্তবর্ণ, গজানন, ত্রিনয়ন, হস্ত সমূহের মধ্যে ঊর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তে পাশ, বামের ঊর্ধ্ব হস্তে অঙ্কুশ, দক্ষিণের অধোহস্তে মধুপূর্ণ কপাল, বামের অধোহস্ত প্রিয়ার যোনিতে ন্যস্ত। অর্দ্ধেন্দু মৌলি, পদ্মদ্বয়ের দ্বারা উজ্জ্বল ঊর্ধ্ব হস্ত দ্বারা পুষ্টি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত-দেহ অর্থাৎ পুষ্টির হস্তদ্বয় পদ্মদ্বয়ের দ্বারা উল্লসিত। তিনি দক্ষিণের অধোহস্তের দ্বারা প্রিয়কে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। পুষ্টি ধ্বজাগ্রকরা অর্থাৎ তিনি বামের অধোহস্তের দ্বারা ধ্বজাগ্র স্পর্শ করিয়া আছেন। পুষ্টির যোনিতে ন্যস্ত আছে বাম-হস্ত, এবং দক্ষিণ হস্তে বসুমৎ (ধনপূর্ণ) পাত্রের বিদ্যমান উল্লসিত পুষ্করধারী গণেশকে আমি সর্বদা ভজনা করি। ৬৭

চতুর্লক্ষং জপেন্ মন্ত্রং তদ্-দশাংশং হুতক্রিয়া।
প্রাক্-প্রোক্তৈরষ্টভির্দ্রব্যৈস্ত্রিমধ্বক্তৈঃ সমীরিতা॥ ৬৮

পূর্বোক্তে পূজয়েৎ পীঠে তীব্রাদি-নবশক্তিকে।
মূলেন মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য তত্রাবাহ্যাহর্চয়েদ্ বিভুম্॥ ৬৯

মিথুনাবৃত্তিরাদ্যা স্যাদামোদাদৈর্দ্বিগম্বরৈঃ।
দ্বিতীয়াহঙ্গৈস্তৃতীয়া স্যাচ্চতুর্থী মাতৃভিঃ স্মৃতা।
পঞ্চমী লোকপালৈঃ স্যাৎ ষষ্ঠী বজ্রাদিভিঃ স্মৃতা॥ ৭০

ইতি সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী প্রফুল্লৈঃ সরসী-রুহৈঃ।
জুহুয়াদ্ বশগাঃ সর্বে তণ্ডুলৈস্তিলমিশ্রিতৈঃ॥ ৭১

হুত্বা শ্রিয়মবাপ্নোতি মোদকৈরাজ্য-লোলিতৈঃ।
হুত্বা বিজয়মাপ্নোতি পার্থিবো যুদ্ধ-ভূমিষু॥ ৭২

মধু-ত্রয়েণ হবনং বশং নয়তি পার্থিবান্।
ভক্ষ্য-ভোজ্যাদিকং সর্বং হুত্বাহভীষ্টানি সাধয়েৎ॥ ৭৩

এই মন্ত্র চারি লক্ষ জপ করিবেন। ত্রিমধুরাপ্লুত পূর্ব প্রোক্ত আটটি দ্রব্যের দ্বারা জপের দশাংশ হুতক্রিয়া (হোম) কথিত হইয়াছে। ৬৮

তীব্রাদি নবশক্তি বিশিষ্ট পূর্বোক্ত মহাগণপতি যন্ত্রে পূজা করিবেন। মূলের দ্বারা কল্পিত মূর্তিতে বিভু দেবতাকে আবাহন করিয়া অর্চনা করিবেন। ৬৯

প্রথম আবরণ হইতেছে মিথুনগণ, দ্বিতীয় আবরণ দিগম্বর আমোদাদি দ্বারা হয়। অঙ্গদেবতা দ্বারা তৃতীয় আবরণ, মাতৃগণের দ্বারা চতুর্থ আবরণ কথিত হইয়াছে। ৭০

লোকপালের দ্বারা পঞ্চম আবরণ হয়। বজ্রাদি অস্ত্রের দ্বারা ষষ্ঠ আবরণ কথিত হইয়াছে। এইরূপে মন্ত্রজ্ঞ সাধক সিদ্ধ মন্ত্র হইয়া বিকশিত পদ্ম সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে সকলেই বশীভূত হইবেন। তিলমিশ্রিত তণ্ডুলের দ্বারা হোম করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। আজ্যাপ্লুত মোদক সমূহের দ্বারা হোম করিয়া রাজা যুদ্ধ ভূমিতে বিজয় প্রাপ্ত হন। ৭১-৭২

মধুত্রয়ের (ঘৃত, মধু ও দুগ্ধের) দ্বারা হোম নৃপতিগণকে বশে আনয়ন করে। ভক্ষ্য লড্ডুকাদি, ভোজ্য অন্নাদি, লেহ্য রসালাদি দ্রব্য সকল হোম করিয়া অভীষ্ট সাধন করেন। ৭৩

শক্তিরুদ্ধং নিজং বীজং মহাগণপতিং বদেৎ।
ঙেন্তমগ্নিবধূঃ প্রোক্তো মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ৭৪

গণকঃ স্যাদৃষিশ্ছন্দো গায়ত্রী নিবৃদাদিকা।
উদিতা দেবতা তন্ত্রে নাম্না শক্তির্গণাধিপঃ।
ব্যস্তৈঃ সমস্তৈর্মন্ত্রস্য পদৈরঙ্গানি কল্পয়েৎ ॥ ৭৫

মুক্তাগৌরং মদ-গজমুখং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
হস্তৈঃ স্বীয়ৈর্দধতমরবিন্দাঙ্কুশৌ রত্নকুম্ভম্।
অঙ্কস্থায়াঃ সরসিজ-রুচঃ স্বধ্বজালম্বি-পাণে-
র্দেব্যা যোনৌ বিনিহিত-করং রত্নমৌলিং ভজামঃ ॥ ৭৬

লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রমপূপৈস্তদ্-দশাংশতঃ।
জুহুয়াদর্চিতে বহ্নৌ দিনশো দেবমর্চয়েৎ ॥ ৭৭

প্রাক্-প্রোক্তে পূজয়েৎ পীঠে প্রাগুক্তেনৈব বর্ত্মনা।
হুত্বেক্ষু-দণ্ডৈর্মতিমান্ রাজ্য-শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৮

শক্তিগণপতি মন্ত্র কথিত হইতেছে। শক্তিরুদ্ধ (হ্রীং বীজ পুটিত) নিজ বীজ গং ও ঙেন্ত (চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত) মহাগণপতি অর্থাৎ মহাগণপতয়ে বলিবেন। তাহার পর অগ্নিবধূ স্বাহা। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা। এইটি শক্তি গণপতির দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। ৭৪

তন্ত্রে এই মন্ত্রের গণক ঋষি, নিবৃৎ গায়ত্রী ছন্দঃ ও শক্তিগণাধিপ দেবতা উক্ত হইয়াছেন। এই মন্ত্রের ব্যস্ত পাঁচটি পদের দ্বারা পাঁচটি অঙ্গ এবং সমস্ত পদের দ্বারা ষষ্ঠ অঙ্গের ন্যাস করিবেন। (এই মন্ত্রের গং বীজ এবং স্বাহা শক্তি)। ৭৫

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ, মদস্রাবী গজের বদনের ন্যায় বদন অর্থাৎ গজানন, চন্দ্রচূড়, ত্রিনেত্র, স্বীয় দক্ষিণ ও বাম ঊর্ধ্ব হস্তের দ্বারা পদ্ম ও অঙ্কুশধারী, দক্ষিণের অধোহস্তের দ্বারা রত্নকুম্ভধারী, গণেশের অঙ্কস্থিতা দক্ষহস্তস্থিত পদ্মবর্ণের সদৃশ বর্ণবিশিষ্টা নিজধ্বজ স্পৃষ্টহস্তা দেবীর যোনিতে ন্যস্ত বাম হস্ত, রত্নমৌলি শক্তিগণপতিকে আমরা ভজনা করি। ৭৬

এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন। অর্চিত ও সংস্কৃত বহ্নিতে জপের দশাংশ অপূপের দ্বারা হোম করিবেন। দিন দিন (প্রতিদিন) দেবতার অর্চনা করিবেন। অব্যবহিত পূর্বপ্রোক্ত পীঠে মতিমান্ সাধক পূর্বপ্রোক্ত পদ্ধতিতে

নারিকেল-ফলৈস্তদ্বদ্ রম্ভাপক্বফলৈস্ততঃ।
বশয়ত্যখিলং লোকং পৃথুকৈঃ শর্করান্বিতৈঃ ॥ ৭৯
বশং নয়তি রাজানং সক্তুভির্ব্রাহ্মণান্ শুভৈঃ।
ঘৃত-হোমেন ধনবান্ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮০
শক্ত্যা রুদ্ধং নিজং বীজং বশমানয় ঠদ্বয়ম্।
তারাদ্যো মন্ত্ররাখ্যাতো রুদ্র-সংখ্যাক্ষরান্বিতঃ[১] ॥ ৮১
ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্বমুক্তাঃ স্যুরঙ্গং মন্ত্র-পদৈর্ভবেৎ।
একেনাদৌ ত্রিভির্দ্বাভ্যাং ত্রিভির্দ্বাভ্যামনন্তরম্।
সমস্তেনাস্ত্রমাখ্যাতমঙ্গক্লৃপ্তিরিয়ং মতা ॥ ৮২

পূজা করিবেন। ইক্ষু দণ্ড সমূহের দ্বারা হোম করিয়া রাজা ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন। ৭৭-৭৮

নারিকেল-ফল সমূহের দ্বারা, তৎ'পক রম্ভাফল সমূহের দ্বারা হোম করিয়া রাজ্যশ্রী লাভ করিতে পারেন। তাহার পর শর্করা-যুক্ত পৃথুক সমূহের দ্বারা হোম সমস্ত লোককে বশ করিতে পারেন। ৭৯

সুন্দর পবিত্র সক্তু সমূহের দ্বারা হোম করিয়া রাজাকে ও ব্রাহ্মণগণকে বশ করিতে পারেন। ঘৃত হোমের দ্বারা ধনবান্ হয়; ইহাতে সংশয় নাই। ৮০

শক্তিগণপতির মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। শক্তি-দ্বারা রুদ্ধ নিজ বীজ 'গং' এর পর বশমানয় ও ঠ দ্বয় বলিবেন। তাহাতে হয়—হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা। উহা তারাদ্য (প্রণবাদি) হইবে। এই একাদশ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রটি শক্তি-গণপতির মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৮১

এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, অব্যবহিত পূর্বে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বমন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ দেবতাই এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা। (এই মন্ত্রের গং বীজ ও স্বাহা শক্তি।) মন্ত্র পদের দ্বারা অঙ্গন্যাস হইবে।

প্রথমে একটি অক্ষরের দ্বারা প্রথম অঙ্গন্যাস, পরে তিনটি অক্ষরের দ্বারা দ্বিতীয় অঙ্গন্যাস, পরে দুইটী অক্ষরের দ্বারা তৃতীয় অঙ্গন্যাস, পরে তিনটি অক্ষরের দ্বারা চতুর্থ অঙ্গন্যাস, অনন্তর দুইটি অক্ষরের দ্বারা পঞ্চম অঙ্গন্যাস এবং সমস্তের দ্বারা ষষ্ঠ অঙ্গন্যাস কথিত হইয়াছে। অঙ্গন্যাস এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ৮২

বিবৃতি। তন্ত্রসারে দুইটী অক্ষরের দ্বারা দ্বিতীয় অঙ্গন্যাস মুদ্রিত হইয়াছে। মনে হয় ইহা লিপিকর প্রমাদ। অঙ্গন্যাসটি এইরূপ হইবে :—ওঁ ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং,

১। তন্ত্রসারে—রুদ্র-সংখ্যাক্ষরোঽপরঃ—এই পাঠ গৃহীত হইয়াছে। ইহাও সঙ্গত।

হস্তৈর্বিভ্রতমিক্ষুদণ্ড-বরদৌ পাশাঙ্কুশৌ পুষ্কর-
স্পৃষ্ট-স্বপ্রমদা-বরাঙ্গমনয়াঽশ্লিষ্টং ধ্বজাগ্র-স্পৃশা।
শ্যামাঙ্গ্যা বিধৃতাব্জয়া ত্রিনয়নং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ং জবা-
রক্তং হস্তিমুখং স্মরামি সততং ভোগাতিলোলং বিভুম্ ॥ ৮৩

লক্ষত্রয়ং জপেন্ মন্ত্রমিক্ষুদণ্ডৈর্দশাংশতঃ।
অপূপৈরাজ্যযুক্তৈর্বা জুহুয়ান্ মন্ত্র-সিদ্ধয়ে ॥ ৮৪

স্বগুরুং ধন-ধান্যাদ্যৈঃ প্রীণয়েৎ প্রীত-মানসঃ।
পূজা-পূর্ববদাদিষ্টা ততঃ কাম্যানি সাধয়েৎ ॥ ৮৫

হুত্বাঽপূপৈস্ত্রিমধ্বক্তৈর্বশয়েদ্ ভুবি পার্থিবান্।
চতুর্থ্যাং নারিকেলেন মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে।
লবণৈর্মধু-সংযুক্তৈর্বশয়েদ্ বনিতা-জনম্ ॥ ৮৬

ওঁ হ্রীং গং হ্রীং তর্জনীভ্যাং, ওঁ বশং মধ্যমাভ্যাং, ওঁ আনয় অনামিকাভ্যাং, ওঁ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং, ওঁ ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাম্। ৮২

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—হস্ত সমূহের দ্বারা ইক্ষু দণ্ড, বরদ, পাশ ও অঙ্কুশ-ধারী (বামের অধো হস্তে ইক্ষু দণ্ড, দক্ষিণের অধো হস্তে বরদ, দক্ষিণের ঊর্দ্ধ হস্তে পাশ ও বামের ঊর্দ্ধ হস্তে অঙ্কুশ), নিজ শুণ্ডাগ্রের দ্বারা নিজ স্ত্রীর বরাঙ্গ (উত্তমাঙ্গ) স্পর্শকারী ধ্বজাগ্রস্পর্শিণী পদ্মধারিণী শ্যামাঙ্গী এই প্রিয়া কর্ত্তৃক আশ্লিষ্ট, ত্রিনয়ন, চন্দ্রার্দ্ধচূড়, জবার ন্যায় রক্তবর্ণ সর্বদা ভোগে অতিলোলুপ বিভু গজেন্দ্রবদন গণেশকে আমি স্মরণ করি। ৮৩

এই মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবেন। মন্ত্র সিদ্ধির জন্য ইক্ষুদণ্ড সমূহের দ্বারা অথবা আজ্য যুক্ত অপূপ সমূহের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৮৪

সাধক সন্তুষ্ট চিত্তে ধন ধান্যাদি দ্বারা নিজ গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। পূজা পূর্ববৎ (বিরিগণপতিবৎ) উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহার পর কাম্য প্রয়োগ সমূহ সাধন করিবেন। ৮৫

ত্রিমধ্বাপ্লুত অপূপ সমূহের দ্বারা হোম করিয়া এই পৃথিবীতে নৃপতিগণকে বশ করিতে পারিবেন। চতুর্থীতে নারিকেল হোমের দ্বারা মহতী শ্রী লাভ করিতে পারেন। মধু সংযুক্ত লবণ সমূহের দ্বারা হোম করিয়া বনিতাব্যক্তিকে বশ করিতে পারেন। ৮৬

সংবর্ত্তকো নেত্র-যুতঃ পার্শ্বো বহ্ন্যাসন-স্থিতঃ।
প্রসাদনায় হৃন্মন্ত্রঃ স্ববীজাদ্যো দশাক্ষরঃ ॥ ৮৭

গণকো মুনিরস্য স্যাদ্ বিরাট্ ছন্দ উদাহৃতম্।
ক্ষিপ্র-প্রসাদনো বিঘ্নো দেবতাস্য সমীরিতা।
দীর্ঘযুক্তেন-বীজেন ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৮৮

পাশাঙ্কুশৌ কল্পলতাং বিষাণং দধৎ স্বশুণ্ডাহিত-বীজপূরঃ।
রক্তস্ত্রিনেত্রস্তরুণেন্দু-মৌলির্হারোজ্জ্বলো হস্তিমুখোঽবতাদ্ বঃ ॥ ৮৯

লক্ষং জপেজ্ জপস্যান্তে জুহুয়াদযুতং তিলৈঃ।
সমধু-ত্রিতয়ৈর্দ্রব্যৈরথবাঽষ্টাভিরীরিতৈঃ ॥ ৯০

একাক্ষরোদিতে পীঠে বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা।
পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ধূপ-দীপৈর্গজাননম্ ॥ ৯১

ক্ষিপ্র প্রসাদের মন্ত্র কথিত হইতেছে। নেত্রযুক্ত (ইকার যুক্ত) সংবর্ত্তক ক্ষ, তাহাতে হইল ক্ষি। বহ্ন্যাসন স্থিত (রকারস্থ) পার্শ্ব পকার, তাহাতে হইল প্র। তাহার পর প্রসাদনায় ও হৃন্মন্ত্র—নমঃ। উহা স্ববীজাদ্য অর্থাৎ গং বীজাদি হইবে। তাহা হইলে গং ক্ষিপ্রপ্রসাদনায় নমঃ এই মন্ত্র হইল। এইটি ক্ষিপ্র-প্রসাদের দশাক্ষর মন্ত্র। ৮৭

এই মন্ত্রের গণক ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ক্ষিপ্র-প্রসাদন বিঘ্ন দেবতা কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের গং বীজ, আর শক্তি।) ষড়্দীর্ঘযুক্ত আদি বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ৮৮

ধ্যানের অর্থ—দক্ষিণের ঊর্দ্ধ্ব হস্তের দ্বারা পাশ, বামের ঊর্দ্ধ্ব হস্তের দ্বারা অঙ্কুশ, দক্ষিণের অধোহস্তের দ্বারা কল্পলতা ও বামের অধোহস্তের দ্বারা বিষাণ (দন্ত)-ধারী নিজের শুণ্ডাগ্রে বীজপূরধারী, রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, বালচন্দ্র-চূড়, হারে উজ্জ্বল, গজানন গণেশ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৮৯

এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন। জপের অন্তে ত্রিমধুরের (দুগ্ধ, মধু ও ঘৃতের) সহিত তিল সমূহের দ্বারা অথবা পূর্বকথিত আটটি দ্রব্যের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। ৯০

একাক্ষর মন্ত্রোক্ত পীঠে বক্ষ্যমাণ পদ্ধতিতে গন্ধ, পুষ্পাদি এবং ধূপ ও দীপের দ্বারা গজাননকে পূজা করিবেন। ৯১

অঙ্গানি পূর্বমভ্যর্চ্য বিঘ্নানষ্টৌ যজেৎ ততঃ।
বিঘ্নং বিনায়কং বীরং শূরং বরদ-সংজ্ঞকম্।
ইভবক্ত্রং চৈকদন্তং লম্বোদরমনন্তরম্॥ ৯২
পত্রাগ্রেষ্বর্চয়েৎ পশ্চাদ্ ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদনন্তরম্।
লোকপালাংস্তদস্ত্রাণি বিঘ্নপূজা সমীরিতা॥ ৯৩
আজ্যান্নৈর্জুহুয়ান্ নিত্যমন্নবান্ বৎসরাদ্ ভবেৎ।
পায়সান্নেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ॥ ৯৪
আজ্যহোমেন বশয়েৎ প্রাণিনঃ সকলান্ সুধীঃ।
নারিকেল-ফলং পক্বং লোষ্ট-চর্ম-সমন্বিতম্।
জুহুয়াৎ প্রত্যহং মন্ত্রী মণ্ডলাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥ ৯৫
জুহুয়াদষ্টভির্দ্রব্যৈর্মধুর-ত্রয়-সংযুতৈঃ।
বশয়েৎ পার্থিবান্ সর্বান্ তৎপত্নীর্বিধিনাঽমুনা॥ ৯৬

প্রথমে অঙ্গদেবতাগণকে পূজা করিয়া তাহার পর আটটি বিঘ্নকে পূজা করিবেন। সেই আটটি বিঘ্ন হইতেছেন—বিঘ্ন, বিনায়ক, বীর, শূর, বরদ, ইভবক্ত্র, একদন্ত ও অনন্তর লম্বোদর। ৯২

অনন্তর পত্রাগ্র সমূহে ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তি সমূহের পূজা করিবেন। তাহার পর লোকপালগণ ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। বিঘ্নের পূজা কথিত হইল। ৯৩

নিত্য আজ্যান্নের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে বৎসরের মধ্যে অন্নবান্ হইবেন। মানব পায়সান্নের দ্বারা হোম করিয়া মহতী শ্রী লাভ করিতে পারেন। ৯৪

সুধী সাধক আজ্য হোমের দ্বারা সকল প্রাণিগণকে বশ করিতে পারেন। মন্ত্রী লোষ্ট (অন্তবর্তী নারিকেলের উপরিভাগ) ও চর্ম (নারিকেল মালার উপরিভাগের ত্বক্—ছোবড়া) সমন্বিত পক্ব নারিকেল ফল প্রত্যহ হোম করিবেন। ইহাতে মণ্ডলের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। ৯৫

নারিকেলের দ্বারা হোম করিতে না পারিলে মধুর ত্রয় সংযুক্ত আটটি দ্রব্যের দ্বারা হোম করিবেন। ইহা দ্বারা সমস্ত পার্থিবগণকে বশ করিতে পারিবেন। এই বিধি দ্বারা অর্থাৎ অষ্ট দ্রব্য হোমের দ্বারা নৃপতিগণের পত্নীগণকেও বশ করিতে পারিবেন। ৯৬

দিনাদিষু চতুশ্চত্বারিংশদ্-বারৈঃ শুভোদকৈঃ।
তর্পয়েদ্ বিঘ্নরাজস্য মস্তকে শ্রীপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৯৭

পাশাঙ্কুশৌ কল্পলতাং স্বদন্তং করৈর্বহন্তং কনকাদ্রি-কান্তম্।
সোপান-পঙ্‌ক্ত্যা দিননাথ-বিম্বাদায়ান্তমম্ভোজগতং বিচিন্ত্য ॥ ৯৮

প্রাগুক্ত-মন্ত্র-সংপ্রোক্তান্ প্রয়োগান্ মনুনাঽমুনা।
তৈরস্মিন্নথবা প্রোক্তান্ কুর্য্যান্ মন্ত্রী বিধানবিৎ ॥ ৯৯

পঞ্চান্তকো বিন্দুযুক্তো বামকর্ণ-বিভূষিতঃ।
তারাদি-হৃদয়ান্তোঽয়ং হেরম্ব-মনুরীরিতঃ ॥ ১০০

চতুর্বর্ণাত্মকো নৃণাং চতুর্বর্গ ফলপ্রদঃ।
ষড়্ দীর্ঘ-ভাজা বীজেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ ॥ ১০১

মুক্তা-কাঞ্চন-নীল-কুন্দ-ঘুসৃণ-চ্ছায়ৈস্ত্রিনেত্রান্বিতৈঃ

হস্ত সমূহের দ্বারা পাশ, অঙ্কুশ, কল্পলতা ও নিজের দন্ত বহনকারী কনক পর্বতের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট সূর্য্য মণ্ডল হইতে রত্নময় সোপান পঙ্‌ক্তি দ্বারা তর্পণ জলে আগমনকারী জলস্থ কল্পিত অম্ভোজগত সাধ্য (শিশু) মস্তকে পুষ্প দিয়া অবস্থিত গণপতিকে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রী সমৃদ্ধির জন্য বিঘ্নরাজের মস্তকে দিনাদি সমূহে শুভোদক (অমৃতরূপ জলের) দ্বারা চতুশ্চত্বারিংশৎ (৪৪) বার তর্পণ করিবেন। ৯৭-৯৮

বিধানবিৎ মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই মন্ত্রের দ্বারা অব্যবহিত পূর্বপ্রোক্ত মন্ত্র প্রকরণে কথিত প্রয়োগ সমূহ অথবা এই প্রকরণে কথিত প্রয়োগ সমূহ এই মন্ত্রের দ্বারা করিবেন। ৯৯

হেরম্ব মন্ত্র কথিত হইতেছে—বামকর্ণ (উকার) বিভূষিত বিন্দু যুক্ত পঞ্চান্তক গকার তারাদি (প্রণবাদি) হৃদয়ান্ত নমঃ অন্ত অর্থাৎ ওঁ গূং নমঃ এই মন্ত্র হেরম্ব মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১০০

চারি অক্ষরের এই মন্ত্র মনুষ্যগণের চতুর্বর্গ ফলপ্রদ। ষড়্‌দীর্ঘ যুক্ত এই মন্ত্র কথিত গং বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ১০১

বিবৃতি। এই মন্ত্রের গণক ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, হেরম্ব গণপতি দেবতা গকার বীজ ও বিন্দু শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। চতুর্বর্গ সিদ্ধিতে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। ১০১

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—মুক্তার ন্যায়, কাঞ্চনের ন্যায়, নীলের

নাগাস্যৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভম্ ।
দৃপ্তং দানমভীতি-মোদক-রদান্ টঙ্কং শিরোঽক্ষাত্মিকাং
মালাং মুদ্গরমঙ্কুশং ত্রিশিখকং দোর্ভির্দধানং ভজে ॥ ১০২

লক্ষত্রয়ং জপেন্ মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াৎ তিলৈঃ ।
তীব্রাদি-পূজিতে পীঠে দেবং হেরম্বমর্চয়েৎ ॥ ১০৩
প্রণবঃ কবচ-দ্বন্দ্বং মহাসিংহায় গাং ততঃ ।
হেরম্বেতি পদং পশ্চাদাসনায় হৃদন্বিতঃ ॥ ১০৪
অয়মাসনমন্ত্রঃ স্যাৎ প্রদদ্যাদমুনাসনম্ ।
তারাদি-বিঘ্নবীজেন মূর্তিং তস্য প্রকল্পয়েৎ ।
আবাহ্য পূজয়েৎ তস্যামঙ্গাবরণ-সংযুতম্ ॥ ১০৫
বাহ্যে লোকেশ্বরাঃ পূজ্যা বজ্রাদীনি ততঃ পরম্ ।
এবমভ্যর্চয়েন্ নিত্যং সাধয়েৎ স্বমনীষিতান্ ॥ ১০৬

ন্যায়, কুন্দের ন্যায় ও ঘুসৃণের (কুঙ্কুমের) ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ত্রিনেত্র যুক্ত ঊর্ধ্বাদি পাঁচটি হস্তি মুখের দ্বারা উপলক্ষিত, সিংহ বাহন, চন্দ্রধর, সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট, দৃপ্ত হস্ত সমূহের দ্বারা বর, অভয় মুদ্রা, মোদক, দন্ত, টঙ্ক (পরশু), মুণ্ডরূপ অক্ষমালা, মুদ্গর, অঙ্কুশ ও ত্রিশিখ (ত্রিশূল) ধারণকারী (দক্ষিণ ও বামের অধো হস্তদ্বয়ে বর ও অভয়, তাহার ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে দক্ষাদি ক্রমে মোদক, দন্ত, টঙ্ক, মুণ্ডমালা, মুদ্গর, অঙ্কুশ ও ত্রিশিখধারী) হেরম্বকে আমি ভজনা করি। ১০২

এই মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবেন। তিল সমূহের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। তীব্রাদি পূজিত পীঠে দেব হেরম্বকে অর্চনা করিবেন। ১০৩

পীঠ মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে প্রণব (ওঁ), তাহার পর কবচ দ্বয় হুং হুং, মহাসিংহায় গাং, তাহার পর হেরম্ব এই পদ বলিয়া হৃদন্বিত (নমোঽন্ত আসনায় অর্থাৎ আসনায় নমঃ বলিবেন। তাহা হইলে হয়—ওঁ হুং হুং মহাসিংহায় গাং হেরম্বাসনায় নমঃ। ১০৪

এইটি পীঠাসনের মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারা আসন দান করিবেন। তারাদি ও নমোরহিত বিঘ্ন বীজের (মূল মন্ত্রের) দ্বারা তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। সেই মূর্ত্তিতে দেবতাকে আবাহন করিয়া অঙ্গাবরণের সহিত পূজা করিবেন। ১০৫

বাহ্যে লোকেশ্বরগণকে পূজা করিবেন। তাহার পর বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের

মোদকৈর্জুহুয়াৎ ষষ্ঠ্যামষ্টম্যাং কৃশরৈস্তথা।
চতুর্দশী-দিনেঽপূপৈর্জুহুয়াদ্ বাঞ্ছিতাপ্তয়ে ॥ ১০৭

এভির্দ্রব্যৈঃ প্রজুহুয়ান্ মন্ত্রী পর্বদিনেঽপি।
সাধয়েৎ সকলান্ কামান্ প্রযত্নেনৈব সাধকঃ ॥ ১০৮

অষ্টোজং প্রথমং লিখেদ্ বসুদলং মধ্যে স্ববীজান্তরে
সাধ্যাখ্যাং বহিরঙ্গ-মন্ত্রবিলসৎ-কিঞ্জল্ক-সংশোভিতম্।
পত্রাণামুদরে বিভজ্য মুনিশো মালামনুং শেষিতান্
ষড়্‌বর্ণাংশ্চরমে দলে পরিবৃতং শক্ত্যা শকারেণ চ ॥ ১০৯

রোচনা-মদ-কাশ্মীরৈর্ভূর্জপত্রে বিলিখ্য তৎ।
বেষ্টিতং শ্বেতসূত্রেণ লোহৈস্ত্রিভিরপি ক্রমাৎ।
ধারয়েদ্ বাহুনা যন্ত্রং সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১০

পূজা করিবেন। এই প্রকারে নিত্য অর্চনা করিবেন এবং নিজের অভিলষিত বিষয় সাধন করিবেন। ১০৬

বাঞ্ছিত বিষয় প্রাপ্তির জন্য উভয় পক্ষের ষষ্ঠীতে মোদকসমূহের দ্বারা, অষ্টমীতে কৃশর সমূহের (মিশ্র তিল তণ্ডুলের) দ্বারা, এইরূপ চতুর্দশী দিনে অপূপ সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ১০৭

পর্বদিনেও (পূর্ণিমা এবং অমাবস্যাতেও) এই মোদক, কৃশর ও অপূপের দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রযত্নের সহিতই হোম করিবেন এবং সকল অভিলাষ সিদ্ধি করিবেন। ১০৮

ধারণ যন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে অষ্টদল পদ্ম লিখিবেন। অষ্টদল কর্ণিকার এই মন্ত্রের বীজ মধ্যে সাধক ও কর্ম সহিত সাধ্য নাম লিখিবেন। এই পদ্মটি কর্ণিকার বহির্ভাগে পূজাবৎ অগ্রে নেত্রক্রমে নেত্রমন্ত্রাদি অঙ্গ মন্ত্র বিলসিত কিঞ্জল্কের দ্বারা শোভিত হইবে। পত্র সমূহের মধ্যে বক্ষ্যমাণ মালামন্ত্রকে মুনিশঃ (সপ্তধা) বিভাগ করিয়া সাতটি দলে লিখিবেন। চরম অষ্টম দলে অবশিষ্ট ছয়টি বর্ণ লিখিবেন। শক্তি দ্বারা একটি আবৃত্তি এবং শকারের দ্বারা আর একটি আবৃত্তিতে পদ্মটি পরিবৃত হইবে। ১০৯

ভূর্জপত্রে গোরোচনা, গজমদ ও কাশ্মীরের দ্বারা সেই যন্ত্র লিখিয়া শ্বেত সূত্রের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ষষ্ঠ পটলোক্ত তিনটি লোহের দ্বারাও (তাম্র, রজত ও সুবর্ণের দ্বারাও) বেষ্টিত করিয়া বাহুতে ধারণ করিবেন। ইহা দ্বারা সমস্ত কামনা লাভ করিতে পারেন। ১১০

শক্ত্যঙ্কুশং ধ্রুবান্তে স্যাৎ স্ববীজং হৃদয়ং ততঃ।
সর্ববিদ্যাধিপায়ান্তে ঙেন্তং সর্বার্থ-সিদ্ধিদম্ ॥ ১১১
প্রবদেৎ সর্বদুঃখপ্র-শমনায় পদং ততঃ।
এহ্যেহি ভগবন্ সর্বা আপদঃ স্তম্ভয়-দ্বয়ম্ ॥ ১১২
ভুবনেশীং স্ববীজং গাং নতিঃ পাবক-বল্লভা।
পুনরঙ্কুশ-মায়ান্তং পঞ্চ পঞ্চাশদক্ষরঃ।
মালামন্ত্রোঽয়মমুনা প্রয়োগান্ সাধয়েৎ সুধীঃ ॥ ১১৩
তারং খড়্গীশ্বরঃ কূর্মো নিঃস্বরো শান্ত ঈরিতঃ।
ভুবে নতিঃ সপ্তবর্ণঃ সুব্রহ্মণ্যাত্মকো মনুঃ।
বহ্নিবীজেন ষড়্দীর্ঘ-যুক্তেনাঙ্গক্রিয়া মতা ॥ ১১৪

যন্ত্র লেখ্য মালামন্ত্র কথিত হইতেছে। ধ্রুবের (ওঁকারের) অন্তে শক্তিবীজ (হ্রীং) ও অঙ্কুশ বীজ (ক্রোং) হইবে। তাহার পর স্ববীজ (মন্ত্রস্থ বীজ গূং) ও হৃদয় (নমঃ) বলিবেন। তাহার পর সর্ববিদ্যাধিপায় শব্দের পরে ঙেন্ত (চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত) সর্ব্বার্থসিদ্ধিদ অর্থাৎ সর্বার্থ-সিদ্ধিদায় বলিবেন। ১১১

তাহার পর সর্বদুঃখ-প্রশমনায় পদ বলিবেন। তাহার পর এহ্যেহি ভগবন্ সর্বা আপদঃ বলিয়া স্তম্ভয় দ্বয় অর্থাৎ স্তম্ভয় স্তম্ভয় বলিবেন। ১১২

তাহার পর ভুবনেশী (হ্রীং) ও স্ববীজ (গূং) গাং নতি (নমঃ), পাবক-বল্লভা (স্বাহা) বলিয়া পুনরায় অঙ্কুশ (ক্রোং) ও মায়া (হ্রীং) বলিবেন। এই মায়া পর্য্যন্ত পঞ্চ-পঞ্চাশৎ (৫৫) অক্ষর মালামন্ত্র হয়। সেই মালামন্ত্রটী হইতেছে—ওঁ হ্রীং ক্রোং গূং নমঃ সর্ববিদ্যাধিপায় সর্বার্থসিদ্ধিদায় সর্বদুঃখ-প্রশমনায় এহ্যেহি ভগবন্ সর্বা আপদঃ স্তম্ভয় স্তম্ভয় হ্রীং গূং গাং নমঃ স্বাহা ক্রোং হ্রীং। সুধী সাধক এই মন্ত্রের দ্বারা প্রয়োগ সমূহ সাধন করিবেন। ১১৩

সুব্রহ্মণ্য মন্ত্র কথিত হইতেছে। তার (ওঁ), খড়্গীশ্বর (ব) কূর্ম (চ) নিঃস্বর (স্বরহীন) শান্ত (ত্) ভুবে ও নতি (নমঃ)। তাহা হইলে হয় ওঁ বচদ্ভুবে নমঃ। এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রটী সুব্রহ্মণ্য স্বরূপ। ষড়্দীর্ঘযুক্ত বহ্নি-বীজের (রকারের) দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস কথিত হইয়াছে। ১১৪

বিবৃতি। এই মন্ত্রের অগ্নি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সুব্রহ্মণ্য দেবতা। প্রণববীজ ও বকার শক্তি। ভয় নাশ ও সন্তানাদি কামনায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। কার্ত্তিকেয়ের অপর নাম সুব্রহ্মণ্য। ১১৪

সিন্দূরারুণ-কান্তিমিন্দু-বদনং কেয়ূর-হারাদিভি-
র্দিব্যৈরাভরণৈর্বিভূষিত-তনুং স্বর্গস্য সৌখ্যপ্রদম্।
অম্ভোজাভয়-শক্তি-কুক্কুটধরং রক্তাঙ্গরাগাংশুকং
সুব্রহ্মণ্যমুপাস্মহে প্রণমতাং ভীতি-প্রণাশোদ্যতম্ ॥ ১১৫

লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং সাজ্যেন হবিষা ততঃ।
দশাংশং জুহুয়াদন্তে ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ ॥ ১১৬
ধর্মাদি-কল্পিতে পীঠে বহ্নিমণ্ডল-পশ্চিমে।
পূজয়েদ্ বিধিনা দেবমুপচারৈর্যথোদিতৈঃ ॥ ১১৭
কেসরেষঙ্গ-পূজা স্যাৎ পত্রমধ্য-গতানিমান্।
জয়ন্তাখ্যমগ্নিবেশ্যং কৃত্তিকাপুত্র-সংজ্ঞকম্ ॥ ১১৮
অনন্তরং ভূতপতিং সেনান্যং গুহসংজ্ঞকম্।
হেমশূলং বিশালাক্ষং শক্তি-বজ্র-(শূল-) করান্ যজেৎ ॥ ১১৯
দিগ্-দলাগ্রেষু পূর্বাদি দেব-সেনাপতিং পুনঃ।
বিদ্যাং মেধাং ততো বজ্রং কোণস্থান্ শক্তি-কুক্কুটৌ ॥ ১২০

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—সিন্দূরের ন্যায় অরুণ বর্ণ, চন্দ্র বদন, কেয়ূর, হার প্রভৃতি দিব্য আভরণ সমূহের দ্বারা বিভূষিত দেহ, স্বর্গের সুখদাতা, দক্ষিণ ও বামের ঊর্ধ্ব হস্তে অম্ভোজ ও অভয়ধারী, দক্ষিণ ও বামের অধোহস্তে শক্তি ও কুক্কুটধারী রক্ত অঙ্গরাগ ও রক্ত বস্ত্রে বিভূষিত প্রণত ব্যক্তিগণের ভীতি প্রণাশে উদ্যত সুব্রহ্মণ্যকে আমরা উপাসনা করি। ১১৫

পুরশ্চরণে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর আজ্যযুক্ত হবিঃ দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। শেষে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। ১১৬

ধর্মাদি কল্পিত পীঠে বহ্নিমণ্ডল পশ্চিম অর্থাৎ বহ্নিমণ্ডল পর্যন্ত পীঠে পূজা করিবেন (পীঠ শক্তি ও পীঠের পূজা নাই) এবং বিধিপূর্বক যথোক্ত উপচারের দ্বারা দেব সুব্রহ্মণ্যকে পূজা করিবেন। ১১৭

কেসর সমূহে অঙ্গদেবতাগণের পূজা হইবে। বক্ষ্যমাণ শক্তি ও বজ্রহস্ত জয়ন্ত প্রভৃতিকে পত্র মধ্যে পূজা করিবেন। জয়ন্ত প্রভৃতি হইতেছেন—জয়ন্ত, অগ্নিবেশ্য, কৃত্তিকাপুত্র, অনন্তর ভূতপতি, সেনানী, গুহ, হেমশূল ও বিশালাক্ষ। ইঁহারা সকলেই শক্তি ও বজ্র (শূল) হস্ত। ১১৮-১১৯

পুনরায় পূর্বাদি দিক্ দলের অগ্রভাগে দেবসেনাপতি, বিদ্যা, মেধা, তাহার

ময়ূরং দীপমভ্যর্চেদ্ বাহ্যে লোকেশ্বরান্ পুনঃ।
অস্ত্রাণি তেষামন্তে স্যুঃ সুব্রহ্মণ্যার্চনেরিতা ॥ ১২১

স্বাদুভির্ভক্ষ্য-ভোজ্যাদ্যৈঃ ষষ্ঠ্যাং সংপ্রীণয়েদ্ বিভুম্।
পূজয়েদ্ দেবতাবুদ্ধ্যা কুমারান্ ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১২২

সন্তানং বিজয়ং বীর্য্যং রক্ষামায়ুঃ শ্রিয়ং যশঃ।
প্রদদ্যাৎ সাধকস্যাশু সুব্রহ্মণ্যঃ সুরার্চিতঃ ॥ ১২৩

জপ-তর্পণ-পূজাদৌ বিঘ্নেশং সর্বসিদ্ধিদম্।
প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা প্রাপ্তয়ে সর্বসম্পদাম্ ॥ ১২৪

ওঁকারমাদ্যং প্রবদন্তি সন্তো বাচঃ শ্রুতীনামপি যং গৃণন্তি।
গজাননং দেবগণানতাঙ্ঘ্রিং ভজেঽহমর্দ্ধেন্দুকৃতাবতংসম্ ॥ ১২৫

পাদারবিন্দার্চন-তৎপরাণাং সংসার-দাবানল-ভঙ্গ-দক্ষম্।
নিরন্তরং নির্গত-দান-তোয়ৈস্তং নৌমি বিঘ্নেশ্বরমম্বুদাভম্ ॥ ১২৬

পরে যন্ত্র, কোণ সমূহে শক্তি ও কুক্কুট, ময়ূর ও দীপকে অর্চনা করিবেন। পুনরায় বাহ্যে লোকপালগণকে পূজা করিবেন। তাহাদের পূজার শেষে তাহাদের অস্ত্র সমূহকে পূজা করিবেন। সুব্রহ্মণ্যের অর্চনা কথিত হইল। ১২০-১২১

ষষ্ঠীতে সুস্বাদু ভক্ষ্য ও ভোজ্যাদি দ্বারা সুব্রহ্মণ্যকে প্রীত করিবেন। ব্রহ্মচারী কুমারগণকে দেবতাবুদ্ধিতে পূজা করিবেন। ১২২

সুরার্চিত সুব্রহ্মণ্য শীঘ্র সাধকের সন্তান, বিজয়, বীর্য্য, রক্ষা, আয়ুঃ, শ্রী ও যশঃ প্রদান করেন। ১২৩

সর্ব সম্পদের প্রাপ্তির জন্য জপ, তর্পণ ও পূজাদিতে বক্ষ্যমাণ এই স্তুতি দ্বারা সর্বসিদ্ধি-প্রদ বিঘ্নেশকে স্তুতি করিবেন। ১২৪

সাধুগণ যে ওঁকারকে শ্রুতি সমূহের প্রথম, বাক্যেরও প্রথম শব্দ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলেন, দেবগণ যাঁহার পাদপদ্মে প্রণত, যিনি চন্দ্রের দ্বারা মুকুট করিয়াছেন, আমি সেই গজাননকে বন্দনা করিতেছি। ১২৫

পাদপদ্মের অর্চনায় তৎপর ব্যক্তিগণের সংসার দাবানলকে বদন নির্গত দান জলসমূহের দ্বারা শান্ত করিতে দক্ষ, আমি সেই অম্বুদাভ (মেঘবর্ণ) বিঘ্নেশ্বরকে প্রণাম করি। ১২৬

কৃতাঙ্গরাগং নবকুঙ্কুমেন মত্তালি-মালাং মদ-পঙ্ক-লগ্নাম্।
নিবারয়ন্তং নিজ-কর্ণতালৈঃ কো বিস্মরেৎ পুত্রমনঙ্গশত্রোঃ॥ ১২৭

শম্ভোর্জটাজুট-নিবাসি-গঙ্গা-জলং সমাদায় করাম্বুজেন।
লীলাভিরারাচ্ছিবমর্চয়ন্তং গজাননং ভক্তিযুতা ভজন্তি॥ ১২৮

কুমার-ভুক্তৌ পুনরাত্মহেতোঃ পয়োধরৌ পর্বতরাজ-পুত্র্যাঃ।
প্রক্ষালয়ন্তং কর-শীকরেণ মৌগ্ধ্যেন তং নাগমুখং ভজামি॥ ১২৯

ত্বয়া সমুদ্ধৃত্য গজাস্য! হস্তং যে শীকরাঃ পুষ্কর-রন্ধ্র-মুক্তাঃ।
ব্যোমাঙ্গনে তে বিচরন্তি তারাঃ
কালাত্মনা মৌক্তিক-তুল্যভাসঃ॥ ১৩০

ক্রীড়ারতে বারিনিধৌ গজাস্যে বেলামতিক্রামতি বারিপূরে।
কল্পাবসানং প্রবিচিন্ত্য দেবাঃ কৈলাসনাথং স্তুতিভিঃ স্তুবন্তি॥ ১৩১

নাগাননে নাগকৃতোত্তরীয়ে ক্রীড়ারতে দেবকুমার-সঙ্ঘৈঃ।

যিনি নবকুঙ্কুমের দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়াছেন, যিনি মদপঙ্কলগ্ন মত্ত অলিকুলকে নিজের কর্ণতাল দ্বারা নিবারণ করিতেছেন। সেই অনঙ্গশত্রু শিবের পুত্রকে কে বিস্মৃত হইতে পারে?। ১২৭

যিনি শুণ্ডাগ্রের দ্বারা শম্ভুর জটাজুট নিবাসী গঙ্গাজলকে লীলায় গ্রহণ করিয়া শিবকে অর্চনা করিতেছেন, ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণ সেই গজাননকে ভজনা করেন। ১২৮

পর্বত রাজপুত্রী পার্বতীর স্তন দ্বয় কুমার কার্ত্তিক কর্তৃক ভক্ষিত হইলে যিনি মুগ্ধভাবশতঃ নিজের ভোজনের জন্য শুণ্ড বায়ু নিঃসৃত জলবিন্দু দ্বারা প্রক্ষালন করিতেছেন, আমি সেই নাগমুখকে (হস্তিমুখকে) ভজনা করি। ১২৯

হে গজাস্য। তুমি কালরূপে হস্ত (শুণ্ড) উত্তোলন করিলে মৌক্তিক তুল্য দীপ্তিশালী যে জলবিন্দু সমূহ শুণ্ডাগ্র রন্ধ্র হইতে মুক্ত হইয়া ব্যোমাঙ্গনে বিচরণ করিতেছে। তাহারা তারা সমূহ। ১৩০

গজেন্দ্রবদন বারিনিধিতে ক্রীড়ারত হওয়ায় সমুদ্রের জল প্রবাহ বেলাভূমি অতিক্রম করিলে দেবগণ কল্পের অবসান চিন্তা করিয়া স্তুতিসমূহের দ্বারা কৈলাসনাথের স্তুতি করিতেছিলেন। ১৩১

নাগ সমূহকে উত্তরীয় করিয়া দেবকুমার সঙ্ঘের সহিত তুমি গজেন্দ্রবদন

ত্বয়ি ক্ষণং কালগতিং বিহায় তৌ প্রাপতুঃ কন্দুকতামিনেন্দূ ॥ ১৩২

মদোল্লসৎ-পঞ্চমুখৈরজস্রমধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান্।
দেবানৃষীন্ ভক্তজনৈকমিত্রং হেরম্বমর্কারুণমাশ্রয়ামি ॥ ১৩৩

পাদাম্বুজাভ্যামতিবামনাভ্যাং কৃতার্থয়ন্তং কৃপয়া ধরিত্রীম্।
অকারণং কারণমাপ্তবাচাং তং নাগবক্ত্রং ন জহাতি চেতঃ ॥ ১৩৪

যেনার্পিতং সত্যবতী-সুতায় পুরাণমালিখ্য বিষাণ-কোট্যা।
তং চন্দ্রমৌলেস্তনয়ং তপোভিরবাপ্যমানন্দঘনং ভজামি ॥ ১৩৫

পদং স্তুতীনামপদং শ্রুতীনাং লীলাবতারং পরমাত্ম-মূর্ত্তেঃ।
নাগাত্মকো বা পুরুষাত্মকো বেত্যভেদ্যমাদ্যং ভজ বিঘ্নরাজম্ ॥ ১৩৬

পাশাঙ্কুশৌ ভগ্নরদং ত্বভীষ্টং করৈর্দধানং কর-রন্ধ্রমুক্তৈঃ।
মুক্তাফলাভৈঃ পৃথু-সীকরৌঘৈঃ সিঞ্চন্তমঙ্গং শিবয়োর্ভজামি ॥ ১৩৭

ক্রীড়ারত হইলে সেই সূর্য্য ও চন্দ্র ক্ষণকালের জন্য কালের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া কন্দুকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৩২

যিনি মদের দ্বারা উল্লসিত পঞ্চ মুখের দ্বারা সর্বদা দেবগণ ও ঋষিগণ সকল আগমের অর্থসমূহ অধ্যাপনা করিতেছেন। ভক্তজনের একমাত্র মিত্র আমি সেই সূর্য্যের ন্যায় অরুণ বর্ণ হেরম্বকে আশ্রয় করি। ১৩৩

যিনি অতিবামন পাদপদ্মের দ্বারা কৃপা পূর্বক ধরিত্রীকে কৃতার্থ করেন, আপ্তবাক্য সমূহের (বেদ সমূহের) কারণ (প্রবর্ত্তয়িতা), অকারণ (কারণ রহিত) সেই গজাননকে চিত্ত ত্যাগ করিতেছে না। ১৩৪

যিনি পুরাণ (মহাভারত) লিখিয়া দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা সত্যবতী পুত্র ব্যাসকে অর্পণ করিয়াছেন, সেই চন্দ্রমৌলি শিবের পুত্র তপস্যা সমূহের দ্বারা লভ্যমান আনন্দঘন গণেশকে ভজনা করি। ১৩৫

স্তুতি সমূহের স্থান, শ্রুতি সমূহের অগোচর, পরমাত্মমূর্ত্তির লীলাবতার, পুরুষ স্বরূপ অথবা হস্তিস্বরূপ—এইরূপ ভেদের অযোগ্য, আদিভূত বিঘ্নরাজকে ভজনা কর। ১৩৬

হস্ত সমূহের দ্বারা অঙ্কুশ, ভগ্নদন্ত ও অভয়মুদ্রাধারী কর-(শুণ্ড) রন্ধ্র-মুক্ত মুক্তাফলতুল্য স্থূল জলবিন্দু সমূহের দ্বারা শিব পার্বতীর অঙ্গসিঞ্চনকারী গজাননকে আমি বন্দনা করি। ১৩৭

অনেকমেকং গজদন্ত-বক্ত্রং চৈতন্যরূপং জগদাদি-বীজম্ ।
ব্রহ্মেতি যং ব্রহ্মবিদো বদন্তি তং শম্ভুসূনুং শরণং ভজামি ॥ ১৩৮

স্বাঙ্ক-স্থিতায়া নিজ-বল্লভায়া মুখাম্বুজালোকন-লোলনেত্রম্ ।
স্মেরাননাব্জং মদবৈভবেন রুদ্ধং ভজে বিশ্ব-বিমোহনং তম্ ॥ ১৩৯

যে পূর্বমারাধ্য গজানন ! ত্বাং শাস্ত্রাণি সর্বাণি পঠন্তি তেষাম্ ।
ত্বত্তো ন চান্যৎ প্রতিপাদ্যমেভিস্তদস্তি চেৎ সর্বমসত্য-কল্পম্ ॥ ১৪০

হিরণ্যগর্ভং জগদীশিতারং কবিং পুরাণং রবি-মণ্ডলস্থম্ ।
গজাননং যং প্রবিশন্তি সন্তস্তৎকাল-যোগৈস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১৪১

বেদান্ত-গীতং পুরুষং ভজেঽহমাত্মানমানন্দঘনং হৃদিস্থম্ ।
গজাননং যন্মহসা জনানাং বিঘ্নান্ধকারো বিলয়ং প্রয়াতি ॥ ১৪২

শম্ভোঃ সমালোক্য জটাকলাপে শশাঙ্কখণ্ডং নিজপুষ্করেণ ।
স্ব-ভগ্নদন্তং প্রবিচিন্ত্য মৌগ্ধ্যাদাক্রষ্টু-কামঃ শ্রিয়মাতনোতু ॥ ১৪৩

ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে ব্রহ্ম এই বলেন, যিনি তত্ত্বত এক, ইচ্ছাবশতঃ অনেক, জগতের আদি বীজ চৈতন্যরূপ আমি সেই শম্ভুনন্দন গজদন্তবক্ত্রকে ভজনা করি। ১৩৮

নিজ ক্রোড়স্থিত নিজ বল্লভার মুখপদ্ম বিলোকনে লোলনেত্র মদবৈভবের দ্বারা ঈষৎহাস্যযুক্ত রুদ্ধ মুখপদ্ম বিশ্ববিমোহন সেই গণেশকে আমি ভজনা করি। ১৩৯

হে গজানন ! যে সমস্ত পুরুষগণ পূর্বে তোমাকে আরাধনা করিয়া সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করেন, সেই সমস্ত পুরুষগণের তোমার হইতে অন্য কিছু প্রতিপাদ্য (জ্ঞাতব্য) নাই, সেই শাস্ত্র সমূহেরও অন্য প্রতিপাদ্য নাই। এই শাস্ত্রের যদি অন্য প্রতিপাদ্য থাকে, তবে সে সমস্তই বৌদ্ধাদি শাস্ত্রবৎ অসৎ কল্প। ১৪০

সজ্জনগণ তত্তৎকাল উপস্থিত হইলে রবিমণ্ডলস্থ কবি পুরাণ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ গজাননের অবতার হিরণ্যগর্ভে প্রবেশ করেন। আমি গজাননরূপ জগদীশ্বর সেই গণেশকে আশ্রয় করি। ১৪১

যাঁহার তেজে জনগণের বিঘ্নান্ধকার বিলয় হয়, আমি সেই আমার হৃদয়স্থিত আনন্দঘন আত্মা বেদান্তগীত গজানন পুরুষকে ভজনা করি। ১৪২

যিনি শম্ভুর জটাকলাপে শশাঙ্ক খণ্ডকে মোহবশতঃ নিজের ভগ্নদন্ত মনে করিয়া নিজ শুণ্ডের দ্বারা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছুক, তিনি আমাদিগের ঐশ্বর্য বিস্তার করুন। ১৪৩

বিঘ্নার্গলানাং বিনিপাতনার্থং যং নারিকেলৈঃ কদলীফলাদ্যৈঃ।
প্রতারয়ন্তো মদ-বারণাস্যং প্রাপুর্নরোঽভীষ্টমহং ভজে তম্ ॥ ১৪৪
যজ্ঞৈরনেকৈর্বহুভিস্তপোভিরারাধ্যমাদ্যং গজরাজ-বক্ত্রম্।
স্তুত্যাঽনয়া যে বিধিনা স্তুবন্তি তে সর্বলক্ষ্মী-নিলয়া ভবন্তি ॥ ১৪৫

ইতি শ্রীশারদাতিলকে ত্রয়োদশঃ পটলঃ।

যে নরগণ বিঘ্নরূপ অর্গলের বিনাশের জন্য নারিকেল, কদলী ফল প্রভৃতির দ্বারা প্রতারণা করিয়াও অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন। আমি আমার সেই অভীষ্টকে ভজনা করি। ১৪৪

অনেক যজ্ঞ, বহু তপস্যা দ্বারা আরাধ্য আদি পুরুষ গজবক্ত্রকে যে সমস্ত মনুষ্যগণ বিধিপূর্বক এই স্তুতি দ্বারা স্তব করেন। তাঁহারা সমস্ত লক্ষ্মীর আশ্রয় হইয়া থাকেন। ১৪৫

শারদাতিলক তন্ত্রের ত্রয়োদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশঃ পটলঃ

অথোচ্যতে চন্দ্রমসোঃ মন্থঃ সর্ব-সমৃদ্ধিদঃ।
খড়্গীশস্থো ভৃগুর্বিন্দুর্মনুস্বর-সমন্বিতঃ।
সোমায় হৃদয়ান্তোঽয়ং মন্ত্রঃ প্রোক্তঃ ষড়ক্ষরঃ ॥ ১

ঋষিরুক্তো ভৃগুশ্ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিঃ সোমোঽস্য দেবতা।
দীর্ঘভাজা স্ববীজেন মনোরঙ্গক্রিয়া মতা ॥ ২

কর্পূর-স্ফটিকাবদাতমনিশং পূর্ণেন্দু-বিম্বাননং
মুক্তাদাম-বিভূষিতেন বপুষা নির্মূলয়ন্তং তমঃ।
হস্তাভ্যাং কুমুদং বরঞ্চ দধতং নীলালকোদ্‌ভাসিতং
স্বস্যাঙ্কস্থ-মৃগাঙ্কোদিতাশ্রয়-গুণং সোমং সুধাব্ধিং ভজে ॥ ৩

রসলক্ষং জপেন্‌ মন্ত্রং সাধকো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ষট্‌-সহস্রং প্রজুহুয়াৎ পায়সেন সসর্পিষা ॥ ৪

অনন্তর সর্বসমৃদ্ধি-প্রদ চন্দ্রের মন্ত্র কথিত হইতেছে। খড়্গীশস্থ-খড়্গীশ—ব, বকার-স্থ। ভৃগু—স। উহা মনুস্বর ঔ এবং বিন্দু—ং সমন্বিত হইবে। তাহাতে হয়—স্বৌং। তাহার পর সোমায়। উহা হৃদয়ান্ত (নমোঽন্ত) হইবে। তাহাতে হয়—স্বৌং সোমায় নমঃ। চন্দ্রের এই ষড়ক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ১

এই মন্ত্রের ভৃগু ঋষি, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, সোম দেবতা। (স্বৌং বীজ, আর শক্তি। অন্যত্র নমঃ শক্তি উক্ত হইয়াছে) এই মন্ত্রের ষড়্‌দীর্ঘ যুক্ত আদি বীজ দ্বারা বা ব এই বীজের দ্বারা এই মন্ত্রের অঙ্গন্যাস কথিত হইয়াছে। ২

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—সর্বদা কর্পূর ও স্ফটিকের মত শুভ্র বর্ণ, পূর্ণচন্দ্র বিম্বের ন্যায় সুন্দর বদন, মুক্তামালায় বিভূষিত দেহের দ্বারা অন্ধকার নির্মূলকারী (বিধ্বংসী), দক্ষিণ হস্তে কুমুদ ও বাম হস্তে বরমুদ্রা ধারণকারী, নীল অলকের দ্বারা উদ্ভাসিত, নিজের অঙ্কস্থ মৃগ চিহ্ন (কলঙ্ক) হইতে উৎপন্ন আশ্রয় (সেবনীয়) গুণ নীলিমা গুণবান্‌, অমৃতরূপ সুধা সাগর সোমকে আমি ভজনা করি। ৩

সাধক জিতেন্দ্রিয় হইয়া ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। সঘৃত (ঘৃত যুক্ত) পায়সের দ্বারা ছয় হাজার হোম করিবেন। ৪

সোমান্তং পূজিতে পীঠে পূজয়েদ্ রোহিণী-পতিম্ ।
অঙ্গানি কেসরেষু স্যুস্তদ্-দেব্যঃ পত্রমধ্যগাঃ ॥ ৫
রোহিণী কৃত্তিকা ভূয়ো রেবতী ভরণী পুনঃ ।
রাত্রিরার্দ্রা ততো জ্যোতিঃ কলা হার-সম-প্রভাঃ ॥ ৬
সিত-মাল্যাম্বর-ধরা মুক্তাহার-বিভূষণাঃ ।
পয়োধর-ভরাক্রান্তা রচিতাঞ্জলয়ঃ শুভাঃ ॥ ৭
বল্লভাসক্ত-মনসো মদবিভ্রম-মন্থরাঃ ।
সমভ্যর্চ্যাঃ সরোজাক্ষ্যশ্চন্দ্রবিম্ব-নিভাননাঃ ॥ ৮
আদিত্য-মঙ্গল-বুধ-মন্দ-বাক্‌পতি-রাহবঃ ।

সোম মণ্ডলান্ত পীঠমন্ত্রের দ্বারা পীঠের ও নবশক্তির পূজা পূর্বক সেই পূজিত পীঠে রোহিণীপতিকে পূজা করিবেন। কেসর সমূহে অঙ্গদেবতাগণকে পূজা করিবেন। পত্র মধ্যগত তাঁহার দেবীগণকে কেসরের বহির্ভাগে পত্রমধ্যে পূজা করিবেন। ৫

বিবৃতি। সর্বত্র পীঠ পূজায় সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্র মণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডলের পূজা হয়। সোমের পূজায় সূর্য্যমণ্ডল ও অগ্নিমণ্ডলের পূজা করিয়া শেষে সোম মণ্ডলের পূজা হইবে। তাহার পর সত্ত্বাদির পূজা করিয়া পূর্বাদিক্রমে নবশক্তির পূজা পূর্বক সোমের পূজা কর্ত্তব্য। পদার্থাদর্শে সোমের পীঠ শক্তি এইরূপ উক্ত হইয়াছে—অমৃতা, তারকা, জ্যোৎস্না, বিমলা, ব্যাপিনী, চিত্রা, কৃত্তিকা, কান্তি ও প্রবলা। পীঠমন্ত্র—ওঁ অমৃতকলাত্মনে সংবিৎ-পীঠায় তে নমঃ। পদ্মপাদাচার্য্যের মতে পীঠশক্তি হইতেছেন—রাকা, কুমুদ্বতী, নন্দা, সুধা, সঞ্জীবনী, ক্ষমা, আপ্যায়নী, চন্দ্রিকা ও হ্লাদিনী। ৫

চন্দ্রের সেই দেবীগণ হইতেছেন—রোহিণী, কৃত্তিকা, রেবতী, ভরণী, রাত্রি, আর্দ্রা, জ্যোতিঃ ও কলা। ইহারা সকলেই চন্দ্রের হারের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা। ৬

ইহারা সকলেই শুক্লমাল্যধারিণী ও শুক্লবস্ত্র পরিহিতা মুক্তাহার বিভূষিতা স্তনভারে আক্রান্তা (নম্রা) সুন্দরী অঞ্জলিবদ্ধা বল্লভের প্রতি আসক্তমনা মদবিভ্রমে মন্থরা পদ্মাক্ষী ও চন্দ্র-বিম্ব তুল্য মুখপদ্মধারিণী। ইহাদের সকলকেই পূজা করিবেন। ৭-৮

দলের অগ্রভাগে পূর্বাদি চারিদিকে ও অগ্নিকোণাদিতে আদিত্য, মঙ্গল, বুধ, মন্দ (শনৈশ্চর), বৃহস্পতি, রাহু, শুক্র ও কেতু—এই গ্রহনবকে পূজা

শুক্র-কেতু-যুতাঃ পূজ্যা দলাগ্রেষু গ্রহা ইমে ॥ ৯
স্বস্ব-বর্ণাম্বরোপেতাঃ স্বনামাদ্যর্ণ-বীজকাঃ।
রক্তারুণ-শ্বেত-নীল-পীত-ধূম্র-সিতাসিতাঃ ॥ ১০
বামোরু-ন্যস্ত-তদ্ধস্তা দক্ষিণেন ধৃতাভয়াঃ।
অম্বুজাঢ্যকরো ভানুর্দংষ্ট্রা-ভীম-মুখঃ শনিঃ ॥ ১১
রাহুর্বিকৃত-বক্ত্রঃ স্যাৎ কেতুঃ স্যাদ্ বিহিতাঞ্জলিঃ।
লোকপালাস্ততঃ পূজ্যা বজ্রাদ্যস্ত্রৈঃ সহ ক্রমাৎ।
এবং সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী সম্পদাং বসতির্ভবেৎ ॥ ১২
হৃৎপুণ্ডরীক-মধ্যস্থং তারহার-বিভূষিতম্।
তারাপতিং স্মরন্ মন্ত্রী ত্রিসহস্রং মনুং জপেৎ।
রাজ্যৈশ্বর্য্যং দরিদ্রোঽপি প্রাপ্নুয়াদ্ বৎসরান্তরে ॥ ১৩
পূর্বোক্ত-সংখ্যং প্রজপেৎ শশিনং মূর্দ্ধ্নি চিন্তয়ন্।
রোগাপমৃত্যু-দুঃখানি জিত্বা বর্ষশতং বসেৎ ॥ ১৪

করিবেন। তন্মধ্যে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের পত্রাগ্রে যথাক্রমে রবি, বুধ, গুরু ও শুক্রকে এবং আগ্নেয়াদি কোণ পত্রের অগ্রভাগে যথাক্রমে মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতুকে পূজা করিবেন। ৯

এই গ্রহগণ নিজ নিজ বর্ণের বস্ত্রের দ্বারা যুক্ত (পরিহিত)। বিন্দুযুক্ত নিজেদের নামের আদি বর্ণরূপ বীজযুক্ত। উক্ত আদিত্যাদি আটটি গ্রহের যথাক্রমে বর্ণ হইতেছে—রক্ত, অরুণ, শ্বেত, নীল, পীত, ধূম্র, সিত ও অসিত। ১০

তাঁহাদের মধ্যে সূর্য্য ও কেতু ভিন্ন অন্যান্য গ্রহগণের বাম হস্তটি বাম উরুতে ন্যস্ত, দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। রবি পদ্মহস্ত। শনি দংষ্ট্রা দ্বারা ভীষণ মুখ। ১১

রাহু বিকৃত মুখ এবং কেতু কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকেন। তাহার পর যথাক্রমে বজ্রাদি অস্ত্রের সহিত লোকপালগণকে পূজা করিবেন। এইরূপে মন্ত্রজ্ঞ সাধক সিদ্ধমন্ত্র হইয়া সম্পদের আলয় হইবেন। ১২

হৃৎপদ্মের মধ্যস্থ উজ্জ্বল মুক্তাহারে বিভূষিত নায়িকা সহিত তারাপতিকে স্মরণ করিতে করিতে মন্ত্রজ্ঞ সাধক তিন সহস্র মন্ত্র জপ করিবেন। ইহা দ্বারা দরিদ্রও বৎসরের মধ্যে রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন। ১৩

মস্তকে শশীকে চিন্তা করিতে করিতে পূর্বোক্ত সংখ্যক (৩০০০) মন্ত্র জপ

ব্রহ্মচর্য্য-রতঃ শুদ্ধশ্চতুর্লক্ষমিমং জপেৎ।
নিধানং ভূগতং সদ্যঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্ন-বর্জ্জিতঃ॥ ১৫
জিতেন্দ্রিয়ো জপেন্ মন্ত্রং পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ।
ভবেৎ সৌভাগ্য-নিলয়ঃ সম্পদামপরো নিধিঃ॥ ১৬
ঘোরান্ জ্বরান্ শিরোরোগানভিচারানুপদ্রবান্।
বিষাণামপি সংঘাতং নাশয়েন্ মনুনাঽমুনা॥ ১৭
পৌর্ণমাস্যাং নিরাহারো দদ্যাদর্ঘ্যং বিধূদয়ে।
প্রাক্-প্রত্যগায়তং কুর্য্যাদ্ ভূতলে মণ্ডলত্রয়ম্॥ ১৮
নিষণ্ণঃ পশ্চিমে মন্ত্রী মণ্ডলে বিহিতাসনে।
মধ্যস্থে স্থাপয়েৎ পশ্চাৎ পূজাদ্রব্যাণ্যশেষতঃ॥ ১৯
অন্যস্মিন্ মণ্ডলে সোমমর্চয়িত্বাঽম্বুজান্বিতে।
রাজতং চষকং তত্র স্থাপয়েৎ পুরতঃ সুধীঃ॥ ২০
গোদুগ্ধেন সমাপূর্য্য স্পৃষ্ট্বা তং প্রজপেন্ মনুম্।

করিবেন। ইহা দ্বারা রোগ, অপমৃত্যু ও দুঃখকে জয় করিয়া এক শত বৎসর বাস করিবেন। ১৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক ব্রহ্মচর্য্যে রত থাকিয়া শুদ্ধ (ত্রিকালস্নায়ী দুগ্ধপায়ী) হইয়া চারি লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন। ইহা দ্বারা বিনা যত্নেই তৎক্ষণাৎ ভূগত নিধি (অস্বামিক ধন) পাইতে পারেন। ১৫

সাধক জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিশেষতঃ পূর্ণিমাতে এই মন্ত্র জপ করিবেন। ইহা দ্বারা সৌভাগ্যের আশ্রয় হইয়া সম্পৎ সমূহের অপর ভাণ্ডার হইবেন। ১৬

এই মন্ত্রের দ্বারা ঘোর জ্বর, শিরোরোগ সমূহ, অভিচার সমূহ, উপদ্রব সমূহ ও বিষ সমূহের সঙ্ঘাতকে নাশ করাইতে পারেন। ১৭

সাধক নিরাহার হইয়া পূর্ণিমাতে চন্দ্রের উদয়ে চন্দ্রকে অর্ঘ্য দিবেন। পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ (বিস্তৃত) গোময়াদি দ্বারা ভূতলে তিনটি মণ্ডল করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক পশ্চিম মণ্ডলে বিহিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহার পর মধ্যস্থ মণ্ডলে যাবতীয় পূজা দ্রব্য স্থাপন করিবেন। সুধী সাধক পীঠাদি ন্যাস ও আত্মযোগ করিয়া পদ্মযুক্ত অন্য পূর্বমণ্ডলে সোমকে অর্চনা করিয়া সেইখানে পুরোভাগে রজত চষক স্থাপন করিবেন। ১৮-২০

বিলোমে মন্ত্র জপ করিতে করিতে গোদুগ্ধের দ্বারা সেই চষক পূর্ণ করিয়া

অষ্টোত্তরশতং পশ্চাদ্ বিদ্যামন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ২১
দদ্যাদর্ঘ্যং শশাঙ্কায় সর্ব্বকার্য্যার্থ-সিদ্ধয়ে।
অনেন বিধিনা কুর্য্যাৎ প্রতিমাসমতন্দ্রিতঃ ॥ ২২
ষণ্মাসাভ্যন্তরে সিদ্ধিং সাধকেন্দ্রঃ সমশ্নুতে।
শ্রিয়মপ্যূর্জ্জিতান্ পুত্রান্ সৌভাগ্যং পুষ্কলং যশঃ ॥ ২৩
কন্যামিষ্টামবাপ্নোতি কন্যাপি বরমাপ্নুয়াৎ।
বহুনা কিমিহোক্তেন সর্ব্বং দদ্যান্ নিশাপতিঃ ॥ ২৪
বিদ্যে ! বিদ্যামালিনি ! স্যাচ্চন্দ্রিণ্যন্তে ততো ভবেৎ।
পুনশ্চন্দ্রমুখি ! স্বাহা বিদ্যামন্ত্র উদাহৃতঃ ॥ ২৫
তারো ঘৃণির্ভৃগুঃ পশ্চাদ্ বামকর্ণ-বিভূষিতঃ।
বহ্ন্যাসনো মরুচ্ছেষঃ সনেত্রোঽত্রি-ত্য-পশ্চিমঃ।

তাহাতে কর্পূর, কুমুদ, ইন্দীবর, স্বর্ণকেতকী, নবমল্লিকা, চম্পক প্রভৃতি কোন পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া চন্দ্র মণ্ডল বা নিজ হৃদয় হইতে চন্দ্রকে আবাহন পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা চন্দ্রকে পূজা করিয়া সেই চষককে স্পর্শ করিয়া একশত আট বার সেই মন্ত্র জপ করিবেন। পরে দেশিক সর্ব কার্য্যার্থ সিদ্ধির জন্য বক্ষ্যমাণ বিদ্যামন্ত্রের দ্বারা শশাঙ্ককে অর্ঘ্য দিবেন। সাধক নিরলস হইয়া এই বিধি অনুসারে ছয় মাস অবধি প্রতিমাসে তর্পণ করিবেন। ২১-২২

সাধক শ্রেষ্ঠ ছয় মাসের মধ্যে সিদ্ধি, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, তেজস্বী পুত্রগণ, সৌভাগ্য, অভিলষিত কন্যা ও প্রচুর যশঃ লাভ করিতে পারেন। কন্যাও বর লাভ করিতে পারেন। এখানে বহু বলার প্রয়োজন নাই, নিশাপতি চন্দ্র সমস্তই দিতে পারেন। ২৩-২৪

বিদ্যামন্ত্র কথিত হইতেছে—প্রথমে বিদ্যে। বিদ্যামালিনি। হইবে। তাহার পর চন্দ্রিণি। তাহার অন্তে পুনরায় চন্দ্রমুখি। স্বাহা। তাহা হইলে মন্ত্রটি হইল—বিদ্যে। বিদ্যামালিনি। চন্দ্রিণি। চন্দ্রমুখি। স্বাহা। এই বিদ্যামন্ত্র কথিত হইয়াছে। ২৫

সূর্য্যমন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে তার (ওঁ) ও ঘৃণি। তাহার পর বামকর্ণ (ঊ) বিভূষিত ভৃগু (স) অর্থাৎ সূ। বহ্ন্যাসন বহ্নির (রকারের) আসন মরুৎ (যকার) অর্থাৎ র্য্য। তাহার পর শেষ (আকার) ও সনেত্র (ইকার যুক্ত) ত্যঃপশ্চিম অত্রি (দ) অর্থাৎ দিকারের পর ত্য অর্থাৎ দিত্য। তাহাতে

অষ্টাক্ষরো মন্ত্রঃ প্রোক্তো ভানোরভিমত-প্রদঃ ॥ ২৬
দেবনাগো[1] মুনিঃ প্রোক্তো গায়ত্রী ছন্দঃ ঈরিতম্ ।
আদিত্যো দেবতা প্রোক্তো দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদঃ ॥ ২৭
সত্যায় হৃদয়ং প্রোক্তং ব্রহ্মণে ঠিঠ ঈরিতঃ ।
বিষ্ণবে স্যাচ্ছিখা বর্ম রুদ্রায় পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৮
অগ্নয়ে নেত্রমাখ্যাতং শর্বায়াস্ত্রমুদীরিতম্ ।
তেজোজ্বালামণি হুং ফট্ স্বাহান্তাঃ পৃথগীরিতাঃ ॥ ২৯
অঙ্গমন্ত্রান্ পুনর্ন্যস্যেৎ পঞ্চ মূর্ত্তীর্যথাক্রমম্ ।

হইল—ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য। তানুর এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র বেদাদিতে (নারায়ণীয় উপনিষৎ প্রভৃতিতে) উক্ত হইয়াছে। উহা অভিমত ফলপ্রদ। ২৬

এই মন্ত্রের দেবনাগ[1] ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ (ঘৃং বীজ ও উং শক্তি) কথিত হইয়াছে। দৃষ্ট ফল ও অদৃষ্ট ফলের দাতা আদিত্য এই মন্ত্রের দেবতা। ২৭

সূর্য্যের ষড়ঙ্গন্যাস কথিত হইতেছে। সত্যায় পদের দ্বারা হৃদয় উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মণে পদের দ্বারা ঠিঠ-স্বাহা অর্থাৎ শিরঃ উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণবে পদের দ্বারা শিখা হইবে। রুদ্রায় পদের দ্বারা বর্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। অগ্নয়ে পদের দ্বারা নেত্র উক্ত হইয়াছে। শর্বায় পদের দ্বারা অস্ত্র উক্ত হইয়াছে। সত্যায় প্রভৃতি প্রত্যেকের অন্তে পৃথক্ পৃথক্ তেজোজ্বালামণি হুং ফট্ স্বাহা দিতে হইবে, ইহা উক্ত হইয়াছে। ২৮-২৯

বিবৃতি। সূর্য্যের ষড়ঙ্গন্যাসে সত্যায়, ব্রহ্মণে, বিষ্ণবে, রুদ্রায়, অগ্নয়ে ও শর্বায় এই ছয়টি পদের প্রত্যেক পদের পরে তেজোজ্বালামণি হুং ফট্ স্বাহা যোগ করিয়া অঙ্গন্যাস মন্ত্র রচনা করিতে হইবে। প্রয়োগ মন্ত্র—ওঁ সত্যায় তেজোজ্বালামণি হুং ফট্ স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ এইরূপ হইবে। কাহারও মতে সত্যাদি পদের বিভক্তির বিবক্ষা নাই। তাঁহাদের মতে প্রয়োগ মন্ত্র হইতেছে—ওঁ সত্যতেজোজ্বালামণি হুং ফট্ স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। তন্ত্রসারে তেজোজ্বালামণে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শারদাতিলক ও প্রপঞ্চসারে তেজোজ্বালামণি উক্ত হইয়াছে। (মূলের পুনঃ পদের দ্বারা অষ্টাঙ্গন্যাস সূচিত হইয়াছে।) ২৯

অষ্টাঙ্গ অক্ষরন্যাস কথিত হইতেছে। তাহার পর পুনরায় অঙ্গমন্ত্রগুলিকে অর্থাৎ মন্ত্রের ছয়টি অক্ষরকে ষড়ঙ্গন্যাস স্থানে নমোঽন্ত ছয়টী অক্ষরের ন্যাস করিয়া উদর ও পৃষ্ঠে নমোঽন্ত বর্ণদ্বয়ের ন্যাস করিবেন। তাহার পর যথাক্রমে

১। দেবনাগ—শারদাতিলক। দেবভাগ—তন্ত্রসার ও প্রপঞ্চসার।

আদিত্যং বিন্যসেন্ মূর্ধ্নি রবিং মুখগতং ন্যসেৎ ॥ ৩০

হৃদয়ে ভানুনামানং ভাস্করং গুহ্যদেশতঃ ।
সূর্য্যং চরণয়োর্ন্যস্যেদ্ স্বরৈঃ সন্ত্যাদি-পঞ্চভিঃ ॥ ৩১

প্রধান-মূর্ত্তি-প্রতিমাঃ সর্বাভরণ-ভূষিতাঃ ।
মূর্ধাস্য-কণ্ঠ-হৃদয়-কুক্ষি-নাভি-ধ্বজাঙ্ঘ্রিষু ॥ ৩২

মন্ত্রবর্ণান্ ন্যসেদষ্টৌ প্রত্যেকং প্রণবাদিকান্ ।
এবং ন্যস্ত-শরীরোঽসৌ চিন্তয়েৎ তেজসাং নিধিম্ ॥ ৩৩

রক্তাব্জ-যুগ্মাভয়-দান-হস্তং কেয়ূর-হারাঙ্গদ-কুণ্ডলাঢ্যম্ ।
মাণিক্য-মৌলিং দীননাথমীড়ে বন্ধুক-কান্তিং বিলসৎ-ত্রিনেত্রম্ ॥ ৩৪

সন্ত্যাদি (ওকারাদি বিপরীত পারিভাষিক) পঞ্চ স্বরের সহিত পঞ্চ মূর্ত্তির ন্যাস করিবেন। মস্তকে আদিত্যকে ন্যাস করিবেন। মুখে রবিকে ন্যাস করিবেন। ৩০

হৃদয়ে ভানুকে, গুহ্য দেশে ভাস্করকে এবং চরণদ্বয়ে সূর্য্যকে সন্ত্যাদি পঞ্চ স্বরের সহিত ন্যাস করিবেন। ৩১

বিবৃতি। তন্ত্রসারে অষ্টাঙ্গ ন্যাস উক্ত হয় নাই। কিন্তু শারদাতিলক ও প্রপঞ্চসারে ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহার প্রয়োগ মন্ত্র হইতেছে—হৃদয়ে—ওঁ ওঁ নমঃ। শিরে—ওঁ সূ নমঃ। শিখায়—ওঁ পি নমঃ ইত্যাদি। মূর্ত্তিন্যাসের প্রয়োগ মন্ত্র হইতেছে :—মস্তকে—ওঁ ওঁ আদিত্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ ঐং রবয়ে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ঊং ভানবে নমঃ। ইত্যাদি। ৩১

এই মূর্ত্তি সকল প্রধান মূর্ত্তি সদৃশ ও সমস্ত আভরণে ভূষিত। মস্তক, মুখ, কণ্ঠ, হৃদয়, কুক্ষি, নাভি, ধ্বজ ও অঙ্ঘ্রিদ্বয়ে আটটি মন্ত্রবর্ণের প্রত্যেক বর্ণকে প্রণবাদি করিয়া ন্যাস করিবেন। (এই মন্ত্রবর্ণ ন্যাসের পরে গ্রহন্যাসও কর্ত্তব্য)। সাধক এইরূপে ন্যস্ত শরীর হইয়া সমস্ত তেজের নিধি সূর্য্যকে ধ্যান করিবেন। ৩২-৩৩

ধ্যানের অর্থ হইতেছে—রক্ত-পদ্ম-হস্ত (বাম ও দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্তে রক্ত পদ্ম), অভয় ও দান হস্ত (বামের অধোহস্তে অভয়, দক্ষিণের অধোহস্তে বর), কেয়ূর, হার, অঙ্গদ ও কুণ্ডলে ভূষিত, মাণিক্যমৌলি, বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট উজ্জ্বল ত্রিনেত্র দীননাথকে স্তুতি করি। (ধ্যানের অনন্তর অব্জ, কমলমুদ্রা ও বিম্বমুদ্রা দেখাইতে হয়)। ৩৪

অষ্টলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং সমিদ্ভিঃ ক্ষীর-শাখিনাম্।
তৎ-সহস্রং প্রজুহুয়াৎ ক্ষীরাক্তাভির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৫

পীঠস্য কণ্ঠেঃ প্রথমং দিক্ষু মধ্যে চ সংযজেৎ।
প্রভূতং বিমলং সারং সমারাধ্যমনন্তরম্।
পরমাদি-সুখং পীঠং স্ববিম্বান্তং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩৬

দীপ্তা সূক্ষ্মা জয়া ভদ্রা বিভূতির্বিমলা পুনঃ।
অমোঘা বিদ্যুতা সর্বতোমুখী পীঠশক্তয়ঃ ॥ ৩৭

দীপ্ত-দীপ্ত-শিখাকারা বীজাণ্যাসাং বিদুঃ ক্রমাৎ।
অক্লীব-হ্রস্ব-ত্রিতয়-স্বরান্ বিন্দ্বগ্নি-সংযুতান্ ॥ ৩৮

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র আট লক্ষ জপ করিবেন। জিতেন্দ্রিয় সাধক ক্ষীরাক্ত ক্ষীরবৃক্ষ সমূহের সমিধ্ সমূহের দ্বারা আট হাজার হোম করিবেন। ৩৫

পীঠ পূজার প্রথমে আগ্নেয়াদি কোণে ও মধ্যে প্রভূত, বিমল, সার, সমারাধ্য ও পরমসুখ পর্য্যন্ত পূজা করিবেন। অনন্তর সূর্য্যমণ্ডলান্ত অর্থাৎ সোমমণ্ডল ও অগ্নিমণ্ডলের পূজা করিয়া সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিবেন। ৩৬

বিবৃতি। সমস্ত সূর্য্য মন্ত্রের পূজায় পীঠ ন্যাসে ও পীঠ পূজায় প্রথমে পদ্মে, পীঠে ও আগ্নেয়াদি কোণে প্রভূতাদি চারিজনের ন্যাস ও পূজা করিয়া আধার শক্ত্যাদির ন্যাস ও পূজা করিয়া সোমমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডলের ন্যাস ও পূজার পর সূর্য্যমণ্ডলের ন্যাস ও পূজা হইবে। তাহার পর পীঠশক্তির পূজা ও ন্যাস হইবে। কেহ কেহ বলেন—মণ্ডূকাদি বেদিকান্ত পূজা করিয়া ধর্মাদির পূর্বে প্রভূতাদি পরমসুখান্ত পাঁচ দেবতার পূজা করিয়া পরে ধর্মাদির পূজা করিবেন। কিন্তু গুরুর উপদেশানুসারে যুক্তাযুক্ত বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন। ৩৬

পীঠ শক্তি হইতেছে—দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বিদ্যুতা ও সর্বতোমুখী—এই নয়জন পীঠ শক্তি। ৩৭

ইহারা সকলেই দীপ্ত দীপশিখার তুল্য। বিন্দু (ং) ও অগ্নি (র) সংযুক্ত ক্লীব (ঋ ৠ ঌ ৡ) ভিন্ন হ্রস্বস্বর (অ ই উ) ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণগুলিকে যথাক্রমে এই সব শক্তির নয়টি বীজ জানিবেন। ৩৮

বিবৃতি। দীপ্তাদি নয়টি শক্তির নামের আগে যথাক্রমে রাং রীং রূং রেং রৈং রোং রং রঃ এই বীজগুলি যোগ করিয়া নবশক্তির ন্যাস ও পূজা করিতে হইবে। কাশীবাসীর তন্ত্রসারের অনুবাদকার বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়

বদেৎ পদং চতুর্থ্যন্তং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্।
সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ পদমনন্তরম্।
পীঠমন্ত্রোঽয়মাখ্যাতো দিনেশস্য জগৎপতেঃ॥ ৩৯

তারাদি খং খখোল্কায় মনুনা মূর্ত্তিকল্পনা।
সাক্ষিণং সর্বলোকানাং তস্যামাবাহ্য পূজয়েৎ॥ ৪০

অঙ্গানি পূজয়েদাদৌ দিক্‌পত্রেষ্বর্ক-মূর্ত্তয়ঃ।
আদিত্যাদ্যাশ্চতস্রোঽর্চ্যাঃ শক্তয়ঃ কোণ-পত্রগাঃ॥ ৪১

স্বস্ব-নামাদি-বর্ণাঃ স্যুস্তাসাং বীজান্যনুক্রমাৎ।
উষা প্রজ্ঞা প্রভা সন্ধ্যা শক্তয়ঃ পরিকীর্ত্তিতা॥ ৪২

পত্রাগ্র-সংস্থা ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পুরতোঽরুণমর্চয়েৎ।

তন্ত্রসার ধৃত শারদাতিলকের মুদ্রিত প্রমাদপাঠ "বীজন্যাসং"কে যথার্থ পাঠ মনে করিয়া এই ন্যাসকে বীজন্যাস বলিয়াছেন। উহা বীজন্যাস নহে, পীঠশক্তির ন্যাস। শারদাতিলকের প্রকৃত পাঠ হইল বীজাগ্যাসাম্। ৩৮

সর্বসূর্য্যমন্ত্র সাধারণ পীঠমন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ব্রহ্ম বিষ্ণু-শিবাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকায় বলিবেন। অনন্তর সৌরায় যোগ-পীঠায় নমঃ বলিবেন। এইটি জগৎপতি দিনেশের পীঠমন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৯

প্রণবাদি (ওঁ) আদি খং খখোল্কায় নমঃ মন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। (এইটী সূর্য্যমন্ত্রের মূর্ত্তিমন্ত্র।) সেই মূর্ত্তিতে সর্বলোকের সাক্ষী সূর্য্যকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। ৪০

কর্ণিকাতে প্রথমে অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। দিক্‌পত্র সমূহে আদিত্য, রবি, ভানু ও ভাস্কর—এই চারি সূর্য্যমূর্ত্তির ন্যাসোক্ত বীজ সহিত পূজা করিবেন। কোণ পত্রসমূহে বক্ষ্যমাণ চারি সূর্য্যশক্তির স্ব স্ব বীজ পূর্বক পূজা করিবেন। ৪১

যথাক্রমে সেই চারি শক্তির বীজ হইবে—বিন্দু যুক্ত নিজ নামের আদিবর্ণ অর্থাৎ উং পং পং সং। উষা, প্রজ্ঞা, প্রভা ও সন্ধ্যা—ইঁহারা শক্তিনামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৪২

পত্রের অগ্র সমূহে ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তির পূজা করিবেন। পুরোভাগে অরুণের পূজা করিবেন। তাহার পর দলের বহির্ভাগে স্ববীজ পূর্বক চন্দ্রাদি

চন্দ্রাদীনর্চয়েৎ পশ্চাদ্ গ্রহানষ্টৌ ততো বহিঃ।
ইন্দ্রাদীংশ্চ তদস্ত্রাণি যথাপূর্বং সমর্চয়েৎ॥ ৪৩
এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্ ভাস্করং ভক্ত-বৎসলম্।
দদ্যাদর্ঘ্যং প্রতিদিনং বারে বা তস্য চোদিতে।
প্রভাতে মণ্ডলং কৃত্বা পূর্ববৎ পীঠমর্চয়েৎ॥ ৪৪
পাত্রং তাম্রময়ং প্রস্থ-তোয়গ্রাহি মনোহরম্।
নিধায় তত্র মনুনা পূরয়েৎ তচ্ছুভোদকৈঃ॥ ৪৫
কুঙ্কুমং রোচনা-রাজী-রক্তচন্দন-বৈণবান্।
করবীর-জবা-শালি-কুশ-শ্যামাক-তণ্ডুলান্॥ ৪৬
নিক্ষিপেৎ সলিলে তস্মিন্নৈক্যং সঞ্চিন্ত্য ভানুনা।
সাঙ্গমভ্যর্চয়েৎ তস্মিন্ ভাস্করং প্রোক্ত-লক্ষণম্॥ ৪৭
গন্ধ-পুষ্পাদি-নৈবেদ্যৈর্যথাবিধি বিধানবিৎ।

আটটি গ্রহের পূর্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন। তন্মধ্যে পূর্বাদিকে চন্দ্র, বুধ, গুরু ও শুক্র এবং আগ্নেয়াদি কোণে মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতুর পূজা হইবে। দলের বহির্ভাগে সূর্য্য-পরিষদ্ভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে সূর্য্য-পরিষদ্গণেরও পূজা করিবেন। পূর্বের ন্যায় ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ও তাঁহার অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। ৪৩

এই প্রকারে প্রভাতে ভক্ত বৎসল ভাস্করকে বিধিবৎ পূজা করিয়া প্রতিদিন অর্ঘ্য দিবেন। অথবা তাঁহার বিহিত বারে (রবিবারে) অর্ঘ্য দিবেন। রক্ত চন্দনের দ্বারা মণ্ডল (বৃত্ত) করিয়া পূর্ববৎ পীঠের অর্চনা করিবেন। ৪৪

সেই মণ্ডলে প্রস্থ[1] পরিমিত জল-গ্রাহী (ধারণযোগ্য) মনোহর তাম্রময় পাত্র স্থাপন করিয়া বিলোমে পঠিত সূর্য্যমন্ত্রের দ্বারা সেই পাত্র পবিত্র নির্মল জলের দ্বারা পূর্ণ করিবেন। ৪৫

সেই জলে কুঙ্কুম, গোরোচনা, রাজী (রাই সরিষা) রক্ত চন্দন, বাঁশের বীজ, রক্ত করবীর পুষ্প, রক্তজবা, শালি, কুশাগ্র, শ্যামা ও তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবেন। সূর্য্যের সহিত নিজের ঐক্য চিন্তা করিয়া সেই জলে বিধানবিৎ সাধক যথাবিধি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা পূর্বোক্ত-লক্ষণ (পূর্বোক্ত ধ্যান সম্মত) অঙ্গের সহিত (ষড়ঙ্গ ও অষ্টাঙ্গের সহিত) সূর্য্যের

১। চারি তোলায় ১ পল। চারি পলে বা ১৬ তোলায় ১ কুড়ব। চারি কুড়বে বা চৌষট্টি তোলায় ১ প্রস্থ।

তৎ পিধায় জপেন্ মন্ত্রং সম্যগষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৪৮
পুনঃ সম্পূজ্য গন্ধাদ্যৈর্জানুভ্যামবনীং গতঃ।
আমস্তকং তদুদ্ধৃত্য ব্যোম্নি সাবরণে রবৌ ॥ ৪৯
দৃষ্টিং নিধায় বৈক্যেন মূলমন্ত্রং ত্রিধা জপন্।
দদ্যাদর্ঘ্যং দিনেশায় প্রসন্নেনান্তরাত্মনা ॥ ৫০
দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং ভূয়ো জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
যাবদর্ঘ্যামৃতং ভানুঃ সমাদত্তে নিজৈঃ করৈঃ ॥ ৫১
তেন তৃপ্তো দিনমণির্দদ্যাদস্মৈ মনোরথান্।
অর্ঘ্যদানমিদং পুংসামায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৫২
ধন-ধান্য-পশু-ক্ষেত্র-পুত্র-মিত্র-কলত্রদম্।
তেজো-বীর্য্য-যশঃ-কান্তি-বিদ্যা-বিভব-ভাগ্যদম্ ॥ ৫৩
আকাশমগ্নি-দীর্ঘেন্দু-সংযুক্তং ভুবনেশ্বরী।

পূজা করিবেন। সেই পাত্রকে আচ্ছাদন করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রাণায়াম জয় ও মন্ত্রন্যাস করিয়া একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবেন। ৪৬-৪৮

সেই জলকে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া জানুদ্বয় দ্বারা ভূমিতে অবস্থান করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত সেই অর্ঘ্যজল উত্তোলন করিয়া আকাশে ও সূর্য্যমণ্ডলে স্থিত আবরণের সহিত সূর্য্যকে দর্শন করিয়া মানস পূজা করিয়া নিজের সহিত ঐক্য চিন্তা করিয়া প্রসন্নচিত্তে ভক্তির সহিত মনে মনে তিন বার মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে মূলমন্ত্রান্তে "ভগবতে রবয়ে অর্ঘ্যং কল্পয়ামি নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবেন। ৪৯-৫০

পুনরায় দিনেশকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সেই পর্য্যন্ত অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র জপ করিবেন, যে পর্য্যন্ত ভানু নিজ হস্ত সমূহের দ্বারা অর্ঘ্যামৃত গ্রহণ করেন। ৫১

সেই অর্ঘ্যের দ্বারা দিনমণি সূর্য্য তৃপ্ত হইয়া ইহাকে অভিলষিত বিষয় সমূহ প্রদান করেন। এই অর্ঘ্যদান পুরুষগণের আয়ুঃ ও আরোগ্যের বর্দ্ধক। ৫২

এই অর্ঘ্যদান ধন, ধান্য, পশু, ক্ষেত্র, পুত্র, মিত্র, কলত্রপ্রদ ও তেজঃ, বীর্য্য, যশঃ, কান্তি, বিদ্যা, বিভব ও ভাগ্যপ্রদ। ৫৩

প্রয়োজন তিলকের মন্ত্র কথিত হইতেছে। আকাশ হ অগ্নি (র), দীর্ঘ (আ) ও ইন্দু (বিন্দু—ং) দ্বারা সংযুক্ত হইবে। তাহার পর ভুবনেশ্বরী-বীজ

সর্গান্বিতো ভৃগুর্ভানোস্ত্র্যক্ষরো মনুরীরিতঃ ॥ ৫৪

আধারাদি পদাগ্রান্তং কণ্ঠাদাধারকাবধি ।
মূর্দ্ধাদি-কণ্ঠ-পর্য্যন্তং ক্রমাদ্ বীজত্রয়ং ন্যসেৎ ।
ষড়্ দীর্ঘস্বর-যুক্তেন মধ্যেনাঙ্গানি কল্পয়েৎ ॥ ৫৫

রক্তাম্বুজাসনমশেষ-গুণৈক-সিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি ।
পদ্মদ্বয়াভয়-বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্য-মৌলিমরুণাঙ্গ-রুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥ ৫৬

ভানুলক্ষং জপেন্ মন্ত্রমন্নাজ্যেন দশাংশতঃ ।

(হ্রীং) ও সর্গান্বিত (বিসর্গ যুক্ত) ভৃগু (স) অর্থাৎ সঃ হইবে। হ্রাং হ্রীং সঃ এই ত্র্যক্ষর সূর্য্যের মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫৪

বিবৃতি। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, অথবা ভৃগু ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, তীক্ষ্ণদীধিতি সূর্য্য দেবতা, আদ্য বীজ, দ্বিতীয় শক্তি বলিয়া পদার্থাদর্শে উক্ত হইয়াছে। ৫৪

আধার হইতে পদের অগ্র পর্য্যন্ত এবং কণ্ঠ হইতে আধার পর্য্যন্ত ও মস্তক হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে তিনটি বীজকে ন্যাস করিবেন। ছয়টি দীর্ঘ স্বরযুক্ত মধ্য বীজের দ্বারা অঙ্গ সমূহের ন্যাস করিবেন। ৫৫

বিবৃতি। গ্রন্থকার করন্যাস বলিয়া অঙ্গন্যাসে নেত্রন্যাস বাদ দিয়াছেন। কিন্তু রাঘব ভট্ট এ সম্বন্ধে বিচার করিয়া হৃদয়, শিরঃ, শিখা, কবচ ও অস্ত্রের ন্যাস করিয়া পরে নেত্রন্যাস করিতে বলিয়াছেন। প্রয়োগসারেও উক্ত হইয়াছে অঙ্গুষ্ঠাদি-কনিষ্ঠান্তমঙ্গুলিষু যথাক্রমাৎ। তথা ত্রিনেত্রমন্ত্রাণি নেত্রং হস্ততলে ন্যসেৎ। নারায়ণীয় তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—তথাঙ্গুলিষু পঞ্চাঙ্গং লোচনং তলয়োর্ন্যসেৎ। ৫৫

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—রক্তপদ্মাসন (রক্ত পদ্মে আসীন), অশেষ গুণের একমাত্র সাগর, সমস্ত জগতের অধিপতি, করপদ্ম সমূহের দ্বারা দুইটি পদ্ম, বর ও অভয়মুদ্রা ধারণকারী, মাণিক্যমৌলি (মাণিক্যমণ্ডিত কিরীটধারী) অরুণাঙ্গরুচি (যাঁহার অঙ্গ রক্তবর্ণ) ত্রিনেত্র ভানুকে ভজনা করি। ৫৬

জিতেন্দ্রিয় সাধক এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন।

তিলৈর্বা মধুরাসিক্তৈর্জুহুয়াদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৭

পূর্বোক্তে পূজয়েৎ পীঠে বিধানেনাঽমুনা রবিম্ ।
প্রথমাবৃত্তিরঙ্গৈঃ স্যাৎ পরা চন্দ্রাদিভির্গ্রহৈঃ ॥ ৫৮

তৃতীয়া লোকপালৈঃ স্যাচ্ চতুর্থী স্যাৎ তদায়ুধৈঃ ।
ইতি সম্পূজ্য নির্মাল্যং তেজশ্চণ্ডায় দীয়তাম্ ।
অর্ঘ্যং প্রাগীরিতং দদ্যাদ্ ভানবে সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৯

সোঽপি রত্নং ধনং ধান্যং পুত্র-পৌত্রান্ পশূন্ যশঃ ।
বস্ত্রাণি ভূষণাদীনি দদ্যাদস্মৈ ন সংশয়ঃ ॥ ৬০

আকাশমগ্নি-পবন-সত্যান্তার্ধীশ-বিন্দুমৎ ।
মার্তণ্ড-ভৈরবং নাম বীজমেতদুদাহৃতম্ ॥ ৬১

তাহার পর অন্নযুক্ত আজ্যের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। অথবা মধুরাপ্লুত তিল সমূহের দ্বারা দশাংশ হোম করিবেন। ৫৭

পূর্বোক্ত পীঠে এই বিধানের দ্বারা সূর্য্যকে পূজা করিবেন। অঙ্গসমূহের দ্বারা প্রথম আবরণ হয়। চন্দ্রাদি গ্রহের দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ। ৫৮

বিবৃতি। দ্বিতীয় আবরণ পূজায় গ্রহগণের নামের আদিতে বিন্দুযুক্ত গ্রহগণের নিজ নিজ নামের আদিবর্ণ দিয়া গ্রহগণের পূজা করিবেন। পূর্বে চন্দ্রকে, দক্ষিণে বুধকে, পশ্চিমে বৃহস্পতিকে ও উত্তরে শুক্রকে, অগ্নিকোণে মঙ্গলকে, নৈর্ঋত কোণে শনিকে, বায়ুকোণে রাহুকে এবং ঈশান কোণে কেতুকে পূজা করিবেন। ৫৮

লোকপালগণের দ্বারা তৃতীয় আবরণ হয়। তাঁহাদের অস্ত্র সমূহের দ্বারা চতুর্থ আবরণ হয়। এইরূপে আবরণ দেবতার পূজা করিয়া সূর্য্যের গণদেবতা তেজশ্চণ্ডকে নির্মাল্য প্রদান করিবেন। সংযতেন্দ্রিয় সাধক সূর্য্যকে পূর্ব কথিত অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। ৫৯

সেই সূর্য্যও প্রীত হইয়া রত্ন, ধন, ধান্য, পুত্র, পৌত্র, পশু, যশঃ, বস্ত্র ও ভূষণ প্রভৃতি ইহাকে (সাধক পূজককে) প্রদান করেন। ইহাতে সংশয় নাই। ৬০

মার্তণ্ড ভৈরবের বীজ কথিত হইতেছে। আকাশ (হ) অগ্নি (র), পবন (য) সত্যান্ত (ঔ), অর্ধীশ (ঊ) ও বিন্দুযুক্ত হইবে। তাহাতে বীজ হইবে হ্র্যৌং। এইটি মার্তণ্ড ভৈরবের বীজনামে কথিত হইয়াছে। (এই বীজে স্বরদ্বয়ের উচ্চারণ গুরুর উপদেশ অনুসারে কর্তব্য)। ৬১

পুটিতং বিশ্ববীজেন সর্বকাম-ফলপ্রদম্ ।
টান্তং দহন-নেত্রেন্দু-সহিতং তদ্বদীরিতম্ ॥ ৬২
পঞ্চ-হ্রস্বান্ত-বীজেন পঞ্চমূর্ত্তীঃ প্রবিন্যসেৎ ।
মধ্যমাদি-কনিষ্ঠান্তমঙ্গুলীষু ক্রমাদিমাঃ ॥ ৬৩
সূর্য্যাখ্যো ভাস্করো ভানুস্ততো রবি-দিবাকরৌ ।
শিরো-বদন-হৃদ্-গুহ্য-পাদদেশে তু তাঃ পুনঃ ॥ ৬৪
দীর্ঘ-যুক্তেন বীজেন নেত্রান্তাঙ্গানি বিন্যসেৎ ।
ব্যাপকং মূলবীজেন কুর্বীত তদনন্তরম্ ॥ ৬৫

হেমাম্ভোজ-প্রবাল-প্রতিম-নিজরুচিং চারু-খট্বাঙ্গ-পদ্মৌ
চক্রং শক্তিং সপাশং সৃণিমতিরুচিরামক্ষমালাং কপালম্ ।
হস্তাম্ভোজৈর্দধানং ত্রিনয়ন-বিলসদ্-বেদবক্ত্রাভিরামং
মার্ত্তণ্ডং বল্লভার্দ্ধং মণিময়-মুকুটং হারদীপ্তং ভজামঃ ॥ ৬৬

ইহা বিশ্ববীজের দ্বারা পুটিত হইলে সর্ব্বকাম (আরোগ্য, আয়ুঃ, শ্রী, বিদ্যা, কান্তি, পুষ্টি, ধন, যশঃ, সৌভাগ্য, শক্তি, ঐশ্বর্য্য, রক্ষা, মেধা, বাক্যের মধুরতা) ফলপ্রদ হইয়া থাকে। বিশ্ববীজ হইতেছে—টান্ত (ঠ) দহন (র) নেত্র (ই) ও বিন্দু যুক্ত হইলে ঠ্রিং হয়। তাহা বিশ্ববীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬২

পঞ্চ হ্রস্ব যুক্ত আদ্যবীজের দ্বারা অর্থাৎ ঠ্রং ঠ্রিং ঠ্রুং ঠ্রেং ঠ্রোং দ্বারা যথাক্রমে এই বক্ষ্যমাণ সূর্য্যাদি পঞ্চমূর্ত্তিকে মধ্যমাদি কনিষ্ঠান্ত অর্থাৎ মধ্যমা তর্জনী, অঙ্গুষ্ঠ, অনামা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি সমূহে ন্যাস করিবেন। ৬৩

সেই পঞ্চমূর্ত্তি হইতেছেন—সূর্য্য, ভাস্কর, ভানু, তাহার পর রবি ও দিবাকর। শিরঃ, বদন, হৃদয়, গুহ্য এবং পাদদেশেও পুনরায় পঞ্চমূর্ত্তির ন্যাস করিবেন। ৬৪

ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত মার্ত্তণ্ডভৈরবের বীজের দ্বারা পূর্ববৎ নেত্রান্ত অঙ্গন্যাস করিবেন। তাহার পর মূলবীজের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিবেন। ৬৫

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—রক্ত পদ্ম ও প্রবালের ন্যায় দেহবর্ণ অর্থাৎ রক্তবর্ণ, আটটি হস্ত পদ্ম সমূহের দ্বারা দক্ষিণ ও বামের ঊর্দ্ধ্ব হস্ত দ্বয়ে সুন্দর খট্টাঙ্গ (টাঙ্গী) ও পদ্ম, দক্ষ ও বামের অধো অধোভাগে দুই দুই হস্তে চক্র ও শক্তি, পাশের সহিত সৃণি (অঙ্কুশ) অর্থাৎ পাশ ও অঙ্কুশ, অতিমনোহর অক্ষমালা ও কপালধারী, প্রতিমুখে ত্রিনয়ন, বেদবক্ত্র (চতুরানন) দয়িতার্দ্ধ

লক্ষত্রয়ং জপেন্ মন্ত্রী বীজং বিম্ব-পুটীকৃতম্ ।
দশাংশং কমলৈঃ ফুল্লৈর্জুহুয়ান্ মধুরোক্ষিতৈঃ ॥ ৬৭

পীঠে দীপ্তাদিভির্যুক্তে কর্ণিকায়ামুষাদিকাঃ ।
পূর্বাদি-দিক্ষু সম্পূজ্য মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ॥ ৬৮

আবাহ্য পূজয়েদ্ দেবং বক্ষ্যমাণ-বিধানতঃ ।
সূর্য্যাদীংশ্চতুরো দিক্ষু বিদিক্ষ্বঙ্গং সমর্চয়েৎ ॥ ৬৯

অঙ্গ-পূজা যথাপূর্বং নেত্রমীশান-দিগ্-গতম্ ।
গ্রহানষ্টৌ ততো বাহ্যে লোকপালাংস্ততঃ পরম্ ॥ ৭০

অর্ঘ্য-প্রদানং প্রযজেৎ মন্ত্রী মার্ত্তণ্ডভৈরবম্ ।
ইতি সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী সাধয়েদিষ্টমাত্মনঃ ॥ ৭১

(যাঁহার দেহের বামাংশে তারা বিরাজমানা) মণিময় মুকুটধারী হারে দীপ্ত মনোহর মার্ত্তণ্ডকে আমরা ভজনা করি । ৬৬

মন্ত্রজ্ঞ সাধক বিম্ববীজ পুটিকৃত মার্ত্তণ্ড ভৈরবের বীজকে তিন লক্ষ জপ করিবেন । তাহার পর মধুরাপ্লুত বিকশিত কমলের দ্বারা দশাংশ হোম করিবেন । ৬৭

দীপ্তাদি যুক্ত সৌরপীঠে পূর্বাদি দিগ্‌গত কর্ণিকায় উষাদিকে (উষা, প্রজ্ঞা, প্রভা ও সন্ধ্যাকে) পূজা করিয়া বিম্ববীজ পুটিত নমঃ অন্ত মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন । ৬৮

সেই মূর্ত্তিতে দেবতার আবাহন করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধানে পূজা করিবেন । পূর্বাদি দিক্ সমূহে সূর্য্য, ভাস্কর, ভানু ও রবিকে এবং বিদিক্ (কোণ) সমূহে অঙ্গকে (পঞ্চম দিবাকরকে) পূজা করিবেন । ৬৯

পূর্বের ন্যায় চতুর্থ পটলোক্ত রীতিতে অগ্নি, নির্ঋতি, বায়ু ও ঈশান কোণে অঙ্গদেবতার পূজা হইবে । ঈশাণ কোণে নেত্রকে পূজা করিবেন । ঈশান কোণে দুই অঙ্গদেবতার পূজা হইবে । তাহার পর বাহ্যে পূর্বের ন্যায় চন্দ্রাদি আটটি গ্রহের পূজা করিবেন । তাহার পর বজ্রাদি অস্ত্রের সহিত লোকপাল-গণের পূজা করিবেন । ৭০

তাহার পর এখানেও পূর্বোক্ত প্রকারে অর্ঘ্যও প্রদান করিবেন । মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই প্রকারে মার্ত্তণ্ড ভৈরবকে পূজা করিবেন । মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই প্রকারে মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া নিজের ইষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন । ৭১

শাল্যাজ্য-তিল-বিল্বানাং লক্ষ-হোমাদ্ ভবেন্ নিধিঃ।
রাজবৃক্ষ-সমুদ্ভূতৈঃ পুষ্পৈর্হোমো রমাকরঃ ॥ ৭২

জবা-কুসুম-হোমেন বশয়ত্যচিরান্ নৃপান্।
মাতুলিঙ্গ-ফলৈর্হুত্বা ধনমিষ্টং লভেত সঃ ॥ ৭৩

ইমং মন্ত্রং জপন্ মর্ত্ত্যঃ কীর্ত্তিং পুত্রান্ বলং দ্যুতিম্।
বাক্-সিদ্ধিমমিতাং লক্ষ্মীং সৌভাগ্যমপি সাধয়েৎ ॥ ৭৪

বিয়দর্দ্ধেন্দু-সহিতং তদাদিঃ স্বর্গ-সংযুতঃ।
অজপাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো ব্যক্ষরঃ সুর-পাদপঃ ॥ ৭৫

ঋষির্ব্রহ্মা স্মৃতো দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ ঈরিতম্।
দেবতা জগতামাদিঃ সংপ্রোক্তো গিরিজাপতিঃ।
হসা ষড়্দীর্ঘ-যুক্তেন কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ ॥ ৭৬

শালী, আজ্য, তিল ও বিল্ব ফলের লক্ষ হোম (প্রত্যেকের ২৫ হাজার হোম) হইতে সাধক নিধি (ধন) লাভ করিতে পারেন। রাজবৃক্ষ সমুদ্ভূত পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম রমা-(ঐশ্বর্য্য) কর। ৭২

সাধক জবাপুষ্প হোমের দ্বারা শীঘ্রই নৃপতিগণকে বশ করিতে পারেন। সেই সাধক মাতুলিঙ্গের (লেবু) ফল সমূহের দ্বারা হোম করিয়া অভিলষিত ধন লাভ করিতে পারেন। ৭৩

মানব এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে কীর্ত্তি, পুত্র, বল, কান্তি, বাক্‌সিদ্ধি, অপরিমিতা লক্ষ্মী (অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য) এবং সৌভাগ্যও লাভ করিতে পারেন। ৭৪

অজপামন্ত্র কথিত হইতেছে। বিয়ৎ (হ) অর্দ্ধেন্দু সহিত (বিন্দুযুক্ত) হইবে। তদাদি হকারাদি স বর্ণটি সর্গ (ঃ) যুক্ত হইবে। তাহা হইলে হয় হংসঃ। সুরবৃক্ষতুল্য এই ব্যক্ষর অজপামন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭৫

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি কথিত হইয়াছে। দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। জগতের আদি গিরিজাপতি দেবতা কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের হং বীজ সঃ শক্তি)। বিন্দু ও ষড়দীর্ঘ স্বরযুক্ত হ্‌স বর্ণের দ্বারা এই মন্ত্রের অঙ্গন্যাস করিবেন। ৭৬

উদ্যদ্-ভানু-স্ফুরিত-তড়িদাকারমর্দ্ধাম্বিকেশং
পাশাভীতী বরদ-পরশূ সংদধানং করাগ্রৈঃ।
দিব্যাকল্পৈর্নব-মণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং
সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু বশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্ ॥ ৭৭

ভানু-লক্ষং জপেন্ মন্ত্রং পায়সেন সসর্পিষা।
দশাংশং জুহুয়াৎ সম্যক্ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্ মনুঃ ॥ ৭৮

দীপ্তাদি-পূজিতে পীঠে প্রাগুক্তে প্রযজেদ্ বিভুম্।
মূর্ত্তিং মূলেন সঙ্কল্প্য যজেদঙ্গাদিভিঃ সহ ॥ ৭৯

ঋতং বসুং নর-বরৌ দিগ্-দলেষু বিদিক্ষ্বথ।
অর্চ্চয়েদৃতজাং গোজামজাখ্যামগ্নিজাং পুনঃ ॥ ৮০

লোকেশ্বরাংস্তদস্ত্রাণি পূজয়েদ্ দেবমন্বহম্।
অর্ঘ্যং চ বিধিবদ্ দত্তাৎ প্রাক্ প্রোক্তেনৈব বর্ত্মনা ॥ ৮১

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে। উদীয়মান সূর্য্যের ও স্ফুরিত তড়িতের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ দেহধারী অর্দ্ধনারীশ্বর (যাহার অর্দ্ধেক অম্বিকা ও অর্দ্ধেক ঈশ শিব) করপদ্ম সমূহের বামের ঊর্দ্ধহস্তে পাশ, অধোহস্তে অভয়, দক্ষিণের অধোহস্তে বর ও ঊর্দ্ধহস্তে পরশু ধারণকারী নূতন মণিময় দিব্য ভূষণে ভূষিত বিশ্বের মূল সোমাগ্নিময় দেহ ত্রিনেত্র চন্দ্রচূড় তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৭৭

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র ভানু লক্ষ (দ্বাদশ লক্ষ) জপ করিবেন। সর্পির সহিত পায়সের দ্বারা সম্যক্‌রূপে জপের দশাংশ হোম করিবেন। তাহা হইতে এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ৭৮

পূর্বপ্রোক্ত দীপ্তাদি পূজিত পীঠে মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্ত্তিতে অঙ্গাদির সহিত বিভু দেবতাকে পূজা করিবেন। ৭৯

দিগ্‌দল সমূহে অঙ্গাদির সহিত ঋত, বসু, নর ও বরকে পূজা করিবেন। অনন্তর বিদিক্‌সমূহে ঋতজা, গোজা, অজা ও অগ্নিজাকে পূজা করিবেন। পুনরায় অর্থাৎ তাহার পর দলের বাহিরে লোকপালগণ ও তাঁহাদের বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিবেন। এইরূপে প্রত্যহ দেবকে পূজা করিবেন। পূর্ব প্রোক্ত পদ্ধতিতে বিধিবৎ অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। ৮০-৮১

মন্ত্রাঢ্য-মাতৃকাম্ভোজে পূর্ণকুম্ভং নিধায় তম্।
পিধায় বাম-হস্তেন গুপ্ত-মন্ত্রেণ সংযতঃ ॥ ৮২

অষ্টোত্তর-শতং মন্ত্রং জপেৎ তোয়ং সুধাময়ম্।
স্মৃত্বা তেনাভিষিঞ্চেদ্ যং স ভবেদ্ বিগতাময়ঃ ॥ ৮৩

আয়ুরারোগ্য-বিভবানমিতান্ লভতে নরঃ।
অনেনৈব বিধানেন বিষার্ত্তো নির্বিষো ভবেৎ ॥ ৮৪

ইন্দুভ্যাং বিগলৎ-সুধা-পরিবৃতং মন্ত্রান্ত্য-বীজং ততঃ
প্রচ্যোতৎ-পরমামৃতার্দ্র-শশিনা সংসিক্তমাদ্যং স্মরন্।
মন্ত্রী মন্ত্রমিমং জপেদ্ বিষ-গদোন্মাদাপমৃত্যু-জ্বরান্।
জিত্বা বর্ষশতং বিশিষ্ট-বিভবো জীবেৎ সুখং বন্ধুভিঃ ॥ ৮৫

ব্যাহৃতি-ত্রয়মগ্নিঃ স্যাজ্ জাতবেদ ইহাবহ।
সর্ব-কর্মাণি সংভাষ্য সাধয়াঽগ্নিপ্রিয়া ততঃ ॥ ৮৬

সংযত সাধক মাতৃকাপটলোক্ত অজপামন্ত্রযুক্ত কর্ণিকাবিশিষ্ট পদ্মাপদ্মে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া বামহস্ততলে চন্দ্রমণ্ডল ধ্যান করিয়া তাহার মধ্যে মন্ত্র চিন্তা করিয়া সেই গুপ্তমন্ত্র বামহস্তের দ্বারা সেই কুম্ভ আচ্ছাদন করিয়া অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবেন। সেই জলকে সুধাময় চিন্তা করিয়া সেই জলের দ্বারা যে নর বা নারীকে অভিষেক করিবেন, সে নিরাময় হইবে। ৮২-৮৩

এই বিধানের দ্বারা মানব অপরিমিত আয়ুঃ, আরোগ্য ও বিভব লাভ করেন। এই বিধানের দ্বারাই বিষার্ত্ত ব্যক্তি নির্বিষ হয়। ৮৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক মন্ত্রের অন্ত্যবীজ সকারটি ইন্দুমণ্ডল অর্থাৎ অন্ত্যবীজ সকারগত বিসর্গের অবয়ব বিন্দুদ্বয় হইতে বিগলিত সুধা দ্বারা পরিবৃত (সিচ্যমান) এবং সেই সকার হইতে নির্গত পরমামৃত সুধারসের দ্বারা সংসিক্ত আদ্যবীজ হকারকে চিন্তা করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করিবেন। ইহা দ্বারা বিষ, গদ (রোগ), উন্মাদ, অপমৃত্যু ও জ্বরকে জয় করিয়া বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া বন্ধুবর্গের সহিত সুখে এক শত বৎসর জীবিত থাকিবেন। ৮৫

অগ্নিমন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে ব্যাহৃতি ত্রয় (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) ও অগ্নি হইবে। তাহার পর জাতবেদ ইহাবহ সর্বকর্মাণি বলিয়া সাধয় ও তাহার পর অগ্নিপ্রিয়া (স্বাহা) বলিবেন। উহা তারাদ্য (প্রণবাদি) হইবে। তাহাতে হয়

তারাদ্যোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ পঞ্চবিংশতি-বর্ণবান্ ।
ঋষির্ভৃগুর্ভবেচ্ছন্দো গায়ত্রং দেবতাঽনলঃ ॥ ৮৭
বিভক্তৈঃ পঞ্চভিঃ ষড়্ভিশ্চতুর্ভিঃ পঞ্চভিস্ত্রিভিঃ ।
দ্ব্যাভ্যামঙ্গক্রিয়া প্রোক্তা বর্ণৈর্মূলমনোঃ ক্রমাৎ ॥ ৮৮

অংসাসক্ত-সুবর্ণ-মাল্যমরুণ-স্রক্-চন্দনালঙ্কৃতং
জ্বালাপুঞ্জ-জটা-কলাপ-বিলসন্-মৌলিং সুশুক্লাংশুকম্ ।
শক্তি-স্বস্তিক-দর্ভমুষ্টিক-জপ-স্রক্-স্রুক্-স্রুবাভীবরান্
দোর্ভির্বিভ্রতমঞ্চিত-ত্রিনয়নং রক্তাভমগ্নিং ভজে ॥ ৮৯

গুরোর্লব্ধমনুর্মন্ত্রী চতুর্দশ্যামুপোষিতঃ ।
জপেদ্ ভানু-সহস্রাণি শুদ্ধাচারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯০
অমবস্যা-দিনে বিপ্রান্ ভোজয়েন্ মধুরোত্তরৈঃ ।
ভক্ষ্য-ভোজ্যৈর্যথাশক্তি দদ্যাৎ তেভ্যোঽথ দক্ষিণাম্ ॥ ৯১

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অগ্নি জাতবেদ ইহাবহ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা । এই পঞ্চবিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রটি অগ্নির মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ভৃগু ঋষি হইবেন, গায়ত্রী ছন্দঃ ও দেবতা অনল বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের প্রণব বীজ, স্বাহা শক্তি) ॥ ৮৬-৮৭

যথাক্রমে মূল মন্ত্রের বিভক্ত পাঁচটি, ছয়টি, চারিটি, পাঁচটি, তিনটি ও দুইটি বর্ণের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস কথিত হইয়াছে। ৮৮

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—স্কন্ধলগ্ন সুবর্ণ মাল্যধারী, অরুণ বর্ণ মাল্য ও চন্দনের দ্বারা অলঙ্কৃত, জ্বালাপুঞ্জ সদৃশ জটাকলাপে উজ্জ্বল মস্তক, অতিশুভ্র বস্ত্র পরিহিত হস্তসমূহের দ্বারা শক্তি, স্বস্তিক, দর্ভমুষ্টি, জপমালা, স্রুক্, স্রুব, অভয় ও বরমুদ্রাধারী (বামাদি উর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে প্রথম দুইটি আয়ুধ এবং তাহার অধস্তন বামাদি দুইটি হস্তে দর্ভমুষ্টি ও জপমালা, তাহার অধস্তন বামাদি দুইটি হস্তে অন্য দুইটি আয়ুধ)। অঞ্চিত (আকুঞ্চিত) নয়নত্রয়যুক্ত রক্তাভ অগ্নিকে ভজনা করি। ৮৯

শুদ্ধাচার জিতেন্দ্রিয় মন্ত্রজ্ঞ সাধক গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া চৈত্র কৃষ্ণা চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া বার হাজার মন্ত্র জপ করিবেন। ৯০

অমাবস্যা দিনে শর্করাদি মধুর দ্রব্যবহুল ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। অনন্তর যথাশক্তি তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিবেন। ৯১

ভুক্ত্বা (ইষ্ট্বা) স্বয়ং সমানীয় হোম-দ্রব্যাণি শোধয়েৎ।
অপরং দিনমারভ্য হোমং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৯২
ক্রমাদ্ বটসমিদ্-ব্রীহি-তিল-রাজি-হবির্ঘৃতৈঃ।
প্রত্যেকমষ্টোত্তরশতং জুহুয়াদ্ দিনশঃ সুধীঃ ॥ ৯৩
দশাহমেবং নির্বর্ত্ত্য বিধানেন বিধানবিৎ।
দত্ত্বা পূর্ণাহুতিং সম্যগেকাদশ্যাং দ্বিজোত্তমান্।
সম্পূজ্য তর্পয়েদ্ বিত্তৈর্যথাবিত্তমাদরাৎ ॥ ৯৪
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদরুণাং গাং পয়স্বিনীম্।
বাসাংসি ধন-ধান্যানি দত্ত্বা সংপ্রীণয়েৎ পুনঃ ॥ ৯৫
বহ্নিমণ্ডলান্তং প্রযজেৎ পীঠং সনব-শক্তিকম্।
পীতা শ্বেতাঽরুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীব্রা স্ফুলিঙ্গিনী।
রুচিরা জ্বালিনী প্রোক্তা কৃশানোর্নব শক্তয়ঃ ॥ ৯৬
স্ববীজেনাসনং দত্ত্বা মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ।
তত্র সম্পূজয়েদ্ বহ্নিং বিধিনা প্রোক্ত-লক্ষণম্ ॥ ৯৭

নিজে ভোজন করিয়া হোম দ্রব্য সমূহ আনিয়া শোধন করিবেন। আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর দিন (শুক্ল প্রতিপৎ) হইতে আরম্ভ করিয়া হোম করিবেন। সুধী সাধক বট সমিধ্, ব্রীহি, তিল, রাজী, হবিঃ ও ঘৃতের প্রত্যেকের দ্বারা প্রতিদিন যথাক্রমে অষ্টোত্তরশত হোম করিবেন। ৯২-৯৩

বিধানবিৎ সাধক এই বিধানে দশ দিন হোম করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া অঙ্গমূর্ত্তি, লোকপাল ও অস্ত্রসমূহের এক এক আহুতি দিয়া একাদশীতে পূর্ণাহুতি দিয়া উত্তম ব্রাহ্মণগণকে অর্ঘ্যাদি উপাচারে পূজা করিয়া বিভব অনুসারে আদরের সহিত তাঁহাদিগকে সম্যক্রূপে সন্তুষ্ট করিবেন। ৯৪

গুরুকে অরুণবর্ণ পয়স্বী গাভী দক্ষিণা দিবেন। বহু বস্ত্র ও প্রচুর ধন ধান্য দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবেন। ৯৫

নব শক্তির সহিত বহ্নিমণ্ডল পর্য্যন্ত পীঠের পূজা করিবেন। পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা ও জ্বালিনী—এই নয়টি বহ্নির শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৯৬

স্ববীজের দ্বারা অর্থাৎ রং বহ্নিযোগ-পীঠায় নমঃ এই আসন মন্ত্রে বহ্নিকে আসন দিবেন। মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। সেই মূর্ত্তিতে ষোড়শ উপচারে উক্ত ধ্যান লক্ষণাক্রান্ত বহ্নির সম্যগ্রূপে পূজা করিবেন। ৯৭

অঙ্গ-পূজাং পুরা কৃত্বা মূর্ত্তীরষ্টৌ দলেষিমাঃ।
জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহন-সংজ্ঞকঃ ॥ ৯৮

অশ্বোদরজ-সংজ্ঞোঽন্যঃ পুনর্বৈশ্বানরাহ্বয়ঃ।
কৌমারতেজাঃ স্যাদ্ বিশ্বমুখো দেবমুখঃ পরঃ ॥ ৯৯

অর্চ্যাঃ স্বস্তিক-শক্তিভ্যাং বিরাজিত-করাম্বুজাঃ।
লোকেশানর্চয়েদ্ বাহ্যে বজ্রাদ্যায়ুধ-সংযুতান্ ॥ ১০০

ইতি সম্পূজয়েন্নিত্যং জপেৎ সাগ্রং সহস্রকম্।
জায়তে বৎসরাদর্বাগ্ ধন-ধান্য-সমৃদ্ধিমান্ ॥ ১০১

সাজ্যমন্নং প্রজুহুয়াদ্ বৎসরাল্লভতে শ্রিয়ম্।
কুসুমৈর্ব্বিল্ববৃক্ষস্য দধি-ক্ষৌদ্র-ঘৃত-প্লুতৈঃ।
করবীর-প্রসূনৈর্বা মণ্ডলাৎ স্যাৎ সমৃদ্ধিমান্ ॥ ১০২

ষন্মাসং কপিলাজ্যেন জুহুয়াদ্ বৎসরান্তরে।
তস্য সংজায়তে লক্ষ্মীঃ কীর্ত্তিস্ত্রৈলোক্য-বন্দিতা ॥ ১০৩

প্রথমে অঙ্গপূজা করিয়া দল সমূহে এই বহ্নির বক্ষ্যমাণ অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিবেন। সেই অষ্ট মূর্ত্তি হইতেছেন—জাতবেদাঃ, সপ্তজিহ্ব, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজাঃ, বিশ্বমুখ, দেবমুখ, ইঁহাদের সকলের হস্তে স্বস্তিক ও শক্তির সহিত পদ্ম বিরাজিত। বাহ্যে বজ্রাদি আয়ুধ সংযুক্ত লোকপালগণকে পূজা করিবেন। ৯৮-১০০

এই প্রকারে নিত্য●ম্যকরূপে পূজা করিবেন এবং অগ্রের (আটের) সহিত সহস্র (১০০০) জপ করিবেন। ইহা দ্বারা বৎসরের মধ্যেই ধন ধান্যে সমৃদ্ধিশালী হইবেন। ১০১

বিধি অনুসারে সাজ্য অন্ন হোম করিবেন। ইহা দ্বারা বৎসরের মধ্যে শ্রী (ঐশ্বর্য্য) লাভ করিবেন। দধি, ক্ষৌদ্র (মধু) ও ঘৃতাপ্লুত বিল্ববৃক্ষের পুষ্প-সমূহের দ্বারা অথবা করবীর পুষ্প সমূহের দ্বারা বিধিপূর্বক হোম করিবেন। ইহাতে মণ্ডলের (৪৯ দিনের) মধ্যে সমৃদ্ধিমান্ হইবেন। ১০২

কপিলা ধেনুর ঘৃতের দ্বারা বিধিপূর্বক ছয় মাস হোম করিবেন। ইহা দ্বারা বৎসরের মধ্যে তাঁহার ত্রৈলোক্য-বন্দিতা কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য) উৎপন্ন হয়। ১০৩

শালিভির্জুহুয়ান্নিত্যং বিধিনাষ্টোত্তরং শতম্ ।
ব্রীহি-গো-মহিষাম্নাদ্যৈর্ভবনং তস্য পূর্য্যতে ।
তিল-হোমেন মহতীং লক্ষ্মীমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১০৪

পলাশ-বিল্ব-খদির-শমী-ক্ষীর-মহীরুহাম্ ।
বিকঙ্কতারগ্বধয়োঃ সমিদ্ভিঃ করবীরজৈঃ ॥ ১০৫

প্রসূনৈঃ কুমুদৈঃ পদ্মৈঃ কহ্লারৈররুণোৎপলৈঃ ।
জাতী-প্রসূনৈর্দূর্বাভির্নিত্যমষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১০৬

একেন জুহুয়ান্ মন্ত্রী প্রতিপৎস্বথবা সুধীঃ ।
সাধয়েদখিলান্ কামান্ ষণ্মাসান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৭

উত্তিষ্ঠ পুরুষ ব্রূয়াদ্ হরি-পিঙ্গল তৎপরম্ ।
লোহিতাক্ষপদং দেহি মে দদাপয় ঠ-দ্বয়ম্ ॥ ১০৮

নিত্য অথবা প্রতি প্রতিপৎ তিথিতে শালি সমূহের দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন। ইহাতে তাঁহার ভবন ব্রীহি, গো, মহিষ ও অন্নাদি দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। মানব তিল হোমের দ্বারা লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে। ১০৪

পলাশ, বিল্ব, খদির, শমী, ক্ষীরবৃক্ষ, বিকঙ্কত (বৈঁইচ), আরগ্বধ বৃক্ষের সমিধ্-সমূহের দ্বারা, করবীর পুষ্প, কুমুদ, পদ্ম, কহ্লার, অরুণ উৎপল, জাতি পুষ্প ও দূর্বার মধ্যে যে কোন এক একটী দ্বারা মন্ত্রী হোম করিবেন অথবা সুধী সাধক প্রতিপৎ তিথি সমূহে ছয় মাস পূর্ত্তি যাবৎ হোম করিবেন। ইহা ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত কামনা সিদ্ধি করিয়া দিবে। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১০৫-১০৭

বিবৃতি। সাতটি সমিধ্, সাতটি পুষ্প ও একটি দূর্বা—এই পনরটি দ্রব্যের এক একটি দ্রব্যের দ্বারা প্রতিপৎ হইতে পর্ব পর্য্যন্ত ছয় মাস যাবৎ প্রত্যহ অষ্টোত্তর শত হোম কর্ত্তব্য। অথবা ছয় মাস পর্য্যন্ত এক এক প্রতিপৎ তিথিতে পনরটি দ্রব্যের দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন। ১০৭

তুরগাগ্নি মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে উত্তিষ্ঠ পুরুষ বলিবেন। তাহার পর হরিপিঙ্গল, লোহিতাক্ষ পদ এবং দেহি মে দদাপয় ও ঠদ্বয় (স্বাহা) বলিবেন। তাহাতে—উত্তিষ্ঠ পুরুষ। হরিপিঙ্গল। লোহিতাক্ষ। দেহি মে দদাপয় স্বাহা—এই মন্ত্র হয়। ১০৮

চতুর্বিংশত্যক্ষরাত্মা সমৃদ্ধিমনুরীরিতঃ।
ঋষ্যাদয়ঃ পুরা প্রোক্তাঃ ষড়্-ভূত-করণৈস্ত্রিভিঃ ॥ ১০৯

চতুর্ভির্যুগলেনার্ণৈর্মূলমন্ত্র-সমুদ্ভবৈঃ।
বিদধীত ষড়ঙ্গানি জাতিযুক্তানি মন্ত্রবিৎ ॥ ১১০

স্বর্ণাশ্বত্থ-বিনির্গতং হুতবহং সিন্দূর-পুঞ্জ-প্রভং
জ্বালাভির্নিচিতাঙ্গ-রোম-নিচয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
অশ্বাকারমনর্ঘ-রত্ন-বিলসদ্-ভূষালসৎ-কন্ধরং
রত্নৈরিন্দ্রিয়-নির্গতৈর্বসুমতীমাচ্ছাদয়ন্তং স্মরেৎ ॥ ১১১

লক্ষমন্থং জপেদেনং পয়োহন্নেন সসর্পিষা।
দশাংশং জুহুয়াদ্ বহ্নৌ তুরগাগ্নি-মন্থং স্মরন্ ॥ ১১২

চতুর্বিংশতি অক্ষরের এই মন্ত্র সমৃদ্ধি মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ঋষ্যাদি পূর্বে কথিত হইয়াছে। (এই মন্ত্রের হল্‌বীজ ও স্বর শক্তি। পদ্মপাদাচার্য্যের মতে প্রণব বীজ ও স্বাহা শক্তি)। মন্ত্রবিৎ সাধক মূলমন্ত্র সমুদ্ভূত (বিভক্ত) ছয়টি, ভূত (পাঁচটি), করণ (চারিটি), তিনটি, চারিটি ও দুইটি বর্ণের দ্বারা জাতি যুক্ত ষড়ঙ্গের ন্যাস করিবেন। ১০৯-১১০

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে। স্বর্ণাশ্বত্থ হইতে বিনির্গত সিন্দূরপুঞ্জের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট জ্বালা সমূহের দ্বারা অঙ্গরোম সকল রচিত (অগ্নি শিখাগুলি তাঁহার অঙ্গলোম), কান্তিতে জগন্মোহন, অশ্বাকার, মহামূল্য রত্ন ও উজ্জ্বল অলঙ্কারে উজ্জ্বল-কন্ধর (উজ্জ্বল-গ্রীব) ইন্দ্রিয় নির্গত রত্ন সমূহের দ্বারা বসুমতীকে আচ্ছাদনকারী হুতবহ তুরগাগ্নিকে ধ্যান করিবেন। ১১১

পুরশ্চরণে এক লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন। তুরগাগ্নির মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে সংস্কৃত বহ্নিতে বিধি অনুসারে সর্পিঃ সহিত দুগ্ধান্ন দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ১১২

বিবৃতি। অপেক্ষিতার্থদ্যোতনিকাতে জপের প্রকার উক্ত হইয়াছে যে, ত্রিকাল-স্নায়ী সাধক কৃত্তিকা ও বিশাখা নক্ষত্রের মধ্যে যদি অষ্টমী বা চতুর্দশী হয়, তবে অভিজিৎ কালে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিয়া চতুস্ত্রিংশৎ অধিক তিন হাজার তিন শত (৩৩৩৪) মন্ত্র জপ করিবেন। শমীবৃক্ষ, রক্ত চন্দন বৃক্ষ ও করবীর বৃক্ষের অঙ্গত্রয়ের দ্বারা এই অগ্নির মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া মূল মন্ত্রের দ্বারা আবাহনাদি বিসর্জনান্ত কর্ম করিয়া এই পুরশ্চরণ কর্ত্তব্য। ১১২

পীঠে প্রাগীরিতেঽভ্যর্চেদ্ তদঙ্গৈর্মূর্তিভিঃ সহ।
আশাপালৈস্তদীয়াস্ত্রৈরর্চয়েদ্ হব্যবাহনম্ ॥ ১১৩
প্রাতঃস্নান-রতো মন্ত্রী সহস্রং যো জপেন্ মনুম্।
জিত্বা রোগান্ সুখং জীবেৎ শ্রিয়া বর্ষশতং নরঃ ॥ ১১৪
হৃৎ-প্রমাণে জলে স্থিত্বা ভানুমালোক্য সংযতঃ।
চতুঃসহস্রং প্রজপেন্নিত্যং সংবৎসরাবধি ॥ ১১৫
অপমৃত্যু-ভয়ং রোগ-কৃত্যা-দারিদ্র্য-সম্ভবান্।
ক্লেশান্ নির্জিত্য তেজস্বী জীবেদ্ বর্ষশতং সুধীঃ ॥ ১১৬
কৃত্তিকায়াং প্রতিপদি শালি-হোমঃ ধন-প্রদঃ।
দধ্না শমী-সমিদ্ভির্বা প্রতিপৎসু ভবেদ্ধনম্ ॥ ১১৭
ইষ্টাবাপ্তির্ভবেদাজ্যৈঃ পদ্মৈগ্রা্মমবাপ্নুয়াৎ।
(তি)তৈলৈর্জ্যোতিষ্মতীভূতে রিপুরাজ্যং জয়েন্ নরঃ ॥ ১১৮
অশ্বত্থ-সমিধো মেধীমৃতাক্তা জুহুয়ান্ নরঃ।
কন্যামিষ্টামবাপ্নোতি সাপি তং প্রাপ্নুয়াৎ পতিম্ ॥ ১১৯

অব্যবহিত পূর্বোক্ত পীঠে অগ্নির অঙ্গদেবতা, মূর্তি, দিক্‌পাল ও তাঁহাদের অস্ত্রের সহিত হব্যবাহনকে অর্চনা করিবেন। ১১৩

প্রাতঃস্নানে রত যে মন্ত্রজ্ঞ সাধক মানব সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, তিনি রোগ সমূহকে জয় করিয়া শত বৎসর ঐশ্বর্য্যের সহিত সুখে জীবিত থাকেন। ১১৪

যে মানব সংযত হইয়া হৃদয় পরিমাণ জলে দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে অবলোকন করিয়া এক বৎসর অবধি নিত্য চারি হাজার মন্ত্র জপ করেন। ১১৫

সেই তেজস্বী সাধক মানব অপমৃত্যু, ভয় এবং রোগ, কৃত্যা (অভিচার কৃত) ও দারিদ্র্য জনিত ক্লেশ সমূহকে জয় করিয়া শত বৎসর জীবিত থাকেন। ১১৬

কৃত্তিকায় প্রতিপদে শালি হোম ধনপ্রদ। প্রতিপৎ সমূহে দধির সহিত শমী বৃক্ষের সমিধ্ সমূহের দ্বারা হোম করিলে ধন হইয়া থাকে। ১১৭

আজ্য হোমের দ্বারা ইষ্ট লাভ হয়। পদ্ম সমূহের দ্বারা হোম করিয়া গ্রাম লাভ করেন। নৃপতি জ্যোতিষ্মতী দেশ জাত তিল তৈল সমূহের দ্বারা হোম করিয়া শত্রু রাজ্য জয় করেন। ১১৮

যে মানব মেধীঘৃতাক্ত অশ্বত্থ সমিধ্‌সমূহের দ্বারা হোম করিবেন, সে অভিলষিত কন্যাকে লাভ করিবে। সেই কন্যাও অভিলষিত পতিকে লাভ করে। ১১৯

শুদ্ধাজ্যেন কৃতো হোমো জ্বর-নাশ-করঃ স্মৃতঃ।
সপ্তাহং জুহুয়ান্ মন্ত্রী বন্ধুক-কুসুমৈঃ শুভৈঃ।
সাগ্রং সহস্রমচিরান্ মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে ॥ ১২০

মাসং ক্ষীরেণ গব্যেন ক্ষীরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সহস্রং জুহুয়ান্ মন্ত্রী সম্পদামধিপো ভবেৎ ॥ ১২১

আজ্যাক্ত-দূর্বা-হোমেন জীবেদ্ বর্ষশতং নরঃ।
অষ্টোত্তরশতং নিত্যং হবিষা মৃগ-মুদ্রয়া।
জুহ্বতো জায়তে লক্ষ্মীর্ধন-ধান্য-সমৃদ্ধিদা ॥ ১২২

প্রতিমাসং প্রতিপদি জুহুয়াদযুতং ঘৃতৈঃ।
শ্রীর্ভবেন্ মহতী তস্য ষন্মাসাদনপায়িনী ॥ ১২৩

অরুণৈরুৎপলৈঃ ফুল্লৈর্মধুর-ত্রয়-সংযুতৈঃ।
জুহুয়াদ্ বৎসরার্দ্ধং যঃ স ভবেদিন্দিরা-পতিঃ ॥ ১২৪

শুদ্ধ আজ্যের দ্বারা কৃত হোম জ্বরনাশ-কর কথিত হইয়াছে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক এক সপ্তাহ যাবৎ সুন্দর বন্ধুক পুষ্পের দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিবেন। ইহা দ্বারা শীঘ্র মহা ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন। ১২০

দুগ্ধাহারী জিতেন্দ্রিয় মন্ত্রজ্ঞ সাধক একমাস যাবৎ দুগ্ধের দ্বারা সহস্র হোম করিবেন। ইহা দ্বারা সম্পদের অধিপতি হইবেন। মানব ঘৃতাক্ত দূর্বা হোমের দ্বারা একশত বৎসর জীবিত থাকিবেন। ১২১

মৃগমুদ্রায়[1] নিত্য হবিঃ দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম-কারীর লক্ষ্মী ধন-ধান্য সমৃদ্ধি প্রদা হইয়া থাকেন। ১২২

প্রত্যেক মাসে প্রতিপদে ঘৃতের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। ইহা দ্বারা সেই হোম-কারীর ছয় মাসের মধ্যে অবিনশ্বর ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে। ১২৩

যে মানব মধুর ত্রয়ের দ্বারা আপ্লুত বিকশিত রক্ত উৎপলের দ্বারা বৎসরার্দ্ধ যাবৎ হোম করিবেন, তিনি ইন্দিরাপতি হইবেন। ১২৪

১। মিলিতাঙ্গুষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমাগ্রাণি যোজয়েৎ।
শিষ্টাঙ্গুল্যাদি[illegible] কুর্য্যান্ মৃগমুদ্রেয়মীরিতা ॥

অরুণাজ্যৈস্ত্রিমধ্বক্তৈর্জুহুয়াদন্বহং সুধীঃ।
সহস্রং বৎসরার্দ্ধেন ভবেদ্ ভূমি-পুরন্দরঃ ॥ ১২৫
বৎসরং জুহ্বতস্তস্য লক্ষ্মীরিন্দ্রেণ বাঞ্ছিতা।
জুহুয়াদমৃতাখণ্ডৈঃ পয়োক্তৈঃ সপ্তবাসরম্ ॥ ১২৬
ত্রিসহস্রং প্রতিদিনং মন্ত্রবিদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কৃত্যা-দ্রোহ-জ্বরোন্মাদ-রোগান্ জিত্বা নিরন্তরম্।
জীবেদ্ বর্ষশতং ভূত্বা তেজসা ভাস্কর-প্রভঃ ॥ ১২৭
করবীর-জবা-বিল্ব-পলাশ-নৃপ-ভূরুহাম্।
প্রসূনৈঃ কুমুদৈঃ ফুল্লৈঃ কুরণ্টৈর্জাতি-সম্ভবৈঃ ॥ ১২৮
পুষ্পৈর্হুত্বা ত্রিমধ্বক্তৈর্মন্ত্রী প্রতিপদং প্রতি।
প্রাপ্নুয়ান্ মহতীং লক্ষ্মীং বৎসরাদ্ বাঞ্ছিতাধিকাম্ ॥ ১২৯
আদায় তণ্ডুল-প্রস্থং নির্মলং সাধু শোধিতম্।
গোদুগ্ধেন হবিঃ কৃত্বা কবলং তেন কল্পয়েৎ ॥ ১৩০
আজ্যাক্তং তৎ সমাদায় পূজিতে হব্যবাহনে।
গন্ধ-পুষ্পাদিভিঃ সম্যগ্ জপিত্বাঽষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৩১

যে সুধী বৎসরার্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রতিদিন ত্রিমধু-যুক্ত অরুণবর্ণ আজ্যের দ্বারা সহস্র হোম করেন, তাহাতে তিনি ভূমিপতি হইবেন। এক বৎসর এইরূপ হোমকারীর ইন্দ্রের বাঞ্ছিতা লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। ১২৫

যে জিতেন্দ্রিয় মন্ত্রবিৎ সাধক সাত দিন যাবৎ প্রতিদিন তিন হাজার দুগ্ধাক্ত অমৃতাখণ্ডের (গুড়ূচী) দ্বারা হোম করেন, তিনি তেজে ভাস্করতুল্য হইয়া কৃত্যাদ্রোহ, জ্বর ও উন্মাদ রোগ সমূহকে নিরন্তর জয় করিয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকেন। ১২৬-১২৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রতি প্রতিপদে ত্রিমধু দ্বারা আপ্লুত করবীর পুষ্প, জবাপুষ্প, বিল্বপুষ্প, পলাশপুষ্প, রাজবৃক্ষের পুষ্প, বিকশিত কুমুদ পুষ্প, কুরণ্ট (ঝিণ্টি) পুষ্প সমূহের প্রত্যেকের দ্বারা এক শত হোম করিয়া বৎসরের মধ্যে বাঞ্ছিত ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন। ১২৮-১২৯

সুন্দররূপে শোধিত নির্মল তণ্ডুল প্রস্থ গ্রহণ করিয়া শুক্লবর্ণ গোদুগ্ধের দ্বারা হবিঃ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা কবল করিবেন। ১৩০

সেই আজ্যাক্ত কবলকে গ্রহণ করিয়া অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিয়া তুরগ

জুহুয়াৎ প্রতিপত্তগ্নিং ধ্যাত্বা তুরগ-বিগ্রহম্ ।
জায়তে বৎসরাদর্বাগ্ লক্ষ্মীস্ত্রৈলোক্য-মোহিনী ॥ ১৩২

মন্ত্রেণানেন সংজপ্তাং বচাং খাদেদ্ দিনাগমে ।
ভারতী নিবসেৎ তস্য মুখাম্ভোজে বিনিশ্চলা ॥ ১৩৩

অষ্টোত্তর-শতং জপ্তং জলং প্রাতঃ পিবেন্ নরঃ ।
জঠরাগ্নির্জ্বলেৎ তস্য হবিষেব হুতাশনঃ ॥ ১৩৪

কৃত্বা নব পদাত্মানং মণ্ডলং প্রাগুদীরিতম্ ।
কলশান্ নব কল্যাণান্ স্থাপয়েৎ প্রোক্ত-বর্ত্মনা ॥ ১৩৫

ক্ষীরবৃক্ষ-ত্বগুদ্ভূতৈঃ কাথৈস্তান্ পূরয়েৎ ক্রমাৎ ।
বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য নব রত্নানি নিক্ষিপেৎ ॥ ১৩৬

মধ্যে সম্পূজয়েদগ্নিং মূর্ত্তীরষ্টৌ দিশাং ক্রমাৎ ।
কুম্ভেষু গন্ধ পুষ্পাদ্যৈ-র্ধূপ-দীপৈর্মনোহরৈঃ ॥ ১৩৭

বিগ্রহ অগ্নিকে ধ্যান করিয়া প্রতিপৎ তিথিতে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজিত অগ্নিতে হোম করিবেন। ইহাতে বৎসরের মধ্যে ত্রৈলোক্য মোহকর (বিস্ময়কর) ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ১৩১-১৩২

দিন আগত হইলে অর্থাৎ দিবসে সাধক এই মন্ত্র জপ্ত বচ ভক্ষণ করিবেন। তাহাতে ভারতী তাহার মুখ পদ্মে নিশ্চলা হইয়া অবস্থান করেন। ১৩৩

যে মানব প্রাতঃ কালে অষ্টোত্তর শত মন্ত্রজপ্ত জল পান করে, তাহার জঠরাগ্নি হবি দ্বারা হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হয়। ১৩৪

পূর্ব কথিত (তৃতীয় পটলোক্ত) নবনাভ মণ্ডল করিয়া তাহাতে পূর্বোক্ত (ষষ্ঠ পটলোক্ত) রীতিতে নয়টি সুন্দর কলস স্থাপন করিবেন। ১৩৫

ক্ষীর বৃক্ষের ছালের রসের দ্বারা সেইগুলিকে ক্রমে ক্রমে পূরণ করিবেন। বস্ত্রাদি দ্বারা সেই ঘটগুলিকে অলঙ্কৃত করিয়া তাহার মধ্যে নবরত্ন নিক্ষেপ করিবেন। ১৩৬

গন্ধ, পুষ্প, মনোহর ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের দ্বারা মধ্য ঘটে অগ্নিকে পূজা করিবেন এবং ক্রমে ক্রমে আটটি দিকের কুম্ভ সমূহে আটটি মূর্ত্তিকে পূজা করিবেন। ১৩৭

স্পৃষ্ট্বা জপেৎ ততঃ কুম্ভান্ মন্ত্রমষ্টোত্তরং শতম্ ।
অভিষিঞ্চেৎ ততঃ সাধ্যং বিনীতং দত্ত-দক্ষিণম্ ॥ ১৩৮
জ্বর-গ্রহ-মহারোগ-দারিদ্র্যাদীন্ বিজিত্য সঃ ।
জীবেদ্ বর্ষশতং সম্যগভিষিক্তঃ শ্রিয়া সহ ॥ ১৩৯

ইতি শারদাতিলকে চতুর্দশঃ পটলঃ

তাহার পর কুম্ভ সমূহকে স্পর্শ করিয়া অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর দত্ত-দক্ষিণ (দক্ষিণা প্রদানকারী) সাধ্যকে (যজমানকে) অভিষিক্ত করিবেন। ১৩৮

তাহাতে সেই সাধ্য জ্বর, গ্রহ, মহারোগ ও দারিদ্র্য প্রভৃতিকে জয় করিয়া সম্যক্‌রূপে অভিষিক্ত হইয়া ঐশ্বর্যের সহিত এক শত বৎসর জীবিত থাকেন। ১৩৯

শারদাতিলক তন্ত্রের চতুর্দশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চদশঃ পটলঃ

অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রান্ বিষ্ণোঃ সর্বার্থ-সাধকান্ ।
যস্য সংস্মরণাৎ সন্তো ভবাব্ধেঃ পারমাশ্রিতাঃ ॥ ১
তারং নমঃ পদং পশ্চান্ নরৌ দীর্ঘ-সমন্বিতৌ ।
পবনো পায় মন্ত্রোঽয়ং প্রোক্তো বস্বক্ষরান্বিতঃ ॥ ২
সাধ্যনারায়ণঃ প্রোক্তো মুনিশ্ছন্দ উদাহৃতম্ ।
মন্ত্রস্য দেবী গায়ত্রী দেবতা বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ৩
ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদাখ্যাতং মহোল্কায় শিরঃ স্মৃতম্ ।
বীরোল্কায় শিখা প্রোক্তা দ্যুল্কায় কবচং স্মৃতম্ ।
সহস্রোল্কায়াঽস্ত্রমুক্তমঙ্গকৢপ্তিরিয়ং মতা ॥ ৪

অনন্তর সমস্ত অর্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের) সাধক বিষ্ণুর মহামন্ত্র সমূহ বলিব। যাঁহার সম্যক্ স্মরণ হইতে সজ্জনগণ ভবসমুদ্রের (সংসারের) পার আশ্রয় করিয়াছেন। ১

বিষ্ণুর মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। প্রথমে তার (ওঁ) পরে নমঃ পদ। তাহার পর দীর্ঘ আকারযুক্ত না ও র অর্থাৎ নারা। তাহার পর পবন (য) ও পায়। তাহাতে হইল—ওঁ নমো নারায়ণায়। অষ্ট অক্ষরযুক্ত বিষ্ণুর এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ২

এই মন্ত্রের সাধ্য নারায়ণ ঋষি ও দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। অব্যয় বিষ্ণু দেবতা। (এই মন্ত্রের প্রণব বীজ ও আয় শক্তি)। ৩

পঞ্চ অঙ্গন্যাসের মন্ত্র কথিত হইতেছে। ক্রুদ্ধোল্কায় এইটি হৃদয় মন্ত্র কথিত হইয়াছে; মহোল্কায় এইটি শিরোমন্ত্র উক্ত হইয়াছে। বীরোল্কায় এইটি শিখা মন্ত্র কথিত হইয়াছে। দ্যুল্কায় এইটি কবচ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। সহস্রোল্কায় এইটি অস্ত্র মন্ত্র কথিত হইয়াছে। এই অঙ্গকল্পনা (অঙ্গন্যাস) কথিত হইয়াছে। ৪

বিবৃতি। অঙ্গন্যাসের পূর্বে করন্যাস কর্তব্য। অঙ্গন্যাস ও করন্যাসে স্বাহান্ত জাতি হইবে বলিয়া রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে বলিয়াছেন। মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে অঙ্গন্যাসের মন্ত্র হয় ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা। কিন্তু প্রপঞ্চসার ও তন্ত্রসারকার হৃদয়াদি পদের পর কেবল জাতিযুক্ত করিয়া অঙ্গন্যাস করিতে বলিয়াছেন। ৪

ভূয়ো বর্ণৈর্মনোঃ ষড়্‌ভিঃ ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ।
অবশিষ্টৌ পুনর্বর্ণৌ বিন্যসেৎ কুক্ষি-পৃষ্ঠয়োঃ ॥ ৫

বদ্ধদিক্ চক্রমন্ত্রেণ মন্ত্রবর্ণাংস্তনৌ ন্যসেৎ।
আধারে হৃদয়ে বক্ত্রে দোঃ-পন্-মূলেষু নাসিকে ॥ ৬

কণ্ঠে নাভৌ হৃদি কূর্চে পার্শ্ব-পৃষ্ঠেষু তৎপরম্।
মূর্দ্ধাস্য-নেত্র-শ্রবণ-ঘ্রাণেষু তদনন্তরম্ ॥ ৭

দোঃ-পাদ-সন্ধ্যঙ্গুলিষু ধাতু-প্রাণেষু হৃৎ-স্থলে।
মূর্দ্ধেক্ষণাস্য-হৃৎ-কুক্ষি-সোরু-জঙ্ঘা-পদদ্বয়ে ॥ ৮

একৈকশো ন্যসেদ্ বর্ণান্ গণ্ডাংসোরু-পদেষু চ।

অষ্টাঙ্গন্যাস কথিত হইতেছে। এই মন্ত্রের ছয়টি বর্ণের দ্বারা পুনরায় ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ষড়ঙ্গবৎ ছয়টি মন্ত্রবর্ণের ন্যাস করিয়া অবশিষ্ট দুই বর্ণের পাং উদরায় নমঃ, মং পৃষ্ঠায় নমঃ এইরূপ কুক্ষি ও পৃষ্ঠে ন্যাস করিবেন। ৫

ঐশ্রীচক্রেণ বধ্নামি নমশ্চক্রায় স্বাহা—এই চক্রমন্ত্রের দ্বারা ছোটিকা বাদন করিতে দিক্‌বন্ধন করিয়া মন্ত্রবর্ণগুলিকে দেহে দশাবৃত্তিতে ন্যাস করিবেন। প্রথমা বৃত্তিতে (১) আধারে (২) হৃদয়ে (৩) বক্ত্রে (৪) দক্ষিণ বাহুমূলে (৫) বাম বাহুমূলে (৬) দক্ষিণপাদমূলে (৭) বামপাদমূলে (৮) নাসিকায়; দ্বিতীয়াবৃত্তিতে (৯) কণ্ঠে (১০) নাভিতে (১১) হৃদয়ে (১২) দক্ষিণস্তনে (১৩) বামস্তনে (১৪) দক্ষিণ পার্শ্বে (১৫) বামপার্শ্বে (১৬) পৃষ্ঠে; তাহার পর তৃতীয়াবৃত্তিতে (১৭) মস্তকে (১৮) মুখে (১৯) দক্ষিণনেত্রে (২০) বাম-নেত্রে (২১) দক্ষিণ কর্ণে (২২) বামকর্ণে (২৩) দক্ষিণ নাসাপুটে (২৪) বাম-নাসাপুটে; চতুর্থ আবৃত্তিতে (২৫-২৭) দক্ষিণ হস্তের তিনটি সন্ধিত্রয়ে (২৮-৩২) দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলিতে; পঞ্চম আবৃত্তিতে (৩৩-৩৫) বামহস্তের তিনটি সন্ধিতে (৩৬-৪০) বামহস্তের পাঁচটি অঙ্গুলিতে; ষষ্ঠ আবৃত্তিতে (৪১-৪৩) দক্ষিণ পাদের সন্ধিতে। (৪৪-৪৮) দক্ষিণ পাদের পাঁচটি অঙ্গুলিতে; সপ্তম আবৃত্তিতে (৪৯-৫১) বামপাদের সন্ধিতে, (৫২-৫৬) বামপাদের পাঁচটি অঙ্গুলিতে; অষ্টম আবৃত্তিতে (৫৭-২৪) হৃদয়স্থ সাতটি ধাতু ও প্রাণে; নবম আবৃত্তিতে (৬৫) মস্তকে (৬৬) চক্ষুতে (৬৭) মুখে (৬৮) হৃদয়ে (৬৯) কুক্ষিতে (৭০) উরুতে (৭১) জঙ্ঘাতে (৭২) পদে; দশম আবৃত্তিতে (৭৩) গণ্ডে

চক্র-শঙ্খ-গদাম্ভোজং পদেষবহিতো ন্যসেৎ ॥ ৯
অষ্টার্ণোঽষ্ট-প্রকৃত্যাত্মা জ্ঞেয়োঽসৌ চতুরাত্মনাম্।
সংযোগাৎ সূরিভিঃ প্রোক্তো বিশিষ্টো দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ১০

---

(৭৪) অংসে (৭৫) উরুতে (৭৬) পদে (৭৭) শঙ্খসমুদ্রার শঙ্খ স্থানে (৭৮) চক্রমুদ্রার চক্রস্থানে (৭৯) গদামুদ্রার গদাস্থানে (৮০) পদ্মমুদ্রার পদ্মস্থানে অবহিত হইয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রের এক একটি বর্ণকে ন্যাস করিবেন। ৮-৯

বিবৃতি। এই ন্যাসের নাম বিভূতি-পঞ্জর ন্যাস। উহা দশাবৃত্তিময়। এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে প্রণব পুটিত করিয়া ন্যাস করিবেন। যেমন-আধারে ওঁ ওঁ ওঁ নমঃ, হৃদয়ে ওঁ নং ওঁ নমঃ, বক্ত্রে ওঁ মোং ওঁ নমঃ ইত্যাদি। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে তাহাই উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক আবৃত্তির শেষে ব্যাপকন্যাস কর্তব্য বলিয়া পদ্মপাদাচার্য্য বলিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রসারে এরূপ উক্ত হয় নাই। তন্ত্রসারকার ন্যাসের স্থানগুলিও যথাযথ নির্দেশ করেন নাই। যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা শারদাতিলক তন্ত্র ও পদার্থাদর্শের বিরোধী। বঙ্গবাসী সংস্করণের তন্ত্রসারে সম্পাদক মহাশয় সংশোধনে দৃষ্টিপাত করেন নাই। অনুবাদকার অনুবাদে মহাভুল করিয়াছেন। সুধীগণ যুক্তাযুক্ত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। ৯

এই আটটি মন্ত্র বর্ণ আটটি প্রকৃতি (প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও পাঁচটি তন্মাত্র—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ তন্মাত্র) স্বরূপ জানিবেন। চতুরাত্মার (বিন্দুরূপ আত্মা, নাদরূপ অন্তরাত্মা, শক্তিরূপ পরমাত্মা ও শান্তিরূপ জ্ঞানাত্মার সংযোগে) বিশিষ্ট দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১০

বিবৃতি। আটটি মন্ত্রবর্ণ অষ্ট প্রকৃতি স্বরূপ বলায় অষ্ট তত্ত্বন্যাস কর্তব্য সূচিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব ন্যাস দুই প্রকার—সংহাররূপ ও সৃষ্টিরূপ। সংহারে অনুলোমে সৃষ্টিতে প্রতিলোমে মন্ত্র বর্ণের ন্যাস হইবে। ন্যাসের স্থান—পাদ, লিঙ্গ, হৃদয়, মুখ, মস্তক, হৃদয়, হৃদয় ও সর্বাঙ্গ। সৃষ্টিতে তত্ত্বের অনুলোম ও সংহারে তত্ত্বের প্রতিলোম হইবে। তাহাতে সংহারে তত্ত্বন্যাসের মন্ত্র হইবে,—পদদ্বয়ে—ওঁ নমঃ পরায় পৃথিব্যাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে—নং নমঃ পরায় জলাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে—মোং নমঃ পরায় তেজআত্মনে নমঃ ইত্যাদি। সৃষ্টিতে তত্ত্বন্যাসের মন্ত্র হইবে :—সর্বশরীরে যং নমঃ পরায় প্রকৃত্যাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে—ণাং নমঃ পরায় মহদাত্মনে নমঃ। চতুর্থপটলোক্ত বিন্দু, নাদ, শক্তি, শান্তিরূপ আত্ম-

অতস্তন্মন্ত্রবর্ণাদ্যা দ্বাদশ-স্বর-সংযুতাঃ।
দ্বাদশাদিত্য-সহিতা মূর্ত্তীর্দ্বাদশ বিন্যসেৎ।
কেশবাদ্যাঃ ক্রমাদ্ দেহে বক্ষ্যমাণ-বিধানতঃ॥ ১১
ললাটে কেশবং ধাত্রা কুক্ষৌ নারায়ণং পুনঃ।
অর্য্যম্না হৃদি মিত্রেণ মাধবং কণ্ঠদেশতঃ॥ ১২
বরুণেন চ গোবিন্দং পুনর্দক্ষিণ-পার্শ্বকে।
অংশুনা বিষ্ণুমংসস্থং ভগেন মধুসূদনম্॥ ১৩
গলে বিবস্বতা যুক্তং ত্রিবিক্রমমনন্তরম্।
বামপার্শ্বস্থ মিত্রেণ বামনাখ্যমথাংসকে॥ ১৪
পুষ্ণা শ্রীধর-নামানং গলে পর্য্যন্ত-সংযুক্তম্।
হৃষীকেশাহ্বয়ং পৃষ্ঠে পদ্মনাভং ততঃ পরম্।
ত্বষ্ট্রা দামোদরং পশ্চাদ্ বিষ্ণুনা কুকুদি ন্যসেৎ॥ ১৫

ভক্তৃষ্টরের শরীরে ব্যাপকরূপে ন্যাস করিতে হইবে। সেই ন্যাস মন্ত্র হইতেছে—ওঁ বিন্দুরূপাত্মনে নমঃ; ওঁ নাদরূপান্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ শক্তিরূপ-পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ শান্তিরূপ-জ্ঞানাত্মনে নমঃ। পদার্থাদর্শে তত্ত্বন্যাসের কথা থাকিলেও তন্ত্রসারে ইহার উল্লেখ নাই। কাম্য বিশেষ পূজায় এগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য। ১০

মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাস কথিত হইতেছে। যেহেতু মন্ত্র দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট, এই হেতু দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক আদি বর্ণ ক্রমে ক্রমে আদিতে দিয়া ক্লীব রহিত বিন্দুযুক্ত দ্বাদশ স্বর তাহার পর যুক্ত করিয়া দ্বাদশ আদিত্য সহিত কেশবাদি দ্বাদশ মূর্ত্তি দেহে বক্ষ্যমাণ বিধানে ক্রমে ক্রমে ন্যাস করিবেন। ১১

(১) ললাটে—ধাতার সহিত কেশবকে (২) কুক্ষিতে (নাভিভাগে)—অর্য্যমার সহিত নারায়ণকে (৩) হৃদয়ে—মিত্রের সহিত মাধবকে (৪) কণ্ঠদেশে—বরুণের সহিত গোবিন্দকে (৫) দক্ষিণ পার্শ্বে—অংশুর সহিত বিষ্ণুকে (৬) দক্ষিণ স্কন্ধে—ভগের সহিত মধুসূদনকে (৭) গ্রীবার দক্ষিণ ভাগে গলে—বিবস্বতের সহিত ত্রিবিক্রমকে (৮) অনন্তর বামপার্শ্বে—ইন্দ্রের সহিত বামনকে (৯) বাম স্কন্ধে—পূষার সহিত শ্রীধরকে (১০) গ্রীবার বামভাগে গলে—পর্য্যন্ত সংযুক্ত হৃষীকেশকে (১১) তাহার পর পৃষ্ঠে—ত্বষ্টার সহিত পদ্মনাভকে (১২) পৃষ্ঠ গত গ্রীবাভাগে ককুদি—বিষ্ণুর সহিত দামোদরকে ন্যাস করিবেন। ১২—১৫

বিবৃতি। মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাসে মন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন—ওঁ অং ধাতৃ-সহিত-কেশবায় নমঃ। অন্যে বলেন—ওঁ অং

দ্বাদশার্ণং মহামন্ত্রং ততো মূর্দ্ধ্নি প্রবিন্যসেৎ ।
পুনঃ কিরীট-মন্ত্রেণ ব্যাপকং বিন্যসেৎ ততঃ ॥ ১৬

ব্রূয়াৎ কিরীট-কেয়ূর-হারং মকর-কুণ্ডলম্ ।
শঙ্খ-চক্র-গদাম্ভোজ-হস্তং পীতাম্বরং ধরম্ ॥ ১৭

শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষোঽন্তে স্থল-শব্দমুদীরয়েৎ ।
শ্রীভূমি-সহিত-স্বাত্ম-জ্যোতির্দ্বয়মুদাহৃতম্ ॥ ১৮

পশ্চাদ্ দীপ্তি-করায়েতি সহস্রাদিত্য-তেজসে ।
নমোঽন্তঃ প্রণবাদ্যোঽয়ং কিরীটমনুরীরিতঃ ।
এবং ন্যাসং তনৌ কৃত্বা ধ্যায়েন্ নারায়ণং পরম্ ॥ ১৯

কেশব-ধাতৃভ্যাং নমঃ। অপরে বলেন—ওঁ অং কেশব-সহিত-ধাত্রে নমঃ। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ নারদীয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—বাসুদেব-মনোরেকং বর্ণং ক্লীববিবর্জিতম্। স্বরৈকং বিন্দুসংযুক্তং চতুর্থ্যা কেশবাদিকম্। তথা ধাত্রাদিকং চোক্ত্বা নমো ন্যাস উদাহৃতঃ। এই বচনানুসারে ন্যাস মন্ত্র হইবে—ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমঃ, নং আং নারায়ণায় অর্য্যম্ণে নমঃ ইত্যাদি। ১৫

তাহার পর মস্তকে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ও অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র মন্ত্র ন্যাস করিবেন। তাহার পর পুনরায় কিরীট মন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিবেন। ১৬

কিরীট মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। প্রথমে কিরীট কেয়ূর হার মকর-কুণ্ডল, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হস্ত, পীতাম্বরধর বলিবেন। তাহার পর শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃ শব্দের পর স্থল শব্দ উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর শ্রীভূমি সহিত স্বাত্ম-জ্যোতির্দ্বয় উচ্চারণ করিবেন। পরে দীপ্তি-করায় সহস্রাদিত্য-তেজসে এই বলিবেন। ইহা প্রণবাদি নমোঽন্ত হইলে কিরীট মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। দেহে এইরূপ ন্যাস করিয়া পরম পুরুষ নারায়ণকে ধ্যান করিবেন। ১৭-১৯

বিবৃতি। যদিও শ্লোকে কেয়ূরহারং এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত উক্ত হইয়াছে, তথাপি মন্ত্রে দ্বিতীয়ান্ত সমস্ত পদই সম্বোধনান্ত হইবে। মকরকুণ্ডল পদটি মকর-কুণ্ডলালঙ্কৃত হইবে। মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। পদ্মপাদাচার্য্যও ইহাই বলিয়াছেন। সুতরাং মন্ত্রটি হইবে—ওঁ কিরীট-কেয়ূর-হার। মকর-কুণ্ডলালঙ্কৃত। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হস্ত। পীতাম্বরধর। শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃ-স্থল। শ্রীভূমিসহিত-স্বাত্মজ্যোতির্দ্বয়। দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্য-তেজসে নমঃ। তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রে অন্যরূপ দেখা যায়। ১৯

উদ্যৎ-কোটি-দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী-সংশোভি-পার্শ্বদ্বয়ম্।
কোটীরাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল-ধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসচ্ছ্রীবৎস-চিহ্নং ভজে॥ ২০

বিকার-লক্ষং প্রজপেন্ মনুমেনং সমাহিতঃ।
তদ্-দশাংশং সরসিজৈর্জুহুয়ান্ মধুরাপ্লুতৈঃ॥ ২১
পীঠে সম্পূজয়েদ্ দেবং বিমলাদি-সমন্বিতে।
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা ততঃ পরম্।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানাঽনুগ্রহা নবমী তথা॥ ২২
নমো ভগবতে ব্রূয়াদ্ বিষ্ণবে চ পদং বদেৎ।
সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায়েতি বদেৎ ততঃ॥ ২৩
সর্বাত্ম-সংযোগ-পদাদ্ যোগপদ্ম-পদং পুনঃ।

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—উদীয়মান কোটি দিবাকরের আভার ন্যায় আভা (দীপ্তি) বিশিষ্ট, সর্বদা দক্ষিণের অধোহস্তে শঙ্খ, ঊর্ধ্বহস্তে পদ্ম, বামের অধোহস্তে চক্র, ঊর্ধ্বহস্তে গদাধারী, বামপার্শ্বগত লক্ষ্মী ও দক্ষিণপার্শ্বগত বসুমতী (পৃথিবী) দ্বারা পার্শ্বদ্বয় শোভিত, কোটীর-(মুকুট), অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডল ধারী, পীতাম্বর, নিজ বক্ষঃ কৌস্তুভ মণিতে উদ্দীপ্ত, শ্রীবৎস চিহ্নধারী বিশ্বের পোষক নারায়ণকে ভজনা করি। (ধ্যানের পর শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা ও আয়ুধ মুদ্রা দেখাইবেন)। ২০

পুরশ্চরণে সমাহিত হইয়া এই মন্ত্র ষোল লক্ষ জপ করিবেন। মধুরাপ্লুত সরসিজ (পদ্ম) দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ২১

বিমলাদি সমন্বিত পীঠে এই দেবতাকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবেন। বিমলাদি হইতেছেন—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, তাহার পর প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও নবমী শক্তি অনুগ্রহা। ২২

পীঠমন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। প্রথমে নমো ভগবতে বলিবেন। তাহার পর বিষ্ণবে পদ বলিবেন। তাহার পর সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় এই বলিবেন। পুনরায় সর্বাত্মসংযোগ পদের পর যোগপদ্ম পদ ও পীঠাত্মনে বলিবেন। এই মন্ত্র তারাদি (ওঁকারাদি) ও হৃদন্ত (নমঃ অন্ত) কথিত হইয়াছে। ইহাতে

পীঠাত্মনে হৃদন্তোঽয়ং মন্ত্রস্তারাদিরীরিতঃ ॥ ২৪

দত্ত্বাঽনেনাসনং মন্ত্রী মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ।
আবাহ্য পূজয়েদ্ দেবং সুগন্ধি-কুসুমাদিভিঃ ॥ ২৫

অঙ্গান্যভ্যর্চ্য মন্ত্রার্ণান্ কেশরেষু সমর্চয়েৎ ।
দলেষু বাসুদেবাদ্যা মূর্ত্তীঃ শক্তি-সমন্বিতাঃ ॥ ২৬

বাসুদেবং সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধকম্
হিম-পীত-তমালেন্দ্র-নীলাভাঃ পীতবাসসঃ ।
শঙ্খ-চক্র-গদাম্ভোজ-ধরা এতে চতুর্ভুজাঃ ॥ ২৭

শান্তিং শ্রিয়ং সরস্বত্যা রতিং কোণ-দলেষু তাঃ ।
শ্বেত-কাঞ্চন-গোদুগ্ধ-দূর্বা-বর্ণাঃ সুভূষিতাঃ ॥ ২৮

পীঠ মন্ত্রটি হয়—ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্বাত্ম-সংযোগ-যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে নমঃ। ২৩-২৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই মন্ত্রের দ্বারা আসন প্রদান করিয়া মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। সেই মূর্ত্তিতে দেবতাকে আবাহন করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের দ্বারা দেবতাকে পূজা করিবেন। ২৫

বিবৃতি। আত্ম পূজায় আসন দিয়া আসনাদি হইতে গন্ধ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া কিরীট মন্ত্রের দ্বারা পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। ২৫

চতুর্থ পটলোক্ত প্রকারে অগ্ন্যাদি কোণে ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ছয় অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া অগ্ন্যাদি কেসর সমূহে ক্রমে ক্রমে ওঁ নমঃ, নং নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মন্ত্র বর্ণ সকলকে পূজা করিবেন। পূর্বাদি দিক্ দলমধ্যে শক্তি সহিত বাসুদেবাদি মূর্ত্তিগণকে পূজা করিবেন। ২৬

বাসুদেবাদি মূর্ত্তি হইতেছেন—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। ইঁহারা যথাক্রমে হিম, পীত, তমাল ও ইন্দ্রনীলের ন্যায় আভা (বর্ণ) বিশিষ্ট, পীতবর্ণ বস্ত্র পরিহিত, চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী। ২৭

আগ্নেয়াদি কোণ দল মধ্যে শান্তি, শ্রী, সরস্বতী ও রতিকে পূজা করিবেন। তাঁহারা যথাক্রমে শ্বেত, কাঞ্চন, গোদুগ্ধ ও দূর্বাবর্ণা সুন্দর বসন ভূষণে ভূষিতা। ২৮

হেতীনর্চ্চেদ্ দলাগ্রেষু শঙ্খং চক্রং গদাম্বুজে।
কৌস্তুভং মুষলং খড়্গং বনমালাং যথাক্রমম্।
রক্তাচ্ছ-পীত-কনক-শ্যাম-কৃষ্ণাসি-পাণ্ডুরান্ ॥ ২৯

বহিরগ্রে সমভ্যর্চ্চেৎ গরুড়ং কুঙ্কুম-প্রভম্।
মুক্তা-মাণিক্য-সঙ্কাশৌ দক্ষিণোত্তরতো নিধী ॥ ৩০

ধ্বজং বরুণ-দিগ্‌ভাগে শ্যামলং পূজয়েৎ ততঃ।
অরুণং বিঘ্নমাগ্নেয়ে শ্যামমার্য্যং নিশাচরে ॥ ৩১

শ্যামাং দুর্গাং বায়ুকোণে সেনান্যং পীতমীশ্বরে।
ইন্দ্রাদীন্ পূজয়েৎ পশ্চাৎ বজ্রাদ্যায়ুধ-সংযুতান্ ॥ ৩২

ইতি সম্পূজয়েদ্ বিষ্ণুং প্রোক্তৈরাবরণৈঃ সহ।
ধর্মার্থ-কামান্ লব্ধ্বাহন্তে বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩

প্রণবো হৃদ্ ভগবতে বাসুদেবায় কীর্ত্তিতঃ।

দলের অগ্রভাগে যথাক্রমে রক্ত, অচ্ছ (স্ফটিক), পীত, কনক, শ্যাম, কৃষ্ণ, অসি ও পাণ্ডর বর্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কৌস্তুভ, মুসল, খড়্গ ও বনমালাকে পূজা করিবেন। ২৯

অষ্ট দলের বহির্ভাগে চতুরস্রের মধ্যে অগ্রে কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট গরুড়কে পূজা করিবেন। তাহার দক্ষিণ ও উত্তর দিগ্‌ভাগে যথাক্রমে মুক্তা ও মাণিক্যের সদৃশ শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধিকে পূজা করিবেন। ৩০

তাহার পর বরুণ দিগ্‌ভাগে দেবতার পৃষ্ঠদেশে শ্যামল ধ্বজকে পূজা করিবেন। অগ্নিকোণে অরুণ বর্ণ বিঘ্নকে এবং নিশাচর কোণে শ্যাম বর্ণ আর্য্যকে পূজা করিবেন। ৩১

বায়ু কোণে শ্যামবর্ণা দুর্গাকে এবং ঈশান কোণে পীতবর্ণ সেনানীকে পূজা করিবেন। তাহার পর বজ্রাদি আয়ুধ সহিত ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিবেন। ৩২

যিনি উক্ত আবরণ সমূহের সহিত এই প্রকারে বিষ্ণুকে পূজা করেন। তিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম লাভ করিয়া অন্তে (দেহাবসানে) বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করেন। ৩৩

দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে প্রণব তাহার পর হৃৎ

প্রধানো বৈষ্ণবে তন্ত্রে মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ৩৪
ঋষিঃ প্রজাপতিশ্ছন্দো গায়ত্রী পরিকীর্ত্তিতম্ ।
দেবতাঽস্য মনোঃ প্রোক্তা বাসুদেবো মনীষিভিঃ ॥ ৩৫
তারেণ হৃদয়ং প্রোক্তং নমসা শির ঈরিতম্ ।
চতুর্বর্ণৈঃ শিখা প্রোক্তা পঞ্চার্ণৈঃ কবচং মতম্ ।
সমস্তেন ভবেদস্ত্রমঙ্গ-কল্পনমীরিতম্ ॥ ৩৬
মূর্দ্ধ্নি ভালে দৃশোরাস্যে গলে দোর্দ্ধ্বয়াম্বুজে ।
কুক্ষৌ নাভৌ ধ্বজে জানু-দ্বয়ে পাদদ্বয়ে ন্যসেৎ ॥ ৩৭
বিষ্ণুং শারদ-চন্দ্রকোটি-সদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-
মম্ভোজং দধতং সিতাব্জ-নিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্ ।

(নমঃ) ভগবতে বাসুদেবায় । বৈষ্ণব তন্ত্রে এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে । ৩৪

এই মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে । এই মন্ত্রের বাসুদেব দেবতা বলিয়া মনীষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে । (এই মন্ত্রের ওঁ বীজ ও নমঃ শক্তি) । ৩৫

তারের (প্রণবের) দ্বারা হৃদয় ন্যাস, নমো দ্বারা শিরঃ ন্যাস উক্ত হইয়াছে । চারি অক্ষর ভগবতে দ্বারা শিখা ন্যাস কথিত হইয়াছে । পঞ্চাক্ষর বাসুদেবায় দ্বারা কবচ ন্যাস উক্ত হইয়াছে । সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্র ন্যাস হইবে । এইরূপ ষড়ঙ্গন্যাস কথিত হইয়াছে । ৩৬

মন্ত্রবর্ণ ন্যাস কথিত হইতেছে । মস্তকে, ললাটে, চক্ষুর্দ্বয়ে, মুখে, গলে, বাহুদ্বয়ে, হৃৎপদ্মে, কুক্ষিতে, নাভিতে, ধ্বজে, জানুদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে মন্ত্রবর্ণ সমূহকে ন্যাস করিবেন । ৩৭

বিবৃতি । বর্ণন্যাসের পর মস্তকে—ওঁ নমঃ পরায় জীবাত্মনে নমঃ ইত্যাদি-রূপে বর্ণন্যাসের স্থানে তত্ত্ব ন্যাস কর্ত্তব্য । ইহা পদার্থাদর্শে উক্ত হইয়াছে । হয়-শীর্ষ পঞ্চরাত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে । দ্বাদশ তত্ত্ব হইতেছে—জীব-প্রাণ-ধিয়শ্চিত্তং হৃৎপদ্মং সূর্য্যমণ্ডলম্ । চন্দ্রমণ্ডলমগ্নেশ্চ মণ্ডলং ষকলান্বিতম্ । বাসুদেবাদয়শ্চেতি তত্ত্বানি দ্বাদশাঽবদন্ । ৩৭

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—শরৎকালীন কোটি চন্দ্রের সদৃশ উজ্জ্বল মনোহর দক্ষিণের ঊর্দ্ধ্বাদি দুই হস্তে চক্র ও পদ্ম, বামের ঊর্দ্ধ্বাদি দুই হস্তে গদা ও শঙ্খ ধারী, শ্বেতপদ্ম নিবাসী, কান্তিতে জগন্মোহনকারী,

আবদ্ধাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল মহামৌলিং স্ফুরৎ-কঙ্কণং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভ-ধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্ ॥ ৩৮
বর্ণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং দীক্ষিতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তৎসহস্রং প্রজুহুয়াৎ তিলৈরাজ্য-পরিপ্লুতৈঃ ॥ ৩৯
পীঠে প্রাগীরিতে মূর্ত্তিং মূলমন্ত্রেণ কল্পয়েৎ।
পূজয়েদ্ বিধিনাঽনেন বাসুদেবং বিধানবিৎ ॥ ৪০
প্রথমাবৃত্তিরঙ্গৈঃ স্যাদ্ বাসুদেবাদিভিঃ পরা।
শান্ত্যাদি-শক্তি-সহিতৈঃ পরা দ্বাদশ-মূর্ত্তিভিঃ ॥ ৪১
চতুর্থী সুরনাথাদ্যৈর্বজ্রাদ্যৈঃ পঞ্চমী মতা।
এবং সম্পূজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদ্যাদিষ্টমাত্মনঃ ॥ ৪২
পায়সেন ঘৃতাক্তেন মন্ত্রবর্ণ-সহস্রকম্।
জুহুয়ান্ মনসঃ শুদ্ধ্যৈ সমিদ্ভিঃ ক্ষীর-ভূরুহাম্।
তৎসংখ্যয়া পয়োক্তাভিঃ সর্বপাপ-বিমুক্তয়ে ॥ ৪৩

অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল মহামুকুটধারী, উজ্জ্বল কঙ্কণধারী, শ্রীবৎসচিহ্নধারী, উৎকৃষ্ট কৌস্তুভমণি ধর মুনিগণ বন্দিত বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি। ৩৮

জিতেন্দ্রিয় দীক্ষিত সাধক বৈষ্ণব রীতিতে পুরশ্চরণে বর্ণ (দ্বাদশ) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। আজ্য-পরিপ্লুত তিলের দ্বারা দ্বাদশ সহস্র হোম করিবেন। ৩৯

পূর্ব কথিত পীঠে মূল মন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। বিধানবিৎ এই বিধি দ্বারা উপাচার প্রকরণে কথিত আগম শ্লোক সহকারে যথোক্ত উপচারে বাসুদেবকে পূজা করিবেন। ৪০

অঙ্গসমূহের দ্বারা প্রথম আবরণ পূজা, বাসুদেবাদি দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ পূজা, শান্ত্যাদি শক্তিসমূহের সহিত কেশবাদি দ্বাদশ মূর্ত্তি সমূহের দ্বারা তৃতীয় আবরণ পূজা হইবে। ৪১

ইন্দ্রাদি লোকপালগণের দ্বারা চতুর্থ আবরণ পূজা এবং বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের দ্বারা পঞ্চম আবরণ পূজা হইবে। এইভাবে ভগবান্ বাসুদেব পূজিত হইলে নিজের অভিলষিত ফল প্রদান করেন। ৪২

মনের শুদ্ধির জন্য ঘৃতাক্ত পায়সের দ্বারা মন্ত্রবর্ণ সহস্র (বার হাজার) হোম করিবেন। সমস্ত পাপের বিমুক্তির জন্য ক্ষীর বৃক্ষের ঘৃতাক্ত সমিধ্ সমূহের দ্বারা বার হাজার হোম করিবেন। ৪৩

হৃল্লেখা-বীজযুগলং রমা-বীজযুগং পুনঃ
লক্ষ্ম্যন্তে বাসুদেবায় হৃদন্তঃ প্রণবাদিকঃ।
চতুর্দশাক্ষরো মন্ত্রঃ প্রোক্তোঽয়ং সুরপাদপঃ॥ ৪৪
হৃদয়ং শক্তিবীজাভ্যাং রমাভ্যাং শির ঈরিতম্।
লক্ষ্ম্যা প্রোক্তা শিখা বর্ম বাসুদেবায় কীর্তিতম্।
নমসাস্ত্রং সমুদ্দিষ্টং সর্বং তারাদি কল্পয়েৎ॥ ৪৫
বিদ্যুচ্চন্দ্র-নিভং বপুঃ কমলজা-বৈকুণ্ঠয়োরেকতাং
প্রাপ্তং স্নেহবশেন রত্ন-বিলসদ্-ভূষাভরালঙ্কৃতম্।
বিদ্যা-পঙ্কজ-দর্পণং মণিময়ং কুম্ভং সরোজং গদা।
শঙ্খং চক্রমমুনি বিভ্রদমিতাং দিশ্যাচ্ছ্রিয়ং বঃ সদা॥ ৪৬
বর্ণলক্ষং জপেদেনং তৎসহস্রং সরোরুহৈঃ।
হোমং কুর্য্যাদ্ বিকশিতৈর্মধুরত্রয়-সংযুতৈঃ॥ ৪৭

লক্ষ্মী বাসুদেব মন্ত্র কথিত হইতেছে। হৃল্লেখা ভুবনেশীবীজ হ্রীং হ্রীং দুইটি, রমাবীজ শ্রীবীজ শ্রীং শ্রীং দুইটি, লক্ষ্মীপদের অন্তে বাসুদেবায়। উহা প্রণবাদি ও হৃদন্ত (নমোঽন্ত) হইবে। তাহাতে মন্ত্রটী হয়—ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মী-বাসুদেবায় নমঃ (এই মন্ত্রের প্রণব বীজ ও মায়া হ্রীং শক্তি)। চতুর্দশাক্ষর এই মন্ত্র দেববৃক্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৪

শক্তি বীজ দুইটী, হৃদয় মন্ত্র ও রমাবীজ দুইটি দ্বারা শিরোমন্ত্র কথিত হইয়াছে। লক্ষ্মী দ্বারা শিখামন্ত্র এবং বাসুদেবায় দ্বারা কবচ মন্ত্র কীর্তিত হইয়াছে। নমঃ দ্বারা অস্ত্র মন্ত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে। সমস্ত অঙ্গ মন্ত্র তারাদি করিতে হইবে। ৪৫

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—বিদ্যুৎ ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও মনোহর, স্নেহবশে কমলজা লক্ষ্মী ও বৈকুণ্ঠ নারায়ণের একত্ব প্রাপ্ত দেহ, রত্নোজ্জ্বল অলঙ্কার সমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত, বামের উর্দ্ধাদি হস্তে বিদ্যা, পঙ্কজ, দর্পণ ও মণিময় কুম্ভ এবং দক্ষিণের উর্দ্ধাদি হস্তে পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রধারী এই যুগল বপুঃ সর্বদা তোমাদের অমিত ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন। ৪৬

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র বর্ণ (চতুর্দশ) লক্ষ জপ করিবেন। মধুর ত্রয় সংযুক্ত সাধকের দ্বারা বিকসিত পদ্ম সমূহের দ্বারা বর্ণ (চতুর্দশ) সহস্র হোম করিবেন। ৪৭

পূজা স্যাদ্ বৈষ্ণবে পীঠে দ্বাদশাক্ষর-বর্ত্মনা।
পায়সেন কৃতো হোমো লক্ষ্মী-বস্ত্র-প্রদায়কঃ।
মধুরাক্তৈস্তিলৈর্হুত্বা সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ ॥ ৪৮
তারো হৃদ্ বিষ্ণবে পশ্চাদ্ ঙেন্তঃ সুরপতির্ভবেৎ।
মহাবলায় ঠদ্বন্দ্বং মনুরষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ৪৯
ঋষিরিন্দুর্বিরাট্ ছন্দো দেবতা দধিবামনঃ।
হৃদেকেন শিরো দ্বাভ্যাং শিখা ত্রিভিরুদীরিতা ॥ ৫০
কবচং পঞ্চভিঃ প্রোক্তং নেত্রং তাবদ্ভিরক্ষরৈঃ।
দ্বাভ্যামস্ত্রমিতি প্রোক্তঃ প্রকারোঽন্যস্য সূরিভিঃ ॥ ৫১
মূর্দ্ধ্নি ভালে দৃশোর্যুগ্মে কর্ণ-নাসৌষ্ঠ-তালুষু।
কণ্ঠে বাহুদ্বয়ে পৃষ্ঠে হৃদয়োদর-নাভিষু ॥ ৫২
গুহ্যোরু-জানু-যুগ্মেষু জঙ্ঘয়োঃ পাদয়োর্ন্যসেৎ।

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বিহিত পদ্ধতি অনুসারে বৈষ্ণব পীঠে পূজা হইবে। পায়সের দ্বারা হোম লক্ষ্মী ও বস্ত্র প্রদায়ক হয়। মধুরাক্ত তিল সমূহের দ্বারা হোম করিয়া সমস্ত কার্য্য সাধন করিতে পারেন। ৪৮

দধিবামন মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। প্রথমে তার প্রণব—ওঁ, এবং হৃৎ নমঃ ও বিষ্ণবে বলিবেন। পরে চতুর্থীর একবচনান্ত সুরপতি পদ হইবে অর্থাৎ সুরপতয়ে হইবে। পরে মহাবলায় ও ঠদ্বয় স্বাহা। ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা—এই অষ্টাদশাক্ষর দধিবামনের মন্ত্র। ৪৯

এই মন্ত্রের ইন্দু ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, দধিবামন দেবতা। (প্রণব বীজ, স্বাহা শক্তি)। মন্ত্রের একটি বর্ণ প্রণবের দ্বারা হৃদয় ন্যাস, দুইটি বর্ণ নমো দ্বারা শিরো ন্যাস, তিনটি বর্ণ বিষ্ণবে দ্বারা শিখা ন্যাস উক্ত হইয়াছে। পাঁচটি বর্ণ সুরপতয়ে দ্বারা কবচ ন্যাস এবং তাবৎ পরিমাণ (পাঁচটি) অক্ষর মহাবলায় দ্বারা নেত্র ন্যাস উক্ত হইয়াছে। দুইটি অক্ষর স্বাহা দ্বারা অস্ত্রন্যাস, ইহা উক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অঙ্গের ন্যাস অন্য প্রকার বলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকগণ বলেন—প্রণবাদি পাঁচটি পদের দ্বারা পঞ্চাঙ্গন্যাস করিয়া সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্র ন্যাস হইবে। ৫০-৫১

মস্তকে, ভালে, চক্ষুর্দ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, ওষ্ঠে, তালুতে, কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, হৃদয়ে, উদরে, নাভিতে, গুহ্যে, উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে,

অষ্টাদশ মনোর্বর্ণান্ পশ্চাদ্ দেবং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৫৩

মুক্তাগৌরং নব-মণি লসদ্-ভূষণং চন্দ্রসংস্থং
ভৃঙ্গাকারৈরলকনিকরৈঃ শোভি-বক্ত্রারবিন্দম্ ।
হস্তাব্জাভ্যাং কনক-কলশং শুদ্ধ-তোয়াভিপূর্ণং
দধ্যন্নাঢ্যং কনক-চষকং ধারয়ন্তং ভজামঃ ॥ ৫৪

গুণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং তদ্-দশাংশং ঘৃত-প্লুতৈঃ ।
পায়সান্নৈঃ প্রজুহুয়াদ্ দধ্যন্নৈর্বা যথাবিধি ॥ ৫৫
চন্দ্রান্তং কল্পিতে পীঠে প্রাগুক্তে তং সমর্চয়েৎ ।
মূর্ত্তিং মূলেন সঙ্কল্প্য বক্ষ্যমাণ-বিধানতঃ ॥ ৫৬
ষড়ঙ্গানি সমভ্যর্চ্য কেশরেষু যথা পুরা ।
অভ্যর্চ্য বাসুদেবাদীন্ ধ্বজাদীনর্চয়েৎ ততঃ ॥ ৫৭
কেশবাদ্যা দলাগ্রেষু সুরেন্দ্রাদীননন্তরম্ ।

পাদদ্বয়ে, এই মন্ত্রের আঠারটি বর্ণের ন্যাস করিবেন। পরে দেবতাকে ধ্যান করিবেন। ৫২-৫৩

বিবৃতি। অক্ষর ন্যাসের পর ভ্রমধ্যে, গলে, হৃদয়ে, নাভিতে, লিঙ্গে ও মূলাধারে মন্ত্রের পদগুলি ন্যাস করিতে হয়। পদার্থাদর্শে সপ্রমাণ ইহা উক্ত হইয়াছে। ৫৩

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ, নবমণি দ্বারা রচিত উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত, চন্দ্রমণ্ডল মধ্য-বাসী, ভৃঙ্গাকার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অলকসমূহের দ্বারা শোভিত মুখপদ্ম,হস্তপদ্মের দ্বারা শুদ্ধ জলপূর্ণ কনক কলস ও দধ্যন্ন যুক্ত কনক চষক ধারণকারী দেবতাকে আমরা ধ্যান করি। ৫৪

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র গুণ লক্ষ (তিন লক্ষ) জপ করিবেন এবং জপের দশাংশ ঘৃত-প্লুত পায়সান্নের দ্বারা অথবা দধ্যন্নের দ্বারা হোম করিবেন। যথাবিধি পূর্বোক্ত পীঠে নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্রের রবিমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডলকে পূজা করিয়া ওঁ নমো বিষ্ণবে সোমায় ত্রৈলোক্যাপায়নায় স্বাহা মন্ত্রে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত পীঠকে পূজা করিবেন। মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধানে তাঁহাকে (দধিবামনকে) সম্যক্‌রূপে অর্চনা করিবেন। ৫৫-৫৬

চতুর্থ পটলোক্ত রীতিতে পূর্বের ন্যায় ষড়ঙ্গ দেবতার অর্চনা করিয়া তাহার পর প্রসিদ্ধ সশক্তিকে বাসুদেব প্রভৃতিকে পূজা করিয়া দিক্‌ক্রমে ধ্বজ প্রভৃতিকে পূজা করিবেন। ৫৭

অষ্ট দলের বহির্ভাগে দলের অগ্রসমূহে কেশবাদি দ্বাদশ দেবতার পূজা

বজ্রাদীনি গজানষ্টৌ সপ্তাবরণমীরিতম্ ।
বিধানমেতদ্ দেবস্য কীর্ত্তিতং সুর-পূজিতম্ ॥ ৫৮
পায়সাজ্যেন জুহুয়াৎ সহস্রং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ।
ধান্য-হোমেন ধান্যাপ্তিঃ শতপুষ্পী-সমুদ্ভবৈঃ ॥ ৫৯
বীজৈঃ সহস্র-সংখ্যাতো হোমো ভয়-বিনাশনঃ ।
দধ্যোদনেন শুদ্ধেন হুত্বা মুচ্যেত দুর্গতেঃ ॥ ৬০
স্মৃত্বা ত্রৈবিক্রমং রূপং জপেন্ মন্ত্রমনন্যধীঃ ।
মুক্তো বন্ধাদ্ ভবেৎ সদ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬১
পট্টে সম্পাদ্য দেবেশং ভিত্তৌ বা পূজয়েৎ সুধীঃ ।
সুগন্ধি-কুসুমৈর্নিত্যং মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২
সসাধ্য-তারোজ্জ্বল-কর্ণিকাব্জ মষ্টাক্ষরৈরুজ্জ্বল-কেসরাঢ্যম্ ।
মন্ত্রাক্ষর-দ্বন্দ্ব-যুতাষ্টপত্রং শিষ্টার্ণযুগ্মোল্লসিতান্ত্য-পত্রম্ ॥ ৬৩

করিবেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি লোকপালগণের, তাহার পর বজ্রাদি অস্ত্রের ও নিজ নিজ দিকে অষ্ট গজের পূজা করিবেন। সপ্ত আবরণ কথিত হইল। এই দেবতার দেববন্দিত বিধান কথিত হইল। ৫৮

পায়সাজ্যের দ্বারা হোম করিবেন। তাহাতে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন। ধান্য হোমের দ্বারা ধান্য লাভ হয়। শতপুষ্পী বৃক্ষজাত বীজের দ্বারা সহস্র হোম ভয়-বিনাশক। শুদ্ধ দধ্যোদনের দ্বারা হোম করিয়া দুর্গতি (দারিদ্র্য) হইতে মুক্ত হয়। ৫৯-৬০

অনন্যচিত্তে ত্রৈবিক্রম রূপ স্মরণ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবেন। ইহা দ্বারা সদ্য বন্ধ হইতে মুক্ত হইবেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৬১

সুধী সাধক পট্টে বা ভিত্তিতে দেবেশের মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা নিত্য পূজা করিবেন। ইহাতে মহা ঐশ্বর্য্য লাভ করিবেন। ৬২

দধিবামনের যন্ত্র কথিত হইতেছে। পদ্ম কর্ণিকাটি সাধ্য সহিত প্রণবের দ্বারা উজ্জ্বল অর্থাৎ কর্ণিকায় সাধ্য সাধক কর্ম সহিত প্রণব লিখিবেন। ঐ পদ্মটি নারায়ণের অষ্টাক্ষরের দ্বারা উজ্জ্বল কেসর বিশিষ্ট অর্থাৎ ঐ পদ্মের কেসরে অষ্টাক্ষর নারায়ণ মন্ত্রের আটটি অক্ষর লিখিবেন। ঐ পদ্মের আটটি পত্র দুই দুইটি মন্ত্রাক্ষর দ্বারা যুক্ত হইবে। ঐ পদ্মের অন্ত্য (শেষ) পত্রটি অবশিষ্ট বর্ণযুগ্মের দ্বারা উল্লসিত হইবে অর্থাৎ অন্ত্য পত্রে চারিটি বর্ণ লিখিবেন। ৬৩

দ্বাদশাক্ষর-সংবীতং তদ্বহির্মাতৃকাক্ষরৈঃ।
বিদধ্যাদ্ বৈষ্ণবং যন্ত্রং সর্বসম্পৎ-প্রদায়কম্ ॥ ৬৪

উদ্গিরৎ-পদমাভাষ্য প্রণবোদ্গীথ-শব্দতঃ।
সর্ববাগীশ্বরেত্যন্তে প্রবদেদীশ্বরেত্যথ ॥ ৬৫

সর্ববেদময়াচিন্ত্য-পদান্তে সর্বমুচ্চরেৎ।
বোধয়-দ্বিতয়ান্তোঽয়ং মন্ত্রস্তারাদিরীরিতঃ ॥ ৬৬

ঋষির্ব্রহ্মাস্য সন্দিষ্টশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্।
দেবতা স্যাদ্ হয়গ্রীবো বাগৈশ্বর্য্যপ্রদো বিভুঃ।
তারেণ পাদৈর্মন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬৭

শরচ্ছশাঙ্ক-প্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈরুপেতম্।
রথাঙ্গ-শঙ্খাঙ্কিত-বাহু-যুগ্মং জানুদ্বয়-ন্যস্তকরং ভজামঃ ॥ ৬৮

ঐ পদ্মটি মন্ত্রের দ্বাদশ অক্ষর দ্বারা এবং তাহার বহির্ভাগে মাতৃকাক্ষরের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া সর্বসম্পৎ প্রদায়ক এই বৈষ্ণব যন্ত্র নির্মাণ করিবেন। ৬৪

হয়গ্রীবমন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে উদ্গিরৎ পদ উচ্চারণ করিয়া প্রণবোদ্গীথ শব্দের পর সর্ববাগীশ্বর পদের অন্তে ঈশ্বর এই বলিবেন। অনন্তর সর্ববেদময়াচিন্ত্য পদের অন্তে সর্বং পদ উচ্চারণ করিবেন। এই মন্ত্র প্রণবাদি ও বোধয় দ্বিতয়ান্ত কথিত হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রটি হইবে—ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ববাগীশ্বরেশ্বর। সর্ববেদময়াচিন্ত্য সর্বং বোধয় বোধয়। ৬৫-৬৬

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। বাগৈশ্বর্য্যপ্রদ বিভু হয়গ্রীব দেবতা হইতেছেন। (এই মন্ত্রের হল্ বর্ণগুলি বীজ ও স্বরবর্ণগুলি শক্তি)। বাগৈশ্বর্য্য প্রদানে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। প্রণবের দ্বারা এবং মন্ত্রের চারিটি পদের দ্বারা পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবেন। ৬৭

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—শরৎ চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, মুক্তাময় আভরণের দ্বারা প্রদীপ্ত, রথাঙ্গ (চক্র) ও শঙ্খের দ্বারা অঙ্কিত বাহুদ্বয় অর্থাৎ এক হস্তে চক্র ও অন্য হস্তে শঙ্খধারী, জানুদ্বয়ে স্থাপিত বাহুদ্বয় অশ্ববক্ত্র হয়গ্রীব দেবকে আমরা ভজনা করি। ৬৮

বর্ণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং কুন্দপুষ্পৈর্মধু-প্লুতৈঃ।
দশাংশং বৈষ্ণবে বহ্নৌ জুহুয়ান্ মন্ত্র-সিদ্ধয়ে ॥ ৬৯

অষ্টাক্ষরোদিতে পীঠে হয়গ্রীবং প্রপূজয়েৎ।
বীজেন মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য বীজমুদ্ধ্রিয়তে যথা ॥ ৭০

বিয়দ্-ভৃগুস্থমর্দ্ধীশ-বিন্দুমদ্ বীজমীরিতম্।
কেশরেষু চতুর্বেদাংশ্চতুর্দিক্ষু সমর্চয়েৎ ॥ ৭১

বিদিক্ষ্বঙ্গ-স্মৃতি-ন্যায়-সর্বশাস্ত্রাণি পূজয়েৎ।
অর্চয়েৎ পত্র-মধ্যেষু বিধানেনাঽঙ্গ-দেবতাঃ ॥ ৭২

বাহ্যে লোকেশ্বরাংস্তেষাং বজ্রাদ্যস্ত্রাণি সংযজেৎ।
এবং যো ভজতে দেবং সাক্ষাদ্ বাগীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৭৩

বৈল্বৈঃ ফলৈঃ কৃতো হোমঃ শ্রীকরঃ পরিগীয়তে।
কুন্দ-পুষ্পাণি জুহুয়াদিচ্ছন্ বাক্শ্রিয়মব্যয়ম্ ॥ ৭৪

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র বর্ণ (মন্ত্র বর্ণ সংখ্যক ৩২) লক্ষ জপ করিবেন। মন্ত্র সিদ্ধির জন্য বৈষ্ণব বহ্নিতে পীঠের অর্চনা করিয়া মধুপ্লুত কুন্দ পুষ্প সমূহের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবেন। ৬৯

অষ্টাক্ষর মন্ত্র প্রকরণে কথিত পীঠে বীজের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্ত্তিতে হয়গ্রীবকে পূজা করিবেন। বীজ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—। ৭০

ভৃগুস্থ সকারস্থ বিয়ৎ—হ, অর্দ্ধীশ—উ ও বিন্দুমৎ অর্থাৎ হ্সৌং। ইহা হয়গ্রীব বীজ কথিত হইয়াছে। চারিদিকে কেসর সমূহে ওঁ ঋগ্বেদায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে চারি বেদকে পূজা করিবেন। ৭১

বিদিক্ (কোণ) সমূহে শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-জ্যোতিষ-ছন্দোরূপেভ্যঃ ষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ, স্মৃতিভ্যো নমঃ, ন্যায়শাস্ত্রেভ্যো নমঃ, সর্বশাস্ত্রেভ্যো নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বেদাঙ্গ, স্মৃতি, ন্যায় ও সর্বশাস্ত্রকে পূজা করিবেন। ৭২

বাহ্যে লোকপালগণকে ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহকে পূজা করিবেন। এই প্রকারে যে হয়গ্রীব দেবতার ভজনা করে। সে বাগীশ্বর হয়। ৭৩

বিল্ব-ফলের দ্বারা কৃত হোম শ্রীকর (ঐশ্বর্য্যকর) কথিত হইয়াছে। অক্ষয় বাগৈশ্বর্য্য কামনা করিয়া কুন্দ পুষ্প সমূহ হোম করিবেন। ৭৪

মন্থনাহনেন সংজপ্তং ঘৃতং ব্রাহ্মীরসৈঃ শৃতম্।
কবিতামাবহেৎ পুংসামনর্গল-বিজৃম্ভণাম্॥ ৭৫
বচামনেন সংজপ্তাং ভক্ষয়েৎ প্রাতরন্বহম্।
সর্ববেদাগমাদীনাং ব্যাখ্যাতা জায়তেঽচিরাৎ।
মনোরস্য সমো নাস্তি জ্ঞানৈশ্বর্য্য-প্রদোঽপরঃ॥ ৭৬
অনন্তোঽগ্ন্যাসনঃ সেন্দুর্বীজং রামায় হৃন্মনুঃ।
ষড়ক্ষরোঽয়মাদিষ্টো ভজতাং কামদো মণিঃ॥ ৭৭
ব্রহ্মা প্রোক্তো মুনিশ্ছন্দো গায়ত্রং দেবতা মনোঃ।
দেশিকেন্দ্রৈঃ সমাখ্যাতো রামো রাক্ষস-মর্দনঃ॥ ৭৮
দীর্ঘভাজা স্ববীজেন কুর্য্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ।
ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রুবোর্মধ্যে হৃন্নাভ্যূরুষু পাদয়োঃ।
ষড়ক্ষরাণি বিন্যস্যেন্ মন্ত্রস্য মন্ত্রবিত্তমঃ॥ ৭৯

ঘৃত হইতে চারি গুণ ব্রাহ্মীরসে পক্ব ঘৃতাবশেষ নামাইয়া সেই ঘৃত এই মন্ত্রের দ্বারা সংজপ্ত হইয়া পীত হইলে উহা পুরুষগণের অনর্গল-প্রকাশ কবিত্ব প্রদান করে। ৭৫

প্রতি দিন এই মন্ত্র সংজপ্ত বচকে ভক্ষণ করিবেন। তাহাতে অচিরে সর্ববেদ ও আগমের ব্যাখ্যাতা হইবেন। এই মন্ত্রের সমান জ্ঞানৈশ্বর্য্যপ্রদ অপর কোন মন্ত্র নাই। ৭৬

রামমন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে—অগ্ন্যাসন রেফাসন অনন্ত—আ অর্থাৎ রকারে আ যুক্ত হইবে। উহা সেন্দু সবিন্দু অর্থাৎ বিন্দুযুক্ত হইবে। তাহা হইলে রাং বীজ হয়। তাহার পর রামায় হৃৎ (নমঃ) হইবে। তাহাতে রাং রামায় নমঃ—এই ষড়ক্ষর মন্ত্র উদ্দিষ্ট হয়। উহা ভজনাকারিগণের কামদ মণি। ৭৭

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। রাক্ষস-মর্দক রাম এই মন্ত্রের দেবতা বলিয়া দেশিকেন্দ্র কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের রাং বীজ ও নমঃ শক্তি)। ৭৮

দীর্ঘ যুক্ত স্ববীজ (মন্ত্রের আদিবীজ) দ্বারা অর্থাৎ রাং রীং ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রমে ক্রমে ছয়টি অঙ্গন্যাস অথবা মন্ত্রের ছয়টি বর্ণের দ্বারা ছয়টি অঙ্গন্যাস করিবেন। মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মরন্ধ্রে, ভ্রূ-মধ্যে, হৃদয়ে, নাভিতে, ঊরুদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে মন্ত্রের ছয়টি অক্ষর ন্যাস করিবেন। ৭৯

কালাম্ভোধর-কান্তি-কান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিতং
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহ-করাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং
পশ্যন্তীং মুকুটাঙ্গদাদি-বিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥ ৮০

বর্ণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং দশাংশং কমলৈঃ শুভৈঃ।
জুহুয়াদর্চিতে বহ্নৌ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ॥ ৮১

পূজয়েদ্ বৈষ্ণবে পীঠে মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ।
শ্রীং সীতায়ৈ দ্বিঠান্তেন সীতাং পার্শ্বগতাং যজেৎ॥ ৮২

অগ্রে পার্শ্বদ্বয়ে শার্ঙ্গং শরানঙ্গানি তদ্বহিঃ।
হনুমন্তং সসুগ্রীবং ভরতং সবিভীষণম্।
লক্ষ্মণাঙ্গদ-শত্রুঘ্নান্ জাম্বুবন্তং দলেষ্বিমান্॥ ৮৩

বাচয়ন্তং হনুমন্তমগ্রতো ধৃতপুস্তকম্।
যজেদ্ ভরত-শত্রুঘ্নৌ পার্শ্বয়োর্ধৃত-চামরৌ।
ধৃতাতপত্রং হস্তাভ্যাং লক্ষ্মণং পশ্চিমে যজেৎ॥ ৮৪

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—প্রলয় মেঘের কান্তির (বর্ণের) ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, বীরাসনে উপবিষ্ট, একটি হস্তে জ্ঞানমুদ্রাধারী, অপর হস্তপদ্ম জানুতে স্থাপনকারী, পদ্মকরা বিদ্যুন্নিভা পার্শ্বগতা সীতাকে দর্শনকারী, মুকুট, অঙ্গদাদি বিবিধ ভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ রাঘবকে সর্বদা ভজনা করি। ৮০

পুরশ্চরণে এই মন্ত্রের বর্ণ লক্ষ (ছয় লক্ষ) জপ করিবেন। অর্চিত সংস্কৃত বহ্নিতে রামপীঠের আবাহন ও পূজা করিয়া সুন্দর কমলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। তাহার পর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। ৮১

বৈষ্ণব পীঠে মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। সেই মূর্ত্তিতে শ্রীরামকে পূজা করিবেন। শ্রীং সীতায়ৈ স্বাহা মন্ত্রে পার্শ্বগতা সীতাকে পূজা করিবেন। ৮২

ত্রিকোণের অগ্রে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে শার্ঙ্গ ও শরসমূহের পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে আগ্নেয়াদি ছয়টি কোণে অঙ্গ সমূহের পূজা করিবেন। দল সমূহে হনুমান্, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, শত্রুঘ্ন, জাম্বুবান্—ইঁহাদিগকে পূজা করিবেন। ৮৩

হস্তধৃত পুস্তক পাঠনকারী হনুমান্‌কে অগ্রে পূজা করিবেন। দুই পার্শ্বে চামর ধারণকারী ভরত ও শত্রুঘ্নকে পূজা করিবেন। দেবতার পৃষ্ঠভাগে ছত্র ধারী লক্ষ্মণকে পূজা করিবেন। ৮৪

সৃষ্টিং জয়ন্তং বিজয়ং সুরাষ্ট্রং রাষ্ট্র-বর্দ্ধনম্ ।
অকোপং ধর্ম্মপালাখ্যং সুমন্ত্রং চ দলাগ্রতঃ ॥ ৮৫
সর্বাভরণ-সম্পন্নান্ লোকেশানর্চয়েৎ ততঃ
তদস্ত্রাণি ততো বাহ্যে বজ্রাদীনি প্রপূজয়েৎ ॥
এবং পূজাদিভিঃ সিদ্ধে মনৌ কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৮৬
জাতী-প্রসূনৈর্জুহুয়াচ্চন্দনাম্ভঃ-সমুক্ষিতৈঃ ।
রাজবশ্যায় কমলৈর্ধন-ধান্যাদি-সম্পদে ॥ ৮৭
নীলোৎপলানাং হোমেন বশয়েদখিলং জগৎ ।
বিল্বপ্রসূনৈর্জুহুয়াদিন্দিরাবাপ্তয়ে নরঃ ॥ ৮৮
দূর্বাহোমেন দীর্ঘায়ুর্ভবেন্ মন্ত্রী নিরাময়ঃ ।
রক্তোৎপল-হুতান্ মন্ত্রী ধনমাপ্নোতি বাঞ্ছিতম্ ।
মেধাকামেন হোতব্যং পলাশ-কুসুমৈর্নবৈঃ ॥ ৮৯
তজ্জপ্তমম্ভঃ প্রপিবেৎ কবির্ভবতি বৎসরাৎ ।
তন্মন্ত্রিতান্নং ভুঞ্জীত মহদারোগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯০

দলের অগ্রভাগে সৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্র-বর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্রকে পূজা করিবেন। ৮৫

তাহার পর সর্বাভরণে ভূষিত লোকপালগণকে পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে তাঁহাদের বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। এইরূপ পূজাদি দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হইলে বশ্যাদি কর্ম সাধন করিবেন। ৮৬

নৃপতিগণের বশ্যের জন্য চন্দনজল সিক্ত জাতি পুষ্প সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ধন ধান্যাদি সম্পৎ লাভের জন্য কমলের দ্বারা হোম করিবেন। ৮৭

নীলোৎপল সমূহের হোমের দ্বারা সমস্ত জগৎকে বশ করিবেন। মানব লক্ষ্মীলাভের জন্য বিল্বফুল সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ৮৮

মন্ত্রজ্ঞ সাধক দূর্বাহোমের দ্বারা নিরাময় হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক রক্তোৎপল হোমের দ্বারা বাঞ্ছিত ধন লাভ করেন। মেধাকামী ব্যক্তি নূতন পলাশ কুসুম সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ৮৯

সেই রামের মন্ত্র-জপ্ত জল পান করিবেন। ইহাতে বৎসরের মধ্যে কবি হইবেন। সেই রামের মন্ত্র-জপ্ত অন্ন ভোজন করিবেন। ইহাতে মহারোগ্য লাভ করিবেন। ৯০

তারং মধ্যে বিলিখতু মন্থং ষট্সু কোণেষু সন্ধি-
ষঙ্গং মায়াং স্মরমপি লিখেৎ কোণ-গণ্ডেষু পশ্চাৎ।
কিঞ্জল্কেষু স্বরগণমথো পত্র-মধ্যেষু মালা-
মন্ত্রোত্থার্ণান্ গুহমুখ মিতানষ্টমে পঞ্চ বর্ণান্ ॥ ৯১

দশাক্ষরেণ সংবেষ্ট্য কাদি-বর্ণৈশ্চ ভূপুরে।
দিগ্‌-বিদিক্ষু লিখেদ্ বীজে নরসিংহ-বরাহয়োঃ ॥ ৯২

নমো ভগবতে ব্রূয়াচ্চতুর্থ্যা রঘুনন্দনম্।
রক্ষোঘ্ন-বিষদায়াঽন্তে মধুরাদি সমীরয়েৎ ॥ ৯৩

প্রসন্ন-বদনায়েতি পশ্চাদমিত-তেজসে।
বলায় পশ্চাদ্ রামায় বিষ্ণবে তদনন্তরম্।
প্রণবাদি-নমোঽন্তোঽয়ং মালামন্থুরুদীরিতঃ ॥ ৯৪

রামের ধারণ যন্ত্র কথিত হইতেছে। মধ্যে কর্ণিকায় সাধ্য সাধক কর্ম সহিত প্রণব লিখিবেন। ছয়টি কোণে ষড়ক্ষর মন্ত্রের ছয়টি অক্ষর লিখিবেন। ছয়টি সন্ধিতে ছয়টি অঙ্গ মন্ত্র লিখিবেন। কোণ-গণ্ড সমূহে (কোণের কপোল সমূহে) একত্র মায়াবীজ (হ্রীং) ও অপরত্র কামবীজ (ক্লীং) লিখিবেন। পরে কিঞ্জল্ক (অষ্টদল পদ্মের কেসর) সমূহে ষোড়শ স্বর লিখিবেন। অনন্তর পত্র সমূহের মধ্যে মালামন্ত্রোত্থ গুহমুখ পরিমিত (ষট্ সংখ্যক) বর্ণগুলিকে লিখিবেন। অষ্টমে পাঁচটি বর্ণ লিখিবেন অর্থাৎ এক একটি পদ্মদলে মালামন্ত্রের ছয় ছয়টি অক্ষর লিখিয়া অষ্টম দলে অবশিষ্ট পাঁচটি অক্ষর লিখিবেন। ৯১

বক্ষ্যমাণ দশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা ও কাদিবর্ণ সমূহের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ভূপুরে দিক্ ও বিদিকে নরসিংহ ও বরাহের বীজ লিখিবেন। ৯২

রামের মালামন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে ওঁ নমো ভগবতে বলিবেন। তাহার পর চতুর্থী বিভক্তির সহিত রঘুনন্দন অর্থাৎ রঘুনন্দনায় বলিবেন। তাহার পর রক্ষোঘ্ন-বিষদায় শব্দের অন্তে মধুরাদি প্রসন্ন-বদনায় অর্থাৎ মধুর-প্রসন্ন-বদনায় এই পদ উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর অমিততেজসে বলায় পদের পরে রামায় বিষ্ণবে বলিবেন। উহা প্রণবাদি নমোঽন্ত হইবে। তাহাতে মন্ত্রটি হইবে—ওঁ নমো ভগবতে রঘুনন্দনায় রক্ষোঘ্ন-বিষদায় মধুর-প্রসন্ন-বদনায় অমিত-তেজসে বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ। রামের এই মালামন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৯৩-৯৪

জানকী-বল্লভায়াঽথ ভবেৎ পাবক-বল্লভা।
হুমাদিরেষঃ কথিতো রাম-মন্ত্রো দশাক্ষরঃ ॥ ১৫
জপাদি-সাধিতং যন্ত্রং স্বর্ণ-পট্টাদি-কল্পিতম্।
বাহুনা বিধৃতং দদ্যাদ্ বিজয়-শ্রী-পরাক্রমান্।
গদিতং রাম-মন্ত্রস্য বিধানং সুর-পূজিতম্ ॥ ১৬
তারং নমো ভগবতে বরাহ-পদমীরয়েৎ।
রূপায় ভূর্ভুবঃ-স্বঃ স্যাৎ পতয়ে তদনন্তরম্ ॥ ১৭
ভূপতিত্বং মে পদান্তে দেহ্যন্তে চ দদাপয়।
বহ্নি-জায়াবধির্মন্ত্রঃ স্যাৎ ত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরঃ ॥ ১৮

বিবৃতি। রামের ধারণ যন্ত্রে এই মন্ত্রটি আবশ্যক। উহা একটি স্বতন্ত্র মন্ত্র। এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি পদার্থাদর্শে উক্ত হইয়াছে। ১৪

রামের দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে জানকী-বল্লভায়। অনন্তর পাবকবল্লভা (স্বাহা) হইবে। উহা হুম্ আদি হইবে। তাহাতে হুং জানকী-বল্লভায় স্বাহা হয়। রামের এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ১৫

বিবৃতি। রামের ধারণ যন্ত্রে এই দশাক্ষর মন্ত্র আবশ্যক হইলেও উহা স্বতন্ত্র মন্ত্র। পদার্থাদর্শে উহার পূজা পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে। তন্ত্রসারকার রামচন্দ্র প্রকরণে বালামন্ত্র বলেন নাই ; কিন্তু পদার্থাদর্শ ধৃত বচনগুলির উল্লেখে দশাক্ষর মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি বলিয়াছেন। ষড়ক্ষর মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি অনুসারে দশাক্ষর মন্ত্রের পূজা হইবে। ১৬

স্বর্ণ পট্ট, রজত, তাম্র ও ভূর্জপত্রে লিখিত পূজা ও সম্পাতের দ্বারা সাধিত এই যন্ত্র বাহু দ্বারা ধৃত হইলে বিজয়, ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রম প্রদান করে। দেববন্দিত রাম এই ষড়ক্ষর রামমন্ত্রের বিধান কথিত হইল জানিবেন। ১৬

বিবৃতি। পদার্থাদর্শে রাম এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। ১৬

রামের ধারণ যন্ত্রে নৃসিংহ ও বরাহের বীজ আবশ্যক। একত্র অন্ন বক্তব্য বরাহমন্ত্র প্রথমে কথিত হইতেছে। প্রথমে তার (ওঁ), পরে নমো ভগবতে বরাহ পদ উচ্চারণ করিবেন। পরে রূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপতয়ে হইবে। অনন্তর ভূপতিত্বং মে পদের অন্তে দেহি, তাহার অন্তে দদাপয়। উহা বহ্নিজায়াবধি (স্বাহান্ত) হইলে ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃ-স্বঃ-পতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ অক্ষরের মন্ত্র হইবে। ১৭-১৮

ভার্গবো মুনিরাখ্যাতশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ।
দেবতাদি-বরাহোঽস্য মন্ত্রস্য কথিতো বুধৈঃ ॥ ৯৯

এক-দংষ্ট্রায় হৃদয়ং ব্যোমোল্কায় শিরঃ স্মৃতম্ ।
শিখা তেজোঽধিপতয়ে বিশ্বরূপায় বর্ম চ ।
মহাদংষ্ট্রায় শস্ত্রং স্যাৎ পঞ্চাঙ্গমিতি কল্পয়েৎ ॥ ১০০

আপাদং জানুদেশাদ্ বর-কনক-নিভং নাভি-দেশাদধস্তান্
মুক্তাভং কণ্ঠ-দেশাৎ তরুণ-রবি-নিভং মস্তকান্নীলভাসম্ ।
ঈড়ে হস্তৈর্দধানং রথ-চরণ-দরৌ খড়্গ-খেটৌ গদাখ্যাং
শক্তিং দানাভয়ে চ ক্ষিতি-চরণ-লসদ্-দংষ্ট্রমাদ্যং বরাহম্ ॥ ১০১

লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং মধুরাক্তৈঃ সরোরুহৈঃ ।
জুহুয়াৎ তদ্-দশাংশেন পীঠে বিষ্ণোঃ প্রপূজয়েৎ ।
মূর্তিং মূলেন সঙ্কল্প্য বক্ষ্যমাণ-বিধানতঃ ॥ ১০২

পূর্বাদিষু চতুর্দিক্ষু হৃদাদ্যঙ্গানি পূজয়েৎ ।

পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই মন্ত্রের ভার্গব ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, আদি বরাহ দেবতা উক্ত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের হুং বীজ ও স্বাহা শক্তি)। ৯৯

একদংষ্ট্রায় এইটি হৃদয়মন্ত্র, ব্যোমোল্কায় এইটি শিরোমন্ত্র কথিত হইয়াছে। তেজোঽধিপতয়ে এইটি শিখা মন্ত্র, বিশ্বরূপায় এইটি বর্ম মন্ত্র ও মহাদংষ্ট্রায় এইটি অস্ত্র মন্ত্র—এইরূপ পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবেন। ১০০

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে:—জানুদেশ হইতে পাদ পর্য্যন্ত উত্তম সুবর্ণের তুল্য পীতবর্ণ, নাভিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত মুক্তা তুল্য শুভ্র বর্ণ, কণ্ঠ দেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত তরুণ সূর্য্যতুল্য রক্ত বর্ণ এবং মস্তক হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নীলবর্ণ, দক্ষিণ ও বামের ঊর্ধ্ব হস্ত দ্বয়ে রথচরণ (চক্র) ও শঙ্খ, তাহার অধো দুই হস্তে খড়্গ ও খেটক, তাহার অধো দুই হস্তে গদা ও শক্তি, তাহার অধো দুই হস্তে দান (বর) ও অভয় মুদ্রা ধারণকারী, পৃথিবীর মূলে লগ্ন উজ্জ্বল দংষ্ট্র আদি বরাহকে আমি স্তুতি করি। ১০১

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন। মধুরাক্ত পদ্ম সমূহের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবেন। বিষ্ণুর পীঠে মূলের দ্বারা মূর্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্তিতে বক্ষ্যমাণ বিধানে বরাহকে পূজা করিবেন। ১০২

পূর্বাদি চারি দিকে হৃদয়াদি অঙ্গসমূহের পূজা করিবেন। কোণ সমূহে

অস্ত্রং কোণেষধশ্চোর্ধ্বং চক্রাদ্যস্ত্রাণি তদ্‌-বহিঃ ॥ ১০৩

চক্রং শঙ্খমসিং খেটং গদাং শক্তিং বরাভয়ে ।
সম্পূজ্য বাহ্যে লোকেশান্ বহিরস্ত্রাণি সংযজেৎ ॥ ১০৪

ধ্যানাদ্ দেবো ধনং দত্তাজ্জপাদ্ দত্তাদ্ বসুন্ধরাম্ ।
প্রযচ্ছেজ্জ্ জপ-পূজাদ্যৈর্ধন-ধান্য-মহী-শ্রিয়ঃ ॥ ১০৫

রবৌ সিংহগতেঽষ্টম্যাং শুক্ল-পক্ষে সিতাং শিলাম্ ।
পঞ্চগব্যেষু নিক্ষিপ্য স্পৃষ্ট্বা তমযুতং জপেৎ ॥ ১০৬

উত্তরাভিমুখো ভূত্বা তাং শিলাং নিখনেদ্ ভুবি ।
শত্রু-চৌর-মহাভূতৈঃ কৃতাং বাধাং প্রণাশয়েৎ ॥ ১০৭

ভানূদয়ে ভৌমবারে সাধ্য-ক্ষেত্রাৎ সমাহরেৎ ।
মৃত্তিকাং সংজপন্ মন্ত্রী তাং পুনর্বিভজেৎ ত্রিধা ॥ ১০৮

অধঃ ও উর্দ্ধে অস্ত্রকে পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে পত্র মধ্যে চক্রাদি অস্ত্রগণকে পূজা করিবেন। ১০৩

চক্র, শঙ্খ, অসি, খেট, গদা, শক্তি, বর ও অভয়কে পূজা করিয়া বাহ্যে লোকপালগণকে, তাহার বাহ্যে তাঁহাদের অস্ত্র সমূহকে পূজা করিবেন। ১০৪

বরাহদেবের ধ্যান হইতে অর্থাৎ তাঁহাকে ধ্যান করিলে তিনি ধন দেন, জপ হইতে অর্থাৎ তাঁহার মন্ত্র জপ করিলে তিনি পৃথিবী দান করেন। জপ পূজাদির দ্বারা তিনি ধন, ধান্য ও পার্থিব শ্রী (পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য) প্রদান করেন। ১০৫

রবি সিংহ রাশিতে, মেষ রাশিতে বা ধনুরাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে, বৈশাখ মাসে বা পৌষ মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমীতে বিধপাত্রাদিতে স্থিত দশপল পরিমিত এক খণ্ড কলাধিক শ্বেত বর্ণ শিলা পঞ্চ গব্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া ঐ বরাহ মন্ত্র অযুত জপ করিবেন। ১০৬

তাহার পর উত্তরাভিমুখ হইয়া ঐ শিলাকে অভিজিত কালে ভূবীজ সহিত বরাহ মন্ত্র জপ করিতে করিতে মাটিতে পুতিয়া ফেলিবেন। ইহা শত্রুকৃত, চৌরকৃত ও মহাভূত কৃত বাধা বিনাশ করে। ১০৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক মঙ্গলবারে সূর্য্যোদয় কালে বরাহমন্ত্র জপ করিতে করিতে ভূমি গ্রহণেচ্ছু শত্রুর ক্ষেত্র হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবেন এবং মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাহাকে তিন ভাগ করিবেন। ১০৮

চুল্ল্যামেকাং সমারোপ্য পাকপাত্রে তথাঽপরম্ ।
গোদুগ্ধে পরমালোড্য শোধিতাংস্তণ্ডুলান্ ক্ষিপেৎ॥ ১০৯

সংস্কৃতেঽগ্নৌ পচেৎ সম্যক্ চরুং মন্ত্রী জপন্ মনুম্ ।
অবতার্য্য চরুং পশ্চাদগ্নৌ দেবং যথাবিধি ॥ ১১০

ধূপ-দীপাদিকৈরিষ্ট্বা পুনরাজ্য-প্লুতং চরুম্ ।
জুহুয়াদেধিতে বহ্নৌ যাবদষ্টোত্তরং শতম্ ।
এবং সপ্তার-বারেষু জুহুয়াৎ ক্ষেত্র-সিদ্ধয়ে ॥ ১১১

প্রাতঃকালে ভৃগোর্বারে মৃদং সাধ্য-মহীতলাৎ ।
আদায় হবিরাপাদ্য পূর্ববজ্ জুহুয়াৎ সুধীঃ ।
বিরোধো নশ্যতি ক্ষেত্রে সহ চৌরাদ্যুপদ্রবৈঃ ॥ ১১২

রাজবৃক্ষ-সমুত্থাভিঃ সমিদ্ভির্মনুনাঽমুনা ।
ত্রিসহস্রং প্রজুহুয়াৎ তস্য স্যুঃ সর্বসম্পদঃ ॥ ১১৩

বরাহমন্ত্র জপ করিতে করিতে এক ভাগ চুল্লীতে, অপরভাগ পাকপাত্রে, অন্য ভাগ গোদুগ্ধে আলোড়িত করিয়া (মিশাইয়া) তাহাতে শোধিত তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবেন। ১০৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক অষ্টাদশ সংস্কারাদি মহাগণপতিমন্ত্র হোমান্ত কর্মের দ্বারা সম্যক্ সংস্কৃত বহ্নিতে ভূবীজ সহিত বরাহমন্ত্র জপ করিতে করিতে চরু পাক করিবেন। পরে চরু পক্ব হইলে তাহাকে অবতারিত করিয়া (নামাইয়া) অগ্নিতে যথাবিধি মণ্ডূকাদি পরতত্ত্বান্ত অর্চনা করিয়া বরাহ দেবকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের দ্বারা অর্চনা করিয়া অনন্তর প্রদীপ্ত সমৃদ্ধ বহ্নিতে আজ্যাপ্লুত চরুকে অষ্টোত্তর শত পর্য্যন্ত হোম করিবেন। সাতটি মঙ্গলবারে ক্ষেত্র লাভের জন্য এইরূপ হোম করিবেন। ১১০-১১১

সুধী সাধক শুক্রবার প্রাতঃকালে ক্ষেত্র গ্রহণেচ্ছু শত্রুর ভূমি হইতে পূর্ববৎ মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ চরু পাক করিয়া পূর্ববৎ ভৌমবারে প্রয়োগোক্ত ক্রমে অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন। ইহা দ্বারা চৌরাদির উপদ্রবের সহিত ক্ষেত্রের বিরোধ নাশ হয়। ১১২

এই বরাহ মন্ত্রে রাজবৃক্ষ সমুদ্ভূত সমিধ্ সমূহের দ্বারা তিন হাজার হোম করিবেন। তাহা দ্বারা তাহার সমস্ত সম্পদ্ হইবে। ১১৩

শালিভির্জুহুয়ান্ মন্ত্রী নিত্যমষ্টোত্তরং শতম্ ।
সমৃদ্ধৈর্ধান্য-সংঘাতৈঃ শোভতে তস্য মন্দিরম্ ॥ ১১৪

তাবদাজ্যেন জুহুয়ান্ মণ্ডলাৎ স্বর্ণমাপ্নুয়াৎ ।
লাজৈঃ কন্যামবাপ্নোতি মধ্বক্তৈর্নিজ-বাঞ্ছিতাম্ ॥ ১১৫

মধুরত্রয়-সংযুক্তৈর্জুহুয়াদুৎপলৈর্নবৈঃ ।
মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি মণ্ডলাৎ পূর্ব-সংখ্যয়া ॥ ১১৬

মধ্যে বীজং সতারং দহন-পুরযুগে চক্রবর্ণান্ ষড়স্রে-
ষালিখ্যাঽঙ্গানি সন্ধিষ্বথ করণ-দলৈরম্বুজং কেসরেষু ।
অষ্টার্ণান্ পত্রমধ্যে লিখতু বসুমিতান্ মন্ত্রবর্ণাংশ্চতুর্থে
শিষ্টং পত্রে পুরস্তাদ্ বসুদল-কমলে কেসরস্থ-স্বরাঢ্যে ॥ ১১৭

মন্ত্রার্ণান্ দেবসংখ্যান্ দলমনু বিলিখেদন্ত্যমন্ত্যেঽথ বাহ্যে

মন্ত্রজ্ঞ সাধক শালি ধান্যের দ্বারা নিত্য অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন। ইহাতে তাহার গৃহ প্রচুর ধান্য রাশির দ্বারা শোভিত হইবে। ১১৪

তাবৎ পরিমাণ আজ্যের দ্বারা অষ্টোত্তর শত সংখ্যক হোম করিবেন। ইহাতে মণ্ডলের (৪৯ দিনের) মধ্যে স্বর্ণ লাভ করিবেন। মধ্বক্ত লাজ সমূহের দ্বারা হোম করিয়া নিজ বাঞ্ছিতা কন্যা লাভ করেন। ১১৫

মধুরত্রয় সংযুক্ত নূতন উৎপল সমূহের দ্বারা পূর্ব সংখ্যায় অর্থাৎ তিন হাজার হোম করিবেন। ইহাতে মহা ঐশ্বর্য্য লাভ করিবেন। ১১৬

বহ্নির পুরদ্বয়ের (পরস্পর বিভেদী ষট্ কোণের) মধ্যে স-তার (প্রণবের সহিত) কর্ম সহিত সাধ্য সাধক নাম ও বক্ষ্যমাণ বরাহ বীজ লিখিবেন। ছয়টি কোণে বক্ষ্যমাণ প্রণব ব্যতিরিক্ত চক্র মন্ত্রের বর্ণগুলিকে লিখিয়া সন্ধি সমূহে চক্রমন্ত্রের ষড়ঙ্গ সমূহ লিখিবেন। অনন্তর করণ (চারিটি) দলের দ্বারা পদ্ম অঙ্কন করিবেন। ঐ পদ্মের কেসর সমূহের এক একটি কেসরে দুই দুইটি বর্ণক্রমে নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্রের বর্ণগুলিকে লিখিবেন। পদ্ম সমূহের এক একটি পত্র মধ্যে বসুমিত (অষ্ট সংখ্যক) বরাহের মন্ত্রবর্ণ লিখিবেন। চতুর্থ পত্রে অবশিষ্ট নয়টি বর্ণ লিখিবেন। তাহার পর চতুর্দল পদ্মের বাহিরে একটি অষ্টদল পদ্ম লিখিবেন। ঐ পদ্মের কেসর সমূহে স্বরবর্ণ লিখিত হইবে। ১১৭

এই অষ্টদল পদ্মের প্রতি দলে চারিটি করিয়া বরাহের মন্ত্রাক্ষর লিখিয়া অন্ত্যদলে (অষ্টম দলে) অন্ত্য (অবশিষ্ট পাঁচটি) বর্ণ লিখিবেন। অনন্তর

কিঞ্জল্কৈঃ কাদিবর্ণৈর্বিকসিত-কমলে ষোড়শারে যথাবৎ।
মন্ত্রার্ণান্ যুগ্মশস্তচ্চরম-দলগতং শিষ্টবর্ণং লিখিত্বা।
তার-ক্ষ্মা-কোল-বীজৈস্তদনু পরিবৃতং সাধ্যনামার্ণ-মধ্যৈঃ॥ ১১৮

দর্ভিতৈঃ সাধ্য-নামার্ণৈর্মন্ত্রবর্ণৈর্বৃতং বহিঃ।
ভূবিম্বেনাস্য কোণেষু ভূবীজং সাধ্য-সংযুতম্॥ ১১৯
অষ্টশূলেষু বারাহং ভূবীজ-সহিতং লিখেৎ।
সার্ঘীশ-বিন্দু-গগনং বীজং বারাহমীরিতম্॥ ১২০
রোচনাগুরু-কর্পূর লাক্ষা-কুঙ্কুম-চন্দনৈঃ।
গোময়াম্ভসি সম্পিষ্টৈর্লিখেদ্ যন্ত্রং শুভে দিনে।
লেখন্যা হেমময্যা চ সর্বকাম-প্রসিদ্ধয়ে॥ ১২১
স্বর্ণপট্টে লিখেদ্ যন্ত্রং রাজ্যশ্রী-সমবাপ্তয়ে।
গ্রামসিদ্ধ্যৈ চ রজতে তাম্রপট্টে ধনাপ্তয়ে॥ ১২২

তাহার বাহিরে ষোড়শ দল বিকসিত পদ্ম লিখিবেন। সেই পদ্মের কিঞ্জল্ক (কেসর) গুলিতে কাদিবর্ণ লিখিত হইবে। প্রতি পত্রের অগ্রভাগে যথাবৎ বরাহ মন্ত্রের দুই দুইটি অক্ষর লিখিয়া অন্ত্য ষোড়শ পত্রে অবশিষ্ট তিনটি বর্ণ লিখিয়া তাহা সাধ্য নামাক্ষর মধ্য তার (ওঁ) ক্ষ্মা (ভূবীজ) ও বক্ষ্যমাণ বরাহবীজের দ্বারা বেষ্টিত হইবে অর্থাৎ যে প্রণব, ভূবীজ ও বরাহ বীজের মধ্যে সাধ্য নামের অক্ষরগুলি আছে। তাদৃশ তার, ভূবীজ ও বরাহ বীজের দ্বারা ঐ যন্ত্র বেষ্টিত হইবে। ১১৮

সেই ষোড়শদল পদ্ম মন্ত্রবর্ণ সমূহের দ্বারা দর্ভিত[১] সাধ্য নাম বর্ণের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহার বহির্ভাগ ভূবিম্বের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। উহার কোণ সমূহে সাধ্য নামাক্ষর গর্ভ ভূবীজ লিখিবেন। পরে বর্দ্ধিত অষ্ট রেখার অগ্রে কৃত আটটি শূলে মধ্য রেখার দক্ষিণে বরাহবীজ, বামে ভূবীজ লিখিবেন। অর্ঘীশ (ঊ) ও বিন্দু (ং) যুক্ত গগন (হ) অর্থাৎ হূং বরাহ বীজ কথিত হইয়াছে। ১১৯-১২০

সমস্ত কামনার সিদ্ধির জন্য গোময় জলের দ্বারা সম্যক্‌রূপে পিষ্ট গোরোচনা, অগুরু, কর্পূর, লাক্ষা, কুঙ্কুম ও চন্দনের দ্বারা শুভ দিনে স্বর্ণময় লেখনী দ্বারা যন্ত্র লিখিবেন। ১২১

রাজশ্রী প্রাপ্তির জন্য সুবর্ণ পট্টে (পাতে) যন্ত্র লিখিবেন। গ্রাম লাভের জন্য রজত পট্টে এবং ধনপ্রাপ্তির জন্য তাম্র পট্টে যন্ত্র লিখিবেন। ১২২

১। ত্রয়োবিংশ পটলে বহুবর্ষ প্রকরণে দর্ভিত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

ভূর্জপত্রে নিজেষ্টাপ্ত্যৈ ক্ষৌমে ভূ-সিদ্ধয়ে লিখেৎ।
জপ-পূজাদিভিঃ সিদ্ধং যন্ত্রং কুর্য্যান্ নিজেপ্সিতম্ ॥ ১২৩

গ্রাম-পত্তন-রাষ্ট্রেষু যন্ত্রমেতৎ সুসাধিতম্।
নিখনেচ্ছুভ-বারাদৌ সাঙ্গং দিক্ষু সমর্চয়েৎ ॥ ১২৪

ক্ষুদ্রাপমৃত্যু-চৌরাদি-ভূত-ব্যাল-মহাভয়ৈঃ।
ন শক্যতে পরং দ্রষ্টুং তং দেশং দেবতাবলাৎ ॥ ১২৫

হৃদয়ং ভগবত্যৈ স্যাদ্ ধরণ্যৈ তদনন্তরম্।
ধরণ্যন্তে ধরে-দ্বন্দ্বে ঘিঠান্তোঽয়ং ধ্রুবাদিকঃ।
একোনবিংশত্যর্ণাঢ্যং ধরা-হৃদয়মীরিতম্ ॥ ১২৬

বরাহোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দো নিবৃৎদাহৃতম্।
দেবতা সর্বভূতানাং প্রকৃতির্বসুধা মতা ॥ ১২৭

নিজের অভীষ্ট লাভের জন্য ভূর্জপত্রে যন্ত্র লিখিবেন। ভূমিলাভের জন্য ক্ষৌম বস্ত্রে যন্ত্র লিখিবেন। জপ পূজাদি দ্বারা সিদ্ধ যন্ত্র নিজের অভিলষিত বিষয় সিদ্ধি করে। ১২৩

গ্রামে, পত্তনে (নগরে) ও রাষ্ট্রে শুভ বার ও স্থির রাশি প্রভৃতিতে জপ, পূজা ও সম্পাতের দ্বারা সুসাধিত এই যন্ত্র প্রোথিত করিবেন এবং দিক্ সমূহে সাঙ্গ দেবতাকে অর্চনা করিবেন অর্থাৎ আত্মাকে বরাহ রূপ চিন্তা করিয়া সেই মন্ত্রে বরাহকে আবাহন পূর্বক পূজা করিয়া পূর্বোক্ত ক্রমে পূর্বাদি চারিদিকে হৃদয়াদি চারি অঙ্গের পূজা করিয়া ঊর্দ্ধ ও অধো দিকে অস্ত্রকে পূজা করিবেন।

ক্ষুদ্র, অপমৃত্যু, চৌরাদি, ভূত, সর্প ও মহাভয় দেবতার বলে সেই দেশকে অধিক দেখিতে সমর্থ হন না। ১২৫

বরাহ মন্ত্র প্রসঙ্গে ধরণীর মন্ত্র কথিত হইতেছে :—হৃদয় (নমঃ) ও ভগবত্যৈ ধরণ্যৈ হইবে। তদনন্তর ধরণীর অন্তে দুইটি ধরে হইবে। উহা ঘিঠান্ত (স্বাহান্ত) ও প্রণবাদি হইবে। ওঁ নমো ভগবত্যৈ ধরণ্যৈ ধরণীধরে ধরে স্বাহা এই ঊনিশ অক্ষর বিশিষ্ট ধরামন্ত্র কথিত হইয়াছে। ১২৬

এই মন্ত্রের বরাহ ঋষি ও নিবৃৎ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। সর্বভূতের প্রকৃতি বসুধা দেবতা কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের প্রণব বীজং, স্বাহা শক্তি)। ১২৭

হৃদয়ং ত্রিভিরাখ্যাতং চতুর্ভিঃ শির ঈরিতম্ ।
ত্রিভিঃ শিখা সমুদ্দিষ্টা কবচং পঞ্চভির্মতম্ ॥ ১২৮
দ্বাভ্যাং নেত্রং সমাখ্যাতং দ্বাভ্যামস্ত্রং পুনর্ভবেৎ ।
মন্ত্রবর্ণৈঃ ষড়ঙ্গানি কুর্য্যাদেবং বিধানবিৎ ॥ ১২৯
শ্যামাং বিচিত্রাংশুক-রত্নভূষণাং পদ্মাসনাং তুঙ্গ-পয়োধরানতাম্ ।
ইন্দীবরে দ্বে নবশালি-মঞ্জরীং শুকং দধানাং বসুধাং ভজামহে ॥ ১৩০
লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রী ধরাহৃদয়মাদরাৎ ।
সসর্পিষা পায়সেন জুহুয়াৎ তদ্-দশাংশতঃ ॥ ১৩১
তাং বিষ্ণোঃ পূজয়েৎ পীঠে বক্ষ্যমাণ-বিধানতঃ ।
অঙ্গানি পূজয়েদাদৌ ভূ-বহ্নি-জল-মারুতান্ ॥ ১৩২
দিক্‌পত্রেষু সমভ্যর্চ্য কোণ-পত্রেষু তৎকলাঃ ।
আশাপালাঃ পুনঃ পূজ্যা বজ্রাদ্যস্ত্র-সমন্বিতাঃ ।

এই মন্ত্রের প্রথম তিনটি বর্ণ ওঁ নমো দ্বারা হৃদয় ন্যাস, চারিবর্ণ ভগবত্যৈ দ্বারা শিরো ন্যাস, তিনটি বর্ণ ধরণ্যৈ দ্বারা শিখান্যাস উক্ত হইয়াছে। পাঁচটি বর্ণ ধরণী-ধরে দ্বারা কবচ ন্যাস হইবে। দুইটি বর্ণ ধরে দ্বারা নেত্র ন্যাস কথিত হইয়াছে। পুনরায় দুইটি বর্ণ স্বাহা দ্বারা অস্ত্র ন্যাস হইবে। বিধানবিৎ মন্ত্রবর্ণ সমূহের দ্বারা এই প্রকারে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ১২৮-১২৯

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—শ্যামবর্ণা বিচিত্র বস্ত্র পরিহিতা, রত্ন-মণ্ডিত বিচিত্র ভূষণে ভূষিতা, পদ্মাসনা তুঙ্গ স্তনভারে অবনতা, দক্ষিণ ও বামের ঊর্দ্ধ হস্তে পদ্মদ্বয় ধারিণী, দক্ষিণ ও বামের অধো হস্তদ্বয়ে নবশালি মঞ্জরী ও শুকপক্ষী ধারিণী বসুধাকে আমি ভজনা করি। ১৩০

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পুরশ্চরণে আদরের সহিত ধরামন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন এবং সর্পির সহিত পায়সের দ্বারা তাহার দশাংশ (১০,০০০) হোম করিবেন। ১৩১

বক্ষ্যমাণ বিধানে বিষ্ণুর পীঠে ওঁ বসুন্ধরা-যোগ-পীঠায় নমঃ এই পীঠ মন্ত্রে পীঠ পূজা করিয়া এই বীজে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্ত্তিতে বসুধাকে পূজা করিবেন। তাহার পর প্রথমে অঙ্গ দেবতার পূজা করিবেন। তাহার পর অগ্র, পৃষ্ঠ, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ পত্রে ভূ, বহ্নি, জল ও মারুতকে পূজা করিবেন। আগ্নেয়াদি কোণ পত্র সমূহে তাঁহাদের নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা ও শান্তি কলাকে পূজা করিবেন। অনন্তর বজ্রাদি অস্ত্র সমন্বিত দিক্‌পালগণকে

এবং সিদ্ধমহুর্মন্ত্রী সাধয়েৎ স্বমনোরথান্ ॥ ১৩৩
মধুর-ত্রয়-সংযুক্তৈর্জুহুয়াদরুণোৎপলৈঃ।
সহস্রং ভূ-সমৃদ্ধিঃ স্যাৎ তথা নীলোৎপলৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৩৪
প্রিয়ঙ্গু-পুষ্পৈর্মধ্বক্তৈর্ধন-ধান্য-মহীশ্রিয়ঃ।
মঞ্জরীং শালিসম্ভূতাং মধুর-ত্রয়-লোলিতাম্।
জুহুয়াৎ সাধিতে বহ্নৌ মণ্ডলাৎ স্যাদ্ ধরাপতিঃ ॥ ১৩৫
শুক্রবারে দিনমুখে গৃহীত্বা সাধ্য-ভূ-মৃদম্।
তামম্ভসি বিনিক্ষিপ্য শোধিতেঽত্র চরুং পচেৎ ॥ ১৩৬
পয়োঘৃতাভ্যাং সহিতং জুহুয়াৎ তং হুতাশনে।
ষণ্মাসং শুক্রবারেষু হবৈবং প্রাপ্নুয়ান্ মহীম্ ॥ ১৩৭
ধরামেবং ভজন্ মন্ত্রী পশু রত্ন-ধনাদিভিঃ।
ধরায়া বল্লভঃ স স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৩৮

ইতি শ্রীশারদাতিলকে পঞ্চদশঃ পটলঃ

পূজা করিবেন। এইরূপে মন্ত্রজ্ঞ সাধক সিদ্ধমন্ত্র হইয়া নিজের অভিলষিত বিষয় সাধন করিবেন। ১৩২-১৩৩

মধুরত্রয় সংযুক্ত অরুণ উৎপলের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে সহস্রগুণ ভূমি বৃদ্ধি হইবে। সুন্দর নীলোৎপলের দ্বারা হোম করিলে এইরূপ ভূমিবৃদ্ধি হইবে। ১৩৪

মধুযুক্ত প্রিয়ঙ্গু (কলিকা লতার) পুষ্পের দ্বারা হোম করিলে ধন, ধান্য ও মহী বৃদ্ধি হয়। সংস্কৃত অর্চিত বহ্নিতে শালি সম্ভূত মঞ্জরী মধুর ত্রয়ের দ্বারা আপ্লুত করিয়া হোম করিলে মণ্ডলের মধ্যে ধরাপতি হইবেন। ১৩৫

শুক্রবারে দিনের মুখে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় কালে সাধ্যের ভূমির মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাহাকে তিন ভাগ করিয়া এক অংশ চুল্লীতে, এক অংশ পাত্রে লেপন করিয়া, অন্য অংশ জলে বা দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া সেই শোধিত জল বা দুগ্ধে চরু পাক করিবেন। ১৩৬

দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সেই চরুকে শোধিত সংস্কৃত বহ্নিতে হোম করিবেন। ছয় মাস শুক্রবারে এইরূপ হোম করিয়া ভূমিলাভ করিবেন। ১৩৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক এইরূপে পৃথিবীর ভজনা করিয়া পশু, রত্ন ও ধনাদির সহিত ভূমিপতি হন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩৮

শারদাতিলক তন্ত্রের পঞ্চদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

ষোড়শঃ পটলঃ

অথাঽভিধ্যাস্তে বিধিবন্ নারসিংহং মহামনুম্ ।
উগ্রং বীরং বদেৎ পূর্বং মহাবিষ্ণুমনন্তরম্ ॥ ১

জ্বলন্তং পদমাভাষ্য সর্বতোমুখমীরয়েৎ ।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং বদেৎ ততঃ ।
নমাম্যহময়ং প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ ॥ ২

ঋষির্ব্রহ্মা সমুদ্দিষ্টশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ।
দেবতা নরসিংহোঽস্য সুরাসুর-নমস্কৃতঃ ॥ ৩

চতুর্ভির্হৃদয়ং বর্ণৈঃ শিরস্তাবদ্ভিরীরিতম্ ।
শিখাঽষ্টাভিঃ সমুদ্দিষ্টা ষড়্ভিঃ কবচমীরিতম্ ॥
তাবদ্ভির্নয়নং প্রোক্তমস্ত্রং স্যাৎ করণাক্ষরৈঃ ॥ ৪

শিরো-ললাট-নেত্রেষু মুখ-বাহ্বঙ্ঘ্রি-সন্ধিষু ।

অনন্তর বিধি অনুসারে নৃসিংহের মহামন্ত্র বলিতেছি। প্রথমে উগ্রং বীরং মহাবীরং বলিবেন। অনন্তর মহাবিষ্ণুং বলিবেন। পরে জ্বলন্তং পদ বলিয়া সর্বতোমুখং উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুং মৃত্যুং বলিবেন। তাহার পর নমাম্যহম্ বলিবেন। কল্পবৃক্ষ সদৃশ দ্বাত্রিংশ অক্ষরযুক্ত এই মন্ত্ররাজ কথিত হইয়াছে। (বৈদিক মন্ত্র বলিয়া উহা প্রণবাদি হইবে)। ১-২

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। সুর ও অসুর নমস্কৃত নরসিংহ এই মন্ত্রের দেবতা। (এই মন্ত্রের হং বীজ, ঈং শক্তি)। ৩

উগ্রং বীরং এই চারি অক্ষরের দ্বারা হৃদয় ন্যাস, তাবৎ পরিমাণ চারি বর্ণ মহাবিষ্ণুং পদের দ্বারা শিরোন্যাস উক্ত হইয়াছে। জ্বলন্তং সর্বতোমুখং এই আট বর্ণের দ্বারা শিরোন্যাস উদ্দিষ্ট হইয়াছে। নৃসিংহং ভীষণং এই ছয় বর্ণের দ্বারা কবচ ন্যাস কথিত হইয়াছে। তাবদ্ বর্ণ (ষড়ক্ষর) ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং পদের দ্বারা নেত্রন্যাস এবং করণাক্ষর (চতুরক্ষর) নমাম্যহং পদের দ্বারা অস্ত্রন্যাস উক্ত হইয়াছে। ৪

অক্ষর ন্যাস কথিত হইতেছে। যথাক্রমে (১) মস্তকে (২) ললাটে (৩) দঃ নেত্রে (৪) বাঃ নেত্রে (৫) মুখে (৬) দঃ বাহুমূলে (৭) দঃ বাহুর মধ্য সন্ধিতে

সাগ্রেষু কুক্ষৌ হৃদয়ে গলে পার্শ্ব-দ্বয়ে পুনঃ।
অপরাঙ্গে ককুদি চ ন্যসেদ্ বর্ণান্ যথাক্রমম্ ॥ ৫

মাণিক্যাদি-সমপ্রভং নিজরুচা সন্ত্রস্ত-রক্ষোগণং
জান্বন্যস্ত-করাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্-ভূষণম্।
বাহুভ্যাং ধৃত-চক্র-শঙ্খমনিশং দংষ্ট্রাগ্র-বক্ত্রোল্লসজ্
জ্বালা-জিহ্বমুদগ্র-কেশনিচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম্ ॥ ৬

বর্ণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং তৎসহস্রং ঘৃতপ্লুতৈঃ।
পায়সান্নৈঃ প্রজুহুয়াদ্ বিধিবৎ পূজিতেঽনলে ॥ ৭

---

(৮) দঃ মণিবন্ধে (৯) দঃ অঙ্গুলিমূলে (১০) দঃ অঙ্গুলির অগ্রে (১১) বাঃ বাহুমূলে (১২) বাঃ বাহুর মধ্য সন্ধিতে (১৩) বাঃ বাহুর মণিবন্ধে (১৪) বাম অঙ্গুলি মূলে (১৫) বাম অঙ্গুলির অগ্রে (১৬) দঃ পাদের ঊরুসন্ধিতে (১৭) দঃ পাদের মধ্য সন্ধিতে (১৮) দঃ জঙ্ঘার নিম্ন সন্ধিতে (১৯) দঃ পাদের অঙ্গুলিমূলে (২০) দঃ পাদের অঙ্গুলির অগ্রে (২১) বাঃ পাদের ঊরু সন্ধিতে (২২) বাঃ পাদের মধ্য সন্ধিতে (২৩) বাঃ জঙ্ঘার নিম্ন সন্ধিতে (২৪) বাম পাদের অঙ্গুলি মূলে (২৫) বাঃ পাদের অঙ্গুলির অগ্রে (২৬) উদরে (২৭) হৃদয়ে (২৮) গলে (২৯) দক্ষিণ পার্শ্বে (৩০) বাম পার্শ্বে (৩১) অপরাঙ্গে (পৃষ্ঠে) (৩২) গ্রীবাতে বিন্দুযুক্ত নমোঽন্ত এক একটি মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিবেন। ৫

বিবৃতি। পদার্থাদর্শে নৃসিংহের সান্নিধ্য-কারক সর্বরক্ষাকর দশবিধ ন্যাস উক্ত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ পদার্থাদর্শে নৃসিংহ প্রকরণে দ্রষ্টব্য। ৫

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—মাণিক্য পর্বতের সমান প্রভাবিশিষ্ট, নিজ দীপ্তি দ্বারা রক্ষোগণের সংত্রাসকারী, জানুতে ন্যস্ত হস্তপদ্ম, ত্রিনয়ন, রত্নোজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত, বাহুদ্বয়ের দ্বারা চক্র ও শঙ্খ ধারণকারী, বৃহৎ দন্তের দ্বারা উগ্রমুখ, বদন-নির্গত দীপ্ত জিহ্বা হইতে জ্বালা নিঃসরণকারী, উদগ্রকেশ (ঊর্দ্ধকেশ) বিভু নৃসিংহকে আমি বন্দনা করি। ৬

বিবৃতি। নৃসিংহের ধ্যানের অনন্তর নারসিংহী মুদ্রা, অস্ত্র মুদ্রা ও বজ্র মুদ্রা দেখাইবে। পদার্থাদর্শে এই সকল মুদ্রার লক্ষণ আছে। ইহা সমস্ত নৃসিংহমন্ত্র সাধারণ। ৬

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র বর্ণ লক্ষ (বত্রিশ লক্ষ) জপ করিবেন। জপের পর বিধিবৎ অগ্নিতে দেবতার পীঠকে অর্চনা করিয়া সেই পূজিত বহ্নিতে ঘৃত-প্লুত পায়সান্নের দ্বারা বত্রিশ হাজার হোম করিবেন। ৭

এবং কৃতে ভবেন্মন্ত্রী সিদ্ধমন্ত্রঃ প্রতাপবান্।
পূজা প্রাগীরিতে পীঠে মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ॥ ৮

পূজয়েদ্ বিধিবৎ তস্যাং দৈত্য-শক্রমনন্যধীঃ।
অঙ্গাদ্যাদৌ সমারাধ্য দিগ্‌দলেষু যজেৎ পুনঃ॥ ৯

পক্ষীন্দ্রং শঙ্করং শেষমজযোনিং যথাক্রমম্।
শ্রিয়ং হ্রিয়ং ধৃতিং পুষ্টিমগ্ন্যাদিষু যজেৎ পুনঃ॥ ১০

লোকপালাঃ সমভ্যর্চ্যাস্তদস্ত্রাণি ততঃ পরম্।
ইত্থং জপাদিভিঃ সিদ্ধে মনৌ কাম্যানি সাধয়েৎ॥ ১১

উদ্যৎ-কোটি-রবি-প্রভং নরহরিং কোটীর-হারোজ্জ্বলং
দংষ্ট্রা ভীমমুখং লসন্-নখমুখৈর্দীর্ঘৈরনেকৈর্ভুজৈঃ।
নির্ভিন্নাসুরনাথমগ্নি-শশভৃৎ-সূর্য্যাত্ম-নেত্রত্রয়ং
বিদ্যুৎ-পুঞ্জ-সটাকলাপ-ভয়দং বহ্নিং বমন্তং ভজে॥ ১২

মন্ত্রজ্ঞ সাধক এইরূপ করিলে সিদ্ধমন্ত্র ও প্রতাপবান্ হইবেন। নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্রোক্ত পীঠে পূজা হইবে। মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। ৮

অনন্য-চিত্ত হইয়া সেই মূর্ত্তিতে বিধিবৎ বক্ষ্যমাণ বিধানে দৈত্যশত্রু নৃসিংহকে পূজা করিবেন। প্রথমে চতুর্থ পটলোক্ত রীতিতে অঙ্গসমূহের পূজা করিয়া অনন্তর দিগ্‌দল সমূহে পক্ষীন্দ্র (গরুড়), শঙ্কর, শেষ (অনন্ত) ও পদ্মযোনিকে যথাক্রমে পূজা করিবেন। অনন্তর অগ্ন্যাদি কোণসমূহে যথাক্রমে শ্রী, হ্রী, ধৃতি ও পুষ্টিকে পূজা করিবেন। ৯-১০

তাহার পর লোকপালগণকে পূজা করিবেন। অনন্তর তাঁহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। এই প্রকারে জপ হোমাদি দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হইলে কাম্যবিষয় সাধন করিবেন। ১১

সৌম্য কার্য্য উপাসনা বিষয়ে এই ধ্যান, ক্রূর কার্য্য প্রয়োগবিষয়ে বক্ষ্যমাণ ক্রূর-মূর্ত্তির ধ্যান কর্ত্তব্য। এই ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—উদীয়মান কোটি সূর্য্যের প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, মুকুট ও হারে উজ্জ্বল, বৃহৎ দন্তে ভীমমুখ, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল নখ বিশিষ্ট দীর্ঘ অনেক বাহু দ্বারা অসুরনাথ হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণকারী অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ নেত্রত্রয়ধারী, বিদ্যুৎপুঞ্জ সদৃশ সটা (সিংহাদির স্কন্ধকেশ)-কলাপে ভয়ঙ্কর বহ্নিবমনকারী নরসিংহকে আমি ভজনা করি। ১২

সৌম্যে সৌম্যং স্মরেৎ কার্য্যে ক্রূরে ক্রূরমিমং ভজেৎ।
শ্রীপুষ্পৈর্জুহুয়ান্ মন্ত্রী বিল্বকাষ্ঠৈধিতেঽনলে॥ ১৩
সহস্রং শ্রিয়মাপ্নোতি পত্রৈর্বা বিল্ব-সম্ভবৈঃ।
প্রসূনৈর্বা ফলৈস্তদ্বদ্ দূর্বা-হোমাদরোগতাম্॥ ১৪
মন্ত্রজপ্তাং বচাং শ্বেতাং ভক্ষয়েৎ প্রাতরন্বহম্।
বাক্‌সিদ্ধিং লভতে মন্ত্রী বাচস্পতিরিবাঽপরঃ॥ ১৫
সলিলে দেবমভ্যর্চ্য গন্ধ-পুষ্পাদিভিঃ শুভৈঃ।
দূর্বাভিস্তত্র জুহুয়ান্ নিত্যমষ্টোত্তরং শতম্।
উপসর্গা বিনশ্যন্তি গ্রহ-ভূত-জ্বরাদিভিঃ॥ ১৬
দুঃস্বপ্নে নিশি সঞ্জাতে স্নাত্বা মন্ত্রমমুং জপেৎ।
অনিদ্রো মন্ত্রবিৎ পশ্চাৎ সুস্বপ্নস্তস্য জায়তে॥ ১৭
ব্যাঘ্র চৌর-মৃগাদিভ্যো মহারণ্যে ভয়াকুলে।
রক্ষেন্ মনুরয়ং জপ্তো ভয়েঘন্যেষু মন্ত্রিণম্॥ ১৮

সৌম্য কার্য্য উপাসনা বিষয়ে পূর্বোক্ত সৌম্য মূর্ত্তির ধ্যান করিবেন। ক্রূর কর্মে অনন্তরোক্ত ক্রূর মূর্ত্তির ধ্যান করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক বিল্ব কাষ্ঠের দ্বারা উদ্দীপ্ত বহ্নিতে শ্রীপুষ্পের (শ্রীলতার পুষ্পের) দ্বারা সহস্র হোম করিবেন। ইহা দ্বারা শ্রীলাভ করিবেন। বিল্ববৃক্ষ সম্ভূত পত্র, পুষ্প বা ফল সমূহের দ্বারা হোম করিলে তদ্বৎ শ্রীলাভ করিবেন। দূর্বাহোমের দ্বারা অরোগতা লাভ করিবেন। ১৩-১৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রতিদিন প্রাতঃকালে মন্ত্রজপ্ত শ্বেতবর্ণ বচ ভক্ষণ করিবেন। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় বাচস্পতি সদৃশ বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিবেন। ১৫

সলিলে শুভ গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা দেবতাকে অর্চনা করিয়া সেই জলে তিন তিনটি দূর্বা দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন। ইহা দ্বারা গ্রহ, ভূত ও জ্বরাদির সহিত উপদ্রব সমূহ বিনষ্ট হয়। ১৬

রাত্রিতে দুঃস্বপ্ন উৎপন্ন হইলে দুঃস্বপ্নের অনন্তর তখনই স্নান করিয়া মন্ত্রবিৎ বিনিদ্র সাধক অষ্টোত্তর শত এই মন্ত্র জপ করিবেন। পরে তাহার সুস্বপ্ন জন্মে এবং দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নের ফল দান করে। ১৭

এই মন্ত্র জপ্ত হইলে ভয়াকুল মহারণ্যে ব্যাঘ্র, চৌর, মৃগাদি (সিংহাদি) হইতে ও অন্যান্য ভয় হইতে মন্ত্রীকে রক্ষা করে। ১৮

অনেন মন্ত্রিতং ভস্ম বিষ-গ্রহ-মহাময়ান্ ।
নাশয়েদচিরাদেব মন্ত্রস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ১৯
ঘোরেঽভিচারে সোন্মাদে মহোৎপাতে মহাভয়ে ।
জপেন্ মন্ত্রং স্মরেদ্ দেবং দুঃখান্ মুক্তো ভবেন্ নরঃ ॥ ২০
সিংহরূপং মহাভীমং নখ-দংষ্ট্রাতিভীষণম্ ।
স্মৃত্বাঽঽত্মানং রিপুং পশ্চাদ্ ধ্যায়েন্ মৃগশিশুং পুরা ॥ ২১
গৃহীত্বা গলদেশে তং পুনর্দিক্ষু ক্ষিপেদ্ দ্রুতম্ ।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাদ্যৈরুচ্চাটো জায়তে রিপোঃ ॥ ২২
পূর্বমৃত্যু-পদে সাধ্য-নাম কৃত্বা স্বয়ং হরিঃ ।
নিশিতৈর্নখ-দংষ্ট্রাগ্রৈঃ খণ্ড্যমানং রিপুং স্মরেৎ ॥ ২৩
নিত্যমষ্টোত্তরশতং জপেন্ মন্ত্রমতন্দ্রিতঃ ।
জায়তে মণ্ডলাদর্বাক্ শত্রুর্বৈবস্বতঃ প্রিয়ঃ ॥ ২৪
যত্নং কুর্বীত বিধিবচ্ছত্রুসেনা-নিবারণে ।
বিভীত-কাষ্ঠৈর্জ্বলিতে পাবকে রিপুমর্দনম্ ॥ ২৫

এই মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রিত ভস্ম এই মন্ত্রের প্রভাবে সর্পাদির বিষ, গ্রহদোষ জ্বরাদি মহারোগ অচিরেই নাশ করে। ১৯

ঘোর অভিচারে উন্মাদে মহা উৎপাতে ও মহাভয়ে এই মন্ত্র জপ করিবেন, নৃসিংহদেবকে ধ্যান করিবেন। তাহা হইলে মানব দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। ২০

অগ্রে আত্মাকে (নিজেকে) মহাভীম নখ ও দংষ্ট্রায় অতিভীষণ সিংহরূপ ধ্যান করিয়া অনন্তর গলদেশে মৃগ শিশুকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে শত্রু ধ্যান করিবেন এবং সেই শত্রুকে দ্রুত দিক্‌সমূহে নিক্ষেপ করিবেন। ইহাতে শত্রুর পুত্র, মিত্র, কলত্রাদির সহিত উচ্চাটন জন্মায়। ২১-২২

মন্ত্রে মৃত্যু মৃত্যু—এইরূপ দুইটী মৃত্যুপদ আছে। তন্মধ্যে পূর্ব মৃত্যু পদকে ত্যাগ করিয়া তৎস্থানে সাধ্য শত্রুর নাম প্রয়োগ করিয়া স্বয়ং হরি হইয়া অর্থাৎ আত্মাকে নৃসিংহরূপ ধ্যান করিয়া তীক্ষ্ণ নখদংষ্ট্রাগ্র সমূহের দ্বারা খণ্ড্যমান (খণ্ডে খণ্ডে ছিদ্যমান) শত্রুকে স্মরণ করিবেন এবং নিত্য আলস্য রহিত হইয়া অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে মণ্ডলের (৪৯ দিনের) পূর্বে শত্রু যমের প্রিয় হইয়া থাকে। ২৩-২৪

শত্রুর সেনা নিবারণে বিধিবৎ যত্ন করিবেন। সেই যত্ন হইতেছে—বিভীতক (বহেড়া) কাষ্ঠের দ্বারা প্রদীপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিতে শত্রুমর্দন নৃহরি দেবের ক্রুদ্ধ

বিচিন্ত্য দেবং নৃহরিং সম্পূজ্য কুসুমাদিভিঃ।
সমূল-তুলৈর্জুহুয়াচ্ছরৈর্দশশতং পৃথক্।
রিপুং খাদন্নিব জপেন্ নির্ভিন্দন্নিব তান্ ক্ষিপেৎ॥ ২৬
হুত্বা সপ্তদিনং মন্ত্রী সেনামিষ্টাং মহীপতেঃ।
প্রস্থাপয়েচ্ছুভে লগ্নে পররাজ্য-জয়েচ্ছয়া॥ ২৭
তস্যাঃ পুরস্তান্ নৃহরিং নিঘ্নন্তং রিপু-মণ্ডলম্।
স্মৃত্বা প্রয়োগং কুর্বীত যাবদায়াতি সা পুনঃ॥ ২৮
বিজিত্য নিখিলাংশ্চ্ছত্রূন্ সহ বীরশ্রিয়া সুখম্।
আগত্য বিজয়ী রাজা গ্রাম-ক্ষেত্র-ধনাদিভিঃ॥ ২৯
প্রীণয়েন্ মন্ত্রিণং সম্যগ্ বিভবৈঃ প্রীত-মানসঃ।
মন্ত্রী যদি ন সন্তুষ্যেদনর্থঃ স্যান্ মহীপতেঃ॥ ৩০
বীজং সাধ্য-সমন্বিতং প্রবিলিখেন্ মধ্যেঽষ্ট-পত্রেম্বথো

মূর্তির ধ্যান করিয়া কুসুমাদি দ্বারা পূজা করিয়া সমূল শিমূল-তুল শর-সমূহের দ্বারা দশ শত হোম করিবেন। হোম সময়ে যেন আমি নৃসিংহদেব শত্রুকে ভক্ষণ করিতেছি এইরূপ নিজেকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর যেন আমি নৃসিংহ শত্রুকে বিদারণ করিতেছি এইরূপ ধ্যান করিয়া সেই শরগুলিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। (ইহাতে শত্রুসেনা নিবারিত হইবে।) ২৩-২৬

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পররাজ্য জয়ের ইচ্ছায় সাতদিন এইরূপ হোম করিয়া রাজার অভিপ্রেত সেনাকে শুভ লগ্নে প্রেরণ করিবেন। ২৭

সেনার অগ্রে নৃহরি শত্রু মণ্ডলকে হনন করিতেছেন ধ্যান করিয়া যাবৎ সেই সেনা পুনরায় ফিরিয়া না আসে, সেই পর্য্যন্ত রাজা প্রয়োগ করিবেন অর্থাৎ তাবৎ পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ ও পূর্বোক্ত রূপ ধ্যান করিবেন। ২৮

নিখিল শত্রুকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী রাজা বীরৈশ্বর্য্যের সহিত সুখে আগমন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া গ্রাম, ভূমি, ধনাদি বিভব সমূহের দ্বারা মন্ত্রিগণকে সম্যক্রূপে সন্তুষ্ট করিবেন। মন্ত্রী যদি সন্তুষ্ট না হন, তবে রাজার অনর্থ হইবে। (যস্তুং কুর্বীত এইস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মহীপতেঃ পর্য্যন্ত একটিই প্রয়োগ)। ২৯-৩০

নৃসিংহ মন্ত্র কথিত হইতেছে। অষ্টদল পদ্ম-কর্ণিকার মধ্যে সাধনায় ও কর্ম

মন্ত্রার্ণান্ শ্রুতিশো বিভজ্য বিলিখেদ্ লিপ্যা বহির্বেষ্টয়েৎ।
বাহ্যে কোণগ-বীজ-বজ্র-বসুধা-গেহদ্বয়েনাবৃতং
যন্ত্রং ক্ষুদ্র-বিষ-গ্রহাময়-রিপু-প্রধ্বংসনং শ্রীপ্রদম্ ॥ ৩১

কৃত্বা নবপদাত্মানং মণ্ডলং যন্ত্র-সংবৃতম্।
অস্মিন্ সংস্থাপয়েন্ মন্ত্রী কলশান্ নব শোভনান্ ॥ ৩২
কষায়-তোয়-সম্পূর্ণান্ বস্ত্র-রত্নাদি-সংযুতান্।
মধ্যে সংপূজয়েদ্ দেবং নৃসিংহং শান্ত-বিগ্রহম্ ॥ ৩৩
তার্ক্ষ্যাদীন্ পূজয়েন্ মন্ত্রী পূর্বাদিষু যথাক্রমম্।
ইতি সংসাধিতৈস্তোয়ৈরভিষিঞ্চেৎ প্রিয়ং নরম্ ॥ ৩৪
অভিচার-গ্রহোন্মাদা বিনশ্যন্ত্যরিভিঃ সহ।
অভিষিক্তস্তদা বিপ্রান্ ভোজয়েদ্ দেবতা-ধিয়া ॥ ৩৫
যথাবদ্ পূজয়েৎ পশ্চাদ্ ভক্ত্যা গুরুমবঞ্চয়ন্।
রাজা বিজয়মাপ্নোতি যুদ্ধেষু বিধিনাঽমুনা ॥ ৩৬

সহিত বক্ষ্যমাণ নৃসিংহবীজ (ক্ষ্রৌং) লিখিবেন। অনন্তর আটটি পত্রে মন্ত্র বর্ণগুলিকে চারিটি চারিটি করিয়া বিভাগ করিয়া লিখিবেন। পত্রের বহির্ভাগে মাতৃকাবর্ণ লিখিয়া বেষ্টন করিবেন। মাতৃকা মণ্ডলের বহির্ভাগে কোণগত নৃসিংহ বীজযুক্ত পরস্পর ব্যতিভেদী ভূপুরদ্বয়ের দ্বারা এই যন্ত্র আবৃত হইবে। এই যন্ত্র ক্ষুদ্র, সর্পাদির বিষ, গ্রহদোষ, রোগ ও শত্রুর নাশক ও শ্রীপদ। ৩১

নবনাভ মণ্ডল করিয়া সেই নবনাভ মণ্ডলের মধ্যবর্তী পদ্ম কর্ণিকায় যন্ত্র স্থাপন করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক সেই মণ্ডলে (যন্ত্র সংযুক্ত নবনাভ মণ্ডলে) ক্ষীর বৃক্ষাদি কষায় বৃক্ষের ত্বকের রসরূপ জলের দ্বারা পরিপূর্ণ বস্ত্র ও রত্নাদি সংযুক্ত নয়টি সুন্দর কলশ স্থাপন করিবেন। মধ্য কলশে শান্তবিগ্রহ নৃসিংহ দেবকে মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং ইত্যাদি ধ্যানে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবেন। ৩২-৩৩

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পূর্বাদি (অগ্রাদি) কলশে যথাক্রমে পূর্বোক্ত তার্ক্ষ্য (গরুড়) প্রভৃতিকে পূজা করিবেন। এইরূপে সংসাধিত সেই তোয়ের দ্বারা প্রিয় রাজাকে অভিষেক করিবেন। ৩৪

ইহা দ্বারা রাজার শত্রুগণের সহিত অভিচার দোষ, গ্রহদোষ ও উন্মাদ বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই অভিষিক্ত রাজা তখন ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। অনন্তর গুরুকে বঞ্চনা না করিয়া ভক্তির সহিত দেবতা বুদ্ধিতে

বীজাখ্যং ফণ-পঞ্চকং প্রবিলিখেচ্ছেষস্ত ভোগে পুন-
র্দ্বাত্রিংশৎ-পদ-সংযুতে পরিলিখেন্ মন্ত্রাক্ষরাণি ক্রমাৎ
পুচ্ছে নাম জপাদি-সাধিতমিদং হোমেন সম্পাতিতং
ভূতাপস্মৃতি-দুঃখ-রোগ-শমনং যন্ত্রং রিপু-ধ্বংসনম্ ॥ ৩৭

ক্ষকারো বহ্নিমারূঢ়ো মনুস্বর-সমন্বিতঃ।
বিন্দু-নাদ-লসন্মূর্দ্ধা বীজং নরহরের্মতম্ ॥ ৩৮

বীজং নমো ভগবতে নরসিংহায় তৎপরম্।
স্যাদ্ জ্বালামালিনে পশ্চাদ্ দীপ্ত-দংষ্ট্রায় তৎপরম্ ॥ ৩৯

অগ্নিনেত্রায় সর্বাদি-রক্ষোঘ্নায় পদং বদেৎ।
সর্বভূত-বিনাশান্তং নকারো দীর্ঘবান্ মরুৎ ॥ ৪০

যথাবৎ পাদ্যাদি উপচারে পূজা করিবেন। এই বিধি (অনুষ্ঠান) দ্বারা রাজা যুদ্ধ সমূহে বিজয়লাভ করেন। ৩৫-৩৬

নৃসিংহের যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ পাঁচটি সমান্তরাল রেখা করিবেন। এইরূপ উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ নয়টি রেখা করিবেন। পূর্বরেখার পাঁচটি অগ্রকে ফণাকার করিবেন। পশ্চিমের পাঁচটি অগ্রকে সর্প পুচ্ছাকার করিবেন। ইহাতে দেহে বত্রিশটি কোষ্ঠ উৎপন্ন হইবে। প্রত্যেক ফণায় এক একটি নৃসিংহের বক্ষ্যমাণ বীজ লিখিবেন। বীজচিহ্নিত ফণাপঞ্চক লেখার পর সর্পের বত্রিশ কোষ্ঠবিশিষ্ট দেহের এক একটি কোষ্ঠে যথাক্রমে বত্রিশ অক্ষর নৃসিংহ মন্ত্রের এক একটি অক্ষর লিখিবেন। পুচ্ছে সাধ্য ও কর্মের নাম লিখিবেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পূজা, জপাদি দ্বারা সাধিত ও হোমের দ্বারা সম্পাতিত হইলে এই যন্ত্র ভূত, অপস্মার, দুঃখ ও রোগের শান্তিকারক ও শত্রু-নাশক হইয়া থাকে। ৩৭

নৃসিংহ বীজ উদ্ধৃত হইতেছে। বহ্নিতে (রকারে) আরূঢ় ক্ষকার মনুস্বর ঔকার দ্বারা যুক্ত হইবে এবং উহার মস্তক বিন্দুনাদে উজ্জ্বল হইলে ক্ষ্রৌং হইবে। উহা নৃসিংহ বীজ কথিত হইয়াছে। ৩৮

জ্বালা নৃসিংহের মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে নরসিংহ বীজ (ক্ষ্রৌং) ও নমো ভগবতে নরসিংহায় বলিবেন। তাহার পর জ্বালামালিনে হইবে। তাহার পর দীপ্ত-দংষ্ট্রায় তাহার পর অগ্নিনেত্রায় সর্বরক্ষোঘ্নায় পদ বলিবেন। অনন্তর সর্বভূত-বিনাশ পদের অন্তে দীর্ঘ আকার যুক্ত নকার ও মরুৎ য এবং সর্বস্বর-

সর্বজ্বর-বিনাশান্তে নায়ার্ণৌ দহ-যুগ্মকম্ ।
পচদ্বয়ং রক্ষযুগ্মং হুং ফট্ স্বাহা প্রণবাদিকঃ ॥
সপ্তষষ্ট্যক্ষরৈঃ প্রোক্তো জ্বালামালী মহামনুঃ ॥ ৪১
হৃৎ ত্রয়োদশভিঃ প্রোক্তং শিরো দশভিরীরিতম্ ।
শিখৈকাদশভিঃ প্রোক্তা বর্মাষ্টাদশভির্মতম্ ॥ ৪২
বর্ণৈর্দ্বাদশভির্নেত্রমস্ত্রং স্যাৎ করণাক্ষরৈঃ ।
এবমঙ্গানি বিন্যস্য চিন্তয়েন্ মন্ত্রদেবতাম্ ॥ ৪৩
উদ্যজ্জ্বলৎ-প্রলয়ানলাভমযুগ্ম-নেত্রমনারতম্ ।
ভাস্বরং শিখিনঃ শিখাভিরুদগ্র-দংষ্ট্র-মুখাম্বুজম্ ।
রক্ষসাং ভয়দং বিকীর্ণ-সটাকলাপ-বিভীষণং
শঙ্খ-চক্র-কৃপাণ খেটক-ধারিণং নৃহরিং ভজে ॥ ৪৪

বিনাশ পদের অন্তে না ও য় এই দুইটি বর্ণ, দুই দহ, দুইটি পচ, দুইটি রক্ষ ও হুং ফট্ স্বাহা হইবে। উহা প্রণবাদি হইবে। এই সাতষট্টি অক্ষরের দ্বারা জ্বালামালী নৃসিংহের মহামন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩৮-৪১

বিবৃতি। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, অতি ছন্দঃ, নৃসিংহ দেবতা, ক্ষ্রৌং বীজ, স্বাহা শক্তি। মন্ত্রে দীপ্ত দংষ্ট্রায়াগ্নিনেত্রায় এইরূপ সন্ধি হইলে সাতষট্টি অক্ষর হইবে। অঙ্গন্যাসে সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া তাহা করিতে হইবে। ৪১

ওঁ ক্ষ্রৌং নমো ভগবতে নরসিংহায়—এই তেরটি অক্ষরের দ্বারা হৃদয় ন্যাস, জ্বালা-মালিনে দীপ্ত-দংষ্ট্রায়—এই দশটি অক্ষরের দ্বারা শিরোন্যাস, অগ্নিনেত্রায় সর্বরক্ষোঘ্নায়—এই এগারটি অক্ষরের দ্বারা শিখান্যাস উক্ত হইয়াছে। সর্বভূত-বিনাশনায় সর্বজ্বর-বিনাশনায়—এই আঠারটি অক্ষরের দ্বারা কবচ ন্যাস কথিত হইয়াছে। ৪২

দহ দহ পচ পচ রক্ষ রক্ষ—এই বারটি অক্ষরের দ্বারা নেত্রন্যাস এবং হুং ফট্ স্বাহা—এই করণাক্ষর (চারি অক্ষর) দ্বারা অস্ত্র ন্যাস হইবে। এইরূপে ছয়টি অঙ্গের ন্যাস করিয়া মন্ত্র দেবতা জ্বালা নৃসিংহের ধ্যান করিবেন। ৪৩

উজ্জ্বলৎ প্রলয়াগ্নির সদৃশ রক্তবর্ণ, দেহ নির্গত অগ্নির শিখা সমূহের দ্বারা সর্বদা ভাস্বর, মুখপদ্মের মধ্য হইতে উদ্গত, দংষ্ট্রাগ্র রক্ষোগণের ভয়প্রদ, বিকীর্ণ স্কন্ধকেশর সমূহে ভীষণ, বামের ঊর্ধ্ব হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ ও খেট ধারী নৃসিংহকে ভজনা করি। ৪৪

লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং তদ্-দশাংশং সমাহিতঃ ।
কপিলাজ্যেন জুহুয়াৎ সমিদ্ধে হব্যবাহনে ॥ ৪৫
প্রাগুক্তে পূজয়েৎ পীঠে দেবং সংপ্রোক্ত-বর্ত্মনা ।
কুর্বীত মন্ত্ররাজোক্তান্ প্রয়োগান্ মনুনাঽমুনা ।
বিশেষাৎ ক্ষুদ্র-ভূতাদি-নাশনোঽয়ং মনুঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬
পাশঃ শক্তির্নরহরিমঙ্কুশো বর্ম কট্ মনুঃ ।
ষড়ক্ষরো নরহরেঃ কথিতঃ সর্বকামদঃ ॥ ৪৭
ঋষির্ব্রহ্মা সমুদ্দিষ্টঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ উদাহৃতম্ ।
দেবতা নরসিংহোঽস্য ষড়্‌বীজৈরঙ্গ-কল্পনা ॥ ৪৮
কোপাদালোল-জিহ্বং বিবৃত-নিজ মুখং সোম-সূর্য্যাগ্নি-নেত্রং
পাদাদানাভি রক্তপ্রভমুপরি সিতং ভিন্ন-দৈত্যেন্দ্র-গাত্রম্ ।

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন এবং সমাহিত হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে কপিলাজ্যের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৪৫

প্রাগুক্ত পীঠে পূর্বপ্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে নৃসিংহদেবকে পূজা করিবেন। মন্ত্ররাজোক্ত প্রয়োগ সমূহ এই মন্ত্রের দ্বারা করিবেন। এই মন্ত্র বিশেষভাবে ক্ষুদ্র, ভূতাদির নাশক উক্ত হইয়াছে। ৪৬

লক্ষ্মী নৃসিংহের মন্ত্র কথিত হইতেছে। পাশ—আং, শক্তি—হ্রীং, নরহরি—ক্ষ্রৌং, অঙ্কুশ—ক্রোং, বর্ম—হুং ও কট্। সর্বকাম প্রদ নরহরির এই ষড়ক্ষর মন্ত্র কথিত হইল। ৪৭

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি এবং পংক্তি ছন্দঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই মন্ত্রের নরসিংহ দেবতা। (ক্ষ্রৌং বীজ, মায়াশক্তি)। ছয়টী বীজের দ্বারা ছয়টি অঙ্গন্যাস হইবে। ৪৮

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—কোপে জিহ্বা সঞ্চালনকারী, নিজমুখ ব্যাদানকারী, সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ ত্রিনেত্রধারী অর্থাৎ তিনটি নেত্র সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ, পাদ হইতে নাভিপর্য্যন্ত রক্তবর্ণ দেহধারী, নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শুক্লবর্ণ দেহধারী, দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর গাত্র বিদীর্ণকারী, দক্ষিণ ও বামের ঊর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র, তাহার অধোহস্ত দ্বয়ে পাশ ও অঙ্কুশ, তাহারও অধোহস্ত দ্বয়ে কুলিশ (বজ্র) ও গদা ও চতুর্থ হস্তদ্বয়ে[১] দারণমুদ্রা বহন (ধারণ)

১। মিথঃ সংসৃষ্ট-সমুখ্যাঙ্গুলয়ো বদ্ধযোজকাঃ। বহান-সরলাঙ্গুষ্ঠৌ মুদ্রেয়ং দারণ মতা। তদনুসারে দারণশব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা পদার্থাদর্শ-বিরোধী।

চক্রং শঙ্খং সপাশাঙ্কুশ-কুলিশ-গদা-দারপাহ্যুদ্বহস্তং
ভীমং তীক্ষ্ণোগ্র দংষ্ট্রং মণিময়-বিবিধাকল্পমীড়ে নৃসিংহম্ ॥ ৪৯
ঋতুলক্ষং জপেদেনং ঘৃতেন জুহুয়াৎ ততঃ।
তৎসহস্রং সমিদ্ধেঽগ্নৌ তোষয়েদ্ দ্রবিণৈর্গুরুম্ ॥ ৫০
অর্চা প্রাগীরিতে পীঠে মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ।
অঙ্গাবৃতের্বহিশ্চক্রং শঙ্খং পাশাঙ্কুশৌ পুনঃ ॥ ৫১
বজ্রং কৌমুদকীং খড়্গ-খেটৌ পত্রেষু পূজয়েৎ।
ইন্দ্রাদ্যানেতদস্ত্রাণি পূজয়েদ্ বাহ্যতঃ সুধীঃ ॥ ৫২
এবং কৃত্বা পুরশ্চর্য্যাং মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ।
প্রয়োগান্ কল্প-নির্দিষ্টান্ কুর্য্যাৎ স্বস্য পরস্য চ ॥ ৫৩
রক্তোৎপলৈস্ত্রিমধ্বক্তৈঃ সহস্রং জুহুয়ান্ নবৈঃ।
নিত্যং মাসাদ্ ভবেদিষ্টং বৎসরাদ্ ধন-ধান্যবান্ ॥ ৫৪
রক্তৈস্ত্রিমধুরোপেতৈঃ পদ্মৈর্ভানু-সহস্রকম্।
জুহুয়ান্ মহতীং লক্ষ্মীমায়ুর্বশ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫

কারী, ভীম (ভয়ঙ্কর) তীক্ষ্ণ ও উগ্র দংষ্ট্রা যুক্ত, মণিময় বিবিধ ভূষণে ভূষিত নৃসিংহকে স্তুতি করি। ৪৯

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র ছয় লক্ষ জপ করিবেন। তাহার পর প্রদীপ্ত বহ্নিতে ঘৃতের দ্বারা ছয় সহস্র হোম করিবেন। ধনের দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। ৫০

পূর্ব প্রোক্ত পীঠে দেবতার পূজা হইবে। মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। অঙ্গাবরণ পূজার পর পত্র সমূহে চক্র, শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ, অনন্তর বজ্র, কৌমুদকী, খড়্গ ও খেটকে পূজা করিবেন। সুধী সাধক তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহকে পূজা করিবেন। ৫১-৫২

মন্ত্রবিৎ সাধক এইরূপ পুরশ্চরণ করিয়া এই মন্ত্রের দ্বারা নিজের ও অন্যের জন্য কল্পবিহিত প্রয়োগ সকল করিবেন। ৫৩

মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রত্যহ ত্রিমধুরাপ্লুত নূতন (অপর্য্যুষিত) রক্তোৎপল সমূহের দ্বারা সহস্র হোম করিবেন। ইহাতে এক মাসের মধ্যে ইষ্ট লাভ করিবেন এবং বৎসরের মধ্যে ধনবান্ ও ধান্যবান্ হইবেন। ৫৪

ত্রিমধুরাপ্লুত রক্ত পদ্ম (কোকনদ) সমূহের দ্বারা ভানু (বার) হাজার হোম করিবেন। ইহা দ্বারা মহতী লক্ষ্মী, আয়ুঃ ও বশ্য লাভ করিবেন। ৫৫

লাজাংস্ত্রিমধুরোপেতান্ প্রাতঃকালেষু জুহ্বতঃ।
কন্যাসিদ্ধির্ভবেৎ পক্ষাৎ কন্যায়াঃ সদ্-বরো ভবেৎ ॥ ৫৬
দূর্বাঃ পয়োঘৃতাভ্যক্তা দশোত্তর-শতং সুধীঃ।
অন্বহং জুহুয়াৎ সম্যগ্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।
তস্য রোগাঃ প্রশাম্যন্তি কৃত্যা-দ্রোহাদিভিঃ সহ ॥ ৫৭
সপঞ্চগব্যং জুহুয়াদপামার্গস্য মঞ্জরীম্।
নিত্যং সহস্রমানেন সপ্তাহং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
হোমোঽয়ং সর্বথা ভূত-কৃত্যা-রোগান্ প্রণাশয়েৎ ॥ ৫৮
সতিলৈ রাজ্যপামার্গ-হবিরাজ্যৈর্যথাক্রমম্।
দ্বিসহস্রং প্রজুহুয়াৎ ক্ষুদ্র-রোগ-গ্রহান্ জয়েৎ ॥ ৫৯
পয়োক্তৈরমৃতাখণ্ডৈস্ত্রিসহস্রং চতুর্দিনম্।
অনেন বিহিতো হোমো গ্রহ-জ্বর-বিনাশনঃ ॥ ৬০
নৃসিংহ-শক্তি-বীজে দ্বে শূলে তার-গতে লিখেৎ।
তত্র গ্রহার্তং সংস্থাপ্য জপেন্ মন্ত্রং ষড়ক্ষরম্।

প্রাতঃকাল সমূহে ত্রিমধুর যুক্ত লাজ হোমকারীর এক পক্ষের মধ্যে কন্যাসিদ্ধি হয়। কন্যারও সৎ (উত্তম) বর লাভ হয়। ৫৬

সুধী সাধক প্রত্যহ সম্যক্রূপে দুগ্ধ ও ঘৃতাভাক্ত একশত দশ দূর্বা হোম করিবেন। ইহা দ্বারা দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিবেন। কৃত্যা, দ্রোহাদির সহিত তাহার সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়। ৫৭

জিতেন্দ্রিয় সাধক সপ্তাহ যাবৎ নিত্য সহস্র পরিমাণ পঞ্চগব্যের সহিত অপামার্গ মঞ্জরী হোম করিবেন। এই হোম সর্বথা ভূত, কৃত্যা ও রোগ সমূহকে বিনাশ করে। ৫৮

মন্ত্রজ্ঞ সাধক তিলের সহিত রাজি, অপামার্গ, হবিঃ ও আজ্য দ্বারা যথাক্রমে দুই হাজার হোম করিবেন। ইহা দ্বারা ক্ষুদ্র, রোগ ও গ্রহগণকে জয় করিতে পারিবেন। ৫৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক চারিদিন দুগ্ধাক্ত অমৃতাখণ্ডের দ্বারা তিন হাজার হোম করিবেন। এই মন্ত্রের দ্বারা বিহিত হোম গ্রহ ও জ্বরের বিনাশক হয়। ৬০

প্রণবের আদিতে শূলে দুইটি নৃসিংহ বীজ ও শক্তিবীজ লিখিবেন। সেইখানে অর্থাৎ প্রণবের আদিতে যে শূলাকার, সেইখানে গ্রহার্তকে উপবেশন

আবিশ্য সন্ত্যজেৎ মুখেন্ গ্রহঃ ক্রন্দন্ ভয়াকুলঃ ॥ ৬১
আলিখ্যাঽগ্নি-পুরদ্বয়ং তদুদরে শক্তিং সসাধ্যাং লিখেৎ
ষট্-কোণেষু ষড়ক্ষরাণ্যথ মনোঃ কিঞ্জল্ক-সংস্থান্ স্বরান্।
পত্রেষষ্টসু মন্ত্ররাজ-বিহিতান্ বর্ণান্ ক্রমাদ্ বেদশঃ
কাদ্যর্ণৈঃ পুনরাবৃতং ক্ষিতিপুরে কোণেষু চিন্তামণিম্ ॥ ৬২
নারসিংহমিদং যন্ত্রং লিখিতং ভূর্জ-পত্রকে।
বিধৃতং শিরসা শীর্ষ-রোগ-ভূত-জ্বরান্ হরেৎ ॥ ৬৩
বহুনাঽত্র কিমুক্তেন মন্ত্রৈরেতৈরুদীরিতৈঃ।
সমো নাস্তি মনুঃ কশ্চিচ্ছাপানুগ্রহ-কারকঃ ॥ ৬৪
তারো ভৃগুর্বিয়দ্ ভূয়স্তদান্তং বহ্নি-দীর্ঘ-যুক্।
পাবকঃ কবচাস্ত্রান্তো মনুঃ সপ্তাক্ষরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৫

করাইয়া সেই উপবিষ্ট গ্রহার্তকে স্পর্শ করিয়া ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিবেন। আবিষ্ট গ্রহ ভয়ে আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে পরিত্যাগ করে। ৬১

নৃসিংহের যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। পরস্পর বিভেদী অগ্নির পুরদ্বয় অর্থাৎ ষট্‌কোণ লিখিয়া তাহার উদরে (মধ্যে) সাধ্য সহিত শক্তিবীজকে লিখিবেন। অনন্তর ষড়ক্ষর নৃসিংহ মন্ত্রের ছয়টি অক্ষর ছয়টি কোণে লিখিবেন। স্বরবর্ণগুলি কিঞ্জল্কে সংস্থিত হইবে অর্থাৎ কেসর সমূহে ষোলটি স্বরবর্ণ লিখিবেন। আটটি পত্রে চারি চারিটি ক্রমে মন্ত্ররাজের অন্তর্গত বর্ণগুলিকে লিখিবেন। কাদিবর্ণ সমূহের দ্বারা পুনরায় ঐ পত্রগুলিকে বেষ্টন করিবেন। ভূপুরের কোণসমূহে চিন্তামণি স্বরূপ নৃসিংহ বীজ লিখিবেন। ৬২

ভূর্জপত্রে লিখিত নরসিংহের এই যন্ত্র মস্তকে বিধৃত হইলে শিরোরোগ, ভূত ও জ্বর সমূহকে হরণ করে। ৬৩

কথিত এই মন্ত্র সমূহের সমান শাপ (অনিষ্ট) ও অনুগ্রহ কারক অপর কোন মন্ত্র নাই। এ বিষয়ে অধিক বলার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই। ৬৪

বরাহ মন্ত্রে সুদর্শন মন্ত্র কথিত হওয়ায় সেই সুদর্শন মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে তার—ওঁ, তাহার পর ভৃগু—স, বিয়ৎ—হ, পুনরায় বহ্নি (র) ও দীর্ঘ (আ) যুক্ত তদান্ত (হকারান্ত)—স, তাহাতে হইল স্রা, তাহার পর পাবক—র, উহার পর কবচ (হুং) ও অস্ত্র (ফট্)। তাহাতে ওঁ সহস্রার হুং ফট্—এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র কথিত হয়। ৬৫

অহির্বুধ্ন্যো মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ।
দেবতা মুনিভিঃ প্রোক্তা চক্ররূপো হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৬
আচক্রায় হৃদাখ্যাতং বিচক্রায় শিরঃ স্মৃতম্ ।
সুচক্রায় স্মৃতং নেত্রং জ্বালা-চক্রায় তৎপরম্ । ৬৭
সংচক্রায় স্মৃতং নেত্রং জ্বালা-চক্রায় তৎপরম্ ।
ষড়ঙ্গমন্ত্রাঃ প্রত্যেকং দ্বিঠান্তা জাতি-সংযুতাঃ ॥ ৬৮
ঐন্দ্রীচক্রেণ বধ্নামি নমশ্চক্রায় ঠদ্বয়ম্ ।
মন্ত্রেণানেন কুর্বীত দিশাং প্রাগাদি বন্ধনম্ ॥ ৬৯
ত্রৈলোক্যান্তে রক্ষ-যুগং হুং ফট্ স্বাহা ধ্রুবাদিকঃ ।
অগ্নি-প্রাকার-মন্ত্রোঽয়ং রক্ষার্থং পুনরাত্মনঃ ।
প্রাকারং তেন কুর্বীত মন্ত্রেণ মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৭০

এই মন্ত্রের অহির্বুধ্ন্য ঋষি কথিত হইয়াছে। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। মুনিগণ কর্তৃক চক্ররূপ স্বয়ং হরি দেবতা কথিত হইয়াছেন। (সং বীজ, হুং শক্তি) ৬৬

আচক্রায় দ্বারা হৃদয় ও বিচক্রায় দ্বারা শিরঃ উক্ত হইয়াছে। সুচক্রায় দ্বারা শিখা ও ধীচক্রায় দ্বারা তনুচ্ছদ (কবচ), সংচক্রায় দ্বারা নেত্র, তৎপর জ্বালাচক্রায় দ্বারা অস্ত্রমন্ত্র উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অঙ্গমন্ত্র দ্বিঠান্ত (স্বাহান্ত) ও জাতি সংযুক্ত হইবে অর্থাৎ ওঁ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা ও সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বৌষট্ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ৬৭-৬৮

প্রয়োগে আত্মরক্ষার জন্য ঐন্দ্রীচক্রেণ বধ্নামি নমশ্চক্রায় স্বাহা এই মন্ত্রে পূর্বাদি দিক্‌সমূহের বন্ধন করিবেন। ৬৯

বিবৃতি। এই দিগ্‌বন্ধন মন্ত্রে ঐন্দ্রী পদ স্থানে আগ্নেয়াদি পদ উহ্য করিতে হইবে। পূর্বদিক্ বন্ধন স্থলে প্রয়োগ মন্ত্র হইবে—ঐন্দ্রীং দিশং চক্রেণ বধ্নামি নমশ্চক্রায় স্বাহা। আগ্নেয় দিক্‌বন্ধন স্থলে আগ্নেয়ীং দিশং চক্রেণ বধ্নামি নমশ্চক্রায় স্বাহা। অন্যান্য দিকের বন্ধন স্থলে তত্তৎ দিকের নাম বলিতে হইবে। সুদর্শন মুদ্রার সহিত এই দিগ্‌বন্ধন কর্তব্য। ৬৯

অগ্নিপ্রাকার মন্ত্র বলিতেছেন। ত্রৈলোক্যং পদের অন্তে দুই রক্ষ পদ ও হুং ফট্ স্বাহা বলিতে হইবে। উহা ধ্রুবাদি (ওঁকারাদি) হইবে। আত্মার রক্ষার জন্য ওঁ ত্রৈলোক্যং রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা—এই অগ্নিপ্রাকার মন্ত্র কথিত হইল। সেই মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রবিৎশ্রেষ্ঠ অগ্নিপ্রাকার ভাবনা করিবেন। ৭০

সিত-রক্তাঞ্জন-প্রখ্যং তারং মূর্দ্ধনি বিন্যসেৎ।
অন্যানগ্নিনিভান্ বর্ণান্ ভ্রুবোর্মধ্যে মুখে হৃদি।
গুহ্য-জানু-পদ-দ্বন্দ্ব-সন্ধিষু ক্রমশো ন্যসেৎ ॥ ৭১

কল্পান্তার্ক-প্রকাশং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তং
রক্তাক্ষং পিঙ্গকেশং রিপুকুল-ভয়দং ভীম-দংষ্ট্রাট্টহাসম্।
চক্রং শঙ্খং গদাব্জে পৃথুতর-মুষলং চাপ-পাশাঙ্কুশান্ স্বৈ-
র্বিভ্রাণং দোর্ভিরাদ্যং মনসি মুররিপুং ভাবয়েচ্চক্রসংজ্ঞম্ ॥ ৭২

অর্ক-লক্ষং জপেন্ মন্ত্রং জুহুয়াৎ তৎসহস্রকম্।
তিলৈঃ সসর্ষপৈঃ পদ্মৈর্বিল্বৈর্হৃষ্কোদনৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৭৩
বিষ্ণোঃ সম্পূজয়েৎ পীঠে মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ।
অঙ্গানি পূর্বমভ্যর্চ্য চক্রাদ্যস্ত্রাণি তদ্-বহিঃ ॥ ৭৪

বিবৃতি। আত্মার চারিদিকে অগ্নিপ্রাকার চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ ক্রমে পুষ্পাক্ষত যুক্ত বহ্নিবীজ ও অস্ত্রমন্ত্রে মন্ত্রিত জল দ্বারাইয়া নিক্ষেপ করিবেন। ৭০

সুদর্শনমন্ত্রের বর্ণন্যাস বলিতেছেন। শ্বেত (অকার) রক্ত (উকার) ও অঞ্জনতুল্য (মকার) অকার উকার মকারাত্মক প্রণবকে মস্তকে ন্যাস করিবেন। অগ্নিতুল্য অন্যান্য বর্ণগুলিকে ক্রমশঃ ভ্রূমধ্যে, মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে ও জানুতে ন্যাস করিয়া পদদ্বয়ের সন্ধিসমূহে অন্ত্য বর্ণ ন্যাস করিবেন। ৭১

সুদর্শন মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—কল্পান্ত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, অখিল ত্রিভুবনকে তেজের দ্বারা পূরণ-কারী রক্তচক্ষুঃ পিঙ্গকেশ, শত্রুকুলের ভয়প্রদ, ভীমদংষ্ট্র, অট্টহাসকারী নিজের দক্ষিণাদি ঊর্দ্ধের দুই হস্তে চক্র ও শঙ্খ, তাহার অধঃ দুই হস্তে গদা ও পদ্ম, তাহার অধঃ দুই হস্তে স্থূলতর মুষল ও সশর চাপ তাহার অধঃ দুই হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ ধারণকারী চক্রনামক আদ্য মুররিপুকে মনে মনে ধ্যান করিবেন। ৭২

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র বার লক্ষ জপ করিবেন। যথাক্রমে তিল, সর্ষপ, পদ্ম, বিল্ব ও দুগ্ধোদন—ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ২৪০০ শত সমুদায়ে দ্বাদশ সহস্র হোম করিবেন। ৭৩

নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্রোক্ত পীঠে পূজা করিবেন। মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। কেসর সমূহে অঙ্গসমূহের পূজা করিয়া তাহার বহির্ভাগে পত্র মধ্যে চক্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিবেন। ৭৪

চক্রং শঙ্খং গদাং পদ্মং মুষলং সশরং ধনুঃ।
পাশাঙ্কুশৌ দলাগ্রেষু লক্ষ্যাত্তাঃ পূজয়েৎ ততঃ॥ ৭৫

লক্ষ্মীং সরস্বতীং পশ্চাদ্ রতিং প্রীতিং ততঃ পরম্।
কীর্ত্তি-কান্তী তুষ্টি-পুষ্টী সর্বা এতাঃ স্মৃতা দ্বিশঃ॥ ৭৬

পীত-রক্ত-সিত-শ্যামা ইন্দ্রাত্তস্ত্রাণি তদ্-বহিঃ।
ইতি সিদ্ধে মনৌ মন্ত্রী প্রয়োগান্ কর্ত্তুমর্হতি।
আত্মনো বা পরার্থং বা দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদান্॥ ৭৭

দূর্বাহোমো বিধাতব্যো দীর্ঘমায়ুরভীপ্সতা।
শ্রীকামো জুহুয়াৎ পদ্মৈঃ ফুল্লৈরাজ্য-পরিপ্লুতৈঃ॥ ৭৮

মেধাকামেন হোতব্যং প্রসূনৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ।
দিনত্রয়ং যো জুহোতি গুলিকাঃ পুরু-নির্মিতাঃ।
অষ্টোত্তর-সহস্রেণ স জয়েন্ নিখিলাপদঃ॥ ৭৯

সেই চক্রাদি হইতেছেন—চক্র, শঙ্খ, গদা, পদ্ম, মুষল, সশর ধনুঃ, পাশ ও অঙ্কুশ। তাহার পর উত্তর পটলোক্ত বীজ প্রথমে দিয়া লক্ষ্যাদি দেবতাগণকে দুই দুইটি করিয়া পূজা করিবেন। ৭৫

প্রথমে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, অনন্তর রতি ও প্রীতি, তাহার পর কীর্ত্তি ও কান্তি এবং তুষ্টি ও পুষ্টিকে পূজা করিবেন। ইহারা সকলে দুই দুই উক্ত হইয়াছেন। ৭৬

ইহাদের মধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পীতবর্ণা, রতি ও প্রীতি রক্ত বর্ণা, কীর্ত্তি ও কান্তি শুক্লবর্ণা, তুষ্টি ও পুষ্টি শ্যামবর্ণা। দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। এই প্রকারে মন্ত্রসিদ্ধ হইলে আত্মার জন্য বা পরের জন্য দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলপ্রদ উক্ত প্রয়োগ সকল করিতে পারিবেন। ৭৭

দীর্ঘ আয়ুঃ কামনা করিয়া দূর্বা দ্বারা হোম করিবেন। শ্রীকাম ব্যক্তি আজ্য-পরিপ্লুত বিকশিত পদ্ম সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ৭৮

মেধাকামী ব্যক্তি ব্রহ্মবৃক্ষের (পলাশের) পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করিবেন। যে ব্যক্তি তিন দিন যাবৎ পুরু (গুগ্‌গুলু) নির্মিত গুলিকা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করেন। সে সমস্ত আপদ্ জয় করে। ৭৯

গব্যেনাজ্যেন গোসিদ্ধ্যৈ জুহুয়াদ্ দিবস-ত্রয়ম্।
উদুম্বর-সমিদ্ধোমঃ পুত্রদায়ী ভবেন্ নৃণাম্ ॥ ৮০
প্রলয়াগ্নিসমং চক্রং যস্য মূর্দ্ধনি চিন্তয়েৎ।
সপ্তাহাজ্ জ্বর-মূর্চ্ছার্ত্তো মণ্ডলান্ মৃতিমেতি সঃ ॥ ৮১
অকারাদি-স্বরাবীতং যাহি যাহি পদাবৃতম্।
সকারং চিন্তয়েচ্ছত্রোর্মূর্দ্ধ্নুচ্চাটমাবহেৎ।
অনেন বিধিনা শত্রুর্মণ্ডলান্ মৃত্যুভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮২
শরচ্চন্দ্রনিভং সার্ণং সুধাধারাভিবর্ষিণম্।
স্মরেন্ মূর্দ্ধনি যস্যাসৌ স জীবেদ্ বিগতাময়ঃ ॥ ৮৩
আত্মানং চক্রনাভিস্থং ধ্যাত্বা মন্ত্রমমুং জপেৎ।
একোঽপি রণভূমিস্থো জয়েৎ প্রত্যর্থিনো বহূন্ ॥ ৮৪
অপামার্গস্য সমিধো জুহুয়াদযুতাবধি।
রক্ষোভূত-পিশাচারি-পীড়া তস্য ন জায়তে ॥ ৮৫
নির্গুণ্ডী-সর্জ্জ-কনক-শ্বেত-কিংশুক-সম্ভবৈঃ।

গোসিদ্ধির জন্য তিন দিন গব্য আজ্যের দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিবেন। উড়ুম্বর সমিধের হোম মানবগণের পুত্রপদ হইয়া থাকে। ৮০

যাহার মস্তকে প্রলয়াগ্নিতুল্য চক্রকে ধ্যান করিবেন ; সে সপ্তাহের মধ্যে জ্বরার্ত্ত হইবে এবং মণ্ডলের মধ্যে সে পঞ্চত্ব লাভ করিবে। ৮১

শত্রুর মস্তকে বায়ুবীজ যুক্ত অকারাদি স্বরের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ যং যাং ইত্যাদি দ্বারা বেষ্টিত এবং যাহি যাহি পদের দ্বারা আবৃত সকারকে ধ্যান করিবেন। ইহা শত্রুর উচ্চাটন উৎপন্ন করে। এই বিধি দ্বারা শত্রু মণ্ডলের (৪১ দিনের) মধ্যে মৃত্যু লাভ করে। ৮২

যাহার মস্তকে শরচ্চন্দ্রসদৃশ, শুক্লবর্ণ সুধাধারাবর্ষী বাং বাং ইত্যাদি দ্বারা বেষ্টিত সকারকে ধ্যান করে, সে বিগত রোগ হইয়া জীবিত থাকিবেন।

নিজেকে চক্রের নাভিতে অবস্থিত ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবেন। যুদ্ধ ভূমিতে একাকী অবস্থিত হইয়াও বহু প্রতিপক্ষকে জয় করিবেন। ৮৪

অপামার্গের সমিধ্ সমূহ অযুত সংখ্যা পর্য্যন্ত হোম করিবেন। ইহাতে তাহার রক্ষঃ, ভূত, পিশাচ ও শত্রুর পীড়া জন্মায় না। ৮৫

নির্গুণ্ডী (সিন্ধুবার), সর্জ্জ (শাল), কনক (ধুতুরা) ও শ্বেতবর্ণ কিংশুক

সমিদ্‌বরৈঃ কৃতো হোমঃ ক্ষুদ্র-রোগ-গ্রহাপহঃ ॥ ৮৬
অপামার্গস্য সমিধঃ সর্পির্মধ্যে শৃতশ্চরুঃ।
সাজ্যমেতানি জুহুয়াদষ্টোত্তরশতং পৃথক্ ॥ ৮৭
সাধকায় পুনর্দদ্যাচ্চরুং সম্পাত-সাধিতম্।
অভিচার-কৃতা দ্রোহাস্তস্য নশ্যন্তি সর্বথা ॥ ৮৮
অপামার্গস্য সমিধঃ পঞ্চগব্য-পরিপ্লুতাঃ।
জুহুয়াদযুতং মন্ত্রী দিশাসু বলিমাহরেৎ।
দধ্যোদনেন মনুনা ক্ষুদ্র-রোগাদি-শান্তয়ে ॥ ৮৯
ক্ষীরবৃক্ষ-সমিৎ-ক্ষীর-হবিরাজ্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
চতুঃসহস্রং হোতব্যং শান্তিঃ স্যাৎ সর্ব্বতোমুখী ॥ ৯০
দক্ষিণোত্তরগং মন্ত্রী চক্রযুগ্মং সমালিখেৎ।
বেদাদি বিলিখেন্ মধ্যে মন্ত্রবর্ণান্ ষড়স্রিষু ॥ ৯১
মধ্যং পীতং কোণ-ষট্কং রক্তং শ্যামল-সম্ভবম্।

(পলাশ) বৃক্ষ সম্ভূত শ্রেষ্ঠ সমিধ্ সমূহের দ্বারা কৃত হোম ছয়টি ক্ষুদ্র, রোগ ও গ্রহের নিবারক। ৮৬

অপামার্গের সমিধ্ সমূহ, সর্পিঃ ও মধ্যে পক্ব চরু—আজ্যের সহিত ইহার প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন। অনন্তর সাধককে মন্ত্র-জপ্ত সম্পাত-সাধিত হোমের চরু শেষ প্রাশন করাইবেন। ইহাতে —তাহার অভিচারকৃত উপদ্রব সমূহ সর্বপ্রকারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ৮৭-৮৮

ক্ষুদ্র ও রোগাদির শান্তির জন্য পঞ্চগব্য পরিপ্লুত অপামার্গের সমিধ্ সমূহ অযুত সংখ্যক হোম করিবেন। দিক্ সমূহে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে দধ্যোদনের দ্বারা বলি প্রদান করিবেন। ৮৯

চারি ক্ষীর বৃক্ষের চারি প্রকার সমিধ্, ক্ষীর, হবিঃ ও আজ্য—এই সাতটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি চারি সহস্র হোম করিবেন। ইহাতে সর্বতোমুখী শান্তি হইবে। ৯০

মন্ত্রজ্ঞ সাধক দক্ষিণ ও উত্তর দিক্‌গত পরিধি নেমি (চক্রপরিধি রেখা) -সহিত ছয়টি অর যুক্ত দুইটি চক্র লিখিবেন। মধ্যে বেদাদি (ওঁ) লিখিবেন। ছয়টি অরে (কোণে) সুদর্শনের মন্ত্র বর্ণগুলিকে লিখিবেন। ৯১

মধ্যটি পীতবর্ণ, ছয়টি কোণ রক্তবর্ণ, অন্তর অর্থাৎ ছয়টি অরসন্ধি শ্যামল বর্ণ,

নেমিং শ্বেতাং লসদ্-বহ্নি-শিখাভিরুপশোভিতাম্ ॥ ৯২
পার্থিবং মণ্ডলং বাহ্যে কুর্য্যাদেবং যথাবিধি।
রক্ত-তোয়েন সম্পূর্ণং কুম্ভং সৌম্যে প্রবিন্যসেৎ ॥ ৯৩
আবাহ্য পূজয়েৎ তস্মিংশ্চক্রাত্মানং জনার্দনম্।
দক্ষিণে মণ্ডলে কুর্য্যাদ্ হোম-কর্ম বিধানবিৎ ॥ ৯৪
ক্রমাৎ সর্পিরপামার্গৈস্তণ্ডুলৈঃ সর্ষপৈস্তিলৈঃ।
পায়সৈর্গব্য-সর্পিভ্যাং ষড়বিংশত্যধিকং শতম্।
জুহুয়াদেধিতে বহ্নৌ প্রতিদ্রব্যং বিধানবিৎ ॥ ৯৫
সম্পাতয়েৎ কুম্ভতোয়ে পূজিতে সৌম্য-মণ্ডলে।
প্রস্থার্দ্ধং চরুণা পিণ্ডং কৃত্বা তস্মিন্ বিনিক্ষিপেৎ।
বাহ্যে বলি-প্রদানার্থং তদৰ্দ্ধমবশেষয়েৎ ॥ ৯৬

নেমি অর্থাৎ চক্র পরিধি রেখাকে শ্বেতবর্ণ করিবেন। ঐ নেমিটি উজ্জ্বল বহ্নির শিখাকার বক্ররেখা দ্বারা উপশোভিত হইবে। ৯২

ঐ বক্ররেখার বাহিরে পার্থিব কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল করিবেন। যথাবিধি পঞ্চমী হইতে পূর্ণান্ত তিথি মধ্যে ঐ চক্রদ্বয় এইরূপ করিবেন। লাক্ষাদির রসের দ্বারা রক্ত জল করিয়া সেই রক্ত জলের দ্বারা কুম্ভকে পূর্ণ করিয়া উত্তর দিক্‌গত চক্রে স্থাপন করিবেন। ৯৩

সেই কুম্ভে চক্ররূপ জনার্দনকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। বিধান-বিৎ দক্ষিণ মণ্ডলে সপদা হসন্তিকা (অগ্নির পাত্র) স্থাপন করিয়া সেখানে অগ্নি-প্রতিষ্ঠা করিয়া হোম কর্ম করিবেন। ৯৪

বিধানবিৎ প্রজ্বলিত বহ্নিতে যথাক্রমে সর্পিঃ, অপামার্গ সমিধ্, তণ্ডুল, সর্ষপ, তিল, পায়স, পঞ্চ গব্য ও ঘৃত—এই আটটি দ্রব্যের প্রতি দ্রব্য দ্বারা একশত ছাব্বিশ সংখ্যক হোম করিবেন। (সমষ্টিতে ১০০৮ হোম হইবে)। ৯৫

বিধানবিৎ উত্তরদিক্‌স্থিত চক্র পূজিত কুম্ভতোয়ে সম্পাত (হুত শেষ) নিক্ষেপ করিবেন। চরু দ্বারা প্রস্থার্দ্ধ পরিমিত পিণ্ড করিয়া কুম্ভ মুখে বষট্ অন্ত মূল মন্ত্রান্বিত সুদর্শন গায়ত্রী দ্বারা স্থাপন করিবেন। বাহ্যে বলি প্রদানের জন্য প্রস্তুত পায়সের অর্দ্ধেক অবশেষ রাখিবেন। ৯৬

বিবৃতি। সমিধ্ প্রভৃতির হোমে কলশে সম্পাত সম্ভব নহে। কারণ সমিধ্ অগ্নিতে প্রদত্ত হওয়ায় তাহার অবশেষ কিছু থাকে না। একন্ত সমিধ্

স্নাতং বিশুদ্ধ-বস্ত্রাদ্যৈঃ সাধ্যমানীয় তং পুনঃ।
দক্ষিণে স্থাপয়েন্ মন্ত্রী কুম্ভাগ্নিভ্যামনন্তরম্ ॥ ৯৭
নীরাজ্য তৌ নয়েদ্ বাহ্যে গ্রামাদষ্টম-রাশিকে।
স্থাপয়েৎ তৌ যথাপূর্বং সপরিস্তরণৌ ক্রমাৎ ॥ ৯৮
হুত্বা বহ্নৌ যথাপূর্বং শিষ্টান্নেন বলিং হরেৎ।
মনুনা বক্ষ্যমাণেন দশ দিক্ষু যথাবিধি ॥ ৯৯
সহৃদ্-বিষ্ণুগণেভ্যোঽন্তে সর্বশান্তি-করে পুনঃ।
ভ্যো বলিং প্রতিগৃহ্ণন্তু শান্তয়ে হৃদয়ং ততঃ ॥ ১০০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ সম্যঙ্ মধুরোত্তরমাদরাৎ।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ বস্ত্র-ভূষণ-সংযুতাম্ ॥ ১০১
হন্ত্যাদয়ং বিধিঃ পুংসাং কৃত্যা-রোগ-গ্রহান্-জ্বরান্।
রক্ষঃ-পিশাচমার্য্যাদি-ক্লেশান্ শীঘ্রং ন সংশয়ঃ ॥ ১০২

হোমের অন্তে প্রতিবার কলশে হস্তমাত্রের স্পর্শ করিতে হইবে। এই স্পর্শই সম্পাত। ৯৬

মন্ত্রজ্ঞ সাধক স্নাত শুদ্ধ বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত সাধ্যকে আনিয়া দক্ষিণ চক্রস্থিত কুসন্তিকাকে অন্যত্র রাখিয়া সেই দক্ষিণচক্রে তাহাকে স্থাপন করিবেন। অনন্তর পীতামন্ত্রে কুম্ভ ও অগ্নির দ্বারা পুরুষান্তরের সাহায্যে তাহার সকলীকরণ ও নীরাজন করিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন এবং গ্রামের বাহিরে সাধ্যের অষ্টম রাশি স্থানে সেই কুম্ভ ও অগ্নিকে স্থাপন করিবেন। সপরিস্তরণ বহ্নিতে পূর্বানুরূপ পূর্বোক্ত আটটি দ্রব্যের দ্বারা পূর্বোক্ত সংখ্যক হোম করিবেন। পূর্বের ন্যায় যথাবিধি দশ দিকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে হুতাবশিষ্ট অন্নের দ্বারা বলি দিবেন। লোকপাল বলিও দেয়। ৯৭-৯৯

বলিমন্ত্র কথিত হইতেছে :—হৃৎ—নমঃ সহিত বিষ্ণুগণেভ্যো অন্তে সর্বশান্তি-করেভ্যো বলিং প্রতিগৃহ্ণন্তু শান্তয়ে নমঃ। উহা প্রণব ও শক্ত্যাদি হইবে। তাহাতে মন্ত্রটি হইবে—ওঁ হ্রীং নমো বিষ্ণুগণেভ্যঃ সর্বশান্তি-করেভ্যো বলিং প্রতিগৃহ্ণন্তু শান্তয়ে নমঃ। ১০০

তাহার পর ব্রাহ্মণগণকে আদরের সহিত সম্যক্‌রূপে মধুর-প্রচুর ভোজন করাইবেন এবং গুরুকে বস্ত্র ও ভূষণ সংযুক্ত দক্ষিণা দিবেন। ১০১

এই বিধি মানবগণের কৃত্যা, রোগ, গ্রহ ও জ্বরকে এবং রক্ষঃ, পিশাচ, মারী (কৃত্যাবিশেষ) ও আপদ্ প্রভৃতির ক্লেশ শীঘ্র নাশ করে, সংশয় নাই। ১০২

বিধায় পঞ্জরং মন্ত্রী ফলকৈঃ ক্ষীর-শাখিনাম্ ।
পঞ্চগব্যেন সম্পূর্য্য তস্মিন্ সাধ্যং নিবেশয়েৎ ।
ধৌতবস্ত্রং বিশুদ্ধাঙ্গং স্পৃষ্ট্বা সম্যগ্ জপেন্ মনুম্ ॥ ১০৩
পূর্বাদি-দিক্ষু সংস্থাপ্য বহ্নিং ব্রাহ্মণ-সত্তমৈঃ ।
কারয়েৎ পূর্ব-সন্দিষ্টৈর্দ্রব্যৈর্হোমং বিধানবিৎ ॥ ১০৪
তোষয়েদ্ দক্ষিণাভিস্তান্ যজমানঃ স্বশক্তিতঃ ।
গুরুং চ ধন-ধান্যাদ্যৈর্বা সংপ্রীণয়েৎ তদা ॥ ১০৫
সর্বরোগহরঃ প্রোক্তঃ কৃত্যা-দ্রোহাদি-নাশনঃ ।
অপমৃত্যু-হরঃ পুংসাং বিধিরেষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৬
পঞ্চগব্যৈঃ কষায়ৈর্বা ক্ষীর-ভূরুহ-সম্ভবৈঃ ।
পূরিতৈঃ কলশৈর্জপ্তৈঃ কৃত-সম্পাত-সংযুতৈঃ ॥ ১০৭
অভিষিঞ্চেদ্ গ্রহাবিষ্টমভিচারাতুরং নরম্ ।
সুস্থো ভবতি শীঘ্রেণ বিধানেনাঽমুনা নরঃ ॥ ১০৮

মন্ত্রজ্ঞ সাধক ক্ষীর বৃক্ষের বা পলাশের ফলক (তক্তা) সমূহের দ্বারা পঞ্জর (পিঁজরা) নির্মাণ করিয়া পঞ্চগব্যের দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া তাহাতে সাধ্যকে উপবেশন করাইবেন। পীত বস্ত্র পরিহিত বিশুদ্ধাঙ্গ সাধ্যকে স্পর্শ করিয়া চারিদিকে ক্রিয়মাণ হোমের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে মন্ত্র জপ করিবেন। ১০৩

বিধানবিৎ পূর্বাদি চারি দিকে উত্তম ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বহ্নি স্থাপন করাইয়া পূর্বনির্দিষ্ট ঘৃতাদি আটটি দ্রব্যের প্রতি দ্রব্য দ্বারা এক শত ছাব্বিশ হোম করাইবেন। ১০৪

যজমান নিজের শক্তি অনুসারে সেই হোমকারী ব্রাহ্মণোত্তমগণকে দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করাইবেন। ১০৫

মানবগণের সর্বরোগহর কৃত্যা দ্রোহাদির নাশক অপমৃত্যু-হর এই বিধি প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইল। ১০৬

পঞ্চগব্য অথবা ক্ষীর বৃক্ষের ত্বকের কষায় রসের দ্বারা পূরিত মন্ত্র-জপ্ত কৃত সম্পাত যুক্ত নয়টি কলশের দ্বারা গ্রহাবিষ্ট অভিচারকৃত মানবকে অভিষেক করিবেন। এই বিধি দ্বারা মানব শীঘ্রই সুস্থ হইবেন। ১০৭-১০৮

বিবৃতি। এই অনুষ্ঠানের পদ্ধতি হইতেছে:—পূর্বোক্ত নবনাভ মণ্ডল করিয়া পূর্ববৎ সেই মণ্ডলে নয়টী কলশ স্থাপন করিয়া উক্ত পঞ্চগব্যাদি দ্রব্যের দ্বারা

ভানুবারেঽভিষেকস্য বিধানেন সুসাধিতৈঃ।
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্ নারীং সুখ-প্রসব-কাঙ্ক্ষিণীম্ ।
সপ্তবারাভিষেকেণ সর্বে নশ্যন্ত্যপদ্রবাঃ ॥ ১০৯

পঞ্চগব্যে শৃতং সর্পির্মন্ত্রিতং মনুনাঽমুনা।
গর্ভিণীনাং গ্রহার্তানাং সেবিতং তচ্ছুভাবহম্ ॥ ১১০

উচ্চস্থানগতে শুক্রে মনুনা সাধু-সাধিতা।
ত্রিলোহী-মুদ্রিকা হন্যাৎ ক্ষুদ্র-ভূত-গ্রহান্ জ্বরান্ ॥ ১১১

তদ্বর্ণ-সংখ্যয়া সূত্রে গ্রন্থীন্ কৃত্বা জপাদিভিঃ।
সাধিতং ধারয়েদ্ হস্তে কণ্ঠে বা দুঃখ-শান্তয়ে ॥ ১১২

পঞ্চগব্যং জপেৎ স্পৃষ্ট্বা মন্ত্রং দশ-শতাবধি।
শ্রুতং তৎ পদ্ম-পত্রাদৌ পত্রে বা ব্রহ্মবৃক্ষজে ॥ ১১৩

তাহা পূরণ করিয়া মধ্য কলসে মন্ত্রদেবতাকে পূজা করিয়া চতুর্দিকে অষ্ট কলসে আটটি আয়ুধের পূজা করিয়া কার্য্যের অনুরূপ পূর্ব্বোক্তরূপ হোম করিয়া তৎ সম্পাত যুক্ত ঘট সমূহের দ্বারা অভিষেক করিবেন। ১০৮

রবিবারে অভিষেকের বিধানে অর্থাৎ উক্তরূপ এক কলশ স্থাপন প্রকারে অভিষেকের বিধানে সুসাধিত সলিলসমূহের দ্বারা সুখপ্রসবের আকাঙ্ক্ষাকারিণী নারীকে স্নান করাইবেন। সাতটি রবিবারে কৃত অভিষেকের দ্বারা সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া যায়। ১০৯

পঞ্চগব্যে পক্ক এই মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রিত ঘৃত গ্রহার্ত গর্ভিণীগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তাহা শুভাবহ হয়। ১১০

শুক্র উচ্চস্থানে অর্থাৎ মীনরাশিতে গমন করিলে ষষ্ঠ পটলোক্ত রীতিতে এই মন্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে নিষ্পন্না, ত্রিলোহী মুদ্রিকা ক্ষুদ্র, ভূত ও গ্রহ দোষ এবং জ্বর সমূহকে নাশ করে। ১১১

দুঃখ শান্তির জন্য মন্ত্রবর্ণ সংখ্যক সাতটি সূত্রে মন্ত্রবর্ণ সংখ্যক সাতটি গ্রন্থি করিয়া জপ, পূজা সম্পাত দ্বারা সুসাধিত গ্রন্থিযুক্ত সূত্রকে হস্তে (পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীর বাম হস্তে) বা কণ্ঠে বন্ধন করিবেন। ১১২

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পঞ্চগব্য স্পর্শ করিয়া দশ শত পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবেন। পদ্ম-পত্রাদিতে বা পদ্মপত্রাদির পাত্রে অথবা পলাশ পত্রে বা পলাশ পত্রাদি নির্মিত

ফলে বিন্যস্য বা মন্ত্রী গৃহে স্বস্য পরস্য চ।
নিখনেৎ সর্বরক্ষা স্যাদ্ বর্দ্ধন্তে সর্বসম্পদঃ॥ ১১৪
পলাশ-ক্ষীর-বৃক্ষাণাং ত্বচো মলয়জং পুরুম্।
কুঙ্কুমং যামিনীং কুষ্ঠং বিল্বাপামার্গ-সর্ষপান্॥ ১১৫
তিল-দূর্বা-যবান্ দেবীং তুলসী-যুগলং কুশম্।
লক্ষ্মীং গোরোচনাং পদ্মং বচাং গোময়-সংযুতাম্॥ ১১৬
বিষ্ণুক্রান্তামর্ক-যুতাং জপন্ মন্ত্রং বিনিক্ষিপেৎ।
পঞ্চগব্যেন সম্পূর্ণে পাত্রে তৎ সংস্কৃতেঽনলে।
সংস্থাপ্য ক্বাথয়েৎ সম্যগ্ যাবদ্ ভস্ম ভবিষ্যতি॥ ১১৭
তদাদায় জপেদ্ ভূয়ঃ প্রযুতং দেবতা-ধিয়া।
লিম্পেৎ সর্বাঙ্গমেতেন কিঞ্চিচ্ছিরসি নিক্ষিপেৎ॥ ১১৮
কৃত্যা-দ্রোহ-গ্রহোন্মাদ-ব্যাধি-দুঃখ-নিবারণম্।
সর্বশত্রু-প্রশমনং সর্বপাপ-হরং পরম্॥ ১১৯
শুভদং বশ্যদং পুংসাং সমস্তাপন্নিবারণম্।

পাত্রে অথবা বিল্বের ফলে স্থাপিত মন্ত্র জপ্ত সেই পঞ্চগব্য নিজের বা পরের গৃহে পুতিয়া দিবেন। তাহাতে সমস্ত রক্ষা হইবে এবং সমস্ত সম্পদ্ বর্দ্ধিত হইবে। ১১৩-১১৪

পলাশ ও ক্ষীর বৃক্ষের ত্বক্, মলয়জ (চন্দন), পুরু (গুগ্‌গুল), কুঙ্কুম, যামিনী (হরিদ্রা), বিল্ব, অপামার্গ, সর্ষপ, তিল, দূর্বা, যব, দেবী (সহদেবী), দুইটি তুলসী, লক্ষ্মী, গোরোচনা, পদ্ম, গোময় সংযুক্ত বচ্, অর্ক-যব যুক্ত বিষ্ণুক্রান্তাকে পঞ্চগব্যপূর্ণ পাত্রে মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিক্ষেপ করিবেন। সেই পাত্রকে সংস্কৃত অগ্নিতে স্থাপন করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে সম্যক্‌রূপে ক্বাথ করিবেন, যাবৎ ভস্ম না হয়। ১১৫-১১৭

সেই পাত্রকে আনিয়া দেবতাবুদ্ধিতে পুনরায় প্রযুত (দশ লক্ষ) মন্ত্র জপ করিবেন। ইহা দ্বারা সর্বাঙ্গ লেপন করিবেন এবং কিছু মস্তকে নিক্ষেপ করিবেন। ১১৮

ইহা কৃত্যা-দ্রোহ, গ্রহ-দোষ, উন্মাদ ও ব্যাধির নিবারক সমস্ত শত্রুর শান্তিকারক ও শ্রেষ্ঠ সর্বপাপহর। ১১৯

ইহা মানবগণের শুভদ ও বশ্যদ এবং সমস্ত আপদের নিবারক এবং পত্তিনী

গর্ভিণী-বাল-রুগ্নানাং বিশেষেণ প্রশস্যতে।
অস্মাৎ পরতরা রক্ষা নাস্তি লোকে প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১২০
মুস্তা শুণ্ঠী নিশা বহ্নিরেলা যষ্টির্বচা বৃষা।
পাঠা বিড়ঙ্গং মঞ্জিষ্ঠা দ্রাক্ষা দার্বী সরোহিণী ॥ ১২১
ফলত্রয়ং চ তৈঃ কল্কৈঃ পঞ্চগব্যেষু সর্পিষাম্।
প্রস্থং পচেদ্ যথাম্নায়ং মন্ত্রেণানেন সাধিতম্ ॥ ১২২
কান্তিদং সুতদং স্ত্রীণাং ভূত-প্রেত-ভয়াপহম্।
গর্ভ রক্ষাকরং শুদ্ধং পঞ্চগব্য-ঘৃতং বিদুঃ ॥ ১২৩
টান্তান্ সপ্ত লিখেন্ মধ্যে ষট্সু কোণেষু তেষথ।
মন্ত্রবর্ণান্ লিখেদেতচ্চক্রমাপন্নিবারণম্ ॥ ১২৪
ষট্-কোণমধ্যে বিলিখেৎ সসাধ্যং তারং ষড়স্রিষ্ববশিষ্ট-বর্ণান্।
অস্ত্রাণি তৎ-সন্ধিষু যন্ত্রমেতৎ করোতি রক্ষাং বিধিবৎ প্রজপ্তম্ ॥ ১২৫

বালক ও রুগ্নগণের বিশেষ প্রশস্ত। এই লোকে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষা নাই বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১২০

মুস্তা (মুথা), শুণ্ঠী, নিশা (হরিদ্রা), বহ্নি (চিতামূল), এলা (এলাচ), যষ্টি (যষ্টিমধু), বচা (বচ), বৃষা (বাসক), পাঠা (নিমুইলতা), বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, দ্রাক্ষা, দার্বী (দারুহরিদ্রা), রোহিণী (কটকী) ও ত্রিফলা (হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী)—তাহাদের পাদাবশেষ কল্কসম পরিমাণ কল্কের সহিত স্নেহ সমান পঞ্চগব্যে এক প্রস্থ সর্পি আম্নায়ানুসারে অর্থাৎ বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত প্রকারে পাক করিবেন। আজ্যাবশেষ উহা নামাইয়া এই মন্ত্রের দ্বারা সাধিত (সংজপ্ত) হইলে উহা কান্তিপ্রদ, স্ত্রীগণের সুতপ্রদ ও ভূত-প্রেত ভয়ের নাশক ও গর্ভরক্ষাকর। ইহাকে শুদ্ধ পঞ্চগব্য ঘৃত জানিবেন। ১২১-১২৩

যন্ত্র বলিতেছেন—মধ্যাদি ষট্‌কোণে সাতটি টান্ত (ঠকার) লিখিবেন। অনন্তর মধ্যে ও ছয়টি কোণে সেই ঠকারের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রাক্ষরগুলি লিখিবেন। মধ্যে সাধ্য সাধক ও কর্মনাম লিখিবেন। এই যন্ত্র আপদ্ (খাস ও জ্বরের) নিবারক। ১২৪

যন্ত্রান্তর বলিতেছেন—ষট্‌কোণের মধ্যে সাধ্য সাধক কর্মের সহিত প্রণব লিখিবেন। অস্র্যাদি ছয়টি কোণে অবশিষ্ট মন্ত্রবর্ণ লিখিবেন। কোণ সন্ধিগুলিতে অস্ত্রমন্ত্র সমূহ লিখিবেন। উহাতে অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপ করিবেন। বিধিবৎ প্রজপ্ত এই যন্ত্র সেই স্থানে স্থাপিত হইলে রক্ষা করিবেন। ১২৫

তারং লিখেৎ ঠান্তগতং সসাধ্যং কোণেষু শিষ্টং মনুবর্ণ-ষট্কম্ ।
অঙ্গানি সন্ধিষথ ষোড়শারং সষোড়শার্ণং বসুধা-পুরস্থম্ ॥ ১২৬

জপিত্বা কৃত-সম্পাতং গর্ভিণীনাং হিতং পরম্ ।
অভিচার-গ্রহোন্মাদান্ যন্ত্রমেতদ্ বিনাশয়েৎ ॥ ১২৭

মধ্যে তারং সসাধ্যং মনুমথ বিলিখেৎ ষট্সু কোণেষু সন্ধি-
ষঙ্গান্যন্তে কলানাং যুগ-যুগ-বিলসৎ-কেসরাষ্টার্ণ পত্রম্ ।
কিঞ্জল্কান্ কাদিবর্ণৈর্ধি-বসু-দল-লসৎ-ষোড়শার্ণং স্বনাম্না
হ-ক্ষাভ্যাং ত্রিঃপ্রবিতং লিখতু পরিবৃতং তৎ ত্রিপাশাঙ্কুশাভ্যাম্ ॥ ১২৮

মন্ত্রান্তর বলিতেছেন—ষট্‌কোণের মধ্যে সাধ্য সাধক কর্মের সহিত ঠান্তগত প্রণব লিখিবেন। ছয়টি কোণে অবশিষ্ট মন্ত্রবর্ণ ছয়টি লিখিবেন। অঙ্গমন্ত্র সমূহ কোণের সন্ধিসমূহে লিখিবেন। অনন্তর ষোড়শারে বক্ষ্যমাণ ষোড়শাক্ষর চক্রমন্ত্রের ষোলটি অক্ষর লিখিবেন। তাহার পর ভূপুর লিখিয়া উহাকে ভূপুর মধ্যবর্তী করিবেন। ১২৬

বিবৃতি। কাহারও মতে প্রথমে ষট্‌কোণ, তাহার পর ষোড়শ দল, তাহার উপরিভাগে বৃত্ত, তাহার পর পার্থিব মণ্ডল লিখিয়া ষোড়শ দলে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় হুং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রের ষোলটি অক্ষর লিখিবেন। ষট্‌কোণের মধ্যে, কোণে ও কোণ সন্ধিতে পূর্বোক্ত প্রকারে লিখিবেন। ১২৬

এই যন্ত্রে জপ করিয়া হোম করিয়া সম্পাত পাত করিবেন। গর্ভিণীগণের উহা শ্রেষ্ঠ হিতকর। এই যন্ত্র অভিচার, গ্রহ ও উন্মাদ সমূহকে বিনাশ করে। ১২৭

মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। ষট্‌কোণের মধ্যে সাধ্য সাধক কর্ম নাম গর্ভ প্রণব লিখিবেন। অনন্তর ছয়টি কোণে প্রণব ব্যতিরিক্ত চক্রমন্ত্রের ছয়টি বর্ণ লিখিবেন। সন্ধিসমূহে অঙ্গমন্ত্রসমূহ লিখিবেন। কেসরসমূহ স্বরবর্ণের দুই দুইটি স্বরে বিলসিত হইবে অর্থাৎ দুই দুইটি স্বর লিখিবেন। আটটি পত্র নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্রের আটটি অক্ষরে বিলসিত হইবে। তাহার পর ষোড়শ দল পদ্মের কিঞ্জল্কসমূহে কাদিবর্ণগুলি লিখিবেন। বক্ষ্যমাণ ষোড়শাক্ষর চক্র মন্ত্রের ষোলটি অক্ষর ষোড়শ দলে লিখিবেন। স্বনাম ও সাধ্য নামের সহিত হ ও ক্ষ দ্বারা তিনবার বেষ্টিত হইবে। হ ও ক্ষ এর মধ্যে সাধ্য নাম হইবে। তাহার পর পাশ অঙ্কুশের দ্বারা তিনবার পরিবৃত করিয়া লিখিবেন। ১২৮

তারং নমো ভগবতে মহাসুদর্শনায় চ।
বর্মাস্ত্রান্তশ্চক্রমন্ত্রঃ ষোড়শাক্ষর ঈরিতঃ॥ ১২৯

চক্রমন্ত্রমিদং প্রোক্তং সর্বভীতিনিবারণম্।
ক্ষুদ্রাপমৃত্যু-শমনং রাজ্ঞাং বিজয়-বর্দ্ধনম্॥ ১৩০

রেখা বিলিখ্যাষ্ট শিরাংসি তাসামাবধ্য বাহ্যে শ্রুতিশঃ ক্রমেণ।
স্থানে হৃষীকেশ-মনুং বিভাজ্য পাদান্ লিখেৎ কোষ্ঠ-চতুষ্টয়স্থান্।
অষ্টাক্ষরার্ণৈঃ প্রদভিতাংস্তান্ কোষ্ঠদ্বয়ে চক্রমনুং যথাবৎ।
মধ্যস্থ-কোষ্ঠে বিলিখেৎ সসাধ্যং স্যাৎ সপ্তকোষ্ঠাহ্বয় যন্ত্রমেতৎ॥ ১৩১

ষোড়শাক্ষর সুদর্শন মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে তার—ওঁ নমো ভগবতে মহাসুদর্শনায় বলিবেন। উহা বর্ম ও অস্ত্রান্ত হইলে ষোড়শাক্ষর চক্রমন্ত্র কথিত হয়। ১২৯

সমস্ত ভয়ের নিবারক, ক্ষুদ্র ও অপমৃত্যুর উপশম-কারক ও নৃপতিগণের বিজয়বর্দ্ধক এই চক্রমন্ত্র উক্ত হইল। ১৩০

সুদর্শনের সপ্ত কোষ্ঠ যন্ত্র কথিত হইতেছে। পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ আটটি রেখা লিখিয়া বাহ্যে ক্রমে ক্রমে প্রথমের রেখাগ্রকে তাহার চতুর্থ রেখার সহিত মিলিত করিবেন। এইরূপ তৃতীয় রেখাগ্রকে তাহার চতুর্থ রেখাগ্রের সহিত মিলিত করিবেন এবং পঞ্চম রেখাগ্রকে তাহার চতুর্থ অষ্টম রেখাগ্রের সহিত মিলিত করিবেন। এইরূপ দ্বিতীয় পার্শ্বেও করিবেন। তখন দ্বিতীয় রেখা ও সপ্তম রেখা কাহারও সহিত সংযুক্ত না হইয়া থাকিবে। তাহার পর দ্বিতীয় রেখার পূর্বাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া একটি রেখাকে উত্তর দিকে লইয়া তাহাকে সেই রেখার পশ্চিমাগ্রের সহিত সংযুক্ত করিবেন। এইরূপ সপ্তম রেখার পূর্বাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া একটি রেখাকে দক্ষিণ দিকে লইয়া তাহাকে পশ্চিমাগ্রের সহিত সংযুক্ত করিবেন। তাহা হইলে মধ্য কোষ্ঠত্রয় একটি রেখা দ্বারা আবদ্ধ হইবে। এইরূপে গুরুর সম্প্রদায় অনুসারে সপ্ত কোষ্ঠ যন্ত্র লিখিয়া "স্থানে হৃষিকেশ" ইত্যাদি গীতামন্ত্রকে এক এক পাদে বিভাগ করিয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা বিদর্ভিত করিয়া সেই পাদগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম এই চারি কোষ্ঠস্থ করিয়া লিখিবেন। তৃতীয় ও পঞ্চম এই কোষ্ঠদ্বয়ে যথাবৎ সাধ্যসহিত চক্রমন্ত্র লিখিবেন। মধ্যস্থ চতুর্থ কোষ্ঠে সাধ্য সহিত চক্রমন্ত্র লিখিবেন। ইহা সপ্ত কোষ্ঠ নামক সুদর্শন যন্ত্র। ১৩১

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ১০২

ধারিতং সপ্তকোষ্ঠং তৎ ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।
দুঃস্বপ্ন-দুর্নিমিত্তাদি-শমনং কীর্ত্তিতং বুধৈঃ॥ ১০৩

ইতি শ্রীশারদাতিলকে ষোড়শঃ পটলঃ

সেই গীতা মন্ত্র হইতেছে—স্থানে হৃষিকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা—এইটি প্রথম পাদ। জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ—এইটি দ্বিতীয় পাদ। রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি,—এইটি তৃতীয় পাদ। সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ—এইটি চতুর্থ পাদ। (ইহা অষ্টাক্ষর মন্ত্রবর্ণের দ্বারা বিদর্ভিত হইবে)। ১০২

এই সপ্তকোষ্ঠ মন্ত্র ধারণ করিলে উহা মহাভয় হইতে রক্ষা করে। দুঃস্বপ্ন ও দুর্নিমিত্তাদির শান্তিকারক বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ১০৩

শ্রীশারদাতিলক তন্ত্রের ষোড়শ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ পটলঃ

অথ বক্ষ্যে জগন্মূলং মন্ত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
গোপিতং বৈষ্ণবে তন্ত্রে ভুক্তি-মুক্তি-ফল-প্রদম্ ॥ ১
তার-মার-রমাবীজং নত্যন্তে পুরুষোত্তমম্।
পুনরপ্রতিরূপান্তে ততো লক্ষ্মী-নিবাস চ ॥ ২
সকলান্তে জগৎ-পূর্বং ক্ষোভণেতি পদং পুনঃ।
সর্বস্ত্রী-হৃদয়োপেতং বিদারণ-পদং পুনঃ ॥ ৩
ততঃ পরং ত্রিভুবন-মদোন্মাদকরং ততঃ।
সুরাসুরান্তে মনুজ-সুন্দরী-জন শব্দতঃ ॥ ৪
মনাংসি তাপয়-দ্বন্দ্বং দীপয়-দ্বিতয়ং পুনঃ।
শোষয়-দ্বিতয়ং ভূয়ো মারয়-দ্বিতয়ং পুনঃ ॥ ৫
স্তম্ভয়-দ্বিতয়ং পশ্চান্ মোহয়-দ্বিতয়ং পুনঃ।
দ্রাবয়-দ্বিতয়ং পশ্চাদাকর্ষয় যুগং-ততঃ ॥ ৬

অনন্তর বৈষ্ণব তন্ত্রে গোপিত অতি রহস্ত ভুক্তি ও মুক্তি প্রদায়ক জগতের মূল শ্রীপুরুষোত্তমের মন্ত্র বলিতেছি। ১

শ্রীপুরুষোত্তমের মন্ত্র কথিত হইতেছে। তার—ওঁ, মার—কামবীজ—ক্লীং, রমাবীজ—শ্রীং, নতির (নমঃ শব্দের) অন্তে পুরুষোত্তম। বলিয়া অনন্তর অপ্রতিরূপ। শব্দের পরে লক্ষ্মীনিবাস পদ বলিবেন। ২

অনন্তর সকল শব্দের অন্তে জগৎ পূর্ব ক্ষোভণ অর্থাৎ সকল-জগৎ-ক্ষোভণ। এই পদ ও সর্বস্ত্রী হৃদয় যুক্ত বিদারণ পদ অর্থাৎ সর্বস্ত্রী-হৃদয়-বিদারণ। পদ বলিবেন। ৩

তাহার পর পুনরায় ত্রিভুবন-মদোন্মাদ-কর। পদ। তাহার পর সুরাসুর শব্দের অন্তে মনুজ-সুন্দরী-জন শব্দ বলিবেন। ৪

পরে মনাংসি তাপয় দ্বয় অর্থাৎ তাপয় তাপয়, দীপয় দ্বয় অর্থাৎ দীপয় দীপয়, অনন্তর শোষয় দ্বিতয় অর্থাৎ শোষয় শোষয় অনন্তর মারয় দ্বিতয় অর্থাৎ মারয় মারয় পদ বলিবেন। ৫

অনন্তর স্তম্ভয় দ্বিতয় অর্থাৎ স্তম্ভয় স্তম্ভয়, পরে মোহয় দ্বিতয় অর্থাৎ মোহয় মোহয়, অনন্তর দ্রাবয় দ্বিতয় অর্থাৎ দ্রাবয় দ্রাবয়, পরে আকর্ষয় যুগল অর্থাৎ আকর্ষয় আকর্ষয় পদ বলিবেন। ৬

সমস্ত-পরমোপেত-সুভগেন চ সংযুতম্।
সর্বসৌভাগ্য-শব্দান্তে করেতি-পদ-সংযুতম্ ॥ ৭

সর্বকাম-প্রদ-পদমমুকং হন-যুগ্মকম্।
চক্রেণ গদয়া পশ্চাৎ খড়্গেন তদনন্তরম্ ॥ ৮

সর্ববাণৈর্ভিন্দ-যুগং পাশেনেতি পদং ততঃ।
কট্ট-দ্বয়ান্তেঽঙ্কুশেন তাড়য়-দ্বিতয়ং পুনঃ ॥ ৯

কুরুশব্দ-দ্বয়মথো কিং তিষ্ঠসি পদং পুনঃ।
তাবদ্-যাবৎ-পদস্যান্তে সমীহিতমনন্তরম্ ॥ ১০

ততো মে সিদ্ধমাভাষ্য ভবত্যন্তে সবর্ম-কট্।
নমোঽন্তোঽয়ং মন্ত্রঃ প্রোক্তো দ্বিশতাক্ষর-সংযুতঃ ॥ ১১

তাহার পর সমস্ত পরম শব্দযুক্ত সুভগের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ সমস্ত পরম সুভগ শব্দের সহিত যুক্ত সর্বসৌভাগ্য পদের অন্তে কর এই পদ যুক্ত অর্থাৎ সমস্ত পরম সুভগ সর্বসৌভাগ্যকর পদ হইবে। ৭

অনন্তর সর্বকাম-প্রদ! পদ ও অমুকং (সাধ্যনাম) ও হনদ্বয় অর্থাৎ হন হন চক্রেণ গদয়া অনন্তর খড়্গেন অনন্তর সর্ববাণৈঃ ভিন্দ যুগ অর্থাৎ ভিন্দ ভিন্দ, পরে পাশেন এই পদ তাহার পর কট্টদ্বয় অর্থাৎ কট্ট কট্ট শব্দের অন্তে অঙ্কুশেন তাড়য় দ্বিতয় অর্থাৎ তাড়য় তাড়য় পদ হইবে। ৮-৯

পরে কুরু শব্দ দ্বয় অর্থাৎ কুরু কুরু, অনন্তর কিং তিষ্ঠসি পদ, অনন্তর তাবৎ যাবৎ পদের অন্তে সমীহিতং পদ বলিবেন। ১০

অনন্তর মে সিদ্ধং পদ বলিয়া ভবতি শব্দের অন্তে বর্ম—হুং ও কট্ বলিবেন। দুইশত অক্ষর যুক্ত নমঃ অন্ত এই মন্ত্র কথিত হইল। ১১

বিবৃতি। মন্ত্র উদ্ধার করিলে শ্রীপুরুষোত্তমের মন্ত্রটি হইবে—ওঁ ক্লীং শ্রীং নমঃ পুরুষোত্তম! অপ্রতিরূপ! লক্ষ্মীনিবাস! সকল-জগৎ-ক্ষোভণ! সর্বস্ত্রী-হৃদয়-বিদারণ! ত্রিভুবন-মদোন্মাদকর! সুরাসুর-মনুজ-সুন্দরী-জন-মনাংসি তাপয় তাপয় দীপয় দীপয় শোষয় শোষয় মারয় মারয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় দ্রাবয় দ্রাবয় আকর্ষয় আকর্ষয় সমস্ত-পরম-সুভগ-সর্ব-সৌভাগ্যকর! সর্বকাম-প্রদ! অমুকং হন হন চক্রেণ গদয়া খড়্গেন সর্ববাণৈঃ ভিন্দ ভিন্দ পাশেন কট্ট কট্ট অঙ্কুশেন তাড়য় তাড়য় কুরু কুরু কিং তিষ্ঠসি তাবৎ যাবৎ সমীহিতং মে সিদ্ধং ভবতি হুং কট্ নমঃ। উহাতে দুই শত অক্ষর আছে। মন্ত্রে

জৈমিনির্মুনিরাখ্যাতশ্ছন্দোঽস্যাঽমিতমীরিতম্ ।
সমস্ত-জগতামাদির্দেবতা পুরুষোত্তমঃ ॥ ১২
পুরুষোত্তম-শব্দান্তে বদেৎ ত্রিভুবনং ততঃ ।
মদোন্মাদ-করান্তে হুং হৃদয়ং সকলং ততঃ ॥ ১৩
জগৎ-ক্ষোভণ-শব্দান্তে লক্ষ্মী-দয়িত হুং শিরঃ ।
মন্মথোত্তম-সংযুক্তমঙ্গজে কামদায়িনি ! ॥ ১৪
হুং শিখা পরমোপেত-সুভগাক্ষর-সংযুতম্ ।
সর্বসৌভাগ্যকর ! হুং কবচং পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৫
ততঃ সুরাসুরোপেত-মনুজান্বিত-সুন্দরী ।
ততঃ পরস্তাদ্ হৃদয়-বিদারণ-পদং বদেৎ ॥ ১৬
সর্ব-প্রহরণ-ধর সর্বকামিক-তৎপরম্ ।
হন-দ্বয়ঞ্চ হৃদয়ং বন্ধনানি ততঃ পরম্ ॥
আকর্ষয়-পদদ্বন্দ্বং মহাবল-হুমস্ত্রকম্ ॥ ১৭

অমুক পদ স্থানে সাধ্যনাম বা হুরিতাদি নাম যুক্ত হইলে দুই শব্দের অধিক হইলেও উহা মূল বিরুদ্ধ হয় না। ১১

এই মন্ত্রের জৈমিনি ঋষি ও অমিতছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। সমস্ত জগতের আদি পুরুষোত্তম দেবতা কথিত হইয়াছেন। ১২

ষড়ঙ্গমন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। এই ষড়ঙ্গ মন্ত্রগুলির আদিতে প্রণব অন্তে ফট্ নমঃ হইবে। পুরুষোত্তম শব্দের অন্তে ত্রিভুবন বলিবেন। পরে মদোন্মাদকর শব্দের অন্তে হুং হইলে হৃদয় মন্ত্র অর্থাৎ ওঁ পুরুষোত্তম। ত্রিভুবন মদোন্মাদকর। হুং ফট্ নমঃ হৃদয়ায় নমঃ—এইটি হৃদয় মন্ত্র। তাহার পর ওঁ সকল পদ ও জগৎ-ক্ষোভণ শব্দের অন্তে লক্ষ্মীদয়িত হুং ফট্ নমঃ শিরসে স্বাহা—এইটি শিরো-মন্ত্র, ওঁ মন্মথোত্তমাঙ্গজে। কামদায়িনি। হুং ফট্ নমঃ শিখায়ৈ বষট্—এইটি শিখা মন্ত্র, ওঁ পরম-সুভগ সর্বসৌভাগ্যকর। হুং ফট্ নমঃ কবচায় হুং—এইটি কবচ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ১৩-১৫

তাহার পর ওঁ সুরাসুর পদ-যুক্ত মনুজ পদান্বিত সুন্দরী পদের পর হৃদয়-বিদারণ সর্বপ্রহরণধর সর্বকামিক পদ বলিবেন। তাহার পর হনদ্বয় (হন হন) হৃদয়ং বন্ধনানি তাহার পর আকর্ষয় পদদ্বয় মহাবল! হুঁ অর্থাৎ ওঁ সুরাসুর-মনুজ-সুন্দরী-হৃদয়-বিদারণ। সর্বপ্রহরণ-ধর। সর্বকামিক। হন হন হৃদয়-

ত্রিভুবনেশ্বর-পদং ততঃ সর্বজনান্ততঃ।
মনাংসি হন-যুগ্মান্তে দারয়-দ্বিতয়ঞ্চ মে ॥ ১৮
বশমানয় হুং নেত্রং তারাদ্যাঃ ফট্ নমোঽন্তিকাঃ।
ষড়ঙ্গ-মন্ত্রাঃ সন্দিষ্টা নেত্রান্তাস্তন্ত্র-বেদিভিঃ ॥ ১৯
ত্রৈলোক্য-মোহনার্ণান্তে হৃষীকেশ-পদং পুনঃ।
পশ্চাদপ্রতিরূপাদি-মন্মথানন্তরং বদেৎ ॥ ২০
সর্বাদি স্ত্রীপদং পশ্চাদ্ হৃদয়াকর্ষণং ততঃ।
আগচ্ছাগচ্ছ মন্ত্রোঽয়ং তারাদ্যো নমসান্বিতঃ ॥ ২১
অনেন মনুনা কৃত্বা ব্যাপকং ন্যস্য বাহুষু।
অষ্টায়ুধানি মুদ্রাভির্মন্ত্রৈঃ সার্দ্ধং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২২

মস্তনানি আকর্ষয় আকর্ষয় মহাবল হুং ফট্ নমঃ অস্ত্রায় ফট্—এইটি অস্ত্র-মন্ত্র। ১৬-১৭

তাহার পর ওঁ ত্রিভুবনেশ্বর পদ ও সর্বজন পদের অন্তে মনাংসি পদ ও হন যুগলের অন্তে দারয় দ্বিতয় ও মে বশমানয় হুং ফট্ নমঃ অর্থাৎ ওঁ ত্রিভুবনেশ্বর। সর্বজন-মনাংসি হন হন দারয় দারয় মে বশমানয় হুং ফট্ নমঃ—এইটী নেত্রমন্ত্র। এই ষড়ঙ্গ মন্ত্রের আদিতে প্রণব ও অন্তে ফট্ নমঃ এবং অস্ত্রান্ত না হইয়া নেত্রান্ত হইবে, ইহা তন্ত্রবিদ্‌গণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১৮-১৯

বিবৃতি। পূর্বোক্ত রীতিতে বৈষ্ণব পীঠন্যাসের পরে হৃদয়ে গরুড় মুদ্রায় গরুড় মন্ত্র ন্যাস করিয়া পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিবেন। ১৯

ব্যাপক ন্যাসের মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে:—ত্রৈলোক্যমোহন বর্ণের অন্তে হৃষীকেশ পদ, অনন্তর অপ্রতিরূপ পদাদি মন্মথ পদ বলিবেন। অনন্তর সর্বপদাদি স্ত্রীপদ, অনন্তর হৃদয়াকর্ষণ পদ, তাহার পর আগচ্ছ আগচ্ছ। এই মন্ত্র নমো যুক্ত তারাদি হইবে। তাহা হইলে মন্ত্রটী হইবে—ওঁ নমঃ ত্রৈলোক্যমোহন। হৃষীকেশাপ্রতিরূপ। মন্মথ। সর্বস্ত্রী-হৃদয়াকর্ষণ আগচ্ছ আগচ্ছ। ২০-২১

এই মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিয়া বাহু সমূহে আটটি আয়ুধ মুদ্রা দ্বারা অষ্ট আয়ুধ মন্ত্রের সহিত ধ্যানোক্ত আটটি আয়ুধ ন্যাস করিয়া দেবতাকে ধ্যান করিবেন। ২২

বিবৃতি। আয়ুধ ন্যাসের পর সেই সেই মুদ্রা দ্বারা নিজ দেহে সেই সেই স্থানে শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বনমালামুদ্রা স্ব স্ব মন্ত্র ও মুদ্রার সহিত ন্যাস করিবেন।

ক্ষীরাম্ভোনিধি-মধ্যস্থং নিরন্তর-সুরদ্রুমম্ ।
উদ্যদর্কেন্দু-কিরণ-দূরীকৃত-তমোভরম্ ॥ ২৩
কালমেঘ-সমালোক-নৃত্যদ্-বর্হি-কদম্বকম্ ।
উৎফুল্ল-কুসুমামোদ-প্রহৃষ্যদ্-ভৃঙ্গ-সঙ্কুলম্ ॥ ২৪
কূজৎ-কোকিল-সঙ্ঘেন বাচালিত-দিগন্তরম্ ।
নানাকুসুম-সৌরভ্য-বাহি-গন্ধবহান্বিতম্ ॥ ২৫
কল্পবল্লী-নিকুঞ্জেষু ক্রীড়ৎ-সিদ্ধ-কদম্বকম্ ।
দেব-গন্ধর্ব-কন্যাভির্গায়ন্তীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ২৬
অনেক-দীর্ঘিকা-যুক্তমুদ্যানং মহদদ্ভুতম্ ।
তস্য মধ্যে মণিময়ে মণ্ডপে তোরণান্বিতে ॥ ২৭
ঋতুভিঃ ষড়্ভিরনিশং সেবিতস্য মহীয়সঃ ।
সুরদ্রুমস্য মূলস্থে মহাসিংহাসনে শুভে ॥ ২৮
রক্তারবিন্দ-মধ্যস্থ-গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ।
ধ্যায়েদ্ বল্লভয়া সার্দ্ধং জগন্নাথং জগন্ময়ম্ ॥ ২৯
দেবং শ্রীপুরুষোত্তমং কমলয়া স্বাঙ্কস্থয়া পঙ্কজং
বিভ্রত্যা পরিরব্ধমম্বুজরুচা তস্যাং নিবদ্ধেক্ষণম্ ।

পীঠন্যাসে পৃথিবী ন্যাসের পর ক্ষীর-সমুদ্র, রত্নদ্বীপ, অদ্ভুতোদ্যান, মণিমণ্ডপ, কল্পতরু, মহাসিংহাসন ও গরুড়কে যোগ করিয়া ন্যাস করিবেন। ২২

ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত নিরন্তর ঘন সুরদ্রুম বিশিষ্ট উদীয়মান সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণের দ্বারা দূরীভূত অন্ধকার-পুঞ্জ (২৩) কালমেঘ দর্শনে নৃত্যরত ময়ূরগণ উৎফুল্ল বিকশিত কুসুমের আমোদে আনন্দিত ভৃঙ্গ সমূহ (২৪) কোকিল সমূহের কূজনে আন্দোলিত দিগন্তরযুক্ত, নানাবিধ কুসুমের সৌরভ বহনকারী বায়ু দ্বারা অন্বিত (২৫) কল্পবল্লীর নিকুঞ্জ সমূহে ক্রীড়ারত সিদ্ধগণ বিশিষ্ট, গানকারিণী দেবকন্যা ও গন্ধর্ব কন্যাগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত (২৬) অনেক দীর্ঘিকাযুক্ত বৃহৎ অদ্ভুত উদ্যান আছে। তাহার মধ্যে তোরণযুক্ত মণিময় মণ্ডপে (২৭) ছয়টি ঋতু দ্বারা সর্বদা সেবিত মহান দেববৃক্ষের মূলদেশস্থ সুন্দর মহাসিংহাসনে (২৮) রক্তপদ্ম মধ্যে অবস্থিত গরুড়ের উপরে সমাসীন বল্লভার সহিত জগন্ময় জগন্নাথকে ধ্যান করিবেন। ২৩-২৯

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে ঃ—নিজক্রোড়স্থ পদ্মবর্ণা (পীতবর্ণা)

ধ্যায়েচ্চেতসি শঙ্খ-পাশ-মুষলাংশ্চাপেষু-খড়্গান্ গদাং
হস্তৈরঙ্কুশমূর্দ্ধহস্তমরুণং স্মেরারবিন্দাননম্ ॥ ৩০

এবং ধ্যাত্বা শ্রিয়ঃ কান্তং মন্ত্রং লক্ষ-চতুষ্টয়ম্ ।
জপেদ্ বশী বিধায়াহথ কুণ্ডমর্দ্ধেন্দু-সন্নিভম্ ॥ ৩১
জুহুয়াদ্ বৈষ্ণবে বহ্নৌ পদ্মৈর্জাতি-সমুদ্ভবৈঃ ।
পুষ্পৈর্যবৈঃ ক্রমাৎ পশ্চাদ্ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ ॥ ৩২
অর্চয়িষ্যন্ জগন্নাথং গায়ত্র্যা পরিশোধয়েৎ ।
আত্মানং যাগ-বস্তূনি যাগ-ভূমিঞ্চ দেশিকঃ ॥ ৩৩
ত্রৈলোক্য-মোহনায়েতি বিদ্মহে পদমীরয়েৎ ।
স্মরায় ধীমহি পশ্চাৎ তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩৪
গায়ত্র্যেষা সমাখ্যাতা বৈষ্ণবী সর্বসিদ্ধিদা ।
প্রাক্-প্রোক্তে বৈষ্ণবে পীঠে কল্পয়েদাসনং ততঃ ॥ ৩৫

(বামে) পঙ্কজ ধারিণী (দক্ষিণ হস্তে) কমলা কর্তৃক আলিঙ্গনাবদ্ধ, কমলাকে নিরীক্ষণকারী, বামের ঊর্ধ্বাদি হস্ত সমূহে বাণ, শঙ্খ, ধনুঃ ও গদাধারী দক্ষিণের ঊর্ধ্বাদি হস্তে অঙ্কুশ, মুষল, খড়্গ ও চক্র বহনকারী অরুণ বর্ণ ঈষৎ-হাস্যমুখ শ্রীপুরুষোত্তম দেবকে হৃদয়ে ধ্যান করিবেন। ৩০

বিবৃতি। এইরূপ ধ্যানের পর শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা ও ত্রৈলোক্য-মোহন মুদ্রা দেখাইবেন। ৩০

লক্ষ্মীকান্তকে এইরূপ ধ্যান করিয়া পুরশ্চরণ কালে চারি লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন। অনন্তর অর্দ্ধচন্দ্র তুল্য কুণ্ড নির্মাণ করিয়া মন্ত্রাভিষিক্ত বশী সাধক বৈষ্ণব বহ্নিতে পদ্ম পুষ্প সমূহের দ্বারা, জাতি পুষ্প সমূহের দ্বারা ও যবের দ্বারা ক্রমে ক্রমে জপের দশাংশ হোম করিবেন এবং তর্পণাদি সহ ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন করাইবেন। ৩১-৩২

জগন্নাথকে অর্চনা করিতে হইলে আত্মাকে, যাগ (পূজা) দ্রব্য সমূহকে ও যাগভূমিকে গায়ত্রী দ্বারা শোধন করিবেন। ৩৩

সেই গায়ত্রী হইতেছে—ত্রৈলোক্য মোহনায় এই পদ বলিয়া বিদ্মহে পদ উচ্চারণ করিবেন। স্মরায় ধীমহি বলিয়া অনন্তর তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ বলিবেন। ৩৪

এই বৈষ্ণবী গায়ত্রী সর্বসিদ্ধি প্রদা বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহার পর পূর্ব পঞ্চদশ পটলোক্ত বৈষ্ণব পীঠে আসন কল্পনা করিবেন। ৩৫

পক্ষিরাজায় ঠদ্বন্দ্বমন্ত্য মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সঙ্কল্পিতায়াং মূলেন মূর্ত্তৌ দেবমনন্যধীঃ॥ ৩৬

আবাহ্য মনুনা বিদ্বান্ ব্যাপকেন সমর্চয়েৎ।
ভৃগুর্ণান্তযুতঃ সেন্দুবীর্জং দেব্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৩৭

কর্ণিকায়াং যজেদাদৌ বিধানেনাঙ্গদেবতাঃ।
দলেষু পূজয়েৎ পশ্চাদ্ লক্ষ্ম্যাদ্যাঃ শ্বেত-চামরাঃ॥ ৩৮

মুক্তাহার-লসচ্চারু-পয়োধর-ভরানতাঃ।
জবাকুসুম-সঙ্কাশা মদবিভ্রম-মন্থরাঃ॥ ৩৯

হ্রস্বত্রয়-ক্লীব-সর্গ-রহিত-স্বর-শোভিতম্।
দেবীবীজং ক্রমাদাসাং মন্ত্রমাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪০

দলাগ্রেষু যজেচ্ছঙ্খং শার্ঙ্গং চক্রমসিং গদাম্।
অঙ্কুশং মুষলং পাশমেতান্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণঃ॥ ৪১

পক্ষিরাজায় ঠদ্বন্দ্ব (স্বাহা)—এইটি আসনের মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া মূলেন দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তিতে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপক মন্ত্রের দ্বারা দেবকে আবাহন করিয়া কর্ণিকাতে ঐ ব্যাপক মন্ত্রের দ্বারাই আসনাদি উপচারের দ্বারা দেবতাকে অর্চনা করিবেন। দেবী বীজ উদ্ধৃত হইতেছে। ণান্ত (বকার) যুক্ত ভৃগু স ইন্দু বিন্দু যুক্ত হইলে উহা দেবী বীজ (বং) বলিয়া কথিত হয়। উহা দ্বারা পূর্ব্বে অঙ্কস্থ দেবীকে পূজা করিবেন। ৩৬-৩৭

প্রথমে এই বিধানের দ্বারা কেসরসমূহে অগ্রাদি চারিদিকে বর্ম পর্য্যন্ত অঙ্গ পূজা করিয়া দিক্‌সমূহে অস্ত্র ও সম্মুখে নেত্রের পূজা করিবেন। অনন্তর দলমূল সমূহে পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত শ্বেত-চামর মুক্তাহারে উজ্জ্বল সুন্দর স্তনের ভারে অবনত জবাকুসুম সদৃশ রক্তবর্ণ মদবিভ্রমে মন্থর লক্ষ্ম্যাদি দেবীগণকে পূজা করিবেন। ৩৮-৩৯

বিবৃতি। অঙ্গদেবতার পূজার পূর্ব্বে জগন্নাথের ক্রোড়স্থ দেবীর পূজা করিয়া পরে অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। নারায়ণীয়তন্ত্রে শ্রীবৎস কৌস্তভ প্রভৃতি ভূষণাদি পূজার পর অঙ্গপূজা কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। ৩৯

মনীষিগণ হ্রস্ব ত্রয় অ ই উ, ক্লীব ঋ ৠ ঌ ৡ ও সর্গ বিসর্গ রহিত আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ অং যুক্ত দেবীবীজকে এই লক্ষ্ম্যাদি দেবীগণের মন্ত্র বলিয়াছেন। ৪০

দলের অগ্রসমূহে শার্ঙ্গীর শঙ্খ, শার্ঙ্গ, চক্র, অসি, গদা, অঙ্কুশ, মুষল ও

স্বমুদ্রাভিঃ স্বমন্ত্রভিঃ কথ্যন্তে মনবঃ ক্রমাৎ।
আদ্যো জলচরায়ান্তে ঠদ্বয়ং মনুরীরিতঃ॥ ৪২
শার্ঙ্গায় সশরায়ান্তে স্বাহান্তোঽনন্তরো মনুঃ।
সুদর্শন মহাচক্র-রাজান্তে স্যাদ্ দহ-দ্বয়ম্॥ ৪৩
সর্বদুষ্ট-ভয়ং পশ্চাদ্ কুরু-ছিন্দি-দ্বয়ং পৃথক্।
বিদারয়-পদ-দ্বন্দ্বং পরমন্ত্রান্ গ্রস গ্রস॥ ৪৪
ভক্ষয় ত্রাসয়-দ্বন্দ্বং প্রত্যেকং বর্ম ফট্ দ্বয়ম্।
চক্রায় নম ইত্যেষ তৃতীয়ো মন্ত্র ঈরিতঃ॥ ৪৫
খড়্গ-তীক্ষ্ণ-পদান্তে স্যাচ্ছিন্দ-যুগ্মং হুমাদি চ।
চতুর্থোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ কৌমোদকি মহাবলে॥ ৪৬
সর্বাসুরান্তকি-পদং প্রসীদ-যুগ-বর্ম-ফট্।

পাশ—এই অস্ত্রসমূহকে নিজ নিজ মুদ্রার সহিত নিজ নিজ মন্ত্রে পূজা করিবেন। ক্রমে ক্রমে মন্ত্রগুলি কথিত হইতেছে। মহাজলচরায় শব্দের অন্তে হুং ফট্ ও ঠ-দ্বয় (স্বাহা) এবং পাঞ্চজন্যায় নমঃ অর্থাৎ ওঁ মহাজলচরায় হুং ফট্ স্বাহা পাঞ্চজন্যায় নমঃ এইটি আদ্য শঙ্খমন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪১-৪২

মহাশার্ঙ্গায় সশরায় শব্দের অন্তে হুং ফট্ স্বাহান্ত হইলে অর্থাৎ মহাশার্ঙ্গায় সশরায় হুং ফট্ স্বাহা শার্ঙ্গায় নমঃ—এইটি অনন্তর অর্থাৎ শার্ঙ্গের মন্ত্র। সুদর্শন মহাচক্ররাজ শব্দের অন্তে দহ দ্বয় (দহ দহ) হইবে। সর্বদুষ্টভয়ং শব্দের অনন্তর কুরু দ্বয় ও ছিন্দি দ্বয় এবং পৃথক্ বিদারয় পদ দ্বয় ও পরমন্ত্রান্ গ্রস গ্রস ভক্ষয় দ্বয় ও ত্রাসয় দ্বয় মধ্যে ভূতানি অর্থাৎ ভক্ষয় ভক্ষয় ভূতানি ত্রাসয় ত্রাসয় ও বর্ম (হুং) ফট্ ও ঠ দ্বয় অর্থাৎ স্বাহা তাহার পর চক্রায় নমঃ। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ সুদর্শন মহাচক্ররাজ দহ দহ সর্বদুষ্টভয়ং কুরু কুরু ছিন্দি ছিন্দি বিদারয় বিদারয় পরমন্ত্রান্ গ্রস গ্রস ভক্ষয় ভক্ষয় ভূতানি ত্রাসয় ত্রাসয় হুং ফট্ স্বাহা সুদর্শনায় নমঃ। এইরূপ মন্ত্রটি তৃতীয় চক্র মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৩-৪৫

মহাখড়্গতীক্ষ্ণ পদের অন্তে ছিন্দ যুগ্ম ও হুমাদি অর্থাৎ হুং ফট্ স্বাহা খড়্গায় নমঃ হইবে। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ মহাখড়্গ তীক্ষ্ণ ছিন্দ ছিন্দ হুং ফট্ স্বাহা খড়্গায় নমঃ। এইটি চতুর্থ খড়্গমন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মহাকৌমোদকি। মহাবলে। (৪৬) সর্বাসুরান্তকি পদ, প্রসীদ পদদ্বয় ও বর্ম

স্বাহান্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ সদ্ভিঃ কৌমোদকীপরঃ ॥ ৪৭

অঙ্কুশান্তে কট্-যুগং ষষ্ঠোঽয়ং মনুরীরিতঃ।
সংকর্ত্তকান্তে মুষল! পোথয়-দ্বিতয়ং পুনঃ।
হুং কট্ দ্বিঠান্তো মন্ত্রোঽয়ং সপ্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮

পাশৈর্বন্ধ-দ্বয়ং পশ্চাদাকর্ষয়-পদ-দ্বয়ম্।
বহ্নিজায়াবধিঃ সদ্ভিরষ্টমো মন্ত্র ঈরিতঃ ॥ ৪৯

লোকেশান্ পূজয়েৎ পশ্চাদ্ বজ্রাদ্যৈরায়ুধৈঃ সহ।

(হুং) কট্। উহা স্বাহান্ত ও কৌমোদকী পর হইবে। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ মহাকৌমোদকি! মহাবলে! সর্বাসুরান্তকি প্রসীদ প্রসীদ হুং কট্ স্বাহা কৌমোদকৈ্য নমঃ—এইটি কৌমোদকী মন্ত্র বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৪৬-৪৭

মহাঙ্কুশ পদের অন্তে কট্দ্বয় ও এই হুং কট্ স্বাহা ও অঙ্কুশায় নমঃ হইবে। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ মহাঙ্কুশ। কট্ কট্ হুং কট্ স্বাহা অঙ্কুশায় নমঃ। এইটি ষষ্ঠ অঙ্কুশ মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মহাসংবর্ত্তক পদের অন্তে মুষল ও পোথয় দ্বিতয় অনন্তর হুং কট্। উহা দ্বিঠান্ত ও পরে মুষলায় নমঃ। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ সংবর্ত্তক। মহামুষল! পোথয় পোথয় হুং কট্ স্বাহা মুষলায় নমঃ। এইটি সপ্তম মুষলমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৪৮

মহাপাশ পদের সহিত বন্ধ দ্বয় ও আকর্ষয় পদদ্বয়। উহা বহ্নিজায়াবধি অর্থাৎ হুং কট্ স্বাহা ও পাশায় নমঃ পর্য্যন্ত হইবে। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ মহাপাশ বন্ধ বন্ধ আকর্ষয় হুং কট্ স্বাহা পাশায় নমঃ। এইটি অষ্টম পাশমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৪৯

বিবৃতি। পদার্থাদর্শে উক্ত হইয়াছে—অস্ত্রপূজার পর শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বনমালাকে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব মুদ্রায় স্ব স্ব মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। মন্ত্র হইতেছে—ওঁ মহাশ্রীবৎসায় হুং কট্ স্বাহা শ্রীবৎসায় নমঃ। ওঁ মহাস্তুতসম্ভবায় হুং কট্ স্বাহা কৌস্তুভায় নমঃ। ওঁ মহাবনমালে। হুং কট্ স্বাহা বনমালায়ৈ নমঃ। ৪৯

অনন্তর বজ্রাদি আয়ুধের ইন্দ্রাদি সহিত লোকপালগণকে পূজা করিবেন।

ইত্থমভ্যর্চয়ন্ নিত্যং যথাবৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫০

প্রাপ্নোতি মহতীং লক্ষ্মীং সৌভাগ্যমতুলং যশঃ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যাং মনোঽভীষ্টানি বিন্দতি ॥ ৫১

হয়ারি-কুসুমৈর্দেবমর্চয়িত্বা যথাবিধি।
শশি-প্রসূনৈর্জুহুয়াদষ্টোত্তর সহস্রকম্।
মাসমাত্রেণ বশগাস্তস্য স্যুঃ সকলা নৃপাঃ ॥ ৫২

হুত্বা বিল্বফলৈঃ পক্কৈঃ শ্রিয়ং বিন্দেদনিন্দিতাম্।
প্রফুল্লৈররুণাম্ভোজৈস্তামেব লভতে পুনঃ ॥ ৫৩

হুত্বা জ্যোতিষ্মতী তৈলং সহস্রং বসুসংখ্যকম্।
সুভগো জায়তে সম্যক্ সর্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪

বিধানেনাঽমুনা মন্ত্রী মহারোগাৎ প্রমুচ্যতে।
অশ্বত্থ-সমিধাং হোমঃ পরাহৃত-ধনপ্রদঃ।
আজ্যাক্ত-দূর্বাহোমেন মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ ॥ ৫৫

এই প্রকারে যথাবৎ পূর্বোক্ত প্রকারে নিত্য পুরুষোত্তমকে অর্চনা করিয়া মহালক্ষ্মী (প্রচুর সম্পত্তি), সৌভাগ্য, অতুল যশঃ, আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও মনোভীষ্ট সকল লাভ করেন। ৫০-৫১

যথাবিধি অগ্নিতে পীঠ পূজাপূর্বক দেবতাকে অর্চনা করিয়া হয়ারি (করবীর) পুষ্প সমূহের দ্বারা শশিপ্রসূন (কুমুদ) সমূহের দ্বারা অষ্ট সহস্র (৮০০০) হোম করিবেন। ইহা দ্বারা সকল নৃপতি মাসমাত্রের মধ্যেই তাহার বশে আসেন। ৫২

পক্ক বিল্বফল সমূহের দ্বারা হোম করিয়া অনিন্দিতা শ্রীলাভ করেন। প্রফুল্ল বিকশিত অরুণ পদ্ম সমূহের দ্বারা হোম করিয়া সেই শ্রীকে পুনরায় লাভ করেন। ৫৩

অষ্ট সহস্র জ্যোতিষ্মতী তৈল হোম করিয়া সকলের সুভগ (সম্যক্ প্রিয়) হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ৫৪

এই বিধানের দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ সাধক মহারোগ হইতে প্রমুক্ত হন। অশ্বত্থ সমিধ্‌সমূহের হোম পরের (চোরের) দ্বারা অপহৃত ধন প্রদান করে। আজ্যাক্ত দূর্বাহোমের দ্বারা মহাভয় হইতে মুক্ত হয়। ৫৫

যস্য নামযুতং মন্ত্রং জপেদযুত-সংখ্যয়া।
স ভবেদ্ দাসবৎ তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৬

বহুনা কিমিহোক্তেন মন্ত্রুনা সাধকোত্তমঃ।
সাধয়েৎ সকলান্ কামান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিবাপরঃ ॥ ৫৭

উত্তিষ্ঠ-পদমাভাষ্য শ্রী-ক্রোধীশ-হুতাশনৌ।
বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রো বস্বক্ষর-সমন্বিতঃ ॥ ৫৮

ঋষিরস্য ভবেদ্ বামঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দ উদাহৃতম্।
শ্রীকরাখ্যো হরিঃ প্রোক্তো দেবতাস্য মনীষিভিঃ ॥ ৫৯

হৃদয়ং ভীষয়-দ্বন্দ্বং ত্রাসয়-দ্বিতয়ং শিরঃ।
শিখা প্রমর্দয়-যুগং বর্ম প্রধ্বংসয়-দ্বয়ম্।
অস্ত্রং রক্ষ-যুগং সর্বে হুমন্তাঃ সমুদীরিতাঃ ॥ ৬০

অমুক শব্দের স্থানে যাহার নামযুক্ত মন্ত্র অযুত সংখ্যায় জপ করিবেন। সে তাহার দাসবৎ হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। ৫৬

এখানে অধিক বলার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ কোনই প্রয়োজন নাই। সাধকশ্রেষ্ঠ এই মন্ত্রের দ্বারা সমস্ত কামনা সিদ্ধি করেন। সাক্ষাৎ দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় হইয়া থাকেন। ৫৭

শ্রীকর মন্ত্র বলিতেছেন। উত্তিষ্ঠ পদ উচ্চারণ করিয়া শ্রী, ক্রোধীশ (ক) ও হুতাশন (র) বলিবেন। উহা বহ্নিজায়াবধি (স্বাহান্ত) হইবে। তাহা হইলে অষ্ট অক্ষর বিশিষ্ট এই মন্ত্র হয়—উত্তিষ্ঠ শ্রীকর স্বাহা। ৫৮

এই মন্ত্রের বামদেব ঋষি হইতেছেন, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। শ্রীকর নামক হরি এই মন্ত্রের দেবতা বলিয়া মনীষিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছেন (এই মন্ত্রের প্রণব বীজ ও স্বাহা শক্তি)। ৫৯

দুইটি ভীষয় অর্থাৎ ভীষয় ভীষয়—এইটি হৃদয় মন্ত্র। ত্রাসয় দ্বিতয় অর্থাৎ ত্রাসয় ত্রাসয়—এইটি শিরোমন্ত্র। প্রমর্দয় দ্বয় অর্থাৎ প্রমর্দয় প্রমর্দয়—এইটি শিখামন্ত্র। প্রধ্বংসয় দ্বয় অর্থাৎ প্রধ্বংসয় প্রধ্বংসয়—এইটি কবচ মন্ত্র। রক্ষ রক্ষ—এইটি অস্ত্রমন্ত্র। মনীষিগণ কর্তৃক সমস্ত পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র হুম্ অন্ত কথিত হইয়াছে অর্থাৎ ভীষয় ভীষয় হুং হৃদয়ায় নমঃ—এইরূপ অঙ্গমন্ত্র হইবে। (পঞ্চাঙ্গ ন্যাসের পর অষ্টাঙ্গ ন্যাসও কর্তব্য)। ৬০

মূর্ধ্নি নেত্র-দ্বয়ে কণ্ঠে হৃদয়োদরয়োঃ পুনঃ।
উরু-জঙ্ঘা-পদ-দ্বন্দ্বে মন্ত্র-বর্ণান্ প্রবিন্যসেৎ ॥ ৬১
মুখে ন্যস্যেদ্ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিমং মনুম্।
বাহূ রাজন্যঃ কৃতোঽয়ং ন্যস্তব্যো বাহু-যুগ্মকে ॥ ৬২
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্য ইমমুরু-দ্বয়ে ন্যসেৎ।
পাদদ্বয়ে ন্যসেন্ মন্ত্রং পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥ ৬৩
চক্রং শঙ্খং গদাং পদ্মং হস্তাগ্রেম্বথ বিন্যসেৎ।
ইত্থং ন্যাসং তনৌ কৃত্বা দেবং পূর্বোক্ত-মণ্ডপে।
রক্তপদ্মাসনস্থস্য গরুড়স্যোপরি স্থিতম্ ॥ ৬৪

কাঞ্চনাদ্রি-সমপ্রভং কমলাননং কমলেক্ষণং
চক্র-শঙ্খ-গদা-সরোজ-ধরং মনোহর-দর্শনম্।
কৌস্তুভাঙ্কিত-বক্ষসং মুকুটাঙ্গদাদি-বিভূষণং
তার্ক্ষ্য-বাহনমচ্যুতং হৃদি ভাবয়ামি জগৎ-পতিম্ ॥ ৬৫

অষ্ট লক্ষং জপেন্ মন্ত্রী মন্ত্রমেনং দশাংশতঃ।
বিল্ব-ক্ষীর-দ্রুমোত্থাভিঃ সমিদ্ভিররুণাম্বুজৈঃ।

মস্তকে, নেত্রদ্বয়ে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, উদরে, অনন্তর উরু দ্বয়ে, জঙ্ঘা দ্বয়ে ও পদ দ্বয়ে মন্ত্রবর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন। ৬১

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ—এই মন্ত্রটিকে মুখে ন্যাস করিবেন। বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ—এই মন্ত্রটিকে বাহু-দ্বয়ে ন্যাস করিবেন। ৬২

উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ এই মন্ত্রটিকে উরু-দ্বয়ে ন্যাস করিবেন। পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত—এই মন্ত্রটিকে পাদ-দ্বয়ে ন্যাস করিবেন। ৬৩

অনন্তর হস্তের অগ্রে চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মকে স্ব স্ব মন্ত্রে স্ব স্ব মুদ্রায় ন্যাস করিবেন। দেহে এই প্রকারে ন্যাস করিয়া পূর্বোক্ত মণ্ডপে রক্তপদ্মাসনস্থিত গরুড়ের উপরি অবস্থিত দেবকে ধ্যান করিবেন। ৬৪

এই ধ্যানের অর্থ হইতেছে—কাঞ্চন পর্বতের সমান প্রভাবিশিষ্ট, কমলানন, পদ্ম-পলাশ লোচন, চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মধারী, মনোহর-দর্শন, কৌস্তুভ মণি দ্বারা অলঙ্কৃত-বক্ষঃ, মুকুট ও অঙ্গদাদিভূষণে ভূষিত, গরুড়বাহন জগৎপতি অচ্যুতকে হৃদয়ে ভাবনা করি। ৬৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পুরশ্চরণে এই মন্ত্র আট লক্ষ জপ করিবেন। বিল্ব, অশ্বত্থ,

পয়োহক্ষৈঃ সর্পিষা হুত্বা গুরুং সন্তোষয়েদ্ ধনৈঃ ॥ ৬৬
মূর্ত্তৌ মূলেন কৢপ্তায়াং পূজয়েদ্ দেবমন্বহম্ ।
অঙ্গান্যাদৌ কেসরেষু দিক্‌পত্রেষু সমর্চয়েৎ ॥ ৬৭
শ্রিয়ং রতিং ধৃতিং কান্তিং লীলা-পঙ্কজ-ধারিণীঃ ।
পীতারুণা-শ্যাম-নীলা বিদিক্ পত্রেষু পূজয়েৎ ॥
বাসুদেবাদিকাঃ মূর্ত্তীঃ পার্শ্বয়োর্নিধি-যুগ্মকম্ ॥ ৬৮
বিষ্বকসেনং যজেদীশে লোকপালাননন্তরম্ ।
এবং সম্পূজয়েদ্ দেবং সাধয়েদিষ্টমাত্মনঃ ॥ ৬৯
দূর্বা চরুভ্যাং সাজ্যাভ্যাং জুহুয়াদযুতং বুধঃ ।
সম্পাতিতং চরুং পশ্চাৎ সাধ্যো ভুঞ্জীত সাধিতম্ ॥ ৭০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ সম্যঙ্ মধুরৈর্হোমবাসরে ।
তোষয়েদ্ গুরুমর্থেন বস্ত্রৈর্ধান্যৈর্বিভূষণৈঃ ।

যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বটের সমিধ্ সমূহের দ্বারা, রক্ত পদ্মসমূহের দ্বারা, দুগ্ধের দ্বারা ও ঘৃত দ্বারা জপের দশাংশ (প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা এক অযুত, সমুদায়ে আঠ অযুত) হোম করিয়া বহু ধন দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। ৬৬

পূর্বোক্ত বৈষ্ণব পীঠে মূলের দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তিতে দেবতাকে প্রত্যহ পূজা করিবেন। প্রথমে কেসরসমূহে অঙ্গদেবতাসমূহের সম্যক্ আরাধনা করিয়া দিক্‌পত্রসমূহে লীলাপদ্মধারিণী, পীত, অরুণ, শ্যাম ও নীলবর্ণা শ্রী, রতি, ধৃতি ও কান্তিকে পূজা করিবেন। বিদিক্‌পত্রসমূহে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিকে পূজা করিবেন। অষ্টদলের বাহ্যে দুই পার্শ্বে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধিকে পূজা করিবেন। ৬৮

পদ্মের বাহিরে ঈশান কোণে বিষ্বক্‌সেনকে পূজা করিবেন এবং পূজার পর বিষ্বক্‌সেন মুদ্রা দেখাইবেন। অনন্তর লোকপালগণকে পূজা করিবেন। এইরূপে দেবতাকে সম্যক্ পূজা করিবেন এবং নিজের অভীষ্ট সাধন করিবেন। ৬৯

পণ্ডিত সাধক আজ্যযুক্ত দূর্বা ও চরু দ্বারা অযুত হোম করিবেন। পরে সম্পাতিত জপাদি দ্বারা সুসাধিত হুতশেষ চরুকে সাধ্য ভক্ষণ করিবেন। ৭০

হোমদিনে মধুর দ্রব্যসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সম্যক্‌রূপে ভোজন করাইবেন। যিনি গুরুকে অর্থ, বস্ত্রসমূহ, প্রচুর ধান্য ও বহু অলঙ্কারের দ্বারা

জিত্বাঽপমৃত্যু-রোগাদীন্ দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দতি ॥ ৭১
আজ্য-সিক্তৈঃ সরসিজৈর্জুহুয়াদযুত-ত্রয়ম্।
নিবসেৎ কমলা তস্মিন্ ন ত্যজেৎ তৎ-সুতানপি ॥ ৭২
বিল্ববৃক্ষ-সমিদ্ধোমাৎ সাক্ষাদ্ ধনপতির্ভবেৎ।
পূগ-পুষ্প-সমাযুক্তৈস্তণ্ডুলৈর্মধুরোক্ষিতৈঃ।
জুহুয়াদচিরাদেব সম্পদাং জায়তে নিধিঃ ॥ ৭৩
আজ্যেন জুহুয়াল্ লক্ষং পরান্ জয়তি পার্থিবঃ।
অজ্ঞ-সূত্রং ভুজে বদ্ধং মনুনাঽনেন সাধিতম্।
রোগাপমৃত্যু-দুঃখানি নাশয়েন্ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৪
জলাঞ্জলিভিরাত্মানমভিষিঞ্চেদ্ দিনে দিনে।
স্নানকালেষু স ভবেৎ সৌভাগ্য-শ্রী-সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৭৫
উর্ধ্ববাহু-দ্বয়ো মন্ত্রী পশ্যন্নাদিত্য-মণ্ডলম্।
সহস্রমানং প্রজপেন্ নিত্যং নিশ্চিতধীর্মনুম্।
সর্বে মনোরথাস্তস্য সিধ্যেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৬

সন্তুষ্ট করিবেন। তিনি অপমৃত্যু ও রোগ সমূহকে জয় করিয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করেন। ৭১

আজ্যসিক্ত পদ্মসমূহের দ্বারা তিন অযুত হোম করিবেন। তাহার গৃহে কমলা বাস করেন। তাহার পুত্রগণকেও কমলা ত্যাগ করেন না। ৭২

বিল্ব বৃক্ষের সমিধ্ হোম হইতে সাক্ষাৎ ধনপতি হন। মধুরাপ্লুত পূগ (সুপারী) পুষ্পযুক্ত তণ্ডুলসমূহের দ্বারা হোম করিবেন। অচিরেই সম্পদের নিধি হইবেন। ৭৩

রাজা আজ্যের দ্বারা লক্ষ হোম করিবেন। ইহাতে শত্রুসমূহকে জয় করেন। মন্ত্রবর্ণ সমসংখ্যক পদ্মসূত্র আনিয়া এই মন্ত্রের দ্বারা আটটি গ্রন্থি দিয়া এই মন্ত্রের দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়া বাহুতে ধারণ করিলে উহা রোগ, অপমৃত্যু ও দুঃখ সমূহকে নাশ করে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৭৪

যিনি প্রতিদিন স্নানকালে জলাঞ্জলি দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত করিবেন। তিনি সৌভাগ্য, শ্রী ও সমৃদ্ধিমান্ হইয়া থাকেন। ৭৫

তীক্ষ্ণধী মন্ত্রজ্ঞ সাধক বাহুদ্বয় উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিতে করিতে এবং সেইখানে দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে সহস্র সংখ্যক

কৃষ্ণায় পদমাভাষ্য গোবিন্দায় ততঃ পরম্ ।
গোপীজন-পদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ ।
কামবীজাদিরাখ্যাতো মন্ত্রষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ৭৭
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তো গায়ত্রং ছন্দ উচ্যতে ।
দেবতা কথিতঃ কৃষ্ণঃ সর্বকামফল-প্রদঃ ॥ ৭৮
চতুঃ-করণ-বেদাব্ধি-নেত্র-সংখ্যাক্ষরৈঃ ক্রমাৎ ।
পঞ্চাঙ্গানি মনোঃ কুর্য্যান্ মন্ত্রবিদ্ জাতি-সংযুতৈঃ ॥ ৭৯
স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তং মনোরমম্ ।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৮০
আত্মনো বদনাম্ভোজ-প্রেষিতাক্ষি-মধুব্রতাঃ ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ ॥ ৮১
মুক্তাহার-লসৎ-পীন-তুঙ্গ-স্তন-ভরানতাঃ ।

এই মন্ত্র জপ করিবেন। তাঁহার সমস্ত মনোরথই সিদ্ধ হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৭৬

গোপালমন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। কৃষ্ণায় পদ বলিয়া তাহার পর গোবিন্দায় ও গোপীজন পদের শেষে বল্লভায় বলিবেন। উহা দ্বিঠাবধি (স্বাহান্ত) ও কামবীজাদি হইবে। ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা—এই অষ্টাদশাক্ষর গোপালের মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৭৭

এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ কথিত হয়। সর্বকামফলপ্রদ কৃষ্ণ দেবতা কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের ক্লীং বীজ ও স্বাহা শক্তি)। ৭৮

মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই মন্ত্রের জাতিযুক্ত (নমঃ, স্বাহা, বষট্‌, হুং ও ফট্‌-যুক্ত) চারি অক্ষর, করণ (চারি) অক্ষর, বেদ (চারি) অক্ষর, অব্ধি (চারি) অক্ষর ও নেত্র (দুই) অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে হৃদয়াদি পাঁচটি অঙ্গের ন্যাস করিবেন। ৭৯

রমণীয় বৃন্দাবনে সহস্র সহস্র গোপকন্যাগণের মোহকারী মনোরম পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দকে ধ্যান করিবেন। ৮০

সেই গোপকন্যাগণ সেই জগদাত্মা গোবিন্দের বদন-কমলে নয়নরূপ মধুকরকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কামবাণের দ্বারা পীড়িত হইয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। ৮১

সেই গোপকন্যাগণ মুক্তাহারে উজ্জ্বল পীনোন্নত স্তনভারে আনত, তাঁহাদের

স্রস্ত-ধম্মিল-বসনা মদ-স্খলিত-ভাষণাঃ ॥ ৮২

দন্ত-পঙ্‌ক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ

বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ ॥ ৮৩

ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং

শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ।

গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত-তনুং গোপাল-সঙ্ঘাবৃতং

গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ৮৪

মন্ত্রমেনং যথাম্নায়মযুত-দ্বিতয়ং জপেৎ ।

জুহুয়াদরুণাম্ভোজৈস্তদ্দশাংশং সমাহিতঃ ॥ ৮৫

বৈষ্ণবে পূজয়েৎ পীঠে যথাবৎ দেবকী-সুতম্ ।

অঙ্গাবরণমারাধ্য পত্রেষু প্রযজেৎ প্রিয়াঃ ॥ ৮৬

কালিন্দী নাগ্নজিত্যাখ্যা মিত্রবিন্দা ততঃ পরম্ ।

চারুহাসিন্যথ পরা রোহিণী জাম্ববত্যথ ॥ ৮৭

ধম্মিল্ল (খোঁপা) ও বস্ত্রসমূহ বিস্রস্ত (স্খলিত) ও মদমোহে বাক্যসমূহ স্খলিত (অসংলগ্ন)। ৮২

দন্তপঙ্‌ক্তির প্রভায় প্রোজ্জ্বল স্ফুরিত অধরের দ্বারা পুষ্পিত বিবিধ ভাবগর্ভ বিভ্রম সমূহের দ্বারা গোবিন্দকে প্রলোভিত করিতেছেন। ৮৩

এই ধ্যানের অর্থ হইতেছে—বিকশিত ইন্দীবরের (নীলোৎপলের) কান্তির ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট চন্দ্রবদন ময়ূরপুচ্ছ রচিত কর্ণাভরণ প্রিয়, শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত উদার কৌস্তুভধারী সুন্দর পীতাম্বর গোপীগণের নয়নপদ্মের দ্বারা অর্চিতদেহ গোপাল সঙ্ঘের দ্বারা পরিবৃত কলবেণু বাদনে তৎপর দিব্য অঙ্গভূষণে ভূষিত গোবিন্দকে ভজনা করি। ৮৪

পুরশ্চরণে যথানিয়মে এই মন্ত্র দুই অযুত জপ করিবেন। সমাহিত হইয়া রক্তবর্ণ পদ্মসমূহের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৮৫

নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্রোক্ত বৈষ্ণব পীঠে যথাযথভাবে দামাদি বজ্রান্তের অন্ত পর্যন্ত সাতটি আবরণের সহিত দেবকীপুত্রকে পূজা করিবেন। কেসরসমূহে অঙ্গাবরণের পূজা করিয়া পত্রসমূহে প্রিয়াগণকে পূজা করিবেন। ৮৬

সেই প্রিয়াগণ হইতেছেন—কালিন্দী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, তাহার পর চারুহাসিনী, অনন্তর শ্রেষ্ঠা রোহিণী, জাম্ববতী, অনন্তর রুক্মিণী ও সত্যভামা।

রুক্মিণী সত্যভামেতি কথিতাশ্চারুভূষণাঃ।
পীতাম্বর-ধরাঃ সৌম্যাঃ করাম্বুজ-ধৃতাম্বুজাঃ॥ ৮৮
ঐরাবতাদীনভ্যর্চেৎ গজানষ্টৌ ততো বহিঃ।
লোকপালান্ যজেন্ মন্ত্রী বজ্রাদ্যস্ত্রাণি তদ্বহিঃ॥ ৮৯
ইতি সম্পূজয়েদ্ দেবং গোবিন্দং জগতাং পতিম্।
কুর্বীত কল্পনির্দিষ্টান্ প্রয়োগান্ নিজ-বাঞ্ছিতান্॥ ৯০
লক্ষ্মী-প্রসূনৈর্জুহুয়াচ্ছ্রিয়মিচ্ছন্ননিন্দিতাম্।
সাজ্যেনান্নেন জুহুয়াদাজ্যান্নস্য সমৃদ্ধয়ে॥ ৯১
আরণ্যৈঃ কুসুমৈর্বিপ্রান্ জাতিভিঃ পৃথিবীপতীন্।
প্রসূনৈরসিতৈর্বৈশ্যান্ শূদ্রান্নীলোৎপলৈর্নবৈঃ।
বশয়েল্লবণৈঃ সর্বান্ পঙ্কজৈর্বনিতা-জনান্॥ ৯২
গো-শালাসু কৃতো হোমঃ পায়সেন সসর্পিষা।
গবাং শান্তিং করোত্যাশু গোবিন্দো গোকুল-প্রিয়ঃ॥ ৯৩

ইঁহারা প্রিয়া বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সুন্দর ভূষণে ভূষিতা, পীতবস্ত্র পরিহিতা সৌম্যা হস্ত পদ্মে পদ্মধারিণী। ৮৭-৮৮

পত্রের বহির্ভাগে অষ্টম পটলোক্ত ঐরাবত প্রভৃতি আটটি গজকে পূজা করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক লোকপালগণকে পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। ৮৯

এই প্রকারে জগৎপতি দেব গোবিন্দকে পূজা করিবেন এবং নিজের অভিপ্রেত কল্পনির্দিষ্ট প্রয়োগ সমূহ করিবেন। ৯০

অনিন্দিত শ্রী (সৌন্দর্য্য) কামনা করিয়া লক্ষ্মীপুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করিবেন। আজ্য ও অন্নের সমৃদ্ধির জন্য আজ্য সহিত অন্নের দ্বারা হোম করিবেন। ৯১

আরণ্য পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম ব্রাহ্মণকে, জাতিপুষ্পসমূহের দ্বারা হোম পৃথিবীপতিগণকে, নীলপুষ্পসমূহের দ্বারা হোম বৈশ্যগণকে এবং নূতন নীলোৎপলসমূহের দ্বারা হোম শূদ্রগণকে বশীভূত করিতে পারে। লবণের দ্বারা হোম সকলকে এবং পঙ্কজসমূহের দ্বারা হোম স্ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারে। ৯২

গোশালাতে সর্পিঃযুক্ত পায়সের দ্বারা হোম করা হইলে গোকুল-প্রিয় গোবিন্দ শীঘ্র গোগণের শান্তি করেন। ৯৩

শিশু-বেশধরং দেবং কিঙ্কিণীদাম-শোভিতম্ ।
স্মৃত্বা প্রতর্পয়েন্ মন্ত্রী দুগ্ধবুদ্ধ্যা শুভৈর্জলৈঃ ।
ধন-ধান্যাংশুকাদীনি প্রীতস্তস্মৈ দদাতি সঃ ॥ ৯৪

পিণ্ডং মূলেন বীতং দহনপুর-যুগে কোণ-রাজত্রসার্ণৈ
র্ভূর্য্যাৎ পদ্মং দশার্ণ-স্ফুরিত-দশদলং কামবীজেন বীতম্ ।
পদ্মং কিঞ্জল্ক-সংস্থং স্বর-বিকৃতি-দলং প্রোল্লসৎ-ষোড়শার্ণং
কিঞ্জল্কং ব্যঞ্জনাঢ্যং বিকৃতি-যুগদলেষর্পিতানুষ্টুবর্ণম্ ॥ ৯৫

পাশাঙ্কুশাভ্যামাবীতং ক্ষৌণীপুর-যুগস্ত্রিষু ।
অষ্টাক্ষরেণ লসিতং যন্ত্রং গোবিন্দ-দৈবতম্
ধর্মার্থ-কাম-ফলদং সর্বরক্ষাকরং স্মৃতম্ ॥ ৯৬

পঞ্চান্তকো ধরেরস্থো মনু-বিন্দু-বিভূষিতঃ ।
পিণ্ডবীজমিদং প্রোক্তং সর্বসিদ্ধি-করং পরম্ ॥ ৯৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক কিঙ্কিণী (ঘুঙুর) দাম (মালা) শোভিত শিশুবেশধারী দেবতাকে ধ্যান করিয়া দুগ্ধবুদ্ধিতে শুভ (পবিত্র) জলের দ্বারা তর্পণ করিবেন। গোবিন্দ প্রীত হইয়া তাহাকে ধন, ধান্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করিবেন। ৯৪

গোবিন্দ যন্ত্র কথিত হইতেছে। পরস্পর ব্যতিভেদী বহ্নির পুরদ্বয় অর্থাৎ ষট্‌কোণে বক্ষ্যমাণ পিণ্ডবীজ (গ্লোং) মূলের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। ঐ বহ্নির পুরদ্বয়ের ছয়টি কোণ বক্ষ্যমাণ ছয়টী বর্ণ দ্বারা ভূষিত হইবে। তাহার পর দশদল একটী পদ্ম করিবেন। ঐ পদ্মের দশটি দল বক্ষ্যমাণ দশার্ণের দ্বারা শোভমান হইবে। তাহার পর ষোড়শ দল পদ্ম করিবেন। ঐ পদ্মের কেসরগুলি ষোড়শ স্বর-বিশিষ্ট হইবে। এখানে উভয় স্থলে কেসরগুলিতে এক একটি বর্ণ লিখিতে হইবে। তাহার পর একটি বিকৃতি যুগদল অর্থাৎ বত্রিশ দল পদ্ম লিখিবেন। উহার কিঞ্জল্কগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট হইবে এবং দলগুলিতে বক্ষ্যমাণ অনুষ্টুপ্ বর্ণ লিখিবেন। ৯৫

পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা বেষ্টিত পরস্পর বিভেদী ভূপুরদ্বয়ের কোণসমূহে অষ্টাক্ষরের দ্বারা উল্লসিত গোবিন্দ দৈবতক এই যন্ত্র ধর্ম, অর্থ ও কাম ফলের প্রদায়ক ও সর্বরক্ষাকর কথিত হইয়াছে। ৯৬

যন্ত্রলেখ্য পিণ্ডবীজ উদ্ধৃত হইতেছে। পঞ্চান্তক—গকারটি ধরা—ল ও ইর রকারের সহিত যুক্ত হইয়া মনু ঔ এবং বিন্দু অনুস্বারের সহিত যুক্ত হইলে গ্লোং হয়। ইহা পিণ্ডবীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা শ্রেষ্ঠ সর্বসিদ্ধিকর। ৯৭

স্মরঃ কৃষ্ণায় ঠদ্বন্দ্বং ষড়র্ণো মনুরীরিতঃ।
গোপীজনান্তে প্রবদেদ্ বল্লভায়াঽগ্নিসুন্দরী
অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্ট-ফল-প্রদঃ ॥ ৯৮

প্রণবং হৃদয়ং কৃষ্ণং ঙেন্তমুক্ত্বা ততঃ পরম্।
তাদৃশং দেবকীপুত্রং হুং ফট্-স্বাহা-সমন্বিতম্।
ষোড়শাক্ষর-মন্ত্রোঽয়ং গোবিন্দস্য সমীরিতঃ ॥ ৯৯

পিণ্ডং রতিপতের্বীজং নমো ভগবতে ততঃ।
নন্দ-পুত্রায় বালাদি-বপুষে শ্যামলায় চ ॥ ১০০

গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ।
অনুষ্টুব্ মন্ত্র আখ্যাতো গোপালস্য জগৎপতেঃ।
অনঙ্গঃ কৃষ্ণ-গোবিন্দৌ ঙেন্তাবষ্টাক্ষরো মনুঃ ॥ ১০১

মন্ত্রলেখ্য ষড়ক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে। স্মর কামবীজ ক্লীং ও কৃষ্ণায় পদের পর ঠ দ্বয় স্বাহা হইলে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা হয়। ইহা গোবিন্দের ষড়ক্ষর মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মন্ত্রলেখ্য দশাক্ষর মন্ত্র বলিতেছেন—গোপীজন পদের অন্তে বল্লভায় ও অগ্নিসুন্দরী (স্বাহা) বলিবেন। তাহাতে গোপীজনবল্লভায় স্বাহা হয়। এইটি গোবিন্দের দশাক্ষর মন্ত্র। উহা দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদ। ৯৮

মন্ত্রলেখ্য গোবিন্দের ষোড়শাক্ষর মন্ত্র বলিতেছেন। প্রণব ওঁ, হৃদয় নমঃ বলিয়া চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কৃষ্ণকে বলিয়া তাহার পর তাদৃশ চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত দেবকীপুত্রকে বলিয়া হুং ফট্ স্বাহা বলিবেন। তাহাতে ওঁ নমঃ কৃষ্ণায় দেবকী-পুত্রায় হুং ফট্ স্বাহা হয়। ইহা গোবিন্দের ষোড়শাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৯৯

মন্ত্রলেখ্য দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক গোবিন্দের অনুষ্টুপ্ মন্ত্র বলিতেছেন। প্রথমে পিণ্ডবীজ গ্লৌং, পরে রতিপতির বীজ ক্লীং, তাহার পর নমো ভগবতে নন্দপুত্রায়, পরে আদিতে বাল ও পরে বপুষে, শ্যামলায় ও গোপীজন পদের অন্তে বল্লভায় বলিবেন। উহা দ্বিঠাবিধি (স্বাহান্ত) হইবে। তাহাতে হয়—গ্লৌং ক্লীং নমো ভগবতে নন্দপুত্রায় বাল-বপুষে শ্যামলায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা। এইটি জগৎপতি গোপালের অনুষ্টুপ্ মন্ত্র কথিত হয়।

মন্ত্রলেখ্য গোবিন্দের অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে অনঙ্গ

প্রাক্-প্রত্যগ্-দক্ষিণোদগ্-বিধিবদভিলিখেৎ স্পষ্টরেখা-চতুষ্কং
কোণোত্তচ্ছুল-যুক্তং বলয়যুগ-যুতং মধ্যপূর্বং তদন্তম্ ।
শ্লোকস্থার্ণান্ পরস্তাদ্ বসুপদ-বিবরেষ্বষ্ট বর্ণান্ লিখিত্বা
তদ্-বাহ্যে দ্বাদশার্ণৈস্তদনু পরিবৃত্তং দেবকীপুত্র-যন্ত্রম্ ॥ ১০২

কামবীজ ক্লীং, পরে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কৃষ্ণ ও গোবিন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণায় ও গোবিন্দায়। ইহা গোবিন্দের অষ্টাক্ষর মন্ত্র। ১০০-১০১

কামলিঙ্গ যন্ত্র কথিত হইতেছে। বিধিপূর্বক পূর্ব-পশ্চিম দুইটী রেখা ও উত্তর দক্ষিণ দুইটি রেখা উভয় মিলাইয়া স্পষ্ট চারিটি রেখা লিখিবেন। মধ্য কোষ্ঠ কোণের বহির্ভাগে কর্ণসূত্র চারিটি দিলে শূলাকার হইবে। তাহাতে রেখা-চতুষ্টয়ের কোণ উদ্যত শূল যুক্ত হইবে। উহা বলয়দ্বয়ে যুক্ত হইবে। তন্মধ্যে একটি বৃত্ত রেখাগ্রস্পর্শী হইবে। দ্বিতীয় বৃত্তটি মধ্য কোষ্ঠের প্রথম বৃত্তের অন্তরালে হইবে। মধ্যাদি ও মধ্যান্ত অর্থাৎ মধ্যকোষ্ঠ হইতে শ্লোকমন্ত্রের বর্ণসকল লিখিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যকোষ্ঠেই লেখার পরিসমাপ্তি হইবে। শ্লোকের বর্ণগুলিকে লিখিয়া মধ্যকোষ্ঠের বহির্ভাগে আটটি পদের মধ্যে পূর্বোক্ত আট বর্ণ লিখিয়া তাহার পর দ্বিতীয় বৃত্তের বহির্ভাগ পঞ্চদশ পটলোক্ত বাসুদেবের মন্ত্রবর্ণের দ্বারা বৃত্তাকারে বেষ্টিত হইবে। ইহা দেবকীপুত্রের যন্ত্র। ১০২

বিবৃতি। পূর্বদিক্ স্থিত মধ্যাদি কোষ্ঠত্রয়ে আদ্য বর্ণত্রয় লিখিয়া আগ্নেয় কোণে বৃত্তদ্বয়ের অন্তরালে কোণ রেখার উভয় দিকে কোষ্ঠদ্বয়ে দেব এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। তাহার দক্ষিণে ঊর্ধ্বাদি কোষ্ঠদ্বয়ে দেবে এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। তকার কিন্তু মধ্য কোষ্ঠেই পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর মধ্যকোষ্ঠ হইতে দক্ষিণস্থ অক্ষর দুইটিকে পাঠ করিয়া নৈর্ঋত কোণে মধ্য রেখার উভয় দিকে কোষ্ঠদ্বয়ে বর এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। পশ্চিমে কিন্তু দক্ষিণের ন্যায় হইবে। তাহার পর বায়ুকোণে মধ্যরেখার উভয় দিকে কোষ্ঠ দুইটিতে রুট এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। তাহার উত্তরে কিন্তু দক্ষিণের ন্যায় হইবে। ঈশান কোণে মধ্যরেখার উভয় দিকে কোষ্ঠদ্বয়ে দেব এই অক্ষর দুইটী লিখিবেন। তাহার পর পূর্বদিকে লিখিত অক্ষরগুলি ঊর্ধ্ব হইতে পাঠ করিবেন। মূলকারের সম্প্রদায় এইরূপ শ্লোকমন্ত্রের অক্ষরসমূহ লিখেন। অন্য সম্প্রদায়ের মত পদার্থাদর্শে দ্রষ্টব্য। ১০২

তং স্বকীদেবদেবে তং তং দেবে বরতো রতম্ ।
তং রতো রুটতো খ্যাতং তং খ্যাতং দেবকী-সুতম্ ॥ ১০৩

লিখিতং ভূর্জ্জ-পত্রাদৌ যন্ত্রমেতদ্ যথাবিধি ।
বিধৃতং বাহুনা নিত্যং সর্ব্বকাম-ফলপ্রদম্ ॥ ১০৪

পলাশবৃক্ষ-ফলকে লিখিতং সাধু সাধিতম্ ।
গোস্থানে নিখনেদেতদ্ গবাং বৃদ্ধির্ভবেৎ সদা ॥ ১০৫

শ্লোকং চতুঃষষ্টি-পদেষু ভূর্জে শিবাদি দৈত্যাদি লিখেৎ ক্রমেণ
তৎ সর্বতোভদ্রমিতি প্রসিদ্ধং যন্ত্রং যশঃ-শ্রী-বিজয়-প্রদায়ি ॥ ১০৬

ফলকে খাদিরে ক৯প্তং গবাং গোষ্ঠে নিবেশিতম্ ।
রক্ষাকৃচ্চৌরমারিঘ্নং সবৎসানাং গবাং হিতম্ ॥ ১০৭

ক্ষীর গোপয় গোরক্ষীরক্ষমাক্ষ-ক্ষমাক্ষর ।
গোমানোগগনোমাগোপক্ষগক্ষক্ষগক্ষপ ॥ ১০৮

ব্রহ্মা ভৃগ্ব্যাং সমাসীনঃ শান্তি-বিন্দু-সমন্বিতঃ ।
বীজং মনোভুবঃ প্রোক্তং জগৎ-ত্রিতয়-মোহনম্ ॥ ১০৯

ভূর্জ পত্রে অথবা তাম্র, রজত ও কাঞ্চনাদিতে যথাবিধি এই যন্ত্র লিখিত হইয়া বাহুতে বিধৃত হইলে উহা নিত্য সর্বকাম ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ১০৪

পলাশ বৃক্ষের ফলকে (তক্তার) এই যন্ত্র লিখিত হইয়া উত্তমরূপে সুসম্পন্ন হইলে ইহাকে গোস্থানে প্রোথিত করিবেন। ইহাতে সর্বদা গোগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১০৫

ভূর্জ পত্রে চতুর্দিকে সমূল চতুঃষষ্টি কোষ্ঠে বক্ষ্যমাণ শ্লোককে ঈশানাদি ও নৈর্ঋতাদিতে ক্রমে ক্রমে লিখিবেন। ইহা যশঃ, শ্রী, বিজয়-প্রদ সর্বতোভদ্র যন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১০৬

খদির কাষ্ঠের ফলকে এই যন্ত্র লিখিত ও সুসংস্কৃত হইয়া গোগণের গোষ্ঠে নিবেশিত হইলে উহা সবৎসা গাভীগণের রক্ষাকর হিতকর এবং চৌর ও মারীর নাশক। ১০৭

একাক্ষর কামমন্ত্র কথিত হইতেছে। ব্রহ্ম (ক) ভৃগুতে (লকারে) সমাসীন (যুক্ত) হইলে এবং শান্তি ঈকার ও বিন্দু যুক্ত হইলে ক্লীং হয়। উহা ত্রিজগতের মোহকর মনোভূর (কামের) বীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১০৯

ঋষিঃ সম্মোহনঃ প্রোক্তো গায়ত্রং ছন্দঃ ঈরিতম্।
সর্ব-সম্মোহনঃ সাক্ষাদ্ দেবতা-মকরধ্বজঃ।
বীজেন দীর্ঘযুক্তেন ষড়ঙ্গবিধিরীরিতঃ॥ ১১০
জবারুণং রত্ন-বিভূষণাঢ্যং মীন-ধ্বজং চারু-কৃতাঙ্গরাগম্।
করাম্বুজৈরঙ্কুশমিক্ষু-চাপং পুষ্পাস্ত্র-পাশৌ দধতং ভজামি॥ ১১১
লক্ষত্রয়ং জপেন্ মন্ত্রং মধুরত্রয়-সংযুতৈঃ।
পুষ্পৈঃ কিংশুকজৈঃ ফুল্লৈর্জুহুয়াৎ তদ্ দশাংশতঃ॥ ১১২
বক্ষ্যমাণে যজেৎ পীঠে বিধিনা মকরধ্বজম্।
মোহিনী ক্ষোভিণী ত্রাসা স্তম্ভিন্যাকর্ষিণী পুনঃ[১]।
দ্রাবিণ্যুন্মাদিনী[২] ক্লিন্না ক্লেদিন্যঃ পীঠ-শক্তয়ঃ॥ ১১৩
বীজাত্মমাসনং দত্বা মূর্তিং মূলেন কল্পয়েৎ।
অস্যাং সম্যগ্ যজেদ্ দেবং বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা॥ ১১৪

এই মন্ত্রের সম্মোহন ঋষি কথিত হইয়াছেন। গায়ত্রী ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। সর্বসম্মোহন মকরধ্বজ সাক্ষাৎ দেবতা। (এই মন্ত্রের ককার বীজ, ঈকার শক্তি)। ষড় দীর্ঘযুক্ত ককার বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস বিধি কথিত হইয়াছে। ১১০

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—জবাপুষ্পের ন্যায় অরুণ বর্ণ, রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুন্দর অঙ্গরাগে সুসজ্জিত, বামের ঊর্ধ্ব হস্ত হইতে দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তে যথাক্রমে অঙ্কুশ ও ইক্ষু চাপ এবং পুষ্পাস্ত্র ও পুষ্পপাশ-ধারী মীনধ্বজকে ভজনা করি। ১১১

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবেন। মধুরত্রয় সংযুক্ত কিংশুক বৃক্ষের বিকশিত পুষ্পসমূহের দ্বারা জপের দশাংশ পরিমাণ হোম করিবেন। ১১২

বক্ষ্যমাণ পীঠে বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে মণ্ডূকাদি পরতত্ত্বান্তের পূজাপূর্বক পীঠ শক্তির পূজা করিয়া মকরধ্বজের পূজা করিবেন। মকরধ্বজের পীঠশক্তি হইতেছেন—মোহিনী, ক্ষোভিণী, ত্রাসা, স্তম্ভিনী, আকর্ষিণী, অনন্তর দ্রাবিণী, উন্মাদিনী, ক্লিন্না, ক্লেদিনী। ইহারা পীঠ শক্তি। ১১৩

ক্লীং কামযোগপীঠায় নমঃ এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিয়া মূলের দ্বারা মূর্তি কল্পনা করিবেন। সেই মূর্তিতে বক্ষ্যমাণ পদ্ধতিতে দেবতাকে সম্যগ্‌ভাবে পূজা করিবেন। ১১৪

১। প্রপঞ্চসারতন্ত্রে—পীঠশক্তির নাম ভিন্ন দেখা যায়। যথা—মোহনী ক্ষোভণী ত্রাসী স্তম্ভাকর্ষণী তথা। ২। উন্মাদিনী স্থলে আহ্লাদিনী।

ইষ্ট্বাঽঙ্গাবরণং পূর্বং মধ্যে দিক্ষু যজেচ্ছরান্ ।
দ্রামান্তং শোষণং পূর্বং দ্রীমান্তং মোহনং ততঃ ॥ ১১৫
সন্দীপনাখ্যং ক্লীমান্তং ব্লূমান্তং তাপনং ততঃ ।
সর্গান্ত-ভৃগুণা ভূয়ো মাদনং পঞ্চমং ততঃ
প্রণাম বাণ-হস্তাজ্জা ধ্যেয়াস্তা বাণদেবতাঃ ॥ ১১৬
সম্পূজ্যাত্তত্র মধ্যেষু শক্তয়োঽষ্টৌ যথাক্রমম্ ।
অনঙ্গরূপাঽঽস্তাঽনঙ্গ মদনাঽনঙ্গ-মন্মথা ॥ ১১৭
অনঙ্গকুসুমা পশ্চাদনঙ্গমদনাতুরা[১] ।
অনঙ্গশিশিরাঽনঙ্গমেখলাঽনঙ্গদীপিকা ।
লীলাকমল-ধারিণ্যঃ স্মেরবক্ত্রাঃ সুশোভিতাঃ ॥ ১১৮
বহিঃ ষোড়শ-পত্রেষু পূজ্যাঃ ষোড়শ-শক্তয়ঃ ।
যুবতির্বিপ্রলম্ভাখ্যা জ্যোৎস্না সুভ্রূর্মদদ্রবা ॥ ১১৯
সুরতা বারুণী লোলা কান্তিঃ সৌদামিনী পুনঃ ।
কামচ্ছত্রা চন্দ্ররেখা[২] শুক্লী[৩] স্যান্ মদনা পুনঃ ॥ ১২০

কর্ণিকাতে অঙ্গাবরণ দেবতার পূজা করিয়া দিক্‌সমূহে মধ্যে বাণগণকে পূজা করিবেন। প্রথমে দ্রাং বীজপূর্বক শোষণকে, তাহার পর দ্রীং বীজ পূর্বক মোহনকে, ক্লীং বীজপূর্বক সন্দীপনকে, তাহার পর ব্লূং বীজপূর্বক তাপনকে, তাহার পর মধ্যে সর্গান্ত (ঃ বিসর্গান্ত) ভৃগু পূর্বক অর্থাৎ সঃ বীজ-পূর্বক মাদনকে পূজা করিবেন। এক হস্তে প্রণাম, অপর হস্তে বাণধারী সেই বাণদেবতাগণকে ধ্যান করিবেন। ১১৫-১১৬

সেইখানে মধ্যস্থলে ক্লীং বীজ পূর্বক আটটি শক্তিকে যথাক্রমে পূজা করিবেন। সেই আটটি শক্তি হইতেছেন—(১) অনঙ্গরূপা (২) অনঙ্গমদনা (৩) অনঙ্গমন্মথা (৪) অনঙ্গকুসুমা (৫) অনন্তর অনঙ্গমদনাতুরা (৬) অনঙ্গ-শিশিরা (৭) অনঙ্গমেখলা (৮) অনঙ্গদীপিকা। ইঁহারা সকলেই লীলাকমল-ধারিণী স্মেরবক্ত্রা ও সুশোভিতা। ১১৭-১১৮

বাহ্যে ষোড়শ পত্রের মধ্যে মায়াবীজ পূর্বক ষোড়শ শক্তির পূজা করিবেন। সেই ষোড়শ শক্তি হইতেছেন—(১) যুবতি (২) বিপ্রলম্ভা (৩) জ্যোৎস্না (৪) সুভ্রূ (৫) মদদ্রবা (৬) সুরতা (৭) বারুণী (৮) লোলা (৯) কান্তি (১০)

১। অনঙ্গকুসুমাতুরা। ২। চন্দ্রলেখা। ৩। শুক্লী—

জ্যোতির্মায়াবতী তাঃ স্যুঃ কহ্লার-বিলসৎ-করাঃ।
স্মেরবক্ত্রা যুবতয়ো মদ-বিভ্রম-মন্থরাঃ ॥ ১২১

দলাগ্রেষু পুনঃ পূজ্যাঃ স্মরস্য পরিচারকাঃ।
শোক-মোহৌ বিলাসোঽন্যো বিভ্রমো মদনাতুরঃ ॥ ১২২

অপত্রপো যুবা কামী চূতপুষ্পো রতিপ্রিয়ঃ।
গ্রীষ্মত্রপান্ত উর্জোঽন্যো হেমন্তঃ শিশিরো মদঃ ॥ ১২৩

ইক্ষু-কার্মুক-পুষ্পেষু-ধরা রক্তা সুভূষিতাঃ।
অপরাঙ্গ-নিষঙ্গাঢ্যা বনিতাসক্ত-মানসাঃ ॥ ১২৪

রতিপ্রিয়ানষ্ট-দিক্ষু যজেদষ্টৌ বিশিষ্টধীঃ।
পরভৃৎ-সারসৌ পশ্চাচ্ছুক-মেধাহ্বয়ৌ পুনঃ।
অপাঙ্গ-ভ্রূবিলাসৌ দ্বৌ হাব-ভাবৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১২৫

চতুরস্রস্য কোণেষু পূজ্যাস্তৎ-পরিচারিকাঃ।
মাধবী মালতী পশ্চাদ্ হরিণাক্ষী মদোৎকটা।
সিত-চামর-ধারিণ্যঃ সর্বাভরণ-ভূষিতাঃ ॥ ১২৬

সৌদামিনী (১১) কামজ্বরা (১২) চন্দ্ররেখা (১৩) শুক্লা (১৪) মদনা (১৫) জ্যোতিঃ (১৬) মায়াবতী। তাঁহারা সকলেই কহ্লারে উজ্জ্বল হস্তা স্মেরবক্ত্রা তরুণী ও মদবিভ্রমে মন্থরা। ১১৯ ১২১

অনন্তর দলের অগ্রসমূহে স্মরের পরিচারকগণের পূজা করিবেন। সেই পরিচারকগণ হইতেছেন—(১) শোক (২) মোহ (৩) বিলাস (৪) বিভ্রম (৫) মদনাতুর (৬) অপত্রপ (৭) যুবা (৮) কামী (৯) চূতপুষ্প (১০) রতিপ্রিয় (১১) গ্রীষ্ম (১২) ত্রপান্ত (১৩) উর্জ (১৪) হেমন্ত (১৫) শিশির (১৬) মদ। ১২২-১২৩

ইঁহারা সকলেই ইক্ষু-ধনুঃ ও পুষ্পবাণধারী রক্তবর্ণ সুন্দর ভূষণে ভূষিত পৃষ্ঠদেশে তূণীরধারী বনিতাসক্ত চিত্ত-বিশিষ্ট। ১২৪

বিশিষ্টমতি সাধক আটটি দিকে আট রতিপ্রিয়কে পূজা করিবেন। (১) পরভৃত (২) সারস (৩) শুক (৪) মেধা (৫) অপাঙ্গ (৬) বিলাস (৭) হাব (৮) ভাব—ইঁহারা সেই রতিপ্রিয় বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। ১২৫

কোণ সমূহে তাঁহার মাধবী, মালতী, হরিণাক্ষী ও মদোৎকটা—এই

বাহ্যে লোকেশ্বরান্ পশ্চাৎ তদস্ত্রাণ্যর্চয়েৎ ক্রমাৎ।
ইত্থং যো ভজতে দেবং সুগন্ধি-কুসুমাদিভিঃ।
স ভবেদ্ লব্ধ-সৌভাগ্যো লক্ষ্মা জিত-ধনেশ্বর ॥ ১২৭
অশোক-পুষ্পৈর্দধ্যক্তৈর্জুহুয়াদ্ দিবস-ত্রয়ম্।
অষ্টোত্তর-সহস্রং যো স ভবেদ্ জগতাং প্রিয়ঃ ॥ ১২৮
গব্যেনাজ্যেন জুহুয়ান্ মন্ত্রেণাষ্টোত্তরং শতম্।
সাধকেন্দ্রঃ সসম্পাতমর্চিতে হব্যবাহনে ॥ ১২৯
সম্পাতাজ্যেন বনিতা ভোজয়েদাত্মনঃ পতিম্।
অনয়া যদ্ যদাদিষ্টং তত্তৎ স কুরুতে সদা ॥ ১৩০
কন্যার্থী জুহুয়াল্লাজৈর্দধ্যক্তৈর্মণ্ডলান্তরে।
কন্যামিষ্টামবাপ্নোতি সাঽপি সৎপতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩১
কামোল্লাসিত-মধ্যমক্ষ-বিলসৎ ষট্‌কোণমেতদ্ বহি-
র্গায়ত্রী-গুণবর্ণবদ্ বসুদলং মালামনোরক্ষরৈঃ।

চারিজন পরিচারিকাকে পূজা করিবেন। ইঁহারা সকলে শুক্ল চামর-ধারিণী ও সর্ব আভরণে ভূষিতা। ১২৬

অনন্তর দলবাহ্যে লোকপালগণকে ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহকে যথাক্রমে পূজা করিবেন। যিনি এইরূপে সুগন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা দেবতার আরাধনা করেন, তিনি সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যের দ্বারা কুবেরকেও জয় করেন অর্থাৎ তিনি কুবের অপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যশালী হন। ১২৭

যিনি তিনদিন দধিযুক্ত অশোক পুষ্প সমূহের দ্বারা হোম করেন, তিনি জগতের প্রিয় হন। ১২৮

সংস্কৃত অর্চিত বহ্নিতে সাধকশ্রেষ্ঠ পাত্রান্তরে সম্পাত করিতে করিতে এই মন্ত্রে গব্য ঘৃতের দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন। ১২৯

বনিতা নিজের পতিকে সম্পাত আজ্যের দ্বারা ভোজন করাইবেন। সেই বনিতা নিজ পতিকে যাহা যাহা করিতে বলিবেন, সেই পতি সর্বদা তাহা তাহা করেন। ১৩০

কন্যার্থী ব্যক্তি দধ্যক্ত লাজ সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে মণ্ডলের মধ্যে অভিলষিত কন্যা লাভ করেন। সেই কন্যাও সৎপতি লাভ করেন। ১৩১

কামদেবের যন্ত্র কথিত হইতেছে। ষট্‌কোণের মধ্যটি সাধ্য, সাধক কর্মনাম

ষট্-সংখ্যৈঃ সহিতাষ্ট-পত্র-সহিতং ক্ষোণীপুরেণাবৃতং
কোণ-ন্যস্ত-মনোভবেন কথিতং যন্ত্রং জগন্মোহনম্ ॥ ১৩২

কামদেবায়-শব্দান্তে বিদ্মহে ঙেন্তমীরয়েৎ।
পুষ্পবাণং ধীমহি স্যাৎ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৩৩

নমোঽন্তে কামদেবায় বদেৎ সর্বজনং ততঃ।
প্রিয়ায় সর্ববর্ণান্তে জন-সম্মোহনায় চ ॥ ১৩৪

জ্বলদ্বয়ং প্রজ্বলার্ণান্ বদেৎ সর্বজনস্য চ।
হৃদয়ং মম শব্দান্তে বশং কুরু যুগং শিরঃ।
মালামন্ত্রয়ং সাষ্ট-চত্বারিংশদ্ভিরক্ষরৈঃ ॥ ১৩৫

সাধ্যাখ্যা-পুটিতৈঃ স্মরৈঃ পরিবৃতং কামং লিখেন্ মধ্যতঃ
পশ্চাত্তার-বিকার-পঙ্ক্ত-পরান্ নাসার্ধি-ঝিণ্টীশ-যান্।

গর্ভ কামবীজের দ্বারা উল্লসিত এবং আগ্নেয়াদি ছয়টি কোণ কামের ষড়ঙ্গ মন্ত্র সমূহের দ্বারা বিলসিত হইবে। ইহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্মের মধ্যে বক্ষ্যমাণ কাম গায়ত্রীর তিন তিনটি বর্ণ লিখিয়া সেই দলের অগ্রসমূহে বক্ষ্যমাণ মালামন্ত্রের ছয় ছয়টী বর্ণ লিখিবেন। ভূপুর কোণে কামবীজ লিখিয়া সেই ভূপুরের দ্বারা আবৃত করিবেন। ইহা জগন্মোহন কামদেবের যন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৩২

কামদেবের গায়ত্রী বলিতেছেন। কামদেবায় শব্দের অন্তে বিদ্মহে ও চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত পুষ্পবাণ অর্থাৎ পুষ্পবাণায় ও ধীমহি শব্দ উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ হইবে। তাহাতে হয়—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ। ১৩৩

কামদেবের মালামন্ত্র বলিতেছেন। নমঃ শব্দের অন্তে কামদেবায় বলিবেন। তাহার পর সর্বজন ও প্রিয়ায় বলিবেন। তাহার পর সর্ব এই বর্ণদ্বয়ের অন্তে জন-সম্মোহনায়, জ্বলদ্বয় ও প্রজ্বল বলিবেন। তাহার পর সর্বজনস্য হৃদয়ং মম এই শব্দের অন্তে বশং, কুরু দ্বয় ও শিরঃ (স্বাহা) বলিবেন। তাহাতে মন্ত্রটি হয়—নমঃ কামদেবায় সর্বজন-প্রিয়ায় সর্বজন-সম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল সর্বজন-হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা। আটচল্লিশ অক্ষরের দ্বারা এই মালামন্ত্র কথিত হইয়াছে। ১৩৪-১৩৫

অন্য যন্ত্র কথিত হইতেছে। মধ্যে অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় সাধ্য সাধক কর্ম নামের দ্বারা পুটিত কামবীজের দ্বারা পরিবৃত সাধ্য সাধক কর্ম সহিত কামবীজ

শূলাচ্যাষ্ট দলেষু সাধু বিলিখেৎ তাম্বূল-পত্রোদরে
যন্ত্রং যা নিশি খাদয়েৎ কৃত-জপং বশ্যা ভবেৎ তস্য সা ॥ ১৩৬

কথিতং পুষ্পবাণস্য সাঙ্গোপাঙ্গ-সমর্চনম্ ।
সৌভাগ্য-কান্তি-বিভব-দার-পুত্র-সমৃদ্ধিদম্ ॥ ১৩৭

আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রান্ নিহত্য শঙ্খাসুরমত্যুদগ্রম্ ।
দত্তাঃ পুরা যেন পিতামহায় বিষ্ণুং তমাদ্যং ভজ মৎস্যরূপম্ ॥ ১৩৮

দিব্যামৃতার্থং মথিতে মহাব্ধৌ দেবাসুরাভ্যাং বাসুকি-মন্দরাভ্যাম্ ।
ভূমের্মহাবেগ-বিঘূর্ণিতায়াস্তং কূর্মমাধারগতং স্মরামি ॥ ১৩৯

সমুদ্র-কাঞ্চী সরিদুত্তরীয়া বসুন্ধরা-মেরু-কিরীট-ভারা ।
দংষ্ট্রাগ্রতো যেন সমুদ্ধৃতা ভূস্তমাদিকোলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৪০

লিখিবেন। তাহার পর শূলযুক্ত অষ্টদল পত্রে তার (ইকার), বিকার অন্ত্যস্বর (অঃ), পক্ষ দ্বিতীয় স্বর আ (পদ্মপাদাচার্য্যের মতে পঞ্চদশ স্বর অং) ক বায়ু যকার, সেইটী যে মকারের পরে, তাহাই কপর অর্থাৎ মকার এবং নাসা ঙকার, অর্ঘি অর্থাৎ উ, বিন্দিশ এ এবং দকে উত্তমরূপে লিখিবেন। তাম্বূল পত্রের মধ্যে যন্ত্র লিখিয়া তাহাতে মন্ত্র জপ করিয়া যে স্ত্রীলোককে রাত্রিতে খাওয়াইবেন, সে তাহার বশ হইবে। ১৩৬

সৌভাগ্য, কান্তি, বিভব, স্ত্রী, পুত্র ও সমৃদ্ধিপ্রদ পুষ্পবাণ কামদেবের অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত অর্চনাবিধি কথিত হইল। ১৩৭

বিষ্ণুমন্ত্র নিরূপণের অনন্তর ভক্ত শিষ্যের মনে দৃঢ় ভক্তি উৎপাদনের জন্য দশাবতারক্রমে বিষ্ণুর স্তুতি করিতেছেন। যে বিষ্ণু অতি উগ্র শঙ্খাসুরকে বধ করিয়া সমুদ্র হইতে বেদ সকল উদ্ধার করিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে সেই সকল বেদ পুরাকালে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মৎস্যরূপ প্রথমাবতার বিষ্ণুকে ভজনা করি। ১৩৮

দিব্য অমৃত লাভের জন্য দেবাসুর কর্ত্তৃক বাসুকি ও মন্দর পর্বতের দ্বারা মহাসমুদ্র মথিত হইলে যিনি মহাবেগে বিঘূর্ণিত পৃথিবীর আধার অর্থাৎ পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পৃথিবীর আধার কূর্মকে স্মরণ করি। ১৩৯

যে পৃথিবীর সমুদ্র কাঞ্চীস্বরূপ, নদীগুলি উত্তরীয় স্বরূপ, মেরুপর্বত কিরীটের ভার স্বরূপ, সেই বসুন্ধরাকে যিনি দন্তাগ্রের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই আদি বরাহের শরণ লইতেছি। ১৪০

ভক্তার্ত্তি-ভঙ্গ-ক্ষময়া ধিয়া যঃ স্তম্ভান্তরালাদুদিতো নৃসিংহঃ।
রিপুং সুরাণাং নিশিতৈর্নখাগ্রৈর্বিদারয়ন্তং ন চ বিস্মরামি ॥ ১৪১
চতুঃসমুদ্রাভরণা ধরিত্রী ন্যাসায় নালং চরণস্য যস্য।
একস্য নান্যস্য পদং সুরাণাং ত্রিবিক্রমং সর্বগতং স্মরামি ॥ ১৪২
ত্রিঃ সপ্তবারং নৃপতীন্ নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।
চকার দোর্দণ্ড-বলেন সম্যক্ তমাদিশূরং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ১৪৩
কুলে রঘূণাং সমবাপ্য জন্ম বিধায় সেতুং জলধের্জলান্তঃ।
লঙ্কেশ্বরং যঃ শময়াঞ্চকার সীতাপতিং তং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ১৪৪
হলেন সর্বানসুরান্ বিকৃষ্য চকার চূর্ণং মুষল-প্রহারৈঃ।
যঃ কৃষ্ণমাসাদ্য বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজে তং বলভদ্র-রামম্ ॥ ১৪৫
পুরা সুরাণামসুরান্ বিজেতুং সম্ভাবয়ন্ চীবর-চিহ্নবেশম্।
চকার যঃ শাস্ত্রমমোঘ-কল্পং তং মূলভূতং প্রণতোঽস্মি বুদ্ধম্ ॥ ১৪৬

যে নৃসিংহ ভক্তের আর্ত্তি নিবৃত্তির বুদ্ধিতে স্তম্ভের মধ্য হইতে উদিত হইয়া দেবশত্রু হিরণ্যকশিপুকে তীক্ষ্ণ নখাগ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিস্মরণ করি না। ১৪১

চতুঃসমুদ্রাভরণা ধরিত্রী যাঁহার একটি চরণ স্থাপনের জন্য পর্য্যাপ্ত নহে, অন্য দ্বিতীয় চরণ স্থাপনের জন্য সুরগণের লোকও যোগ্য নহে। সেই সর্বগত ত্রিবিক্রম বামনকে স্মরণ করি। ১৪২

যিনি ত্রি-সপ্তবার (একুশ বার) দোর্দণ্ড বলে দুষ্ট ক্ষত্রিয় নৃপতিগণকে হত্যা করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে রক্তময় তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই আদি বীর পরশুরামকে আমি ভক্তির সহিত প্রণাম করি।। ১৪৩

যিনি রঘুকুলে জন্ম লাভ করিয়া জলধির জলের মধ্যে সেতু রচনা করিয়া লঙ্কেশ্বর রাবণকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই সীতাপতি রামকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি। ১৪৪

যিনি কৃষ্ণকে সহায় পাইয়া বলীয়ান্ হইয়া হলের দ্বারা সমস্ত অসুরকে আকর্ষণ করিয়া মুষল প্রহারের দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই বলভদ্র রামকে ভক্তির সহিত ভজনা করি। ১৪৫

যিনি পুরাকালে সুরগণের বিরোধী অসুরগণকে জয় করিবার জন্য চীবর চিহ্ন বেশ (কৌপীন বেশ) ধারণ করিয়া অমোঘ-কল্প শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সেই মূলভূত বুদ্ধকে আমি প্রণাম করি। ১৪৬

স্নাতং বিশুদ্ধ-বস্ত্রাদ্যৈঃ সাধ্যমানীয় তং পুনঃ।
দক্ষিণে স্থাপয়েন্ মন্ত্রী কুম্ভাগ্নিভ্যামনন্তরম্ ॥ ৯৭
নীরাজ্য তৌ নয়েদ্ বাহ্যে গ্রামাদষ্টম-রাশিকে।
স্থাপয়েৎ তৌ যথাপূর্বং সপরিস্তরণৌ ক্রমাৎ ॥ ৯৮
হুত্বা বহ্নৌ যথাপূর্বং শিষ্টান্নেন বলিং হরেৎ।
মন্ত্রনা বক্ষ্যমাণেন দশ দিক্ষু যথাবিধি ॥ ৯৯
সহৃদ্-বিষ্ণুগণেভ্যোঽন্তে সর্বশান্তি-করে পুনঃ।
ভ্যো বলিং প্রতিগৃহ্ণন্তু শান্তয়ে হৃদয়ং ততঃ ॥ ১০০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ সম্যঙ্ মধুরোত্তরমাদরাৎ।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ বস্ত্র-ভূষণ-সংযুক্তাম্ ॥ ১০১
ইত্যাদয়ং বিধিঃ পুংসাং কৃত্যা-রোগ-গ্রহান্-জ্বরান্।
রক্ষঃ-পিশাচমার্য্যাদি-ক্লেশান্ শীঘ্রং ন সংশয়ঃ ॥ ১০২

হোমের অন্তে প্রতিবার কলশে হস্তমাত্রের স্পর্শ করিতে হইবে। এই স্পর্শই সম্পাত। ৯৬

মন্ত্রজ্ঞ সাধক স্নাত শুদ্ধ বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত সাধ্যকে আনিয়া দক্ষিণ চক্রস্থিত কলসিকাকে অন্যত্র রাখিয়া সেই দক্ষিণচক্রে তাহাকে স্থাপন করিবেন। অনন্তর পীতামন্ত্রে কুম্ভ ও অগ্নির দ্বারা পুরুষান্তরের সাহায্যে তাহার সকলী-করণ ও নীরাজন করিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন এবং গ্রামের বাহিরে সাধ্যের অষ্টম রাশি স্থানে সেই কুম্ভ ও অগ্নিকে স্থাপন করিবেন। সপরিস্তরণ বহ্নিতে পূর্বানুরূপ পূর্বোক্ত আটটি দ্রব্যের দ্বারা পূর্বোক্ত সংখ্যক হোম করিবেন। পূর্বের ন্যায় যথাবিধি দশ দিকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে হুতাবশিষ্ট অন্নের দ্বারা বলি দিবেন। লোকপাল বলিও দেয়। ৯৭-৯৯

বলিমন্ত্র কথিত হইতেছে :—হৃৎ—নমঃ সহিত বিষ্ণুগণেভ্যো অন্তে সর্বশান্তি-করেভ্যো বলিং প্রতিগৃহ্ণন্তু শান্তয়ে নমঃ। উহা প্রণব ও শক্ত্যাদি হইবে। তাহাতে মন্ত্রটি হইবে—ওঁ হ্রীং নমো বিষ্ণুগণেভ্যঃ সর্বশান্তি-করেভ্যো বলিং প্রতিগৃহ্ণন্তু শান্তয়ে নমঃ। ১০০

তাহার পর ব্রাহ্মণগণকে আদরের সহিত সম্যক্‌রূপে মধুর-প্রচুর ভোজন করাইবেন এবং গুরুকে বস্ত্র ও ভূষণ সংযুক্ত দক্ষিণা দিবেন। ১০১

এই বিধি মানবগণের কৃত্যা, রোগ, গ্রহ ও জ্বরকে এবং রক্ষঃ, পিশাচ, মারী (কৃত্যাবিশেষ) ও আপদ্ প্রভৃতির ক্লেশ শীঘ্র নাশ করে, সংশয় নাই। ১০২

বিধায় পঞ্জরং মন্ত্রী ফলকৈঃ ক্ষীর-শাখিনাম্ ।
পঞ্চগব্যেন সম্পূর্য্য তস্মিন্ সাধ্যং নিবেশয়েৎ ।
ধৌতবস্ত্রং বিশুদ্ধাঙ্গং স্পৃষ্ট্বা সম্যগ্ জপেন্ মনুম্ ॥ ১০৩
পূর্বাদি-দিক্ষু সংস্থাপ্য বহ্নিং ব্রাহ্মণ-সত্তমৈঃ ।
কারয়েৎ পূর্ব-সন্দিষ্টৈর্দ্রব্যৈর্হোমং বিধানবিৎ ॥ ১০৪
তোষয়েদ্ দক্ষিণাভিস্তান্ যজমানঃ স্বশক্তিতঃ ।
গুরুং চ ধন-ধান্যাদ্যৈর্দত্ত্বা সংপ্রীণয়েৎ তদা ॥ ১০৫
সর্বরোগহরঃ প্রোক্তঃ কৃত্যা-দ্রোহাদি-নাশনঃ ।
অপমৃত্যু-হরঃ পুংসাং বিধিরেষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৬
পঞ্চগব্যৈঃ কষায়ৈর্বা ক্ষীর-ভূরুহ-সম্ভবৈঃ ।
পূরিতৈঃ কলশৈর্জপ্তৈঃ কৃত-সম্পাত-সংযুতৈঃ ॥ ১০৭
অভিষিঞ্চেদ্ গ্রহাবিষ্টমভিচারাতুরং নরম্ ।
সুস্থো ভবতি শীঘ্রেণ বিধানেনাঽমুনা নরঃ ॥ ১০৮

মন্ত্রজ্ঞ সাধক ক্ষীর বৃক্ষের বা পলাশের ফলক (তক্তা) সমূহের দ্বারা পঞ্জর (পিঁজরা) নির্মাণ করিয়া পঞ্চগব্যের দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া তাহাতে সাধ্যকে উপবেশন করাইবেন। পীত বস্ত্র পরিহিত বিশুদ্ধাঙ্গ সাধ্যকে স্পর্শ করিয়া চারিদিকে ক্রিয়মাণ হোমের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে মন্ত্র জপ করিবেন। ১০৩

বিধানবিৎ পূর্বাদি চারি দিকে উত্তম ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বহ্নি স্থাপন করাইয়া পূর্বনির্দিষ্ট ঘৃতাদি আটটি দ্রব্যের প্রতি দ্রব্য দ্বারা এক শত ছাব্বিশ হোম করাইবেন। ১০৪

যজমান নিজের শক্তি অনুসারে সেই হোমকারী ব্রাহ্মণোত্তমগণকে দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করাইবেন। ১০৫

মানবগণের সর্বরোগহর কৃত্যা দ্রোহাদির নাশক অপমৃত্যু-হর এই বিধি প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইল। ১০৬

পঞ্চগব্য অথবা ক্ষীর বৃক্ষের ত্বকের কষায় রসের দ্বারা পূরিত মন্ত্র-জপ্ত কৃত সম্পাত যুক্ত নয়টি কলশের দ্বারা গ্রহাবিষ্ট অভিচারকৃত মানবকে অভিষেক করিবেন। এই বিধি দ্বারা মানব শীঘ্রই সুস্থ হইবেন। ১০৭-১০৮

বিবৃতি। এই অনুষ্ঠানের পদ্ধতি হইতেছে :—পূর্বোক্ত নবনাভ মণ্ডল করিয়া পূর্ববৎ সেই মণ্ডলে নয়টী কলশ স্থাপন করিয়া উক্ত পঞ্চগব্যাদি দ্রব্যের দ্বারা

ভানুবারেঽভিষেকস্য বিধানেন সুসাধিতৈঃ।
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্ নারীং সুখ-প্রসব-কাঙ্ক্ষিণীম্।
সপ্তবারাভিষেকেণ সর্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ॥ ১০৯

পঞ্চগব্যে শৃতং সর্পির্মন্ত্রিতং মনুনাঽমুনা।
গর্ভিণীনাং গ্রহার্ত্তানাং সেবিতং তচ্ছুভাবহম্॥ ১১০

উচ্চস্থানগতে শুক্রে মনুনা সাধু-সাধিতা।
ত্রিলোহী-মুদ্রিকা হন্যাৎ ক্ষুদ্র-ভূত-গ্রহান্ জ্বরান্॥ ১১১

তদ্বর্ণ-সংখ্যয়া সূত্রে গ্রন্থীন্ কৃত্বা জপাদিভিঃ।
সাধিতং কল্পয়েদ্ হস্তে কণ্ঠে বা দুঃখ-শান্তয়ে॥ ১১২

পঞ্চগব্যং জপেৎ স্পৃষ্ট্বা মন্ত্রং দশ-শতাবধি।
ন্যস্তং তৎ পদ্ম-পত্রাদৌ পত্রে বা ব্রহ্মবৃক্ষজে॥ ১১৩

তাহা পূরণ করিয়া মধ্য কলসে মন্ত্রদেবতাকে পূজা করিয়া চতুর্দিকে অষ্ট কলসে আটটি আয়ুধের পূজা করিয়া কার্য্যের অনুরূপ পূর্ব্বোক্তরূপ হোম করিয়া তৎ সম্পাত যুক্ত ঘট সমূহের দ্বারা অভিষেক করিবেন। ১০৮

রবিবারে অভিষেকের বিধানে অর্থাৎ উক্তরূপ এক কলশ স্থাপন প্রকারে অভিষেকের বিধানে সুসাধিত সলিলসমূহের দ্বারা সুখপ্রসবের আকাঙ্ক্ষাকারিণী নারীকে স্নান করাইবেন। সাতটি রবিবারে কৃত অভিষেকের দ্বারা সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া যায়। ১০৯

পঞ্চগব্যে পক্ব এই মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রিত ঘৃত গ্রহার্ত্ত গর্ভিণীগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তাহা শুভাবহ হয়। ১১০

শুক্র উচ্চস্থানে অর্থাৎ মীনরাশিতে গমন করিলে ষষ্ঠ পটলোক্ত রীতিতে এই মন্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে নিষ্পন্না, ত্রিলোহী মুদ্রিকা ক্ষুদ্র, ভূত ও গ্রহ দোষ এবং জ্বর সমূহকে নাশ করে। ১১১

দুঃখ শান্তির জন্য মন্ত্রবর্ণ সংখ্যক সাতটি সূত্রে মন্ত্রবর্ণ সংখ্যক সাতটি গ্রন্থি করিয়া জপ, পূজা সম্পাত দ্বারা সুসাধিত গ্রন্থিযুক্ত সূত্রকে হস্তে (পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীর বাম হস্তে) বা কণ্ঠে বন্ধন করিবেন। ১১২

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পঞ্চগব্য স্পর্শ করিয়া দশ শত পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবেন। পদ্ম-পত্রাদিতে বা পদ্মপত্রাদির পাত্রে অথবা পলাশ পত্রে বা পলাশ পত্রাদি নির্মিত

ফলে বিষস্থ বা মন্ত্রী গৃহে স্বস্থ পরস্থ চ।
লিখনেৎ সর্বরক্ষা স্যাদ্ বর্দ্ধন্তে সর্বসম্পদঃ ॥ ১১৪
পলাশ-ক্ষীর-বৃক্ষাণাং ত্বচো মলয়জং পুরুম্।
কুঙ্কুমং যামিনীং কুষ্ঠং বিল্বাপামার্গ-সর্ষপান্ ॥ ১১৫
তিল-দূর্বা-যবান্ দেবীং তুলসী-যুগলং কুশম্।
লক্ষ্মীং গোরোচনাং পদ্মং বচাং গোময়-সংযুতাম্ ॥ ১১৬
বিষ্ণুক্রান্তামর্ক-যুতাং জপন্ মন্ত্রং বিনিক্ষিপেৎ।
পঞ্চগব্যেন সম্পূর্ণে পাত্রে তৎ সংস্কৃতেঽনলে।
সংস্থাপ্য কাথয়েৎ সম্যগ্ যাবদ্ ভস্ম ভবিষ্যতি ॥ ১১৭
তদাদায় জপেদ্ ভূয়ঃ প্রযুতং দেবতা-ধিয়া।
লিম্পেৎ সর্বাঙ্গমেতেন কিঞ্চিচ্ছিরসি নিক্ষিপেৎ ॥ ১১৮
কৃত্যা-দ্রোহ-গ্রহোন্মাদ-ব্যাধি-দুঃখ-নিবারণম্।
সর্বশত্রু-প্রশমনং সর্বপাপ-হরং পরম্ ॥ ১১৯
শুভদং বশ্যদং পুংসাং সমস্তাপন্নিবারণম্।

পাত্রে অথবা বিষের ফলে স্থাপিত মন্ত্র জপ্ত সেই পঞ্চগব্য নিজের বা পরের গৃহে পুতিয়া দিবেন। তাহাতে সমস্ত রক্ষা হইবে এবং সমস্ত সম্পদ্ বর্দ্ধিত হইবে। ১১৩-১১৪

পলাশ ও ক্ষীর বৃক্ষের ত্বক্, মলয়জ (চন্দন), পুরু (গুগ্গুল), কুঙ্কুম, যামিনী (হরিদ্রা), বিল্ব, অপামার্গ, সর্ষপ, তিল, দূর্বা, যব, দেবী (সহদেবী), দুইটি তুলসী, লক্ষ্মী, গোরোচনা, পদ্ম, গোময় সংযুক্ত বচ, অর্ক-যুক্ত বিষ্ণুক্রান্তাকে পঞ্চগব্যপূর্ণ পাত্রে মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিক্ষেপ করিবেন। সেই পাত্রকে সংস্কৃত অগ্নিতে স্থাপন করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে সম্যক্‌রূপে কাথ করিবেন, যাবৎ ভস্ম না হয়। ১১৫-১১৭

সেই পাত্রকে আনিয়া দেবতাবুদ্ধিতে পুনরায় প্রযুত (দশ লক্ষ) মন্ত্র জপ করিবেন। ইহা দ্বারা সর্বাঙ্গ লেপন করিবেন এবং কিছু মস্তকে নিক্ষেপ করিবেন। ১১৮

ইহা কৃত্যা-দ্রোহ, গ্রহ-দোষ, উন্মাদ ও ব্যাধির নিবারক সমস্ত শত্রুর শান্তিকারক ও শ্রেষ্ঠ সর্বপাপহর। ১১৯

ইহা মানবগণের শুভদ ও বশ্যদ এবং সমস্ত আপদের নিবারক এবং শক্তিনী

বিকরিণ্যাহ্বয়া প্রোক্তা বলান্তা বিকরিণ্যথ ॥
বলপ্রমথনী পশ্চাৎ সর্বভূতদমন্যথ ।
মনোন্মনীতি সংপ্রোক্তাঃ শৈবপীঠস্য শক্তয়ঃ ॥ ১৬
নমো ভগবতে পশ্চাৎ সকলাদি বদেৎ পুনঃ ।
গুণাত্মশক্তি-যুক্তায় ততোঽনন্তায় তৎপরম্ ।
যোগপীঠাত্মনে ভূয়ো নমস্তারাদিকো মনুঃ ॥ ১৭
অমুনা মনুনা দত্তাদাসনং গিরিজাপতেঃ ।
মূর্তিং মূলেন সংকল্প্য তত্রাবাহ্য যজেচ্ছিবম্ ॥ ১৮
কর্ণিকায়াং যজেন্ মূর্তৌরীশমীশান-দিগ্ গতম্ ।
শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশং দিক্ষু তৎপুরুষাদিকাঃ ॥ ১৯
পীতাঞ্জন-শ্বেত-রক্তাঃ প্রধানসদৃশায়ুধাঃ ।
চতুর্বক্ত্র-সমাযুক্তা যথাবৎ সংপ্রপূজয়েৎ ॥ ২০
কোণেষর্চ্যাঃ নিবৃত্ত্যাদ্যাস্তেজোরূপাঃ কলাঃ ক্রমাৎ ।
অঙ্গানি কেসরস্থানি বিদ্যেশান্ পত্রগান্ যজেৎ ॥ ২১

অর্থাৎ কলবিকরিণী, বলপদাদি বিকরিণী অর্থাৎ বলবিকরিণী, বলপ্রমথনী, সর্বভূত-দমনী ও মনোন্মনী। ইঁহারা শৈবপীঠের শক্তি কথিত হইয়াছেন। ১৫-১৬

পীঠমন্ত্র বলিতেছেন—প্রথমে নমো ভগবতে বলিয়া পরে আদিতে সকল পদ পরে গুণাত্ম-শক্তি-যুক্তায় বলিবেন। তাহার পর অনন্তায়, তাহার পর যোগপীঠাত্মনে পুনরায় নমঃ বলিবেন। এই মন্ত্র তারাদি হইবে। তাহাতে এই মন্ত্রটি হয়—ওঁ নমো ভগবতে সকল-গুণাত্মশক্তি-যুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ। ১৭

এই মন্ত্রের দ্বারা আসন দিবেন। মূলমন্ত্রের দ্বারা গিরিজাপতির মূর্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্তিতে শিবকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। ১৮

কর্ণিকায় ও দিক্‌সমূহে মূর্তিসকলকে পূজা করিবেন। ঈশান দিগ্‌গত শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ পঞ্চম ঈশকে পূর্ববৎ পূজা করিবেন। দিক্‌সমূহে পীত, অঞ্জন, শ্বেত ও রক্তবর্ণা প্রধান মূর্তির সদৃশ আয়ুধধারিণী চতুর্বদন তৎপুরুষ প্রভৃতি চারিটি মূর্তিকে যথাবৎ প্রণবাদি মন্ত্রবর্ণ আদিতে দিয়া পূজা করিবেন। ১৯-২০

আগ্নেয়াদি কোণসমূহে দ্বিতীয় পটলোক্তা তেজোরূপা নিবৃত্তি প্রভৃতি চারিটি কলা ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। কেসরস্থানে অঙ্গসমূহের পূজা করিবেন। পত্রগত বিদ্যেশগণকে পত্রসমূহে পূজা করিবেন। ২১

তারং লিখেৎ ঠান্তগতং সসাধ্যং কোণেষু শিষ্টং মনুবর্ণ-ষট্‌কম্ ।
অস্ত্রাণি সন্ধিষথ ষোড়শারং সষোড়শার্ণং বসুধা-পুরস্থম্ ॥ ১২৬

জপিত্বা কৃত-সম্পাতং গর্ভিণীনাং হিতং পরম্ ।
অভিচার-গ্রহোন্মাদান্ যন্ত্রমেতদ্ বিনাশয়েৎ ॥ ১২৭

মধ্যে তারং সসাধ্যং মনুমথ বিলিখেৎ ষট্‌সু কোণেষু সন্ধি-
ষস্ত্রাস্ত্রে কলানাং যুগ-যুগ-বিলসৎ-কেসরাষ্টার্ণ পত্রম্ ।
কিঞ্জল্কান্ কাদিবর্ণৈর্দ্বি-বসু-দল-লসৎ-ষোড়শার্ণং স্বনাম্না
হ-ক্ষাভ্যাং ত্রিঃপ্রবিতং লিখতু পরিবৃতং তৎ ত্রিপাশাঙ্কুশাভ্যাম্ ॥ ১২৮

যন্ত্রান্তর বলিতেছেন—ষট্‌কোণের মধ্যে সাধ্য সাধক কর্মের সহিত ঠান্তগত প্রণব লিখিবেন। ছয়টি কোণে অবশিষ্ট মন্ত্রবর্ণ ছয়টি লিখিবেন। অস্ত্রমন্ত্র সমূহ কোণের সন্ধিসমূহে লিখিবেন। অনন্তর ষোড়শারে বক্ষ্যমাণ ষোড়শাক্ষর চক্রমন্ত্রের ষোলটি অক্ষর লিখিবেন। তাহার পর ভূপুর লিখিয়া উহাকে ভূপুর মধ্যবর্ত্তী করিবেন। ১২৬

বিবৃতি। কাহারও মতে প্রথমে ষট্‌কোণ, তাহার পর ষোড়শ দল, তাহার উপরিভাগে বৃত্ত, তাহার পর পার্থিব মণ্ডল লিখিয়া ষোড়শ দলে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় হুং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রের ষোলটি অক্ষর লিখিবেন। ষট্ কোণের মধ্যে, কোণে ও কোণ সন্ধিতে পূর্বোক্ত প্রকারে লিখিবেন। ১২৬

এই যন্ত্রে জপ করিয়া হোম করিয়া সম্পাত পাত করিবেন। গর্ভিণীগণের উহা শ্রেষ্ঠ হিতকর। এই যন্ত্র অভিচার, গ্রহ ও উন্মাদ সমূহকে বিনাশ করে। ১২৭

যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। ষট্‌কোণের মধ্যে সাধ্য সাধক কর্ম নাম গর্ভ প্রণব লিখিবেন। অনন্তর ছয়টি কোণে প্রণব ব্যতিরিক্ত চক্রমন্ত্রের ছয়টি বর্ণ লিখিবেন। সন্ধিসমূহে অস্ত্রমন্ত্রসমূহ লিখিবেন। কেসরসমূহ স্বরবর্ণের দুই দুইটি স্বরে বিলসিত হইবে অর্থাৎ দুই দুইটি স্বর লিখিবেন। আটটি পত্র নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্রের আটটি অক্ষরে বিলসিত হইবে। তাহার পর ষোড়শ দল পদ্মের কিঞ্জল্কসমূহে কাদিবর্ণগুলি লিখিবেন। বক্ষ্যমাণ ষোড়শাক্ষর চক্র মন্ত্রের ষোলটি অক্ষর ষোড়শ দলে লিখিবেন। স্বনাম ও সাধ্য নামের সহিত হ ও ক্ষ দ্বারা তিনবার বেষ্টিত হইবে। হ ও ক্ষ এর মধ্যে সাধ্য নাম হইবে। তাহার পর পাশ অঙ্কুশের দ্বারা তিনবার পরিবৃত করিয়া লিখিবেন। ১২৮

তারং নমো ভগবতে মহাসুদর্শনায় চ ।
বর্মাস্ত্রান্তশ্চক্রমন্ত্রঃ ষোড়শাক্ষর ঈরিতঃ ॥ ১২৯

চক্রযন্ত্রমিদং প্রোক্তং সর্বভীতি-নিবারণম্ ।
ক্ষুদ্রাপমৃত্যু-শমনং রাজ্ঞাং বিজয়-বর্দ্ধনম্ ॥ ১৩০

রেখা বিলিখ্যাষ্ট শিরাংসি তাসামাবধ্য বাহ্যে শ্রুতিশঃ ক্রমেণ ।
স্থানে হৃষীকেশ-মনুং বিভাজ্য পাদান্ লিখেৎ কোষ্ঠ-চতুষ্টয়স্থান্ ।
অষ্টাক্ষরার্ণৈঃ প্রদভিভাংস্তান্ কোষ্ঠদ্বয়ে চক্রমনুং যথাবৎ ।
মধ্যস্থ-কোষ্ঠে বিলিখেৎ সসাধ্যং স্যাৎ সপ্তকোষ্ঠাহ্বয় যন্ত্রমেতৎ ॥ ১৩১

ষোড়শাক্ষর সুদর্শন মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে তার—ওঁ নমো ভগবতে মহাসুদর্শনায় বলিবেন। উহা বর্ম ও অস্ত্রান্ত হইলে ষোড়শাক্ষর চক্রমন্ত্র কথিত হয়। ১২৯

সমস্ত ভয়ের নিবারক, ক্ষুদ্র ও অপমৃত্যুর উপশম-কারক ও নৃপতিগণের বিজয়বর্দ্ধক এই চক্রযন্ত্র উক্ত হইল। ১৩০

সুদর্শনের সপ্ত কোষ্ঠ যন্ত্র কথিত হইতেছে। পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ আটটী রেখা লিখিয়া বাহ্যে ক্রমে ক্রমে প্রথমের রেখাগ্রকে তাহার চতুর্থ রেখার সহিত মিলিত করিবেন। এইরূপ তৃতীয় রেখাগ্রকে তাহার চতুর্থ রেখাগ্রের সহিত মিলিত করিবেন এবং পঞ্চম রেখাগ্রকে তাহার চতুর্থ অষ্টম রেখাগ্রের সহিত মিলিত করিবেন। এইরূপ দ্বিতীয় পার্শ্বেও করিবেন। তখন দ্বিতীয় রেখা ও সপ্তম রেখা কাহারও সহিত সংযুক্ত না হইয়া থাকিবে। তাহার পর দ্বিতীয় রেখার পূর্বাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া একটি রেখাকে উত্তর দিকে লইয়া তাহাকে সেই রেখার পশ্চিমাগ্রের সহিত সংযুক্ত করিবেন। এইরূপ সপ্তম রেখার পূর্বাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া একটি রেখাকে দক্ষিণ দিকে লইয়া তাহাকে পশ্চিমাগ্রের সহিত সংযুক্ত করিবেন। তাহা হইলে মধ্য কোষ্ঠত্রয় একটি রেখা দ্বারা আবদ্ধ হইবে। এইরূপে স্বগুরু সম্প্রদায় অনুসারে সপ্ত কোষ্ঠ যন্ত্র লিখিয়া "স্থানে হৃষিকেশ" ইত্যাদি গীতামন্ত্রকে এক এক পাদে বিভাগ করিয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা বিদর্ভিত করিয়া সেই পাদগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম এই চারি কোষ্ঠস্থ করিয়া লিখিবেন। তৃতীয় ও পঞ্চম এই কোষ্ঠদ্বয়ে যথাবৎ সাধ্যসহিত চক্রমন্ত্র লিখিবেন। মধ্যস্থ চতুর্থ কোষ্ঠে সাধ্য সহিত চক্রমন্ত্র লিখিবেন। ইহা সপ্ত কোষ্ঠ নামক সুদর্শন যন্ত্র। ১৩১

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ১০২

ধারিতং সপ্তকোষ্ঠং তৎ ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।
দুঃস্বপ্ন-দুর্নিমিত্তাদি-শমনং কীর্ত্তিতং বুধৈঃ॥ ১০৩

ইতি শ্রীশারদাতিলকে ষোড়শঃ পটলঃ

সেই গীতা মন্ত্র হইতেছে—স্থানে হৃষিকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা—এইটি প্রথম পাদ। জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ—এইটি দ্বিতীয় পাদ। রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি,—এইটি তৃতীয় পাদ। সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ—এইটি চতুর্থ পাদ। (ইহা অষ্টাক্ষর মন্ত্রবর্ণের দ্বারা বিদর্ভিত হইবে)। ১০২

এই সপ্তকোষ্ঠ মন্ত্র ধারণ করিলে উহা মহাভয় হইতে রক্ষা করে। দুঃস্বপ্ন ও দুর্নিমিত্তাদির শান্তিকারক বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ১০৩

শ্রীশারদাতিলক তন্ত্রের ষোড়শ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ পটলঃ

অথ বক্ষ্যে জগন্মূলং মন্ত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
গোপিতং বৈষ্ণবে তন্ত্রে ভুক্তি-মুক্তি-ফল-প্রদম্ ॥ ১

তার-মার-রমাবীজং নত্যন্তে পুরুষোত্তমম্ ।
পুনরপ্রতিরূপান্তে ততো লক্ষ্মী-নিবাস চ ॥ ২

সকলান্তে জগৎ-পূর্বং ক্ষোভণেতি পদং পুনঃ ।
সর্বস্ত্রী-হৃদয়োপেতং বিদারণ-পদং পুনঃ ॥ ৩

ততঃ পরং ত্রিভুবন-মদোন্মাদকরং ততঃ ।
সুরাসুরান্তে মনুজ-সুন্দরী-জন শব্দতঃ ॥ ৪

মনাংসি তাপয়-দ্বন্দ্বং দীপয়-দ্বিতয়ং পুনঃ ।
শোষয়-দ্বিতয়ং ভূয়ো মারয়-দ্বিতয়ং পুনঃ ॥ ৫

স্তম্ভয়-দ্বিতয়ং পশ্চান্ মোহয়-দ্বিতয়ং পুনঃ ।
দ্রাবয়-দ্বিতয়ং পশ্চাদাকর্ষয় যুগং-ততঃ ॥ ৬

অনন্তর বৈষ্ণব তন্ত্রে গোপিত অতি রহস্য ভুক্তি ও মুক্তি প্রদায়ক জগতের মূল শ্রীপুরুষোত্তমের মন্ত্র বলিতেছি। ১

শ্রীপুরুষোত্তমের মন্ত্র কথিত হইতেছে। তার—ওঁ, মার—কামবীজ—ক্লীং, রমাবীজ—শ্রীং, নতির (নমঃ শব্দের) অন্তে পুরুষোত্তম। বলিয়া অনন্তর অপ্রতিরূপ। শব্দের পরে লক্ষ্মীনিবাস পদ বলিবেন। ২

অনন্তর সকল শব্দের অন্তে জগৎ পূর্ব ক্ষোভণ অর্থাৎ সকল-জগৎ-ক্ষোভণ। এই পদ ও সর্বস্ত্রী হৃদয় যুক্ত বিদারণ পদ অর্থাৎ সর্বস্ত্রী-হৃদয়-বিদারণ। পদ বলিবেন। ৩

তাহার পর পুনরায় ত্রিভুবন-মদোন্মাদ-কর। পদ। তাহার পর সুরাসুর শব্দের অন্তে মনুজ-সুন্দরী-জন শব্দ বলিবেন। ৪

পরে মনাংসি তাপয় দ্বয় অর্থাৎ তাপয় তাপয়, দীপয় দ্বয় অর্থাৎ দীপয় দীপয়, অনন্তর শোষয় দ্বিতয় অর্থাৎ শোষয় শোষয় অনন্তর মারয় দ্বিতয় অর্থাৎ মারয় মারয় পদ বলিবেন। ৫

অনন্তর স্তম্ভয় দ্বিতয় অর্থাৎ স্তম্ভয় স্তম্ভয়, পরে মোহয় দ্বিতয় অর্থাৎ মোহয় মোহয়, অনন্তর দ্রাবয় দ্বিতয় অর্থাৎ দ্রাবয় দ্রাবয়, পরে আকর্ষয় যুগল অর্থাৎ আকর্ষয় আকর্ষয় পদ বলিবেন। ৬

সমস্ত-পরমোপেত-সুভগেন চ সংযুতম্ ।
সর্বসৌভাগ্য-শব্দান্তে করেতি-পদ-সংযুতম্ ॥ ৭

সর্বকাম-প্রদ-পদমমুকং হন-যুগ্মকম্ ।
চক্রেণ গদয়া পশ্চাৎ খড়্গেন তদনন্তরম্ ॥ ৮

সর্ববাণৈর্ভিন্দ-যুগং পাশেনেতি পদং ততঃ ।
কট্ট-দ্বয়ান্তেঽঙ্কুশেন তাড়য়-দ্বিতয়ং পুনঃ ॥ ৯

কুরুশব্দ-দ্বয়মথো কিং তিষ্ঠসি পদং পুনঃ ।
তাবদ্-যাবৎ-পদস্যান্তে সমীহিতমনন্তরম্ ॥ ১০

ততো মে সিদ্ধমাভাষ্য ভবত্যন্তে সবর্ম-কট্ ।
নমোঽন্তোঽয়ং মন্ত্রঃ প্রোক্তো দ্বিশতাক্ষর-সংযুতঃ ॥ ১১

তাহার পর সমস্ত পরম শব্দযুক্ত সুভগের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ সমস্ত পরম সুভগ শব্দের সহিত যুক্ত সর্বসৌভাগ্য পদের অন্তে কর এই পদ যুক্ত অর্থাৎ সমস্ত পরম সুভগ সর্বসৌভাগ্যকর পদ হইবে। ৭

অনন্তর সর্বকাম-প্রদ ! পদ ও অমুকং (সাধ্যনাম) ও হনদ্বয় অর্থাৎ হন হন চক্রেণ গদয়া অনন্তর খড়্গেন অনন্তর সর্ববাণৈঃ ভিন্দ যুগ অর্থাৎ ভিন্দ ভিন্দ, পরে পাশেন এই পদ তাহার পর কট্টদ্বয় অর্থাৎ কট্ট কট্ট শব্দের অন্তে অঙ্কুশেন তাড়য় দ্বিতয় অর্থাৎ তাড়য় তাড়য় পদ হইবে। ৮-৯

পরে কুরু শব্দ দ্বয় অর্থাৎ কুরু কুরু, অনন্তর কিং তিষ্ঠসি পদ, অনন্তর তাবৎ যাবৎ পদের অন্তে সমীহিতং পদ বলিবেন। ১০

অনন্তর মে সিদ্ধং পদ বলিয়া ভবতি শব্দের অন্তে বর্ম—হুং ও ফট্ বলিবেন। দুইশত অক্ষর যুক্ত নমঃ অন্ত এই মন্ত্র কথিত হইল। ১১

বিবৃতি। মন্ত্র উদ্ধার করিলে শ্রীপুরুষোত্তমের মন্ত্রটি হইবে—ওঁ ক্লীং শ্রীং নমঃ পুরুষোত্তম ! অপ্রতিরূপ ! লক্ষ্মীনিবাস ! সকল-জগৎ-ক্ষোভণ ! সর্বস্ত্রী-হৃদয়-বিদারণ ! ত্রিভুবন-মদোন্মাদকর ! সুরাসুর-মনুজ-সুন্দরী-জন-মনাংসি তাপয় তাপয় দীপয় দীপয় শোষয় শোষয় মারয় মারয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় দ্রাবয় দ্রাবয় আকর্ষয় আকর্ষয় সমস্ত-পরম-সুভগ-সর্ব-সৌভাগ্যকর ! সর্বকাম-প্রদ ! অমুকং হন হন চক্রেণ গদয়া খড়্গেন সর্ববাণৈঃ ভিন্দ ভিন্দ পাশেন কট্ট কট্ট অঙ্কুশেন তাড়য় তাড়য় কুরু কুরু কিং তিষ্ঠসি তাবৎ যাবৎ সমীহিতং মে সিদ্ধং ভবতি হুং ফট্ নমঃ। উহাতে দুই শত অক্ষর আছে। মন্ত্রে

জৈমিনির্মুনিরাখ্যাতশ্ছন্দোঽস্যাঽমিতমীরিতম্‌ ।
সমস্ত-জগতামাদির্দেবতা পুরুষোত্তমঃ ॥ ১২
পুরুষোত্তম-শব্দান্তে বদেৎ ত্রিভুবনং ততঃ ।
মদোন্মাদ-করান্তে হুং হৃদয়ং সকলং ততঃ ॥ ১৩
জগৎ-ক্ষোভণ-শব্দান্তে লক্ষ্মী-দয়িত হুং শিরঃ ।
মন্মথোত্তম-সংযুক্তমন্তে কামদায়িনি ! ॥ ১৪
হুং শিখা পরমোপেত-সুভগাক্ষর-সংযুতম্‌ ।
সর্বসৌভাগ্যকর ! হুং কবচং পরিকীর্তিতম্‌ ॥ ১৫
ততঃ সুরাসুরোপেত-মনুজান্বিত-সুন্দরী ।
ততঃ পরস্তাদ্‌ হৃদয়-বিদারণ-পদং বদেৎ ॥ ১৬
সর্ব-প্রহরণ-ধর সর্বকামিক-তৎপরম্‌ ।
হন-দ্বয়ঞ্চ হৃদয়ং বন্ধনানি ততঃ পরম্‌ ॥
আকর্ষয়-পদদ্বন্দ্বং মহাবল-হুমন্ত্রকম্‌ ॥ ১৭

অমুক পদ স্থানে সাধ্যনাম বা তৃরিতাদি নাম যুক্ত হইলে দুই শব্দের অধিক হইলেও উহা মূল বিরুদ্ধ হয় না। ১১

এই মন্ত্রের জৈমিনি ঋষি ও অমিতচ্ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। সমস্ত জগতের আদি পুরুষোত্তম দেবতা কথিত হইয়াছেন। ১২

ষড়ঙ্গমন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। এই ষড়ঙ্গ মন্ত্রগুলির আদিতে প্রণব অন্তে ফট্‌ নমঃ হইবে। পুরুষোত্তম শব্দের অন্তে ত্রিভুবন বলিবেন। পরে মদোন্মাদকর শব্দের অন্তে হুং হইলে হৃদয় মন্ত্র অর্থাৎ ওঁ পুরুষোত্তম। ত্রিভুবন মদোন্মাদকর। হুং ফট্‌ নমঃ হৃদয়ায় নমঃ—এইটি হৃদয় মন্ত্র। তাহার পর ওঁ সকল পদ ও জগৎ-ক্ষোভণ শব্দের অন্তে লক্ষ্মীদয়িত হুং ফট্‌ নমঃ শিরসে স্বাহা—এইটি শিরো-মন্ত্র, ওঁ মন্মথোত্তমান্তকে। কামদায়িনি। হুং ফট্‌ নমঃ শিখায়ৈ বষট্‌ —এইটি শিখা মন্ত্র, ওঁ পরম-সুভগ সর্বসৌভাগ্যকর। হুং ফট্‌ নমঃ কবচায় হুং —এইটি কবচ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ১৩-১৫

তাহার পর ওঁ সুরাসুর পদ-যুক্ত মনুজ পদান্বিত সুন্দরী পদের পর হৃদয়-বিদারণ সর্বপ্রহরণধর সর্বকামিক পদ বলিবেন। তাহার পর হনদ্বয় (হন হন) হৃদয়ং বন্ধনানি তাহার পর আকর্ষয় পদদ্বয় মহাবল। হুঁ অর্থাৎ ওঁ সুরাসুর-মনুজ-সুন্দরী-হৃদয়-বিদারণ। সর্বপ্রহরণ-ধর। সর্বকামিক। হন হন হৃদয়-

ত্রিভুবনেশ্বর-পদং ততঃ সর্বজনান্ততঃ।
মনাংসি হন-যুগ্মান্তে দারয়-দ্বিতয়ঞ্চ মে ॥ ১৮

বশমানয় হুং নেত্রং তারাদ্যাঃ কট্ নমোঽন্তিকাঃ।
ষড়ঙ্গ-মন্ত্রাঃ সন্দিষ্টা নেত্রান্তাস্তন্ত্র-বেদিভিঃ ॥ ১৯

ত্রৈলোক্য-মোহনার্ণান্তে হৃষীকেশ-পদং পুনঃ।
পশ্চাদপ্রতিরূপাদি-মন্মথানন্তরং বদেৎ ॥ ২০

সর্বাদি স্ত্রীপদং পশ্চাদ্ হৃদয়াকর্ষণং ততঃ।
আগচ্ছাগচ্ছ মন্ত্রোঽয়ং তারাদ্যো নমসান্বিতঃ ॥ ২১

অনেন মনুনা কৃত্বা ব্যাপকং ন্যস্য বাহুধু।
অষ্টায়ুধানি মুদ্রাভির্মন্ত্রৈঃ সার্দ্ধং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২২

চক্ষূনানি আকর্ষয় আকর্ষয় মহাবল হুং কট্ নমঃ অস্ত্রায় কট্—এইটি অস্ত্র-মন্ত্র। ১৬-১৭

তাহার পর ওঁ ত্রিভুবনেশ্বর পদ ও সর্বজন পদের অন্তে মনাংসি পদ ও হন যুগলের অন্তে দারয় দ্বিতয় ও মে বশমানয় হুং কট্ নমঃ অর্থাৎ ওঁ ত্রিভুবনেশ্বর। সর্বজন-মনাংসি হন হন দারয় দারয় মে বশমানয় হুং কট্ নমঃ—এইটী নেত্রমন্ত্র। এই ষড়ঙ্গ মন্ত্রের আদিতে প্রণব ও অন্তে কট্ নমঃ এবং অস্ত্রান্ত না হইয়া নেত্রান্ত হইবে, ইহা তন্ত্রবিদ্গণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১৮-১৯

বিবৃতি। পূর্বোক্ত রীতিতে বৈষ্ণব পীঠন্যাসের পরে হৃদয়ে গরুড় মুদ্রায় গরুড় মন্ত্র ন্যাস করিয়া পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিবেন। ১৯

ব্যাপক ন্যাসের মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে :—ত্রৈলোক্যমোহন বর্ণের অন্তে হৃষীকেশ পদ, অনন্তর অপ্রতিরূপ পদাদি মন্মথ পদ বলিবেন। অনন্তর সর্বপদাদি স্ত্রীপদ, অনন্তর হৃদয়াকর্ষণ পদ, তাহার পর আগচ্ছ আগচ্ছ। এই মন্ত্র নমো যুক্ত তারাদি হইবে। তাহা হইলে মন্ত্রটী হইবে—ওঁ নমঃ ত্রৈলোক্যমোহন। হৃষীকেশাপ্রতিরূপ। মন্মথ। সর্বস্ত্রী-হৃদয়াকর্ষণ আগচ্ছ আগচ্ছ। ২০-২১

এই মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিয়া বাহু সমূহে আটটি আয়ুধ মুদ্রা দ্বারা অষ্ট আয়ুধ মন্ত্রের সহিত ধ্যানোক্ত আটটি আয়ুধ ন্যাস করিয়া দেবতাকে ধ্যান করিবেন। ২২

বিবৃতি। আয়ুধ ন্যাসের পর সেই সেই মুদ্রা দ্বারা নিজ দেহে সেই সেই স্থানে শ্রীবৎস, কৌস্তভ ও বনমালামুদ্রা স্ব স্ব মন্ত্র ও মুদ্রার সহিত ন্যাস করিবেন।

ক্ষীরাম্ভোনিধি-মধ্যস্থং নিরন্তর-সুরদ্রুমম্।
উদ্যদর্কেন্দু-কিরণ-দূরীকৃত-তমোভরম্ ॥ ২৩
কালমেঘ-সমালোক-নৃত্যদ্-বর্হি-কদম্বকম্।
উৎফুল্ল-কুসুমামোদ-প্রহৃষ্যদ্-ভৃঙ্গ-সঙ্কুলম্ ॥ ২৪
কূজৎ-কোকিল-সঙ্ঘেন বাচালিত-দিগন্তরম্।
নানাকুসুম-সৌরভ্য-বাহি-গন্ধবহান্বিতম্ ॥ ২৫
কল্পবল্লী-নিকুঞ্জেষু ক্রীড়ৎ-সিদ্ধ-কদম্বকম্।
দেব-গন্ধর্ব-কন্যাভির্গায়ন্তীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ২৬
অনেক-দীর্ঘিকা-যুক্তমুদ্যানং মহদদ্ভুতম্।
তস্য মধ্যে মণিময়ে মণ্ডপে তোরণান্বিতে ॥ ২৭
ঋতুভিঃ ষড়্‌ভিরনিশং সেবিতস্য মহীয়সঃ।
সুরদ্রুমস্য মূলস্থে মহাসিংহাসনে শুভে ॥ ২৮
রক্তারবিন্দ-মধ্যস্থ-গরুড়োপরি সংস্থিতম্।
ধ্যায়েদ্ বল্লভয়া সার্দ্ধং জগন্নাথং জগন্ময়ম্ ॥ ২৯

দেবং শ্রীপুরুষোত্তমং কমলয়া স্বাঙ্কস্থয়া পঙ্কজং
বিভ্রত্যা পরিরব্ধমম্বুজরুচা তস্যাং নিবদ্ধেক্ষণম্।

পীঠন্যাসে পৃথিবী ন্যাসের পর ক্ষীর-সমুদ্র, রত্নদ্বীপ, অদ্ভুতোদ্যান, মণিমণ্ডপ, কল্পতরু, মহাসিংহাসন ও গরুড়কে যোগ করিয়া ন্যাস করিবেন। ২২

ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত নিরন্তর ঘন সুরদ্রুম বিশিষ্ট উদীয়মান সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণের দ্বারা দূরীভূত অন্ধকার-পুঞ্জ (২৩) কালমেঘ-দর্শনে নৃত্যরত ময়ূরগণ উৎফুল্ল বিকশিত কুসুমের আমোদে আনন্দিত ভৃঙ্গ সমূহ (২৪) কোকিল সমূহের কূজনে আন্দোলিত দিগন্তরযুক্ত, নানাবিধ কুসুমের সৌরভ বহনকারী বায়ু দ্বারা অন্বিত (২৫) কল্পবল্লীর নিকুঞ্জ সমূহে ক্রীড়ারত সিদ্ধগণ বিশিষ্ট, গানকারিণী দেবকন্যা ও গন্ধর্ব কন্যাগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত (২৬) অনেক দীর্ঘিকাযুক্ত বৃহৎ অদ্ভুত উদ্যান আছে। তাহার মধ্যে তোরণযুক্ত মণিময় মণ্ডপে (২৭) ছয়টি ঋতু দ্বারা সর্বদা সেবিত মহান দেববৃক্ষের মূলদেশস্থ সুন্দর মহাসিংহাসনে (২৮) রক্তপদ্ম মধ্যে অবস্থিত গরুড়ের উপরে সমাসীন বল্লভার সহিত জগন্ময় জগন্নাথকে ধ্যান করিবেন। ২৩-২৯

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে :—নিজক্রোড়স্থ পদ্মবর্ণা (পীতবর্ণা)

ধ্যায়েচ্চেতসি শঙ্খ-পাশ-মুষলাংশ্চাপেষু-খড়্গান্ গদাং
হস্তৈরঙ্কুশমুদ্বহন্তমরুণং স্মেরারবিন্দাননম্ ॥ ৩০

এবং ধ্যাত্বা শ্রিয়ঃ কান্তং মন্ত্রং লক্ষ-চতুষ্টয়ম্ ।
জপেদ্ বশী বিধায়াঽথ কুণ্ডমর্দ্ধেন্দু-সন্নিভম্ ॥ ৩১
জুহুয়াদ্ বৈষ্ণবে বহ্নৌ পদ্মৈর্জাতি-সমুদ্ভবৈঃ ।
পুষ্পৈর্যবৈঃ ক্রমাৎ পশ্চাদ্ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ ॥ ৩২
অর্চয়িষ্যন্ জগন্নাথং গায়ত্র্যা পরিশোধয়েৎ ।
আত্মানং যাগ-বস্তূনি যাগ-ভূমিঞ্চ দেশিকঃ ॥ ৩৩
ত্রৈলোক্য-মোহনায়েতি বিদ্মহে পদমীরয়েৎ ।
স্মরায় ধীমহি পশ্চাৎ তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩৪
গায়ত্র্যেষা সমাখ্যাতা বৈষ্ণবী সর্বসিদ্ধিদা ।
প্রাক্-প্রোক্তে বৈষ্ণবে পীঠে কল্পয়েদাসনং ততঃ ॥ ৩৫

(বামে) পঙ্কজ ধারিণী (দক্ষিণ হস্তে) কমলা কর্ত্তৃক আলিঙ্গনাবদ্ধ, কমলাকে নিরীক্ষণকারী, বামের ঊর্ধ্বাদি হস্ত সমূহে বাণ, শঙ্খ, ধনুঃ ও গদাধারী দক্ষিণের ঊর্ধ্বাদি হস্তে অঙ্কুশ, মুষল, খড়্গ ও চক্র বহনকারী অরুণ বর্ণ ঈষৎ হাস্যমুখ শ্রীপুরুষোত্তম দেবকে হৃদয়ে ধ্যান করিবেন । ৩০

বিবৃতি । এইরূপ ধ্যানের পর শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা ও ত্রৈলোক্য-মোহন মুদ্রা দেখাইবেন । ৩০

লক্ষ্মীকান্তকে এইরূপ ধ্যান করিয়া পুরশ্চরণ কালে চারি লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন । অনন্তর অর্দ্ধচন্দ্র তুল্য কুণ্ড নির্মাণ করিয়া মন্ত্রাভিষিক্ত বশী সাধক বৈষ্ণব বহ্নিতে পদ্ম পুষ্প সমূহের দ্বারা, জাতি পুষ্প সমূহের দ্বারা ও যবের দ্বারা ক্রমে ক্রমে জপের দশাংশ হোম করিবেন এবং তর্পণাদি সহ ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন করাইবেন । ৩১-৩২

জগন্নাথকে অর্চনা করিতে হইলে আত্মাকে, যাগ (পূজা) দ্রব্য সমূহকে ও যাগভূমিকে গায়ত্রী দ্বারা শোধন করিবেন । ৩৩

সেই গায়ত্রী হইতেছে—ত্রৈলোক্য মোহনায় এই পদ বলিয়া বিদ্মহে পদ উচ্চারণ করিবেন । স্মরায় ধীমহি বলিয়া অনন্তর তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ বলিবেন । ৩৪

এই বৈষ্ণবী গায়ত্রী সর্বসিদ্ধি প্রদা বলিয়া কথিত হইয়াছে । তাহার পর পূর্ব পঞ্চদশ পটলোক্ত বৈষ্ণব পীঠে আসন কল্পনা করিবেন । ৩৫

পক্ষিরাজায় ঠদ্বয়মস্য মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সঙ্কল্পিতায়াং মূলেন মূর্ত্তৌ দেবমনন্যধীঃ॥ ৩৬

আবাহ্য মনুনা বিদ্বান্ ব্যাপকেন সমর্চয়েৎ।
ভৃগুর্লান্তযুতঃ সেন্দুবীর্জং দেব্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৩৭

কর্ণিকায়াং যজেদাদৌ বিধানেনাঽঙ্গদেবতাঃ।
দলেষু পূজয়েৎ পশ্চাদ্ লক্ষ্যাদ্যাঃ ধৃত-চামরাঃ॥ ৩৮

মুক্তাহার-লসচ্চারু-পয়োধর-ভরানতাঃ।
জবাকুসুম-সঙ্কাশা মদবিভ্রম-মন্থরাঃ॥ ৩৯

হ্রস্বত্রয়-ক্লীব-সর্গ-রহিত-স্বর-শোভিতম্।
দেবীবীজং ক্রমাদাসাং মন্ত্রমাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪০

দলাগ্রেষু যজেচ্ছঙ্খং শার্ঙ্গং চক্রমসিং গদাম্।
অঙ্কুশং মুষলং পাশমেতান্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণঃ॥ ৪১

পক্ষিরাজায় ঠদ্বয় (স্বাহা)—এইটি আসনের মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া মূলেন দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তিতে পূর্বোক্ত ব্যাপক মন্ত্রের দ্বারা দেবকে আবাহন করিয়া কর্ণিকাতে ঐ ব্যাপক মন্ত্রের দ্বারাই আসনাদি উপচারের দ্বারা দেবতাকে অর্চনা করিবেন। দেবী বীজ উক্ত হইতেছে। লান্ত (বকার) যুক্ত ভৃগু স ইন্দু বিন্দু যুক্ত হইলে উহা দেবী বীজ (স্বং) বলিয়া কথিত হয়। উহা দ্বারা পূর্বে অঙ্কস্থ দেবীকে পূজা করিবেন। ৩৬-৩৭

প্রথমে এই বিধানের দ্বারা কেসরসমূহে অগ্ন্যাদি চারিদিকে বর্ম পর্য্যন্ত অঙ্গ পূজা করিয়া দিক্‌সমূহে অস্ত্র ও সম্মুখে নেত্রের পূজা করিবেন। অনন্তর দলমূল সমূহে পূর্বমন্ত্রোক্ত ধৃত-চামর মুক্তাহারে উজ্জ্বল সুন্দর স্তনের ভারে অবনত জবাকুসুম সদৃশ রক্তবর্ণ মদবিভ্রমে মন্থর লক্ষ্যাদি দেবীগণকে পূজা করিবেন। ৩৮-৩৯

বিবৃতি। অঙ্গদেবতার পূজার পূর্বে জগন্নাথের ক্রোড়স্থ দেবীর পূজা করিয়া পরে অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন। নারায়ণীতন্ত্রে শ্রীবৎস কৌস্তুভ প্রভৃতি ভূষণাদি পূজার পর অঙ্গপূজা কর্তব্য বলিয়াছেন। ৩৯

মনীষিগণ হ্রস্ব ত্রয় অ ই উ, ক্লীব ঋ ৠ ঌ ৡ ও সর্গ বিসর্গ রহিত আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ অং যুক্ত দেবীবীজকে এই লক্ষ্যাদি দেবীগণের মন্ত্র বলিয়াছেন। ৪০

দলের অগ্রসমূহে শার্ঙ্গীর শঙ্খ, শার্ঙ্গ, চক্র, অসি, গদা, অঙ্কুশ, মুষল ও

স্বমুদ্রাভিঃ স্বমন্ত্রভিঃ কথ্যন্তে মনবঃ ক্রমাৎ।
আদ্যো জলচরায়ান্তে ঠদ্বয়ং মনুরীরিতঃ॥ ৪২

শার্ঙ্গায় সশরায়ান্তে স্বাহান্তোঽনন্তরো মনুঃ।
সুদর্শন মহাচক্র-রাজান্তে স্যাদ্ দহ-দ্বয়ম্॥ ৪৩

সর্বদুষ্ট-ভয়ং পশ্চাদ্ কুরু-ছিন্দি-দ্বয়ং পৃথক্।
বিদারয়-পদ-দ্বন্দ্বং পরমন্ত্রান্ গ্রস গ্রস॥ ৪৪

ভক্ষয় ত্রাসয়-দ্বন্দ্বং প্রত্যেকং বর্ম ফট্ দ্বয়ম্।
চক্রায় নম ইত্যেষ তৃতীয়ো মন্ত্র ঈরিতঃ॥ ৪৫

খড়্গ-তীক্ষ্ণ-পদান্তে স্যাচ্ছিন্দ-যুগ্মং হুমাদি চ।
চতুর্থোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ কৌমোদকি মহাবলে॥ ৪৬

সর্বাসুরান্তকি-পদং প্রসীদ-যুগ-বর্ম-ফট্।

পাশ—এই অস্ত্রসমূহকে নিজ নিজ মুদ্রার সহিত নিজ নিজ মন্ত্রে পূজা করিবেন। ক্রমে ক্রমে মন্ত্রগুলি কথিত হইতেছে। মহাজলচরায় শব্দের অন্তে হুং ফট্ ও ঠ-দ্বয় (স্বাহা) এবং পাঞ্চজন্যায় নমঃ অর্থাৎ ওঁ মহাজলচরায় হুং ফট্ স্বাহা পাঞ্চজন্যায় নমঃ এইটি আদ্য শঙ্খমন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪১-৪১

মহাশার্ঙ্গায় সশরায় শব্দের অন্তে হুং ফট্ স্বাহান্ত হইলে অর্থাৎ মহাশার্ঙ্গায় সশরায় হুং ফট্ স্বাহা শার্ঙ্গায় নমঃ—এইটি অনন্তর অর্থাৎ শার্ঙ্গের মন্ত্র। সুদর্শন মহাচক্ররাজ শব্দের অন্তে দহ দ্বয় (দহ দহ) হইবে। সর্বদুষ্টভয়ং শব্দের অনন্তর কুরু দ্বয় ও ছিন্দি দ্বয় এবং পৃথক্ বিদারয় পদ দ্বয় ও পরমন্ত্রান্ গ্রস গ্রস ভক্ষয় দ্বয় ও ত্রাসয় দ্বয় মধ্যে ভূতানি অর্থাৎ ভক্ষয় ভক্ষয় ভূতানি ত্রাসয় ত্রাসয় ও বর্ম (হুং) ফট্ ও ঠ দ্বয় অর্থাৎ স্বাহা, তাহার পর চক্রায় নমঃ। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ সুদর্শন মহাচক্ররাজ দহ দহ সর্বদুষ্টভয়ং কুরু কুরু ছিন্দি ছিন্দি বিদারয় বিদারয় পরমন্ত্রান্ গ্রস গ্রস ভক্ষয় ভক্ষয় ভূতানি ত্রাসয় ত্রাসয় হুং ফট্ স্বাহা সুদর্শনায় নমঃ। এইরূপ মন্ত্রটি তৃতীয় চক্র মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৩-৪৫

মহাখড়্গতীক্ষ্ণ পদের অন্তে ছিন্দ যুগ্ম ও হুমাদি অর্থাৎ হুং ফট্ স্বাহা খড়্গায় নমঃ হইবে। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ মহাখড়্গ তীক্ষ্ণ ছিন্দ ছিন্দ হুং ফট্ স্বাহা খড়্গায় নমঃ। এইটি চতুর্থ খড়্গমন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মহাকৌমোদকি। মহাবলে। (৪৬) সর্বাসুরান্তকি পদ, প্রসীদ পদদ্বয় ও বর্ম

স্বাহান্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ সদ্ভিঃ কৌমোদকীপরঃ ॥ ৪৭

অঙ্কুশান্তে কট্ট-যুগং ষষ্ঠোঽয়ং মনুরীরিতঃ।
সংকর্ত্তকান্তে মুষল! পোথয়-দ্বিতয়ং পুনঃ।
হুং ফট্ দ্বিঠান্তো মন্ত্রোঽয়ং সপ্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮

পাশৈর্বন্ধ-দ্বয়ং পশ্চাদাকর্ষয়-পদ-দ্বয়ম্।
বহ্নিজায়াবধিঃ সদ্ভিরষ্টমো মন্ত্র ঈরিতঃ ॥ ৪৯

লোকেশান্ পূজয়েৎ পশ্চাদ্ বজ্রাদ্যৈরায়ুধৈঃ সহ।

(হুং) ফট্। উহা স্বাহান্ত ও কৌমোদকী পর হইবে। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ মহাকৌমোদকি। মহাবলে। সর্বাসুরান্তকি প্রসীদ প্রসীদ হুং ফট্ স্বাহা কৌমোদক্যৈ নমঃ—এইটি কৌমোদকী মন্ত্র বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৪৬-৪৭

মহাঙ্কুশ পদের অন্তে কট্টদ্বয় ও এই হুং ফট্ স্বাহা ও অঙ্কুশায় নমঃ হইবে। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ মহাঙ্কুশ। কট্ট কট্ট হুং ফট্ স্বাহা অঙ্কুশায় নমঃ। এইটি ষষ্ঠ অঙ্কুশ মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মহাসংবর্ত্তক পদের অন্তে মুষল ও পোথয় দ্বিতয় অনন্তর হুং ফট্। উহা দ্বিঠান্ত ও পরে মুষলায় নমঃ। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ সংবর্ত্তক। মহামুষল। পোথয় পোথয় হুং ফট্ স্বাহা মুষলায় নমঃ। এইটি সপ্তম মুষলমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৪৮

মহাপাশ পদের সহিত বন্ধ বন্ধ ও আকর্ষয় পদদ্বয়। উহা বহ্নিজায়াবধি অর্থাৎ হুং ফট্ স্বাহা ও পাশায় নমঃ পর্য্যন্ত হইবে। তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—ওঁ মহাপাশ বন্ধ বন্ধ আকর্ষয় হুং ফট্ স্বাহা পাশায় নমঃ। এইটি অষ্টম পাশমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৪৯

বিবৃতি। পদার্থাদর্শে উক্ত হইয়াছে—অস্ত্রপূজার পর শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বনমালাকে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব মুদ্রায় স্ব স্ব মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। মন্ত্র হইতেছে—ওঁ মহাশ্রীবৎসায় হুং ফট্ স্বাহা শ্রীবৎসায় নমঃ। ওঁ মহাস্তুতসম্ভবায় হুং ফট্ স্বাহা কৌস্তুভায় নমঃ। ওঁ মহাবনমালে। হুং ফট্ স্বাহা বনমালায়ৈ নমঃ। ৪৯

অনন্তর বজ্রাদি আয়ুধের ইন্দ্রাদি সহিত লোকপালগণকে পূজা করিবেন।

ইত্থমভ্যর্চয়ন্ নিত্যং যথাবৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫০

প্রাপ্নোতি মহতীং লক্ষ্মীং সৌভাগ্যমতুলং যশঃ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং মনোঽভীষ্টানি বিন্দতি ॥ ৫১

হয়ারি-কুসুমৈর্দেবমর্চয়িত্বা যথাবিধি।
শশি-প্রসূনৈর্জুহুয়াদষ্টোত্তর সহস্রকম্।
মাসমাত্রেণ বশগাস্তস্য স্যুঃ সকলা নৃপাঃ ॥ ৫২

হুত্বা বিল্বফলৈঃ পক্বৈঃ শ্রিয়ং বিন্দেদনিন্দিতাম্।
প্রফুল্লৈররুণাম্ভোজৈস্তামেব লভতে পুনঃ ॥ ৫৩

হুত্বা জ্যোতিষ্মতী-তৈলং সহস্রং বসুসংখ্যকম্।
সুভগো জায়তে সম্যক্ সর্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪

বিধানেনাঽমুনা মন্ত্রী মহারোগাৎ প্রমুচ্যতে।
অশ্বত্থ-সমিধাং হোমঃ পরাহৃত-ধনপ্রদঃ।
আজ্যাক্ত-দূর্বাহোমেন মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ ॥ ৫৫

এই প্রকারে যথাবৎ পূর্বোক্ত প্রকারে নিত্য পুরুষোত্তমকে অর্চনা করিয়া মহালক্ষ্মী (প্রচুর সম্পত্তি), সৌভাগ্য, অতুল যশঃ, আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও মনোভীষ্ট সকল লাভ করেন। ৫০-৫১

যথাবিধি অগ্নিতে পীঠ পূজাপূর্বক দেবতাকে অর্চনা করিয়া হয়ারি (করবীর) পুষ্প সমূহের দ্বারা শশিপ্রসূন (কুমুদ) সমূহের দ্বারা অষ্ট সহস্র (৮০০০) হোম করিবেন। ইহা দ্বারা সকল নৃপতি মাসমাত্রের মধ্যেই তাহার বশে আসেন। ৫২

পক্ব বিল্বফল সমূহের দ্বারা হোম করিয়া অনিন্দিতা শ্রীলাভ করেন। প্রফুল্ল বিকশিত অরুণ পদ্ম সমূহের দ্বারা হোম করিয়া সেই শ্রীকে পুনরায় লাভ করেন। ৫৩

অষ্ট সহস্র জ্যোতিষ্মতী তৈল হোম করিয়া সকলের সুভগ (সম্যক্ প্রিয়) হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ৫৪

এই বিধানের দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ সাধক মহারোগ হইতে প্রমুক্ত হন। অশ্বত্থ সমিধ্‌সমূহের হোম পরের (চোরের) দ্বারা অপহৃত ধন প্রদান করে। আজ্যাক্ত দূর্বাহোমের দ্বারা মহাভয় হইতে মুক্ত হয়। ৫৫

যস্য নামযুতং মন্ত্রং জপেদযুত-সংখ্যয়া।
স ভবেদ্ দাসবৎ তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৬

বহুনা কিমিহোক্তেন মনুনা সাধকোত্তমঃ।
সাধয়েৎ সকলান্ কামান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিবাপরঃ ॥ ৫৭

উত্তিষ্ঠ-পদমাভাষ্য শ্রী-ক্রোধীশ-হুতাশনৌ।
বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রো বস্বক্ষর-সমন্বিতঃ ॥ ৫৮

ঋষিরস্য ভবেদ্ বামঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দ উদাহৃতম্।
শ্রীকরাখ্যো হরিঃ প্রোক্তো দেবতাস্য মনীষিভিঃ ॥ ৫৯

হৃদয়ং ভীষয়-দ্বন্দ্বং ত্রাসয়-দ্বিতয়ং শিরঃ।
শিখা প্রমর্দয়-যুগং বর্ম প্রধ্বংসয়-দ্বয়ম্।
অস্ত্রং রক্ষ-যুগং সর্বে হুমন্তাঃ সমুদীরিতাঃ ॥ ৬০

অমুক শব্দের স্থানে যাহার নামযুক্ত মন্ত্র অযুত সংখ্যায় জপ করিবেন। সে তাহার দাসবৎ হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। ৫৬

এখানে অধিক বলার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ কোনই প্রয়োজন নাই। সাধকশ্রেষ্ঠ এই মন্ত্রের দ্বারা সমস্ত কামনা সিদ্ধি করেন। সাক্ষাৎ দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় হইয়া থাকেন। ৫৭

শ্রীকর মন্ত্র বলিতেছেন। উত্তিষ্ঠ পদ উচ্চারণ করিয়া শ্রী, ক্রোধীশ (ক) ও হুতাশন (র) বলিবেন। উহা বহ্নিজায়াবধি (স্বাহান্ত) হইবে। তাহা হইলে অষ্ট অক্ষর বিশিষ্ট এই মন্ত্র হয়—উত্তিষ্ঠ শ্রীকর স্বাহা। ৫৮

এই মন্ত্রের বামদেব ঋষি হইতেছেন, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। শ্রীকর নামক হরি এই মন্ত্রের দেবতা বলিয়া মনীষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছেন (এই মন্ত্রের প্রণব বীজ ও স্বাহা শক্তি)। ৫৯

দুইটি ভীষয় অর্থাৎ ভীষয় ভীষয়—এইটি হৃদয় মন্ত্র। ত্রাসয় দ্বিতয় অর্থাৎ ত্রাসয় ত্রাসয়—এইটি শিরোমন্ত্র। প্রমর্দয় দ্বয় অর্থাৎ প্রমর্দয় প্রমর্দয়—এইটি শিখামন্ত্র। প্রধ্বংসয় দ্বয় অর্থাৎ প্রধ্বংসয় প্রধ্বংসয়—এইটি কবচ মন্ত্র। রক্ষ রক্ষ—এইটী অস্ত্রমন্ত্র। মনীষিগণ কর্ত্তৃক সমস্ত ষড়ঙ্গ মন্ত্র হুম্ অন্ত কথিত হইয়াছে অর্থাৎ ভীষয় ভীষয় হুং হৃদয়ায় নমঃ—এইরূপ অঙ্গমন্ত্র হইবে। (ষড়ঙ্গ ন্যাসের পর অষ্টাঙ্গ ন্যাসও কর্ত্তব্য)। ৬০

মূর্দ্ধি নেত্র-দ্বয়ে কণ্ঠে হৃদয়োদরয়োঃ পুনঃ।
উরু-জঙ্ঘা-পদ-দ্বন্দ্বে মন্ত্র-বর্ণান্ প্রবিন্যসেৎ ॥ ৬১
মুখে ন্যস্যেদ্ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিমং মনুম্।
বাহূ রাজন্যঃ কৃতোঽয়ং ন্যস্তব্যো বাহু-যুগ্মকে ॥ ৬২
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্য ইমমূরু-দ্বয়ে ন্যসেৎ।
পাদদ্বয়ে ন্যসেন্ মন্ত্রং পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥ ৬৩
চক্রং শঙ্খং গদাং পদ্মং হস্তাগ্রেষথ বিন্যসেৎ।
ইত্থং ন্যাসং তনৌ কৃত্বা দেবং পূর্বোক্ত-মণ্ডপে।
রক্তপদ্মাসনস্থস্য গরুড়স্যোপরি স্থিতম্ ॥ ৬৪

কাঞ্চনাদ্রি-সমপ্রভং কমলাননং কমলেক্ষণং
চক্র-শঙ্খ-গদা-সরোজ-ধরং মনোহর-দর্শনম্।
কৌস্তুভাঙ্কিত-বক্ষসং মুকুটাঙ্গদাদি-বিভূষণং
তার্ক্ষ্য-বাহনমচ্যুতং হৃদি ভাবয়ামি জগৎ-পতিম্ ॥ ৬৫

অষ্ট লক্ষং জপেন্ মন্ত্রী মন্ত্রমেনং দশাংশতঃ।
বিল্ব-ক্ষীর-দ্রুমোত্থাভিঃ সমিদ্ভিররুণাম্বুজৈঃ।

মস্তকে, নেত্রদ্বয়ে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, উদরে, অনন্তর উরু দ্বয়ে, জঙ্ঘা দ্বয়ে ও পদ দ্বয়ে মন্ত্রবর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন। ৬১

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ—এই মন্ত্রটিকে মুখে ন্যাস করিবেন। বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ—এই মন্ত্রটিকে বাহু-দ্বয়ে ন্যাস করিবেন। ৬২

উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ এই মন্ত্রটিকে উরু-দ্বয়ে ন্যাস করিবেন। পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত—এই মন্ত্রটিকে পাদ-দ্বয়ে ন্যাস করিবেন। ৬৩

অনন্তর হস্তের অগ্রে চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মকে স্ব স্ব মন্ত্রে স্ব স্ব মুদ্রায় ন্যাস করিবেন। দেহে এই প্রকারে ন্যাস করিয়া পূর্বোক্ত মণ্ডপে রক্তপদ্মাসনস্থিত গরুড়ের উপরি অবস্থিত দেবকে ধ্যান করিবেন। ৬৪

এই ধ্যানের অর্থ হইতেছে—কাঞ্চন পর্বতের সমান প্রভাবিশিষ্ট, কমলানন, পদ্ম-পলাশ লোচন, চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মধারী, মনোহর-দর্শন, কৌস্তুভ মণি দ্বারা অলঙ্কৃত-বক্ষঃ, মুকুট ও অঙ্গদাদিভূষণে ভূষিত, গরুড়বাহন জগৎপতি অচ্যুতকে হৃদয়ে ভাবনা করি। ৬৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পুরশ্চরণে এই মন্ত্র আট লক্ষ জপ করিবেন। বিল্ব, অশ্বত্থ,

পয়োহবৈঃ সর্পিষা হুত্বা গুরুং সন্তোষয়েদ্ ধনৈঃ ॥ ৬৬
মূর্তৌ মূলেন ক৯প্তায়াং পূজয়েদ্ দেবমন্বহম্ ।
অঙ্গান্যাদৌ কেসরেষু দিক্‌পত্রেষু সমর্চয়েৎ ॥ ৬৭
শ্রিয়ং রতিং ধৃতিং কান্তিং লীলা-পঙ্কজ-ধারিণীঃ ।
পীতারুণা-শ্যাম-নীলা বিদিক্ পত্রেষু পূজয়েৎ ॥
বাসুদেবাদিকাঃ মূর্তীঃ পার্শ্বয়োর্নিধি-যুগ্মকম্ ॥ ৬৮
বিষ্বক্‌সেনং যজেদীশে লোকপালাননন্তরম্ ।
এবং সম্পূজয়েদ্ দেবং সাধয়েদিষ্টমাত্মনঃ ॥ ৬৯
দূর্বা চরুভ্যাং সাজ্যাভ্যাং জুহুয়াদযুতং বুধঃ ।
সম্পাতিতং চরুং পশ্চাৎ সাধ্যো ভুঞ্জীত সাধিতম্ ॥ ৭০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ সম্যঙ্ মধুরৈর্হোমবাসরে ।
তোষয়েদ্ গুরুমর্থেন বস্ত্রৈর্ধান্যৈর্বিভূষণৈঃ ।

যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বটের সমিধ্ সমূহের দ্বারা, রক্ত পদ্মসমূহের দ্বারা, দুগ্ধান্ন দ্বারা ও ঘৃত দ্বারা জপের দশাংশ (প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা এক অযুত, সমুদায়ে আট অযুত) হোম করিয়া বহু ধন দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। ৬৬

পূর্বোক্ত বৈষ্ণব পীঠে মূলের দ্বারা কল্পিত মূর্তিতে দেবতাকে প্রত্যহ পূজা করিবেন। প্রথমে কেসরসমূহে অঙ্গদেবতাসমূহের সম্যক্ আরাধনা করিয়া দিক্‌পত্রসমূহে লীলাপদ্মধারিণী, পীত, অরুণ; শ্যাম ও নীলবর্ণা শ্রী, রতি, ধৃতি ও কান্তিকে পূজা করিবেন। বিদিক্‌পত্রসমূহে বাসুদেবাদি মূর্তিকে পূজা করিবেন। অষ্টদলের বাহ্যে দুই পার্শ্বে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধিকে পূজা করিবেন। ৬৭-৬৮

পদ্মের বাহিরে ঈশান কোণে বিষ্বক্‌সেনকে পূজা করিবেন এবং পূজার পর বিষ্বক্‌সেন মুদ্রা দেখাইবেন। অনন্তর লোকপালগণকে পূজা করিবেন। এইরূপে দেবতাকে সম্যক্ পূজা করিবেন এবং নিজের অভীষ্ট সাধন করিবেন। ৬৯

পণ্ডিত সাধক আজ্যযুক্ত দূর্বা ও চরু দ্বারা অযুত হোম করিবেন। পরে সম্পাতিত জপাদি দ্বারা সুসাধিত হুতশেষ চরুকে সাধ্য ভক্ষণ করিবেন। ৭০

হোমদিনে মধুর দ্রব্যসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সম্যক্‌রূপে ভোজন করাইবেন। যিনি গুরুকে অর্থ, বস্ত্রসমূহ, প্রচুর ধান্য ও বহু অলঙ্কারের দ্বারা

জিত্বাঽপমৃত্যু-রোগাদীন্ দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দতি ॥ ৭১
আজ্য-সিক্তৈঃ সরসিজৈর্জুহুয়াদযুত-ত্রয়ম্ ।
নিবসেৎ কমলা তস্মিন্ ন ত্যজেৎ তৎ-সুতানপি ॥ ৭২
বিল্ববৃক্ষ-সমিদ্ধোমাৎ সাক্ষাদ্ ধনপতির্ভবেৎ ।
পূগ-পুষ্প-সমাযুক্তৈস্তণ্ডুলৈর্মধুরোক্ষিতৈঃ ।
জুহুয়াদচিরাদেব সম্পদাং জায়তে নিধিঃ ॥ ৭৩
আজ্যেন জুহুয়াল্ লক্ষং পরান্ জয়তি পার্থিবঃ ।
অব্জ-সূত্রং ভুজে বদ্ধং মনুনাঽনেন সাধিতম্ ।
রোগাপমৃত্যু-দুঃখানি নাশয়েন্ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৪
জলাঞ্জলিভিরাত্মানমভিষিঞ্চেদ্ দিনে দিনে ।
স্নানকালেষু স ভবেৎ সৌভাগ্য-শ্রী-সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৭৫
ঊর্ধ্ববাহু-দ্বয়ো মন্ত্রী পশ্যন্নাদিত্য-মণ্ডলম্ ।
সহস্রমানং প্রজপেন্ নিত্যং নিশিতধীর্মনুম্ ।
সর্বে মনোরথাস্তস্য সিধ্যেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৬

সন্তুষ্ট করিবেন। তিনি অপমৃত্যু ও রোগ সমূহকে জয় করিয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করেন। ৭১

আজ্যসিক্ত পদ্মসমূহের দ্বারা তিন অযুত হোম করিবেন। তাহার গৃহে কমলা বাস করেন। তাহার পুত্রগণকেও কমলা ত্যাগ করেন না। ৭২

বিল্ব বৃক্ষের সমিধ্ হোম হইতে সাক্ষাৎ ধনপতি হন। মধুরাপ্লুত পূগ (সুপারী) পুষ্পযুক্ত তণ্ডুলসমূহের দ্বারা হোম করিবেন। অচিরেই সম্পদের নিধি হইবেন। ৭৩

রাজা আজ্যের দ্বারা লক্ষ হোম করিবেন। ইহাতে শত্রুসমূহকে জয় করেন। মন্ত্রবর্ণ সমসংখ্যক পদ্মসূত্র আনিয়া এই মন্ত্রের দ্বারা আটটি গ্রন্থি দিয়া এই মন্ত্রের দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়া বাহুতে ধারণ করিলে উহা রোগ, অপমৃত্যু ও দুঃখ সমূহকে নাশ করে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৭৪

যিনি প্রতিদিন স্নানকালে জলাঞ্জলি দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত করিবেন। তিনি সৌভাগ্য, শ্রী ও সমৃদ্ধিমান্ হইয়া থাকেন। ৭৫

তীক্ষ্ণধী মন্ত্রজ্ঞ সাধক বাহুদ্বয় ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া সূর্যমণ্ডল দর্শন করিতে করিতে এবং সেইখানে দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে সহস্র সংখ্যক

কৃষ্ণায় পদমাভাষ্য গোবিন্দায় ততঃ পরম্ ।
গোপীজন-পদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ ।
কামবীজাদিরাখ্যাতো মন্ত্রষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ৭৭
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তো গায়ত্রং ছন্দ উচ্যতে ।
দেবতা কথিতঃ কৃষ্ণঃ সর্বকামফল-প্রদঃ ॥ ৭৮
চতুঃ-করণ-বেদাব্ধি-নেত্র-সংখ্যাক্ষরৈঃ ক্রমাৎ ।
পঞ্চাঙ্গানি মনোঃ কুর্য্যান্ মন্ত্রবিদ্ জাতি-সংযুতৈঃ ॥ ৭৯
স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তং মনোরমম্ ।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৮০
আত্মনো বদনাম্ভোজ-প্রেষিতাক্ষি-মধুব্রতাঃ ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ ॥ ৮১
মুক্তাহার-লসৎ-পীন-তুঙ্গ-স্তন-ভরানতাঃ ।

এই মন্ত্র জপ করিবেন। তাঁহার সমস্ত মনোরথই সিদ্ধ হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৭৬

গোপালমন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। কৃষ্ণায় পদ বলিয়া তাহার পর গোবিন্দায় ও গোপীজন পদের শেষে বল্লভায় বলিবেন। উহা দ্বিঠাবধি (স্বাহান্ত) ও কামবীজাদি হইবে। ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা—এই অষ্টাদশাক্ষর গোপালের মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৭৭

এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ কথিত হয়। সর্বকামফলপ্রদ কৃষ্ণ দেবতা কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের ক্লীং বীজ ও স্বাহা শক্তি)। ৭৮

মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই মন্ত্রের জাতিযুক্ত (নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং ও ফট্-যুক্ত) চারি অক্ষর, করণ (চারি) অক্ষর, বেদ (চারি) অক্ষর, অব্ধি (চারি) অক্ষর ও নেত্র (দুই) অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে হৃদয়াদি পাঁচটি অঙ্গের ন্যাস করিবেন। ৭৯

রমণীয় বৃন্দাবনে সহস্র সহস্র গোপকন্যাগণের মোহকারী মনোরম পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দকে ধ্যান করিবেন। ৮০

সেই গোপকন্যাগণ সেই জগদাত্মা গোবিন্দের বদন-কমলে নয়নরূপ মধুকরকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কামবাণের দ্বারা পীড়িত হইয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। ৮১

সেই গোপকন্যাগণ মুক্তাহারে উজ্জ্বল পীনোন্নত স্তনভারে আনত, তাঁহাদের

স্রস্ত-ধম্মিল-বসনা মদ-স্খলিত-ভাষণাঃ ॥ ৮২
দন্ত-পঙ্‌ক্তি-প্রভোদ্‌ভাসি-স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ ॥ ৮৩

ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্‌।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত-তনুং গোপাল-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ৮৪

মন্ত্রমেনং যথাম্নায়মযুত-দ্বিতয়ং জপেৎ।
জুহুয়াদরুণাম্ভোজৈস্তদ্দশাংশং সমাহিতঃ ॥ ৮৫
বৈষ্ণবে পূজয়েৎ পীঠে যথাবৎ দেবকী-সুতম্‌।
অঙ্গাবরণমারাধ্য পত্রেষু প্রযজেৎ প্রিয়াঃ ॥ ৮৬
কালিন্দী নাগ্নজিত্যাখ্যা মিত্রবিন্দা ততঃ পরম্‌।
চারুহাসিন্যথ পরা রোহিণী জাম্ববত্যথ ॥ ৮৭

ধম্মিল্ল (খোঁপা) ও বস্ত্রসমূহ বিস্রস্ত (স্খলিত) ও মদমোহে বাক্যসমূহ স্খলিত (অসংলগ্ন)। ৮২

দন্তপঙ্‌ক্তির প্রভায় প্রোজ্জ্বল স্ফুরিত অধরের দ্বারা পুষ্পিত বিবিধ ভাবগর্ভ বিভ্রম সমূহের দ্বারা গোবিন্দকে প্রলোভিত করিতেছেন। ৮৩

এই ধ্যানের অর্থ হইতেছে—বিকশিত ইন্দীবরের (নীলোৎপলের) কান্তির ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট চন্দ্রবদন ময়ূরপুচ্ছ রচিত কর্ণাভরণ প্রিয়, শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত উদার কৌস্তুভধারী সুন্দর পীতাম্বর গোপীগণের নয়নপদ্মের দ্বারা অর্চিতদেহ গোপাল সঙ্ঘের দ্বারা পরিবৃত কলবেণু বাদনে তৎপর দিব্য অঙ্গভূষণে ভূষিত গোবিন্দকে ভজনা করি। ৮৪

পুরশ্চরণে যথানিয়মে এই মন্ত্র দুই অযুত জপ করিবেন। সমাহিত হইয়া রক্তবর্ণ পদ্মসমূহের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৮৫

নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্রোক্ত বৈষ্ণব পীঠে যথাযথভাবে দামাদি বজ্রাস্ত্রের অন্ত পর্য্যন্ত সাতটি আবরণের সহিত দেবকীপুত্রকে পূজা করিবেন। কেসরসমূহে অঙ্গাবরণের পূজা করিয়া পত্রসমূহে প্রিয়াগণকে পূজা করিবেন। ৮৬

সেই প্রিয়াগণ হইতেছেন—কালিন্দী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, তাহার পর চারুহাসিনী, অনন্তর শ্রেষ্ঠা রোহিণী, জাম্ববতী, অনন্তর রুক্মিণী ও সত্যভামা।

রুক্মিণী সত্যভামেতি কথিতাশ্চারুভূষণাঃ।
পীতাম্বর-ধরাঃ সৌম্যাঃ করাম্বুজ-ধৃতাম্বুজাঃ ॥ ৮৮
ঐরাবতাদীনভ্যর্চেৎ গজানষ্টৌ ততো বহিঃ।
লোকপালান্ যজেন্ মন্ত্রী বজ্রাস্ত্রাণি তদ্বহিঃ ॥ ৮৯
ইতি সম্পূজয়েদ্ দেবং গোবিন্দং জগতাং পতিম্।
কুর্বীত কল্পনির্দিষ্টান্ প্রয়োগান্ নিজ-বাঞ্ছিতান্ ॥ ৯০
লক্ষ্মী-প্রসূনৈর্জুহুয়চ্ছ্রিয়মিচ্ছন্ননিন্দিতাম্।
সাজ্যেনান্নেন জুহুয়াদাজ্যান্নস্য সমৃদ্ধয়ে ॥ ৯১
আরণ্যৈঃ কুসুমৈর্বিপ্রান্ জাতিভিঃ পৃথিবীপতীন্।
প্রসূনৈরসিতৈর্বৈশ্যান্ শূদ্রান্নীলোৎপলৈর্নবৈঃ।
বশয়েল্লবণৈঃ সর্বান্ পঙ্কজৈর্বনিতা-জনান্ ॥ ৯২
গো-শালাসু কৃতো হোমঃ পায়সেন সসর্পিষা।
গবাং শান্তিং করোত্যাশু গোবিন্দো গোকুল-প্রিয়ঃ ॥ ৯৩

ইঁহারা প্রিয়া বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সুন্দর ভূষণে ভূষিতা, পীতবস্ত্র পরিহিতা সৌম্যা হস্ত পদ্মে পদ্মধারিণী। ৮৭-৮৮

পত্রের বহির্ভাগে অষ্টম পটলোক্ত ঐরাবত প্রভৃতি আটটি গজকে পূজা করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক লোকপালগণকে পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। ৮৯

এই প্রকারে জগৎপতি দেব গোবিন্দকে পূজা করিবেন এবং নিজের অভিপ্রেত কল্পনির্দ্দিষ্ট প্রয়োগ সমূহ করিবেন। ৯০

অনিন্দিত শ্রী (সৌন্দর্য্য) কামনা করিয়া লক্ষ্মীপুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করিবেন। আজ্য ও অন্নের সমৃদ্ধির জন্য আজ্য সহিত অন্নের দ্বারা হোম করিবেন। ৯১

আরণ্য পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম ব্রাহ্মণকে, জাতিপুষ্পসমূহের দ্বারা হোম পৃথিবীপতিগণকে, নীলপুষ্পসমূহের দ্বারা হোম বৈশ্যগণকে এবং নূতন নীলোৎপলসমূহের দ্বারা হোম শূদ্রগণকে বশীভূত করিতে পারে। লবণের দ্বারা হোম সকলকে এবং পঙ্কজসমূহের দ্বারা হোম স্ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারে। ৯২

গোশালাতে সর্পিঃযুক্ত পায়সের দ্বারা হোম করা হইলে গোকুল-প্রিয় গোবিন্দ শীঘ্র গোগণের শান্তি করেন। ৯৩

শিশু-বেশধরং দেবং কিঙ্কিণীদাম-শোভিতম্।
স্মৃত্বা প্রতর্পয়েন্ মন্ত্রী দুগ্ধবুদ্ধ্যা শুভৈর্জলৈঃ।
ধন-ধান্যাংশুকাদীনি প্রীতস্তস্মৈ দদাতি সঃ॥ ৯৪

পিণ্ডং মূলেন বীতং দহনপুর-যুগে কোণ-রাজত্রসার্ণে
কুর্য্যাৎ পদ্মং দশার্ণ-স্ফুরিত-দশদলং কামবীজেন বীতম্।
পদ্মং কিঞ্জল্ক-সংস্থং স্বর-বিকৃতি-দলং প্রোল্লসৎ-ষোড়শার্ণং
কিঞ্জল্কং ব্যঞ্জনাঢ্যং বিকৃতি-যুগদলেষর্পিতানুষ্টুবর্ণম্॥ ৯৫

পাশাঙ্কুশাভ্যামাবীতং ক্ষোণীপুর-যুগত্রিষু।
অষ্টাক্ষরেণ লসিতং যন্ত্রং গোবিন্দ-দৈবতম্
ধর্মার্থ-কাম-ফলদং সর্বরক্ষাকরং স্মৃতম্॥ ৯৬

পঞ্চান্তকো ধরেরস্থো মনু-বিন্দু-বিভূষিতঃ।
পিণ্ডবীজমিদং প্রোক্তং সর্বসিদ্ধি-করং পরম্॥ ৯৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক কিঙ্কিণী (ঘুঙুর) দাম (মালা) শোভিত শিশুবেশধারী দেবতাকে ধ্যান করিয়া দুগ্ধবুদ্ধিতে শুভ (পবিত্র) জলের দ্বারা তর্পণ করিবেন। গোবিন্দ প্রীত হইয়া তাহাকে ধন, ধান্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করিবেন। ৯৪

গোবিন্দ যন্ত্র কথিত হইতেছে। পরস্পর ব্যতিভেদী বহ্নির পুরদ্বয় অর্থাৎ ষট্‌কোণে বক্ষ্যমাণ পিণ্ডবীজ (গ্লৌং) মূলের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। ঐ বহ্নির পুরদ্বয়ের ছয়টি কোণ বক্ষ্যমাণ ছয়টী বর্ণ দ্বারা ভূষিত হইবে। তাহার পর দশদল একটী পদ্ম করিবেন। ঐ পদ্মের দশটি দল বক্ষ্যমাণ দশার্ণের দ্বারা শোভমান হইবে। তাহার পর ষোড়শ দল পদ্ম করিবেন। ঐ পদ্মের কেসরগুলি ষোড়শ স্বর-বিশিষ্ট হইবে। এখানে উভয় স্থলে কেসরগুলিতে এক একটি বর্ণ লিখিতে হইবে। তাহার পর একটি বিকৃতি যুগদল অর্থাৎ বত্রিশ দল পদ্ম লিখিবেন। উহার কিঞ্জল্কগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট হইবে এবং দলগুলিতে বক্ষ্যমাণ অনুষ্টুপ্ বর্ণ লিখিবেন। ৯৫

পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা বেষ্টিত পরস্পর বিভেদী ভূপুরদ্বয়ের কোণসমূহে অষ্টাক্ষরের দ্বারা উল্লসিত গোবিন্দ দৈবতক এই যন্ত্র ধর্ম, অর্থ ও কাম ফলের প্রদায়ক ও সর্বরক্ষাকর কথিত হইয়াছে। ৯৬

যন্ত্রলেখ্য পিণ্ডবীজ উদ্ধৃত হইতেছে। পঞ্চান্তক—গকারটি ধরা—ল ও ইর যকারের সহিত যুক্ত হইয়া মনু ঔ এবং বিন্দু অনুস্বারের সহিত যুক্ত হইলে গ্লৌং হয়। ইহা পিণ্ডবীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা শ্রেষ্ঠ সর্বসিদ্ধিকর। ৯৭

স্মরঃ কৃষ্ণায় ঠদ্বন্দ্বং ষড়র্ণো মনুরীরিতঃ।
গোপীজনান্তে প্রবদেদ্ বল্লভায়াঽগ্নিসুন্দরী
অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্ট-ফল-প্রদঃ ॥ ৯৮

প্রণবং হৃদয়ং কৃষ্ণং ঙেন্তমুক্ত্বা ততঃ পরম্।
তাদৃশং দেবকীপুত্রং হুং ফট্-স্বাহা-সমন্বিতম্।
ষোড়শাক্ষর-মন্ত্রোঽয়ং গোবিন্দস্য সমীরিতঃ ॥ ৯৯

পিণ্ডং রতিপতের্বীজং নমো ভগবতে ততঃ।
নন্দ-পুত্রায় বালাদি-বপুষে শ্যামলায় চ ॥ ১০০

গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ।
অনুষ্টুব্ মন্ত্র আখ্যাতো গোপালস্য জগৎপতেঃ।
অনঙ্গঃ কৃষ্ণ-গোবিন্দৌ ঙেন্তাবষ্টাক্ষরো মনুঃ ॥ ১০১

মন্ত্রলেখ্য ষড়ক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে। স্মর কামবীজ ক্লীং ও কৃষ্ণায় পদের পর ঠ দ্বয় স্বাহা হইলে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা হয়। ইহা গোবিন্দের ষড়ক্ষর মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মন্ত্রলেখ্য দশাক্ষর মন্ত্র বলিতেছেন—গোপীজন পদের অন্তে বল্লভায় ও অগ্নিসুন্দরী (স্বাহা) বলিবেন। তাহাতে গোপীজনবল্লভায় স্বাহা হয়। এইটি গোবিন্দের দশাক্ষর মন্ত্র। উহা দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদ। ৯৮

মন্ত্রলেখ্য গোবিন্দের ষোড়শাক্ষর মন্ত্র বলিতেছেন। প্রণব ওঁ, হৃদয় নমঃ বলিয়া চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কৃষ্ণকে বলিয়া তাহার পর তাদৃশ চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত দেবকীপুত্রকে বলিয়া হুং ফট্ স্বাহা বলিবেন। তাহাতে ওঁ নমঃ কৃষ্ণায় দেবকী-পুত্রায় হুং ফট্ স্বাহা হয়। ইহা গোবিন্দের ষোড়শাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৯৯

মন্ত্রলেখ্য দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক গোবিন্দের অনুষ্টুপ্ মন্ত্র বলিতেছেন। প্রথমে পিণ্ডবীজ গ্লৌং, পরে রতিপতির বীজ ক্লীং, তাহার পর নমো ভগবতে নন্দপুত্রায়, পরে আদিতে বাল ও পরে বপুষে, শ্যামলায় ও গোপীজন পদের অন্তে বল্লভায় বলিবেন। উহা দ্বিঠাবধি (স্বাহান্ত) হইবে। তাহাতে হয়—গ্লৌং ক্লীং নমো ভগবতে নন্দপুত্রায় বাল-বপুষে শ্যামলায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা। এইটি জগৎপতি গোপালের অনুষ্টুপ্ মন্ত্র কথিত হয়।

মন্ত্রলেখ্য গোবিন্দের অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে অনঙ্গ

প্রাক্-প্রত্যগ্-দক্ষিণোদগ্-বিধিবদভিলিখেৎ স্পষ্টরেখা-চতুষ্কং
কোণোত্তচ্ছুল-যুক্তং বলয়যুগ-যুতং মধ্যপূর্বং তদন্তম্।
শ্লোকস্থার্ণান্ পরস্তাদ্ বসুপদ-বিবরেষষ্ট বর্ণান্ লিখিত্বা
তদ্-বাহ্যে দ্বাদশার্ণৈস্তদনু পরিবৃতং দেবকীপুত্র-যন্ত্রম্॥ ১০২

কামবীজ ক্লীং, পরে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কৃষ্ণ ও গোবিন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণায় ও গোবিন্দায়। ইহা গোবিন্দের অষ্টাক্ষর মন্ত্র। ১০০-১০১

কামলিঙ্গ মন্ত্র কথিত হইতেছে। বিধিপূর্বক পূর্ব-পশ্চিম দুইটি রেখা ও উত্তর দক্ষিণ দুইটি রেখা উভয় মিলাইয়া স্পষ্ট চারিটি রেখা লিখিবেন। মধ্য কোষ্ঠ কোণের বহির্ভাগে কর্ণসূত্র চারিটি দিলে শূলাকার হইবে। তাহাতে রেখা-চতুষ্টয়ের কোণ উদ্যত শূল যুক্ত হইবে। উহা বলয়দ্বয়ে যুক্ত হইবে। তন্মধ্যে একটি বৃত্ত রেখাগ্রস্পর্শী হইবে। দ্বিতীয় বৃত্তটি মধ্য কোষ্ঠের প্রথম বৃত্তের অন্তরালে হইবে। মধ্যাদি ও মধ্যান্ত অর্থাৎ মধ্যকোষ্ঠ হইতে শ্লোকমন্ত্রের বর্ণসকল লিখিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যকোষ্ঠেই লেখার পরিসমাপ্তি হইবে। শ্লোকের বর্ণগুলিকে লিখিয়া মধ্যকোষ্ঠের বহির্ভাগে আটটি পদের মধ্যে পূর্বোক্ত আট বর্ণ লিখিয়া তাহার পর দ্বিতীয় বৃত্তের বহির্ভাগ পঞ্চদশ পটলোক্ত বাসুদেবের মন্ত্রবর্ণের দ্বারা বৃত্তাকারে বেষ্টিত হইবে। ইহা দেবকীপুত্রের যন্ত্র। ১০২

বিবৃতি। পূর্বদিক্ স্থিত মধ্যাদি কোষ্ঠত্রয়ে আদ্য বর্ণত্রয় লিখিয়া আগ্নেয় কোণে বৃত্তদ্বয়ের অন্তরালে কোণ রেখার উভয় দিকে কোষ্ঠদ্বয়ে দেব এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। তাহার দক্ষিণে ঊর্ধ্বাদি কোষ্ঠদ্বয়ে দেবে এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। তকার কিন্তু মধ্য কোষ্ঠেই পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর মধ্যকোষ্ঠ হইতে দক্ষিণস্থ অক্ষর দুইটিকে পাঠ করিয়া নৈর্ঋত কোণে মধ্য রেখার উভয় দিকে কোষ্ঠদ্বয়ে বর এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। পশ্চিমে কিন্তু দক্ষিণের ন্যায় হইবে। তাহার পর বায়ুকোণে মধ্যরেখার উভয় দিকে কোষ্ঠ দুইটিতে রুট এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। তাহার উত্তরে কিন্তু দক্ষিণের ন্যায় হইবে। ঈশান কোণে মধ্যরেখার উভয় দিকে কোষ্ঠদ্বয়ে দেব এই অক্ষর দুইটী লিখিবেন। তাহার পর পূর্বদিকে লিখিত অক্ষরগুলি ঊর্ধ্ব হইতে পাঠ করিবেন। মূলকারের সম্প্রদায় এইরূপ শ্লোকমন্ত্রের অক্ষরসমূহ লিখেন। অন্য সম্প্রদায়ের মত পদার্থাদর্শে দ্রষ্টব্য। ১০২

তং স্বকীদেবদেবে তং তং দেবে বরতো রতম্।
তং রতো রুটতো খ্যাতং তং খ্যাতং দেবকী-স্থতম্ ॥ ১০৩

লিখিতং ভূর্জ-পত্রাদৌ যন্ত্রমেতদ্ যথাবিধি।
বিধৃতং বাহুনা নিত্যং সর্ব্বকাম-ফলপ্রদম্ ॥ ১০৪

পলাশবৃক্ষ-ফলকে লিখিতং সাধু সাধিতম্।
গোস্থানে নিখনেদেতদ্ গবাং বৃদ্ধির্ভবেৎ সদা ॥ ১০৫

শ্লোকং চতুঃষষ্টি-পদেষু ভূর্জে শিবাদি দৈত্যাদি লিখেৎ ক্রমেণ
তৎ সর্বতোভদ্রমিতি প্রসিদ্ধং যন্ত্রং যশঃ-শ্রী-বিজয়-প্রদায়ি ॥ ১০৬

ফলকে খাদিরে কৢপ্তং গবাং গোষ্ঠে নিবেশিতম্।
রক্ষাকৃচ্চোরমারিঘ্নং সবৎসানাং গবাং হিতম্ ॥ ১০৭

ক্ষীর গোপয় গোরক্ষীরক্ষমাক্ষ-ক্ষমাক্ষর।
গোযানোগগনোমাগোপক্ষগক্ষক্ষগক্ষপ ॥ ১০৮

ব্রহ্মা ভূভ্যাং সমাসীনঃ শান্তি-বিন্দু-সমন্বিতঃ।
বীজং মনোভুবঃ প্রোক্তং জগৎ-ত্রিতয়-মোহনম্ ॥ ১০৯

ভূর্জ পত্রে অথবা তাম্র, রজত ও কাঞ্চনাদিতে যথাবিধি এই যন্ত্র লিখিত হইয়া বাহুতে বিধৃত হইলে উহা নিত্য সর্বকাম ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ১০৪

পলাশ বৃক্ষের ফলকে (তক্তায়) এই যন্ত্র লিখিত হইয়া উত্তমরূপে সুসম্পন্ন হইলে ইহাকে গোস্থানে প্রোথিত করিবেন। ইহাতে সর্বদা গোগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১০৫

ভূর্জ পত্রে চতুর্দিকে সমূল চতুঃষষ্টি কোষ্ঠে বক্ষ্যমাণ শ্লোককে ঈশানাদি ও নৈর্ঋতাদিতে ক্রমে ক্রমে লিখিবেন। ইহা যশঃ, শ্রী, বিজয়-প্রদ সর্বতোভদ্র যন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১০৬

খদির কাষ্ঠের ফলকে এই যন্ত্র লিখিত ও সুসংস্কৃত হইয়া গোগণের গোষ্ঠে নিবেশিত হইলে উহা সবৎসা গাভীগণের রক্ষাকর হিতকর এবং চৌর ও মারীর নাশক। ১০৭

একাক্ষর কামমন্ত্র কথিত হইতেছে। ব্রহ্ম (ক) ভূমিতে (লকারে) সমাসীন (যুক্ত) হইলে এবং শান্তি ঈকার ও বিন্দু যুক্ত হইলে ক্লীং হয়। উহা ত্রিজগতের মোহকর মনোভূর (কামের) বীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১০৯

ঋষিঃ সম্মোহনঃ প্রোক্তো গায়ত্রং ছন্দঃ ঈরিতম্ ।
সর্ব-সম্মোহনঃ সাক্ষাদ্ দেবতা-মকরধ্বজঃ ।
বীজেন দীর্ঘযুক্তেন ষড়ঙ্গবিধিরীরিতঃ ॥ ১১০

জবারুণং রত্ন-বিভূষণাঢ্যং মীন-ধ্বজং চারু-কৃতাঙ্গরাগম্ ।
করাম্বুজৈরঙ্কুশমিক্ষু-চাপং পুষ্পাস্ত্র-পাশৌ দধতং ভজামি ॥ ১১১

লক্ষত্রয়ং জপেন্ মন্ত্রং মধুরত্রয়-সংযুতৈঃ ।
পুষ্পৈঃ কিংশুকজৈঃ ফুল্লৈর্জুহুয়াৎ তদ্ দশাংশতঃ ॥ ১১২
বক্ষ্যমাণে যজেৎ পীঠে বিধিনা মকরধ্বজম্ ।
মোহিনী ক্ষোভিণী ত্রাসা স্তম্ভিন্যাকর্ষিণী পুনঃ[1] ।
দ্রাবিণ্যুন্মাদিনী[2] ক্লিন্না ক্লেদিন্যঃ পীঠ-শক্তয়ঃ ॥ ১১৩
বীজাত্মমাসনং দত্ত্বা মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ।
অস্যাং সম্যগ্ যজেদ্ দেবং বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা ॥ ১১৪

এই মন্ত্রের সম্মোহন ঋষি কথিত হইয়াছেন। গায়ত্রী ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। সর্বসম্মোহন মকরধ্বজ সাক্ষাৎ দেবতা। (এই মন্ত্রের ককার বীজ, ঈকার শক্তি)। ষড় দীর্ঘযুক্ত ককার বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস বিধি কথিত হইয়াছে। ১১০

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—জবাপুষ্পের ন্যায় অরুণ বর্ণ, রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুন্দর অঙ্গরাগে সুসজ্জিত, বামের ঊর্ধ্ব হস্ত হইতে দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তে যথাক্রমে অঙ্কুশ ও ইক্ষু চাপ এবং পুষ্পাস্ত্র ও পুষ্পপাশ-ধারী মীনধ্বজকে ভজনা করি। ১১১

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবেন। মধুরত্রয় সংযুক্ত কিংশুক বৃক্ষের বিকশিত পুষ্পসমূহের দ্বারা জপের দশাংশ পরিমাণ হোম করিবেন। ১১২

বক্ষ্যমাণ পীঠে বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে মণ্ডূকাদি পরতত্ত্বান্তের পূজাপূর্বক পীঠ শক্তির পূজা করিয়া মকরধ্বজের পূজা করিবেন। মকরধ্বজের পীঠশক্তি হইতেছেন—মোহিনী, ক্ষোভিণী, ত্রাসা, স্তম্ভিনী, আকর্ষিণী, অনন্তর দ্রাবিণী, উন্মাদিনী, ক্লিন্না, ক্লেদিনী। ইহারা পীঠ শক্তি। ১১৩

ক্লীং কামযোগপীঠায় নমঃ এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিয়া মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। সেই মূর্ত্তিতে বক্ষ্যমাণ পদ্ধতিতে দেবতাকে সম্যগ্ভাবে পূজা করিবেন। ১১৪

১। প্রপঞ্চসারতন্ত্রে—পীঠশক্তির নাম ভিন্ন দেখা যায়। যথা—মোহনী ক্ষোভণী ত্রাসী স্তম্ভনাকর্ষণী তথা। ২। উন্মাদিনী স্থলে আহ্লাদিনী।

ইষ্ট্বাঽঙ্গাবরণং পূর্বং মধ্যে দিক্ষু যজেচ্ছরান্ ।
দ্রামাদ্যং শোষণং পূর্বং দ্রীমাদ্যং মোহনং ততঃ ॥ ১১৫
সন্দীপনাখ্যং ক্লীমাদ্যং ব্লূমাদ্যং তাপনং ততঃ ।
সর্গান্ত-ভৃগুণা ভূয়ো মাদনং পঞ্চমং ততঃ
প্রণাম বাণ-হস্তাস্তা ধ্যেয়াস্তা বাণদেবতাঃ ॥ ১১৬
সম্পূজ্যাত্তত্র মধ্যেষু শক্তয়োঽষ্টৌ যথাক্রমম্ ।
অনঙ্গরূপাঽঽদ্যাঽনঙ্গ মদনাঽনঙ্গ-মন্মথা ॥ ১১৭
অনঙ্গকুসুমা পশ্চাদনঙ্গমদনাতুরা[১] ।
অনঙ্গশিশিরাঽনঙ্গমেখলাঽনঙ্গদীপিকা ।
লীলাকমল-ধারিণ্যঃ স্মেরবক্ত্রাঃ সুশোভিতাঃ ॥ ১১৮
বহিঃ ষোড়শ-পত্রেষু পূজ্যাঃ ষোড়শ-শক্তয়ঃ ।
যুবতির্বিপ্রলব্ধাখ্যা জ্যোৎস্না শুভ্রর্মদদ্রবা ॥ ১১৯
সুরতা বারুণী লোলা কান্তিঃ সৌদামিনী পুনঃ ।
কামচ্ছত্রা চন্দ্ররেখা[২] শুক্লী[৩] স্যান্ মদনা পুনঃ ॥ ১২০

কর্ণিকাতে অঙ্গাবরণ দেবতার পূজা করিয়া দিক্‌সমূহে মধ্যে বাণগণকে পূজা করিবেন। প্রথমে দ্রাং বীজপূর্বক শোষণকে, তাহার পর দ্রীং বীজ পূর্বক মোহনকে, ক্লীং বীজপূর্বক সন্দীপনকে, তাহার পর ব্লূং বীজপূর্বক তাপনকে, তাহার পর মধ্যে সর্গান্ত (ঃ বিসর্গান্ত) ভৃগু পূর্বক অর্থাৎ সঃ বীজ-পূর্বক মাদনকে পূজা করিবেন। এক হস্তে প্রণাম, অপর হস্তে বাণধারী সেই বাণদেবতাগণকে ধ্যান করিবেন। ১১৫-১১৬

সেইখানে মধ্যস্থলে ক্লীং বীজ পূর্বক আটটি শক্তিকে যথাক্রমে পূজা করিবেন। সেই আটটি শক্তি হইতেছেন—(১) অনঙ্গরূপা (২) অনঙ্গমদনা (৩) অনঙ্গমন্মথা (৪) অনঙ্গকুসুমা (৫) অনন্তর অনঙ্গমদনাতুরা (৬) অনঙ্গ-শিশিরা (৭) অনঙ্গমেখলা (৮) অনঙ্গদীপিকা। ইঁহারা সকলেই লীলাকমল-ধারিণী স্মেরবক্ত্রা ও সুশোভিতা। ১১৭-১১৮

বাহে ষোড়শ পত্রের মধ্যে মায়াবীজ পূর্বক ষোড়শ শক্তির পূজা করিবেন। সেই ষোড়শ শক্তি হইতেছেন—(১) যুবতি (২) বিপ্রলব্ধা (৩) জ্যোৎস্না (৪) শুভ্র (৫) মদদ্রবা (৬) সুরতা (৭) বারুণী (৮) লোলা (৯) কান্তি (১০)

১। অনঙ্গকুসুমাতুরা। ২। চন্দ্রলেখা। ৩। শুক্লী—

জ্যোতির্মায়াবতী তাঃ স্যুঃ কহ্লার-বিলসৎ-করাঃ।
স্মেরবক্ত্রা যুবতয়ো মদ-বিভ্রম-মন্থরাঃ ॥ ১২১

দলাগ্রেষু পুনঃ পূজ্যাঃ স্মরস্য পরিচারকাঃ।
শোক-মোহৌ বিলাসোঽন্যো বিভ্রমো মদনাতুরঃ ॥ ১২২

অপত্রপো যুবা কামী চূতপুষ্পো রতিপ্রিয়ঃ।
গ্রীষ্মত্রপান্ত উর্জোঽন্যো হেমন্তঃ শিশিরো মদঃ ॥ ১২৩

ইক্ষু-কার্মুক-পুষ্পেষু-ধরা রক্তা সুভূষিতাঃ।
অপরাঙ্গ-নিষঙ্গাঢ্যা বনিতাসক্ত-মানসাঃ ॥ ১২৪

রতিপ্রিয়ানষ্ট-দিক্ষু যজেদষ্টৌ বিশিষ্টধীঃ।
পরভৃৎ-সারসৌ পশ্চাচ্ছুক-মেধাহ্বয়ৌ পুনঃ।
অপাঙ্গ-ভ্রূবিলাসৌ দ্বৌ হাব-ভাবৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১২৫

চতুরস্রস্য কোণেষু পূজ্যাস্তৎ-পরিচারিকাঃ।
মাধবী মালতী পশ্চাদ্ হরিণাক্ষী মদোৎকটা।
সিত-চামর-ধারিণ্যঃ সর্বাভরণ-ভূষিতাঃ ॥ ১২৬

সৌদামিনী (১১) কামজ্বরা (১২) চন্দ্ররেখা (১৩) শুক্লা (১৪) মদনা (১৫) জ্যোতিঃ (১৬) মায়াবতী। তাঁহারা সকলেই কহ্লারে উজ্জ্বল হস্তা স্মেরবক্ত্রা তরুণী ও মদবিভ্রমে মন্থরা। ১১৯ ১২১

অনন্তর দলের অগ্রসমূহে স্মরের পরিচারকগণের পূজা করিবেন। সেই পরিচারকগণ হইতেছেন—(১) শোক (২) মোহ (৩) বিলাস (৪) বিভ্রম (৫) মদনাতুর (৬) অপত্রপ (৭) যুবা (৮) কামী (৯) চূতপুষ্প (১০) রতিপ্রিয় (১১) গ্রীষ্ম (১২) ত্রপান্ত (১৩) উর্জ (১৪) হেমন্ত (১৫) শিশির (১৬) মদ। ১২২-১২৩

ইঁহারা সকলেই ইক্ষু-ধনুঃ ও পুষ্পবাণধারী রক্তবর্ণ সুন্দর ভূষণে ভূষিত পৃষ্ঠদেশে তূণীরধারী বনিতাসক্ত চিত্ত-বিশিষ্ট। ১২৪

বিশিষ্টমতি সাধক আটটি দিকে আট রতিপ্রিয়কে পূজা করিবেন। (১) পরভৃত (২) সারস (৩) শুক (৪) মেধা (৫) অপাঙ্গ (৬) বিলাস (৭) হাব (৮) ভাব—ইঁহারা সেই রতিপ্রিয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ১২৫

কোণ সমূহে তাঁহার মাধবী, মালতী, হরিণাক্ষী ও মদোৎকটা—এই

বাহ্যে লোকেশ্বরান্ পশ্চাৎ তদস্ত্রাণ্যর্চয়েৎ ক্রমাৎ।
ইত্থং যো ভজতে দেবং সুগন্ধি-কুসুমাদিভিঃ।
স ভবেদ্ লব্ধ-সৌভাগ্যো লক্ষ্ম্যা জিত-ধনেশ্বর ॥ ১২৭
অশোক-পুষ্পৈর্দধ্যক্তৈর্জুহুয়াদ্ দিবস-ত্রয়ম্।
অষ্টোত্তর-সহস্রং যো স ভবেদ্ জগতাং প্রিয়ঃ ॥ ১২৮
গব্যেনাজ্যেন জুহুয়ান্ মন্ত্রেণাষ্টোত্তরং শতম্।
সাধকেন্দ্রঃ সসম্পাতমর্চিতে হব্যবাহনে ॥ ১২৯
সম্পাতাজ্যেন বনিতা ভোজয়েদাত্মনঃ পতিম্।
অনয়া যদ্ যদাদিষ্টং তত্তৎ স কুরুতে সদা ॥ ১৩০
কন্যার্থী জুহুয়াল্লাজৈর্দধ্যক্তৈর্মণ্ডলান্তরে।
কন্যামিষ্টামবাপ্নোতি সাঽপি সৎপতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩১
কামোল্লাসিত-মধ্যমঙ্গ-বিলসৎ ষট্‌কোণমেতদ্ বহি-
র্গায়ত্রী-গুণবর্ণবদ্ বসুদলং মালামনোরক্ষরৈঃ।

চারিজন পরিচারিকাকে পূজা করিবেন। ইঁহারা সকলে শুক্ল চামর-ধারিণী ও সর্ব আভরণে ভূষিতা। ১২৬

অনন্তর দলবাহ্যে লোকপালগণকে ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহকে যথাক্রমে পূজা করিবেন। যিনি এইরূপে সুগন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা দেবতার আরাধনা করেন, তিনি সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যের দ্বারা কুবেরকেও জয় করেন অর্থাৎ তিনি কুবের অপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যশালী হন। ১২৭

যিনি তিনদিন দধিযুক্ত অশোক পুষ্প সমূহের দ্বারা হোম করেন, তিনি জগতের প্রিয় হন। ১২৮

সংস্কৃত অর্চিত বহ্নিতে সাধকশ্রেষ্ঠ পাত্রান্তরে সম্পাত করিতে করিতে এই মন্ত্রে গব্য ঘৃতের দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন। ১২৯

বনিতা নিজের পতিকে সম্পাত আজ্যের দ্বারা ভোজন করাইবেন। সেই বনিতা নিজ পতিকে যাহা যাহা করিতে বলিবেন, সেই পতি সর্বদা তাহা তাহা করেন। ১৩০

কন্যার্থী ব্যক্তি দধ্যক্ত লাজ সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে মণ্ডলের মধ্যে অভিলষিত কন্যা লাভ করেন। সেই কন্যাও সৎপতি লাভ করেন। ১৩১

কামদেবের যন্ত্র কথিত হইতেছে। ষট্‌কোণের মধ্যটি সাধ্য, সাধক কর্মনাম

ষট্-সংখ্যৈঃ সহিতাষ্ট-পত্র-সহিতং ক্ষোণীপুরেণাবৃতং
কোণ-ন্যস্ত-মনোভবেন কথিতং যন্ত্রং জগন্মোহনম্ ॥ ১৩২

কামদেবায়-শব্দান্তে বিদ্মহে ঙেঽন্তমীরয়েৎ ।
পুষ্পবাণং ধীমহি স্যাৎ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৩৩

নমোঽন্তে কামদেবায় বদেৎ সর্বজনং ততঃ ।
প্রিয়ায় সর্ববর্ণান্তে জন-সম্মোহনায় চ ॥ ১৩৪

জ্বলদ্বয়ং প্রজ্বলার্ণান্ বদেৎ সর্বজনস্য চ ।
হৃদয়ং মম শব্দান্তে বশং কুরু যুগং শিরঃ ।
মালামন্ত্রমিদং সাষ্ট-চত্বারিংশদ্ভিরক্ষরৈঃ ॥ ১৩৫

সাধ্যাখ্যা-পুটিতৈঃ স্মরৈঃ পরিবৃতং কামং লিখেন্ মধ্যতঃ
পশ্চাত্তার-বিকার-পঙ্কক-পরান্ নাসার্ঘি-ঝিণ্টীশ-যান্ ।

গর্ভ কামবীজের দ্বারা উল্লসিত এবং আগ্নেয়াদি ছয়টি কোণ কামের যড়ক্ষ মন্ত্র সমূহের দ্বারা বিলসিত হইবে। ইহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্মের মধ্যে বক্ষ্যমাণ কাম গায়ত্রীর তিন তিনটি বর্ণ লিখিয়া সেই দলের অগ্রসমূহে বক্ষ্যমাণ মালামন্ত্রের ছয় ছয়টী বর্ণ লিখিবেন। ভূপুর কোণে কামবীজ লিখিয়া সেই ভূপুরের দ্বারা আবৃত করিবেন। ইহা জগন্মোহন কামদেবের মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৩২

কামদেবের গায়ত্রী বলিতেছেন। কামদেবায় শব্দের অন্তে বিদ্মহে ও চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত পুষ্পবাণ অর্থাৎ পুষ্পবাণায় ও ধীমহি শব্দ উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ হইবে। তাহাতে হয়—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ। ১৩৩

কামদেবের মালামন্ত্র বলিতেছেন। নমঃ শব্দের অন্তে কামদেবায় বলিবেন। তাহার পর সর্বজন ও প্রিয়ায় বলিবেন। তাহার পর সর্ব এই বর্ণদ্বয়ের অন্তে জন-সম্মোহনায়, জ্বলদ্বয় ও প্রজ্বল বলিবেন। তাহার পর সর্বজনস্য হৃদয়ং মম এই শব্দের অন্তে বশং, কুরু দ্বয় ও শিরঃ (স্বাহা) বলিবেন। তাহাতে মন্ত্রটি হয়—নমঃ কামদেবায় সর্বজন-প্রিয়ায় সর্বজন-সম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল সর্বজন-হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা। আটচল্লিশ অক্ষরের দ্বারা এই মালামন্ত্র কথিত হইয়াছে। ১৩৪-১৩৫

অন্য যন্ত্র কথিত হইতেছে। মধ্যে অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় সাধ্য সাধক কর্ম নামের দ্বারা পুটিত কামবীজের দ্বারা পরিবৃত সাধ্য সাধক কর্ম সহিত কামবীজ

শূলাঢ্যাষ্ট দলেষু সাধু বিলিখেৎ তাম্বুল-পত্রোদরে
যন্ত্রং যা নিশি খাদয়েৎ কৃত-জপং বশ্যা ভবেৎ তস্য সা ॥ ১৩৬

কথিতং পুষ্পবাণস্য সাঙ্গোপাঙ্গ-সমর্চনম্ ।
সৌভাগ্য-কান্তি-বিভব-দার-পুত্র-সমৃদ্ধিদম্ ॥ ১৩৭

আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রান্ নিহত্য শঙ্খাসুরমত্যুদগ্রম্ ।
দত্তাঃ পুরা যেন পিতামহায় বিষ্ণুং তমাদ্যং ভজ মৎস্যরূপম্ ॥ ১৩৮

দিব্যামৃতার্থং মথিতে মহাব্ধৌ দেবাসুরাভ্যাং বাসুকি-মন্দরাভ্যাম্ ।
ভূমের্মহাবেগ-বিঘূর্ণিতায়াস্তং কূর্মমাধারগতং স্মরামি ॥ ১৩৯

সমুদ্র-কাঞ্চী সরিদুত্তরীয়া বসুন্ধরা-মেরু-কিরীট-ভারা ।
দংষ্ট্রাগ্রতো যেন সমুদ্ধৃতা ভূস্তমাদিকোলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৪০

লিখিবেন। তাহার পর শূলযুক্ত অষ্টদল পত্রে তার (ঈকার), বিকার অত্যয়র (অঃ), শক্ত দ্বিতীয় স্বর আ (পদ্মপাদাচার্য্যের মতে পঞ্চদশ স্বর অং) ক বায়ু যকার, সেইটী যে মকারের পরে, তাহাই কপর অর্থাৎ মকার এবং নাস্য ঙকার, অগ্নি অর্থাৎ ঊ, ঝিন্টিশ এ এবং যকে উত্তমরূপে লিখিবেন। তাম্বুল পত্রের মধ্যে যন্ত্র লিখিয়া তাহাতে মন্ত্র জপ করিয়া যে স্ত্রীলোককে রাত্রিতে খাওয়াইবেন, সে তাহার বশ হইবে। ১৩৬

সৌভাগ্য, কান্তি, বিভব, স্ত্রী, পুত্র ও সমৃদ্ধিপ্রদ পুষ্পবাণ কামদেবের অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত অর্চনাবিধি কথিত হইল। ১৩৭

বিষ্ণুমন্ত্র নিরূপণের অনন্তর ভক্ত শিষ্যের মনে দৃঢ় ভক্তি উৎপাদনের জন্য দশাবতারক্রমে বিষ্ণুর স্তুতি করিতেছেন। যে বিষ্ণু অতি উগ্র শঙ্খাসুরকে বধ করিয়া সমুদ্র হইতে বেদ সকল উদ্ধার করিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে সেই সকল বেদ পুরাকালে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মৎস্যরূপ প্রথমাবতার বিষ্ণুকে ভজনা করি। ১৩৮

দিব্য অমৃত লাভের জন্য দেবাসুর কর্ত্তৃক বাসুকি ও মন্দর পর্বতের দ্বারা মহাসমুদ্র মথিত হইলে যিনি মহাবেগে বিঘূর্ণিত পৃথিবীর আধার অর্থাৎ পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পৃথিবীর আধার কূর্মকে স্মরণ করি। ১৩৯

যে পৃথিবীর সমুদ্র কাঞ্চীস্বরূপ, নদীগুলি উত্তরীয় স্বরূপ, মেরুপর্বত কিরীটের ভার স্বরূপ, সেই বসুন্ধরাকে যিনি দন্তাগ্রের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই আদি বরাহের শরণ লইতেছি। ১৪০

ভক্তার্ত্তি-ভঙ্গ-ক্ষময়া ধিয়া যঃ স্তম্ভান্তরালাদুদিতো নৃসিংহঃ।
রিপুং সুরাণাং নিশিতৈর্নখাগ্রৈর্বিদারয়ন্তং ন চ বিস্মরামি ॥ ১৪১
চতুঃসমুদ্রাভরণা ধরিত্রী ন্যাসায় নালং চরণস্য যস্য।
একস্য নান্যস্য পদং সুরাণাং ত্রিবিক্রমং সর্বগতং স্মরামি ॥ ১৪২
ত্রিঃ সপ্তবারং নৃপতীন্ নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।
চকার দোর্দণ্ড-বলেন সম্যক্ তমাদিশূরং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ১৪৩
কুলে রঘূণাং সমবাপ্য জন্ম বিধায় সেতুং জলধের্জলান্তঃ।
লঙ্কেশ্বরং যঃ শময়াঞ্চকার সীতাপতিং তং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ১৪৪
হলেন সর্বানসুরান্ বিকৃষ্য চকার চূর্ণং মুষল-প্রহারৈঃ।
যঃ কৃষ্ণমাসাদ্য বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজে তং বলভদ্র-রামম্ ॥ ১৪৫
পুরা সুরাণামসুরান্ বিজেতুং সম্ভাবয়ন্ চীবর-চিহ্নবেশম্।
চকার যঃ শাস্ত্রমমোঘ-কল্পং তং মূলভূতং প্রণতোঽস্মি বুদ্ধম্ ॥ ১৪৬

যে নৃসিংহ ভক্তের আর্ত্তি নিবৃত্তির বুদ্ধিতে স্তম্ভের মধ্য হইতে উদিত হইয়া দেবশত্রু হিরণ্যকশিপুকে তীক্ষ্ণ নখাগ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিস্মরণ করি না। ১৪১

চতুঃসমুদ্রাভরণা ধরিত্রী যাঁহার একটি চরণ স্থাপনের জন্য পর্য্যাপ্ত নহে, অন্য দ্বিতীয় চরণ স্থাপনের জন্য সুরগণের লোকও যোগ্য নহে। সেই সর্বগত ত্রিবিক্রম বামনকে স্মরণ করি। ১৪২

যিনি ত্রি-সপ্তবার (একুশ বার) দোর্দণ্ড বলে দুষ্ট ক্ষত্রিয় নৃপতিগণকে হত্যা করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে রক্তময় তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই আদি বীর পরশুরামকে আমি ভক্তির সহিত প্রণাম করি।। ১৪৩

যিনি রঘুকুলে জন্ম লাভ করিয়া জলধির জলের মধ্যে সেতু রচনা করিয়া লঙ্কেশ্বর রাবণকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই সীতাপতি রামকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি। ১৪৪

যিনি কৃষ্ণকে সহায় পাইয়া বলীয়ান্ হইয়া হলের দ্বারা সমস্ত অসুরকে আকর্ষণ করিয়া মুষল প্রহারের দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই বলভদ্র রামকে ভক্তির সহিত ভজনা করি। ১৪৫

যিনি পুরাকালে সুরগণের বিরোধী অসুরগণকে জয় করিবার জন্য চীবর চিহ্ন বেশ (কৌপীন বেশ) ধারণ করিয়া অমোঘ-কল্প শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সেই মূলভূত বুদ্ধকে আমি প্রণাম করি। ১৪৬

কল্পাবসানে নিখিলৈঃ খুরৈঃ স্বৈঃ সংঘট্টয়ামাস নিমেষমাত্রাৎ।
যস্তেজসা নির্দহতীতি ভীমো বিশ্বাত্মকং তং তুরগং ভজামঃ ॥ ১৪৭

শঙ্খং সুচক্রং সুগদাং সরোজং দোর্ভির্দধানং গরুড়াধিরূঢ়ম্।
শ্রীবৎস-চিহ্নং জগদাদি-মূলং তমাল-নীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে ॥ ১৪৮

ক্ষীরাম্বুধৌ শেষ-বিশেষ-তল্পে শয়ানমন্তঃ স্মিত-শোভি-বক্ত্রম্।
উৎফুল্ল-নেত্রাম্বুজমম্বুজাভমাদ্যং শ্রুতীনামসকৃৎ স্মরামি ॥ ১৪৯

প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ম্।
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৫০

ইতি শ্রীশারদাতিলকে সপ্তদশঃ পটলঃ

যিনি কল্পের অবসানে নিজ খুরসমূহের দ্বারা নিমেষমাত্রে সঙ্ঘট্টন করিয়াছিলেন অর্থাৎ সকলকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। যিনি তেজের দ্বারা বিশ্বকে ভস্ম করিয়া ভীম (ভয়ঙ্কর) হইয়াছিলেন। সেই বিশ্বাত্মক তুরগকে আমরা ভজনা করি। ১৪৭

বাহু সমূহের দ্বারা শঙ্খ, সুচক্র, সুগদা ও পদ্মধারী গরুড়াধিরূঢ় শ্রীবৎস-ভূষিত জগতের আদিকারণ তমালনীল বিষ্ণুকে হৃদয়ে স্তুতি করি। ১৪৮

ক্ষীর সমুদ্রে নাগবিশেষ অনন্তের শরীর-শয্যার মধ্যে শয়ান ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুন্দর-বদন উৎফুল্ল নেত্র-পদ্ম অম্বুজাভ শ্রুতিসমূহের মূল শ্রীহরিকে বার বার স্মরণ করি। ১৪৯

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রাপ্তির জন্য জগন্ময় জগন্নাথ পুরুষোত্তমকে এই স্তুতি দ্বারা তোষিত করিবেন। ১৫০

শারদাতিলক তন্ত্রের সপ্তদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ পটলঃ

অথ বক্ষ্যে মহেশস্য মন্ত্রান্ সর্বসমৃদ্ধিদান্।
যৈঃ পূর্বমৃষয়ঃ প্রাপ্তা শিব-সাযুজ্যমঞ্জসা ॥ ১

হৃদয়ং বপরং সাক্ষি শান্তোঽনন্তান্বিতো মরুৎ।
পঞ্চাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তস্তারাদ্যোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ ॥ ২

বামদেবো মুনিশ্ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিরীশোঽস্য দেবতা।
ষড়্‌ভির্বর্ণৈঃ ষড়ঙ্গানি কুর্য্যান্মন্ত্রস্য দেশিকঃ ॥ ৩

মন্ত্র-বর্ণাদিকা ন্যস্যেৎ পঞ্চমূর্ত্তীর্যথাক্রমম্।
তর্জনী-মধ্যয়োরন্ত্যানামিকাঙ্গুষ্ঠকে পুনঃ ॥ ৪

তাঃ স্যুস্তৎ-পুরুষাঘোর-সদ্যো-বামেশ-সংজ্ঞকাঃ।
বক্ত্র-হৃৎ-পাদ-গুহ্যেষু নিজ-মূর্দ্ধনি তাঃ পুনঃ ॥ ৫

প্রাগ্-যাম্য-বারুণোদীচ্য-মধ্য-বক্ত্রেষু পঞ্চসু।

যে মন্ত্র সমূহের দ্বারা ঋষিগণ পূর্বে শিব-সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুমন্ত্র কথনের অনন্তর সর্বসমৃদ্ধিপ্রদ মহেশের সেই মন্ত্র সমূহ বলিতেছি। ১

শিব মন্ত্র উদ্ধার করিতেছেন। প্রথমে হৃদয় (নমঃ), তাহার পর অক্ষি-যুক্ত (ইকার যুক্ত) বপর শ অর্থাৎ শি, তাহার পর অনন্তান্বিত (আকার যুক্ত) শান্ত ব অর্থাৎ বা, তাহার পর মরুৎ য়। শিবের নমঃ শিবায় এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। এইটি প্রণবাদি হইলে ষড়ক্ষর হয়। ২

এই মন্ত্রের বামদেব ঋষি, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, ঈশ (শিব) দেবতা। (এই মন্ত্রের আদ্য (প্রণব) বীজ, উমা শক্তি)। দেশিক মন্ত্রের ছয়টি বর্ণের দ্বারা ষড়ঙ্গের ন্যাস করিবেন। ৩

তাহার পর দেশিক প্রণবাদি প্রতি মন্ত্র বর্ণকে আদিতে দিয়া যথাক্রমে তর্জনী, মধ্যমা, কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠে চতুর্থী বিভক্তি-যুক্ত ও নমোঽন্ত পঞ্চ মূর্ত্তিকে ন্যাস করিবেন। ৪

সেই মূর্ত্তি সমূহ হইতেছে—তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব ও ঈশান। তাঁহাদিগকে পুনরায় মুখে, হৃদয়ে, পাদদ্বয়ে, গুহ্যে ও নিজ মস্তকে ন্যাস করিবেন। ৫

তাহার পর নিজ মস্তকে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য—এই পাঁচটি স্থানে পূর্ববৎ প্রকারে পাঁচটি মূর্ত্তিকে ন্যাস করিবেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে

মন্ত্রাঙ্গানি ন্যসেৎ পশ্চাজ্ জাতিযুক্তানি ষট্ ক্রমাৎ ॥ ৬
কুর্বীত গোলকন্যাসং রক্ষায়ৈ তদনন্তরম্ ।
হৃদি বক্ত্রে'ংসয়োরূর্বোঃ কণ্ঠে নাভৌ দ্বি-পার্শ্বয়োঃ ॥ ৭
পৃষ্ঠে হৃদি ততো মূর্ধ্নি বদনে নেত্রয়োর্নসোঃ ।
দোঃ-পৎ-সন্ধিষু সাগ্রেষু বিন্যসেৎ তদনন্তরম্ ॥ ৮
শিরো-বদন-হৃৎ-কুক্ষি-সোরু-পাদদ্বয়ে পুনঃ ।
হৃদি বক্ত্রাম্বুজে টঙ্কে মৃগাভয়-বরেষথ ॥ ৯
বক্ত্রাংস-হৃৎ-সপাদোরু-জঠরেষু ক্রমান্ ন্যসেৎ ।
মূলমন্ত্রস্য ষড়্ বর্ণান্ যথাবদ্ দেশিকোত্তমঃ ॥ ১০
মূর্ধ্নি ভালোদরাংসেষু হৃদয়ে তাঃ পুনর্ন্যসেৎ ।
পশ্চাদনেন মন্ত্রেণ কুর্বীত ব্যাপকং সুধীঃ ॥ ১১

ওঁ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ নং শিরসে স্বাহা ওঁ মং শিখায়ৈ বষট্ ইত্যাদি মন্ত্রে জাতি যুক্ত ছয়টি মন্ত্রাঙ্গের ন্যাস করিবেন। ৬

তাহার পর রক্ষার জন্য দশাবৃত্তিময় গোলক ন্যাস করিবেন। দেশিকোত্তম ক্রমে ক্রমে মূলমন্ত্রের প্রণবাদি ছয়টী মূল মন্ত্রের বর্ণকে তত্তৎ অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয়ে, বক্ত্রে, অংসদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে, (১ আবৃত্তি), কণ্ঠে, নাভিতে, পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, হৃদয়ে (২য় আবৃত্তি), তাহার পর মস্তকে, বদনে, নেত্রদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে (৩য় আবৃত্তি), অগ্রের সহিত অর্থাৎ হস্তাগ্র ও পাদাগ্রের সহিত হস্ত ও পাদের সন্ধি সমূহে অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির মধ্যসন্ধির পাঁচটি সন্ধি ও অগ্রে (৪র্থ আবৃত্তি), ঐরূপ বামহস্তের অঙ্গুলির মধ্য সন্ধির সহিত পাঁচটি সন্ধিতে ও অগ্রে (৫ম আবৃত্তি), ঐরূপ দক্ষিণ পাদের পাঁচটি সন্ধি ও অগ্রে (৬ষ্ঠ আবৃত্তি) ; ঐরূপ বাম পাদের পাঁচটি সন্ধি ও অগ্রে (৭ম আবৃত্তি) ন্যাস করিবেন। ৭-৮

তাহার পর মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, কুক্ষিতে, উরু সহিত দক্ষিণ পাদে ও বাম পাদে (৮ম আবৃত্তি) ; হৃদয়ে, মুখপদ্মে ও নিজের শরীরে হস্ত চতুষ্টয় ভাবনা করিয়া তাহার টঙ্ক (পরশু), মৃগ, বর ও অভয়স্থানে (৯ম আবৃত্তি), মুখে, অংসদ্বয়ে, হৃদয়ে, পাদের সহিত উরুতে ও জঠরে ন্যাস করিবেন। ৯-১০

তাহার পর দেশিকোত্তম মস্তকে, ললাটে, উদরে, অংসে ও জঠরে সেই মূর্তিসকল যথাবৎ পুনরায় ন্যাস করিবেন। সুধী সাধক পরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিবেন। ১১

নমোঽস্তু স্থাণুরূপায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে।
চতুর্মূর্ত্তি-বপুশ্ছায়াভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে।
এবং ন্যস্ত-শরীরোঽসৌ চিন্তয়েৎ পার্বতীপতিম্ ॥ ১২

ধ্যায়েন্ নিত্যং মহেশং রজত-গিরি-নিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্বরূপং[১] নিখিলভয়-হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥ ১৩

তত্ত্বলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং দীক্ষিতঃ শৈববর্ত্মনা।
তাবৎ সংখ্যা-সহস্রাণি জুহুয়াৎ পায়সৈঃ শুভৈঃ।
ততঃ সিদ্ধো ভবেন্ মন্ত্রঃ সাধকাভীষ্ট-সিদ্ধিদঃ ॥ ১৪

দেবং সম্পূজয়েৎ পীঠে বামাদি-নবশক্তিকে।
বামা জ্যেষ্ঠা ততো রৌদ্রী কালী কল-পদাদিকা ॥ ১৫

ব্যাপক ন্যাসের মন্ত্র হইতেছে—ওঁ নমোঽস্তু স্থাণু-রূপায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে চতুর্মূর্ত্তি-বপুশ্ছায়াভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে। এই সাধক ন্যস্তশরীর হইয়া এইরূপে (বক্ষ্যমাণরূপে) পার্বতীপতিকে ধ্যান করিবেন। ১২

এই ধ্যানের অর্থ হইতেছে—রজতগিরির ন্যায় শুভ্র দেহ, সুন্দর চন্দ্রযুক্ত কিরীটধারী রত্নভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ, দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্তে পরশু মুদ্রা, বামের ঊর্ধ্ব-হস্তে মৃগমুদ্রা, দক্ষিণের অধো হস্তে বরমুদ্রা ও বামের অধো হস্তে অভয়-মুদ্রাধারী প্রসন্ন, শ্বেতপদ্মাসীন, চতুর্দিকে দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিত ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত বিশ্বের আদিকারণ বিশ্বরূপ নিখিল ভয়হর পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র মহেশকে নিত্য ধ্যান করিবেন। ১৩

কামিকাদি শৈবতন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে দীক্ষিত সাধক পুরশ্চরণে তত্ত্ব লক্ষ (২৪ লক্ষ) মন্ত্র জপ করিবেন। হুং ফট্ মন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষিত সুন্দর পায়সের দ্বারা তাবৎ সংখ্যক সহস্র (২৪ সহস্র) হোম করিবেন। তাহাতে মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া সাধকের অভীষ্টসিদ্ধি-প্রদ হয়। ১৪

বামাদি নবশক্তিযুক্ত পীঠে দেবতাকে পূজা করিবেন। সেই নব শক্তি হইতেছেন—বামা, জ্যেষ্ঠা, তাহার পর রৌদ্রী, কালী, কলপদাদি বিকরিণী

১। বিশ্ববীজমিতি কচিৎ পুস্তকে পাঠঃ।

বিকরিণ্যাহ্বয়া প্রোক্তা বলাদ্যা বিকরিণ্যথ ॥
বলপ্রমথনী পশ্চাৎ সর্বভূতদমন্যথ ।
মনোন্মনীতি সংপ্রোক্তাঃ শৈবপীঠস্য শক্তয়ঃ ॥ ১৬
নমো ভগবতে পশ্চাৎ সকলাদি বদেৎ পুনঃ ।
গুণাত্মশক্তি-যুক্তায় ততোঽনন্তায় তৎপরম্ ।
যোগপীঠাত্মনে ভূয়ো নমস্তারাদিকো মনুঃ ॥ ১৭
অমুনা মনুনা দত্ত্বাদাসনং গিরিজাপতেঃ ।
মূর্ত্তিং মূলেন সংকল্প্য তত্রাবাহ্য যজেচ্ছিবম্ ॥ ১৮
কর্ণিকায়াং যজেন্ মূর্ত্তীরীশমীশান-দিগ্‌গতম্ ।
শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশং দিক্ষু তৎপুরুষাদিকাঃ ॥ ১৯
পীতাঞ্জন-শ্বেত-রক্তাঃ প্রধান-সদৃশায়ুধাঃ ।
চতুর্বক্ত্র-সমাযুক্তা যথাবৎ সংপ্রপূজয়েৎ ॥ ২০
কোণেম্বর্চ্যাঃ নিবৃত্ত্যাদ্যাস্তেজোরূপাঃ কলাঃ ক্রমাৎ ।
অঙ্গানি কেসরস্থানি বিঘ্নেশান্ পত্রগান্ যজেৎ ॥ ২১

অর্থাৎ কলবিকরিণী, বলপদাদি বিকরিণী অর্থাৎ বলবিকরিণী, বলপ্রমথনী, সর্বভূত-দমনী ও মনোন্মনী। ইঁহারা শৈবপীঠের শক্তি কথিত হইয়াছেন। ১৫-১৬

পীঠমন্ত্র বলিতেছেন—প্রথমে নমো ভগবতে বলিয়া পরে আদিতে সকল পদ পরে গুণাত্ম-শক্তি-যুক্তায় বলিবেন। তাহার পর অনন্তায়, তাহার পর যোগপীঠাত্মনে পুনরায় নমঃ বলিবেন। এই মন্ত্র তারাদি হইবে। তাহাতে এই মন্ত্রটি হয়—ওঁ নমো ভগবতে সকল-গুণাত্মশক্তি-যুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ। ১৭

এই মন্ত্রের দ্বারা আসন দিবেন। মূলমন্ত্রের দ্বারা গিরিজাপতির মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্ত্তিতে শিবকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। ১৮

কর্ণিকায় ও দিক্‌সমূহে মূর্ত্তিসকলকে পূজা করিবেন। ঈশান দিগ্‌গত শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ পঞ্চম ঈশকে পূর্ববৎ পূজা করিবেন। দিক্‌সমূহে পীত, অঞ্জন, শ্বেত ও রক্তবর্ণা প্রধান মূর্ত্তির সদৃশ আয়ুধধারিণী চতুর্বদন তৎপুরুষ প্রভৃতি চারিটি মূর্ত্তিকে যথাবৎ প্রণবাদি মন্ত্রবর্ণ আদিতে দিয়া পূজা করিবেন। ১৯-২০

আগ্নেয়াদি কোণসমূহে দ্বিতীয় পটলোক্তা তেজোরূপা নিবৃত্তি প্রভৃতি চারিটি কলা ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। কেসরস্থানে অঙ্গসমূহের পূজা করিবেন। পত্রগত বিঘ্নেশগণকে পত্রসমূহে পূজা করিবেন। ২১

অনন্তং সূক্ষ্মনামানং শিবোত্তমমনন্তরম্ ।
একনেত্রমেকরুদ্রং ত্রিনেত্রং তদনন্তরম্ ॥ ২২
পশ্চাচ্ছ্রীকণ্ঠ-নামানং শিখণ্ডিনমনন্তরম্ ।
রক্ত-পীত-সিতারক্ত-কৃষ্ণ-রক্তাঞ্জনাসিতান্ ॥ ২৩
কিরীটার্পিত-বালেন্দূন্ পদ্মস্থান্ ভূষণান্বিতান্ ।
ত্রিনেত্রান্ শূল-বজ্রাস্ত্র-চাপ-হস্তান্ মনোহরান্ ॥ ২৪
উত্তরাদি যজেৎ পশ্চাদুমাং চণ্ডেশ্বরং পুনঃ ।
ততো নন্দি-মহাকালৌ গণেশ-বৃষভৌ পুনঃ ॥ ২৫
অথ ভৃঙ্গরীটিং স্কন্দমেতান্ পদ্মাসন-স্থিতান্ ।
স্বর্ণ-তোয়ারুণ-শ্যাম-মুক্তেন্দু-সিত-পাটলান্ ॥ ২৬
ইন্দ্রাদয়স্ততঃ পূজ্যা বজ্রাদ্যায়ুধ-সংযুক্তাঃ ।
ইত্থং সম্পূজয়েদ্ দেবং সহস্রং নিত্যশো জপেৎ ।
সর্বপাপ-বিনির্মুক্তঃ প্রাপ্নুয়াদ্ বাঞ্ছিতাং শ্রিয়ম্ ॥ ২৭
দ্বিসহস্রং জপেদ্ রোগান্ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।
ত্রিসহস্রং জপেন্ মন্ত্রং দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮

বিদ্যেশগণ হইতেছেন—অনন্ত, সূক্ষ্ম, শিবোত্তম, অনন্তর একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিনেত্র, তাহার পর শ্রীকণ্ঠ, অনন্তর শিখণ্ডী। ইঁহারা যথাক্রমে রক্ত, পীত, সিত, আরক্ত, কৃষ্ণ, রক্ত, অঞ্জন ও অসিত বর্ণ, মুকুটস্থিত বালেন্দুধারী, পদ্মোপবিষ্ট ভূষণে ভূষিত ত্রিনেত্র শূল, বজ্র, অস্ত্র (বাণ) ও চাপহস্ত মনোহর। ২২-২৪

অনন্তর উত্তরাদি দিক্ ক্রমে উমা ও চণ্ডেশ্বর, তাহার পর পুনরায় নন্দী ও মহাকাল, অনন্তর গণেশ ও বৃষভ, অনন্তর ভৃঙ্গরীটি ও স্কন্দ—এই সকল দেবতাকে পূজা করিবেন। ইঁহারা যথাক্রমে স্বর্ণ, তোয়, অরুণ, শ্যাম, মুক্তা, ইন্দু, সিত ও পাটল বর্ণ ও পদ্মাসনে উপবিষ্ট। ২৫-২৬

তাহার পর বজ্রাদি আয়ুধবিশিষ্ট ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিবেন। এই প্রকারে দেবতাকে পূজা করিবেন। প্রত্যেক দিন সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আকাঙ্ক্ষিত ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ২৭

প্রতি দিন দুই সহস্র জপ করিবেন। ইহাতে রোগ হইতে মুক্ত হইবেন। এ বিষয়ে সংশয় নাই। প্রতি দিন তিন হাজার মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিবেন। ২৮

সহস্রবৃদ্ধ্যা প্রজপন্ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
আজ্যান্বিতৈস্তিলৈঃ শুদ্ধৈর্জুহুয়াল্লক্ষমাদরাৎ ॥ ২৯
উৎপাত-জনিতান্ ক্লেশান্ নাশয়েন্ নাত্র সংশয়ঃ।
শতলক্ষং জপেৎ সাক্ষাচ্ছিবো ভবতি মানবঃ ॥ ৩০
ষড়ক্ষরঃ শক্তি-রুদ্ধঃ কথিতোঽষ্টাক্ষরো মনুঃ।
ঋষিশ্ছন্দঃ পুরা প্রোক্তো দেবতা স্যাদুমাপতিঃ ॥
অঙ্গানি পূর্বমুক্তানি সোমমীশং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩১

বন্ধুকাভং ত্রিনেত্রং শশি-শকল-ধরং স্মেরবক্ত্রং বহস্তৈঃ
হস্তৈঃ শূলং কপালং বরদমভয়দং চারুহাসং নমামি।
বামোরুত্তুঙ্গায়াঃ করতল-বিলসচ্চারু-রক্তোৎপলায়া
হস্তেনাশ্লিষ্ট-দেহং মণিময়-বিলসদ্-ভূষণায়াঃ প্রিয়ায়াঃ ॥ ৩২

মনুলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং তৎসহস্রং যথাবিধি।
জুহুয়ান্ মধুরাসিক্তৈরারগ্বধ-সমিদ্‌বরৈঃ ॥ ৩৩

সহস্র বৃদ্ধি করিয়া এই মন্ত্র জপ করিলে সমস্ত কাম্য বিষয় লাভ করেন। আদরের সহিত আজ্য-যুক্ত শুদ্ধ তিলের দ্বারা লক্ষ হোম করিবেন। ইহা উৎপাত জনিত ক্লেশকে নাশ করে। এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে মানব শত লক্ষ এই মন্ত্র জপ করে, সে মানব সাক্ষাৎ শিব হয়। ২৯-৩০

মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে। শক্তি দ্বারা রুদ্ধ (পুটিত) শিবের ষড়ক্ষর মন্ত্রই অষ্টাক্ষর মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। পূর্ব প্রোক্ত ঋষি ও ছন্দঃই এই মন্ত্রের ঋষি ও ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। উমাপতি এই মন্ত্রের দেবতা হইতেছেন। অঙ্গন্যাস পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। উমার সহিত ঈশ্বরকে ধ্যান করিবেন।৩১

সেই ধ্যানের অর্থ হইতেছে—বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ ত্রিনেত্র চন্দ্রকলাধর ঈষদ্ হাস্যবদন দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্ব হস্তে শূল কপাল, দক্ষিণ ও বামের অধো হস্তে বর ও অভয় বহনকারী মনোহর হাস্য যুক্ত বাম উরুস্তম্ভে উপবিষ্ট বাম-করতলে প্রস্ফুটিত মনোহর রক্তোৎপল-ধারিণী মণিময় উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিতা প্রিয়ার দক্ষিণ হস্তে আলিঙ্গিতদেহ উমাপতিকে ধ্যান করি।৩২

পুরশ্চরণে মনু (চতুর্দশ) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। যথাবিধি তান্ত্রিক সংস্কৃত বহ্নিতে মধুরাপ্লুত আরগ্বধ বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ সমিধ্ সমূহের দ্বারা চতুর্দশ সহস্র হোম করিবেন।৩৩

প্রাক্-প্রোক্তে পূজয়েৎ পীঠে গন্ধপুষ্পৈরুমাপতিম্ ।
অঙ্গাবৃতীর্বহিঃ পূজ্যা হৃল্লেখাদ্যা যথাপুরা ।
মধ্য-প্রাগ্-দক্ষিণোদীচ্য-পশ্চিমেষু বিধানতঃ ॥ ৩৪

হৃল্লেখা গগনা রক্তা চতুর্থী তু করালিকা ।
মহোচ্ছুষ্মা ক্রমাদেতাঃ পঞ্চভূত-সমপ্রভাঃ ॥ ৩৫

পাশাঙ্কুশ-বরাভীতি-ধারিণ্যোঽমিত-ভূষণাঃ ।
যজেৎ পূর্বাদি-পত্রেষু বৃষভাদ্যাননুক্রমাৎ ॥ ৩৬

হিমালয়াভং বৃষভং তীক্ষ্ণশৃঙ্গং ত্রিলোচনম্ ।
সর্বাভরণ-সন্দীপ্তং সাক্ষাচ্ছন্দঃ-স্বরূপিণম্ ॥ ৩৭

কপাল-শূল-বিলসৎ-করং কালঘন-প্রভম্ ।
ক্ষেত্রপালং ত্রিনয়নং দিগম্বরমথার্চয়েৎ ॥ ৩৮

শূল-টঙ্কাক্ষ-বলয়ং কমণ্ডলু-লসৎ-করম্ ।
রক্তাকারং ত্রিনয়নং-চণ্ডেশমথ পূজয়েৎ ॥ ৩৯

পূর্বপ্রোক্ত পীঠে গন্ধ পুষ্প দ্বারা উমাপতিকে পূজা করিবেন। বহির্ভাগে অঙ্গাবরণ দেবতার পূজা করিবেন। কর্ণিকা মধ্যে পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিক্‌ভাগে বিধি অনুসারে পূর্বের ন্যায় নবম পটলোক্ত স্বরবীজ পূর্বক হৃল্লেখা প্রভৃতিকে পূজা করিবেন।৩৪

হৃল্লেখা প্রভৃতি হইতেছেন—হৃল্লেখা, গগনা, রক্তা, চতুর্থী করালিকা ও মহোচ্ছুষ্মা। ইঁহারা যথাক্রমে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা, পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়ধারিণী অপরিমিত ভূষণে ভূষিতা। পূর্বাদি পত্রসমূহে বৃষভ প্রভৃতিকে অনুক্রমে পূজা করিবেন। ৩৫-৩৬

এক একটি শ্লোকে ধ্যানপূর্বক অনুক্রম বলিতেছেন। বৃষভ ধ্যানের অর্থ হইতেছে—হিমালয়ের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ ত্রিলোচন সমস্ত আভরণে সন্দীপ্ত সাক্ষাৎ বেদ-স্বরূপী বৃষভকে পূজা করিবেন। ৩৭

অনন্তর কপাল ও শূলে শোভিত-হস্ত কালঘন-প্রভ ত্রিনয়ন দিগম্বর ক্ষেত্র-পালকে পূজা করিবেন। ৩৮

অনন্তর শূল, টঙ্ক (পরশু), অক্ষবলয় ও কমণ্ডলুতে শোভিত-হস্ত রক্তাকার ত্রিনয়ন চণ্ডেশকে পূজা করিবেন। ৩৯

চক্র-শঙ্খাভয়াভীষ্ট-করাং মরকত-প্রভাম্ ।
দুর্গাং প্রপূজয়েৎ সৌম্যাং ত্রিনেত্রাং চারু-ভূষণাম্ ॥ ৪০
কল্পশাখাং রত্ন-ঘণ্টাং দধানং দ্বাদশেক্ষণম্ ।
বালার্কাভং শিশুং কান্তং ষণ্মুখং পূজয়েৎ ততঃ ॥ ৪১
নন্দিনং পূজয়েৎ সৌম্যং রত্নভূষণ-মণ্ডিতম্ ।
পরশ্বেণ-বরাভীতি-ধারিণং শ্যাম-বিগ্রহম্ ॥ ৪২
পাশাঙ্কুশ-বরাভীষ্ট-ধারিণং কুঙ্কুম-প্রভম্ ।
বিঘ্ননায়কমভ্যর্চ্চে‌্ চন্দ্রার্দ্ধ-কৃত-শেখরম্ ॥ ৪৩
শ্যামং রক্তোৎপল-করং বামাঙ্ক-ন্যস্ত-তৎকরম্ ।
ত্রিনেত্রং রক্তবস্ত্রাঢ্যং সেনাপতিমথার্চয়েৎ ॥ ৪৪
ততোঽষ্টমাতরঃ পূজ্যা ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ প্রোক্তলক্ষণাঃ ।
ইন্দ্রাদিকান্ লোকপালান্ স্বস্বদিক্ষু সমর্চয়েৎ ।
বজ্রাদীনি তদস্ত্রাণি তদ্বহিঃ ক্রমশোঽর্চয়েৎ ॥ ৪৫
এবং যো ভজতে মন্ত্রী দেবেশং তমুমাপতিম্ ।
স ভবেৎ সর্বলোকানাং প্রিয়ঃ সৌভাগ্য-সম্পদাম্ ॥ ৪৬

অনন্তর শঙ্খ, চক্র, অভয় ও বরদ-হস্তা মকরত মণিতুল্য প্রভাবিশিষ্টা সৌম্যা ত্রিনেত্রা চারুভূষণা দুর্গাকে পূজা করিবেন। ৪০

অনন্তর কল্পশাখা ও রত্নঘণ্টাধারী দ্বাদশনেত্র বালার্কতুল্য প্রভা-বিশিষ্ট শিশু কমনীয় ষণ্মুখকে পূজা করিবেন। ৪১

অনন্তর সৌম্য রত্নভূষণে ভূষিত পরশু, মৃগ, বর ও অভয়ধারী শ্যামবিগ্রহ (শরীর) নন্দীকে পূজা করিবেন। ৪২

অনন্তর পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়ধারী কুঙ্কুমপ্রভ অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত মুকুটধারী বিনায়ককে পূজা করিবেন। ৪৩

অনন্তর শ্যামবর্ণ রক্তোৎপল-হস্ত বামাঙ্কে (বামক্রোড়ে) ন্যস্তহস্ত ত্রিনেত্র রক্তবস্ত্র পরিহিত সেনাপতিকে অর্চনা করিবেন। ৪৪

অনন্তর পত্রের অগ্রভাগসমূহে পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্ম্যাদি অষ্ট মাতার পূজা করিবেন। স্ব স্ব দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে ক্রমে ক্রমে লোকপালগণের বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিবেন। ৪৫

যে মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই প্রকারে সেই উমাপতিকে ভজনা করেন, তিনি সর্বত্র লোকের প্রিয় ও সৌভাগ্য সম্পদের অধিকারী হন। ৪৬

সান্তঃ সন্তান্ত-সংযুক্তো বিন্দু-ভূষিত-মস্তকঃ।
প্রাসাদাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং সর্ব-সিদ্ধিদঃ ॥ ৪৭

বামদেবো মুনিশ্ছন্দঃ পঙ্‌ক্তির্দেবঃ সদাশিবঃ।
ষড়্‌দীর্ঘ-যুক্ত-বীজেন ষড়ঙ্গ-বিধিরীরিতঃ ॥ ৪৮

ঈশানাদীর্ন্যসেন্ মূর্ত্তীরঙ্গুষ্ঠাদিষু দেশিকঃ।
ঈশানাখ্যং তৎপুরুষমঘোরং তদনন্তরম্।
বামদেবাহ্বয়ং সন্তঃ আসাং বীজং ক্রমাদ্ বিদুঃ ॥ ৪৯

ওকারাদ্যৈঃ পঞ্চ হ্রস্বৈর্বিলোমাৎ সংযুক্তং বিয়ৎ।
তত্তদঙ্গুলিভির্ভূয়স্তৎ-তদ্-বীজাদিকা ন্যসেৎ ॥ ৫০

শিরো-বদন-হৃদ্-গুহ্য-পাদদেশে তথা ক্রমাৎ।
ঊর্দ্ধ-প্রাগ্-দক্ষিণোদীচ্য-পশ্চিমেষু মুখেষু তাঃ ॥ ৫১

সান্ত হ সন্তান্ত ঔকার দ্বারা যুক্ত এবং মস্তকে বিন্দুভূষিত হইলে প্রাসাদ নামক মন্ত্র হয়। উহা ভজনাকারিগণের সমস্ত সিদ্ধিপ্রদ কথিত হইয়াছে। ৪৭

এই মন্ত্রের বামদেব ঋষি, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ ও সদাশিব দেবতা। (হং বীজ ও ঔং শক্তি)। ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত মূল মন্ত্রের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাসের বিধি কথিত হইয়াছে। ৪৮

দেশিক অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিসমূহে ঈশানাদি মূর্ত্তিসমূহের ন্যাস করিবেন। সেই ঈশানাদি মূর্ত্তি হইতেছেন—ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর অনন্তর বামদেব ও সদ্যোজাত। ক্রমে ক্রমে ইঁহাদের বীজগুলিকে জানিবেন। ৪৯

ওকারাদি ঔ এ উ ই অ এই পাঁচটি হ্রস্বস্বরের সহিত বিলোমে বিয়ৎ হ সংযুক্ত হইলে ঈশানাদির বীজ হয় অর্থাৎ ঈশানের বীজ হোং, তৎপুরুষের বীজ হেং, অঘোরের বীজ হুং, বামদেবের বীজ হিং, সদ্যোজাতের বীজ হং। পুনরায় যে যে বীজপূর্ব্বক সেই সেই মূর্ত্তির ন্যাস হইয়াছে, সেই সেই অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পাদদেশে অর্থাৎ সমষ্টি অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা মস্তকে, সাঙ্গুষ্ঠ তর্জনী দ্বারা বদনে, সাঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা দ্বারা হৃদয়ে, সাঙ্গুষ্ঠ অনামিকা দ্বারা গুহ্যে ও সাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠা দ্বারা পাদদেশে যথাক্রমে ঈশানাদি পঞ্চ-মূর্ত্তির ন্যাস করিবেন। এইরূপ ঊর্দ্ধমুখ, পূর্ব্বমুখ, দক্ষিণমুখ, উত্তরমুখ ও পশ্চিমমুখে ক্রমে ক্রমে সেই মূর্ত্তিগুলিকে পূর্ব্ববৎ ন্যাস করিবেন। ৫০-৫১

ততঃ প্রবিন্যসেদ্ বিদ্বানষ্টত্রিংশৎ-কলাস্তনৌ।
ঈশানাদ্যা ঋচঃ সম্যগঙ্গুলীষু যথাক্রমম্ ॥ ৫২
অঙ্গুষ্ঠাদি-কনিষ্ঠান্তং ন্যসেদ্ দেশিক-সত্তমঃ।
মূর্দ্ধাস্য-হৃদয়াম্ভোজ-গুহ্য-পাদেষু তাঃ পুনঃ।
বক্ত্রেষূর্ধ্বাদি বিন্যস্যেদ্ ভূয়োঽঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫৩
তার-পঞ্চকমুচ্চার্য্য সর্বজ্ঞায় হৃদীরিতম্।
অমৃত-তেজোমালিনি তৃপ্তায়েতি পদং পুনঃ ॥ ৫৪
তদন্তে ব্রহ্মশিরসে শিরোঽঙ্গং জ্বলিতং ততঃ।
শিখিশিখায় পরতোঽনাদিবোধায় তচ্ছিখা ॥ ৫৫

তাহার পর বিদ্বান্ সাধক দেহে অষ্টত্রিংশৎ কলার ন্যাস করিবেন। দেশিকশ্রেষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত অঙ্গুলিসমূহে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি যোগ করিয়া তৈত্তিরীয় শাখা, নারায়ণোপনিষৎ পঠিত ঈশানাদি পাঁচটি ঋক্ সম্যক্‌রূপে ন্যাস করিবেন। অনন্তর মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পাদে সেই ঋগ্‌গুলি ক্রমে ক্রমে ন্যাস করিবেন। তাহার পর ঊর্ধ্বাদি পাঁচটি মুখে ক্রমে ক্রমে সেই ঋগ্‌গুলিকে ন্যাস করিবেন। পুনরায় অঙ্গরূপ ষড়ঙ্গমন্ত্রের ন্যাস করিবেন। ৫২-৫৩

বিবৃতি। তৈত্তিরীয় শাখা পঠিত পাঁচটি ঋক্ হইতেছে—(১) ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি ব্র্হ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবোম্। (২) তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। (৩) অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর-ঘোরতরেভ্যঃ সর্বতঃ সর্বশর্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্র-রূপেভ্যঃ। (৪) বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলকিরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ। (৫) সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবেঽভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ। ৫৩

অঙ্গরূপ ষড়ঙ্গন্যাস কথিত হইতেছে। ঐং হ্রীং শ্রীং হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেং হসৌঃ—এই তার পঞ্চক উচ্চারণ করিয়া সর্বজ্ঞায় হৃৎ অর্থাৎ হৃদয়ায় নমঃ বলিবেন। এইটি হৃদয় মন্ত্র কথিত হইয়াছে। তার পঞ্চক উচ্চারণ করিয়া অমৃত-তেজোমালিনি নিত্যতৃপ্তায় এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া পুনরায় তাহারি অন্তে ব্রহ্ম-শিরসে শিরসে স্বাহা—এইটি শিরোমন্ত্র। তাহার পর জ্বলিত পদের পর

বহ্নিপে বজ্রহস্তায় স্বতন্ত্রায় তনুচ্ছদম্‌ ।
সোং বোং হোমিতি সংভাষ্য পুরতোঽলুপ্ত-শক্তয়ে ॥ ৫৬
নেত্রমুক্তং হ্রীং পশুং হুং করস্তেঽনন্তশক্তয়ে ।
অস্ত্রমুক্ত-ষড়ঙ্গানি কুর্য্যাদ্‌ দেশিক-সত্তমঃ ॥ ৫৭
পূর্ব-দক্ষিণ-পাশ্চাত্ত্য-সৌম্য-মধ্যেষু পঞ্চসু ।
বক্ত্রেষু পঞ্চ বিন্যস্তেদীশানস্য কলাঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৮
ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং শশিনী প্রথমা কলা ।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানামঙ্গদা তদনন্তরম্‌ ॥ ৫৯
ব্রহ্মাধিপতি-শব্দান্তে ব্রহ্মণোঽধিপতিঃ পুনঃ ।
ব্রহ্মেষ্টদা তৃতীয়া স্যাচ্ছিবো মেঽস্তু ততঃ পরা ॥ ৬০
মরীচী কথিতা তন্ত্রে চতুর্থী চ সদাশিবোম্‌ ।
অংশুমালিন্যথ পরা প্রণবাদ্যা নমোঽন্বিতাঃ ॥ ৬১

শিখি-শিখায় পদ, তাহার পর অনাদি-বোধায় শিখায়ৈ বষট্‌—এইটি শিখা মন্ত্র । ৫৪-৫৫

তাহার পর বহ্নিপে বজ্রহস্তায় স্বতন্ত্রায় কবচায় হুং—এইটি কবচ মন্ত্র । সোং বোং হোং এই উচ্চারণ করিয়া পরে অলুপ্তশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌—এইটি নেত্রমন্ত্র । হ্রাং হ্রীং পশুং হুং ফট্‌ অন্তে অনন্তশক্তয়ে করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌—এইটি অস্ত্রমন্ত্র উক্ত হইয়াছে । দেশিকশ্রেষ্ঠ এইরূপ ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন । ৫৬-৫৭

তাহার পর পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য—এই পাঁচটি মুখে ক্রমে ক্রমে কলান্যাস করিবেন । ৫৮

সেই পাঁচটি কলা হইতেছে—ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং এই মন্ত্র অংশের সহিত শশিনী হইতেছে প্রথম কলা । ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং এই অংশের সহিত অঙ্গদা হইতেছে দ্বিতীয় কলা । তাহার পর ব্রহ্মাধিপতি শব্দের অন্তে ব্রহ্মণোঽধিপতিঃ ও ব্রহ্মা—এই অংশের সহিত ইষ্টদা হইতেছে তৃতীয়া কলা । তাহার পর তন্ত্রে শিবো মেঽস্তু—এই মন্ত্র অংশের সহিত পরা (শ্রেষ্ঠা) মরীচী চতুর্থী কলা কথিত হইয়াছে । তাহার পর সদাশিবোম্‌ এই মন্ত্র অংশের সহিত অংশুমালিনী হইতেছেন ঈশানের পরা (পঞ্চমী) কলা । চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত সমস্ত কলার আদিতে প্রণব (ওঁ), শক্তি (হ্রীং) ও প্রাসাদ (হৌং) এবং অন্তে নমঃ যুক্ত হইবে । ৫৯-৬১

পূর্ব-পশ্চিম-যাম্যোদগ্-বক্ত্রেষু তদনন্তরম্।
চতস্রো বিন্যসেন্ মন্ত্রী পুরুষস্য কলাঃ ক্রমাৎ ॥ ৬২
আদ্যা তৎ-পুরুষায়েতি বিদ্মহে শান্তিরীরিতা।
মহাদেবায় শব্দান্তে ধীমহি স্যাৎ ততঃ পরম্ ॥ ৬৩
বিদ্যা দ্বিতীয়া কথিতা তন্নো রুদ্রঃ পদং ততঃ।
প্রতিষ্ঠা কথিতা পশ্চাৎ তৃতীয়া স্যাৎ প্রচোদয়াৎ।
নিবৃত্তিস্তৎপরা সর্বাঃ প্রণবাদ্যা নমোঽন্বিতাঃ ॥ ৬৪
হৃদ্-গ্রীবাংস-দ্বয়ে নাভৌ কুক্ষৌ পৃষ্ঠে চ বক্ষসি।
অঘোরস্য কলা ন্যস্যেদষ্টৌ মন্ত্রী যথাবিধি ॥ ৬৫
অঘোরেভ্য উমা-পূর্বমীরিতা প্রথমা কলা।
অথ ঘোরেভ্য ইত্যন্তে মোহা স্যাৎ তদনন্তরম্ ॥ ৬৬

বিবৃতি। গ্রন্থকারের মতে কলান্যাসের মন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং হৌং ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ওঁ শশিন্যৈ নমঃ। পদ্মপাদাচার্য্যের মতে—ওঁ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায় ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ওঁ শশিন্যৈ নমঃ। রাঘবভট্ট এই মত সমর্থন করিয়া প্রয়োগমন্ত্র লিখিয়াছেন। তন্ত্রসারকারের মতে ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ওঁ শশিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। তন্ত্রসারে ওঁ বলোন্মথিন্যৈ এইরূপ পাঠ প্রমাদকৃত। ব্রহ্মা এইটি মন্ত্রের অংশ। ইষ্টদা এইটি কলার নাম। কলার ন্যাস স্বসম্প্রদায় অনুসারে কর্ত্তব্য। ৬১

তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর মুখে তৎপুরুষের চারিটি কলা ক্রমে ক্রমে ন্যাস করিবেন। ৬২

তৎপুরুষায় এই শব্দের পরে বিদ্মহে—এই মন্ত্রাংশের সহিত শান্তি প্রথমা কলা কথিত হইয়াছেন। মহাদেবায় শব্দের অন্তে ধীমহি হইবে। তাহার পর বিদ্যা। ইহা দ্বিতীয়া কলা কথিত হইয়াছে। তন্নো রুদ্রঃ পদ, তাহার পর প্রতিষ্ঠা। ইহা তৃতীয়া কলা কথিত হইয়াছে। তাহার পর প্রচোদয়াৎ পদের পর নিবৃত্তি। ইহা চতুর্থী কলা। সমস্ত কলা চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত প্রণবাদি অর্থাৎ প্রণব, শক্তি, প্রাসাদ বীজাদি ও নমো অন্ত হইবে। ৬৩-৬৪

অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ সাধক হৃদয়, গ্রীবা, অংশদ্বয়, নাভি, কুক্ষি, পৃষ্ঠ ও বক্ষে অঘোরের আটটি কলা যথাবিধি অঙ্গুলীসমূহের দ্বারা ন্যাস করিবেন। ৬৫

অনন্তর উমা শব্দের পূর্ব্বে অঘোরেভ্যঃ অর্থাৎ অঘোরেভ্য এই মন্ত্রাংশের পর উমা অঘোরের প্রথমা কলা কথিত হইয়াছে। অথ ঘোরেভ্যঃ এই শব্দের

ঘোরান্তে স্যাৎ ক্ষমা পশ্চাৎ তৃতীয়া পরিকীর্ত্তিতা।
ঘোরতরেভ্যো নিদ্রা স্যাৎ সর্বতঃ সর্ব-তৎপরা॥ ৬৭
ব্যাধিস্তু পঞ্চমী প্রোক্তা শর্বেভ্যস্তদনন্তরম্।
মৃত্যুর্নিগদিতা ষষ্ঠী নমস্তে অস্তু তৎপরম্॥ ৬৮
ক্ষুধা স্যাৎ সপ্তমী রুদ্র-রূপেভ্যঃ কথিতা তৃষা।
অষ্টমী কথিতা এতা ধ্রুবাদ্যা নমসাঽন্বিতাঃ॥ ৬৯
গুহ্য-মুষ্কোরু-যুগ্মেষু জানু-জঙ্ঘা-যুগে স্ফিচোঃ।
কট্যাং পার্শ্ব-দ্বয়ে বামকলা ন্যসেৎ ত্রয়োদশ॥ ৭০
প্রথমা বামদেবায় নমোঽন্তে স্যাদ্ রজা কলা।
স্যাজ্ জ্যেষ্ঠায় নমো রক্ষা দ্বিতীয়া পরিকীর্ত্তিতা॥ ৭১
স্যাদ্ রুদ্রায় নমঃ পশ্চাৎ তৃতীয়া রতিরীরিতা।
কালায় নম ইত্যন্তে পালিনী পরিকীর্ত্তিতা॥ ৭২
কল-কামা পঞ্চমী স্যাৎ ততো বিকরণায় চ।
নমঃ সংযমনী ষষ্ঠী কথিতা তদনন্তরম্॥ ৭৩

অন্তে মোহা এইটি দ্বিতীয়া কলা। তাহার পর ঘোর এই অংশের পর ক্ষমা তৃতীয়া কলা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনন্তর ঘোরতরেভ্যঃ এই অংশের পর নিদ্রা হইতেছে চতুর্থী কলা। তাহার পর সর্ব্বতঃ সর্ব্ব শব্দের পর ব্যাধি পঞ্চমী কলা কথিত হইতেছে। তাহার পর শর্ব্বেভ্যঃ এই অংশের পর মৃত্যু ষষ্ঠী কলা কথিত হইয়াছে। অনন্তর নমস্তেঽস্তু এই অংশের পর ক্ষুধা সপ্তমী কলা। তাহার পর রুদ্ররূপেভ্যঃ—ইহার পর তৃষা অষ্টমী কলা কথিত হইয়াছে। চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত সমস্ত কলা ওঁ হ্রীং হোং বীজাদি ও নমো অন্ত কথিত হইয়াছে। ৬৬-৬৯

অনন্তর গুহ্য, মুষ্ক (অণ্ডকোষ), উরুদ্বয়, জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, স্ফিক্দ্বয় (নিতম্বদ্বয়), কটি ও পার্শ্বদ্বয়ে বামদেবের ত্রয়োদশ কলা ন্যাস করিবেন। ৭০

বামদেবায় নমঃ ইহার অন্তে রজা বামদেবের প্রথমা কলা। জ্যেষ্ঠায় নমঃ—ইহার পর রক্ষা দ্বিতীয়া কলা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৭১

রুদ্রায় নমঃ ইহার পরে রতি তৃতীয়া কলা কথিত হইয়াছে। কালায় নমঃ ইহার পরে পালিনী চতুর্থী কলা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৭২

কল এই শব্দ অংশের পর কামা পঞ্চমী কলা। তাহার পর বিকরণায় নমঃ এই শব্দের পর সংযমনী ষষ্ঠী কলা কথিত হইয়াছে। তাহার পর বল

বল-ক্রিয়া সমাদিষ্টা বলবিকরণায় চ।
নমো বৃদ্ধিরষ্টমী স্যাদ্ বলান্তে চ স্থিরা কলা ॥ ৭৪
পশ্চাৎ প্রমথনায়ান্তে নমো রাত্রিরুদীরিতা।
সর্বভূত-দমনায় নমোঽন্তে ভ্রামণী কলা ॥ ৭৫
মনোঽন্তে মোহিনী প্রোক্তা মন্ত্রজ্ঞৈর্দ্বাদশী কলা।
উন্মনায় নমঃ পশ্চাজ্ জয়া প্রোক্তা ত্রয়োদশী ॥
প্রণবাদ্যাশ্চতুর্থ্যন্তা নমোঽন্তাস্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৭৬
পাদ-দোস্তল-নাসাসু মূর্ধ্নি বাহু-যুগে ন্যসেৎ।
সদ্যোজাতোদ্ভবাঃ সম্যগষ্টৌ মন্ত্রী কলাঃ ক্রমাৎ ॥ ৭৭
সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সিদ্ধিঃ স্যাৎ প্রথমা কলা।
সদ্যোজাতায় বৈ ভূয়ো নমঃ স্যাদ্ বৃদ্ধিরীরিতা ॥ ৭৮
ভবে দ্যুতিস্তৃতীয়াস্যাদভবে তদনন্তরম্।
লক্ষ্মীশ্চতুর্থী কথিতা ততোঽনাতিভবে পদম্ ॥ ৭৯

এই বল্ অংশের পর ক্রিয়া সপ্তমী কলা উপদিষ্টা হইয়াছে। তাহার পর বলবিকরণায় নমঃ এই শব্দের পর বৃদ্ধি অষ্টমী কলা। বল এই শব্দ অংশের পর স্থিরা নবমী কলা হয়। অনন্তর প্রমথনায় নমঃ এই শব্দের পর রাত্রি দশমী কলা কথিত হইয়াছে। অনন্তর সর্বভূতদমনায় নমঃ অন্তে ভ্রামণী কলা একাদশী কলা কথিত হইয়াছে। ৭৩-৭৫

মন্ত্রজ্ঞগণ কর্তৃক মন এই শব্দের অন্তে মোহিনী দ্বাদশী কলা কথিত হইয়াছে। উন্মনায় নমঃ ইহার পরে জয়া ত্রয়োদশী কলা কথিত হন। সেই সমস্ত কলাই চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ওঁ হ্রাং হ্রৌং বীজাদি ও নমোঽন্তা কীর্তিতা হইয়াছেন। ৭৬

তাহার পর মন্ত্রী দুই পাদ তল, দুই হস্ততল, নাসিকা, মস্তক ও বাহুদ্বয়ে ক্রমে ক্রমে সদ্যোজাতোৎপন্ন আটটি কলার ন্যাস করিবেন। ৭৭

সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি এই শব্দের পর সিদ্ধি সদ্যোজাতের প্রথমা কলা হয়। সদ্যোজাতায় বৈ এই শব্দের পর নমঃ অর্থাৎ সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ এই শব্দের বৃদ্ধি দ্বিতীয়া কলা কথিত হইয়াছে। ৭৮

ভবে এই শব্দ্ অংশের পর দ্যুতি তৃতীয়া কলা হয়। অভবে ইহার পর লক্ষ্মী চতুর্থী কলা কথিত হইয়াছেন। তাহার পর অনাতিভবে এই শব্দের শেষে

মেধা স্যাৎ পঞ্চমী প্রোক্তা কলা ভূয়ো ভবস্ব মাম্ ।
প্রজ্ঞা সমীরিতা ষষ্ঠী ভবান্তে স্যাৎ প্রভা কলা ॥ ৮০
উদ্ভবায় নমঃ পশ্চাৎ স্বধা স্যাদষ্টমী কলা ।
প্রণবাদ্যাশ্চতুর্থ্যন্তাঃ কলাঃ সর্বা নমোঽন্বিতাঃ ।
অষ্ট-ত্রিংশৎ-কলাঃ প্রোক্তাঃ পঞ্চব্রহ্ম-পদাত্মিকাঃ ॥ ৮১
ইতি বিন্যস্ত-দেহোঽসৌ ভবেদ্ গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্ ।
ততঃ সমাহিতো ভূত্বা ধ্যায়েদ্ দেবং সদাশিবম্ ॥ ৮২
মুক্তা-পীত-পয়োদ-মৌক্তিক-জবা-বর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভি-
স্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দু-মুকুটং পূর্ণেন্দু-কোটি-প্রভম্ ।
শূলং টঙ্ক-কৃপাণ-বজ্র-দহনান্নাগেন্দ্র-ঘণ্টাঙ্কুশান্
পাশং ভীতি হরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলং চিন্তয়েৎ ॥ ৮৩

পঞ্চমী কলা কথিত হইয়াছেন। অনন্তর ভবস্ব মাং এই খণ্ডের প্রজ্ঞা ষষ্ঠী কলা উক্ত হইয়াছে। ভব এই খণ্ড অংশের পর প্রভা সপ্তমী কলা। ৭৯-৮০

উদ্ভবায় নমঃ এই অংশের পর স্বধা অষ্টমী কলা হয়। সমস্ত কলা ওঁ হ্রাং হোং বীজাদি, চতুর্থী বিভক্ত্যন্তা ও নমো অন্তা হয়। আদিতে পঞ্চ ব্রহ্মপদ (খণ্ডপদ) সমন্বিত অষ্টত্রিংশৎ কলা কথিত হইল। ৮১

বিবৃতি। সাঙ্গুষ্ঠ মুষ্টি দ্বারা প্রথম খণ্ডের কলাগুলিকে, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দ্বিতীয় খণ্ডের কলাগুলিকে, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তৃতীয় খণ্ডের কলাগুলিকে, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা চতুর্থ খণ্ডের কলাগুলিকে এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পঞ্চম খণ্ডের কলাগুলিকে ন্যাস করিবেন। ইহা প্রপঞ্চসার ও অন্যান্য তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৮১

মন্ত্রজ্ঞ সাধক দেহে এইরূপ ন্যাস করিয়া স্বয়ং গঙ্গাধর হন। তাহার পর সমাহিত হইয়া দেব সদাশিবকে ধ্যান করিবেন। ৮২

সেই ধ্যানের অর্থ হইতেছে—মুক্তাবর্ণ ঊর্ধ্ব মুখ, পীতবর্ণ পূর্ব মুখ, পয়োদ (নীলমেঘ) বর্ণ দক্ষিণ মুখ, মুক্তাবর্ণ পশ্চিম মুখ, জবাবর্ণ উত্তর মুখ—এই পাঁচটি মুখ ও তিনটি নয়নের দ্বারা ভূষিত, চন্দ্রমৌলি, কোটি পূর্ণচন্দ্র তুল্য প্রভা-বিশিষ্ট দক্ষিণের ঊর্ধ্বাদি হস্তে শূল, টঙ্ক, কৃপাণ, বজ্রাগ্নি ও বামের ঊর্ধ্বাদি হস্তে সর্পরাজ, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয়ধারী, অপরিমিত ভূষণে উজ্জ্বল ঈশকে ধ্যান করিবেন। ৮৩

এবং ধ্যাত্বা জপেন্ মন্ত্রং পঞ্চ লক্ষং মধু-প্লুতৈঃ।
প্রসূনৈঃ করবীরোত্থৈর্জুহুয়াৎ তদ্-দশাংশকম্ ॥ ৮৪
পূর্বোক্তে প্রযজেৎ পীঠে মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ।
আবাহ্য পূজয়েৎ তস্যাং মূর্ত্ত্যাদ্যাবরণৈঃ সহ ॥ ৮৫
শক্তিং ডমরুকাভীতি-বরান্ দধতং করৈঃ।
ঈশানং ত্রীক্ষণং শুভ্রমৈশান্যাং দিশি পূজয়েৎ ॥ ৮৬
পরশ্বেণ-বরাভীতির্দধানং বিদ্যুদুজ্জ্বলম্।
চতুর্মুখং তৎপুরুষং ত্রিনেত্রং পূর্বতোঽর্চয়েৎ ॥ ৮৭
অক্ষস্রজং মৃগ-পাশৌ সৃণিং ডমরুকং ততঃ।
খট্বাঙ্গং নিশিতং শূলং কপালং বিভ্রতং করৈঃ ॥ ৮৮
অঞ্জনাভং চতুর্বক্ত্রং ভীমদংষ্ট্রং ভয়াবহম্।
অঘোরং ত্রীক্ষণং যাম্যে পূজয়েন্ মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৮৯
কুঙ্কুমাভং চতুর্বক্ত্রং বামদেবং ত্রিলোচনম্।
বরাভয়াক্ষ-বলয়-কুঠারং দধতং করৈঃ।

সাধক এইরূপ ধ্যান করিয়া পুরশ্চরণে পাঁচ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। মধু-প্লুত করবীর বৃক্ষের পুষ্পসমূহের দ্বারা জপের দশাংশ পরিমাণ ৫ হাজার হোম করিবেন। ৮৪

পূর্বোক্ত পীঠে পূজা করিবেন। মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। সেই মূর্ত্তিতে আবাহন করিয়া মূর্ত্তি-পঞ্চক ও নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চকরূপ প্রথমাবরণ, অঙ্গরূপ দ্বিতীয় আবরণ, বিদ্বেশ্বরাদিরূপ তৃতীয় আবরণের সহিত দেবতাকে পূজা করিবেন। ৮৫

হস্তসমূহের দ্বারা শক্তি, ডমরু, অভয় ও বরমুদ্রাধারী ত্রিনয়ন শুভ্রবর্ণ ঈশানকে ঈশাণ দিকে পূজা করিবেন। ৮৬

পরশু, মৃগ, বর ও অভয়ধারী বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল ত্রিনেত্র চতুর্মুখ তৎপুরুষকে পূর্বদিকে অর্চনা করিবেন। ৮৭

মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ হস্ত সমূহের দ্বারা অক্ষমালা, মৃগ, পাশ, সৃণি, ডমরু, খট্বাঙ্গ, তীক্ষ্ণ শূল ও কপালধারী অঞ্জনাভ (অঞ্জনবৎ কৃষ্ণবর্ণ) চতুর্বক্ত্র ভীমদংষ্ট্র, ভয়াবহ ত্রিনয়ন অঘোরকে দক্ষিণে পূজা করিবেন ।৮৮-৮৯

কুঙ্কুমের তুল্য প্রভা-বিশিষ্ট, চতুর্মুখ ত্রিলোচন, হস্তসমূহের দ্বারা বর, অভয়,

বিলাসিনং স্মের-বক্ত্রং সৌম্যে সম্যক্ সমর্চয়েৎ ॥ ৯০
কর্পূরেন্দু-নিভং সৌম্যং সদ্যোজাতং ত্রিলোচনম্।
হরিণাক্ষ-গুণাভীতি-বর-হস্তং চতুর্মুখম্।
বালেন্দু-শেখরোল্লাসি-মুকুটং পশ্চিমে যজেৎ ॥ ৯১
নিবৃত্ত্যাদ্যাস্ততঃ কোণে তেজোরূপাঃ কলাঃ ক্রমাৎ।
কেসরেষু ষড়ঙ্গানি পূর্ববৎ পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৯২
বিদ্যেশ্বরাননন্তাদ্যান্ পত্রেষু পরিতো যজেৎ।
উমাদিকাস্ততো বাহ্যে শক্রাদ্যানায়ুধৈঃ সহ ॥ ৯৩
ইতি সম্পূজ্য দেবেশং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
প্রীণয়েন্ নৃত্য-গীতাদ্যৈঃ স্তোত্রৈর্মন্ত্রী মনোহরৈঃ ॥ ৯৪
তারো মায়া বিয়দ্ বিন্দু-মনুস্বর-সমন্বিতঃ।
পঞ্চাক্ষর-সমাযুক্তো বসু-বর্ণো মনুর্মতঃ।
পঞ্চাক্ষরোক্তবৎ কুর্য্যাদঙ্গন্যাসাদিকং বুধঃ ॥ ৯৫

অক্ষবলয় ও কুঠারধারী বিলাসী হাস্যবদন কামদেবকে উত্তরে সম্যক্‌রূপে অর্চনা করিবেন। ৯০

কর্পূর ও ইন্দুর ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সৌম্য ত্রিলোচন, মৃগ, অক্ষসূত্র, অভয় ও বরদধারী চতুর্মুখ বালচন্দ্রে উদ্ভাসিত মুকুটধারী সদ্যোজাতকে পশ্চিমে পূজা করিবেন। ৯১

সুধী সাধক কোণে তেজোরূপা নিবৃত্তি প্রভৃতি কলা সমূহকে পূজা করিবেন। কেসরসমূহে পূর্ববৎ ষড়ঙ্গগণকে পূজা করিবেন। ৯২

চারিদিকে পত্রসমূহে অনন্ত প্রভৃতি বিদ্যেশ্বরগণকে পূজা করিবেন। তাহার পর বাহ্যে উমা প্রভৃতিকে এবং আয়ুধের সহিত ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিবেন। ৯৩

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া এইরূপে দেবেশ্বরকে পূজা করিয়া মনোহর স্তোত্র ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবতাকে প্রীত করিবেন। ৯৪

অষ্টাক্ষর প্রাসাদমন্ত্র উদ্ধার করিতেছেন। তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং), বিন্দু ও মনুস্বর স্বর (ঔ) দ্বারা সংযুক্ত বিয়ৎ (হ) পঞ্চাক্ষর (নমঃ শিবায়) সহিত মিলিত হইলে অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হয়। পণ্ডিত সাধক পঞ্চাক্ষরের ন্যায় ইঁহার অঙ্গন্যাসাদি ও মূর্ত্তি পঞ্চকাদির ন্যাস করিবেন। ৯৫

বন্দে সিন্দূর বর্ণং মণি-মুকুট-লসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং
ভালোত্তন্নেত্রমীশং স্মিত-মুখ-কমলং দিব্য-ভূষাঙ্গরাগম্।
বামোরুন্যস্ত-পাণেররুণ-কুবলয়ং সন্দধত্যাঃ প্রিয়ায়া
বৃত্তোতুঙ্গ-স্তনাগ্রে নিহিত-করতলং বেদ-টঙ্কেষ্ট-হস্তম্ ॥ ৯৬

অষ্টলক্ষং জপেদেনং মন্ত্রং মন্ত্রবিদাং বরঃ।
তৎ-সহস্রং প্রজুহুয়াৎ পায়সৈর্ঘৃত-প্লুতৈঃ ॥ ৯৭

প্রাক্-পীঠে মূলমন্ত্রেণ মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য পূজয়েৎ।
অঙ্গৈরাবরণং পূর্বমনন্তাদ্যৈরনন্তরম্ ॥ ৯৮

উমাদিভিঃ সমুদ্দিষ্টং তৃতীয়ং লোক-নায়কৈঃ।
চতুর্থং পঞ্চমং তেষামায়ুধৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৯

এবং প্রতিদিনং দেবং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ।
পুত্র-মিত্রাদি-সহিতাং শ্রিয়ং প্রাপ্য প্রমোদতে ॥ ১০০

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—সিন্দূরবর্ণ মণিময় মুকুটে উজ্জ্বল। রক্তচন্দ্র যুক্ত কর্ণভূষণে ভূষিত ললাটে উদ্গতনেত্র ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনকমল দিব্য ভূষণে ভূষিত অঙ্গরাগে রঞ্জিত বাম উরুতে নিহিত দক্ষিণহস্তা বামহস্তে অরুণকুবলয়-ধারিণী প্রিয়ার স্থূল সুউচ্চ বামের স্তনাগ্রে নিহিত অধোহস্তের করতল বামের ঊর্ধ্বহস্তে বর ও দক্ষিণের ঊর্ধ্বাদি হস্তদ্বয়ে বেদ (পুস্তক) ও টঙ্কধারী ঈশকে বন্দনা করি। ৯৬

মন্ত্রবিৎশ্রেষ্ঠ পুরশ্চরণে এই মন্ত্র আট লক্ষ জপ করিবেন। ঘৃতের দ্বারা আপ্লুত পায়সের দ্বারা আট হাজার হোম করিবেন। ৯৭

পূর্বপ্রোক্ত পীঠে মূলমন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত মূর্ত্তিতে আবরণের সহিত দেবতাকে পূজা করিবেন। অঙ্গসমূহের দ্বারা প্রথম আবরণ, অনন্তাদি দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ৯৮

উমাদি দ্বারা তৃতীয় আবরণ কথিত হইয়াছে। লোকপালগণের দ্বারা চতুর্থ আবরণ এবং তাঁহাদের আয়ুধের দ্বারা পঞ্চম আবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৯৯

সাধকশ্রেষ্ঠ এইরূপে প্রতিদিন দেবতাকে পূজা করিবেন। পুত্র মিত্রাদির সহিত শ্রী লাভ করিয়া আনন্দে থাকিবেন। ১০০

তারং হ্রিয়া সকর্ণেন্দুঃ ভৃগুঃ সর্গ-বিভূষিতঃ।
ত্র্যক্ষরাত্মা নিগদিতো মন্ত্রমৃ্ত্যুঞ্জয়াত্মকঃ॥ ১০১

ঋষিঃ কহোলো দেব্যাদি-গায়ত্রী ছন্দঃ ঈরিতম্।
মৃত্যুঞ্জয়ো মহাদেবো দেবতাঽস্য সমীরিতঃ।
ভৃগুণা দীর্ঘ-যুক্তেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ॥ ১০২

চন্দ্রার্কাগ্নি-বিলোচনং স্মিত-মুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃ-স্থিতং
মুদ্রা-পাশ-মৃগাক্ষ-সূত্র-বিলসৎ-পাণিং হিমাংশু-প্রভম্।
কোটীরেন্দু-গলৎ-সুধা-প্লুত তনুং হারাদি ভূষোজ্জ্বলং
কান্ত্যা বিশ্ব-বিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥ ১০৩

গুণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং তদ্-দশাংশং বিশালধীঃ।
জুহুয়াদমৃতাখণ্ডৈঃ শুদ্ধ-দুগ্ধাজ্য-লোলিতৈঃ॥ ১০৪

শৈবে সংপূজয়েৎ পীঠে মূর্তিং মূলেন কল্পয়েৎ।

পঞ্চবক্ত্র শিবের ঊর্ধ্বমুখ প্রধান মৃত্যুঞ্জয়ের মন্ত্র কথিত হইতেছে। তার (ওঁ) সকর্ণেন্দু (ঊ ও বিন্দু-ঊং) যুক্ত হ্রিয়া জ এবং সর্গ (ঃ) বিভূষিত ভৃগু (সঃ)—মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র কথিত হইল। ১০১

এই মন্ত্রের কহোল ঋষি, দৈবী গায়ত্রী ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব দেবতা কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের প্রণব বীজ ও স শক্তি)। ষড় দীর্ঘযুক্ত ভৃগু (সকার) দ্বারা ষড়ঙ্গ-ন্যাস করিবেন। ১০২

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—চন্দ্র, অর্ক ও অগ্নি রূপ তিনটি নয়ন বিশিষ্ট, স্মিতমুখ, ঊর্ধ্বমুখ পদ্মে উপবিষ্ট, অধোমুখ পদ্ম মস্তকে নিহিত, ঊর্ধ্ব-হস্ত হইতে অধোহস্ত পর্যন্ত চারি-হস্ত জ্ঞানমুদ্রা, পাশ, মৃগমুদ্রা ও অক্ষসূত্রে উল্লসিত, হিমাংশু-তুল্য শুভ্রবর্ণ মুকুটলগ্ন চন্দ্র হইতে বিগলিত সুধায় আপ্লুতদেহ, হারাদি ভূষণে উজ্জ্বল, কান্তি দ্বারা বিশ্ববিমোহনকারী পশুপতি মৃত্যুঞ্জয়কে ভাবনা করিবেন। ১০৩

বিশালধী পুরশ্চরণে শৈব পীঠ অর্চনা করিয়া গুণ (তিন) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। শুদ্ধ (বস্ত্র দ্বারা গালিত) দুগ্ধ ও আজ্য লোলিত অমৃতাখণ্ড (গুড়ূচী) সমূহের দ্বারা তাহার দশাংশ (তিন হাজার) হোম করিবেন। ১০৪

শৈব পীঠে মূলের দ্বারা মূর্তি কল্পনা করিবেন। সেই মূর্তিতে পূজা

অস্ত্রাবরণমারাধ্য পশ্চাৎ লোকেশ্বরান্ যজেৎ।
তদস্ত্রাণি ততো বাহ্যে পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ১০৫
জপ-পূজাদিভিঃ সিদ্ধে মন্ত্রেঽস্মিন্ মন্ত্রনা ক্রমাৎ।
কুর্য্যাৎ প্রয়োগান্ কল্পোক্তানভীষ্ট-ফল-সিদ্ধয়ে॥ ১০৬
দুগ্ধ-যুক্তৈঃ সুধা-খণ্ডৈর্মন্ত্রী মাসং সহস্রকম্।
আরাধিতেঽগ্নৌ জুহুয়াদ্ বিধিবদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০৭
সন্তুষ্টঃ শঙ্করস্তেন সুধা-প্লাবিত-বিগ্রহঃ।
আয়ুরারোগ্য-সম্পত্তি-যশঃ-পুত্রান্ বিবর্দ্ধয়েৎ॥ ১০৮
সুধা-বটৌ তিলো দূর্বা পয়ঃ সর্পিঃ পয়ো হবিঃ।
ইত্যুক্তৈঃ সপ্তভির্দ্রব্যৈর্জুহুয়াৎ সপ্তবাসরম্।
ক্রমাদ্ দশাংশতো নিত্যমষ্টোত্তরমতন্দ্রিতঃ॥ ১০৯
সপ্তাধিকান্ দ্বিজান্ নিত্যং ভোজয়েন্ মধুরান্বিতম্।
বিকারানুগুণং মন্ত্রী বর্দ্ধয়েদ্ হোম-বাসরান্॥ ১১০

করিবেন। অস্ত্রাবরণের আরাধনা করিয়া পরে লোকপালগণকে পূজা করিবেন সাধকশ্রেষ্ঠ তাহার পর দলের বহির্ভাগে লোকপালগণের আয়ুধ সকলকে পূজা করিবেন। ১০৫

জপ পূজাদি দ্বারা এই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে অভীষ্ট ফল সিদ্ধির জন্য ক্রমে ক্রমে কল্পোক্ত প্রয়োগ সমূহের অনুষ্ঠান করিবেন। ১০৬

জিতেন্দ্রিয় মন্ত্রজ্ঞ সাধক বিধিবৎ আরাধিত অগ্নিতে শৈবপীঠের পূজা করিয়া দুগ্ধ যুক্ত সুধা (গুড়ূচী) খণ্ড সমূহের দ্বারা একমাস যাবৎ প্রত্যেক দিন সহস্র সংখ্যক হোম করিবেন। ১০৭

এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা সুধা-প্লাবিত দেহ শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া আয়ুঃ, আরোগ্য, সম্পত্তি, যশঃ ও পুত্র বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। ১০৮

সাধক অতন্দ্রিত হইয়া সুধা, বট, তিল, দূর্বা, পয়ঃ, সর্পিঃ ও পয়োহবি (পায়স)—এই সাতটি দ্রব্যের প্রত্যেকের দ্বারা ক্রমে ক্রমে দশাংশ পরিমাণে সাত দিন প্রত্যহ এক হাজার আট হোম করিবেন। ১০৯

প্রত্যহ সাতটির অধিক ব্রাহ্মণকে মধুর দ্রব্য যুক্ত ভোজ্য ভোজন করাইবেন। ধাতু-বিকার (রোগ) অনুসারে হোম দিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চতুর্দ্দশ বা একবিংশ দিন করিবেন। ১১০

হোতৃভ্যো দক্ষিণাং দত্তাদরুণা গাঃ পয়স্বিনীঃ।
গুরুং সংপ্রীণয়েৎ পশ্চাদ্ ধনাদ্যৈর্দেবতা-ধিয়া ॥ ১১১

অনেন বিধিনা সাধ্যঃ কৃত্যা-দ্রোহ-জ্বরাদিভিঃ।
বিমুক্তঃ সুচিরং জীবেচ্ছরদাং শতমঞ্জসা ॥ ১১২

অভিচারে জ্বরে তীব্রে ঘোরোন্মাদে শিরোগদে।
অসাধ্য-রোগ-ক্ষ্বেড়াদৌ মহাদাহে মহাভয়ে।
হোমোঽয়ং শান্তিদঃ প্রোক্তঃ সর্বসম্পৎ-প্রদায়কঃ ॥ ১১৩

দ্রব্যৈরেতৈঃ প্রজুহুয়াৎ ত্রিজন্মসু যথাবিধি।
ভোজয়েন্ মধুরৈর্ভোজ্যৈর্ব্রাহ্মণান্ বেদ-পারগান্।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি বাঞ্ছিতাং বিন্দতি শ্রিয়ম্ ॥ ১১৪

একাদশাহুতীর্নিত্যং দূর্বাভির্জুহুয়াদ্ বুধঃ।
অপমৃত্যু-জিদেষঃ স্যাদায়ুরারোগ্য-বর্দ্ধনঃ ॥ ১১৫

ত্রিজন্মসু সুধাবল্লী-কাশ্মীর-বকুলোদ্ভবৈঃ।
সমিদ্বরৈঃ কৃতো হোমঃ সর্বমৃত্যু-গদাপহঃ ॥ ১১৬

হোতৃগণকে অরুণবর্ণ পয়স্বী ধেনু দক্ষিণা দিবেন। তাহার পর দেবতা বুদ্ধিতে গুরুকে ধনাদি দ্বারা প্রীত করিবেন। ১১১

এই বিধি দ্বারা সাধ্য কৃত্যাদ্রোহ ও জ্বরাদি হইতে দীর্ঘ কাল বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে একশত শরৎ (বর্ষ) জীবিত থাকিবেন। ১১২

অভিচার, জ্বর, ঘোর উন্মাদ, শিরোরোগ, অসাধ্য রোগ, বিষাদি, মহাদাহ ও মহাভয় উপস্থিত হইলে এই হোম শান্তিপ্রদ ও সর্বসম্পৎ প্রদায়ক হয়। ১১৩

পূর্বোক্ত সাতটি দ্রব্যের দ্বারা যথাবিধি পূর্বোক্ত প্রকারে ত্রিজন্ম সমূহে (প্রথম, দশম ও একোনবিংশ নক্ষত্রে) হোম করিবেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে মধুর ভোজ্য দ্রব্যসমূহের দ্বারা ভোজন করাইবেন। ইহাতে দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করেন এবং বাঞ্ছিত ঐশ্বর্য্যও প্রাপ্ত হন। ১১৪

বিদ্বান্ ব্যক্তি দূর্বাসমূহের দ্বারা নিত্য একাদশ আহুতি হোম করিবেন। এই হোম অপমৃত্যুজয়ী এবং আয়ুঃ ও আরোগ্য বর্দ্ধক হয়। ১১৫

ত্রিজন্ম নক্ষত্রে সুধাবল্লী, কাশ্মরী ও বকুলজাত উত্তম সমিধ্‌সমূহের দ্বারা হোম অনুষ্ঠিত হইলে সমস্ত মৃত্যু ও রোগের নিবারক হয়। ১১৬

সিদ্ধান্নৈর্বিহিতো হোমো মহাজ্বর-বিনাশনঃ।
অপামার্গ-সমিদ্ধোমঃ সর্বাময়-বিসূদনঃ ॥ ১১৭

প্রণব-রচিত-নালং মন্ত্র-মধ্যার্ণ-পত্রং
ভৃগু-বিলসিত-মধ্যং পদ্মযুগ্মং তদন্তঃ।
কৃতবসতিমুমেশং বর্ণনির্যৎ-সুধার্দ্রং
কলয়তু হৃদি নিত্যং সর্বদুঃখ-প্রশান্ত্যৈ ॥ ১১৮

মন্ত্রাঢ্যে কমলে সৌম্যে কলশং প্রোক্ত-বর্ত্মনা।
নবরত্ন-সমাযুক্তং দুকূলাভ্যামলঙ্কৃতম্ ॥ ১১৯

আপূর্য্য সলিলৈঃ শুদ্ধৈস্তস্মিন্ দেবং প্রপূজয়েৎ।
উপচারৈঃ ষোড়শভির্বিধানেন বিধানবিৎ ॥ ১২০

অভিষিঞ্চেৎ প্রিয়ং সাধ্যং বিনীতং দত্ত-দক্ষিণম্।
আধি-ব্যাধি-মহারোগ কৃত্যা-দ্রোহ-নিবারণঃ।
অভিষেকোঽয়মাখ্যাতঃ কীর্ত্তি-লক্ষ্মী-জয়-প্রদঃ ॥ ১২১

সিদ্ধান্ন সমূহের দ্বারা হোম বিহিত হইলে মহাজ্বর বিনাশক হয়। অপামার্গ সমিধের হোম সমস্ত রোগের নিবারক হয়। ১১৭

প্রণবের দ্বারা রচিত-নাল মন্ত্র-মধ্য ক্লং দ্বারা অষ্ট আবৃত্তি দ্বারা রচিত অষ্ট পত্র-বিশিষ্ট সবিসর্গ সকারের দ্বারা বিলসিত-মধ্য (কর্ণিক) পদ্মদ্বয় চিন্তা করুন। সমস্ত দুঃখ প্রশান্তির জন্য পদ্মদ্বয়ের মধ্যে বাসকারী কর্ণিকাস্থিত স-বর্ণ নির্গত সুধা দ্বারা আর্দ্র উমেশকে নিত্য হৃদয়ে ধ্যান করুন। ১১৮

বক্ষ্যমাণ মন্ত্র-যুক্ত সৌম্য মনোহর কমলে (সর্বতোভদ্র মণ্ডল স্থলে) ষষ্ঠ পটল প্রোক্ত পদ্ধতিতে নবরত্নযুক্ত বস্ত্রদ্বয়ের দ্বারা অলঙ্কৃত কলশকে শুদ্ধ জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বিধানবিৎ সেই ঘটে যথাবিধানে চতুর্থ পটলোক্ত আগমপ্রোক্ত-শ্লোক মন্ত্রে তত্তৎ মুদ্রা সহকারে ষোড়শ উপচারের দ্বারা দেবতাকে পূজা করিবেন। ১১৯-১২০

দত্তদক্ষিণ বিনীত প্রিয় সাধ্যকে অভিষিক্ত করিবেন। এই অভিষেক আধি, ব্যাধি, মহারোগ, কৃত্যাদ্রোহ নিবারক ও কীর্ত্তি, লক্ষ্মী ও জয়প্রদ কথিত হইয়াছে। ১২১

মধ্যে সাধ্যাক্ষরাঢ্যং ধ্রুবমভিবিলিখেৎ মধ্যগং দিগ্‌-দলস্থং
কোণেম্বন্ত্যং মনোস্তৎ ক্ষিতিভুবনমধো দিক্ষু চন্দ্রান্ বিদিক্ষু।
টান্তং যন্ত্রং তদুক্তং সকল-ভয়হরং ক্ষেড় ভূতাপমৃত্যু-
ব্যাধি-ব্যামোহ-দুঃখ-প্রশমমুদিতং শ্রীপ্রদং কীর্ত্তি-দায়ী ॥ ১২২

ইতি শ্রীশারদাতিলকেঽষ্টাদশঃ পটলঃ।

মধ্যে (কর্ণিকাতে) সাধ্যাক্ষর যুক্ত মন্ত্রের প্রণব লিখিবেন। মধ্যবর্ণ হুং-কারকে দিক্‌দলস্থ করিবেন। কোণ সমূহে অন্ত্য সঃ কে লিখিবেন। উহা ভূগৃহ দ্বারা ভূষিত হইবে। অনন্তর দিক্‌সমূহে চন্দ্র (ঠং) ও বিদিক সমূহে টান্ত (ঠং) লিখিবেন। সেই যন্ত্র সকলভয়-হর এবং বিষ, ভূত, অপমৃত্যু, ব্যাধি, ব্যামোহ ও দুঃখের শান্তিকারক শ্রীপদ ও কীর্ত্তিপ্রদ উক্ত হইয়াছে। ১২২

শারদাতিলক তন্ত্রের অষ্টাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ পটলঃ

অথ বক্ষ্যে মন্ত্ররত্নং সমস্ত-পুরুষার্থদম্।
অবাপুর্যেন জপ্তেন দিব্যং জ্ঞানং মুনীশ্বরাঃ॥ ১

দক্ষিণা-মূর্ত্তয়ে পূর্বং তুভ্যং পদমনন্তরম্।
বট-মূল-পদস্যান্তে পদং পশ্চান্নিবাসিনে॥ ২

ধ্যানৈক-নিরতাঙ্গায় পশ্চাদ্ ব্রূয়ান্ নমঃ-পদম্।
রুদ্রায় শম্ভবে তার-শক্তি-রুদ্ধোঽয়মীরিতঃ।
ষড়্‌ত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রঃ সর্বকাম-ফল-প্রদঃ॥ ৩

মুনিঃ শুকঃ সমুদ্দিষ্টশ্ছন্দোঽনুষ্টুপ্ সমীরিতম্।
দক্ষিণামূর্ত্তিনামাস্য দেবতা শম্ভুরীরিতঃ॥ ৪

ষড়্‌ভির্বর্ণৈর্হৃদাখ্যাতং দ্বাভ্যাং শির উদীরিতম্।
শিখাষ্টভিঃ সমুদ্দিষ্টা বস্বর্ণৈঃ কবচং মতম্।

ঊর্দ্ধ্বমুখ প্রধান শৈবমন্ত্র নিরূপণের অনন্তর মুনীন্দ্রগণ যে জপ্ত মন্ত্রের দ্বারা দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সমস্ত পুরুষার্থপ্রদ দক্ষিণমুখ-প্রধান সেই শৈব মন্ত্ররত্ন বলিব। ১

প্রথমে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে পদ, তাহার পর তুভ্যং পদ, অনন্তর বটমূল পদের অন্তে নিবাসিনে পদ, অনন্তর ধ্যানৈক-নিরতাঙ্গায় পদ, তাহার পর নমঃ রুদ্রায় শম্ভবে পদ বলিবেন। তাহাতে—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে তুভ্যং বটমূল-নিবাসিনে। ধ্যানৈক-নিরতাঙ্গায় নমো রুদ্রায় শম্ভবে। এইরূপ শ্লোকরূপ মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্র তার ও শক্তি দ্বারা পুটিত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের আদিতে ওঁ হ্রীং, অন্তে হ্রীং ওঁ দিতে হইবে। সর্বকাম-ফলপ্রদ এই মন্ত্র ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) অক্ষর বিশিষ্ট। ২-৩

এই মন্ত্রের শুক ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। দক্ষিণামূর্ত্তি নামক শিব এই মন্ত্রের দেবতা কথিত হইয়াছেন। (এই মন্ত্রের প্রণব বীজ ও মায়া শক্তি)। ৪

তার (ওঁ) ও শক্তিবীজাদি (হ্রীং) আদি এবং হ্রাং অন্ত ছয়টি বর্ণের দ্বারা হৃদয়মন্ত্র কথিত হইয়াছে। এইরূপ তার শক্ত্যাদি এবং হ্রাম্ অন্ত দুইটি বর্ণের দ্বারা শিরোমন্ত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ আটটি বর্ণের দ্বারা শিখামন্ত্র কথিত

পঞ্চভির্নেত্রমাখ্যাতং ত্রিভিরস্ত্রমুদাহৃতম্ ॥ ৫

ষড়েতে তার শক্ত্যাদ্যা হ্রাঙাদ্যন্তাঃ সজাতয়ঃ।
অঙ্গমন্ত্রাঃ সমুদ্দিষ্টা যথাবদ্ দেশিকোত্তমৈঃ ॥ ৬

মূর্ধ্নি ভালে দৃশোঃ শ্রোত্রে গণ্ড-যুগ্মেঽথ নাসিকে।
আস্যে দোঃ-সন্ধিষু গলে স্তন-হৃন্নাভি-মণ্ডলে ॥ ৭

কট্যাং গুহ্যে পুনঃ পাদ-সন্ধিষ্বর্ণান্ ন্যসেৎ ক্রমাৎ।
ব্যাপকং তার-শক্তিভ্যাং কুর্য্যাদ্ দেহে ততঃ পরম্ ॥ ৮

হেমাচল-তটে রম্যে সিদ্ধ-কিন্নর-সেবিতে।
বিবিধ-দ্রুম-শাখাভিঃ সর্বতো বারিতাতপে ॥ ৯

সুপুষ্পিতৈর্লতা-জালৈরাশ্লিষ্ট-কুসুম-দ্রুমৈঃ।
শিলা-বিবর-নির্গচ্ছন্-নির্ঝরানিল-সেবিতে ॥ ১০

গায়দ্-ভৃঙ্গাঙ্গনা-সঙ্ঘে নৃত্যদ্-বর্হি-কদম্বকে।
কূজৎ-কোকিল-সঙ্ঘেন মুখরীকৃত-দিঙ্ মুখে ॥ ১১

হইয়াছে। এইরূপ আটটি বর্ণের দ্বারা কবচমন্ত্র উক্ত হইয়াছে। এইরূপ পাঁচটি বর্ণের দ্বারা নেত্রমন্ত্র এবং এইরূপ তিনটি বর্ণের দ্বারা অস্ত্রমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৫

দেশিকোত্তমগণ কর্তৃক যথাবৎ এই ছয়টি অঙ্গ মন্ত্র তার ও শক্ত্যাদি হ্রাং অন্ত এবং জাতিযুক্ত উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শৈব ষড়ঙ্গমুদ্রায় এই ন্যাস কর্তব্য। ৬

মস্তকে, ভালে, চক্ষুঃদ্বয়ে; শ্রোত্রদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, মুখে, দুই হস্তের আটটি সন্ধিতে, গলে, স্তনদ্বয়ে, হৃদয়ে, নাভিমণ্ডলে, কটিতে, গুহ্যে ও দুই পাদের আটটি সন্ধিতে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রবর্ণগুলিকে ন্যাস করিবেন। তাহার পর দেহে তার ও শক্তিদ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিবেন। ৭-৮

বিবৃতি। পীঠন্যাসে মণিমণ্ডপ ন্যাসের পর হেমাচলতট, বট বৃক্ষ, তাহার অধোভাগে রত্নসিংহাসনের ন্যাস করিয়া অন্যান্য ন্যাস পূর্ববৎ করিবেন। ৮

সিদ্ধ ও কিন্নরগণ কর্তৃক সেবিত, বিবিধ বৃক্ষের শাখা সমূহের দ্বারা সমস্ত দিকে আতপ রহিত সুপুষ্পিত লতাজালে বেষ্টিত পুষ্পবৃক্ষের দ্বারা পরিপূর্ণ শিলা-বিবর নির্গত নির্ঝর বায়ুদ্বারা সেবিত, গানকারী ভৃঙ্গাঙ্গনা সঙ্ঘের দ্বারা পরিপূর্ণ, নৃত্যরত ময়ূরবৃন্দে পরিপূর্ণ, কূজনরত কোকিল সঙ্ঘ কর্তৃক মুখরীকৃত

পরস্পর-বিনির্মুক্ত-মাৎসর্য্য-মৃগ-সেবিতে।
আদ্যৈঃ শুকাদ্যৈর্মুনিভিরজস্রং সমুপস্থিতে ॥ ১২
পুরন্দর-মুখৈর্দেবৈঃ সেবায়াতৈর্বিলোকিতম্।
বটবৃক্ষং মহোচ্ছ্রায়ং পদ্মরাগ-ফলোজ্জ্বলম্ ॥ ১৩
গারুত্মত-ময়ৈঃ পত্রৈর্নিবিড়ৈরুপশোভিতম্।
নবরত্নময়াকল্পৈর্লম্বমানৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৪
জলজৈঃ স্থলজৈঃ পুষ্পৈরামোদিভিরলঙ্কৃতম্।
শৃণ্বদ্ভির্বেদ-শাস্ত্রাণি শুক বৃন্দৈর্নিষেবিতম্ ॥ ১৫
সংসার তাপ-বিচ্ছেদ-কুশলচ্ছায়মদ্ভুতম্।
বিচিন্ত্য তস্য মূলস্থে রত্ন-সিংহাসনে শুভে ॥ ১৬
আসীনমমিতাকল্পং শরচ্চন্দ্র-নিভাননম্।
স্তূয়মানং মুনিগণৈর্দিব্য জ্ঞানাভিলাষিভিঃ।
সংস্মরেদ্ জগতামাদ্যং দক্ষিণা-মূর্ত্তিমব্যয়ম্ ॥ ১৭
কৈলাসাদ্রি-নিভং শশাঙ্ক-শকল-স্ফূর্জ্জজ্-জটা-মণ্ডিতং
নাসালোকন-তৎপরং ত্রিনয়নং বীরাসনাধ্যাসিতম্।
মুদ্রা-টঙ্ক-কুরঙ্গ-জানু-বিলসৎ-পাণিং প্রসন্নাননং

দিঙ্মুখ, পরস্পর মাৎসর্য্য-রহিত মৃগগণকর্ত্তৃক সেবিত আদ্য (সকলের অগ্রগণ্য, শুকাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক সর্বদা উপস্থিতি বিশিষ্ট, মনোহর হিমাচলতটে সেবার জন্য আগত পুরন্দর প্রমুখ দেববৃন্দ কর্ত্তৃক বিলোকিত, পদ্মরাগ তুল্য ফলের দ্বারা শোভিত, নবরত্নময় ভূষণের তুল্য লম্বমান বট-প্ররোহ (বটের ঝুরী) সমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত, আমোদযুক্ত জলজ ও স্থলজ পুষ্প সমূহের দ্বারা শোভিত, বেদ-শাস্ত্র শ্রবণকারী শুকবৃন্দের দ্বারা সেবিত, সংসারতাপ-নাশক কুশল ছায়ায় ব্যাপ্ত অত্যুচ্চ অদ্ভুত বট বৃক্ষকে চিন্তা করিয়া তাহার মূলস্থিত রত্নসিংহাসনে আসীন অপরিমিত ভূষণে ভূষিত শরচ্চন্দ্র সদৃশ বদনধারী দিব্য জ্ঞানাভিলাষী মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান জগতের আদি অব্যয় (অক্ষয়) দক্ষিণামূর্ত্তিকে ধ্যান করিবেন। ৯-১৭

ধ্যানের অর্থ হইতেছে—কৈলাসপর্বত সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, চন্দ্রখণ্ডে উজ্জ্বল জটাসমূহে মণ্ডিত, নাসাগ্রদর্শনে তৎপর, ত্রিনয়ন বীরাসনে উপবিষ্ট, জ্ঞানমুদ্রা ও টঙ্কে দক্ষিণহস্তদ্বয় শোভিত, বামের ঊর্দ্ধ হস্ত কুরঙ্গশোভিত (মৃগমুদ্রায় অলঙ্কৃত)

কক্ষাবদ্ধ-ভুজঙ্গমং মুনিবৃতং বন্দে মহেশং পরম্ ॥ ১৮

অযুত-দ্বয়-সংযুক্তং ত্রিলক্ষং জপেন্ মনুম্ ।
তদ্-দশাংশং তিলৈঃ শুক্লৈর্জুহুয়াৎ ক্ষীর-সংযুতৈঃ ॥ ১৯

পঞ্চাক্ষরোদিতে পীঠে বিধানেন প্রপূজয়েৎ ।
উপচারৈঃ সমুৎপন্নৈঃ পাদ্যাদ্যৈঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ২০

এবং কৃত-পুরশ্চর্য্যঃ সিদ্ধ-মন্ত্রো ভবেৎ সুধীঃ ।
ভিক্ষাহারো জপেন্মাসং মনুমেনং জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
নিত্যং সহস্রমষ্টোর্দ্ধং পরং বিন্দতি বাঙ্‌ময়ম্ ॥ ২১

ত্রিবারং জপ্তমেতেন মনুনা সলিলং পিবেৎ ।
নিত্যশো দক্ষিণামূর্ত্তিং ধ্যায়ন্ সাধক-সত্তমঃ ।
শাস্ত্র-ব্যাখ্যান-সামর্থ্যং লভতে বৎসরান্তরে ॥ ২২

ব্রাহ্মী-সৈন্ধব-সিদ্ধার্থ-বচা-কুষ্ঠ-কণোৎপলৈঃ ।
সুগন্ধি-সংযুতৈঃ কল্কৈঃ শৃতং ব্রাহ্মীরসে ঘৃতম্ ॥ ২৩

বামের অধোহস্ত জানুতে ন্যস্ত প্রসন্নবদন, কক্ষে (বাহুমূলে) আবদ্ধ-সর্প মুনিগণের দ্বারা বেষ্টিত পরম মহেশকে বন্দনা করি । ১৮

পুরশ্চরণে তিন লক্ষ দুই অযুত এই মন্ত্র জপ করিবেন । ক্ষীর-সংযুক্ত তিল সমূহের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবেন । ১৯

পঞ্চাক্ষর মন্ত্র প্রকরণে কথিত পীঠে যথাবিধানে সমুৎপাদিত পাদ্যাদি উপচারের দ্বারা (জলের দ্বারা উপচার কর্ত্তব্য নহে) পরমেশ্বরকে প্রকৃষ্টরূপে পূজা করিবেন । ২০

সুধী সাধক এইরূপে পুরশ্চরণ করিলে সিদ্ধমন্ত্র হইবেন । জিতেন্দ্রিয় সাধক ভিক্ষাহারী হইয়া একমাস যাবৎ প্রত্যহ অষ্টাধিক সহস্র এই মন্ত্র জপ করিবেন । ইহা দ্বারা শ্রেষ্ঠ বাক্‌ময় সম্পৎ লাভ করেন । ২১

সাধকশ্রেষ্ঠ প্রত্যহ দক্ষিণামূর্ত্তিকে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র জপ্ত জল তিনবার পান করিবেন । তাহাতে বৎসরের মধ্যে শাস্ত্র ব্যাখ্যার সামর্থ্য লাভ করেন । ২২

ব্রাহ্মী, সৈন্ধব, সিদ্ধার্থ (শ্বেতরাই), বচ, কুষ্ঠ (কুড়), কণা (পিপুল) উৎপল (সুধা), সুগন্ধিসংযুক্ত তবকপত্র, এলা-কেশরযুক্ত—ইহাদের কল্কের সহিত

মন্নুনাঽনেন সংজপ্তমমৃতং সাধু সাধিতম্ ।
নিপীতং কবিতা-কান্তি-রক্ষায়ুঃ-শ্রী ধৃতি-প্রদম্ ॥ ২৪

প্রণবো হৃদয়ং পশ্চাৎ ততো ভগবতে পদম্ ।
ঙেযুতং দক্ষিণামূর্ত্তিং মহ্যং মেধামুদীরয়েৎ ।
প্রযচ্ছ ঠদ্বয়ান্তোঽয়ং দ্বাবিংশত্যক্ষরো মনুঃ ॥ ২৫

মুনিশ্চতুর্মুখশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা মনোঃ ।
দক্ষিণামূর্ত্তিরাখ্যাতো বেদ-ব্যাখ্যান-তৎপরঃ ॥ ২৬

তার-রুদ্ধৈঃ স্বরৈর্দীর্ঘৈঃ ষড়্ভিরঙ্গানি কল্পয়েৎ ।
অথবা মন্ত্রসম্ভূতৈঃ পদৈর্বা কল্পয়েৎ ক্রমাৎ ।
পূর্বোক্ত-বটমূলস্থং চিন্তয়েন্ মন্ত্র-নায়কম্ ॥ ২৭

ব্রাহ্মীরসে পক্ব ঘৃত এই মন্ত্রের দ্বারা অযুত জপ্ত ও উত্তমরূপে সাধিত হইয়া পীত হইলে উহা কবিতা, কান্তি, রক্ষা, আয়ুঃ, শ্রী ও ধৃতিপ্রদ হইয়া থাকে। ২৩ ২৪

বিবৃতি। সাধু সাধিত কথার অর্থ এই যে, পল পরিমিত কল্কের সহিত চব্বিশ পল ব্রাহ্মীরসে ছয় পল ঘৃত পাক করিবেন। ঘৃতাবশেষ সেই পক্ব ঘৃতে উক্ত প্রকারে দেবতার পীঠের পূজা করিয়া সেইখানে আবরণের সহিত দেবতার পূজা করিয়া বহির্ভাগে অগ্নিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেইখানে ব্রাহ্মীরসে দেবতার পীঠকে অর্চনা করিয়া হোম করিয়া সেই হোমের সম্পাত-ঘৃতের দ্বারা আপ্লুত করিবেন। পরে প্রাতঃকালে শুচি হইয়া ঐ ঘৃত পান করিবেন। ২৪

মন্ত্রান্তর উদ্ধার করিতেছেন। প্রথমে প্রণব ও হৃদয় (নমঃ), তাহার পর ভগবতে পদ, তাহারপর ঙে বিভক্তিযুক্ত দক্ষিণামূর্ত্তি অর্থাৎ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে পদ, তাহার পর মহ্যং মেধাং বলিবেন। তাহার পর প্রযচ্ছ ও ঠ দ্বয়ান্ত (স্বাহান্ত) হইবে ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং প্রযচ্ছ স্বাহা—এইটি দক্ষিণামূর্তির দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র। ২৫

এই মন্ত্রের চতুর্মুখ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, বেদব্যাখ্যানে তৎপর দক্ষিণামূর্ত্তি দেবতা কথিত হইয়াছেন। (প্রণবান্ত নাদ বীজ ও স্বাহা শক্তি)। ২৬

প্রণব পুটিত আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ এই ছয়টি দীর্ঘস্বরের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। অথবা মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ষড়ঙ্গের ন্যাস করিবেন। পূর্বোক্ত বটমূলস্থ মন্ত্রনায়ক দক্ষিণামূর্ত্তিকে ধ্যান করিবেন। ২৭

স্ফটিক-রজত-বর্ণং মৌক্তিকীমক্ষমালা-
মমৃত-কলশ-বিদ্যা-জ্ঞানমুদ্রাঃ করাগ্রৈঃ।
দধতমুরগ-কক্ষং চন্দ্র-চূড়ং ত্রিনেত্রং
বিধৃত-বিবিধ-ভূষং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥ ২৮

লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিতঃ।
জুহুয়াৎ সঘৃতৈঃ পদ্মৈর্দশাংশং সংস্কৃতেঽনলে ॥ ২৯

পূর্ব্বোদিতে যজেৎ পীঠে বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা।
অঙ্গান্যভ্যর্চয়েদ্ বাহ্যে পত্রেষষ্টস্মু পূজয়েৎ ॥ ৩০

সরস্বতীং বাচয়ন্তীং পুস্তকং সস্মিতাননাম্।
ব্রহ্মাণং সনকং পশ্চাৎ সনন্দনমতঃ পরম্ ॥ ৩১

সনৎকুমার-নামানং শুকং ব্যাসং গণেশ্বরম্।
সিদ্ধ-গন্ধর্ব-যোগীন্দ্র-বিদ্যাধর-গণান্ বহিঃ ॥ ৩২

বিবৃতি। রাঘব ভট্টের পরমগুরু বলিয়াছেন—প্রণবাদি নমোন্ত ছয়টি পদের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস কর্ত্তব্য। নারদীয়তন্ত্রে মস্তক, ললাট, হৃদয়, নাসা, গণ্ড, রসনয়, জিহ্বা, নাসাগ্র, গল, বাহুদ্বয়, হৃদয়, নাভি, লিঙ্গ, গুদ, ঊরু, জানু, জঙ্ঘা, পার্ষ্ণি ও পাদে মন্ত্রের একুইশটি অক্ষর ন্যাস করিয়া সমস্ত সন্ধিসমূহে অন্তিম বর্ণন্যাস করিবেন। ২৭

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—স্ফটিক ও রজতের ন্যায় শুভ্র, দক্ষিণের ঊর্দ্ধ হস্তের করাগ্র দ্বারা স্ফটিকের অক্ষমালা ও অধোহস্তে জ্ঞানমুদ্রা, বামের ঊর্দ্ধ হস্তে পুস্তক ও অধোহস্তে অমৃতপূর্ণ কলশধারী বাহুমূলে বদ্ধ-সর্প চন্দ্র-চূড় ত্রিনেত্র বিবিধভূষণধারী দক্ষিণামূর্ত্তিকে স্তুতি করি। ২৮

পুরশ্চরণে ব্রহ্মচারি-ব্রতে অবস্থিত হইয়া এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। সংস্কৃত বহ্নিতে সঘৃত পদ্মসমূহের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ২৯

পূর্ব প্রোক্ত পীঠে বক্ষ্যমাণ পদ্ধতিতে পূজা করিবেন। বাহ্যে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। আটটি পত্রে পুস্তক বাচন-কারিণী স্মিতাননা সরস্বতীকে, ব্রহ্মাকে, সনককে, অনন্তর সনন্দনকে, সনৎকুমারকে শুক, ব্যাস ও গণেশ্বরকে পূজা করিবেন। বহির্ভাগে চতুরস্রের মধ্যে দিক্‌সমূহে সিদ্ধ, গন্ধর্ব, যোগীন্দ্র ও বিদ্যাধরগণকে পূজা করিবেন। ৩০-৩২

বাহ্যে লোকেশ্বরানর্চেদ্ বজ্রাদ্যায়ুধ-সংযুতান্ ।
ইত্থং পূজাদিভিঃ সিদ্ধে মন্ত্রেঽস্মিন্ সাধকোত্তমঃ ।
বল্লভো জায়তে বাচাং বাচস্পতিরিবাপরঃ ॥ ৩৩

মন্ত্রেণাঽনেন সংজপ্তৈর্বিশুদ্ধৈঃ সলিলৈঃ সুধীঃ ।
অভিষিঞ্চেদ্ স্বশিরসি শ্রিয়মারোগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪

কণ্ঠমাত্রে জলে স্থিত্বা জপেন্ মন্ত্রং সহস্রকম্ ।
প্রত্যহং মণ্ডলাদর্বাক্ কবীনামগ্রণীর্ভবেৎ ॥ ৩৫

গৌর্য্যা পার্শ্বস্থয়া সার্দ্ধং শ্রীকামী চিন্তয়ন্ বিভুম্ ।
অযুতং প্রজপেন্ মন্ত্রং ভূয়সীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬

ভুঞ্জানঃ প্রযতো মন্ত্রী গোমূত্রে শৃতমোদনম্ ।
ভিক্ষান্নমথবা মন্ত্রমযুত-দ্বিতয়ং জপেৎ ।
অশ্রুতান্ বেদ-শাস্ত্রাদীন্ ব্যাচষ্টে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭

সিদ্ধ-গন্ধর্ব-মুনিভির্যোগীন্দ্রৈরপি সেবিতৌ ।
জ্ঞান-বাগর্থিনাং প্রীত্যৈ কথিতৌ মন্ত্র-নায়কৌ ॥ ৩৮

বাহ্যে বজ্রাদি আয়ুধ-সংযুক্ত লোকেশ্বরগণকে পূজা করিবেন। এইরূপ পূজাদি দ্বারা এই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সাধকশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির ন্যায় দ্বিতীয় বাক্‌পতি (বৃহস্পতি) হইতে পারেন। ৩৩

সুধী সাধক এই মন্ত্র সংজপ্ত বিশুদ্ধ জলের দ্বারা নিজের মস্তক অভিষেক করিবেন। ইহা দ্বারা ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ করেন। ৩৪

কণ্ঠমাত্র জলে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে মণ্ডলের মধ্যে কবিগণের অগ্রণী হইবেন। ৩৫

শ্রীকামী ব্যক্তি পার্শ্বস্থ গৌরীর সহিত বিভু দেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে অযুত মন্ত্র জপ করিবেন। ইহা দ্বারা প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিবেন। ৩৬

মন্ত্রজ্ঞ সাধক গোমূত্রে পক্ব ওদন ভোজন করিয়া অথবা ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া দুই অযুত মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে অশ্রুত বেদ শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিতে পারেন। ইহাতে সংশয় নাই। ৩৭

জ্ঞানার্থীর ও বাক্‌কামীর প্রীতির জন্য সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও মুনীন্দ্রগণের ও যোগীন্দ্রগণের সেবিত মন্ত্রনায়কদ্বয় কথিত হইলেন। ৩৮

লোহিতোঽগ্ন্যাসনঃ সত্তো বিন্দুমান্ প্রথমং ততঃ।
দ্বিতীয়ং বহ্নিবীজস্থা দীর্ঘা শান্তীন্দু-ভূষিতা ॥ ৩৯
তৃতীয়ং লাঙ্গলী সর্গী মন্ত্রো বীজত্রয়ান্বিতঃ।
নীলকণ্ঠাত্মকঃ প্রোক্তো বিষদ্বয়-হরঃ পরঃ ॥ ৪০
হর-দ্বয়ং বহ্নিজায়া হৃদয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।
কপর্দ্দিনে ঠদ্বয়ান্তং শিরো মন্ত্রঃ উদাহৃতঃ ॥ ৪১
নীলকণ্ঠায় ঠদ্বন্দ্বং শিখামন্ত্র উদাহৃতঃ।
কালকূট-পদস্যান্তে বিষভক্ষণ-ঙেযুতম্ ॥ ৪২
হুং ফট্ কবচমাদিষ্টং বিদ্বদ্ভির্নীলকণ্ঠিনে।
স্বাহান্তমস্ত্রমেতানি পঞ্চাঙ্গানি মনোর্বিদুঃ ॥ ৪৩
মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে হৃদম্ভোজে ক্রমাদ্ বীজত্রয়ং ন্যসেৎ।
ততঃ সমাহিতো ভূত্বা নীলকণ্ঠং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৪৪

নীলকণ্ঠের মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। অগ্ন্যাসন (রেফাসন) অর্থাৎ রকারে যুক্ত লোহিত-প সত্ত—ও এবং বিন্দুমান্ হইলে প্রথমবীজ প্রোং হয়। তাহার পর বহ্নিবীজস্থা রকারস্থা দীর্ঘা নকার শান্তি ঈ ও বিন্দু-ভূষিতা হইলে দ্বিতীয় বীজ নীং হয়। তাহার পর লাঙ্গলী ঠকার সর্গী বিসর্গযুক্ত হইলে তৃতীয় বীজ ঠঃ হয়। এই বীজ ত্রয় সমন্বিত নীলকণ্ঠরূপ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। উহা শ্রেষ্ঠ স্থাবর ও জঙ্গম বিষের নাশক। ৩৯-৪০

বিবৃতি। তন্ত্রসারে ও পদার্থাদর্শে উক্ত হইয়াছে যে—এই মন্ত্রের অরুণ ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ,[১] নীলকণ্ঠ দেবতা, আদ্য বীজ ও অন্ত্য শক্তি কথিত হইয়াছে। ৪০

হর দ্বয় বহ্নিজায়া (স্বাহা) অর্থাৎ হর হর স্বাহা-এইটি হৃদয়মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। কপর্দ্দিনে ঠদ্বয় (স্বাহা) এইটি শিরোমন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ৪১

নীলকণ্ঠায় ঠদ্বয় (স্বাহা)—এইটি শিরোমন্ত্র কথিত হইয়াছে। কালকূট পদের অন্তে ঙেবিভক্তি-যুক্ত বিষভক্ষণ পদ ও হুং ফট্ অর্থাৎ কালকূট-বিষ-ভক্ষণায় হুং ফট্—এইটি বিদ্বদ্গণ কর্ত্তৃক কবচমন্ত্র কথিত হইয়াছে। নীলকণ্ঠিনে স্বাহান্ত অর্থাৎ নীলকণ্ঠিনে স্বাহা—এইটি অস্ত্র মন্ত্র। এইগুলিকে এই মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ বলিয়া জানিবেন। ৪২-৪৩

মস্তকে, কণ্ঠে ও হৃৎপদ্মে ক্রমে ক্রমে তিনটি বীজন্যাস করিবেন। তাহার পর সমাহিত হইয়া নীলকণ্ঠকে ধ্যান করিবেন। ৪৪

১। বঙ্গবাসীর তন্ত্রসারে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে।

বালার্কাযুত-তেজসং ধৃত-জটা-জুটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলং
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতভূষণং জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ।
খট্বাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্র-বিলসৎ-পঞ্চাননং সুন্দরং
ব্যাঘ্র-ত্বক্-পরিধানমব্জ-নিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে॥ ৪৫

লক্ষত্রয়ং জপেন্ মন্ত্রং তদ্দশাংশং সসর্পিষা।
হবিষা জুহুয়াৎ সম্যক্ সংস্কৃতে হব্য-বাহনে॥ ৪৬
শৈবে পীঠে যজেদেনং মৃত্যুঞ্জয়-বিধানতঃ।
এবং পূজাদিভিঃ সিদ্ধে মনৌ মন্ত্রী বিষদ্বয়ম্।
নাশয়েদচিরাদেব নীলকণ্ঠ ইবাঽপরঃ॥ ৪৭
মনুনাঽনেন সংজপ্তৈঃ কুম্ভস্থৈঃ সলিলৈঃ শুভৈঃ।
অভিষিঞ্চেদ্ বিষাক্রান্তং স বিষান্ মুচ্যতে ধ্রুবম্।
স্পৃষ্ট্বা জপেদ্ বিষাক্রান্তং তৎক্ষণং নির্বিষো ভবেৎ॥ ৪৮
বীজাভ্যাং প্রথমান্ত্যাভ্যাং পার্শ্বয়োর্বিষমাহরেৎ।
মধ্যেন মধ্যগং সর্বং মনুনাঽনেন সংহরেৎ॥ ৪৯

সেই ধ্যানের অর্থ হইতেছে। অযুত বাল সূর্য্যের তেজের ন্যায় তেজোময় শিরোধৃত জটা-জুট-মধ্যবর্ত্তী ইন্দুখণ্ডে উজ্জ্বল, নাগেন্দ্র সমূহের দ্বারা কৃত-ভূষণ দক্ষিণের ঊর্দ্ধহস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তে যথাক্রমে জপমালা, শূল, কপাল ও খট্বাঙ্গধারী, ত্রিনেত্রে শোভিত পঞ্চমুখ সুন্দর ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত পদ্মনিলয় শ্রীনীলকণ্ঠকে ভজনা করি। ৪৫

পুরশ্চরণে তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। সংস্কৃত বহ্নিতে সর্পিঃযুক্ত হবিঃ দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৪৬

মৃত্যুঞ্জয় পূজার পদ্ধতি অনুসারে শৈব পীঠে শ্রীনীলকণ্ঠের পূজা করিবেন। এই রূপ পূজাদি দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হইলে মন্ত্রবিৎ সাধক দ্বিতীয় নীলকণ্ঠের ন্যায় অচিরেই স্থাবর ও জঙ্গম বিষদ্বয় নাশ করেন। ৪৭

এই মন্ত্রের দ্বারা সংজপ্ত কুম্ভস্থ শুভ (স্বচ্ছ পবিত্র) জলের দ্বারা বিষাক্রান্ত ব্যক্তিকে অভিষেক করিবেন। সে নিশ্চয়ই বিষ হইতে মুক্ত হইবে। বিষাক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। তৎক্ষণাৎ নির্বিষ হইবে। ৪৮

প্রথম ও অন্ত্য বীজদ্বয়ের দ্বারা পার্শ্বদ্বয়ের বিষ টানিয়া বাহির করিবেন। এই মধ্যবীজের দ্বারা মধ্যগত সমস্ত বিষকে সংহার করিবেন। ৪৯

বহুনা কিমিহোক্তেন মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ।
কালকূটং বিষং সাক্ষাদ্ ভুক্তং স্যাৎ পরমামৃতম্ ॥ ৫০
অগ্নিঃ সংবর্ত্তকাদিত্য-রানিলৌ-ষষ্ঠ-বিন্দুমৎ।
চিন্তামণিরিতি খ্যাতং বীজং সর্বসমৃদ্ধিদম্ ॥ ৫১
কাশ্যপো মুনিরাখ্যাতশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্।
অর্দ্ধ-নারীশ্বরঃ প্রোক্তো দেবতা জগতাং পতিঃ।
রেফাদি-ব্যঞ্জনৈঃ ষড়্ভিঃ কুর্য্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ ॥ ৫২

নীল-প্রবাল-রুচিরং বিলসৎ-ত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপল-কপাল-ত্রিশূল-হস্তম্।
অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্ত-ভূষং
বালেন্দু-বদ্ধ-মুকুটং প্রণমামি রূপম্ ॥ ৫৩

একলক্ষং জপেদ্ বীজমিত্থং মন্ত্রী বিচিন্তয়েৎ।
অযুতং মধুনা সিক্তৈর্জুহুয়াৎ তিল-তণ্ডুলৈঃ ॥ ৫৪

অধিক বলার কি প্রয়োজন? অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই। মন্ত্রবিৎ কর্ত্তৃক এই মন্ত্রের দ্বারা কালকূট বিষ ভক্ষিত হইলে উহা পরম অমৃত হইয়া যায়। ৫০

উত্তর মুখ প্রধান চিন্তামণি মন্ত্র বলিতেছেন। অগ্নিটি (র্), সংবর্ত্তক (ক্), আদিত্য (ম্), র্, অনিল (য্), ঔ এবং ষষ্ঠ (ঊ) ও বিন্দু যুক্ত হইলে র ক ম র য্রৌং হয়। উহা সর্বসমৃদ্ধিপ্রদ চিন্তামণি বীজ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ৫১

এই মন্ত্রের কাশ্যপ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, জগৎপতি অর্দ্ধনারীশ্বর দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (মন্ত্রের রেফ বীজ, ঊকার শক্তি।) রকারাদি যান্ত ছয়টি সবিন্দুক ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ছয়টি অঙ্গন্যাস করিবেন। ৫২

এই মন্ত্রের অর্দ্ধনারীশ্বরের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—মহেশার্দ্ধ নীলবর্ণ, পার্বতীর অর্দ্ধ প্রবাল বর্ণ, উজ্জ্বল ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট দেবীর অর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে পাশ ও অরুণ বর্ণের উৎপল, মহেশের অর্দ্ধহস্তদ্বয়ে কপাল ও ত্রিশূল, মহেশের অর্দ্ধ সর্পাদি দ্বারা অলংকৃত, পার্বতীর অর্দ্ধদেহ রত্ন-তাটঙ্কাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, বালচন্দ্র যুক্ত মুকুটে ভূষিতমস্তক অর্দ্ধাম্বিকেশ মূর্ত্তিকে সর্বদা প্রণাম করি। ৫৩

পুরশ্চরণে মন্ত্রজ্ঞ সাধক এক লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন

শৈবোদিতে যজেৎ পীঠে প্রাগঙ্গৈঃ ষড়্‌ভিরীরিতৈঃ ।
বৃষাদ্যৈর্মাতৃভিঃ পশ্চাল্লোক-পালৈস্তদায়ুধৈঃ ॥ ৫৫
এবমভ্যর্চয়েদ্ দেবমর্দ্ধনারীশ্বরং পরম্ ।
তেজঃ-কান্তি-যশো-লক্ষ্মী-বাচাং ভবতি বল্লভঃ ।
প্রাসাদাদ্যং জপেন্ মন্ত্রমযুতং রোগ-শান্তয়ে ॥ ৫৬
স্বরাবৃতমিদং বীজং বিগলং পরমামৃতম্ ।
চন্দ্রবিম্ব-স্থিতং মূর্দ্ধ্নি ধ্যাতং ক্ষ্বেড়-গদাপহম্ ॥ ৫৭
প্রতিলোমাৎ স্বরাবীতং বীজং বহ্নি-গৃহে স্থিতম্ ।
রেফাদি-ব্যঞ্জনোল্লাসি ষট্‌কোণাভিবৃতং বহিঃ ।
ভূতার্ত্তস্য স্মৃতং মূর্দ্ধ্নি ভূতমাশু বিনাশয়েৎ ॥ ৫৮
বীজং চন্দ্রগতং বীতং স্বরৈঃ ষোড়শভিঃ ক্রমাৎ ।
গলৎ-পরসুধাপূরং নেত্রে ধ্যাতং রুজং হরেৎ ।
এবমেব স্মৃতং বীজং কুক্ষৌ শূলাদি-রোগ-হৃৎ ॥ ৫৯

প্রকারে অর্দ্ধাম্বিকেশকে ধ্যান করিবেন। মধু-সিক্ত তিল-তণ্ডুলের দ্বারা অযুত সংখ্যক হোম করিবেন। ৫৪

শৈব প্রকরণোক্ত পীঠে প্রাগুক্ত ছয়টি অঙ্গের সহিত, বৃষাদির সহিত, লোক-পালগণের সহিত ও তাঁহাদের আয়ুধের সহিত উমেশকে পূজা করিবেন। ৫৫

এই শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধনারীশ্বরকে এইরূপ উপদিষ্ট পদ্ধতিতে অর্চনা করিবেন। তাহাতে তেজঃ, কান্তি, যশঃ, লক্ষ্মী ও বাক্যের অধিপতি হন। রোগ শান্তির জন্য প্রাসাদ বীজাদি এই মন্ত্র অযুত সংখ্যক জপ করিবেন। ৫৬

চন্দ্রবিম্ব স্থিত (ঠকারস্থ) স্বরবর্ণ দ্বারা আবৃত বিগলৎ পরমামৃতরূপ এই বীজ বিষার্ত্তের মস্তকে ধ্যাত হইলে উহা বিষ-রোগের নাশক হয়। ৫৭

বহ্নির গৃহে ঊর্দ্ধাগ্র ত্রিকোণে স্থিত প্রতিলোমে স্বরের দ্বারা বেষ্টিত রেফাদি (র ক ষ ম য ব এই সকল) ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বারা উল্লসিত এই বীজ ভূতার্ত্তের মস্তকে ধ্যাত হইলে উহা শীঘ্র ভূতকে বিনাশ করে। ৫৮

চন্দ্রগত (ঠকারগত) ক্রমে ক্রমে ষোড়শ স্বরবর্ণ দ্বারা বীত (বেষ্টিত) গলৎ সুধাপূর রূপ এই বীজ নেত্রে ধ্যান করিলে নেত্ররোগ নাশ করে। এইরূপে ঠকারগত স্বরের দ্বারা আবৃত গলৎ সুধাপূর রূপ এই বীজ কুক্ষিতে ধ্যান করিলে শূলাদি রোগের নাশক হইয়া থাকে। ৫৯

স্ফোটে বিষ-জ্বরে দাহে মোহে শীর্ষ-গদে ভ্রমে।
বীজমেতৎ তথা ধ্যাতং তত্তৎ-ক্লেশান্ বিনাশয়েৎ ॥ ৬০

কুঙ্কুমাভমিদং বীজং ত্রিকোণ-গতমুজ্জ্বলম্।
যস্য মূর্দ্ধ্নি স্মরেন্ মন্ত্রী স বশ্যো জায়তেঽচিরাৎ ॥ ৬১

ঊর্ধ্বরেফস্থ-সাধ্যাখ্যং বীজং বহ্নিগৃহে স্থিতম্।
বহ্নিগেহ-দ্বয়েনাঽগ্নি-যুক্ত-কোণেন সংবৃতম্ ॥ ৬২

প্রতিলোম-স্বরাবীতং চুল্লী-স্থানে নিবেশিতম্।
বশীকরোত্যামরণাদচিরেণৈব দাসবৎ ॥ ৬৩

মধুর-ত্রয়-যুক্তেন শালি-পিষ্টেন পুত্তলীম্।
কৃত্বা প্রতিষ্ঠিত-প্রাণাং বিভজ্য জুহুয়াদ্ বশী।
ত্রিবাসরমনেনৈব সাধ্যস্তস্য বশীভবেৎ ॥ ৬৪

মকারগত-সাধ্যাখ্যমনলস্থ-গদাহ্বয়ম্।
চন্দ্রগং চতুরস্রেণ টান্ত-কোণেন বেষ্টিতম্ ॥ ৬৫

স্ফোটে, বিষজ্বরে, দাহে, মোহে, শিরোরোগে ও ভ্রমে এই বীজকে সেই রূপ ঠকারগত মরাবৃত গলৎ সুধাপূর রূপ ধ্যান করিলে উহা তত্তৎ স্থানে তত্তৎ দুঃখকে নাশ করে। ৬০

ত্রিকোণগত কুঙ্কুমাভ উজ্জ্বল এই মন্ত্রকে যাহার মস্তকে ধ্যান করিবেন, সে অচিরে বশ হয়। ৬১

অগ্নি (রেফ) যুক্ত কোণ বিশিষ্ট বহ্নির গৃহদ্বয়ের দ্বারা আবৃত প্রতিলোমে স্বরের দ্বারা বেষ্টিত বহ্নির গৃহে অবস্থিত ঊর্দ্ধ রেফস্থ সাধ্যাখ্য বীজকে চুল্লীস্থানে স্থাপন করিলে শীঘ্রই উহা ভৃত্যের ন্যায় আমরণ বশীভূত করে। ৬২-৬৩

মধুরত্রয়-যুক্ত শালি-তণ্ডুলের পিষ্টলীর দ্বারা বার আঙ্গুল পুত্তলী করিয়া তাহাতে ত্রয়োবিংশ পটলোক্ত রীতিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বশী সাধক তাহাকে বিভাগ করিয়া তিন দিন যাবৎ হোম করিবেন। ইহার দ্বারা তাঁহার সাধ্য বশীভূত হইবে। ৬৪

ঊর্দ্ধরেফ-গত রোম নাম-যুক্ত টান্ত (ঠকার যুক্ত) কোণ বিশিষ্ট চতুরস্রের দ্বারা বেষ্টিত মন্ত্রান্তর্গত মকারে সাধ্য নামযুক্ত তাম্বূল পত্রস্থ বীজ এই মন্ত্রের

বীজং তাম্বূল-পত্রস্থং প্রজপ্তং মনুনাঽমুনা।
ভক্ষিতং নাশয়েৎ সম্যক্ শিরোরোগং ন সংশয়ঃ॥ ৬৬
লিখিত্বা বন্ধু-জীবেন ত্রিকোণং বীজ-গর্ভিতম্।
অত্র বহ্নিং সমাধায় সম্যগারাধ্য দেবতাম্।
জুহুয়াৎ কৃত-সম্পাতং সর্পিষাঽষ্টোত্তরং শতম্॥ ৬৭
সম্পাতাজ্যেন সংসিক্তা ত্রিলোহ-কৃত-মুদ্রিকা।
বিধৃতা ভূত-বেতাল-কৃত্যা-রোগ-বিনাশিনী॥ ৬৮
ঊর্ধ্ব-বহ্নি-রহিতং মনুমেনং বহ্নি-গেহ-যুগলে পরিলেখ্য।
অগ্নিমস্রিষু মহীপুর-বীতং যন্ত্রমেতদুদিতং গ্রহবৈরি॥ ৬৯
অগ্নিবীজ-লসৎ-কোণ-ত্রিকোণ-লিখিতে ধ্রুবে।
শরাবে কপিলাজ্যাক্ত-সূত্র-দীপং প্রবিন্যসেৎ॥ ৭০
ঘটেনৈনং পিধায়াস্য পৃষ্ঠে যন্ত্রমিদং লিখেৎ।
ভূতার্তমত্র সংস্থাপ্য চিন্তামণি-মনুং জপেৎ।
তমাবিশ্য ক্ষণান্ মুঞ্চেদ্ গ্রহঃ ক্রূরোঽপি সর্বথা॥ ৭১

দ্বারা প্রজপ্ত হইয়া ভক্ষিত হইলে উহা শিরোরোগ সম্যক্‌রূপে নাশ করে। ইহাতে সংশয় নাই। ৬৫-৬৬

বন্ধুজীব পুষ্পের রসের দ্বারা বীজ-গর্ভ ত্রিকোণ লিখিয়া এইখানে বহ্নি স্থাপন করিয়া দেবতাকে সম্যক্‌রূপে আরাধনা করিয়া সর্পিঃ দ্বারা সম্পাত পাত সহকারে অষ্টোত্তর শত (১০৮) হোম করিবেন। ৬৭

ত্রিলোহ-কৃত মুদ্রিকা সম্পাত আজ্যের দ্বারা সংসিক্তা হইয়া হস্তে বিধৃতা হইলে ভূত, বেতাল, কৃত্যা ও রোগ-নাশিনী হইয়া থাকে। ৬৮

ঊর্ধ্ব বহ্নি (র) রহিত এই মন্ত্রকে বহ্নির গৃহদ্বয়ে লিখিয়া ষট্ কোণে অগ্নিকে (রকার কে) লিখিয়া ভূপুর দ্বারা আবৃত করিবেন। এই যন্ত্র গ্রহবৈরি (নাশক) কথিত হইয়াছে। ৬৯

একটি শরাবে রক্তবর্ণ রজো দ্বারা অগ্নি গৃহ অঙ্কিত করিয়া তাহার কোণ সমূহে অগ্নির বীজ লিখিয়া তাহার মধ্যে প্রণব লিখিবেন। তাহাতে কপিলা ধেনুর ঘৃত ও পদ্মসূত্রের দীপ স্থাপন করিবেন। ৭০

ঘটের দ্বারা এই শরাবকে আচ্ছাদন করিয়া এই ঘটের পৃষ্ঠে জবা দ্বারা এই যন্ত্র লিখিবেন। এই লিখিত যন্ত্রের পৃষ্ঠে ভূতার্তকে বসাইয়া তাহাকে স্পর্শ

কৃশানু-ভবন-দ্বয়ে মনুমিমং লিখিত্বা পুন-
স্তদস্রিষু হলো লিখেৎ স্বরযুগং ততঃ সন্ধিষু।
ধ্রুবেণ পরিবেষ্টিতং ধরণিগেহ-মধ্যস্থিতং
মনোরথ-ফলপ্রদং ভবতি যন্ত্রমেতন্ নৃণাম্ ॥ ৭২
ষট্কোণান্তস্ত্রিকোণে লিখতু মনুমিমং সাধ্যনামাক্ষরাঢ্যং
ষট্কোণেষঙ্গ-মন্ত্রান্ বসুদল-বিবরেষ্বষ্ট-মন্ত্রাক্ষরাণি।
বীতং বাহ্যে কলাভিস্তদনু পরিবৃতং কাদিভির্যাদিভিস্তৎ
ক্ষোণী-বিম্বেন যুক্তং নৃহরি-মনুযুতং যন্ত্রমাপদ্-গ্রহঘ্নম্ ॥ ৭৩
অস্মিন্ যন্ত্রে প্রতিষ্ঠাপ্য কলশং প্রোক্ত-বর্ত্মনা।
কৃতোঽভিষেকো স্যাৎ কৃত্যা-ভূত-দ্রোহাদি-শান্তিদঃ ॥ ৭৪
স্বরাবৃতমমুং মনুং লিখতু টান্তমধ্যে ততঃ
ষড়স্রিষু হুতাশনং তদনু কাদিবর্ণৈর্বৃতম্।

করিয়া চিন্তামণি মন্ত্র জপ করিবেন। ক্রূর গ্রহও তাহাকে আবেশ করিয়া মন্ত্রাভিষেকের দ্বারা ক্ষণ মাত্রেই তাহাকে ত্যাগ করে। ৭১

অগ্নির গৃহদ্বয়ে এই মন্ত্র লিখিয়া পুনরায় তাহার কোণ সমূহে বীজের মধ্যবর্তী র ক ষ ম র য় এই ব্যঞ্জন বর্ণগুলি লিখিবেন। তাহার সন্ধি সমূহে বীজের অন্তর্গত ঔ উ এই স্বর দুইটি লিখিবেন। প্রণবের দ্বারা একটি বেষ্টন দিবেন। উহা ভূগৃহের মধ্যস্থিত হইবে। ভূগৃহের কোণ সমূহে নৃসিংহবীজ লিখিত হইবে। এই যন্ত্র মানবগণের মনোরথ ফলপ্রদ হয়। ৭২

ষট্-কোণের অন্তর্গত ত্রিকোণে সাধ্য-নামের অক্ষরযুক্ত এই মন্ত্র লিখিবেন। ছয়টি কোণে অঙ্গমন্ত্র ছয়টি লিখিবেন। অষ্ট দলের মধ্যে এক একটি করিয়া ছয়টী হল ও দুইটী স্বরবর্ণ লিখিবেন। তাহার বহির্ভাগ কলাসমূহের দ্বারা (ষোড়শ স্বরবর্ণ দ্বারা) বেষ্টিত হইবে। তাহার পর কাদি মকারান্ত ব্যঞ্জন বর্ণ দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহার পর যাদি ব্যঞ্জন বর্ণ সমূহ দ্বারা বেষ্টিত হইবে। ভূগৃহের কোণে নৃসিংহ বীজ লিখিয়া ঐ নৃসিংহ বীজযুক্ত ভূপুরের অন্তর্গত হইবে। এই যন্ত্র আপদ্ ও গ্রহদোষের নিবারক কথিত হইয়াছে। ৭৩

এই যন্ত্রে ষষ্ঠ পটলোক্ত রীতিতে কলশ প্রতিষ্ঠা করিয়া অভিষেক করিলে কৃত্যা ভূত-দ্রোহাদির শান্তিপ্রদ হয়। ৭৪

টান্ত (ঠকার) মধ্যে স্বরবর্ণাবৃত এই মন্ত্র লিখুন। তাহার পর ছয়টি কোণে

ধরাপুর-যুগেন তন্ নৃহরি-বীজ-যুক্তাস্রিণা।
প্রবেষ্টিতমুদাহৃতং দুরিত-রোগ-কৃত্যাপহম্ ॥ ৭৫

ক্ষকারো মাগ্নি-পবন-বামকর্ণার্দ্ধ-চন্দ্রবান্।
উক্তং তুম্বুরু-বীজং তু যেন সিধ্যন্তি সাধকাঃ ॥ ৭৬

ষড্ দীর্ঘ ভাজা বীজেন ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ।
ক্ষকার-রহিতং বীজং ক্রমাজ্ জভসহান্বিতম্ ॥ ৭৭

চত্বারি দেবী-বীজানি দেব্যো জ্ঞেয়া ইমাঃ ক্রমাৎ।
জয়াখ্যা বিজয়া পশ্চাদজিতা চাপরাজিতা ॥ ৭৮

বীজমঙ্গুলিষু ন্যস্য করয়োর্ব্যাপকং ততঃ।
কনিষ্ঠাদিষু বিন্যস্যেৎ ষড়ঙ্গানি তলাবধি ॥ ৭৯

দেবং দেবীঃ স্ববীজাদি কনিষ্ঠাদিষু বিন্যসেৎ।
পাদান্ মূর্দ্ধাবধি ন্যস্যেন্ মুষ্টিনাঽবয়বেষু তৎ ॥ ৮০

হুতাশনকে (রকারকে) লিখুন। তাহার পর কাদিবর্ণের দ্বারা তাহাকে বিষ্টিত করুন। নৃসিংহ বীজযুক্ত-কোণ ভূপুর-দ্বয়ের দ্বারা তাহা প্রবেষ্টিত হইলে এই যন্ত্র দুরিত, রোগ ও কৃত্যার নিবারক কথিত হইয়াছে। ৭৫

তুম্বুরুবীজ কথিত হইতেছে। ক্ষকার, ম, অগ্নি (রেফ), পবন (য), বামকর্ণ (ঊ) অর্দ্ধচন্দ্র (ং) যুক্ত হইলে তুম্বুরু বীজ (ক্ষ্ম্র্য্যূং) কথিত হয়। যাহা দ্বারা সাধক সিদ্ধি লাভ করেন। ৭৬

ষড্ দীর্ঘযুক্ত বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ক্ষকার রহিত বীজ ক্রমে ক্রমে ক্ষকারস্থানে জ ভ স হ এই চারিটি বর্ণ যোজিত হইলে চারিটি দেবীবীজ হয়। জয়া, বিজয়া, অজিতা ও অপরাজিতা—ইঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে সেই দেবীগণ জানিবেন। ৭৭-৭৮

অঙ্গুলিসমূহে মূলবীজকে ন্যাস করিয়া মূলবীজের দ্বারা হস্তদ্বয় ও তাহার উপরে ব্যাপক ন্যাস করিবেন। তাহার পর কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি সমূহে হস্ততলাবধি ষড়ঙ্গের ন্যাস করিবেন। ৭৯

কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলিসমূহে জ ভ স হ যুক্ত তম্বুরুদেবের মূল ও দেবীর মূল প্রথমে দিয়া দেব ও দেবীগণকে ন্যাস করিবেন। দক্ষিণ মুষ্টির দ্বারা পাদ, জানু, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ ও মস্তকে সেই বীজ ন্যাস করিবেন। ৮০

তন্মাভ্যাং ব্যাপকং কুর্য্যান্ মূর্দ্ধাদি-চরণাবধি।
ষড়ঙ্গানি ততো ন্যসেদ্ যথাস্থানং বিশালধীঃ ॥ ৮১
দেবং দেবীর্যথা পূর্ব্বং মূর্দ্ধাস্য-হৃদয়াম্বুজে।
নাভৌ গুহ্যে ক্রমান্ ন্যস্যেৎ পশ্চাদ্ দেবং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৮২

রক্তাভমিন্দু-শকলাভরণং ত্রিনেত্রং
খট্বাঙ্গ-পাশ-সৃণি-শুভ্র-কপালহস্তম্।
বেদাননং চিপিটনাসমনর্ঘ-ভূষং
রক্তাঙ্গরাগ-কুসুমাংশুকমীশমীড়ে ॥ ৮৩

লক্ষমানং জপেন্ মন্ত্রং জুহুয়াৎ সর্পিষান্বিতম্।
বক্ষ্যমাণে যজেৎ পীঠে দেবমাবরণৈঃ সহ ॥ ৮৪
নপুংসক-স্বরৈর্বিদ্বান্ স্বরাদ্যন্ত-দ্বয়েন চ।
ধর্মাদিকানর্ধমাত্মান্ পাদান্ গাত্রাণি বিন্যসেৎ ॥ ৮৫
ইকারেণ ন্যসেৎ পশ্চাৎ তদ্রূপান্ গুণানথ।

মূল মন্ত্রের দ্বারা মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত ব্যাপক ন্যাস করিবেন। তাহার পর বিশালধী সাধক যথাস্থানে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। ৮১

মস্তক, মুখ, হৃৎপদ্ম, নাভি ও গুহ্যে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বের ন্যায় স্ব স্ব বীজকে প্রথমে দিয়া দেব ও দেবীকে ন্যাস করিবেন। পরে তন্ত্রদেবকে ধ্যান করিবেন। ৮২

সেই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—রক্তাভ (রক্তবর্ণ) চন্দ্রখণ্ডাভরণ, ত্রিনেত্র, দক্ষিণের অধোহস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তে খট্বাঙ্গ, পাশ, সৃণি (অঙ্কুশ) শুভ্র কপালধারী, চিপিট (বিস্তৃত) নাসিক, মহার্ঘ ভূষণে ভূষিত, চতুরানন, রক্ত অঙ্গরাগে রঞ্জিত, রক্ত কুসুমে শোভিত, রক্ত বস্ত্র পরিহিত ঈশকে স্তুতি করি। ৮৩

লক্ষ সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। সর্পিঃ-যুক্ত হোম দ্রব্য হোম করিবেন। বক্ষ্যমাণ পীঠে আবরণের সহিত দেবতাকে পূজা করিবেন। ৮৪

বিদ্বান্ সাধক নিজ দেহে নপুংসক স্বর ঋ ৠ ঌ ৡ কে আদিতে দিয়া গাত্ররূপ ধর্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটিকে এবং স্বরের আদি বর্ণদ্বয় অ আ ও অন্ত্য দ্বয় অং অঃ কে আদিতে দিয়া গাত্ররূপ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও ও অনৈশ্বর্য্য এই চারিটিকে ন্যাস করিবেন। ৮৫

তাহার পর ইকারের সহিত তদ্রূপ ত্রিবর্ণ গুণকে (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-

শান্ত্যা তৎপর-বর্ণেন মায়াবিদ্যাময়ে ক্রমাৎ ॥ ৮৬

অথ ঊর্ধ্ব-চ্ছদে ন্যস্যেদর্ঘীশেন ততোঽম্বুজম্ ।
সন্ধ্যক্ষরৈর্যজেন্ মন্ত্রী শক্তীর্বামাদিকাঃ ক্রমাৎ ।
বামাং জ্যেষ্ঠাং তথা রৌদ্রীমিচ্ছাং জ্বালা-স্বরূপিণীঃ ॥ ৮৭

এবং প্রকল্পিতে পীঠে মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ।
আবাহ্য পূজয়েদ্ দেবং তস্যামাবরণৈঃ সহ ॥ ৮৮

অঙ্গাবৃতের্বহির্দেবীর্দিক্-পত্রেষু সমর্চয়েৎ ॥
জয়াদ্যাঃ স্বস্ববীজেন রক্তা রক্তানুলেপনাঃ ॥ ৮৯

অরুণাংশুক-পুষ্পাঢ্যাস্তাম্বূল-পূরিতাননাঃ ।
বল্লকী-বাদন-পরা মদ-মন্মথ-পীড়িতাঃ ॥ ৯০

ঈশাদি-কোণেষ্বভ্যর্চেদ্ দূতীর্বীজাদিকাঃ ক্রমাৎ ।
দুর্ভগাং সুভগাং ভূয়ঃ করালীং মোহিনীমিমাঃ ॥ ৯১

গুণকে) ন্যাস করিবেন। অনন্তর শান্তির সহিত (ঈকারের) এবং তৎপর বর্ণ উকারের সহিত যথাক্রমে মায়া ও বিদ্যাময়কে অধঃ ও ঊর্ধ্ব দলপঙ্‌ক্তিতে ন্যাস করিবেন। তাহার পর অর্ঘীশ ঊকারের সহিত পদ্মকে ন্যাস করিবেন। অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ সাধক সন্ধ্যক্ষর এ ঐ ও ঔ সহিত অনলশিখাস্বরূপিণী বামাদি শক্তিকে যথাক্রমে ন্যাস করিবেন। (মূলবীজ উচ্চারণ করিয়া তুম্বুরুযোগপীঠায় নমঃ এই পীঠমন্ত্রে পীঠের পূজা হইবে।) বামাদি শক্তি হইতেছেন—বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও ইচ্ছা। ৮৬-৮৭

দেহে যে প্রকারে পীঠ কল্পিত হইয়াছে, সেই প্রকারে মণ্ডলেও পরিকল্পিত পীঠে মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। সেই মূর্ত্তিতে আবরণের সহিত দেবতাকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। ৮৮

অঙ্গাবরণের বহির্ভাগে দিক্ পত্রসমূহে রক্তবর্ণা রক্তানুলেপনা অরুণবর্ণ বস্ত্র-পরিহিতা অরুণবর্ণ পুষ্পে ভূষিতা তাম্বূলপূরিতানন। বীণাবাদনে তৎপরা মদ-মন্মথে পীড়িতা জয়াদি দেবীগণকে স্বস্ববীজাদি দ্বারা অর্চনা করিবেন। ৮৯-৯০

ঈশানকোণ হইতে অপ্রদক্ষিণক্রমে আগ্নেয় কোণ পর্য্যন্ত চারিকোণে দুর্ভগা, সুভগা, করালী ও মোহিনী—এই চারি দূতীকে বক্ষ্যমাণ বীজ আদিতে দিয়া ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। ৯১

বদ্ধাঞ্জলি-পুটাঃ কিঞ্চিদানম্র-বদনাম্বুজাঃ।
দেবী-সদৃশ-ভূষাঢ্যা দূতীমন্ত্রান্ বিদুঃ ক্রমাৎ।
চতুরঃ শাদিকান্ বর্ণানর্দ্ধেন্দু-কৃত-শেখরান্॥ ৯২
লোকপালান্ যজেদ্ বাহ্যে বজ্রাদ্যায়ুধ-সংযুক্তান্।
এবং যো ভজতে ভক্ত্যা দেবমুক্তেন বর্ত্মনা।
তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥ ৯৩
বায়ু-বহ্নিপুরান্তস্থং বীজং স্মৃত্বা জপেৎ সুধীঃ।
জ্বর-ভূত-মহারোগা নশ্যন্তি তেন তৎক্ষণাৎ॥ ৯৪
ক্রুদ্ধস্য হৃদয়ে ধ্যাত্বা জপেদ্ বীজমনন্যধীঃ।
স বশ্যো জায়তে শীঘ্রং মন্ত্রস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ৯৫
হৃদ্-রোগে কামলা-রোগে বিষ্টম্ভে শ্বাস-কাসয়োঃ।
এতজ্জ্-জপ্তং জলং প্রাতঃ পিবেৎ তদ্-রোগ-শান্তয়ে॥ ৯৬
কৃত্বা নবপদাত্মানং মণ্ডলং তত্র শোভনান্।
কলশান্ স্থাপয়েন্মন্ত্রী নব পূর্বোক্ত-লক্ষণান্॥ ৯৭

এই দেবীগণ বদ্ধাঞ্জলিপুটা কিঞ্চিৎ আনম্র-বদনা, অন্যাদি দেবীর ভূষণ সদৃশ ভূষণে ভূষিতা। অর্দ্ধেন্দু (বিন্দু) ভূষিত মস্তক শ ষ স হ এই চারিটি বর্ণকে ক্রমে ক্রমে দূতীমন্ত্র বলিয়া জানিবেন। ৯২

বাহ্যে বজ্রাদি আয়ুধধারী লোকপালগণকে পূজা করিবেন। যিনি উক্ত পদ্ধতিতে ভক্তির সহিত দেবতাকে এইরূপ ভজনা করেন। তাঁহার তিন লোকে দুর্লভ কিছু থাকে না। ৯৩

সুধী সাধক প্রথম পটলোক্ত বায়ুমণ্ডল লিখিয়া সেই বায়ুমণ্ডলে অগ্নিপুর ও তাহার মধ্যে বীজকে মস্তকে স্মরণ করিয়া জপ করিবেন। তাহা দ্বারা তৎক্ষণাৎ জ্বর, ভূত ও মহারোগ সকল বিনষ্ট হয়। ৯৪

সাধক একাগ্রচিত্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ব্যক্তির হৃদয়ে বীজ ধ্যান করিয়া জপ করিবেন। এই মন্ত্রের প্রভাবে সে শীঘ্র বশ হয়। ৯৫

হৃদ্‌রোগ, কামলারোগ, বিষ্টম্ভ, শ্বাস ও কাস উপস্থিত হইলে—এই সকল রোগের শান্তির জন্য এই মন্ত্র-জপ্ত জল প্রাতঃকালে পান করিবেন। ৯৬

মন্ত্রজ্ঞ সাধক তৃতীয় পটলোক্ত নবনাভ মণ্ডল করিয়া সেই নবনাভ মণ্ডলে পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সুন্দর নয়টি কলশ স্থাপন করিবেন। ৯৭

মধ্যে দেবং যজেৎ সম্যক্ দেবীঃ পূর্বোক্ত-কুম্ভগাঃ
ইষ্ট্বা কোণস্থিতা দূতীরভিষিঞ্চেদ্ পতিব্রতাম্ ।
নারী সা লভতে পুত্রং বন্ধ্যাপি কিমুতাঽপরা ॥ ৯৮
ভূত-কৃত্যা-গ্রহ-দ্রোহ-শান্তিদঃ সম্পদাবহঃ ।
অভিষেকোঽয়মাখ্যাতো রাজ্ঞাং বিজয়-বর্দ্ধনঃ ॥ ৯৯
অন্তর্বীজং স্বরগণ-লসৎ-কেসরং তস্য বাহ্যে
দেবী-দূতী-মনুযুত-দলং দিগ্-বিদিক্ষু ক্রমেণ ।
কাদ্যৈর্বর্ণৈর্বৃতমথ বহির্ভূমি-গেহেন বীতং
যন্ত্রং প্রোক্তং সকল-সুখদং রোগকৃত্যা-গ্রহ-ঘ্নম্ ॥ ১০০
প্রণবো হৃদয়ং পশ্চাৎ ঙেন্তং পশুপতিং পুনঃ ।
তারো নমো ভূতপদং ততোঽধিপতয়ে ধ্রুবম্ ॥ ১০১
নমো রুদ্রায় যুগলং খড়্গরাবণ-শব্দতঃ ।
বিহর-দ্বিতীয়ং পশ্চাৎ সর-নৃত্য-যুগং পৃথক্ ॥ ১০২

মধ্যে দেবতাকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবেন। ষষ্ঠ পটলোক্ত কুম্ভগত দেবী-গণকে অর্চনা করিয়া ঈশানাদি কোণস্থিত দূতীগণকে পূজা করিবেন। তাহার পর পতিব্রতা নারীকে অভিষেক করিবেন। ইহা দ্বারা বন্ধ্যা নারীও পুত্রকে লাভ করে। অন্য নারী যে পুত্রকে লাভ করিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? । ৯৮

এই অভিষেক ভূত, কৃত্যা ও গ্রহদ্রোহের শান্তিকারক, সম্পৎকারক ও রাজার বিজয়বর্দ্ধক কথিত হইয়াছে। ৯৯

তন্ত্রযন্ত্র কথিত হইতেছে। একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তাহার কর্ণিকাতে মূলবীজ ও কেসরসমূহে স্বরবর্ণ লিখিবেন। তাহার বাহ্যে দিগ্‌দল সমূহে দেবীবীজ, বিদিক্‌দলে দূতীবীজ ক্রমে ক্রমে পূর্ববৎ লিখিবেন। অনন্তর কাদি ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। তাহার বহির্ভাগ ভূগৃহের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। এই যন্ত্র সকল সুখপ্রদ, রোগ, কৃত্যা ও গ্রহদোষের নাশক। ১০০

খড়্গ রাবণের মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে প্রণব (ওঁ) ও হৃদয় (নমঃ), তাহার পর ঙে বিভক্ত্যন্ত পশুপতি অর্থাৎ পশুপতয়ে, তাহার পর পুনরায় তার নমঃ ও ভূতপদ, তাহার পর অধিপতয়ে অর্থাৎ ভূত পদের সহিত সন্ধি করিয়া ভূতাধিপতয়ে, তাহার পর ধ্রুব (ওঁ) এবং নমঃ রুদ্রায়, তাহার পর খড়্গরাবণ শব্দের পর দুই বিহর পদ, তাহার পর পৃথক্ পৃথক্ দুই সর ও দুইটি

শ্মশান-ভস্মার্চিতান্তে শরীরায় ততঃ পরম্ ।
ঘণ্টা-কপাল-মালাদি-ধরায়েতি পদং পুনঃ ॥ ১০৩

ব্যাঘ্র-চর্ম-পদস্যাঽন্তে পরিধানায় তৎপরম্ ।
শশাঙ্ক-কৃত-শব্দান্তে শেখরায় ততঃ পরম্ ॥ ১০৪

কৃষ্ণসর্পপদং পশ্চাৎ ততো যজ্ঞোপবীতিনে ।
চলযুগ্মং বল্ক-যুগমনিবর্ত্ত-কপালিনে ॥ ১০৫

হন-যুগ্ম ততো ভূতান্ ত্রাসয়-দ্বিতয়ং পুনঃ ।
ভূয়ো মণ্ডলমধ্যে স্যাৎ কট-যুগ্মং ততঃ পরম্ ॥ ১০৬

রুদ্রাঙ্কুশেন শময় প্রবেশয়-যুগং ততঃ ।
আবেশয়-যুগং পশ্চাচ্চণ্ডাসি-পদমীরয়েৎ ॥ ১০৭

ধরাধিপতি-রুদ্রোঽথ জ্ঞাপয়েত্যগ্নিসুন্দরী ।
খড়্গরাবণ-মন্ত্রোঽয়ং সপ্তত্যূর্ধ্ব-শতাক্ষরঃ ॥ ১০৮

ভূতাধিপতয়ে স্বাহা পূজামন্ত্রোঽয়মীরিতঃ ।

নৃত্যপদ অর্থাৎ সর সর নৃত্য নৃত্য, তাহার পর শ্মশানভস্মার্চিত শব্দের পরে শরীরায়, তাহার পর ঘণ্টা-কপাল-মালাদি-ধরায় এই পদ, পুনরায় ব্যাঘ্রচর্ম পদের অন্তে পরিধানায় পদ, তাহার পর শশাঙ্ককৃত শব্দের অন্তে শেখরায় পদ, তাহার পর কৃষ্ণসর্প পদ, তাহার পর যজ্ঞোপবীতিনে ও চলদ্বয় এবং বল্কদ্বয় অনিবর্ত্তক-কপালিনে হনযুগ্ম, তাহার পর ভূতান্ ত্রাসয় ত্রাসয়, তাহার পর পুনরায় কট কট, তাহার পর রুদ্র অঙ্কুশেন শময় প্রবেশয় প্রবেশয় আবেশয় আবেশয় পরে চণ্ডাসি পদ বলিবেন। অনন্তর ধরাধিপতি রুদ্র জ্ঞাপয় এই বলিয়া অগ্নিসুন্দরী (স্বাহা) বলিবেন। ওঁ নমঃ পশুপতয়ে ওঁ নমো ভূতাধিপতয়ে ওঁ নমো রুদ্রায় ওঁ নমো রুদ্রায় খড়্গরাবণ বিহর বিহর সর সর নৃত্য নৃত্য শ্মশানভস্মার্চিত-শরীরায় ঘণ্টা-কপাল-মালাদি-ধরায় ব্যাঘ্রচর্ম-পরিধানায় শশাঙ্ককৃত-শেখরায় কৃষ্ণসর্পযজ্ঞোপবীতিনে চল চল বল্ক বল্ক অনিবর্ত্তকপালিনে হন হন ভূতান্ ত্রাসয় ত্রাসয় কট কট রুদ্র অঙ্কুশেন শময় প্রবেশয় প্রবেশয় আবেশয় আবেশয় চণ্ডাসি ধরাধিপতি রুদ্র জ্ঞাপয় স্বাহা—এই খড়্গরাবণের মন্ত্রটি একশত সত্তর অক্ষর বিশিষ্ট। ১০১-১০৮

ভূতাধিপতয়ে স্বাহা—এইটি খড়্গরাবণের পূজামন্ত্র কথিত হইয়াছে। সত্যাদি

সত্ত্বাদি-পঞ্চ-হ্রস্বাঢ্য-কান্ত-বীজাদিকান্ ন্যসেৎ ॥ ১০৯
ঈশানাদ্যাঃ পঞ্চমূর্ত্তীর্দেহে বক্ত্রেষু চ ক্রমাৎ।
ষড়্দীর্ঘ-বিন্দু-যুক্তেন কান্তেনাঙ্গ-ক্রিয়া মতা ॥ ১১০

ঘণ্টা-কপাল-সৃণি-মুণ্ড-কৃপাণ-খেট-
খট্বাঙ্গ-শূল-ডমরূনভয়ং দধানম্।
রক্তাঙ্গমিন্দু-শকলাভরণং ত্রিনেত্রং
পঞ্চাননাব্জমরুণাংশুকমীশমীড়ে ॥ ১১১

অযুত-দ্বিতয়ং মন্ত্রং জপিত্বা তদ্-দশাংশতঃ।
পায়সেন ঘৃতাক্তেন জুহুয়াৎ তস্য সিদ্ধয়ে ॥ ১১২
পঞ্চাক্ষরোদিতে পীঠে পূজয়েৎ খড়্গ-রাবণম্।
বীজেন মূর্ত্তিক্৯প্তিঃ স্যাৎ তৎ কান্তং মনু-বিন্দুমৎ ॥ ১১৩
অঙ্গানি দল-মূলেষু দূতীঃ পত্রেষু সংযজেৎ।
চুলুকুণ্ডাং প্রজ্বলিনীং তৃতীয়াং কৃষ্ণপিঙ্গলাম্। ১১৪
ফল্গুনীং টিরিটিল্লীং চ পঞ্চমীং মন্ত্রমালিকাম্।

(ওকারাদি) পঞ্চহ্রস্ব-যুক্ত কান্ত (খকার) বীজাদিকে ন্যাস করিবেন। ১০৯

দেহে (মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পাদে) ও ঊর্দ্ধাদি পাঁচটি মুখে যথাক্রমে পূর্বপটলোক্ত ঈশানাদি পাঁচটি মূর্ত্তির ন্যাস করিবেন। ষড়্দীর্ঘ ও বিন্দুযুক্ত কান্ত (খকারের) দ্বারা অঙ্গন্যাস ক্রিয়া কথিত হইয়াছে। ১১০

ধ্যানের অর্থ— দক্ষ ও বামের ঊর্দ্ধহস্তে ঘণ্টা ও কপাল, তাহার অধস্তন দুই হস্তে সৃণি ও মুণ্ড, তাহার অধস্তন দুই হস্তে কৃপাণ ও খেট, তাহার অধস্তন দুই হস্তে খট্বাঙ্গ ও শূল, তাহার অধস্তন দুই হস্তে ডমরু ও অভয়-ধারী, রক্তাঙ্গ, চন্দ্রখণ্ডাভরণ, ত্রিনেত্র, রক্তবস্ত্র-পরিহিত পঞ্চানন ঈশ্বরকে স্তুতি করি। ১১১

মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য দুই অযুত মন্ত্র জপ করিয়া তাহার দশাংশ ঘৃতাক্ত পায়সের দ্বারা হোম করিবেন। ১১২

শৈব পঞ্চাক্ষর পীঠে খড়্গরাবণকে পূজা করিবেন। বীজের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। সেই বীজ হইতেছে—মনু (ঔ) ও বিন্দুমৎ কান্ত (খ) অর্থাৎ খৌং। ১১৩

দলমূল সমূহে অঙ্গদেবতা সমূহের এবং দলসমূহে চলুকুণ্ডা, প্রজ্বলিনী তৃতীয়া কৃষ্ণপিঙ্গলা, ফল্গুনী, পঞ্চমী টিরিটিল্লী, মন্ত্রমালিকা, সপ্তমী শঙ্খিনী, পরে

সপ্তমীং শঙ্খিনীং পশ্চাচ্ চন্দ্রাঙ্কিত-জটামিমাঃ ॥ ১১৫
পূর্বপত্রাদি-সব্যেন খড়্গ-রাবণ-বল্লভাঃ।
ঐন্দ্রীং কৌমারিকীং ব্রাহ্মীং বারাহীং বৈষ্ণবীং পুনঃ ॥ ১১৬
বৈনয়াকীঞ্চ চামুণ্ডাং মাহেশীং দিক্ষু পূজয়েৎ।
দ্বারপালান্ যজেদ্ দিক্ষু দ্বৌ দ্বৌ প্রাগাদি দেশিকঃ ॥ ১১৭
রৌদ্র-পিঙ্গল-নামানৌ দ্বৌ শ্মশান-বিভীষণৌ।
দৃঢ়কর্ণং ভৃঙ্গরীটিমুদীচ্যামর্চয়েৎ পুনঃ ॥ ১১৮
আমর্দক-মহাকালৌ কোণ-পালান্ যজেৎ পুনঃ।
কুম্ভকর্ণমশোকাখ্যং ভল্লাটং জাতহারকম্।
ইন্দ্রাদিকান্ লোকপালান্ সায়ুধান্ পূজয়েৎ ততঃ ॥ ১১৯
ধূপ-দীপাদিভির্দেবং প্রীণয়িত্বা মহেশ্বরম্।
পঞ্চক্রূরান্ধসা বাহ্যে ততো ভূতবলিং হরেৎ ॥ ১২০
এবং পূজাদিভিঃ সিদ্ধে মন্ত্রে মন্ত্রবিদাং বরঃ।
নাশয়েৎ সকলান্ ভূতান্ কৃত্যা-গ্রহ-মহাভয়ান্।
আদেশং তস্য কুর্বন্তি ভূতা ভীতা মহাত্মনঃ ॥ ১২১

চন্দ্রাঙ্কিত-জটা—এই দূতীগণকে পূজা করিবেন। খড়্গরাবণ বল্লভা ঐন্দ্রী, কৌমারিকী, ব্রাহ্মী, বারাহী, বৈষ্ণবী, বৈনায়কী, চামুণ্ডা ও মাহেশীকে দিক্-সমূহে পূজা করিবেন। দেশিক পূর্বাদি দিক্‌সমূহে দুই দুইটী দ্বারপালগণকে পূজা করিবেন। ১১৪ ১১৭

রৌদ্র ও পিঙ্গল নামক দুইটি, শ্মশান ও বিভীষণ নামক দুইটি, দৃঢ়কর্ণ ও ভৃঙ্গরীটি নাম দুইটি, উত্তরে আমর্দক ও মহাকাল নামক দুইজন দ্বারপালকে পূজা করিবেন। অনন্তর আগ্নেয়াদি কোণপাল কুম্ভকর্ণ, অশোক, ভল্লাট ও জাতহারকে পূজা করিবেন। তাহার পর আয়ুধের সহিত ইন্দ্রাদি লোকপাল-গণকে পূজা করিবেন। ১১৮-১১৯

দেব মহেশ্বরকে ধূপদীপাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাহার পর বহির্ভাগে পঞ্চ ক্রূরান্ধঃ (ওদন) দ্বারা বলি প্রদান করিবেন। ১২০

এইরূপ পূজাদি দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হইলে মন্ত্রবিৎ-শ্রেষ্ঠ সমস্ত ভূত, কৃত্যা, গ্রহ ও মহাভয়কে নাশ করেন। ভীত ভূতগণ সেই মহাত্মার আদেশ প্রতিপালন করে। ১২১

বহুনা কিমিহোক্তেন মন্ত্রেণাঽনেন ভূতলে।
সদৃশো নাস্তি মন্ত্রোঽন্যো ভূত-নিগ্রহ-সাধনে ॥ ১২২

ইতি শ্রীশারদাতিলকে উনবিংশঃ পটলঃ।

এখানে অধিক বলার প্রয়োজন নাই, এই ভূতলে ভূতের নিগ্রহ সাধনে এই মন্ত্রের সদৃশ অন্য মন্ত্র নাই। ১২৩

শারদাতিলক তন্ত্রের উনবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

বিংশঃ পটলঃ

অথাঽভিধাস্যে বিধিবদঘোরাস্ত্রমনুত্তমম্ ।
যস্য সংস্মরণাদেব সর্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ ॥ ১
মায়া স্ফুর-দ্বয়ং ভূয়ঃ প্রস্ফুর-দ্বিতয়ং ততঃ ।
ঘোর-ঘোরতরেত্যন্তে তনুরূপ-পদং পুনঃ ॥ ২
চট-যুগ্মং তদন্তে স্যাৎ প্রচট-দ্বিতয়ং ততঃ ।
কহ-যুগ্মং বম-দ্বন্দ্বং ততো বন্ধ-যুগং পুনঃ ॥ ৩
ঘাতয়-দ্বিতয়ং বর্ম ফডন্তঃ সমুদাহৃতঃ ।
এক-পঞ্চাশদ্বর্ণোঽয়মঘোরাস্ত্র-মহামনুঃ ॥ ৪
অঘোরোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দস্ত্রিষ্টুবুদাহৃতম্ ।
অঘোর-রুদ্রঃ সন্দিষ্টো দেবতা মন্ত্র-বিত্তমৈঃ ॥ ৫
হৃদয়ং পঞ্চভিঃ প্রোক্তং শিরঃ ষড্ভিরুদাহৃতম্ ।
শিখা দশভিরাখ্যাতা তাবদ্ভিঃ কবচং মতম্ ।
বসুবর্ণৈঃ স্মৃতং নেত্রং মাসার্ণৈরস্ত্রমীরিতম্ ॥ ৬

যাঁহার স্মরণমাত্রেই সমস্ত উপদ্রব বিনাশ হয়, অনন্তর বিধি বিহিত অনুত্তম (সর্বশ্রেষ্ঠ) অঘোরাস্ত্র মন্ত্র বলিতেছি । ১

ঐ মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে । প্রথমে মায়া শক্তিবীজ হ্রীং ও স্ফুর দ্বয়, পুনরায় প্রস্ফুর দ্বিতয়, তাহার পর ঘোরঘোরতর এই শব্দের অন্তে তনুরূপ পদ, তাহার পর চট দ্বয়, তাহার পর প্রচট দ্বিতয়, তাহার পর কহ দ্বয় ও বম দ্বয়, তাহার পর বন্ধ দ্বয় ও ঘাতয় দ্বিতয় ও বর্ম (হুং)। এই মন্ত্র ফট্ অন্ত কথিত হইয়াছে। হ্রীং স্ফুর স্ফুর প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোর-ঘোরতর তনুরূপ চট চট প্রচট প্রচট কহ কহ বম বম বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হুং ফট্—এই পঞ্চাশৎ অক্ষর অঘোরাস্ত্র মহামন্ত্র কথিত হইয়াছে । ২-৪

এই মন্ত্রের অঘোর ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। মন্ত্রবিদ্‌গণ কর্তৃক অঘোর রুদ্র দেবতা কথিত হইয়াছেন। (মন্ত্রস্থ হলবর্ণগুলি বীজ, স্বরগুলি শক্তি। পদ্মপাদাচার্য্যের মতে হুং বীজ, হ্রীং শক্তি)। ৫

মূলমন্ত্রের পাঁচটি অক্ষরের দ্বারা হৃদয়মন্ত্র এবং ছয়টি অক্ষরের দ্বারা শিরোমন্ত্র উক্ত হইয়াছে। দশটি অক্ষরের দ্বারা শিখামন্ত্র এবং তাবৎ সংখ্যক (দশসংখ্যক) অক্ষর দ্বারা কবচ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। বসু (অষ্ট) সংখ্যক

মূর্দ্ধ-নেত্রাস্য-কণ্ঠেষু হৃন্নাভ্যন্ধূরুষু ক্রমাৎ।
জানু-জঙ্ঘা-পদ-দ্বন্দ্বে রুদ্র-ভিন্নাক্ষরৈর্ন্যসেৎ॥ ৭
পঞ্চভিশ্চ পুনঃ ষড়্‌ভির্দ্বাভ্যামষ্টভিরক্ষরৈঃ।
চতুর্বর্ণৈঃ ষড়্‌বর্ণৈশ্চ করণৈঃ করণৈঃ পুনঃ।
চতুর্ভিঃ ষড়্‌ভিরক্ষিভ্যাং বর্ণভেদোঽয়মীরিতঃ॥ ৮

সজল-ঘন-সমাভং ভীমদংষ্ট্রং ত্রিনেত্রং
ভুজগ-ধরমঘোরং রক্ত-বস্ত্রাঙ্গ-রাগম্।
পরশু-ডমরু-খড়্গান্ খেটকং বাণ-চাপৌ
ত্রিশিখ-নর-কপালে বিভ্রতং ভাবয়ামি॥ ৯

অভিচারে গ্রহ-ধ্বংসে কৃষ্ণবর্ণো ভবেদ্ বিভুঃ।
বশ্যে কুসুম্ভ-সঙ্কাশো মুক্তৌ চন্দ্রসম-প্রভঃ॥ ১০
লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং ঘৃতসিক্তৈস্তিলৈঃ শুভৈঃ।
তদ্‌-দশাংশং প্রজুহুয়ান্ মন্ত্রী মন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে॥ ১১

অক্ষরের দ্বারা নেত্রমন্ত্র এবং মাস (দ্বাদশ) সংখ্যক বর্ণের দ্বারা অস্ত্রমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৬

মূর্দ্ধা, নেত্র, মুখ, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, অন্দু (লিঙ্গ) উরু, জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় ও পদদ্বয়ে একাদশভাগে বিভক্ত মূলমন্ত্রের অক্ষর সমূহের দ্বারা ন্যাস করিবেন। ৭

প্রথমে পাঁচটি অক্ষরের দ্বারা, পরে ছয়টি অক্ষরের দ্বারা, পরে দুইটি অক্ষরের দ্বারা, পরে আটটি অক্ষরের দ্বারা, পরে চারিটি অক্ষরের দ্বারা, পরে ছয়টি অক্ষরের দ্বারা, পরে করণ (চারিটি) অক্ষরের দ্বারা, পরে চারিটি অক্ষরের দ্বারা, পরে আবার চারিটি অক্ষরের দ্বারা, পরে ছয়টি অক্ষরের দ্বারা ও দুইটি অক্ষরের দ্বারা মূল-মন্ত্রের একাদশ প্রকার ভাগ কথিত হইয়াছে। ৮

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—সজল মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ, ভীম-দংষ্ট্রা, ত্রিনেত্র, ভুজগ-ধারী, রক্তবস্ত্র পরিহিত রক্তাঙ্গরাগে রঞ্জিত দক্ষিণের হস্তসমূহে পরশু, খড়্গ, বাণ ও শূলধারী, বামের হস্তসমূহে ডমরু, খেটক, চাপ ও নরকপাল ধারী অঘোরকে ভাবনা করি। ৯

অভিচারে, গ্রহবিকৃতিতে বিভু কৃষ্ণবর্ণ হইবেন। বশ্য কর্মে কুসুম্ভ সদৃশ এবং মুক্তিতে চন্দ্রের সমপ্রভ হইবেন। ১০

মন্ত্রজ্ঞ সাধক মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। জপের

শৈবে সংপূজয়েৎ পীঠে ষট্‌কোণান্তস্থ-পঙ্কজে।
অঙ্গপূজাং কেসরেষু কৃত্বা পত্রেষু তৎপরম্‌ ॥ ১২
পরশুং ডমরুং খড়্গাং খেটং বাণঞ্চ কার্ম্মুকম্‌।
শূলং কপালং প্রযজেদষ্টাস্ত্রাণ্যস্য দেশিকঃ ॥ ১৩
দলাগ্রেষু ততঃ পূজ্যা ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ প্রোক্ত-লক্ষণাঃ।
লোকেশান্‌ পূজয়েৎ পশ্চাদায়ুধৈঃ স্বৈঃ সমন্বিতান্‌ ॥ ১৪
ইতি পূজাদিভিঃ সিদ্ধে মন্ত্রেণাহনেন সাধকঃ।
ইষ্টান্‌ প্রয়োগান্‌ কুর্বীত সিধ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫
ক্রমাৎ সর্পিরপামার্গ-তিল-সর্ষপ-পায়সৈঃ।
সাজ্যৈঃ সহস্রং প্রত্যেকং যামিন্যাং জুহুয়াৎ সুধীঃ।
হোমোঽয়ং নাশয়েৎ সদ্যো ভূত-কৃত্যাদ্যুপদ্রবান্‌ ॥ ১৬
সিত-কিংশুক-নির্গুণ্ডী-হেমাপামার্গ-সম্ভবৈঃ।
সমিদ্বরৈঃ কৃতো হোমঃ পূর্ববদ্‌ ভূত-শান্তিদঃ ॥ ১৭

দশাংশ ঘৃত সিক্ত শুভ্র (খোসা শূন্য প্রক্ষালিত ও শুষ্ক) তিলসমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ১১

শৈব পীঠে দেবতাকে পূজা করিবেন। তাহার পর দেশিক একটি অষ্টদল পদ্ম করিয়া তাহার উপরে ষট্‌কোণ করিয়া চতুরস্র ও চতুর্দ্বার করিবেন। সেই ষট্‌কোণের মধ্যস্থ পদ্মে কেসর সমূহে অঙ্গ পূজা করিয়া তাহার পত্র সমূহে এই দেবতার পরশু, ডমরু, খড়্গ, খেট, বাণ, কার্ম্মুক, শূল ও কপাল—এই আটটি অস্ত্রকে পূজা করিবেন। ১২-১৩

তাহার পর দলের অগ্রসমূহে ষষ্ঠ পটলোক্ত স্বরূপ ব্রাহ্ম্যাদি মাতৃগণকে পূজা করিবেন। তাহার পর নিজ নিজ আয়ুধ বিশিষ্ট লোকপালগণকে পূজা করিবেন। ১৪

এইরূপ পূজাদি দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সাধক অভিলষিত প্রয়োগ সমূহ করিবেন। ইহাতে প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। ১৫

সুধী সাধক প্রত্যেক রাত্রিতে সর্পিঃ, অপামার্গ, তিল, সর্ষপ, পায়স, আজ্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে এক হাজার হোম করিবেন। এই হোম সদ্য ভূত, কৃত্যাদির উপদ্রব নাশ করে। ১৬

সিত কিংশুক, নির্গুণ্ডী (রাজবৃক্ষ), হেম (ধত্তূর—ধুতরা) ও অপামার্গ

অপামার্গারগ্বধয়োঃ পঞ্চগব্য-সমুক্ষিতাঃ।
পৃথক্ সহস্র-হোমেন ভূতানাং নিগ্রহো ভবেৎ ॥ ১৮

ক্রমাৎ সর্পিরপামার্গ-পঞ্চগব্য-হবির্ঘৃতৈঃ।
হুত্বা সহস্রং প্রত্যেকং পাত্রে সম্পাতয়েৎ সুধীঃ।
সম্পাত-সর্পিষা সাধ্যং ভোজয়েদ্ ভূত-শান্তয়ে ॥ ১৯

মধ্যে শক্তিং সসাধ্যাং স্বরগণ-সহিতাং কেসরেষ্টবর্গান্
পত্রান্তর্মন্ত্র-বর্ণান্ লিখতু গুণমিতানগ্র-দেশেষু তদ্বৎ।
বর্মাস্ত্রোল্লাসি-কোণে দহনপুর-যুগে কল্পিতে ভূপুরস্থে
মন্ত্রেঽস্মিন্ প্রাগ্-বিধানাৎ কৃত-কলশ-বিধিঃ সর্বদুঃখাপহারী ॥ ২০

সমিধ্ দ্বারা পূর্ববৎ প্রত্যেক রাত্রিতে ক্রমে ক্রমে এক এক হাজার হোম করিলে উহা ভূত-শান্তি প্রদ হয়। ১৭

সংযত সাধক কৃষ্ণ পঞ্চমীর রাত্রিতে পঞ্চগব্য-সিক্ত অপামার্গ ও আরগ্বধ (সোঁদাল) বৃক্ষের সমিধ্ হোম করিবেন। পৃথক্ পৃথক্ সহস্র হোমের দ্বারা ভূতগণের নিগ্রহ হইবে। ১৮

সর্পিঃ, অপামার্গ, পঞ্চগব্য হবিঃ (পঞ্চগব্যে সিদ্ধ পায়স) ও ঘৃত দ্বারা রাত্রিতে প্রত্যেকের এক হাজার হোম করিয়া সুধী সাধক পাত্রে সম্পাত পাত করিবেন। ভূতের উপদ্রবশান্তির জন্য সাধ্যশত্রুকে সম্পাত ঘৃত সহিত ভোজন করাইবেন। ১৯

মন্ত্র কথিত হইতেছে। এক অষ্টদল পদ্ম করিয়া তাহার মধ্যে অর্থাৎ কর্ণিকায় সাধ্য সাধক ও কর্ম (অমকস্থামুকং বশং কুরু কুরু) সহিত স্বরবর্ণের দ্বারা বেষ্টিত শক্তি বীজ লিখুন। কেশর সমূহে ক চ ট ত প য শ ল এই আটটি বর্গকে লিখুন। পত্রের মধ্যে গুণমিত অর্থাৎ ক্ষুরাদি তিনটি তিনটি করিয়া চট চটান্ত মন্ত্রের বর্ণ গুলিকে লিখুন। পত্রের অগ্রদেশ সমূহে সেইরূপ তিন তিনটি করিয়া প্রচটাদি স্বাহান্ত পর্যন্ত মন্ত্রের বর্ণগুলিকে লিখুন। তাহার বহির্ভাগে অগ্নিগৃহদ্বয়ে অর্থাৎ পরস্পর বিভেদী ত্রিকোণদ্বয় করিয়া তাহার কোণে বর্মাস্ত্র (হুং ফট্) লিখুন। ভূগৃহ মধ্যে অঙ্কিত এই মন্ত্রে পূর্ব বিধানে অর্থাৎ ষষ্ঠ পটলোক্ত বিধি অনুসারে কলশবিধি অনুষ্ঠিত হইলে উহা সমস্ত দুঃখের অপহারী হইয়া থাকে। ২০

ষট্‌কোণে শক্তিরন্তঃ ক্ষুর-যুগল-বৃতা প্রক্ষুর দ্বন্দ-কোণে
শিষ্টৈর্মন্ত্রস্য বর্ণৈ রস-করণ-চতুঃ-ষট্-চতুর্বেদ-বেদৈঃ।
ষড়্‌ভিঃ কপ্রাষ্ট-পত্রং দহনপুরযুগেনাবৃতং বর্ম-ফড়্‌ভ্যাং
রাজৎ-কোণেন বীতং ধরণীপুরযুগং যন্ত্রমাঘোরমেতৎ ॥ ২১

ক্ষুদ্র-চৌর-গ্রহ-ব্যাল-ভূতাপস্মার-নাশনম্।
যন্ত্রমেতৎ সমাখ্যাতং সর্বসম্পৎ-প্রদায়কম্ ॥ ২২
তারো বান্তো ধরাসংস্থো বামনেত্রেন্দু-ভূষিতঃ।
পার্শ্বো বকঃ কর্ণযুক্তো বর্মাস্ত্রান্তঃ ষড়ক্ষরঃ ॥ ২৩
মন্ত্রঃ পাশুপতাস্ত্রাখ্যো গ্রহ ক্ষুদ্র-নিবারণঃ।
ষড়ভির্বর্ণৈঃ ষড়ঙ্গানি হুং-ফড়ন্তৈঃ সজাতিভিঃ ॥ ২৪

অঘোরের যন্ত্রান্তর বলিতেছেন। একটি ষট্‌কোণ করিয়া তাহার অগ্রভাগে এক একটি অক্ষর ক্রমে প্রক্ষুর দ্বয় লিখিবেন। ষট্‌কোণের মধ্যে দুইটি ক্ষুরের দ্বারা বেষ্টিত যথাবৎ সাধ্য সাধক কর্মের সহিত শক্তিবীজকে লিখিবেন। ঘোরাদি ঘাতরান্ত মন্ত্রের অবশিষ্ট রস (ছয়), করণ (চার), চার, ছয়, চার, বেদ (চার), বেদ (৪) ও ছয়টী বর্ণগুলিকে আটটি পত্রে লিখিবেন। বাহিরে বহ্নির পুরদ্বয়ের দ্বারা আবৃত হইবে। ঐ অগ্নিপুর-দ্বয়ের কোণগুলি হুং ফট্ দ্বারা শোভিত হইবে। উহা ভূপুর দ্বয়ের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। এইটি অঘোর যন্ত্র। ২১

এই যন্ত্র ক্ষুদ্র, চৌর, গ্রহদোষ, সর্পবিষ, ভূত ও অপস্মারের নাশক ও সর্ব সম্পৎ প্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২২

পাশুপত অস্ত্রের মন্ত্র বলিতেছেন। প্রথমে তার (ওঁ), ধরা সংস্থ (লকারে যুক্ত) বান্ত (শ) বামনেত্র (ঈ) ও ইন্দু বিন্দু (ং) ভূষিত হইবে। তাহাতে শ্লীং হয়। পার্শ্ব (প) বক (শ) কর্ণ (উ) যুক্ত হইবে। তাহাতে পশু হইল। উহা বর্ম (হুং) ও ফট্ অন্ত হইবে। তাহাতে ওঁ শ্লীং পশু হুং ফট্ এই ষড়ক্ষর পাশুপত মন্ত্র হয়। ২৩

পাশুপত অস্ত্র নামক এই মন্ত্র গ্রহ ও ক্ষুদ্রের নিবারক। হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি জাতি সহিত হুং ফট্ অন্ত ছয়টি মন্ত্রবর্ণ দ্বারা ছয়টি অঙ্গ ন্যাস করিবেন। ২৪

বিবৃতি। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, পাশুপতাস্ত্র রূপ পশুপতি

মধ্যাহ্নার্ক-সমপ্রভং শশিধরং ভীমাট্টহাসোজ্জ্বলং
ত্র্যক্ষং পন্নগ-ভূষণং শিখি-শিখা-শ্মশ্রু-স্ফুরন্-মূর্দ্ধজম্।
হস্তাব্জৈস্ত্রিশিখং সমুদ্গরমসিং শক্তিং দধানং বিভুং
দংষ্ট্রাভীম-চতুর্ম্মুখং পশুপতিং দিব্যাস্ত্ররূপং স্মরেৎ ॥ ২৫
বর্ণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং জুহুয়াৎ তদ্-দশাংশতঃ।
গব্যেন সর্পিষা মন্ত্রী-সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥ ২৬
শৈবে পীঠে যজেদ্ দেবং প্রাগঙ্গৈরষ্ট-মাতৃভিঃ।
ইন্দ্রাদিভির্লোকপালৈর্বজ্রাদ্যৈরায়ুধৈস্ততঃ ॥ ২৭
অনেন মন্ত্রিতং তোয়ং গ্রস্তস্য বদনে ক্ষিপেৎ।
সন্ত্যক্তং মুঞ্চতি ক্রন্দন্ গ্রহো মন্ত্র-প্রভাবতঃ ॥ ২৮
অমুনা মন্ত্রিতান্ বাণান্ বিসৃজেদ্ যুধি ভূপতিঃ।
জয়েৎ ক্ষণেন নিখিলান্ শত্রূন্ পার্থ ইবাপরঃ ॥ ২৯
বর্ণান্ত্য-মৌ-বিন্দু-যুতং ক্ষেত্রপালায় হৃন্মনুঃ।

দেবতা। ওঁ হুং ফট্ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ স্ত্রীং হুং ফট্ শিরসে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ২৪

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট চন্দ্রধর ভয়ঙ্কর অট্টহাসে উজ্জ্বল ত্রিনয়ন সর্পভূষণ, অগ্নির শিখার ন্যায় উজ্জ্বল শ্মশ্রু-শোভিত কেশ বিশিষ্ট, দক্ষিণ ও বাম ঊর্দ্ধ হস্তপদ্মের দ্বারা ত্রিশিখ ও মুদ্গর, দক্ষিণ ও বাম অধো হস্ত পদ্মের দ্বারা অসি ও শক্তি ধারণকারী বিভু দংষ্ট্রা-ভীম চারি মুখধারী দিব্যাস্ত্ররূপ পশুপতিকে ধ্যান করি। ২৫

পুরশ্চরণে বর্ণ (৬) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক সংস্কৃত বহ্নিতে গব্য ঘৃতের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবেন। ২৬

শৈব পীঠে প্রথমে অঙ্গদেবতা ও অষ্টমাতৃকা, তাহার পর বজ্রাদি আয়ুধসহ ইন্দ্রাদি লোকপাল সহিত দেবকে পূজা করিবেন। ২৭

এই মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রিত জলকে গ্রহ-গ্রস্ত ব্যক্তির মুখে নিক্ষেপ করিবেন। গ্রহ মন্ত্রের প্রভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। ২৮

রাজা এই মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রিত বাণসমূহকে যুদ্ধে নিক্ষেপ করিবেন। দ্বিতীয় পার্থের ন্যায় তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত শত্রুকে জয় করিতে পারিবেন। ২৯

ক্ষেত্রপালের মন্ত্র বলিতেছেন। প্রথমে ওঁ এবং বিন্দুযুক্ত বর্ণান্ত্য ক্ষ অর্থাৎ

তারাদ্যো বসুবর্ণোঽয়ং ক্ষেত্রপালস্য কীর্ত্তিতঃ ॥ ৩০
ষড় দীর্ঘ-ভাজা বীজেন ষড়ঙ্গান্যস্য যোজয়েৎ।
ক্ষেত্রপালো দেবতা চ গায়েত্তি শক্তিরীরিতা ॥ ৩১

নীলাঞ্জনাদ্রিনিভ-মূর্দ্ধ-পিশঙ্গ-কেশং
বৃত্তোগ্র-লোচনমুপাত্ত-গদা-কপালম্।
আশাম্বরং ভুজগ ভূষণমুগ্র-দংষ্ট্রং
ক্ষেত্রেশমদ্ভুত-তনুং প্রণমামি দেবম্ ॥ ৩২

লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং জুহুয়াৎ তদ্-দশাংশতঃ।
চরুণা ঘৃত-সিক্তেন ততঃ ক্ষেত্রেশমর্চয়েৎ ॥ ৩৩
ধর্মাদি-কল্পিতে পীঠে পূর্বমঙ্গানি পূজয়েৎ।
অনলাখ্যমগ্নিকেশং করালং তদনন্তরম্ ॥ ৩৪
ঘণ্টারবং মহাকোপং পিশিতাশয়-সংজ্ঞকম্।
পিঙ্গলাক্ষমূর্দ্ধকেশং পত্রেষু পরিতো যজেৎ ॥ ৩৫

ক্ষৌং, তাহার পর ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র তারাদ্য (প্রণবাদি) হইবে। উহা ক্ষেত্রপালের মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩০

ষড্ দীর্ঘযুক্ত বীজের দ্বারা ইঁহার ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। লোকপাল দেবতা। (ক্ষৌং বীজ, লায় শক্তি কথিত হইয়াছে)। ৩১

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে ; অঞ্জন পর্বতের তুল্য নীলবর্ণ পিঙ্গলবর্ণ ঊর্দ্ধ কেশ-বিশিষ্ট মস্তক, বৃত্ত ও উগ্র লোচন যুক্ত দক্ষিণহস্তে গদা ও বাম হস্তে কপালধারী দিগম্বর সর্পভূষণ উগ্রদংষ্ট্রা অদ্ভুত দেহ ক্ষেত্রপাল দেবকে প্রণাম করি। ৩২

পুরশ্চরণে একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ঘৃতসিক্ত চরুর দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। তাহার পর ক্ষেত্রপালকে পূজা করিবেন। ৩৩

চতুর্থ পটলোক্ত প্রকারে ধর্মাদি কল্পিত পীঠে প্রথমে অঙ্গদেবতা সমূহের পূজা করিবেন। তাহার পর পত্রসমূহে চারিদিকে প্রধান মূর্ত্তিপ্রতিম নানা অলঙ্কারে রমণীয় অনল, অগ্নিকেশ, করাল, ঘণ্টারব, মহাক্রোধ[১], পিশিতাশয়,

---

১। মূলে মহাকোপং আছে। প্রয়োগসার ও নারায়ণীয় তন্ত্রে মহাক্রোধং আছে। তদনুসারে অনুবাদে মহাক্রোধ লিখিয়াছি। মূলে মহাকোপস্থলে মহাক্রোধ বলিলে ছন্দদোষ হইত না। তথাপি মূলকার কেন তাহা বলেন নাই, চিন্তনীয়।

প্রধান-মূর্ত্তি-প্রতিমান্ নানালঙ্কার-বস্তুয়ান্
লোকপালাংস্তদস্ত্রাণি যথাপূর্বং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৬
তস্মৈ সপরিবারায় বলিমেতেন নির্হরেৎ।
পূর্বমেহি-দ্বয়ং পশ্চাদ্ বিচ্ছিব্যাৎ পুরুদ্বয়ম্ ॥ ৩৭
ভঞ্জয়-দ্বিতয়ং ভূয়ো নর্ত্তয়-দ্বিতয়ং পুনঃ।
ততো বিঘ্নপদ-দ্বন্দ্বং মহাভৈরব তৎপরম্ ॥ ৩৮
ক্ষেত্রপাল! বলিং গৃহ্ণ-দ্বয়ং পাবক-সুন্দরী।
বলিমন্ত্রোঽয়মাখ্যাতঃ সর্বকাম-ফলপ্রদঃ ॥ ৩৯
সোপদংশং বৃহৎ পিণ্ডং কৃত্বা রাত্রিষু সাধকঃ।
স্মৃত্বা যথোক্তং ক্ষেত্রেশং তস্য হস্তে বলিং হরেৎ ॥ ৪০
বলিনাঽনেন সন্তুষ্টঃ ক্ষেত্রপালঃ প্রযচ্ছতি।
কান্তিং মেধাং বলারোগ্য-তেজঃ-পুষ্টি-যশঃ-শ্রিয়ঃ ॥ ৪১
উদ্ধরেদ্ বটুকং ভেত্তমাপদুদ্ধরণং তথা।

পিঙ্গলাক্ষ ও ঊর্দ্ধকেশকে পূজা করিবেন। পূর্বের ন্যায় লোকপাল ও তাঁহাদের অস্ত্রসমূহকে পূজা করিবেন। ৩৪-৩৬

সেই সপরিবার (অঙ্গাদি সহিত) ক্ষেত্রপালকে বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রের দ্বারা বলি প্রদান করিবেন। এই বলিমন্ত্র হইতেছে—প্রথমে দুইটি এহি, তাহার পর বিচ্ছিব ও দুইটি পুরু হইবে। তাহার পর দুইটি ভঞ্জয়, পুনরায় দুইটি নর্ত্তয়, তাহার পর দুইটি বিঘ্নপদ, তাহার পর মহাভৈরব ক্ষেত্রপাল বলিং ও দুইটি গৃহ্ণ পদ ও পাবকসুন্দরী (স্বাহা) বলিবে। তাহা হইলে মন্ত্রটি হইবে—এহি এহি বিচ্ছিব পুরু পুরু ভঞ্জয় ভঞ্জয় নর্ত্তয় নর্ত্তয় বিঘ্ন বিঘ্ন মহাভৈরব ক্ষেত্রপাল বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা। এইটি বলিমন্ত্র কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্র সহস্রবার জপের দ্বারা সিদ্ধ হইলে সমস্ত কাম্য ফল প্রদান করে। ৩৭-৩৯

সাধক এক প্রহর অতীতে রাত্রিতে ব্যঞ্জন সহিত একটি অন্নের পিণ্ড করিয়া পূর্বোক্তরূপে ক্ষেত্রপালের ধ্যান করিয়া তাহার হস্তে অর্থাৎ বামহস্তগত কপালে ঐ পিণ্ড বলি দান করিবেন। ৪০

ক্ষেত্রপাল ঐ বলি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া কান্তি, মেধা, বল, আরোগ্য তেজঃ, পুষ্টি, যশঃ ও শ্রী প্রদান করেন। ৪১

আপদুদ্ধরণ মন্ত্র বলিতেছেন। চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত বটুক অর্থাৎ বটুকায় এইরূপ

করু-দ্বয়ং পুনর্ঙে স্তং বটুকং তং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৪২
একবিংশত্যক্ষরাত্মা শক্তিরুদ্ধো মহামনুঃ।
অভীষ্ট-ফল-সংসিদ্ধ্যৈ কীর্ত্তিতঃ সুরপাদপঃ ॥ ৪৩
[বৃহদারণ্যক ঋষিশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্।
আপদুদ্ধরণো দেবো ভৈরবো দেবতা বুধৈঃ ॥ ৪৪]
অঙ্গুলী-দেহ-বক্ত্রেষু মূর্ত্তীর্ন্যস্যেদ্ যথা পুরা।
সদ্যাদি-পঞ্চহ্রস্বাঢ্য-শক্তিবীজ-পুরঃসরম্।
বকারং পঞ্চহ্রস্বাঢ্যমীশানাদিষু যোজয়েৎ ॥ ৪৫
ষড়্দীর্ঘ-যুক্তয়া শক্ত্যা বকারেণ চ তদ্বতা।
অঙ্গানি জাতি-যুক্তানি প্রণবাদ্যানি কল্পয়েৎ।
তস্য ধ্যানং ত্রিধা প্রোক্তং সাত্ত্বিকাদি-বিভেদতঃ ॥ ৪৬

চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত আপদুদ্ধরণ অর্থাৎ আপদুদ্ধরণায় ও কুরু কুরু বলিবেন। চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত সেই বটুক অর্থাৎ বটুকায় বলিবেন। ৪২

শক্তিবীজ পুটিত একবিংশতি অক্ষরস্বরূপ এই মহামন্ত্র অভীষ্ট ফলসিদ্ধির জন্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। উহা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে বলিয়া সুরপাদপ কল্পতরু স্বরূপ কথিত হইয়াছে। ৪৩

[এই মন্ত্রের বৃহদারণ্যক ঋষি ও অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, আপদুদ্ধরণ দেব ভৈরব দেবতা বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।] ৪৪

বিবৃতি। এই শ্লোকটি কোন কোন পুস্তকে দেখা যায় বলিয়া পদার্থাদর্শকার উহাকে অধিক পাঠ বলিয়াছেন। তিনি এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি, বং বীজ ও মায়াকে শক্তি বলিয়াছেন। ৪৪

অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিসমূহে, মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পাদসমূহে এবং ঊর্দ্ধ, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম বক্ত্রে পূর্ব্বের ন্যায় তত্তৎ অঙ্গুলির দ্বারা মূর্ত্তিসমূহের ন্যাস করিবেন। ক্লীব রহিত ওকারাদি পঞ্চ হ্রস্ব-যুক্ত শক্তিবীজ পূর্ব্বক ওকারাদি পঞ্চ হ্রস্ব-যুক্ত বকারকে ঈশানাদিতে অর্থাৎ ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাতে যোগ করিবেন। ৪৫

বিবৃতি। অঙ্গুষ্ঠাদি পাঁচটি অঙ্গুলিতে, মস্তকাদি পাঁচটি স্থানে ও ঊর্দ্ধাদি পাঁচটি মুখে ঈশানাদি পাঁচটি মূর্ত্তিকে হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ, হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ, হ্রুং বুং অঘোরায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিবেন। ৪৫

ষড়্-দীর্ঘযুক্ত শক্তি ও ষড়্-দীর্ঘযুক্ত বকারের সহিত প্রণবাদি (ওঁকারাদি)

বন্দে বালং স্ফটিক-সদৃশং কুন্তলোল্লাসি-বক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণী-নূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিশদ-বসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূল-দণ্ডৌ দধানম্ ॥ ৪৭

সাত্ত্বিকং ধ্যানমাখ্যাতমপমৃত্যু-নিবারণম্।
আয়ুরারোগ্য-জননমপবর্গ-ফলপ্রদম্ ॥ ৪৮

উদ্যদ্-ভাস্কর-সন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগ-স্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ।
নীল-গ্রীবমুদার-ভূষণ-শতং শীতাংশু-চূড়োজ্জ্বলং
বন্ধুকারুণ-বাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ॥ ৪৯

ধ্যায়েন্ নীলাদ্রি-কান্তং শশি-শকল-ধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্‌বস্ত্রং পিঙ্গকেশং ডমরুমথ সৃণিং খড়্গ-পাশাভয়ানি।

এবং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি জাতিযুক্ত ছয়টি অঙ্গের কল্পনা করিবেন। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তাঁহার তিন প্রকার ধ্যান কথিত হইয়াছে। ৪৬

বিবৃতি। ওঁ হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং বীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস হইবে। ৪৬

এই মন্ত্রের সাত্ত্বিক ধ্যানের অর্থ হইতেছে—স্ফটিক সদৃশ শুভ্র, কুন্তলে শোভিত-বদন নবমণিময় দিব্যভূষণে ভূষিত কিঙ্কিণী ও নূপুর প্রভৃতি দ্বারা উজ্জ্বল-দেহ শুভ্রবসন সুপ্রসন্ন ত্রিনেত্র বামহস্তে ত্রিশূল ও দক্ষিণহস্তে দণ্ডধারী বালক বটুককে সর্বদা ধ্যান করি। ৪৭

সাত্ত্বিক ধ্যান অপমৃত্যুর নিবারক, আয়ুঃ ও আরোগ্যের জনক এবং অপবর্গ ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৮

রাজস ধ্যানের অর্থ হইতেছে—উদীয়মান সূর্য্যের সদৃশ রক্তবর্ণ ত্রিনয়ন রক্ত অঙ্গরাগে রঞ্জিত রক্তমাল্যধারী ঈষদ্ হাস্যবদন দক্ষিণহস্তে শূল ও অভয় এবং বামে কপাল ও বরদধারী নীলগ্রীব, উৎকৃষ্ট বহু আভরণধারী চন্দ্রযুক্ত মুকুটে উজ্জ্বল বন্ধুক পুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিত ভয়হর দেবকে সর্বদা ভাবনা করি। ৪৯

তামস ধ্যানের অর্থ হইতেছে—নীল পর্বতের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট চন্দ্রকলা-ধারী মুণ্ডমালায় বিভূষিত দিগম্বর পিঙ্গলবর্ণ কেশধারী দক্ষিণ ও বামের ঊর্দ্ধ-

নাগং ঘণ্টাং কপালং কর-সরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীম-দংষ্ট্রং
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়-বিলসৎ-কিঙ্কিণী-নূপুরাঢ্যম্ ॥ ৫০

রাজসং ধ্যানমাখ্যাতং ধর্ম-কামার্থ-সিদ্ধিদম্ ।
তামসং শত্রুশমনং কৃত্যা-ভূত-গ্রহাপহম্ ॥ ৫১

বর্ণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
তদ্-দশাংশং প্রজুহুয়াৎ তিলৈর্মধুর সংযুতৈঃ ॥ ৫২

ধর্মাধর্মাদিভিঃ কৢপ্তে পীঠে পঙ্কজ-শোভিতে ।
ষট্-কোণান্তস্ত্রিকোণস্থ-ব্যোম-পঙ্কজ-সংযুতে ।
বটুকং পূজয়েদ্ দেবং মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ॥ ৫৩

মূলাদি-সদ্যোজাতেন দেবমাবাহয়েৎ ততঃ ।
বামদেবেন মন্ত্রেণ স্থাপয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৪

হস্তপদ্মদ্বয়ে ডমরু ও সৃণি, তাহার অধস্তন দুই হস্তে খড়্গ ও পাশ, তাহার অধস্তন দুই হস্তে অভয় ও নাগ, তাহার অধস্তন দুই হস্তে ঘণ্টা ও কপালধারী ভীম-দংষ্ট্র সর্প-ভূষণে ভূষিত মণিময় উজ্জ্বল কিঙ্কিণী ও নূপুরে ভূষিত ত্রিনেত্র মহেশকে ধ্যান করিবেন। (ধ্যানের পর ডমরু মুদ্রা দেখাইবেন)। ৫০

রাজস ধ্যান ধর্ম, কাম ও অর্থের সিদ্ধিপ্রদ কথিত হইয়াছে। তামস ধ্যান শত্রুশমন, কৃত্যা, ভূত ও গ্রহের নাশক কথিত হইয়াছে। ৫১

সাধক জিতেন্দ্রিয় ও হবিষ্যাশী হইয়া বর্ণলক্ষ (একবিংশতি লক্ষ) মন্ত্র জপ করিবেন। মধুর সংযুক্ত তিল সমূহের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৫২

চতুর্থ পটলোক্ত প্রকারে ধর্মাধর্মাদি দ্বারা কৢপ্ত ষট্‌কোণের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণের মধ্যস্থ ব্যোমপঙ্কজ (মাতৃকাপটলোক্ত বর্ণাব্জ) সংযুক্ত পঙ্কজ-শোভিত পীঠে বটুক দেবকে পূজা করিবেন। মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন। ৫৩

বিবৃতি। একটি মাতৃকাপদ্ম করিয়া তাহার উপরি ভাগে ত্রিকোণ করিয়া তাহার উপরে ষট্‌কোণ তাহার উপরে অষ্টদল পদ্ম, তাহার উপরে চতুরস্র চতুর্দ্বার করিবেন। ইহা পূজাযন্ত্র। ইহাতে বটুককে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। ৫৩

মূলাদি সদ্যোজাত মন্ত্রের দ্বারা দেবতাকে আবাহন করিবেন। তাহার পর মূলাদি বামদেব মন্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বরকে স্থাপন করিবেন। ৫৪

মূলমন্ত্রেণ কর্ত্তব্যং সান্নিধ্যং তদনন্তরম্ ।
অঘোরেণ সুধীঃ কুর্য্যাৎ সন্নিরোধমনন্তরম্ ।
পুরুষাখ্যেন মনুনা যোনি-মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৫৫
দেবায় বন্দনং কুর্য্যাদীশানেন সমাহিতঃ ।
এতৎ সর্বং বিধাতব্যং তত্তমুদ্রাভিরাদরাৎ ॥ ৫৬
ঈশানাদীন্ যজেদ্ দেবান্ ন্যাসমার্গেণ দেশিকঃ ।
সকলীকরণং কৃত্বা যজেন্ মূর্ত্তীর্যথা পুরা ॥ ৫৭
ব্যোমপদ্ম-দলেম্বর্চেদসিতাঙ্গাদি-ভৈরবান্ ।
অসিতাঙ্গং রুরুং চণ্ডং ক্রোধমুন্মত্ত-ভৈরবম্ ।
কপালিনং ভীষণাখ্যং সংহারঞ্চ ক্রমাদমূন্ ॥ ৫৮
ষট্ কোণেষু ষড়ঙ্গানি ক্রমেণাহভ্যর্চয়েৎ সুধীঃ ।
পূর্বাদীশান-পর্য্যন্তং তদ্বহিঃ পূজয়েদিমান্ ॥ ৫৯

মূলমন্ত্রের দ্বারা দেবতার সান্নিধ্য করিবেন। তাহার পর সুধী সাধক মূলাদি অঘোর মন্ত্রের দ্বারা সন্নিরোধ করিবেন। অনন্তর মূলাদি তৎপুরুষ মন্ত্রের দ্বারা যোনিমুদ্রা দেখাইবেন। ৫৫

সাধক সমাহিত হইয়া মূলাদি ঈশান মন্ত্রের দ্বারা দেবতার উদ্দেশে বন্দন করিবেন। (ললাটস্থ অঞ্জলি হইতেছে বন্দনমুদ্রা)। আদরের সহিত ত্রয়োবিংশ পটলোক্ত সেই সেই মুদ্রা দ্বারা এই সমস্ত করিবেন। ৫৬

মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু ন্যাস মার্গে অর্থাৎ দেব-দেহে ও মূর্দ্ধাদি পাঁচটি মুখে যে ক্রমে তৎ তৎ অঙ্গুলির দ্বারা ন্যাস করা হইয়াছে। সেই ক্রমে ঈশানাদি দেবগণকে পূজা করিবেন। সকলীকরণ করিয়া দেবতাকে পূজা করিবেন। পূর্বে যেমন মূর্ত্তি সমূহের পূজা হইয়াছে, আবরণ পূজায় সেইরূপ অর্থাৎ পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম ও ঈশানে মূর্ত্তি সমূহের পূজা করিবেন। ৫৭

মাতৃকাপদ্মের দলসমূহে অসিতাঙ্গাদি ভৈরবগণকে পূজা করিবেন। অসিতাঙ্গাদি ভৈরবগণ হচ্ছেন—অসিতাঙ্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড ভৈরব, ক্রোধভৈরব, উন্মত্তভৈরব, কপালীভৈরব, ভীষণভৈরব—ক্রমে ক্রমে এই ভৈরব-গণকে পূজা করিবেন। ৫৮

সুধী সাধক আগ্নেয়াদি ছয় কোণে ক্রমে ক্রমে ছয়টি অঙ্গের অর্চনা করিবেন। ষট্‌কোণের বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্মের অভ্যন্তরে পূর্ব হইতে ঈশান পর্য্যন্ত এই বক্ষ্যমাণ ডাকিনী পুত্রগণকে পূজা করিবেন। ৫৯

ডাকিনী-পুত্রকান্ পূর্বং রাকিণী-পুত্রকাংস্ততঃ।
লাকিনী-পুত্রকান্ পশ্চাৎ কাকিনী-পুত্রকাংস্ততঃ॥ ৬০

শাকিনী-পুত্রকান্ ভূয়ো হাকিনী-পুত্রকান্ পুনঃ।
মালিনী-পুত্রকান্ পশ্চাদ্ দেবীপুত্রাংস্ততঃ পরম্॥ ৬১

অথোমা-রুদ্র-মাতৃণাং পুত্রান্ দক্ষিণতো যজেৎ।
ঊর্ধ্বমুখ্যাঃ সুতানূর্ধ্বমধোমুখ্যাঃ সুতানধঃ।
ইতি সম্পূজয়েন্ মন্ত্রী পুত্রবর্গাংস্ত্রয়োদশ॥ ৬২

তদ্‌বহিঃ পদ্মপত্রেষু লোকেশ বটুকান্ যজেৎ।
ব্রহ্মাণী-পুত্রকং পূর্বে মাহেশী পুত্রমৈশ্বরে॥ ৬৩

বৈষ্ণবী-পুত্রকং সৌম্যে কৌমারী-পুত্রমানিলে।
ইন্দ্রাণী-পুত্রকং ভূয়ঃ পূজয়েৎ পশ্চিমে ততঃ॥ ৬৪

মহালক্ষ্মী-সুতং পশ্চাদ্ রক্ষোদিশি সমর্চয়েৎ।
বারাহী-পুত্রকং যাম্যে চামুণ্ডাসুতমানলে॥ ৬৫

প্রথমে ডাকিনীপুত্রকে, তাহার পর রাকিণীপুত্রকে, তাহার পর লাকিনী-পুত্রকে, তাহার পর কাকিনীপুত্রকে, তাহার পর শাকিনীপুত্রকে, তাহার পর হাকিনীপুত্রকে, তাহার পর মালিনীপুত্রকে ও পরে দেবীপুত্রকে পূজা করিবেন। ৬০-৬১

অনন্তর উমা, রুদ্র ও মাতৃগণের পুত্রগণকে দক্ষিণে পূজা করিবেন। ঊর্ধ্ব-মুখীর পুত্রগণকে ঊর্ধ্বে এবং অধোমুখীর পুত্রগণকে অধোভাগে পূজা করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই প্রকারে ত্রয়োদশ পুত্রবর্গকে পূজা করিবেন। ৬২

মন্ত্রজ্ঞ সাধক তাহার বহির্ভাগে পদ্মপত্রের মধ্যে লোকেশ ও বটুকগণকে পূজা করিবেন। পূর্বে ব্রহ্মাণীপুত্রকে, ঈশানে মাহেশ্বরীপুত্রকে, উত্তরে বৈষ্ণবী পুত্রকে, বায়ুকোণে কৌমারীপুত্রকে, পশ্চিমে ইন্দ্রাণীপুত্রকে পূজা করিবেন। ৬৩-৬৪

নৈর্ঋতকোণে মহালক্ষ্মীপুত্রকে অর্চনা করিবেন। বারাহীপুত্রকে দক্ষিণে এবং চামুণ্ডাপুত্রকে অগ্নিকোণে পূজা করিবেন। ৬৫

বটুকান্ দশদিক্ষর্চেদ্ ধেনুকং ত্রিপুরান্তকম্।
বেতালং বহ্নিজিহ্বাখ্যং কালান্তাখ্যং করলাকম্।
একপাদং ভীমদংষ্ট্রমচলং হাটকেশ্বরম্ ॥ ৬৬
দিগ্-বিদিক্ষন্তরালেষু শ্রীকণ্ঠাদীন্ যজেৎ পুনঃ।
ক্রোধীশ্বরাদি-ভৃগ্বন্তাংস্তদ্বদ্ বাহ্যে সমর্চয়েৎ।
ততস্ত্রীন্ নকুলীশাদ্যান্ দক্ষিণে পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৬৭
দিব্যান্তরিক্ষ-ভূমিষ্ঠান্ যোগীশান্ শক্তি-সংযুতান্।
যোগিনীভিঃ সহাঽভ্যর্চেদীশাগ্নি-নির্ঋতি-স্থিতান্ ॥ ৬৮
ইতি সম্পূজয়েদ্ দেবং বটুকং প্রোক্ত-বর্ত্মনা।
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং পতির্ভবতি মানবঃ ॥ ৬৯
বিঘ্নং দুর্গাং সমারাধ্য বলিং দত্ত্বা বিধানতঃ।
কাম্যানি সাধয়েন্ মন্ত্রী যথোক্তাং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭০
শাল্যন্নং পললং সর্পির্লাজা চূর্ণানি শর্করা।
গুড়মিক্ষু-রসাপূপৈর্মধ্বক্তৈঃ পরিমিশ্রিতৈঃ ॥ ৭১

ধেনুক, ত্রিপুরান্তক, বেতাল, বহ্নিজিহ্ব, কালান্ত, করাল, একপাদ, ভীম-দংষ্ট্র, অচল ও হাটকেশ্বর—এই দশ বটুককে দশদিকে পূজা করিবেন। ৬৬

চারিটি দিক্, চারিটি বিদিক্ ও তাহার আটটি অন্তরাল—এই ষোড়শ স্থানে শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতিকে পূজা করিবেন। বাহ্যে সেইরূপ আটটি দিক্, আটটি বিদিক্ ও তাহার অন্তরাল ষোলটি—এই বত্রিশ স্থানে ক্রোধীশ্বরাদি ভৃগু পর্যন্ত বত্রিশ দেবতাকে পূজা করিবেন। তাহার পর সুধী সাধক দক্ষিণে নকুলীশ প্রভৃতি তিন দেবতার পূজা করিবেন। ৬৭

দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ-লোক ও ভূর্লোকস্থ শক্তি সংযুক্ত অর্থাৎ যোগিনীগণের সহিত যোগীশগণকে ঈশান, অগ্নি ও নৈর্ঋতে পূজা করিবেন। ৬৮

বটুক দেবকে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে এই প্রকারে পূজা করিবেন। ইহাতে মানব ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অধিপতি হইবেন। ৬৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক বিঘ্ন ও দুর্গাকে আরাধনা করিয়া বিধি পূর্বক বলি দিয়া কাম্য প্রয়োগ সম্পাদন করিবেন। ইহাতে যথোক্ত সিদ্ধি লাভ করিবেন। ৭০

শাল্যন্ন, পলল (মাংস), সর্পিঃ, লাজচূর্ণ, শর্করা, গুড়কে ইক্ষুরস, অপূপের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুদ্বারা আপ্লুত করিয়া একীকৃত পিণ্ডরূপ কবল (গ্রাস)

কৃত্বা কবলমারাধ্য দেবং প্রাগুক্ত-বর্ত্মনা।
রক্ত চন্দন-পুষ্পাদ্যৈর্নিশি তস্মৈ বলিং হরেৎ ॥ ৭২

ততঃ সিধ্যন্তি কার্য্যাণি বলিনাহনেন মন্ত্রিণঃ।
জুহুয়াৎ সর্পিষা মন্ত্রী যথোক্তাং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৩

বশ্যায় জুহুয়াদ্ দিক্ষু শকলৈর্বশয়েজ্ জনান্।
জুহুয়াৎ পুত্র-লাভায় প্রফুল্লৈঃ কৈরবৈঃ সুধীঃ ॥ ৭৪

ধন-ধান্যাদি-সম্পত্ত্যৈ জুহুয়াৎ তিল-তণ্ডুলৈঃ।
বিল্ব-প্রসূনৈর্জুহুয়ান্ মহতীং বিন্দতি শ্রিয়ম্ ॥ ৭৫

লোণৈর্মধুর-সংমিশ্রৈর্বশয়েদ্ বনিতা-জনান্।
বৃষ্টি-কামেন হোতব্যং বেতসানাং সমিদ্বরৈঃ ॥ ৭৬

অন্নেন জুহুয়ান্ নিত্যং ধন-ধান্যাদি-সম্পদে।
বশ্যায় জুহুয়ান্ মন্ত্রী মধুনা দিবস-ত্রয়ম্ ॥ ৭৭

করিয়া রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা দেবতাকে আরাধনা করিয়া পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে অর্থাৎ ক্ষেত্রপাল বলিমন্ত্রে ক্ষেত্রপাল পদের স্থানে বটুক পদ দিয়া সেই মন্ত্রে রাত্রিতে তাঁহাকে অর্থাৎ তাহার হস্তে বলি প্রদান করিবেন। ৭১-৭২

তাহাতে এই বলি দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ সাধকের কার্য্য সকল সিদ্ধ হয়। মন্ত্রজ্ঞ সাধক সর্পিঃ দ্বারা হোম করিবেন। ইহা দ্বারা নিজের মনোগত সিদ্ধি লাভ করিবেন। ৭৩

সুধী সাধক বশ্যের জন্য ইক্ষু খণ্ডের দ্বারা হোম করিবেন। ইহা দ্বারা জনগণকে বশ করিবেন। পুত্রলাভের জন্য বিকশিত কৈরব (কুমুদ) পুষ্পের দ্বারা হোম করিবেন। ৭৪

ধন ধান্যাদি সম্পত্তি লাভের জন্য তিল তণ্ডুলের দ্বারা হোম করিবেন। বিল্ব-কুসুমের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে মহা ঐশ্বর্য্য লাভ করিবেন। ৭৫

মধুর সংমিশ্রিত লবণের দ্বারা হোম বনিতা সকলকে বশীভূত করে। বৃষ্টি-কামী ব্যক্তি বেতসের উৎকৃষ্ট সমিধ্ দ্বারা হোম করিবেন। ৭৬

ধন ধান্যাদি সম্পত্তি লাভের জন্য অন্নের দ্বারা প্রত্যহ হোম করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক বশ্যের জন্য তিন দিন মধু দ্বারা হোম করিবেন। ৭৭

রোগোক্তৌষধ-হোমেন রোগা নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ।
কৃত্যাদ্রোহে গ্রহদ্রোহে ভূতাপস্মার-সম্ভবে ॥ ৭৮

ব্যাঘ্রাজিনে সমাসীনো জুহুয়াদযুতং তিলৈঃ।
ভূতাদয়ঃ পলায়ন্তে নেক্ষন্তে তাং দিশং ভয়াৎ ॥ ৭৯

কৃষ্ণাষ্টমীং সমারভ্য যাবৎ স্যাৎ তৎ-চতুর্দশী।
তিলৈস্তণ্ডুল-সংমিশ্রৈর্মধুরত্রয়-লোলিতৈঃ।
ত্রিসহস্রং প্রতিদিনং জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে ॥ ৮০

বটুকেশ্বরমভ্যর্চ্য ভক্ষ্য-ভোজ্য-ফলান্বিতম্।
নিত্যং নিবেদ্য নৈবেদ্যং মধ্যরাত্রে বলিং হরেৎ ॥ ৮১

এবং জপিত্বা প্রযতঃ সহস্রাণ্যেক-বিংশতিঃ।
সমাপ্তি-দিবসে রাত্রাবজং হত্বা বলিং হরেৎ ॥ ৮২

ততঃ কারয়িতা রাজা তোষয়েৎ সাধকং ধনৈঃ।
বিধিনাঽনেন সন্তুষ্টো বটুকেশঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৮৩

চিকিৎসা শাস্ত্রে যে রোগে যে ঔষধ উক্ত হইয়াছে, সেই ঔষধের হোমের দ্বারা রোগ সকল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। কৃত্যা দ্রোহ এবং গ্রহ দ্রোহ, ভূত দ্রোহ ও অপস্মার উৎপন্ন হইলে সাধক ব্যাঘ্র চর্মে উপবিষ্ট হইয়া তিলের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। ইহাতেও ভূতদ্রোহ প্রভৃতি পলায়ন করে, তাহারা ভয়ে সে দিকে দৃষ্টিপাত করে না। ৭৮-৭৯

কৃষ্ণাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশী পর্যন্ত সংস্কৃত অগ্নিতে মধুর-ত্রয়ের দ্বারা আপ্লুত তণ্ডুল-মিশ্রিত তিলের দ্বারা প্রতি দিন তিন হাজার হোম করিবেন। ৮০

বটুকেশ্বরকে অর্চনা করিয়া প্রতিদিন ভক্ষ্য ভোজ্য ফলযুক্ত নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া মধ্যরাত্রে বলি প্রদান করিবেন। ৮১

সাধক সংযত হইয়া এই প্রকারে একুইশ হাজার মন্ত্র জপ করিয়া সমাপ্তি দিনে রাত্রিতে ছাগলকে বধ করিয়া বলি দিবেন। ৮২

তাহার প্রয়োগ কারয়িতা রাজা প্রয়োগকারী সাধককে ধনের দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন। এই বিধি দ্বারা বটুকেশ সন্তুষ্ট হইয়া তেজঃ, বল, যশঃ, পুত্র, কান্তি, ঐশ্বর্য্য ও অরোগিতা প্রদান করেন। তাঁহার সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হয় ও বন্ধু-

তেজো বলং যশঃ পুত্রান্ কান্তিং লক্ষ্মীমরোগতাম্ ।
নশ্যন্তি শত্রবঃ সর্বে বর্দ্ধন্তে বন্ধু-বান্ধবাঃ ।
অবগ্রহো ন জায়েত বিষয়ে তস্য ভূপতেঃ ॥ ৮৪

জুহুয়াৎ কেবলৈর্লোণৈরযুতং স্তম্ভনেচ্ছয়া ।
নিগড়াদি-বিমোক্ষায় প্রয়োগোঽয়মুদাহৃতঃ ॥ ৮৫

বচাচূর্ণ-পলং জপ্তং গব্যেনাজ্যেন লোলিতম্ ।
বিভজ্য ভক্ষয়েদ্ বন্ধ্যাং মণ্ডলাৎ পুত্র-কাঙ্ক্ষিণীম্ ॥ ৮৬

বিনীতং পুত্রমাপ্নোতি মেধারোগ্য-বলান্বিতম্ ।
আদাবন্তে প্রয়োগস্য বটুকায় বলিং হরেৎ ॥ ৮৭

দ্বিবিধো বলিরাখ্যাতো রাজসঃ সাত্ত্বিকো বুধৈঃ ।
রাজসো মাংস-রক্তাঢ্যঃ ফল-ত্রয়-সমন্বিতঃ ॥ ৮৮

মুদ্গ-পায়স-সংযুক্তো মধুর-ত্রয়-লোলিতঃ ।
সাত্ত্বিকো মাংস-রহিতঃ শেষমন্যৎ পুরোক্তবৎ ॥ ৮৯

বান্ধব বর্দ্ধিত হয়। সেই রাজার বিষয়ে (দেশে) অবগ্রহ (অনাবৃষ্টি) হয় না। ৮৩-৮৪

স্তম্ভনের ইচ্ছায় কেবল লোণের (লবণের) দ্বারা অযুত হোম করিবেন। নিগড়-বন্ধের (বেড়ী—পদবন্ধনী) মুক্তির জন্য এই প্রয়োগ কথিত হইয়াছে। ৮৫

মন্ত্র জপ্ত এক পল বচের চূর্ণ গব্য আজ্যের দ্বারা আপ্লুত করিয়া কিঞ্চিৎ ন্যূন সপ্ত সপ্ত গুঞ্জাপরিমাণে বিভাগ করিয়া পুত্রকাঙ্ক্ষিণী বন্ধ্যাকে ভোজন করাইবেন। তিনি মণ্ডলের (৪৯ দিনের) মধ্যে মেধা, আরোগ্য ও বলবিশিষ্ট পুত্রকে লাভ করিবেন। এই প্রয়োগের আদিতে ও অন্তে বটুককে বলি দিবেন। ৮৬-৮৭

পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই বলি সাত্ত্বিক ও রাজসভেদে দুই প্রকার উক্ত হইয়াছে। ভূচর-খেচর ও জলচরের পলত্রয় পরিমাণ মাংস-রক্ত বিশিষ্ট বলি হইতেছে রাজস বলি। ৮৮

মাংস রহিত মধুর ত্রয়ের দ্বারা আপ্লুত পায়স-সংযুক্ত মুদ্গ হইতেছে সাত্ত্বিক বলি। অন্য সমস্তই পূর্বোক্তের ন্যায় হইবে। ৮৯

৩৫

ব্রাহ্মণো নিয়তঃ শুদ্ধঃ সাত্ত্বিকং বলিমাহরেৎ।
সাধয়েন্ মনুনাঽনেন ভস্ম সর্বার্থ-সিদ্ধিদম্ ॥ ৯০
উশীরং চন্দনং কুষ্ঠং ঘনসারং সকুঙ্কুমম্।
শ্বেতার্ক-মূলং বারাহীং লক্ষ্মীং ক্ষীর-মহীরুহাম্ ॥ ৯১
ত্বচো বিল্ব-তরোর্মূলং শোষয়িত্বা সুচূর্ণয়েৎ।
চূর্ণং ব্যোম্নি গৃহীতেন গোময়েন বিমিশ্রিতম্ ॥ ৯২
কৃত্বা পিণ্ডানি সংশোষ্য সংস্কৃতে হব্যবাহনে।
মূলেন দগ্ধ্বা তদ্-ভস্ম শুদ্ধ-পাত্রে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ৯৩
কেতকী-মালতী-পুষ্পৈর্বাসয়েৎ ভস্ম শোধিতম্।
অযুতং প্রজপেন্ মন্ত্রং স্পৃষ্ট্বা ভস্ম সুপূজিতম্ ॥ ৯৪
এতদাদায় দিনশঃ প্রাতঃ পুণ্ড্রং করোতি যঃ।
তস্য রোগাঃ প্রণশ্যন্তি কৃত্যা-দ্রোহ-মহাগ্রহাঃ ॥ ৯৫
রিপু-চৌর-গ্রহাদিভ্যো ভয়মস্য ন জায়তে।
বর্দ্ধন্তে সম্পদঃ সর্বা পূজ্যতে সকলৈর্জনৈঃ ॥ ৯৬

সংযত ও শুদ্ধ প্রয়োগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ নিয়ত সাত্ত্বিক বলি প্রদান করিবেন। এই মন্ত্রের দ্বারা সমস্ত অর্থের সিদ্ধি প্রদ ভস্ম সাধন (প্রস্তুত) করিবেন। ৯০

উশীর (গন্ধবেণা), চন্দন, কুষ্ঠ (কুড়), ধনসার (কর্পূর), কঙ্কুম, শ্বেত অর্কের মূল, বারাহী (চামর আলু গাছ), লক্ষ্মী (শমী) ও ক্ষীর বৃক্ষ সমূহের ত্বক্, বিল্বের মূল শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবেন। সেই চূর্ণকে আকাশে গৃহীত অর্থাৎ ভূতলে অসংলগ্ন গোময়ের সহিত মিশ্রিত করিবেন। তাহার পর তাহাকে পিণ্ড করিয়া শুকাইয়া সংস্কৃত বহ্নিতে মূলমন্ত্রের দ্বারা দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্মকে শুদ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবেন। ৯১-৯৩

সেই শোধিত ভস্মকে কেতকী ও মালতী পুষ্প সমূহের দ্বারা বাসিত (সুগন্ধীকৃত—ভাবিত) করিবেন। সেই সুপূজিত ভস্মকে স্পর্শ করিয়া অযুত মন্ত্র জপ করিবেন। ৯৪

যে ব্যক্তি এই ভস্মকে লইয়া প্রতিদিন প্রাতঃ কালে ত্রিপুণ্ড্র (তির্য্যক তিলক) করেন, তাহার সমস্ত রোগ ও কৃত্যাদ্রোহ এবং মহাগ্রহ ভয় বিনষ্ট হয় এবং শত্রু, চৌর ও ব্যাঘ্রাদি হইতে ইহার ভয় জন্মে না। তাহার সমস্ত সম্পৎ বর্দ্ধিত হয়। তিনি সমস্ত লোক কর্তৃক পূজিত হন। ৯৫-৯৬

রাজা বশ্যো ভবেৎ তস্য সামাত্যঃ সপরিচ্ছদঃ ।
অভিষেকং প্রকুর্বীত রাজ্ঞো বিজয়-কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৯৭
পূর্বোক্ত-মণ্ডপে ক৯প্তে বিতান-ধ্বজ-শোভিতে ।
সর্বতোভদ্রমালিখ্য কর্ণিকাং তস্য পূরয়েৎ ॥ ৯৮
অষ্ট-দ্রোণ-প্রমাণেন শালিভিঃ শোধিতৈঃ শুভৈঃ ।
তদর্দ্ধাংতণ্ডুলাংস্তস্মিন্ ন্যস্য দূর্বাক্ষতান্বিতান্ ॥ ৯৯
হেমাদি-বিহিতং কুম্ভং নবরত্ন-সমন্বিতম্ ।
সংস্থাপ্য বিমলৈস্তোয়ৈরাপূর্য্যাস্মিন্ বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১০০
ক্ষীর-দ্রুম-প্রবালানি লক্ষ্মীং দূর্বাং সহাং পুনঃ ।
কর্পূরং চন্দনং বিল্বমুশীরং কুঙ্কুমং পুনঃ ॥ ১০১
কঙ্কোলমগুরুং জাতিং মল্লিকাং চম্পকোৎপলৌ ।
গোমেদং দাড়িমং পশ্চাৎ পট্ট-যুগ্মেন বেষ্টয়েৎ ॥ ১০২
তস্মিন্নাবাহ্য বটুকং রাজসং সম্প্রপূজয়েৎ ।
বহিরষ্টসু কুম্ভেষু ভৈরবানষ্ট পূজয়েৎ ॥ ১০৩

অমাত্য ও পরিচ্ছদের (অনুচরের) সহিত রাজা তাহার বশীভূত হইবেন। বিজয়-কামী রাজাকে ৭ দিন বা ৫ দিন শুভ দিনে আরম্ভ করিয়া অভিষেক করিবেন। ৯৭

অভিষেক প্রকার কথিত হইতেছে। তৃতীয় পটলোক্ত বিতান ও ধ্বজ-শোভিত ক৯প্ত (সুসজ্জিত) মণ্ডপে সর্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তাহার পূর্বোক্ত কর্ণিকা প্রভৃতিকে রজো দ্বারা পূরণ করিবেন। ৯৮

সেই সর্বতোভদ্র মণ্ডলে অষ্ট দ্রোণ পরিমাণে শুভ শোধিত শালি ধান্যের দ্বারা প্রস্তুত দ্রোণার্দ্ধ পরিমাণ তণ্ডুল ও দূর্বাক্ষত দিয়া ষষ্ঠ পটলোক্ত নবরত্ন সমন্বিত হেমাদি-রচিত কুম্ভ স্থাপন করিয়া নির্মল জলের দ্বারা পূরণ করিয়া ক্ষীর-বৃক্ষের প্রবাল (নব পল্লব), লক্ষ্মী, দূর্বা, সহদেবী, কর্পূর, চন্দন, বিল্ব, উশীর, কুঙ্কুম, কঙ্কোল, অগুরু, জাতি, মল্লিকা, চম্পক, উৎপল, গোমেদ (পত্রজ), দাড়িম নিক্ষেপ করিবেন। তাহার পর কুম্ভকে পট্ট বস্ত্র দ্বয়ের দ্বারা বেষ্টন করিবেন। ৯৯-১০২

সেই ঘটে রাজস ধ্যানোক্ত মূর্তিতে রাজস বটুককে আবাহন করিয়া সম্যক্-রূপে পূজা করিবেন। বহির্ভাগে আটটি কুম্ভে আট ভৈরবকে পূজা করিবেন। ১০৩

ত্রয়োদশসু কুম্ভেষু ত্রয়োদশ-গণান্ যজেৎ।
বাহ্যে দশসু কুম্ভেষু লোকেশানর্চয়েৎ সুধীঃ॥ ১০৪
তদ্বহির্দ্ব্যষ্ট-কুম্ভেষু শ্রীকণ্ঠাদীন্ সুরেশ্বরান্।
পঞ্চত্রিংশদ্-ঘটেষর্চেৎ কাদি-বর্ণেশ্বরান্ ক্রমাৎ॥ ১০৫
ইতি গন্ধাদিভিঃ সম্যক্ পঞ্চাবরণমর্চয়েৎ।
অযুতং প্রজপেৎ স্পৃষ্ট্বা তান্ ঘটান্ দেশিকোত্তমঃ॥ ১০৬
পায়সৈঃ সর্পিষা শুদ্ধৈস্তিলৈর্দশ-শতং পৃথক্।
জুহুয়াৎ তান্ ঘটান্ স্পৃষ্ট্বা প্রত্যহং বলিমাহরেৎ॥ ১০৭
রাজসোক্ত-প্রকারেণ রাত্রৌ দেশিকসত্তমঃ।
সুদিনে শোভনে লগ্নে বাচয়িত্বা দ্বিজন্মভিঃ॥ ১০৮
স্বস্তি-মঙ্গল-বাক্যানি বিশুদ্ধৈর্বেদপারগৈঃ।
নদৎসু পঞ্চবাদ্যেষু প্রণম্য বটুকেশ্বরম্॥ ১০৯
জিতেন্দ্রিয়ং শুদ্ধকায়ং রাজানং ব্রাহ্মণ-প্রিয়ম্।
আস্তিকং সত্যবচনমভিষিঞ্চেৎ প্রসন্নধীঃ॥ ১১০

সুধী সাধক ত্রয়োদশ কুম্ভে ত্রয়োদশ গণকে পূজা করিবেন। বাহ্যে দশটি কুম্ভে লোকেশ বটুকগণকে পূজা করিবেন। ১০৪

তাহার বহির্ভাগে দ্ব্যষ্ট অর্থাৎ ষোড়শ কুম্ভে শ্রীকণ্ঠাদি সুরেশ্বরগণকে পূজা করিবেন। চতুর্দিকে বত্রিশটি এবং দক্ষিণে তিনটি—এই পঁয়ত্রিশটি ঘটে ক্রমে ক্রমে কাদি বর্ণেশ্বরগণকে পূজা করিবেন। ১০৫

এই প্রকারে গন্ধাদি দ্বারা পঞ্চ আবরণকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবেন। দেশিক-শ্রেষ্ঠ কূর্চাদি দ্বারা সেই ঘটগুলিকে স্পর্শ করিয়া অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। ১০৬

সেই ঘটগুলিকে কূর্চাদি দ্বারা স্পর্শ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পায়স, সর্পিঃ ও শুদ্ধ তিল এই তিনের প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা দশ শত হোম করিবেন। (ইহাতে প্রত্যহ প্রত্যেক দ্রব্যের তিন হাজার হোম হইবে। এইরূপ পাঁচ দিন বা সাতদিন হোম হইবে।) প্রত্যহ রাজস ধ্যানোক্ত প্রকারে বলি দিতে হইবে। ১০৭

দেশিক-শ্রেষ্ঠ প্রসন্নচিত্ত হইয়া সুদিনে উত্তম লগ্নে রাত্রিতে বিশুদ্ধ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক স্বস্তি ও মঙ্গল বাক্য বাচন করাইয়া পঞ্চ বাদ্য বাজিতে থাকিলে বটুকেশ্বরকে প্রণাম করিয়া জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধদেহ আস্তিক ব্রাহ্মণ-প্রিয়, সত্যবাদী রাজাকে অভিষেক করিবেন। ১০৮-১১০

অভিষিক্তো নরপতিঃ প্রণিপত্য গুরুং পরম্ ।
ভূয়সীং দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রসীদতি যথা গুরুঃ ॥ ১১১
রাজাঽভিষিক্তো ভবতি সাক্ষাদ্ ভূমিপুরন্দরঃ ।
পরান্ বিজয়তে ভূপান্ স্তূয়তে সকলৈর্জনৈঃ ॥ ১১২
কৃতাভিষেকঃ ষণ্মাসং প্রতিমাসং মহীপতিঃ ।
চতুরম্ভোধি-বলয়াং শাস্তি সর্বাং বসুন্ধরাম্ ॥ ১১৩
গজাশ্ব-শান্তি-বিধয়ে তেষাং শালাসু সাধকঃ ।
কুণ্ডং কৃত্বা বিধানেন হোমং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥ ১১৪
পায়সাজ্য-তিলৈর্বিদ্বানযুত-ত্রিতয়াবধি ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্ নিত্যং ভক্ষ্য-ভোজ্য-ফলাদিভিঃ ॥ ১১৫
প্রাক্-প্রোক্ত-বিধিনা কুম্ভান্ স্থাপয়িত্বাঽত্র দেশিকঃ ।
অভ্যর্চ্য গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈস্তজ্জলৈঃ প্রোক্ষয়েদ্ গজান্ ॥ ১১৬
অশ্বশালামনেনৈব বর্দ্ধন্তে তে দিনে দিনে ।

নরপতি অভিষিক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ গুরুকে প্রণাম করিয়া যাহাতে গুরু প্রসন্ন হন, এরূপভাবে প্রচুর দক্ষিণা দিবেন । ১১১

রাজা অভিষিক্ত হইয়া সাক্ষাৎ ভূমির ইন্দ্র হইয়া থাকেন । শত্রু রাজগণকে জয় করেন এবং সমস্ত জনগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হন । ১১২

মহীপতি প্রতিমাস করিয়া ছয়মাস অভিষিক্ত হইলে চতুঃসমুদ্র বেষ্টিত সমস্ত বসুন্ধরাকে শাসন করিবেন । ১১৩

সাধক গজ ও অশ্বের শান্তি বিধানের জন্য তাহাদের শালাতে (গৃহে) পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে কুম্ভ সমূহ স্থাপন করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা বটুককে অর্চনা করিয়া যথাবিধি ত্রিকোণ কুণ্ড করিয়া যথাবিধি অর্থাৎ অগ্নিতে বটুককে পূজা করিয়া হোম করিবেন । ১১৪

বিদ্বান্ সাধক পায়স, আজ্য ও তিলের দ্বারা তিন অযুত পর্য্যন্ত হোম করিবেন । ভক্ষ্য ভোজ্য ফলাদির দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন । ১১৫

দেশিক চতুর্থ পটলোক্ত বিধি অনুসারে কৃত পঞ্চ মণ্ডলে পাঁচটি কুম্ভ স্থাপন করিয়া এই পাঁচটি কুম্ভের মধ্যকুম্ভে বটুককে ঈশানের ও অন্য চারিটি কুম্ভে অন্য চারি মূর্ত্তির গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া ঐ কুম্ভ সমূহের জলের দ্বারা গজগণকে এবং গজশালা ও অশ্বশালাকে প্রোক্ষণ করিবেন । এই অভিষেকের

যুদ্ধেষু মহতী শক্তির্জায়তে পূর্বতোঽধিকা ॥ ১১৭
সর্বরোগাঃ প্রণশ্যন্তি কৃত্যা-দ্রোহাঃ পরৈঃ কৃতাঃ।
অস্মাৎ পরতরা রক্ষা নাস্তি তেষাং মহীতলে ॥ ১১৮
অভিষিচ্য মহীপালং পরেষাং বিজয়োদ্যতম্।
উক্তেন বিধিনা মন্ত্রী যামিন্যাং বলিমাহরেৎ।
অন্যূনাঙ্গমজং হত্বা রাজসং প্রোগুদাহৃতম্ ॥ ১১৯
বলি-প্রদান-সময়ে রিপূণাং সর্বসৈন্যকম্।
নিবেদয়েদ্ বলিত্বেন বটুকায় বিশিষ্টধীঃ।
বিদর্ভয়েচ্ছত্রুনাম্না বলিমন্ত্রং তথা সুধীঃ ॥ ১২০
শত্রুপক্ষস্য রুধিরং পিশিতং চ দিনে দিনে।
ভক্ষয় স্বগণৈঃ সার্দ্ধং সারমেয়-সমন্বিতঃ।
বলিমন্ত্রোঽয়মাখ্যাতঃ সর্বেষাং বিজয়প্রদঃ ॥ ১২১
অনেন বলিনা হৃষ্টো বটুকঃ পরসৈন্যকম্।
সর্বং গণেভ্যো বিভজেদামিষং ক্রুদ্ধ-মানসঃ ॥ ১২২

দ্বারা গজ ও অশ্ব প্রতিদিনে বর্দ্ধিত হয়। যুদ্ধ সমূহে পূর্বাপেক্ষা তাহাদের অধিক মহতী শক্তি জন্মায়। ১১৬-১১৭

তাহাদের সমস্ত রোগ এবং শত্রুর কৃত্যাদ্রোহ বিনষ্ট হয়। এই মহীতলে ইহা অপেক্ষা তাহাদের শ্রেষ্ঠ রক্ষা নাই। ১১৮

মন্ত্রজ্ঞ সাধক উক্ত বিধি অনুসারে শত্রুর বিজয়ে উদ্যত মহীপালকে অভিষিক্ত করিয়া রাত্রিতে পূর্বকথিত অন্যূনাঙ্গ ছাগকে হত্যা করিয়া রাজস বলি প্রদান করিবেন। ১১৯

বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ সাধক বলিপ্রদান কালে শত্রুগণের সমস্ত সৈন্যকে বলিরূপে বটুককে নিবেদন করিবেন। সুধী সাধক সেইরূপ শত্রুনামের দ্বারা বলিমন্ত্রকে বিদর্ভিত করিবেন। ১২০

বলিমন্ত্রের অর্থ হইতেছে—কুকুর ও নিজগণের সহিত শত্রুপক্ষের রুধির ও মাংস প্রতিদিন ভক্ষণ কর। সকলের বিজয়প্রদ এই বলিমন্ত্র কথিত হইল। ১২১

এই বলির দ্বারা বটুক সাধকের প্রতি হৃষ্ট হইয়া শত্রুগণের প্রতি ক্রুদ্ধচিত্ত হইয়া সমস্ত শত্রুসৈন্যকে নিজগণের মধ্যে আমিষরূপে বিভাগ করিয়া দেন। ১২২

এবং কৃতে পরবলং ক্ষীয়তে নাত্র সংশয়ঃ।
বিজয়-শ্রিয়মেতেন রাজা প্রাপ্নোত্যযত্নতঃ॥ ১২৩

শ্রী-মায়া-স্মর-কূটমন্ত্র বিলিখেন্ মধ্যে দলেষ্টস্বু
দ্বিঃপ্রোক্তং বটুকায় শব্দমপরান্ মন্ত্রস্য বর্ণান্ বহিঃ।
অষ্টদ্বন্দ্ব-দলেষু তদ্বহিরতস্তৎ-সংখ্য পত্রেষ্বথ
দ্বাত্রিংশদ্দল-কাদি-সান্ত-সহিতং যন্ত্রং লিখেদ্ ভূপুরে॥ ১২৪

আপদুদ্ধরণং যন্ত্রমপমৃত্যু-ভয়াপহম্।
সর্বসম্পৎ-প্রদং নিত্যং সর্বসৌভাগ্য-দায়কম্।
রক্ষাকরং গ্রহার্তানাং রাজ্ঞাং বিজয়-বর্দ্ধনম্। ১২৫
আপদুদ্ধরণাদস্মাদাপদুদ্ধরণক্ষমঃ।
তন্ত্রেষু নাস্তি মন্ত্রোঽন্য ইত্যাহুর্মন্ত্রবেদিনঃ॥ ১২৬
অর্বীশো বহ্নি-শিখরো লান্তস্থো দান্ত ঈরিতঃ।
ফড়ন্তশ্চণ্ডমন্ত্রোঽয়ং ত্রিবর্ণাত্মা সমীরিতঃ॥ ১২৭

এইরূপ করিলে শত্রুর সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। রাজা ইহা দ্বারা বিনা যত্নেই বিজয় শ্রীলাভ করেন। ১২৩

বটুকযন্ত্রের লেখন প্রকার কথিত হইতেছে। এই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে শ্রী শ্রীবীজ (শ্রীং), মায়া শক্তিবীজ (হ্রীং), স্মর কামবীজ (ক্লীং) ও কূট (ক্ষীং) লিখিবেন। আটটি দলে একাক্ষর ক্রমে দ্বিরুক্ত বটুকায় শব্দ অর্থাৎ বটুকায় বটুকায় লিখিবেন। তাহার বহির্ভাগে অষ্টদ্বন্দ্বদলে অর্থাৎ প্রথম ষোড়শ দলে আপৎ ইত্যাদি মায়ান্ত মন্ত্রের অপর বর্ণগুলি লিখিবেন। তাহার বহির্ভাগে অর্থাৎ প্রথম ষোড়শ দলের বহির্ভাগে ষোড়শ সংখ্যক পত্রে অর্থাৎ দ্বিতীয় ষোড়শ দলে একাক্ষর ক্রমে ষোড়শ স্বর লিখিবেন। অনন্তর বত্রিশদলে সান্ত সহিত ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে লিখিবেন। এই যন্ত্র ভূপুরে লিখিবেন। ১২৪

এই আপদুদ্ধরণ যন্ত্র অপমৃত্যু ভয়ের নাশক, সর্বসম্পৎ-প্রদ ও নিত্য নিত্য সমস্ত সৌভাগ্যপ্রদ। গ্রহার্তগণের রক্ষাকর ও রাজগণের বিজয়বর্দ্ধক। ১২৫

তন্ত্রসমূহে এই আপদুদ্ধরণ যন্ত্র হইতে আপদ্ উদ্ধারে সমর্থ অন্য যন্ত্র নাই। ইহা মন্ত্রবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। ১২৬

চণ্ডেশ্বরের মন্ত্র বলিতেছেন। লান্তস্থ (বকারস্থ—বকারে যুক্ত) দান্ত (ধ) বহ্নিশিখরস্থ (রেফমস্তক) অর্বীশ (ঊকারযুক্ত) কথিত হইয়াছে। তাহাতে হয় ধ্র্ূং। উহা ফট্ অন্ত হইবে। ফলতঃ এই চণ্ডমন্ত্র ত্রিবর্ণাত্মক কথিত হইয়াছে। ১২৭

অস্য ত্রিকো মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ।
চণ্ডেশো দেবতা প্রোক্তা কুর্য্যাদঙ্গ-বিধিং পুনঃ ॥ ১২৮

হৃদয়ং দীপ্ত ফট্ প্রোক্তং জ্বল ফট্ শির ঈরিতম্ ।
শিখা জ্বালামালিনী ফট্ জ্ঞেয়া ফট্ কবচং মতম্ ॥ ১২৯

হন ফট্ নেত্রমাখ্যাতং সর্বজ্বালিনি ! ফট্ পরম্ ।
বিন্যস্যৈব ষড়ঙ্গানি ততো দেবং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৩০

চণ্ডেশ্বরং রক্ততনুং ত্রিনেত্রং রক্তাংশুকাঢ্যং হৃদি ভাবয়ামি ।
টঙ্কং ত্রিশূলং স্ফটিকাক্ষমালাং কমণ্ডলুং বিভ্রতমিন্দুচূড়ম্ ॥ ১৩১

বর্ণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং হোমং কুর্য্যাদ্ দশাংশতঃ ।
মধুর-ত্রয়-সংযুক্তৈর্বিশুদ্ধৈস্তিলতণ্ডুলৈঃ ॥ ১৩২

পঞ্চাক্ষরোদিতে পীঠে চণ্ডেশং সাধু পূজয়েৎ ।
মূর্ত্তৌ বীজেন কল্পিতায়াং তৎ কূর্মো বিন্দু-সংযুতঃ ॥ ১৩৩

চণ্ডেশ্বরায় হৃদ্-বীজ-পূর্বঃ পূজামনুর্মতঃ ।

এই মন্ত্রের ত্রিক ঋষি ও অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। চণ্ডেশ দেবতা কথিত হইয়াছেন। (উকার বীজ ও ফট্ শক্তি)। অঙ্গন্যাস করিবেন। ১২৮

দীপ্ত ফট্ এইটি হৃদয় মন্ত্র, জ্বল ফট্ এইটি শিরোমন্ত্র কথিত হইয়াছে। জ্বালামালিনী ফট্ এইটি শিখামন্ত্র জানিবেন। ফট্ এইটি কবচ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। হন ফট্ এইটি নেত্র মন্ত্র কথিত হইয়াছে। সর্বজ্বালিনি ফট্ এইটি অস্ত্রমন্ত্র। এই প্রকারে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া তাহার পর চণ্ডেশ্বর দেবতাকে ধ্যান করিবেন। ১২৯-১৩০

চণ্ডেশ্বরের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—রক্তদেহ ত্রিনেত্র রক্তবস্ত্র পরিহিত বাম ও দক্ষিণের ঊর্ধ্বহস্তদ্বয়ে টঙ্ক, ত্রিশূল, দক্ষিণ ও বামের অধোহস্তদ্বয়ে স্ফটিকের অক্ষমালা ও কমণ্ডলুধারী চন্দ্রচূড় চণ্ডেশ্বরকে হৃদয়ে ভাবনা করি। ১৩১

পুরশ্চরণে বর্ণলক্ষ (মন্ত্রবর্ণ সমসংখ্যক) মন্ত্র জপ করিবেন। মধুরত্রয় সংযুক্ত বিশুদ্ধ তিল তণ্ডুলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ১৩২

পঞ্চাক্ষরোক্ত পীঠে বীজের দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তিতে চণ্ডেশ্বরকে উত্তমরূপে পূজা করিবেন। সেই বীজ হইতেছে বিন্দুসংযুক্ত কূর্ম (চং)। ১৩৩

চণ্ডেশ্বরের বীজপূর্বক চণ্ডেশ্বরায় হৃদ্ (নমঃ) অর্থাৎ চং চণ্ডেশ্বরায় নমঃ—

অঙ্গৈর্মাতৃভিরাশেশৈর্বজ্রাদ্যৈরায়ুধৈর্যজেৎ ॥ ১৩৪

চতুরাবরণং প্রোক্তং চণ্ডেশস্য সমর্চনে।
ইতি সিদ্ধে মনৌ মন্ত্রী ধনবান্ জায়তেঽচিরাৎ ॥ ১৩৫

তর্পয়েন্মনুনাঽনেন নিত্যমষ্টোত্তরং শতম্।
শ্রিয়মাপ্নোতি মহতীং পুত্র-মিত্র-সমন্বিতঃ ॥ ১৩৬

প্রিয়ঙ্গু-কুসুমৈঃ ফুল্লৈস্তৎকাষ্ঠ-জ্বলিতেঽনলে।
জুহুয়াদযুতং মন্ত্রী পুরঃ-ক্ষোভঃ প্রজায়তে ॥ ১৩৭

সাধ্য-বৃক্ষ-ত্বচো লোনং পিষ্ট্বা পিষ্ট-সমন্বিতম্।
পুত্তলীং রুচিরাং কৃত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য সমীরণম্ ॥ ১৩৮

ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা প্রজুহুয়াষ্টোত্তরশতং নিশি।
সপ্তাহমেবং কুর্বীত সাধ্যো দাসো ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ১৩৯

শৈব-মন্ত্রেষু নিষ্ণাতশ্চণ্ডেশ্বর-মনুং ভজেৎ।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি পরত্রেহ চ নন্দতি ॥ ১৪০

এইটি চণ্ডেশ্বরের পূজামন্ত্র কথিত হইয়াছে। অঙ্গদেবতা, মাতৃবর্গ, লোকপাল ও বজ্রাদি আয়ুধের সহিত চণ্ডেশ্বরকে পূজা করিবেন। ১৩৪

চণ্ডেশ্বরের পূজায় চারিটি আবরণ কথিত হইয়াছে। এই প্রকারে মন্ত্র সিদ্ধ হইলে মন্ত্রজ্ঞ সাধক অচিরে ধনবান্ হইবেন। ১৩৫

এই মন্ত্রের দ্বারা প্রত্যহ অষ্টোত্তর শত তর্পণ করিবেন। সাধক পুত্র ও মিত্রে বেষ্টিত হইয়া মহা ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ১৩৬

প্রিয়ঙ্গু কাষ্ঠের দ্বারা প্রজ্বলিত অনলে বিকসিত প্রিয়ঙ্গু কুসুমের দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ সাধক অযুত হোম করিবেন। ইহাতে পুরঃক্ষোভ জন্মে। ১৩৭

সাধ্যের যে নক্ষত্র, সেই নক্ষত্রবৃক্ষের ত্বক্‌সমূহ লবণ ও তণ্ডুল পিষ্টের (পিটুলীর) সহিত পিষিয়া মনোহর ছিয়ানব্বই আঙ্গুল পুত্তলী করিয়া ত্রয়োবিংশ পটলোক্ত প্রকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দ্বাবিংশ পটলোক্ত প্রকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাত্রিতে অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন। সপ্তাহব্যাপী এইরূপ হোম করিবেন। তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ সকল সাধ্য স্বয়ং দাস হইবে। ১৩৮-১৩৯

শৈবমন্ত্রে নিষ্ণাত ব্যক্তি চণ্ডেশ্বর মন্ত্রের ভজনা করিবেন। তাহাতে ইনি পরলোক ও ইহলোকের কাম্য সকল আনন্দ লাভ করেন। ১৪০

ধরাপোঽগ্নি-মরুদ্-ব্যোম-মখেশেন্দ্বর্ক-মূর্ত্তয়ে।
সর্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমো নমঃ ॥ ১৪১
শ্রুত্যন্ত-কৃত-বাসায় শ্রুতয়ে শ্রুতি-জন্মনে।
অতীন্দ্রিয়ায় মহসে শাশ্বতায় নমো নমঃ ॥ ১৪২
স্থূল-সূক্ষ্ম-বিভাগাভ্যামনির্দেশ্যায় শম্ভবে।
ভবায় ভব-সম্ভূত-দুঃখহন্ত্রে নমোঽস্তু তে ॥ ১৪৩
তর্কমার্গাতিদূরায় তপসাং ফলদায়িনে।
চতুর্বর্গ-বদান্যায় সর্বজ্ঞায় নমো নমঃ ॥ ১৪৪
আদি-মধ্যান্ত-শূন্যায় নিরস্তাশেষ-ভীতয়ে।
যোগিধ্যেয়ায় মহতে নির্গুণায় নমো নমঃ ॥ ১৪৫
বিশ্বাত্মনেঽবিচিন্ত্যায় বিলসচ্চন্দ্র-মৌলিনে।
কন্দর্প-দর্প-কালায় কালহন্ত্রে নমো নমঃ ॥ ১৪৬
বিষাশনায় বিহরদ্-বৃষস্কন্ধমুপেয়ুষে।
সরিদ্-দাম-সমাবদ্ধ-কপর্দায় নমো নমঃ ॥ ১৪৭

শিবস্তুতির অর্থ হইতেছে—ক্ষিতিমূর্ত্তি, জলমূর্ত্তি, অগ্নিমূর্ত্তি, বায়ুমূর্ত্তি, আকাশমূর্ত্তি, যজমানমূর্ত্তি, সোমমূর্ত্তি ও সূর্য্যমূর্ত্তি সর্বভূতের অন্তরবাসী শঙ্করকে আমার নমস্কার নমস্কার। ১৪১

শ্রুত্যন্ত (উপনিষৎ) প্রতিপাদ্য বলিয়া উপনিষদ্বাসী শ্রুতিস্বরূপ শ্রুতি-জনক অর্থাৎ অনাদি বেদের প্রবক্তা অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর তেজোরূপ শাশ্বতকে আমার নমস্কার নমস্কার। ১৪২

স্থূলবিভাগ ও সূক্ষ্মবিভাগের দ্বারা অনির্দেশ্য ভব (জন্ম) জনিত দুঃখের নাশক ভবনামক শম্ভুকে আমার নমস্কার। ১৪৩

দুস্তর্ক-মার্গের অতিদূর তপস্যার ফলদাতা চতুর্বর্গ-প্রদাতা সর্বজ্ঞকে নমস্কার নমস্কার। ১৪৪

আদি (সৃষ্টি) মধ্য (পালন) ও অন্ত (সংহার) শূন্য সর্বপ্রকার ভয়রহিত যোগি-ধ্যেয় মহান্ নির্গুণকে নমস্কার নমস্কার। ১৪৫

বিশ্বরূপ, ইয়ত্তারহিত বলিয়া অবিচিন্ত্য উজ্জ্বল চন্দ্রমৌলি কন্দর্পের দর্পনাশক কালহন্তাকে নমস্কার নমস্কার। ১৪৬

বিষভক্ষক বিচরণশীল বৃষস্কন্ধে আরোহণকারী গঙ্গারূপ রজ্জুতে কপর্দ (জটাজুট) বন্ধনকারীকে নমস্কার নমস্কার। ১৪৭

শুদ্ধায় শুদ্ধভাবায় শুদ্ধানামন্তরাত্মনে।
পুরান্তকায় পূর্ণায় পুণ্যনাম্নে নমো নমঃ ॥ ১৪৮

ভক্তায় নিজভক্তানাং ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনে।
বিবাসসে বিবাসায় বিশ্বেশায় নমো নমঃ ॥ ১৪৯

ত্রিমূর্ত্তি-মূলভূতায় ত্রিনেত্রায় নমো নমঃ।
ত্রিধাম্নাং ধামরূপায় জগন্ময়ায় নমো নমঃ ॥ ১৫০

দেবাসুর-শিরোরত্ন-কিরণারুণিতাঙঘ্রয়ে।
কান্তায় নিজ-কান্তায়ৈ দত্তার্দ্ধায় নমো নমঃ ॥ ১৫১

স্তোত্রেণাঽনেন পূজায়াং প্রীণয়েজ্ জগতঃ পতিম্।
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদং ভক্ত্যা সর্বজ্ঞং পরমেশ্বরম্ ॥ ১৫২

ইতি শ্রীশারদাতিলকে বিংশ পটলঃ

শুদ্ধ শুদ্ধভাব-সম্পন্ন শুদ্ধগণের অন্তরাত্মা ত্রিপুরনাশক পূর্ণ পুণ্যনামক তোমাকে নমস্কার নমস্কার। ১৪৮

নিজ ভক্তের ভক্ত ভুক্তি ও মুক্তিদাতা বাসস্থানরহিত বস্ত্ররহিত (দিগম্বর) বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার নমস্কার। ১৪৯

ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের মূলভূত ত্রিনেত্রকে নমস্কার নমস্কার। ত্রিধামের (সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রমার) ধামস্বরূপ জগন্ময়কে নমস্কার নমস্কার। ১৫০

দেব ও অসুরের শিরোরত্নের কিরণের দ্বারা অরুণিত চরণ নিজকান্তাকে দেহার্দ্ধদানকারী কান্তকে (কমনীয়কে) নমস্কার নমস্কার। ১৫১

পূজাতে ভক্তির সহিত এই স্তোত্রের দ্বারা ভুক্তি মুক্তিপ্রদ জগৎপতি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে প্রীত করিবেন। ১৫২

শ্রীশারদাতিলক তন্ত্রের বিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশঃ পটলঃ

অথো বক্ষ্যামি গায়ত্রীং তত্ত্বরূপাং ত্রয়ীময়ীম্ ।
যয়া প্রকাশ্যতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-লক্ষণম্ ॥ ১

প্রণবাদ্যা ব্যাহৃতয়ঃ সপ্ত স্যুস্তৎ-পদাদিকা ।
চতুর্বিংশত্যক্ষরাত্মা গায়ত্রী শিরসাঽন্বিতা ॥ ২

সর্ববেদোদ্ধৃতঃ সারো মন্ত্রোঽয়ং সমুদাহৃতঃ ।
ব্রহ্মা দেব্যাদি-গায়ত্রী পরমাত্মা সমীরিতাঃ ।
ঋষ্যাদ্যাঃ প্রণবস্যৈতে মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩

জমদগ্নি-ভরদ্বাজ-ভৃগু-গৌতম-কাশ্যপান্ ।
বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠাখ্যৌ ব্যাহৃতীনামৃষীন্ বিদুঃ ॥ ৪

গায়ত্র্যুষ্ণিগথাঽনুষ্টুব্-বৃহতী-পঙ্‌ক্তয়ঃ পুনঃ ।
ত্রিষ্টুব্-জগত্যৌ ছন্দাংসি কথিতানি মনীষিভিঃ ॥ ৫

যে গায়ত্রী দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। আমি তান্ত্রিক পঞ্চদেবতার মন্ত্র কথনের অনন্তর বৈদিক মন্ত্র বলিবার জন্য প্রথমে চতুর্বিংশতি-বর্ণরূপা চতুর্বিংশতি তত্ত্বস্বরূপা গায়ত্রী মন্ত্র বলিতেছি। ১

'প্রণবাদি সাতটি ব্যাহৃতি হইতেছে ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং। তাহার পর তৎ পদটি আদিতে দিয়া চতুর্বিংশতি অক্ষরাত্মক গায়ত্রী শিরঃ দ্বারা অর্থাৎ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্ দ্বারা সমন্বিত হইবে। সমস্ত বেদোদ্ধৃত এই সার মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ২

প্রণবের ব্রহ্মা, দৈব্যাদি গায়ত্রী ও পরমাত্মা যথাক্রমে ঋষ্যাদি অর্থাৎ ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা কথিত হইয়াছেন। প্রণবের এই ঋষ্যাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩

জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, ভৃগু, গৌতম, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠকে ব্যাহৃতি সমূহের ঋষি জানিবেন। ৪

মনীষিগণ গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতীকে সপ্ত ব্যাহৃতির ছন্দঃ বলিয়াছেন। ৫

সপ্তার্চিরনিলঃ সূর্য্যো বাক্‌পতির্বরুণো বৃষঃ।
বিশ্বেদেবাঃ ক্রমাদাসাং দেবতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬
গায়ত্র্যা মুনিরাখ্যাতো বিশ্বামিত্রো মহাদ্যুতিঃ
গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুক্তং দেবতা সবিতা স্মৃতা ॥ ৭
শিরসোঽস্য মুনির্ব্রহ্মা ছন্দো দেব্যাদিকা স্মৃতা।
গায়ত্রী পরমাত্মাঽস্য দেবতা কথিতা বুধৈঃ ॥ ৮
ব্যাহৃতীঃ সপ্ত ভূরাদ্যা হৃন্মুখাংসোরু-যুগ্মকে।
জঠরে ন্যস্য মন্ত্রজ্ঞো গায়ত্র্যর্ণাংস্তনৌ ন্যসেৎ ॥ ৯
পৎ-সন্ধিষু ধ্বজে নাভৌ হৃৎ-কণ্ঠ-ভুজ-সন্ধিষু।
আস্য-নাসা-কপোলাক্ষি-কর্ণ-ভ্রূ-মস্তকে পুনঃ ॥
পাশ্চাত্যোত্তর-যাম্য-প্রাগূর্ধ্ব-বক্ত্রেষু সাধকঃ ॥ ১০
পদানি দশ বিন্যস্যেদেষু স্থানেষু মন্ত্রবিৎ।
শিরো-ভ্রূমধ্য-হৃদ্-বক্ত্রে কণ্ঠ-হৃন্-নাভি-গুহ্যকে।

সপ্তার্চি, (সূর্য্য) অনিল, সূর্য্য, বাক্‌পতি, বরুণ, বৃষ ও বিশ্বদেব—যথাক্রমে এই সাতজন সপ্ত ব্যাহৃতির দেবতা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৬

গায়ত্রীর মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্র ঋষি কথিত হইয়াছেন। গায়ত্রী ছন্দঃ ও সবিতা দেবতা কথিত হইয়াছেন। ৭

এই শিরোমন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি ও দৈবী গায়ত্রী ছন্দঃ কথিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই শিরোমন্ত্রের পরমাত্মা দেবতা কথিত হইয়াছেন। ৮

ভূঃ, ভুবঃ, স্ব, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাতটি ব্যাহৃতি হৃদয়, মুখ, অংসদ্বয়, উরুদ্বয় ও জঠরে ন্যাস করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক দেহে গায়ত্রীর বর্ণসকলকে ন্যাস করিবেন। ৯

সাধক পাদদ্বয়ের চারিটি সন্ধিতে চারিটি বর্ণ, ধ্বজে একটি বর্ণ, নাভিতে, হৃদয়ে ও কণ্ঠে এক একটি বর্ণ, বাহুদ্বয়ের চারিটি সন্ধিতে চারিটি বর্ণ, মুখ, নাসিকা, কপোল, চক্ষুঃ, কর্ণ, ভ্রূ ও মস্তকে এক একটি বর্ণ এবং পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব ও উর্দ্ধ মুখে এক একটি বর্ণ ন্যাস করিবেন। ১০

বিবৃতি। পাদ সন্ধিতে অঙ্গুলি হইতে ন্যাস করিতে হইবে। এই ন্যাসে গায়ত্রীর প্রতি অক্ষরের আদিতে প্রণব, অন্তে নমঃ দিয়া ন্যাস করিতে হইবে। ১০

মন্ত্রবিৎ সাধক মস্তক, ভ্রূমধ্য, হৃদয়, বক্ত্র, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, গুহ্য, জানুদ্বয়

জাহ্বনোঃ পাদয়োর্যুগ্মে তচ্ছিরঃ শিরসি ন্যসেৎ ॥ ১১
ব্রহ্মণে হৃদয়ং প্রোক্তং বিষ্ণবে শির ঈরিতম্।
শিখা রুদ্রায় কবচমীশ্বরায় সমীরিতম্ ॥ ১২
নেত্রং সদাশিবায়োক্তমস্ত্রং সর্বাত্মনে স্মৃতম্।
ষড়ঙ্গান্যেবমুক্তানি যথা স্থানং প্রবিন্যসেৎ ॥ ১৩

মুক্তা-বিদ্রুম-হেম-নীল-ধবলচ্ছায়ৈর্মুখৈস্ত্রীক্ষণৈ-
র্যুক্তামিন্দু-নিবদ্ধ-রত্ন-মুকুটাং তত্ত্বাত্ম-বর্ণাত্মিকাম্।
সাবিত্রীং বরদাভয়াঙ্কুশ-কশাঃ শুভ্রং কপালং গুণং
শঙ্খং চক্রমথারবিন্দ-যুগলং হস্তৈর্বহন্তীং ভজে ॥ ১৪

ও পাদদ্বয়ে—এই গায়ত্রীর দশটি পদের ন্যাস করিবেন। গায়ত্রীর শিরঃ মস্তকে ন্যাস করিবেন। ১১

বিবৃতি। কল্পান্তরে গায়ত্রীর শিরোমন্ত্রের পদন্যাসও এইরূপ উক্ত হইয়াছে ওঁ আপস্তনয়োর্জ্যোতির্সি নেত্রে রসো মুখে। অমৃতং শিরসি ব্রহ্ম শিখায়াং ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। ১১

ব্রহ্মাত্মনে হৃদয়ায় নমঃ—এইটি হৃদয় মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণ্বাত্মনে শিরসে স্বাহা—এইটি শিরোমন্ত্র কথিত হইয়াছে। রুদ্রাত্মনে শিখায়ৈ বষট্—এইটি শিখামন্ত্র, ঈশ্বরাত্মনে কবচায় হুং—এইটি কবচ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ১২

সদাশিবাত্মনে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্—এইটি নেত্রমন্ত্র কথিত হইয়াছে। সর্বাত্মনে করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্—এইটি অস্ত্রমন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ষড়ঙ্গমন্ত্র এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথাস্থানে উহার ন্যাস করিবেন। ১৩

বিবৃতি। তান্ত্রিক সম্প্রদায় ওঁ ভূর্ভুবঃস্বস্তৎসবিতুর্ব্রহ্মাত্মনে ইত্যাদি, বরেণ্যং বিষ্ণ্বাত্মনে ইত্যাদি, ভর্গো দেবস্য রুদ্রাত্মনে ইত্যাদি, ধীমহি ঈশ্বরাত্মনে ইত্যাদি, ধিয়ো য়ো নঃ সদাশিবাত্মনে ইত্যাদি, প্রচোদয়াৎ সর্বাত্মনে ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্র বলেন। ১৩

গায়ত্রীর ধ্যানের অর্থ হইতেছে— মুক্তা, বিদ্রুম, হেম, নীল ও ধবল বর্ণ পঞ্চমুখ বিশিষ্টা ত্রিনয়ন যুক্তা চন্দ্রযুক্ত রত্নমুকুটধারিণী, তত্ত্বাত্মিকা ও বর্ণাত্মিকা, দক্ষিণ ও বামের ঊর্ধ্বহস্তে পদ্মদ্বয়, তাহার অধস্তন দুই হস্তে চক্র ও শঙ্খ, তাহার অধস্তন দুই হস্তে পাশ ও শুভ্র কপাল, তাহার অধস্তন দুই হস্তে কশা (অশ্বাদির তাড়ন রজ্জু) ও অঙ্কুশ, তাহার অধস্তন দুই হস্তে অভয় ও বরমুদ্রা-ধারিণী সাবিত্রীকে ভজনা করি। (এই ধ্যানের অনন্তর বর, অভয়, পদ্ম, গরুড়, শক্তিমুদ্রা দেখাইতে হয়)। ১৪

প্রাণায়ামান্ পুরা কৃত্বা গায়ত্রীং সন্ধ্যয়োর্জপেৎ।
সপ্ত-ব্যাহৃতি-সংযুক্তাং গায়ত্রীং শিরসান্বিতাম্ ॥ ১৫
ত্রিরুচ্চরন্ ধিয়া প্রাণান্ ধারয়েদ্ যতমানসঃ।
প্রাণায়ামোঽয়মাখ্যাতঃ সমস্ত-দুরিতাপহঃ ॥ ১৬
ব্যাহৃতি-ত্রয়-সংযুক্তাং গায়ত্রীং দীক্ষিতো জপেৎ।
তত্ত্বলক্ষং বিধানেন ভিক্ষাশী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭
ক্ষীরৌদন-তিলান্ দূর্বা-ক্ষীরদ্রুম-সমিদ্বরান্।
পৃথক্ সহস্র-ত্রিতয়ং জুহুয়ান্মন্ত্র-সিদ্ধয়ে ॥ ১৮
বিধায় মণ্ডলং বিদ্বান্ ত্রিকোণোজ্জ্বল-কর্ণিকম্।
সৌরং পীঠং যজেৎ তত্র দীপ্তাদি-নবশক্তিভিঃ ॥ ১৯
মূলমন্ত্রেণ কৢপ্তায়াং মূর্ত্তৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ।
কোণেষু ত্রিষু সম্পূজ্যা ব্রহ্মাদ্যাঃ শক্তয়ো বহিঃ ॥ ২০

পূর্বে তিনটি প্রাণায়াম করিয়া সপ্ত ব্যাহৃতি সংযুক্তা শিরোমন্ত্রের দ্বারা অন্বিতা গায়ত্রীকে দুইটি সন্ধ্যায় জপ করিবেন। ১৫

সংযত চিত্ত সাধক গায়ত্রীকে মনে মনে তিন বার উচ্চারণ করিয়া প্রাণধারণ করিবেন। সমস্ত পাপের নাশক এই প্রাণায়াম কথিত হইয়াছে। ১৬

ভিক্ষান্নভোজী জিতেন্দ্রিয় দীক্ষিত সাধক পুরশ্চরণোক্ত বিধি অনুসারে চতুর্বিংশতি লক্ষ প্রথম ব্যাহৃতিত্রয় সংযুক্ত গায়ত্রীকে জপ করিবেন। (মোক্ষার্থী ব্যক্তি "পরোরজসে সাবদোম্" এই চতুর্থপাদের সহিত জপ করিবেন)। ১৭

মন্ত্র সিদ্ধির জন্য ক্ষীর, ওদন, তিল, দূর্বা, ক্ষীরবৃক্ষের (অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বটের) উত্তম সমিধের প্রত্যেকটি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ তিন হাজার হোম করিবেন। ১৮

বিদ্বান্ সাধক ত্রিকোণের দ্বারা উজ্জ্বল কর্ণিক (সর্বতোভদ্রমণ্ডলের কর্ণিকায় ত্রিগুণিত যন্ত্র লিখিয়া) সর্বতোভদ্র মণ্ডল নির্মাণ করিয়া পূর্বোক্ত সৌরপীঠে চতুর্দশ পটলোক্ত দীপ্তাদি নব শক্তির সহিত সৌর পীঠকে পূজা করিবেন। ১৯

মূল মন্ত্রের দ্বারা কৢপ্ত মূর্ত্তিতে দেবী গায়ত্রীকে আবাহনাদি করিয়া পূজা করিবেন। অগ্নি, বরুণ ও ঈশান এই তিনটি কোণে ব্রহ্মাদিকে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে, ঐন্দ্র, নৈর্ঋত ও বায়ব্য কোণে সাবিত্রী, সরস্বতী ও গায়ত্রী নামক শক্তিগণকে প্রথমে পূজা করিয়া গায়ত্রীকে পূজা করিবেন। তাহার পর বহির্ভাগে

আদিত্যাদ্যাস্ততঃ পূজ্যা উষাদি-সহিতাঃ ক্রমাৎ।
ততঃ ষড়ঙ্গানভ্যর্চেৎ কেসরেষু যথাবিধি॥ ২১
প্রহ্লাদিনীং প্রভাং পশ্চান্ নিত্যাং বিশ্বম্ভরাং পুনঃ।
বিলাসিনী-প্রভাবত্যৌ জয়াং শান্তিং যজেৎ পুনঃ॥ ২২
কান্তিং দুর্গা-সরস্বত্যৌ বিশ্বরূপাং ততঃ পরম্।
বিশাল-সংজ্ঞিতামীশাং ব্যাপিনীং বিমলাং যজেৎ॥ ২৩
তমোঽপহারিণীং সূক্ষ্মাং বিশ্বযোনিং জয়াবহাম্।
পদ্মালয়াং পরাং শোভাং পদ্মরূপাং ততোঽর্চয়েৎ॥ ২৪
ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ সারুণা বাহ্যে পূজয়েৎ প্রোক্তলক্ষণাঃ।
ততোঽর্চয়েদ্ গ্রহান্ বাহ্যে শক্রাদীনায়ুধৈঃ সহ॥ ২৫
ইত্থমাবরণৈর্দেবীং দশভিঃ পরিপূজয়েৎ।
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং ভোক্তা স্যাদ্ দ্বিজসত্তমঃ॥ ২৬

চতুর্দশ পটলোক্ত পূজা প্রকারে চতুর্দশ পটলোক্ত উষাদি সহিত তৎপটলোক্ত আদিত্য প্রভৃতিকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। তাহার পর যথাবিধি চতুর্থ পটলোক্ত রীতিতে কেসর সমূহে ষড়ঙ্গ সমূহকে পূজা করিবেন। ২০-২১

তাহার পর কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণা মণি মুক্তাদি দ্বারা অলঙ্কৃতা পাশ অঙ্কুশ ও পদ্মদ্বয় হস্তা হাস্যমুখী প্রহ্লাদিনী প্রভা, তাহার পর নিত্যা, বিশ্বম্ভরা, বিলাসিনী, প্রভাবতী, জয়া ও শান্তিকে পূজা করিবেন। ২২

তাহার পর (পূর্বোক্ত ধ্যানা) কান্তি, দুর্গা, সরস্বতী, বিশ্বরূপা, তাহার পর বিশালা, ঈশা, ব্যাপিনী ও বিমলাকে পূজা করিবেন। ২৩

তাহার পর (পূর্বোক্ত-ধ্যানা) তমোঽপহারিণী, সূক্ষ্মা, বিশ্বযোনি, জয়াবহা, পদ্মালয়া, পরা, শোভা ও পদ্মরূপাকে অর্চনা করিবেন। ২৪

তাহার পর বাহ্যে ষষ্ঠ পটলোক্ত ধ্যানা ব্রাহ্মী প্রভৃতি অরুণান্তা অর্থাৎ ব্রাহ্মীর পূজার পরে মহালক্ষ্মী স্থানে অরুণকে পূজা করিবেন। (পদ্মপাদাচার্য্যের মতে অরুণের পূজা অধিক।) তাহার পর সূর্য্য মন্ত্রোক্ত গ্রহগণকে পূজা করিবেন। অনন্তর বাহ্যে বজ্রাদি আয়ুধের সহিত ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিবেন। ২৫

এই প্রকারে দশ আবরণের সহিত দেবীকে পূজা করিবেন। ইহাতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ভোক্তা হইবেন। ২৬

তত্ত্বসংখ্যা-সহস্রাণি মন্ত্র-বিদ্ জুহুয়াৎ তিলৈঃ।
সর্বপাপ-বিনির্মুক্তো দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দতি ॥ ২৭
আয়ুষে সাজ্য-হবিষা কেবলেনাঽথ সর্পিষা।
দূর্বাত্রিকৈস্তিলৈর্মন্ত্রী জুহুয়াৎ ত্রিসহস্রকম্ ॥ ২৮
অরুণাব্জৈস্ত্রিমধ্বক্তৈর্জুহুয়াদযুতং ততঃ।
মহালক্ষ্মীর্ভবেৎ তস্য ষণ্মাসান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯
ব্রহ্মশ্রিয়ে প্রজুহুয়াৎ প্রসূনৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ।
বহুনা কিমিহোক্তেন যথাবৎ সাধু সাধিতা।
দ্বিজন্মনামিয়ং বিদ্যা সিদ্ধা কামদুঘা মতা ॥ ৩০
আগ্নেয়মভিধাস্যামি মন্ত্রং সর্বার্থ-সাধকম্।
মারীচঃ কাশ্যপঃ প্রোক্তো মুনিরস্য মহামনোঃ ॥
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দেবতাঽত্র জাতবেদোঽগ্নিরীরিতঃ ॥ ৩১
নবভিঃ সপ্তভিঃ ষড়্ভিঃ সপ্তভিঃ পুনরষ্টভিঃ।
সপ্তভির্মূলমন্ত্রার্ণৈঃ ষড়ঙ্গবিধিরীরিতঃ ॥ ৩২

যে মন্ত্রবিৎ সাধক তিলের দ্বারা চতুর্বিংশতি হাজার হোম করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করেন। ২৭

মন্ত্রজ্ঞ দ্বিজ আয়ুর জন্য সাজ্য হবিঃ, কেবল পায়স, অনন্তর সর্পিঃ, তিনটি দূর্বা ও তিল—এই পাঁচটির প্রত্যেকের দ্বারা তিন হাজার হোম করিবেন। ২৮

তাহার পর ত্রিমধুরাপ্লুত অরুণবর্ণ পদ্ম সমূহের দ্বারা অযুত সংখ্যক হোম করিবেন। তাহাতে তাহার ছয় মাসের মধ্যে মহা ঐশ্বর্য্য হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। ২৯

ব্রহ্মশ্রী (ব্রহ্ম তেজঃ) লাভের জন্য ব্রহ্ম বৃক্ষজাত পুষ্পের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। এখানে অধিক বলার কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিজাতিগণের এই গায়ত্রী বিদ্যা যথাযথ ভাবে উত্তমরূপে সাধিতা হইয়া সিদ্ধা হইলে ইহাকে কামধেনু সদৃশী জানিবেন। ৩০

সর্বার্থ সাধক আগ্নেয় মন্ত্র (ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্র) বলিতেছি। এই মহামন্ত্রের মারীচ কাশ্যপ ঋষি ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। জাতবেদা অগ্নি এই মন্ত্রের দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৩১

মূল মন্ত্রের নয়টি, সাতটি, ছয়টি, সাতটি, আটটি ও সাতটি বর্ণের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস বিধি কথিত হইয়াছে। ৩২

অঙ্গুষ্ঠ-গুলফ্-জঙ্ঘাসু জানুনোরুরু-যুগ্মকে।
কট্যন্ধু-নাভিষু হৃদি স্তনয়োঃ পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥ ৩৩
পৃষ্ঠতঃ স্কন্ধয়োর্মধ্যে বাহুমূলোপবাহুষু।
প্রকূর্পর-প্রকোষ্ঠেষু মণিবন্ধ-তলেষু চ॥ ৩৪
মুখ-নাসাক্ষি-কর্ণেষু মস্ত-মস্তিষ্ক-মূর্দ্ধসু।
ক্রমেণ বিন্যসেদ্ বর্ণান্ মন্ত্রী মন্ত্র-সমুদ্ভবান্॥ ৩৫
শিখা-ললাট-নয়ন-কর্ণৌষ্ঠ-রসনাস্বথ।
সকণ্ঠ-বাহু-হৃৎ-কুক্ষি-কটি-গুহ্যোরু-জানুষু।
জঙ্ঘয়োঃ পাদয়োর্ন্যস্যেৎ পদান্যস্য মনোঃ সুধীঃ॥ ৩৬
বিদ্যুদ্দাম-সমপ্রভাং মৃগপতি-স্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং
কন্যাভিঃ করবাল-খেট-বিলসদ্-হস্তাভিরাসেবিতাম্।

মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পাদের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়, গুল্ফদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, জানুদ্বয়, ঊরুদ্বয়, কটিদ্বয়, অন্ধু, নাভি, হৃদয়, স্তনদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, স্কন্ধদ্বয়, মধ্য (কন্ধরা—কাঁধ), বাহু মূলদ্বয়, উপবাহুদ্বয় (বাহুমূল ও কূর্পরের মধ্যভাগ), কূর্পরদ্বয়, কোষ্ঠ (উদর মধ্যভাগ) মণিবন্ধদ্বয় (হাতের কব্জি), হস্ততল-দ্বয়, মুখ, নাসাদ্বয়, অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মস্ত (ললাট ও কেশের সন্ধি) মস্তিষ্ক (ঐ সন্ধির ঊর্দ্ধদেশ) ও মূর্দ্ধাতে (ব্রহ্মরন্ধ্রে) ক্রমে ক্রমে মন্ত্র সমুদ্ভূত চুয়াল্লিশটি বর্ণকে ন্যাস করিবেন। ৩৩-৩৫

সুধী সাধক এই মন্ত্রের আঠারটি পদকে শিখায় (মূর্দ্ধায়) একটি পদ, ললাটে একটি পদ, নয়নে দুইটি পদ, কর্ণে দুইটি পদ, ওষ্ঠে একটি, রসনায় একটি, কণ্ঠে একটি, বাহুতে একটি, হৃদয়ে একটি, কুক্ষিতে একটি, কটিতে একটি, গুহ্যে একটি, ঊরুতে একটি, জানুতে একটি, জঙ্ঘাদ্বয়ে একটি ও পাদদ্বয়ে একটি পদ ন্যাস করিবেন। ৩৬

বিবৃতি। কতগুলি বর্ণের দ্বারা এক একটি পদ হইবে, তাহা পদার্থাদর্শে উক্ত হইয়াছে। যথা—শরাব্ধি-বীমেক-বহ্নি-খেকৈক-দ্বি-দ্বি-পাবকৈঃ। দ্ব্যগ্নি-দ্ব্যগ্নি-দ্বি-দ্বি-বর্ণৈরষ্টাদশ পদানি হি। ৩৬

ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—বিদ্যুৎ পুঞ্জের প্রভার ন্যায় প্রভা-বিশিষ্টা, সিংহের স্কন্ধে অবস্থিতা, ভীষণা, করবাল ও খেটে উজ্জ্বল (শোভমান) হস্তা অর্থাৎ করবাল ও খেটধারিণী কন্যাগণ কর্তৃক সম্যক্রূপে সেবিতা, দক্ষিণ

হস্তৈশ্চক্র-দরাসি-খেট-বিশিখং চাপং গুণং তর্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং স্মরেৎ ॥ ৩৭

মন্ত্রবর্ণ-সহস্রাণি জপেন্মন্ত্রং বিশালধীঃ।
তদন্তে তিল-সিদ্ধার্থ-চিত্রমূলৈঃ সমিদ্বরৈঃ ॥ ৩৮
ক্ষীর-দ্রুমাণামাজ্যেন হবিষান্নৈর্ঘৃতান্বিতৈঃ।
চতুশ্চত্বারিংশদাঢ্যং চতুঃশত-সমন্বিতম্।
চতুঃসহস্রং জুহুয়াদর্চিতে হব্যবাহনে ॥ ৩৯
মণ্ডলে সর্বতোভদ্রে ষট্‌কোণাঙ্কিত-কর্ণিকে।
বিধিনা বক্ষ্যমাণেন পীঠং দেব্যাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪০
জয়াখ্যাং বিজয়াং ভদ্রাং ভদ্রকালীমনন্তরম্।
সুমুখীং দুর্মুখী-সংজ্ঞাং পশ্চাদ্ ব্যাঘ্রমুখীং পুনঃ।
অথ সিংহমুখীং দুর্গাং নব শক্তীঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪১

ও বামের ঊর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে চক্র ও শঙ্খ, তাহার অধস্তন দক্ষাদি হস্তদ্বয়ে অসি ও খেট, তাহার অধস্তন দক্ষাদি হস্তদ্বয়ে চাপ ও বিশিখ, তাহার অধস্তন দক্ষাদি হস্তদ্বয়ে শুণ (ত্রিশূল) ও তর্জনীমুদ্রা ধারিণী অনলস্বরূপা চন্দ্রধরা ত্রিনেত্রা দুর্গাকে স্মরণ করি। ৩৭

বিশাল বুদ্ধি সাধক দ্বিজাতির অর্চিত অগ্নিতে মন্ত্রবর্ণ সহস্র (৪৪ হাজার) মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পরে তিল, সিদ্ধার্থ (শ্বেতরাই), চিত্রকের মূল সমূহের দ্বারা, ক্ষীরবৃক্ষ সমূহের উত্তম সমিধ্ সমূহের দ্বারা, আজ্য দ্বারা, হবিঃ (পায়স) দ্বারা, ঘৃতসিক্ত অন্নের দ্বারা চতুশ্চত্বারিংশৎ সমন্বিত চতুঃশতযুক্ত চারি সহস্র অর্থাৎ চারি হাজার চারি শত চুয়াল্লিশ সংখ্যক হোম করিবেন। (হোমীয় নয়টি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্যের দ্বারা চারি শত চুরানব্বই সংখ্যক হোম হইবে।) ৩৮ ৩৯

তৃতীয় পটলোক্ত সর্বতোভদ্র মণ্ডলের পদ্ম-কর্ণিকায় ষড়্‌কোণ অর্থাৎ ষড়্-গুণিত যন্ত্র অঙ্কন করিয়া সেই ষট্‌কোণাঙ্কিত-কর্ণিক সর্বতোভদ্র মণ্ডলে বক্ষ্যমাণ বিধি দ্বারা দেবীর পীঠকে পূজা করিবেন। ৪০

প্রজ্বলিত অগ্নি সদৃশী রক্তবর্ণা, সর্বালঙ্কার ভূষিতা, শূল, কুঠার, ডমরু ও মহন ধারিণী জয়া, বিজয়া, ভদ্রা, ভদ্রকালী, অনন্তর সুমুখী, দুর্মুখী, পরে ব্যাঘ্রমুখী, অনন্তর সিংহমুখী ও দুর্গা—এই নয়টি শক্তিকে পূজা করিবেন। ৪১

আসনং সিংহমন্ত্রেণ দত্ত্বাহুক্তেন দেশিকঃ।
মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য মূলেন তস্যামাবাহ্য পূজয়েৎ ॥ ৪২
ষড়ঙ্গানি যথাপূর্বং কেসরেষর্চয়েৎ সুধীঃ।
প্যাদি-পাদাষ্টকোৎপন্না মূর্ত্তয়োঽর্চ্যা বহিঃ পুনঃ ॥ ৪৩
জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহন-সংজ্ঞকঃ।
অশ্বোদরজ-সংজ্ঞোঽন্যঃ পুনর্বৈশ্বানরাহ্বয়ঃ।
কৌমারতেজাঃ স্যাদ্ বিশ্বমুখো দেবমুখঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪
ততো ভূ-সলিলাগ্নীরানাত্মনেঽন্তান্ নমোঽন্বিতান্।
চতুর্দিক্ষু সমভ্যর্চেৎ কোণেষেতৎ-কলাঃ পুনঃ।
পূর্বাদি-দিক্ষু সম্পূজ্যা অর্ণাদ্যা বর্ণশক্তয়ঃ ॥ ৪৫
জাগ্রত্তা তপনী বেদগর্ভা দহনরূপিণী।
সেন্দুখণ্ডা শুক্রহস্তী নভশ্চারিণ্যনন্তরম্ ॥ ৪৬
বাগীশ্বরী মদবহা সোমরূপা মনোজবা।

দেশিক পূর্বোক্ত সিংহমন্ত্রের দ্বারা আসন দিবেন। মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্ত্তিতে দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। ৪২

সুধী সাধক পূর্বের ন্যায় কেসর সমূহে ষড়ঙ্গের অর্চনা করিবেন। অনন্তর কেসরের বহির্ভাগে প্যাদি পাদাষ্টক হইতে উৎপন্ন জাতবেদাঃ প্রভৃতি মূর্ত্তিগণকে পূজা করিবেন। ৪৩

তড়িৎ কোটি তুল্য প্রভাবিশিষ্ট; সর্বাভরণে ভূষিত, নিজ মহাবাহু দ্বারা শূল, শর, কার্ম্মুক ও কপালধারী, রক্তবসন পরিহিত, ক্রূর চক্ষুতে ভয়ানক, প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় মুখবিশিষ্ট সেই মূর্ত্তিগণ জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্ব, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজাঃ, বিশ্বমুখ ও দেবমুখ কথিত হইয়াছেন। ৪৪

তাহার পর চারি দিকে আত্মনে অন্ত ও নমো যুক্ত ভূ, সলিল, অগ্নি ও বায়ুকে ভূ্রাত্মনে নমঃ, সলিলাত্মনে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবেন। অনন্তর কোণ সমূহে প্রাসাদ মন্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে ইহাঁদের নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা ও শান্তিরূপ কলাগুলিকে পূজা করিবেন। পূর্বাদি চারিটি দিকের এক এক দিকে এগারটি করিয়া অকারাদি বর্ণ সমূহের শক্তিগুলিকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। ৪৫

সেই বর্ণশক্তিগুলি হইতেছেন—জাগ্রত্তা, তপনী, বেদগর্ভা, দহনরূপিণী, ইন্দুখণ্ডা, শুক্রহস্তী, নভশ্চারিণী, বাগীশ্বরী, মদবহা, সোমরূপা, মনোজবা, (১১)

মরুদ্‌বেগা রাত্রিসংজ্ঞা তীব্রকোপা যশোবতী ॥ ৪৭

তোয়াত্মিকা পুনর্নিত্যা দয়াবত্যপি হারিণী।
তিরস্ক্রিয়া বেদমাতা তৎপরা দমনপ্রিয়া ॥ ৪৮

সমারাধ্যা নন্দিনী চ পরা রিপুবিমর্দিনী।
ষষ্ঠী চ দণ্ডিনী তিগ্মা দুর্গা গায়ত্র্যনন্তরম্ ॥ ৪৯

নিরবদ্যা বিশালাক্ষী শ্বাসোদ্বাহা চ নাদিনী।
বেদনা বহ্নিগর্ভাখ্যা সিংহ-বাহাহ্বয়া তথা ॥ ৫০

ধুর্য্যা দুর্বিষহা পশ্চাদ্ রিরংসা তাপহারিণী।
ত্যক্ত-দোষা নিঃসপত্না চত্বারিংশচ্চতুর্যুতাঃ।
লোকপালাংস্ততোঽভ্যর্চেদ্ বজ্রাদ্যায়ুধ-সংযুতান্ ॥ ৫১

ইত্থং জপাদিভিঃ সিদ্ধে মন্ত্রেঽস্মিন্ সাধকোত্তমঃ।
আগ্নেয়াস্ত্রাধিকারী স্যাৎ তদ্বিধানমুদীর্য্যতে ॥ ৫২

আগ্নেয়াস্ত্রমিতি প্রোক্তং বি.লাম-পঠিতো মনুঃ।
পূর্বোক্তা এব ঋষ্যাদ্যা মন্ত্রস্যাস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৩

প্রতিলোম-ক্রমাদস্য ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ।
বর্ণন্যাস-পদন্যাসৌ বিদধ্যাৎ প্রতিলোমতঃ ॥ ৫৪

মরুদ্বেগা, রাত্রি, তীব্রকোপা, যশোবতী, তোয়াত্মিকা, নিত্যা, দয়াবতী, হারিণী, তিরস্ক্রিয়া, বেদমাতা ও তাহার পর দমন প্রিয়া (১১), সমারাধ্যা, নন্দিনী, পরা, রিপুবিমর্দিনী, ষষ্ঠী, দণ্ডিনী, তিগ্মা, দুর্গা, গায়ত্রী, নিরবদ্যা ও বিশালাক্ষী (১১) শ্বাসোদ্বাহা, নাদিনী, বেদনা, বহ্নিগর্ভা, সিংহবাহা, ধুর্য্যা, দুর্বিষহা, রিরংসা, তাপহারিণী, ত্যক্তদোষা ও নিঃসপত্না (১১)—এই সকল চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ণশক্তি। তাহার পর বজ্রাদি আয়ুধ-বিশিষ্ট লোকপালগণকে পূজা করিবেন। ৪৬-৫১

এই প্রকারে জপাদি দ্বারা এই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সাধক শ্রেষ্ঠ আগ্নেয় অস্ত্রের অধিকারী হন। সেই আগ্নেয়াস্ত্রের বিধান কথিত হইতেছে। ৫২

বিলোম পঠিত মন্ত্র আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এই আগ্নেয়াস্ত্র মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা কথিত হইয়াছেন। ৫৩

বর্ণসংখ্যার প্রতিলোম ক্রমে এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গ সমূহ কল্পনা করিবেন। প্রতিলোমক্রমে বর্ণন্যাস ও পদন্যাস করিবেন। ৫৪

ধ্যানভেদান্ বিজানীয়াদ্ গুর্বাদেশায় চান্যথা ।
পূর্ববজ্জপ-কৢপ্তিঃ স্যাজ্জ্ জুহুয়াৎ পূর্বসংখ্যয়া ।
পঞ্চগব্য-সুপক্কেন চরুণা তস্য সিদ্ধয়ে ॥ ৫৫

অর্চনং পূর্ববৎ কুর্য্যাচ্ছক্তেস্তু প্রতিলোমতঃ ।
সর্বত্র দেশিকঃ কুর্য্যাদ্ গায়ত্র্যা দ্বিগুণং জপম্ ॥ ৫৬

ক্রূর-কর্মাণি কুর্বীত প্রতিলোম-বিধানতঃ ।
শান্তিকং পৌষ্টিকং কর্ম কর্ত্তব্যমনুলোমতঃ ॥ ৫৭

প্রয়োগকালে প্রজপেদষ্টৌ পাদান্ বিলোমতঃ ।
শোধিতো জায়তে পশ্চান্ মন্ত্রোঽয়ং বিধিনাঽমুনা ॥ ৫৮

ঘ্রাদ্যঃ পঞ্চাক্ষরঃ পাদো জ্ঞেয়ো জ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মকঃ ।
ধূমাদ্যোঽন্যঃ পঞ্চবর্ণঃ স্মৃতঃ কর্মেন্দ্রিয়াত্মকঃ ॥ ৫৯

বাদ্যস্তৃতীয়ঃ পঞ্চার্ণঃ পঞ্চভূতময়ঃ স্মৃতঃ ।
ত্যাদ্যঃ সপ্তাক্ষরঃ পাদশ্চতুর্থো ধাতুরূপকঃ ॥ ৬০

ধ্যানভেদ সমূহ গুরুর উপদেশ অনুসারে জানিবেন। অন্যথা করিবেন না। পূর্বের ন্যায় পূর্বোক্ত সংখ্যায় জপ করিবেন। মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য পঞ্চগব্যে সুপক্ক চরুর দ্বারা পূর্বোক্ত সংখ্যায় হোম করিবেন। ৫৫

বিবৃতি। পদার্থাদর্শে আগ্নেয়াস্ত্র দেবতার ধ্যান কথিত হইয়াছে। ৫৫

শক্তির পূজা পূর্ববৎ প্রতিলোমে করিবেন। সমস্ত প্রয়োগে সাধক গায়ত্রীর দ্বিগুণ জপ করিবেন অর্থাৎ প্রয়োগোক্ত জপের অপেক্ষা দ্বিগুণ জপ করিবেন। ৫৬

প্রতিলোম বিধানে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ক্রূর কর্ম সকল করিবেন। অনুলোম বিধানে জাতবেদসে ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা শান্তি পুষ্টি কর্ম করিবেন। ৫৭

প্রয়োগকালে পৃথক্ পৃথক্ আটটি পাদ বিলোমে জপ (পাঠ) করিবেন। এই বিধি দ্বারা এই মন্ত্র শোধিত হয়। ৫৮

(১) ঘ্রাদি পঞ্চাক্ষর পাদকে ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ত্বক্‌রূপ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মক জানিবেন। (২) ধূমাদি পঞ্চবর্ণরূপ অন্য দ্বিতীয় পাদ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থরূপ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াত্মক কথিত হইয়াছে। ৫৯

(৩) বাদ্য পঞ্চ বর্ণাত্মক তৃতীয় পাদ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশরূপ পঞ্চভূতময় কথিত হইয়াছে। (৪) ত্যাদ্য সপ্তাক্ষর চতুর্থ পাদ ত্বক্, অসৃক্ (রক্ত), মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্ররূপ সপ্ত ধাতু স্বরূপ। ৬০

দঃ-পূর্বঃ পঞ্চমঃ পাদ ঊর্মিরূপঃ ষড়ক্ষরঃ ।
তো-বর্ণাদিঃ ষড়্বর্ণোঽন্যঃ ষাট্‌কৌশিকময়ো মতঃ ॥ ৬১
সো-পূর্বঃ পঞ্চবর্ণোঽন্যঃ শব্দাদিময় ঈরিতঃ ।
সে-বর্ণাদ্যোঽষ্টমো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চার্ণো বচনাদিকঃ ॥ ৬২
এবং তত্ত্বসমাযোগাৎ পাদ-কৢপ্তিরুদীরিতা ।
তত্তৎ-পাদাক্ষরোৎপন্নাস্তাবত্যো বহ্নিদেবতাঃ ॥ ৬৩
প্রধানমূর্ত্তি-প্রতিমাঃ স্বস্ববর্ণোদিত-প্রভাঃ ।
প্রজ্জ্বলৎ-কেশবদনা ভীমদংষ্ট্রা ভয়ানকাঃ ॥ ৬৪
দেবতা ইন্দ্রিয়োৎপন্না ঊর্ধ্ব-দৃষ্টয় ঈরিতাঃ ।
দেবতা ভূতপাদোত্থাস্তির্য্যগ্‌-বক্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬৫
ধাতুরূপাক্ষরোদ্ভূতা উভয়ানন-শোভিতাঃ ।
ঊর্মিজা ঊর্ধ্ববদনা কোশোত্থাস্তির্য্যগাননাঃ ॥ ৬৬

---

(৫) দঃ পূর্ব (দঃ আদি) ষড়ক্ষর পঞ্চম পাদ বুভুক্ষা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা মৃত্যুরূপ ছয়টি ঊর্মি স্বরূপ। (৬) তো বর্ণাদি ষড়ক্ষর ষষ্ঠপাদ স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, ত্বক্, মাংস, অস্ররূপ ষাট্‌-কৌশিকময় কথিত হইয়াছে। ৬১

(৭) সো আদি পঞ্চবর্ণ সপ্তম পাদ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ স্বরূপ কথিত হইয়াছে। (৮) সে বর্ণাদি পঞ্চাক্ষর অষ্টম পাদ বচন, আদান, গতি, বিসর্গ আনন্দ স্বরূপ। ৬২

এইরূপ তত্ত্বসমূহের সংযোগে পাদ-কৢপ্তি কথিত হইয়াছে। (এই সকল অক্ষরের দ্বারা তত্ত্বন্যাসও কর্ত্তব্য)। তত্তৎ পদের অক্ষরের দ্বারা উৎপন্ন বহ্নিদেবতা তাবৎ সংখ্যক। ৬৩

এই বহ্নিদেবতাগণ প্রধানমূর্ত্তি প্রতিম স্ব স্ব বর্ণে উদিত প্রভায় তাঁহ প্রভা-বিশিষ্ট প্রজ্বলিত কেশ বদন-বিশিষ্ট ভীমদংষ্ট্র ও ভয়ানক। ৬৪

ইন্দ্রিয়োৎপন্ন অর্থাৎ আদ্যপাদোৎপন্ন দেবতাগণ ঊর্ধ্বদৃষ্টি (ঊর্ধ্বচক্ষুঃ) কথিত হইয়াছেন। ভূতপাদোৎপন্ন দেবতাগণ তির্য্যক্ মুখবিশিষ্ট কথিত হইয়াছেন। ৬৫

ধাতুরূপ অক্ষর হইতে উৎপন্ন দেবতাগণ মুখদ্বয়ে শোভিত রহিয়াছেন। ঊর্মি হইতে উৎপন্ন দেবতাগণ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া থাকেন। ষট্‌কোশ হইতে উৎপন্ন বর্ণ-দেবতাগণ তির্য্যক্ মুখবিশিষ্ট। ৬৬

এতাঃ সর্বাঃ স্মৃতা ক্লীবা ইন্দ্রিয়ার্থোদ্ভবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অধস্তির্য্যঙ্-মুখোপেতা ঈরিতা বর্ণদেবতাঃ॥ ৬৭
অভিমুখ্যঃ স্মৃতাঃ সৌম্যে পরাঙ্মুখ্যোঽন্যকর্মণি।
আভ্যোঽসংখ্যাঃ সমুৎপন্না দেবতা জ্বলিতাননাঃ।
যাভির্মন্ত্রী দহেচ্ছত্রো রাজ্যং সগিরি-কাননম্॥ ৬৮
অস্ত্রং মনুষ্য-নক্ষত্রেষারভেত বিচক্ষণঃ।
আসুরেষু প্রযুঞ্জীত দেব-তারাসু সংহরেৎ॥ ৬৯
পূর্বোত্তর-ত্রয়ং পশ্চাদ্ ভরণ্যার্দ্রাঽথ রোহিণী।
ইমানি মানুষাণ্যাহুর্নক্ষত্রাণি মনীষিণঃ॥ ৭০
জ্যেষ্ঠা শতভিষা মূল-ধনিষ্ঠাশ্লেষ-কৃত্তিকাঃ।
চিত্রা-মঘা-বিশাখাঃ স্যুস্তারা রাক্ষস-দেবতাঃ॥ ৭১
অশ্বিনী রেবতী পুষ্যঃ স্বাতী হস্তা পুনর্বসুঃ।
অনুরাধা-মৃগ-শিরঃ-শ্রবণা দেবতারকাঃ॥ ৭২

এই সকল দেবতাই ক্লীব কথিত হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দ, স্পর্শাদি হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অত্যপাদ বয়োৎপন্ন স্ত্রীগণ অধোমুখ তির্য্যক্ মুখবিশিষ্ট কথিত হইয়াছেন। বর্ণদেবতা কথিত হইল। ৬৭

সৌম্য কর্মে বর্ণদেবতা অভিমুখী এবং অন্যান্য কর্মে পরাঙ্মুখী কথিত হইয়াছেন। এই বর্ণদেবতা হইতে উজ্জ্বলমুখ অসংখ্য দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। যে দেবতাগণ দ্বারা মন্ত্র সাধক গিরি ও কানন সহ শত্রুরাজ্য দাহ করেন। ৬৮

বিচক্ষণ সাধক মনুষ্য নক্ষত্র সমূহে অস্ত্র আরম্ভ করিবেন। আসুর নক্ষত্র সমূহে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন। দেবনক্ষত্র সমূহে সেই অস্ত্র সংহার (আহরণ—প্রত্যাবর্তন) করিবেন। ৬৯

পূর্বোত্তর তিনটি অর্থাৎ পূর্বফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ, পূর্বাষাঢ়া এবং উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ উত্তরাষাঢ়া, ভরণী, আর্দ্রা ও রোহিণী—এইগুলিকে মনীষিগণ মানুষ নক্ষত্র বলিয়াছেন। ৭০

জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, মূলা, ধনিষ্ঠা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, চিত্রা, মঘা, বিশাখা—এই তারাগুলি রাক্ষস দেবতার নক্ষত্র হইতেছে। ৭১

অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, স্বাতী, হস্তা, পুনর্বসু, অনুরাধা, মৃগশিরাঃ শ্রবণা,—এইগুলি দেবনক্ষত্র। ৭২

উপক্রমেত নন্দাসু রিক্তাস্বস্ত্রং বিসর্জয়েৎ।
ভদ্রাস্বাহরণং কুর্য্যাজ্ জয়াস্বত্যন্তমুত্তমম্ ॥ ৭৩
উপক্রমো ভৌমবারে শনিবারে বিসর্জনম্।
প্রতিসংহরণং বারে গুরোঃ শুক্রস্য বা ভবেৎ ॥ ৭৪
স্থিরেষু রাশিষারম্ভশ্চরেষু স্যাদ্ বিসর্জনম্।
অস্ত্র-সংহরণং কুর্য্যাদুভয়েষু বিচক্ষণঃ ॥ ৭৫
কৃষ্ণপক্ষেঽনলেনাঽস্ত্রং বিসৃজেচ্ছশিনা পুনঃ।
শুক্লপক্ষে ক্রমাদস্ত্রং পুনরাত্মনি সংহরেৎ ॥ ৭৬
ভাস্বনা মোক্ষ-সংহারৌ কুর্য্যাৎ পক্ষদ্বয়ে সুধীঃ।
পশ্চিমাভিমুখো ভূত্বা কর্ম সর্বত্র সাধয়েৎ ॥ ৭৭

নন্দা তিথিতে (প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, একাদশীতে) অস্ত্র আরম্ভ করিবেন। রিক্তা তিথিতে (চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশীতে) অস্ত্রকে বিসর্জন করিবেন। ভদ্রাতিথিতে (দ্বিতীয়া, সপ্তমী বা দ্বাদশীতে) অস্ত্র আহরণ করিবেন। জয়া তিথিতে (তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশীতে) অত্যন্ত উত্তম আহরণ করিবেন। ৭৩

মঙ্গলবারে আরম্ভ, শনিবারে বিসর্জন, গুরুবারে বা শুক্রবারে অস্ত্রের প্রতিসংহার হইবে। ৭৪

স্থির রাশিতে (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক বা কুম্ভ রাশিতে) অস্ত্রের আরম্ভ, চর রাশিতে (মেষ কর্কট, তুলা বা মকর রাশিতে) বিসর্জন (ত্যাগ) হইবে। বিচক্ষণ সাধক উভয় রাশিতে অর্থাৎ স্থিরস্বভাব ও চরস্বভাব এই দ্বিস্বভাব রাশিতে (মিথুন, কন্যা, ধনু বা মীন রাশিতে) অস্ত্র সংহরণ করিবেন। ৭৫

কৃষ্ণপক্ষে অনলের দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে সঞ্চরণশীল বায়ু দ্বারা রবীজ সংযুক্ত অগ্নিমণ্ডল রং বীজ ধ্যান করিয়া কৃত্তিকাদি নক্ষত্র প্রধান দিনে বিসর্জন কর্ম করিবেন। শুক্লপক্ষে শশিদ্বারা অর্থাৎ চন্দ্র বীজ সংযুক্ত চন্দ্র মণ্ডল ধ্যান করিয়া সৌম্য তিথিতে ক্রমে ক্রমে নিজেতে অস্ত্রের উপসংহার করিবেন। ৭৬

সুধী সাধক শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষে নিজেকে ভাস্কররূপ ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ আত্মাকে ভাস্কররূপ চিন্তা করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে অস্ত্রের মোক্ষ (ত্যাগ) ও উপসংহার করিবেন। সর্বত্র অর্থাৎ আরম্ভ, প্রয়োগ ও উপসংহারে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া কর্ম সাধন করিবেন। ৭৭

নক্ষত্র-বৃক্ষ-শকল্যান্ সাধ্যাখ্যা-কর্ম সংযুতান্
তত্তন্মন্ত্রাক্ষরোপেতান্ মন্ত্রী মন্ত্রার্ণ-সংখ্যয়া।
জুহুয়াদেধিতে বহ্নৌ মারয়েদ্ রিপুমাত্মনঃ ॥ ৭৮
কৃষ্ণাষ্টমীং সমারভ্য যাবৎ কৃষ্ণ-চতুর্দশী।
ধত্তূর-বিষবৃক্ষাক্ষ-ভূরুহোত্থান্ সমিদ্বরান্ ॥ ৭৯
রাজীতৈলেন সংলিপ্তান্ পৃথক্ সপ্ত-সহস্রকম্।
জুহুয়াৎ সংযতো ভূত্বা রিপুর্যমপুরং ব্রজেৎ ॥ ৮০
সপ্তরাত্রং প্রজুহুয়াৎ সিদ্ধার্থ-স্নেহ-লোলিতৈঃ।
আর্দ্রবস্ত্রো বিষ্টিকালে মরীচৈর্মনুনাঽমুনা।
নিগৃহ্যতে জ্বরেণারিঃ প্রলয়াগ্নি-সমেন সঃ ॥ ৮১
তালপত্রে সমালিখ্য শত্রুনাম যথাবিধি
আগ্নেয়াস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য কুণ্ডমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ৮২

বিবৃতি। সামগ্রী সম্পাদন পূর্বক কর্মের সঙ্কল্পই আরম্ভ। হুতক্রিয়া ও অস্ত্রবিমোচন হইতেছে প্রয়োগ। পূর্ণাহুতির অনন্তর উদ্বাসন হইতেছে উপসংহার। তীব্র মহাভয় উপস্থিত হইলে প্রয়োগের কাল নিয়ম নাই। পরচক্র-ভয়াদৌ চ তীব্ররূপে মহাভয়ে। ন কালনিয়মো ধ্যয়ঃ প্রয়োগানাং কদাচন। ৭৭

সাধ্য নাম ও তাহার কর্ম নামযুক্ত ও তত্তৎ মন্ত্রের অক্ষর যুক্ত সাতাইশ পটলে বক্ষ্যমাণ নক্ষত্র বৃক্ষের প্রাদেশ পরিমিত খণ্ড সকলকে মন্ত্রজ্ঞ সাধক মন্ত্রবর্ণ সংখ্যায় সংস্কৃত বহ্নিতে হোম করিবেন। ইহা দ্বারা নিজের শত্রুকে বধ করাইবেন। ৭৮

মন্ত্রী সংযত হইয়া কৃষ্ণ অষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ চতুর্দশী পর্যন্ত ধত্তূর (ধুতরা) বিষবৃক্ষ (কারস্কর—কুচিলা), অক্ষ (বহেড়া) বৃক্ষজাত উত্তম সমিধ্ সমূহকে রাজী তৈলের দ্বারা আপ্লুত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ সাত হাজার হোম করিবেন। ইহাতে শত্রু যমপুরে গমন করিবে। ৭৯-৮০

সাধক আর্দ্রবস্ত্র হইয়া বিষ্টি করণে সর্ষপ তৈলের দ্বারা আপ্লুত মরীচ সমূহের দ্বারা এই মন্ত্রে সাত রাত্রিতে হোম করিবেন। তাহাতে প্রলয়াগ্নি তুল্য জ্বরের দ্বারা সেই শত্রু নিগৃহীত হয়। ৮১

তালপত্রে যথাবিধি কর্ম সহিত শত্রুর নাম চারিদিকে লিখিয়া আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া কুণ্ড মধ্যে স্থাপন করিবেন। ৮২

জুহুয়ান্ মরীচৈঃ ক্রুদ্ধো জ্বরাক্রান্তঃ স জায়তে।
তদাদায় ক্ষিপেৎ তোয়ে শীতলে স বশো ভবেৎ ॥ ৮৩
পিষ্ট্বাপামার্গ-বীজানি মরীচং মধুসংযুতম্।
অত্যুষ্ণে লবণে তোয়ে নিক্ষিপ্য কাথয়েৎ ততঃ ॥ ৮৪
অর্ক-বৃক্ষ-প্রতিকৃতের্হৃদয়ে বদনে নসি।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্ষিপেৎ তোয়ং দর্ব্যা কারস্করোত্থয়া ॥ ৮৫
আগ্নেয়মুচ্চরন্ মন্ত্রী সোঽচিরাজ্জ্বরিতো ভবেৎ।
কথিতেঽম্ভসি তাং ক্ষিপ্ত্বা হন্যাচ্ছত্রুমযত্নতঃ ॥ ৮৬
তীক্ষ্নস্নেহেন সংলিপ্তাং শত্রু-প্রতিকৃতিং নিশি।
তাপয়েদেধিতে বহ্নৌ প্রতিলোম-মনুং জপন্।
জ্বরেণ বাধ্যতে সদ্যো হোমাদস্য মৃতির্ভবেৎ ॥ ৮৭
সামুদ্রে সলিলে হিঙ্গু-বিষ-জীরক-লোলিতে।
কথিতে পুত্তলীং সাধ্য-নক্ষত্র-তরুনির্মিতাম্।

সাধক ক্রুদ্ধ হইয়া মরীচের দ্বারা হোম করিবেন। তাহা হইলে সেই শত্রু জ্বরের দ্বারা আক্রান্ত হইবে। সেই মরীচকে লইয়া শীতল জলে নিক্ষেপ করিবেন। তাহাতে সেই শত্রু বশীভূত হইবে। ৮৩

অপামার্গের বীজসমূহ ও মধু-সংযুক্ত মরীচ পেষণ করিয়া অতি উষ্ণ লবণ জলে নিক্ষেপ করিয়া কাথ করিবেন। ৮৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক অর্ক বৃক্ষের (আকন্দ বৃক্ষের) প্রতিকৃতির হৃদয়ে বদনে ও নাসিকায় আগ্নেয় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কারস্কর (কুচিলা) বৃক্ষকৃত দর্বী দ্বারা কিছু কিছু জল নিক্ষেপ করিবেন। তাহাতে সেই শত্রু জ্বরগ্রস্ত হইবে। কাথ জলে সেই প্রতিকৃতিকে নিক্ষেপ করিয়া সেই শত্রুকে বিনা যত্নেই বধ করিতে পারিবেন। ৮৫-৮৬

শত্রুর প্রতিকৃতিকে তীক্ষ্ন তৈলের (সরিষার তৈলের) দ্বারা সুন্দরভাবে লিপ্ত করিয়া রাত্রিতে প্রতিলোমে আগ্নেয় অস্ত্র মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রজ্বলিত বহ্নিতে তাপিত করিবেন। শত্রু তৎক্ষণাৎ জ্বরের দ্বারা পীড়িত হইবে। এই প্রতিকৃতির দ্বারা হোম করিলে এই শত্রুর মৃত্যু হইবে। ৮৭

হিঙ্গু, বিষ, জীরকের দ্বারা লোলিত (মিশ্রিত) কথিত (কাথ কৃত) লবণ জলে সাধ্য শত্রুর নক্ষত্র বৃক্ষ নির্মিত পুত্তলীকে অধোমুখে নিক্ষেপ করিয়া

অধোবক্ত্রাং বিনিক্ষিপ্য যষ্ট্যা বিম্বতরূত্থয়া ॥ ৮৮
তচ্ছিরস্তাড়নং কুর্বন্ জপেদস্ত্রং বিলোমতঃ।
সপ্তাহান্ মরণং যাতি শত্রুর্জ্বর-বিমোহিতঃ ॥ ৮৯
আদিত্য-রথ-নাগেন্দ্র-প্রস্তাঙ্ঘ্রিং তদ্বিষাহতম্।
নগ্নং তৈলেন লিপ্তাঙ্গং দগ্ধং ভানু-মরীচিভিঃ ॥ ৯০
অধোমুখং নিজরিপুং ধ্যাত্বা কথিত-বারিণা।
তর্পয়েদ্ ভানুমালোক্য শত্রুর্মৃত্যুপ্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৯১
বিভ্রতীং মুশলং শূলং ধ্যায়ন্ কালঘন-প্রভাম্।
কার্পাস বীজৈর্নিম্বস্য পত্রৈর্মেষী-ঘৃত-প্লুতৈঃ
হুত্বা বিদ্বেষয়েচ্ছত্রূনস্ত্রেণানেন দেশিকঃ। ৯২
বিভ্রাণাং তর্জনীং শূলং ধ্যাত্বা দুর্গাং ভয়ঙ্করীম্।
মহিষীঘৃত-সংসিক্তৈঃ পল্লবৈর্বিম্ববৃক্ষজৈঃ।
হুত্বা রিপোঃ ক্ষণাৎ সেনামুচ্চাটয়তি মন্ত্রবিৎ ॥ ৯৩
ধ্যাত্বা দেবীং পুরা প্রোক্তাং চতুর্ভির্মরীচাম্বিতৈঃ।
অজারুধির-সংসিক্তৈর্জুহুয়াদ্ দিবসত্রয়ম্।

বিম্ববৃক্ষজাত যষ্টি দ্বারা সেই পুত্তলীর মস্তকে প্রহার করিতে করিতে অস্ত্রের মন্ত্রকে বিলোমে জপ করিবেন। শত্রু জ্বরে বিমোহিত হইয়া সপ্তাহের মধ্যে মরণ লাভ করে। ৮৮-৮৯

আদিত্য-রথের সর্পের দ্বারা গ্রস্ত-পাদ, তাহার বিষের দ্বারা আহত, তৈলের দ্বারা লিপ্ত, সূর্য্যকিরণের দ্বারা দগ্ধ, নগ্ন অধোমুখ নিজ শত্রুর প্রতিকৃতি ধ্যান করিয়া সূর্য্যকে দেখিয়া কাথ জল দ্বারা দুর্গাকে তর্পণ করিবেন। তাহাতে শত্রু যম-প্রিয় অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৯০-৯১

মুশল ও শূলধারিণী কালঘনপ্রভা দুর্গাকে ধ্যান করিতে করিতে এই মন্ত্রে মেষীঘৃতের দ্বারা আপ্লুত কার্পাসবীজ ও নিম্বপত্র দ্বারা হোম করিয়া দেশিক শত্রুকে বিদ্বিষ্ট করিতে পারেন। ৯২

তর্জনীমুদ্রা ও শূলধারিণী ভয়ঙ্করী দুর্গাকে ধ্যান করিয়া মহিষী-ঘৃতের দ্বারা আপ্লুত বিম্ববৃক্ষ-জাত পল্লব সমূহের দ্বারা হোম করিয়া মন্ত্রবিৎ সাধক শত্রুর সেনাকে উচ্চাটন করেন। ৯৩

পূর্বপ্রোক্তা দেবীকে ধ্যান করিয়া ছাগীর রক্তের দ্বারা সংসিক্ত মরীচের

রিপোরুচ্চাটনং কুর্য্যাৎ সেনায়া নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৪

অগ্নি-শূলকরাং দুর্গাং জ্বলন্তীং প্রলয়াগ্নিবৎ।
ধ্যাত্বা সর্ষপতৈলাক্তৈর্বীজৈর্ধত্তুর-সম্ভবৈঃ।
হুত্বা বিমোহয়েচ্ছত্রূন্ মরীচৈর্বা সসর্ষপৈঃ ॥ ৯৫

কালাঞ্জন-নিভাং দুর্গাং শূল-খড়্গ-ধরাং স্মরন্।
নক্ষত্র-বৃক্ষ-সম্ভূতৈর্ব্বশকৃৎ-স্নেহ-সংযুতৈঃ।
সমিদ্বরৈঃ প্রজুহুয়াদ্ধন্ত্যান্ মাসেন বৈরিণম্ ॥ ৯৬

সিংহাধিরূঢ়াং ধাবন্তীং ধাবমানং রিপুং প্রতি।
শরান্ কার্মুক-নির্মুক্তান্ বহ্নিজ্বালামুখাকুলান্ ॥ ৯৭

মুঞ্চন্তীং সংস্মরন্ দুর্গাং তর্পয়েদুষ্ণ-বারিণা।
ভানুবিম্বং সমালোক্য রিপোরুচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ৯৮

অতিদুর্গাময়োমুষ্টি-গদাহস্তাং বিচিন্তয়েৎ।
বিদ্যুদ্দাম-সমানাভাং মহিষী-ঘৃত-সংপ্লুতৈঃ ॥ ৯৯

পুলাকৈর্জুহুয়ান্ নিম্ব-বিভীতক-সমিদ্বরৈঃ।

দ্বারা যুক্ত চারিটি দ্রব্যের দ্বারা তিন দিন হোম করিবেন। সাধক ইহা দ্বারা শত্রুর সেনাকে উচ্চাটন করিবেন। ইহাতে সংশয় নাই। ৯৪

অগ্নি ও শূলকরা প্রলয়াগ্নির ন্যায় অতিদীপ্তা দুর্গাকে ধ্যান করিয়া সর্ষপ তৈলাক্ত ধুস্তুর (ধুতরা) বৃক্ষ জাত ফল সমূহের দ্বারা অথবা সর্ষপের সহিত মরীচের দ্বারা হোম করিয়া শত্রুকে মোহিত করিবেন। ৯৫

কালাঞ্জনের তুল্যা শূল খড়্গধরা দুর্গাকে স্মরণ করিতে করিতে গব্যজাত তৈলের দ্বারা আপ্লুত নক্ষত্র বৃক্ষের উত্তম সমিধ্ সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ইহা এক বৎসর মধ্যে শত্রুকে বধ করিবে। ৯৬

সিংহাধিরূঢা ধাবমান শত্রুর প্রতি ধাবমানা বহ্নিজ্বালামুখের দ্বারা অস্থির কার্মুক হইতে নির্মুক্ত শরসমূহ নিক্ষেপ-কারিণী দুর্গাকে স্মরণ করিতে করিতে সূর্য্যবিম্বকে দর্শন করিয়া উষ্ণ জলের দ্বারা দুর্গাকে তর্পণ করিবেন। ইহাতে শত্রুর উচ্চাটন হইবে। ৯৭-৯৮

লৌহ মুষ্টি গদা হস্তা বিদ্যুৎ পুঞ্জের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা অতিদুর্গাকে চিন্তা করিবেন। মহিষীর ঘৃতের দ্বারা আপ্লুত পুলাক (উড়িধান) দ্বারা, অথবা নিম্ব

কোদ্রবৈরথ শত্রোশ্চ সেনায়াঃ স্তম্ভনং ভবেৎ ॥ ১০০
আশু-পাশাঙ্কুশাং রক্তাং পাণিদুর্গামনুস্মরেৎ।
লোণৈঃ সমধুরৈঃ সাধ্য বৃক্ষকাষ্ঠৈর্বিভেহনলে।
জুহুয়ান্ নিশি সপ্তাহান্ মন্ত্রবিদ্ বশয়েন্ নৃপান্ ॥ ১০১
পাশাকুশ-ধরাং রক্তাং বিশ্বদুর্গাং বিচিন্তয়েৎ।
ফলিনী-কুসুমৈঃ ফুল্লৈশ্চন্দনাম্ভঃ-সমুক্ষিতৈঃ।
জুহুয়ান্ নিশি যো মন্ত্রী তস্য বিশ্বং বশং ভবেৎ ॥ ১০২
শরচ্চন্দ্র-নিভাং দেবীং বিগলৎ-পরমামৃতাম্।
পাশাঙ্কুশ-ধরাং ধ্যায়ন্ সিন্ধুদুর্গাং সমিদ্বরৈঃ।
বেতসৈর্মধুরাসিক্তৈর্জুহুয়াদ্ বৃষ্টি-সিদ্ধয়ে ॥ ১০৩
কপালং ত্রিশিখং পাশমঙ্কুশং বিভ্রতীং করৈঃ।
জবাকুসুম-সঙ্কাশামগ্নিদুর্গাং বিচিন্তয়ন্ ॥ ১০৪
হুত্বা লবণ-পুত্তল্যা মধুর-ত্রয়-যুক্তয়া।
আকর্ষেদ্ বাঞ্ছিতান্ সাধ্যান্ মন্ত্রবিন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৫

ও বিভীতক (বহেড়ার) উত্তম সমিধের দ্বারা অথবা কোদ্রব (কোদ ধান) সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। অনন্তর শত্রুর সেনার স্তম্ভন হইবে। ৯৯-১০০

পাশ ও অঙ্কুশ ধারিণী রক্তবর্ণা পাণি দুর্গাকে স্মরণ করিবেন। সাধ্য বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা প্রদীপ্ত বহ্নিতে মধুরাপ্লুত লবণের দ্বারা রাত্রিতে হোম করিবেন। মন্ত্রবিৎ সাধক সপ্তাহের মধ্যে নৃপতিগণকে বশ করিবেন। ১০১

পাশ ও অঙ্কুশধরা রক্তবর্ণা বিশ্বদুর্গাকে ধ্যান করিবেন। চন্দন-জলের দ্বারা সিক্ত বিকসিত ফলিনী (প্রিয়ঙ্গুলতার) পুষ্পসমূহের দ্বারা রাত্রিতে যে মন্ত্রজ্ঞ সাধক হোম করেন, তাঁহার বিশ্ব বশীভূত হয়। ১০২

বৃষ্টি লাভের জন্য শরচ্চন্দ্রনিভা পরমামৃত-বর্ষণকারিণী পাশ ও অঙ্কুশধরা দেবী সিন্ধুদুর্গাকে ধ্যান করিতে করিতে মধুরাপ্লুত বেতসের উত্তম সমিধ্ সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ১০৩

হস্তে কপাল, ত্রিশিখ, পাশ ও অঙ্কুশধারিণী জবাকুসুম সদৃশ রক্তবর্ণা অগ্নিদুর্গাকে ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্রবিৎ সাধক মধুরত্রয় সংযুক্ত লবণ-পুত্তলী দ্বারা হোম করিয়া বাঞ্ছিত শত্রুগণকে আকর্ষণ করিবেন। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১০৪-১০৫

অতিদুর্গেয়মত্যান্তা যদন্তা ত্রিষ্টুবীরিতা।
দুর্বর্ণান্তাঽথ গাণ্যাদ্যা গাণিদুর্গা সমীরিতা॥ ১০৬

বিশ্বাদ্যা ণ্যক্ষরান্তা সা বিশ্বদুর্গা সমীরিতা।
সিন্ধ্বাদ্যা সা বকারান্তা সিন্ধুদুর্গা নিগদ্যতে।
ত্যন্তামগ্ন্যাদিকামেতামগ্নিদুর্গাং বিদুর্বুধাঃ॥ ১০৭

অঙ্গনে স্থণ্ডিলং কৃত্বা সুগন্ধি-কুসুমাদিভিঃ।
দেবীমভ্যর্চয়েন্ নিত্যং প্রাগুক্তেনৈব বর্ত্মনা॥ ১০৮

আহরেদ্ রাত্রিষু বলিং চরুণা সর্বসিদ্ধিদম্।
কৃত্যা-রোগ-ভয়-দ্রোহ-ভূতাদীন্ নাশয়েদয়ম্॥ ১০৯

যথাবদগ্নিমারাধ্য গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্মনোরমৈঃ।
স্থিত্বা তস্যাঽগ্রতো মন্ত্রী জপেন্ মন্ত্রমনন্যধীঃ।
জপোঽয়ং সর্বসিদ্ধ্যৈ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১১০

অত্যাদ্যা যদন্তা অতিষৎ এই ত্রিষ্টুপ্ অতিদুর্গা কথিত হইয়াছেন। অনন্তর দুর্ বর্ণান্তা গাণি আদ্যা অর্থাৎ গাণি দুর্ এই ত্রিষ্টুপ্ গাণি দুর্গা কথিত হইয়াছেন। ১০৬

বিশ্বাদ্যা ণি-অক্ষরান্তা বিশ্বানি এই ত্রিষ্টুপ্ বিশ্বদুর্গা কথিত হন। সেই ত্রিষ্টুপ্ সিন্ধু আদি ও বকার অন্তা অর্থাৎ সিন্ধুব এই ত্রিষ্টুপ্ সিন্ধুদুর্গা কথিত হইয়াছেন। পণ্ডিতগণ অগ্নি আদি ও তি অন্ত অর্থাৎ অগ্নিতি এই ত্রিষ্টুপ্‌কে অগ্নিদুর্গা জানেন। ১০৭

অঙ্গনে স্থণ্ডিল করিয়া পূর্বোক্ত পদ্ধতিতেই প্রত্যহ সুগন্ধি কুসুমাদি দ্বারা দেবীকে অর্চনা করিবেন। ১০৮

চরু দ্বারা কৃত সর্বসিদ্ধি প্রদ বলি রাত্রিতে আহরণ করিবেন। সাধক এই বলি দ্বারা কৃত্যাভয়, রোগভয়, দ্রোহ (অনিষ্টাচরণের ভয়) ভূত প্রভৃতিকে নাশ করে। ১০৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক মনোহর সুগন্ধি পুষ্প সমূহের দ্বারা যথাযথভাবে অগ্নির আরাধনা করিয়া সেই অগ্নির অগ্রে অবস্থান করিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া মন্ত্র জপ করিবেন। এই জপ সর্বসিদ্ধির জন্য হইয়া থাকে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ (বিচার) করিবেন না। ১১০

লবণৈর্মধুরাসিক্তৈর্জুহুয়াৎ পশ্চিমামুখঃ।
মন্ত্রার্ণ-সংখ্যয়া মন্ত্রী রিপুমাত্মবশং নয়েৎ ॥ ১১১

শালীন্ প্রক্ষাল্য সংশোষ্য শুদ্ধান্ কুর্বীত তণ্ডুলান্।
জপিত্বা পঞ্চগব্যেষু সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥ ১১২

চরুং পচেজ্ জপন্ মন্ত্রমবতার্য্য পুনঃ সুধীঃ।
অর্চয়িত্বা বিশদধীর্দেবীমগ্নৌ যথা পুরা ॥ ১১৩

জুহুয়াচ্চরুণাঽনেন সাজ্যেনাষ্ট-সহস্রকম্।
পাত্রে সম্পাতনং কুর্বন্ সাধ্যং তৎ প্রাশয়েৎ সুধীঃ ॥ ১১৪

শেষং তং নিখনেদ্ বারিসম্পাতং প্রাঙ্গণান্তরে।
কৃত্যা রোগা বিনশ্যন্তি সহ ভূত-গ্রহাময়ৈঃ ॥ ১১৫

পরৈরুৎপাদিতা কৃত্যা পুনস্তানেব ভক্ষয়েৎ।
ব্রীহিভির্হবিষা ক্ষীরৈঃ পয়োবৃক্ষ-সমিদ্বরৈঃ ॥ ১১৬

আজ্যৈর্মধুত্রয়োপেতৈরেভির্দশশতং পৃথক্।
জুহুয়াৎ সম্পদাং ভূমিঃ সাধকো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১১৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পশ্চিম মুখ হইয়া মন্ত্রবর্ণ সংখ্যায় মধুরাপ্লুত লবণের দ্বারা হোম করিবেন। ইহা দ্বারা শত্রুকে নিজ বশে আনিতে পারিবেন। ১১১

শালি ধান্যকে প্রক্ষালিত করিয়া শুকাইয়া শুদ্ধ (তুষ বিমুক্ত) তণ্ডুল করিবেন। মন্ত্র জপ করিয়া সংস্কৃত বহ্নিতে পঞ্চগব্যে মন্ত্র জপ করিতে করিতে চরু পাক করিবেন। মন্ত্র জপ করিতে করিতে উহা নামাইয়া বিশাল বুদ্ধি সাধক পুনরায় অগ্নিতে পূর্বের ন্যায় দেবীকে পূজা করিয়া সাজ্য এই চরু দ্বারা পাত্রে সম্পাতন করিতে করিতে আট হাজার হোম করিবেন। সুধী সাধক সেই সম্পাত হবিঃ সাধ্যকে খাওয়াইবেন। ১১২-১১৪

প্রাঙ্গণের মধ্যে বারি সিঞ্চন পূর্বক সেই সম্পাত শেষকে পুতিয়া ফেলিবেন। ভূত, গ্রহ ও রোগের সহিত কৃত্যা ও রোগ সকল বিনষ্ট হয়। ১১৫

এই প্রয়োগের দ্বারা শত্রু কর্ত্তৃক উৎপাদিত কৃত্যা শত্রুকেই ভক্ষণ করে। ব্রীহি সমূহের দ্বারা, হবিঃ দ্বারা, ক্ষীর দ্বারা, ক্ষীর বৃক্ষের সমিধ্ সমূহের দ্বারা, আজ্য যুক্ত মধুর ত্রয়ের দ্বারা আপ্লুত এই সকলের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ দশ শত হোম করিবেন। ইহাতে সাধক নিশ্চয়ই সম্পদের আলয় হইবেন। ১১৬-১১৭

ভাস্করে মেষরাশিস্থে মন্ত্রজ্ঞোঽনুগুণে দিনে।
নদ্যাং সাগর-গামিন্যাং সততং পুষ্কলাম্ভসি।
উদ্ধৃত্যাদায় সিকতাঃ সংশোষ্য পরিশোধয়েৎ ॥ ১১৮

ন্যস্য তাঃ পঞ্চগব্যেষু সংস্কৃতে হব্যবাহনে।
ভর্জয়েন্ মনুনা সিদ্ধ্যৈ দর্ব্যা ব্রহ্মরুহোত্থয়া ॥ ১১৯

সিংহ-মেষ-ধনুস্থেঽর্কে কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টমী-তিথৌ।
বিশাখা-কৃত্তিকা-মূল-হস্তোত্তর-মঘাস্বথ ॥ ১২০

রোহিণ্যাং শ্রবণে বারৌ মন্দ-বাক্‌পতি-দৈবতৌ।
বিহায়ান্যেষু কুর্বীত সিকতাস্থাপনং সুধীঃ ॥ ১২১

গৃহ-গ্রামাদি-রাষ্ট্রাণাং রক্ষার্থং সিকতাঃ শুভাঃ।
প্রস্থাঢ়ক-ঘটোন্মানা মধ্যাদিম্বটেম্বিমাঃ ॥ ১২২

নবসু প্রক্ষিপেজ্ জপ্তাস্তেষু সম্পূজয়েৎ ক্রমাৎ।
মধ্যাদি দেবীমন্ত্রাণি কপালাস্ত্রাণি দেশিকঃ ॥ ১২৩

সিকতা প্রয়োগ বলিতেছেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক সূর্য্য মেষ রাশি গত হইলে অনুগুণ (শুভ) দিনে সর্বদা প্রচুর জল পূর্ণ সাক্ষাৎ সাগরগামিনী নদী হইতে সিকতারাশি উত্তোলন করিয়া আনিয়া শুকাইয়া পরিশুদ্ধ করিবেন। ১১৮

সিদ্ধি লাভের জন্য সেই সিকতারাশিকে আলোড়ন যোগ্য পঞ্চগব্যে ফেলিয়া সংস্কৃত বহ্নিতে ব্রহ্ম বৃক্ষ জাত দর্বী দ্বারা এই মন্ত্রে ভাজিবেন। ১১৯

সুধী সাধক সূর্য্য সিংহ, মেষ বা ধনু গত হইলে কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমী তিথিতে বিশাখা, কৃত্তিকা, মূলা, হস্তা, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তর-ভাদ্রপদ, মঘা অথবা রোহিণী ও শ্রবণা নক্ষত্রে শনি ও বৃহস্পতি দৈবতক বারকে বাদ দিয়া অন্য বারে সিকতা স্থাপন করিবেন। ১২০-১২১

গৃহ, গ্রাম, নগর ও রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য গৃহের জন্য প্রস্থ[১] পরিমিত, গ্রাম বা নগরের জন্য আঢ়ক পরিমিত, রাষ্ট্রের জন্য ঘট পরিমিত মন্ত্র জপ্ত এই বালুকা রাশি মধ্যাদি নব অবটে (ভূগর্ত্তে) নিক্ষেপ করিবেন। দেশিক সেই মধ্যাদি নয়টি অবটে ক্রমে ক্রমে দেবীকে ও কপালাস্ত্র অস্ত্র সমূহকে সম্যক্‌রূপে পূজা

১। আশি কুঁচে ১ কর্ষ, চারি কর্ষে ১ পল, চারি পলে ১ কুড়ব, চারি কুড়বে ১ প্রস্থ, চারি প্রস্থে ১ আঢ়ক, চারি আঢ়কে ১ দ্রোণ, চারি দ্রোণে ১ ঘট।

চক্রং শঙ্খমসিং খেটং বাণং চাপং ত্রিশূলকম্।
কপালং স্ব-মন্ত্রেণ সম্পূজ্যাহন্তে বলিং হরেৎ॥ ১২৪
নক্ষত্র-গ্রহ-রাশীনাং লোকেশানাং বলিং হরেৎ।
বিহিতা যত্র রক্ষেয়ং বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ॥ ১২৫
ক্ষুদ্র-গ্রহ-মহারোগ-সৌরভূত-সরীসৃপাঃ।
অমুনা বিলয়ং যান্তি বিধিনা নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২৬
সিকতানাং বিশুদ্ধানাং বিকার-কুড়বং সুধীঃ।
পঞ্চগব্য-যুতে পাত্রে ব্রহ্ম-বৃক্ষেণ নির্মিতে॥ ১২৭
নিক্ষিপ্য বিধিনা যত্র স্থাপয়েৎ তত্র সম্পদঃ।
দিনে দিনে প্রবর্দ্ধন্তে কাল বৃষ্ট্যাদিভিঃ সহ॥ ১২৮
মহোৎপাতা বিনশ্যন্তি কৃত্যা-দ্রোহ-মহাগ্রহাঃ।
চরু-গব্যাশ্মনাং কুর্য্যাৎ স্থাপনং বিধিনাঽমুনা॥ ১২৯
গোমূত্রং প্রস্থমানং স্যাদ্ গোময়াম্ভস্তদর্দ্ধকম্।
আজ্যাৎ সপ্তগুণং ক্ষীরং গোমূত্রাৎ ত্রিগুণং দধি।
গোমূত্রেণ সমং সর্পিঃ সর্বং বা সমমুচ্যতে॥ ১৩০

করিবেন। চক্র, শঙ্খ, অসি, খেট, বাণ, চাপ, ত্রিশূল ও কপালকে সপ্তদশ পটলোক্ত নিজ নিজ মন্ত্রে পূজা করিয়া অন্তে চারিদিকে বলি দিবেন। ১২২-১২৪

নক্ষত্র, গ্রহ, রাশিগণকে, লোকপালগণকে তত্তৎ মন্ত্রে বলি দিবেন। যেখানে এই রক্ষা বিহিত হয়। সেখানে সম্পৎ সমূহের বৃদ্ধি হয়। ১২৫

এই প্রয়োগের দ্বারা ক্ষুদ্র, গ্রহ, মহারোগ, সৌর ভূত ও সরীসৃপ সকল বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১২৬

সুধী সাধক পূর্বোক্ত নদ্যাদিত্যাদি শ্লোকোক্ত প্রকারে বিশুদ্ধ সিকতার ষোড়শ কুড়ব আনিয়া পঞ্চগব্য যুক্ত ব্রহ্ম বৃক্ষ নির্মিত পাত্রে পূর্বোক্ত প্রকারে স্থাপন করিয়া যেখানে বিধিপূর্ব্বক স্থাপন করিবেন। সেখানে কাল বর্ষণের সহিত সম্পৎ সকল দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১২৭-১২৮

মহা উৎপাত, কৃত্যা, দ্রোহ ও মহাগ্রহ দোষ সমূহ বিনষ্ট হয়। এই পূর্বোক্ত স্থাপন বিধি অনুসারে চরু, পঞ্চগব্য ও অশ্মার স্থাপন করিবেন। ১২৯

গোমূত্র প্রস্থমিত হইবে, গোময় ও কুশোদক তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ হইবে। আজ্যের সপ্ত গুণ ক্ষীর, গোমূত্রের তিন গুণ দধি, গোমূত্রের সমান ঘৃত। অথবা গোমূত্রাদি সমস্ত দ্রব্যই সমান কথিত হইয়াছে। ১৩০

গাবঃ স্যুঃ কপিলাশ্বেত-হিম-ধূম্রারুণ-প্রভাঃ।
অভাবে গদিতাঃ সর্বাঃ সর্বং বা কপিলোদ্ভবম্ ॥ ১৩১
একোনপঞ্চাশৎ-কোষ্ঠে ফলকে ব্রহ্ম-শাখিনঃ।
বিহায় কোণকোষ্ঠানি শক্ত্যান্তং জাতবেদসম্ ॥ ১৩২
লিখিত্বা মধ্য-কোষ্ঠাদি পূজয়েৎ তত্র দেবতাম্।
কৃত্বা হোমং সসম্পাতং নিখনেৎ তদ্ যথা পুরা।
দদ্যাদ্ বলিং যথাপূর্বমস্ত পূর্বোদিতং ফলম্ ॥ ১৩৩
মধ্যে মায়ামষ্ট-কোষ্ঠেষু পাদানষ্টৌ কৃত্বা মাতৃকার্ণৈঃ প্রবীতম্।
ভূবিম্বস্থং সর্বভূতাময়ঘ্নং রক্ষায়ুঃ-শ্রী-কীর্ত্তিদং যন্ত্রমেতৎ ॥ ১৩৪
আগ্নেয়াস্ত্রস্য জ্ঞানানি বিসর্গাদান-কর্মণী।
যঃ পুমান্ গুরুণা শিষ্টস্তস্যাধীনং জগৎ-ত্রয়ম্ ॥ ১৩৫
ইতি শ্রীশারদাতিলকে একবিংশঃ পটলঃ।

গোগুলি কপিলা, অশ্বেত (কৃষ্ণ), হিম, ধূম্র ও অরুণ বর্ণা হইবে। পাঁচটি বর্ণের গরুর অভাব হইলে সমস্ত গরুই কপিলা হইবে। গোমূত্রাদি সমস্তই কপিলোদ্ভব হইবে। ১৩১

ব্রহ্ম বৃক্ষের কাষ্ঠের ফলকে একোনপঞ্চাশৎ কোষ্ঠে কোণ কোষ্ঠকে ত্যাগ করিয়া মধ্য কোষ্ঠে শক্তি বীজকে লিখিয়া পূর্বাদি আবৃত্তিত্রয়ে জাতবেদো মন্ত্রকে লিখিবেন। সেই তৃতীয় আবৃত্তিতে দেবতাকে পূজা করিবেন। সসম্পাত হোম করিয়া তাহাকে পূর্বের ন্যায় মাটিতে পুতিয়া দিবেন। পূর্বের ন্যায় বলি দিবেন। পূর্বোক্ত ফলই ইহার ফল। ১৩২-১৩৩

পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ চারিটি রেখা করিলে নয়টি কোষ্ঠ হইবে। মধ্য কোষ্ঠে মায়া (হ্রীং), আটটি অবশিষ্ট কোষ্ঠে জাতবেদাঃ মন্ত্রের আটটি পাদ লিখিয়া মাতৃকাবর্ণের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। উহা ভূবিম্বে অবস্থিত হইবে। এই যন্ত্র সর্বভূত ও রোগের নাশক এবং রক্ষা, আয়ুঃ, শ্রী ও কীর্ত্তিপ্রদ। ১৩৪

আগ্নেয় অস্ত্রের জ্ঞান, বিসর্গ (সংহার) কর্ম ও আদান (পুনঃ অস্ত্রের স্বীকার বা প্রাপ্তি) কর্ম যে ব্যক্তি গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হন, এই জগৎত্রয় তাহার অধীন। ১৩৫

শারদাতিলক তন্ত্রের একবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ পটলঃ

অথো দিনাস্ত্রং কৃত্যাস্ত্রং বক্ষ্যে শত্রু-বিমর্দনম্ ।
অতিদুর্গামনুং প্রাহুর্দিনাস্ত্রং মন্ত্রবিত্তমাঃ ॥ ১

প্রতিলোমমিমং মন্ত্রং কৃত্যাস্ত্রং পরিচক্ষতে ।
দিনাস্ত্রস্য ষড়ঙ্গাদীন্ প্রতিলোমোদিতান্ বিদুঃ[১] ॥ ২

ভানুবিম্বগতং শত্রুমধোবক্ত্রং বিষাহতম্ ।
মূলাগ্নুত্থিতয়া প্রতং কুণ্ডল্যা ভাবয়ন্ সুধীঃ ॥ ৩

মূলাধারে ক্ষিপেৎ সদ্যঃ প্রস্ফুরৎ-কালপাবকে ।
দিনত্রয়াজ্ জ্বরাক্রান্তো রিপুঃ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি ॥ ৪

দিনাস্ত্রেণ প্রবিদ্ধাঙ্গং স্বাধিষ্ঠান-গতং রিপুম্ ।
পঞ্চবায়ু-সমিদ্ধেন বহ্নিনা দগ্ধ-বিগ্রহম্ ।
ধ্যায়ন্ মন্ত্রং জপেৎ সদ্যঃ স ভবেদ্ যমবল্লভঃ ॥ ৫

অতিদুর্গা মন্ত্রবিধি কথনের অনন্তর শত্রুর বিমর্দক দিনাস্ত্র ও কৃত্যাস্ত্র বলিতেছি। মন্ত্রবিদ্‌গণ অতিদুর্গা মন্ত্রকে দিনাস্ত্র বলেন। ১

উঁহারা প্রতিলোমে পঠিত এই মন্ত্রকে কৃত্যাস্ত্র বলেন। আগ্নেয়াস্ত্র প্রকরণে কথিত ষড়ঙ্গ মন্ত্রই দিনাস্ত্রের ষড়ঙ্গ মন্ত্র জানিবেন। ২

সুধী সাধক শত্রুকে সূর্য্যবিম্ব-গত অধোমুখ ভানুর রথ-গত সর্পের বিষে আহত মূলোত্থিত কুণ্ডলী দ্বারা প্রত ভাবনা করিতে করিতে প্রজ্বলিত কালাগ্নি-স্বরূপ মূলাধারে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিবেন। ইহাতে শত্রু জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিন দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে। ৩-৪

শত্রুকে স্বাধিষ্ঠান গত দিনাস্ত্রের দ্বারা প্রবিদ্ধাঙ্গ পঞ্চ বায়ু দ্বারা প্রজ্বলিত বহ্নি কর্তৃক দগ্ধদেহ ধ্যান করিতে করিতে দিনাস্ত্র মন্ত্র জপ করিবেন। সেই শত্রু তৎক্ষণাৎ যমের দাস হইবে। ৫

১। পদার্থাদর্শ ও প্রপঞ্চসার তন্ত্রের পর্য্যালোচনায় বুঝা যায়—দিনাস্ত্রস্য ষড়ঙ্গাদীননু-লোমোদিতান্ বিদুঃ। কৃত্যাস্ত্রস্য ষড়ঙ্গাদীন্ প্রতিলোমোদিতান্ বিদুঃ। এইরূপ পাঠই সঙ্গত। কারণ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—প্রতিলোমানি তানি স্যুঃ প্রতিলোম-বিধৌ তথা। কিন্তু জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও আগমানুসন্ধান-সমিতি মুদ্রিত সারদাতিলকে এইরূপ পাঠ মুদ্রিত হয় নাই।

মণিপুর-গতং শত্রুমগ্নিনা দীপ্ত-বিগ্রহম্ ।
ধ্যায়ন্ দিনাস্ত্রং প্রজপেৎ স মৃত্যুবশতাং ব্রজেৎ ॥ ৬

অনাহতাহিতঃ শত্রুর্নির্দগ্ধো মন্ত্র-বহ্নিনা ।
পাশেন বদ্ধা শীঘ্রেণ নীয়তে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৭

বিশুদ্ধ-স্থান-গো বৈরী দিন-বাণেন পীড়িতঃ ।
অধোমুখঃ স্মৃতস্তূর্ণং নিরায়ুঃ স্যাদ্ দিন-ত্রয়াৎ ॥ ৮

আজ্ঞায়াং নিহিতং শত্রুং দহেদ্ জ্ঞানাগ্নিনা ধিয়া ।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাদীন্ হিত্বা মৃত্যুমুপাশ্রয়েৎ ॥ ৯

নাভিমাত্রোদকে স্থিত্বা ধ্যায়ন্ বিম্বে দিনেশিতুঃ ।
বৈরিণং দগ্ধ-সর্বাঙ্গং মন্ত্রমষ্টোত্তরং শতম্ ।
জপেৎ সপ্তদিনাদর্বাগ্ যমলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০

আরবারং সমারভ্য সপ্তাহং প্রজপেন্ মনুম্ ।
সূর্যোদয়ং সমারভ্য যাবদস্তময়ো ভবেৎ ॥
সন্নিপাত-জ্বরাবিষ্টো যমগ্রস্তো ভবেদরিঃ ॥ ১১

শত্রুকে মণিপুর গত অগ্নি কর্তৃক প্রজ্বলিত দেহ ধ্যান করিতে করিতে দিনাস্ত্র মন্ত্র জপ করিবেন। সেই শত্রু মৃত্যুর বশতা প্রাপ্ত হইবে। ৬

শত্রুকে অনাহত (হৃদয়) দেশে স্থাপিত মন্ত্র-বহ্নি দ্বারা নির্দগ্ধ ধ্যান করিতে করিতে দিনাস্ত্র মন্ত্র জপ করিবেন। যম-কিঙ্করগণ শীঘ্র সেই শত্রুকে পাশের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইবেন। ৭

শত্রুকে বিশুদ্ধ স্থানগত দিনাস্ত্রের দ্বারা পীড়িত অধোমুখ ধ্যান করিতে করিতে দিনাস্ত্র মন্ত্র জপ করিবেন। সেই শত্রু শীঘ্র তিন দিনের মধ্যে নিরায়ুঃ (পঞ্চত্ব প্রাপ্ত) হইবে। ৮

আজ্ঞায় নিহিত শত্রুকে ভাবনাময় জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দাহ করিবেন। সেই শত্রু পুত্র, মিত্র, কলত্র প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুকে আশ্রয় করিবে। ৯

নাভিমাত্রজলে অবস্থান করিয়া সূর্য্যের বিম্বে দগ্ধ-সর্বাঙ্গ শত্রুকে ধ্যান করিতে করিতে অষ্টোত্তর শত (১০৮) মন্ত্র জপ করিবেন। সেই শত্রু সাত দিনের পূর্বেই যম লোকে গমন করে। ১০

মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দিনাস্ত্র মন্ত্র জপ করিবেন। শত্রু সন্নিপাত জ্বরে আক্রান্ত হইয়া যম-গ্রস্ত হইবে। ১১

স্থিত্বা দুর্গালয়ে মন্ত্রী ত্রিরাত্রং বর্জিতাশনঃ।
দিনবাণেন বিদ্ধাঙ্গং বৈরিণং প্রবিচিন্তয়েৎ।
জপেন্ মন্ত্রমিমং শত্রুর্জ্বরিতো মরণং ব্রজেৎ ॥ ১২

স্পৃষ্ট্বা দুর্গাং জপেন্ মন্ত্রমনশ্নংস্ত্রিদিনং স্মরন্।
শূল-প্রোতং নিজরিপুং দিনাস্ত্রেণ প্রদীপিতম্।
জ্বরেণ মহতাবিষ্টো জায়তেঽসৌ যমাতিথিঃ ॥ ১৩

রবিমণ্ডল-গং শত্রুং দষ্টং তদ্রথ-পন্নগৈঃ।
বিষাগ্নি-দগ্ধ-সর্বাঙ্গং ধ্যায়ন্নুষ্ণেণ বারিণা।
তর্পয়েদ্ দিনবাণেন স্যাদসৌ যমবল্লভঃ ॥ ১৪

রবিবিম্বাদাগতয়া জ্বালয়া গ্রস্ত-বিগ্রহম্।
রিপুং ধ্যাত্বা জপেন্ মন্ত্রং স ক্রীড়তি যমান্তিকে ॥ ১৫

গ্রহ-মুক্তার্ক-বিম্বস্থং বিদ্ধং মন্ত্রময়ৈঃ শরৈঃ।
প্রতিবধ্য নিজং শত্রুং জপেদযুতমন্ত্রবিৎ।
রিপুং নয়তি শীঘ্রেণ যমদূতো যমালয়ম্ ॥ ১৬

মন্ত্রজ্ঞ সাধক তিন রাত্রি ভোজন বর্জন করিয়া দুর্গার মন্দিরে অবস্থান করিয়া দিনাস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধাঙ্গ শত্রুকে উত্তমরূপে চিন্তা করিবেন এবং এই মন্ত্র জপ করিবেন। শত্রু জ্বর-গ্রস্ত হইয়া মৃত্যুকে লাভ করে। ১২

তিন দিন ভোজন না করিয়া দুর্গাদেবীকে স্পর্শ করিয়া নিজের শত্রুকে শূলপ্রোত দিনাস্ত্রের দ্বারা প্রদীপিত স্মরণ করিতে করিতে দিনাস্ত্র মন্ত্র জপ করিবেন। এই শত্রু মহাজ্বরে আবিষ্ট হইয়া যমের অতিথি হইয়া থাকে। ১৩

রবিমণ্ডল-গত শত্রুকে রবির রথগত সর্প কর্তৃক দষ্ট ঐ সর্পবিষের অগ্নির দ্বারা দগ্ধ-সর্বাঙ্গ ধ্যান করিতে করিতে গরম জলের দ্বারা দিনাস্ত্র মন্ত্রে তর্পণ করিবেন। সেই শত্রু যমের দাস হইবে। ১৪

রবি বিম্ব হইতে আগত জ্বালা দ্বারা গ্রস্তদেহ শত্রুকে ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিবেন। সেই শত্রু যমের নিকট খেলা করিবে। ১৫

দিনাস্ত্রবিৎ সাধক নিজ শত্রুকে রাহুগ্রাস রবিবিম্বস্থিত মন্ত্রময় শরের দ্বারা বিদ্ধ ধ্যান করিতে করিতে অযুত মন্ত্র জপ করিবেন। যমদূত শীঘ্রই এই শত্রুকে যমালয়ে লইয়া যায়। ১৬

প্রলয়ানল-সঙ্কাশাং কালরাত্রিমিবাপরাম্ ।
শূল-পাশ-ধরাং ঘোরাং সিংহ-স্কন্ধ-নিষেদুষীম্ ॥ ১৭
সবিতূর্মণ্ডলান্তঃস্থাং রক্তনেত্র-ত্রয়োদ্‌গতৈঃ ।
বিস্ফুলিঙ্গৈর্নির্দহন্তীং রিপুমাকুল-বিগ্রহম্ ॥ ১৮
স্পষ্ট-দংষ্ট্রা-ধরাং নৃত্যদ্-ভ্রুকুটী-ভীষণাননাম্ ।
তর্জয়ন্তীং নিজং শত্রুং তর্জন্যা ভীমরূপয়া ॥ ১৯
দংষ্ট্রা-ময়ূখ-জালেন দ্যোতয়ন্তীং দিগন্তরম্ ।
শূলেন বৈরিণো বক্ষো দারয়ন্তীং ভয়ঙ্করীম্ ।
জপেদ্ দিনত্রয়ং মন্ত্রী মারয়েদ্ রিপুমাত্মনঃ ॥ ২০
অস্ত্রমন্ত্র-কৃত-ন্যাসঃ প্রলয়াগ্নি-সমপ্রভাম্ ।
রক্তবস্ত্র-ধরাং ক্রুদ্ধাং রক্তনেত্র-ত্রয়ান্বিতাম্ ॥ ২১
সিংহাধিরূঢ়াং ধাবন্তীং ধাবমানং রিপুং প্রতি ।
খড়্গেন তচ্ছিরশ্ছিত্ত্বা ক্ষণাদ্ ব্যোমস্থলীং গতাম্ ॥ ২২
ধ্যাত্বা দুর্গাং জপেন্ মন্ত্রং ত্রিদিনং বর্জিতাশনঃ ।
অনেনৈব বিধানেন রিপুর্মৃত্যু-প্রিয়ো ভবেৎ ।
কর্মাণ্যেতানি কুর্বীত দিবসে ন তু রাত্রিষু ॥ ২৩

প্রলয়াগ্নির তুল্যা দ্বিতীয় কালরাত্রির সদৃশী শূল-পাশ-ধরা ঘোরা সিংহস্কন্ধে সমাসীনা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থা রক্তবর্ণ নেত্র ত্রয় হইতে উদ্‌গত বিস্ফুলিঙ্গ সমূহের দ্বারা ব্যাকুলদেহ শত্রুকে দাহকারিণী অধরে স্পষ্ট দংষ্ট্রা ভ্রূকুটি নৃত্যে ভীষণাননা ভীম-রূপা তর্জনী দ্বারা নিজ শত্রুকে তর্জন (ভয়প্রদর্শন) কারিণী দন্ত-ময়ূখের দ্বারা দিগন্তর দীপ্তিকারিণী শূলের দ্বারা শত্রু বক্ষঃ বিদারিণী ভয়ঙ্করী কালরাত্রিকে ধ্যান করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক তিন দিন দিনাত্র মন্ত্র জপ করিবেন। ইহা দ্বারা শত্রুকে মারিতে পারিবেন। ১৭-২০

মন্ত্রজ্ঞ অস্ত্রমন্ত্রে ন্যাস করিয়া প্রলয়াগ্নি সম-প্রভা রক্তবস্ত্র-ধরা ক্রুদ্ধা রক্ত নেত্র-ত্রয়ধারিণী সিংহাধিরূঢ়া ধাবমান শত্রুর প্রতি ধাবমানা খড়্গের দ্বারা শত্রুর মস্তক ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে গতা দুর্গাকে ধ্যান করিয়া তিন দিন অনাহারী হইয়া মন্ত্রকে জপ করিবেন। এই প্রয়োগের দ্বারা শত্রু যমপ্রিয় হইবে। এই প্রয়োগ সকল দিবসে করিবেন, রাত্রিতে করিবেন না। ২১-২৩

পশ্চিমামুখ-লিঙ্গস্য সজীবং মহিষং পুরঃ।
নিধায় তস্য শিরসি কুণ্ডং কৃত্বা ত্রিকোণকম্ ॥ ২৪

তস্মিন্ সমেধিতে বহ্নৌ যথাবদ্ দেশিকোত্তমঃ।
সত্রিকোণান্ সমন্ত্রার্ণান্ সাধ্য-নাম-সমন্বিতান্ ॥ ২৫

অক্তা-স্নক্তেন সংসিক্তান্ কারস্কর-সমিদ্বরান্।
সহস্রং জুহুয়াদ্ দেবীং ধ্যাত্বা সবিতৃ-মণ্ডলে ॥ ২৬

প্রলয়াগ্নিসমাং ঘোরাং দ্বাত্রিংশদ্-ভুজ-শোভিতাম্।
উদ্যতায়ুধ-সংদীপ্তাং নৃত্যন্তীং সিংহমস্তকে ॥ ২৭

মহাদংষ্ট্রাং মহাভীমাং জ্বলৎ-কেশীং নদন্মুখীম্।
রক্তান্ত্র-মাংস-বদনাং ঘূর্ণিতোগ্র-ত্রিলোচনাম্ ॥ ২৮

অনেন বিধিনা শত্রুর্মহাজ্বর-নিপীড়িতঃ।
বিমুঞ্চতি নিজং দেহং পুত্র-মিত্রাদিভিঃ সহ ॥ ২৯

ঊর্ধ্বমুক্তাম্ভসো মন্ত্রী লম্বয়িত্বা ভুজঙ্গমম্।
ভানু-বিম্বগতাং দুর্গাং সহস্রাদিত্য-সন্নিভাম্ ॥ ৩০

সহস্র-পাণি-চরণাং সহস্রাক্ষি-শিরোমুখীম্।

পশ্চিম-মুখ দ্বার শিবালয় গৃহের লিঙ্গের পুরোভাগে সজীব মহিষকে মাটিতে পুতিয়া তাহার মস্তকে ত্রিকোণ কুণ্ড করিয়া সেই কুণ্ডে প্রজ্বলিত বহ্নিতে দেশিকশ্রেষ্ঠ যথাবিধি কারস্কর বৃক্ষের উত্তম সমিধ্ সমূহে ত্রিকোণ লিখিয়া এবং পল্লব রীতিতে মন্ত্রবর্ণ সহিত সাধ্য নাম লিখিয়া ও অক্তারক্তের দ্বারা সংসিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে প্রলয়াগ্নির তুল্য ঘোরা দ্বাত্রিংশদ্ ভুজ-শোভিতা উদ্যত আয়ুধের দ্বারা সংদীপ্তা সিংহমস্তকে নৃত্যকারিণী মহাদংষ্ট্রা, মহাভীমা, জ্বলৎ কেশী গর্জনকর মুখবিশিষ্টা, রক্ত অন্ত্র মাংসে পূর্ণ-বদনা ঘূর্ণিত উগ্র ত্রিলোচনা দেবীকে ধ্যান করিয়া সহস্র হোম করিবেন। ২৪-২৮

এই বিধি দ্বারা শত্রু মহাজ্বরে নিপীড়িত হইয়া পুত্র মিত্রাদির সহিত নিজ দেহ ত্যাগ করে। ২৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পরম জলের ঊর্ধ্বে জীবন্ত কৃষ্ণ সর্পকে লম্বমান করিয়া সূর্য্য মণ্ডল গতা দুর্গাকে সহস্রাদিত্যের তুল্যা প্রভা সহস্র হস্তা ও সহস্র চরণা সহস্র নয়না,

সহস্র-নাগবদ্ধাঙ্গীং গ্রাসয়ন্তীং জগৎ-ত্রয়ম্ ॥ ৩১
ধ্যায়ন্ননেন সর্পাস্যে তর্পয়েদুষ্ণ-বারিণা ।
সংযতঃ কাল পাশেন বৈরী মুঞ্চেৎ স্বজীবিতম্ ॥ ৩২
মধ্যাহ্নার্কাযুত-প্রখ্যাং নদন্তীং নরসিংহবৎ ।
ঘোর-সিংহ-সমাসীনাং মহাভীষণ-দর্শনাম্ ॥ ৩৩
শূলপ্রোতাহিতাং ধ্যায়ন্ জপন্ মন্ত্রমনন্যধীঃ ।
তর্পয়েদুষ্ণ-তোয়েন সর্পবক্ত্রে দিনত্রয়ম্ ।
যমস্য ভবনং গচ্ছেদরাতির্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪
অর্ক-বৃক্ষ-প্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠিত-সমীরণাম্ ।
উষ্ণোদকে বিনিক্ষিপ্য বিষাঢ্যে বিধিনা ততঃ ॥ ৩৫
অর্কেন্ধনল-সঙ্কাশাং খড়্গ-খেটক-ধারিণীম্ ।
নয়ন-ত্রয়-নির্গচ্ছদ্-বিস্ফুলিঙ্গ-শতাকুলাম্ ॥ ৩৬
সিংহস্থাং সর্পভূষাঢ্যাং ত্রৈলোক্য-ভয় দায়িনীম্ ।
খড়্গাকৃত্তাহিতাং ধ্যায়ন্ প্রজপেদযুতং মনুম্ ।
বিধানেনামুনা শত্রুর্গ্রস্তো ভবতি মৃত্যুনা ॥ ৩৭

সহস্র শিরঃ ও সহস্র মুখধারিণী সহস্র নাগে আবদ্ধাঙ্গী জগৎ ত্রয়ের গ্রাসকারিণী ধ্যান করিতে করিতে এই মন্ত্রে সর্পের মুখে উষ্ণ জলের দ্বারা তর্পণ করিবেন। ইহাতে শত্রু যম পাশের দ্বারা বদ্ধ হইয়া নিজের প্রাণ ত্যাগ করে। ৩০-৩২

সাধক অনন্য চিত্ত হইয়া অযুত মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্টা দুর্গাকে নরসিংহবৎ গর্জনকারিণী ভীষণ দর্শন সিংহে সমাসীনা মহাভীষণ দর্শনা শত্রুকে শূলবিদ্ধ-কারিণী ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিতে করিতে সর্পের মুখে গরম জলের দ্বারা তিন দিন কারস্কর বৃক্ষের দর্বী দ্বারা তর্পণ করিবেন। ইহাতে শত্রু যমের ভবনে যাইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩৩-৩৪

অর্ক (আকন্দ) বৃক্ষের শত্রুর প্রতিকৃতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিষযুক্ত গরম জলে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পর সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির সদৃশী, খড়্গ ও খেটকধারিণী নয়ন-ত্রয়-নির্গত বিস্ফুলিঙ্গ শতের দ্বারা আকুলা সিংহস্থা, সর্পভূষণে ভূষিতা ত্রৈলোক্য-ভয়দায়িনী খড়্গের দ্বারা শত্রুকে ছেদনকারিণী দুর্গাকে ধ্যান করিতে করিতে বিধিপূর্ব্বক অযুত মন্ত্র জপ করিবেন। এই প্রয়োগের দ্বারা শত্রু মৃত্যু-কবলিত হয়। ৩৫-৩৭

প্রকল্প্য দুর্গায়তনে ত্রিকোণং কুণ্ডমুত্তমম্।
তত্র সংজ্বলিতে বহ্নৌ মহিষীশাকৃতি-কৃতাম্ ॥ ৩৮
পুত্তলীমঙ্গ-রক্তাক্তাং প্রতিষ্ঠিত-সমীরণাম্।
ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা প্রজুহুয়াদঙ্গরক্তাপ্লুতাং নিশি ॥ ৩৯
ধ্যাত্বা দুর্গাং প্রনৃত্যন্তীং মহিষোরঃ-স্থলান্তরে।
শূলেন মহিষস্যাঙ্গং ভিন্দন্তীং ঘোর-দর্শনাম্ ॥ ৪০
অট্টহাসৈরজস্রোত্থৈর্ভীষিতাসুর-সৈনিকাম্।
প্রলয়ানল-সঙ্কাশাং ভ্রমন্-নেত্র-ত্রয়ান্বিতাম্ ॥ ৪১
সন্দষ্টাধর-সংভিন্নাং দংষ্ট্রা-ভীম-মুখাম্বুজাম্।
খড়্গ-খেটক-যুক্তাভিঃ কন্যকাভিঃ সমাবৃতাম্।
অনেন বিধিনা শত্রুঃ প্রয়াতি যমসন্নিধিম্ ॥ ৪২
দিনাস্ত্রমেব কথিতং শত্রুনিগ্রহ-কারকম্।
কৃত্যাস্ত্র-দেশিতান্ কুর্য্যাৎ প্রয়োগান্ মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৪৩
আধারাদুদ্গতাং দেবীং কুণ্ডলীং সর্প-রূপিণীম্।
তাং ব্রহ্মরন্ধ্র-মার্গেণ যাতাং ব্যোমস্থলীং ততঃ ॥ ৪৪
মুখেন শত্রুমাদায় নিবৃত্তাং স্বগৃহং প্রতি।

দুর্গামন্দিরে উত্তম ত্রিকোণ কুণ্ড রচনা করিয়া সেই কুণ্ডে প্রজ্বলিত বহ্নিতে মহিষের বক্ষঃস্থলের মধ্যে নৃত্য-কারিণী, শূলের দ্বারা মহিষের অঙ্গ বিদারণ-কারিণী ঘোর-দর্শনা অজস্রোত্থিত অট্টহাসের দ্বারা অসুরসৈনিককে ভয় প্রদর্শন-কারিণী প্রলয়াগ্নি সদৃশী, ঘূর্ণায়মান নেত্রত্রয়-ধারিণী, সন্দষ্ট অধরের দ্বারা সংভিন্না, দন্তের দ্বারা ভীম-মুখা, খড়্গ খেটক-যুক্তা কন্যাগণ কর্ত্তৃক সমাবৃতা দুর্গাকে ধ্যান করিয়া মহীষীশ (যমের) আকৃতি তুল্য আকৃতিবিশিষ্টা পুত্তলীকে অঙ্গরক্তের দ্বারা আপ্লুত করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া রাত্রিতে প্রতিবার ছেদন করিয়া অঙ্গরক্তের দ্বারা আপ্লুত করিয়া হোম করিবেন। এই প্রয়োগের দ্বারা শত্রু যমের নিকট গমন করে। ৩৮ ৪২

শত্রুর নিগ্রহকারক দিনাস্ত্র এই প্রকার কথিত হইল। মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ কৃত্যাস্ত্র-বিধি-বোধিত প্রয়োগ সকল করিবেন। ৪৩

মূলাধার হইতে উদগতা ব্রহ্মরন্ধ্র মার্গে ব্যোমস্থলীতে (শিবস্থানে) গমন কারিণী তাহার পর মুখে শত্রুকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কারিণী

জলৎ-কালানলোদ্‌দীপ্তাং বিচিন্ত্য প্রজপেন্ মনুম্ ।
সপ্তভির্বাসরৈঃ শত্রুর্মৃত্যুং প্রাপ্নোতি মোহিতঃ ॥ ৪৫
অঙ্গার-বারে চিত্যগ্নৌ সর্ষপ-স্নেহ-লোলিতম্ ।
সিদ্ধার্থ-কুড়বং জপ্তং জুহুয়াৎ পক্ষমাত্রতঃ ।
কৃত্যাস্ত্র-জ্বালয়া দগ্ধো রিপুর্যম-পুরং ব্রজেৎ ॥ ৪৬
চতুর্দশ্যামর্দ্ধরাত্রে চিতাস্থীন্যস্ত্র-সাধকঃ ।
ব্রণ-তৈল-বিলিপ্তানি চিতাগ্নৌ জুহুয়াৎ ততঃ
অনেন বিধিনা শত্রুর্মৃত্যুমেষ্যতি কাতরঃ ॥ ৪৭
তুষাস্থিনির্মিতাং শত্রোর্ব্রণ-তৈল-পরিপ্লুতাম্ ।
প্রতিমাং স্থাপিত-প্রাণাং জুহুয়ান্ নিশি সাধকঃ ।
ছিত্ত্বা ছিত্ত্বাঽজরক্তেন সপ্তাহান্ ম্রিয়তে রিপুঃ ॥ ৪৮
শ্মশান-বালুকাঃ স্পৃষ্ট্বা সাক্ষতা নিযুতং জপেৎ ।
বিকিরেৎ তান্তড়াগাদৌ কৃত্যাস্ত্র-কথিতং জলম্ ।

জলৎ কালানলের ন্যায় উদ্দীপ্তা সেই সর্পরূপিণী কুণ্ডলিনী দেবীকে চিন্তা করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। সাত দিনের মধ্যেই শত্রু মোহিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৪৪-৪৫

অঙ্গার (মঙ্গল) বারে (ত্রিকোণ কুণ্ডে স্থাপিত যথোক্ত সংস্কারে সংস্কৃত) চিতাগ্নিতে সর্ষপ তৈলে লোলিত মন্ত্র জপ্ত এক কুড়ব সিদ্ধার্থ হোম করিবেন। এক পক্ষের মধ্যেই শত্রু কৃত্যাস্ত্র শিখায় দগ্ধ হইয়া যমপুরে গমন করে। ৪৬

কৃত্যাস্ত্র সাধক চতুর্দশীর অর্দ্ধরাত্রে ভল্লাত তৈলে বিলিপ্ত চিতাস্থি সকলকে চিতাগ্নিতে হোম করিবেন। এই প্রয়োগের দ্বারা শত্রু কাতর হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৭

সাধক ধান্যের তুষ ও মনুষ্যের অস্থিকে মিশ্রিত করিয়া তদ্ দ্বারা শত্রুর প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভল্লাতকের তৈলের দ্বারা তাহাকে পরিপ্লুত করিয়া সেই প্রতিমাকে প্রতিবার ছেদন করিয়া অজ (ছাগল) রক্তের দ্বারা লিপ্ত করিয়া রাত্রিতে হোম করিবেন। সপ্তাহের মধ্যে শত্রু মৃত্যু লাভ করে। ৪৮

অক্ষত সহিত শ্মশান বালুকা স্পর্শ করিয়া নিযুত কৃত্যাস্ত্র মন্ত্র জপ করিবেন। সেই মন্ত্র জপ্ত বালুকারাশিকে তড়াগাদিতে ছড়াইয়া দিবেন।

তদীয়ং পীতমচিরান্ নিহন্তি সকলান্ জনান্ ॥ ৪৯

কৃষ্ণাঙ্গার-চতুর্দশ্যাং প্রজপ্তৈঃ প্রেত-ভস্মভিঃ।
মহিষাজ্যেন লুলিতাস্তন্মন্ত্রাক্ষর-সংখ্যয়া।
নির্মায় গুটিকা এতাঃ সম্যগ্ জপ্ত-সমীরণাঃ ॥ ৫০

চিতিকাষ্ঠৈর্বিতে বহ্নৌ জুহুয়াদ্ দৃঢ়মানসঃ।
চতুর্দশী-ত্রয়াদর্বাক্ শত্রুর্মৃত্যুবশো ভবেৎ ॥ ৫১

শ্মশান-ভস্ম-সিদ্ধার্থান্ পঞ্চগব্যে বিনিক্ষিপেৎ।
মাহিষে সংস্মরেদ্ দেবীং কালাগ্নি সদৃশ-প্রভাম্ ॥ ৫২

ভর্জয়েৎ প্রজপন্ মন্ত্রং বিষকাষ্ঠৈর্বিতানলে।
দুর্গাগারে প্রজুহুয়াদনেনাঽযুতমন্ত্রবিৎ ॥ ৫৩

পুনরাদায় তদ্ভস্ম সেনায়াং বৈরিণঃ ক্ষিপেৎ।
সা সেনা বহুধা ভিন্না জ্বর-রোগ-বিমোহিতা ॥ ৫৪

আয়ুধানি পরিত্যজ্য যুদ্ধকালে পলায়তে।

তড়াগাদিতে বালুকা প্রক্ষেপের দ্বারা কৃত্যাস্ত্র কথিত (অগ্নিপক্ব) সেই তড়াগাদির জল জনগণ কর্তৃক পীত হইলে সেই পীত জল সেই সকল লোককে অচিরে নিহত করে। ৪৯

কৃষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারে চতুর্দশীতে মন্ত্র-জপ্ত মহিষী ঘৃতের দ্বারা লুলিত (ললিত—মর্দিত) প্রেতের ভস্মরাশি দ্বারা সেই মন্ত্র বর্ণের সংখ্যার গুটিকা নির্মাণ করিয়া এই গুটিকাগুলিতে সম্যক্‌রূপে প্রাণমন্ত্র জপ করিয়া দৃঢ়চিত্ত হইয়া চিতি কাষ্ঠ দ্বারা প্রদীপ্ত বহ্নিতে সেই গুটিকাগুলি হোম করিবেন। তিনটি চতুর্দশীর পূর্বেই শত্রু মৃত্যুর বশবর্তী হইবে। ৫০-৫১

শ্মশান ভস্ম ও সিদ্ধার্থ রাশিকে মাহিষ পঞ্চগব্যে নিক্ষেপ করিবেন এবং কালাগ্নি সদৃশ প্রভাবিশিষ্টা দেবীকে সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিবেন। ৫২

বিষ কাষ্ঠের দ্বারা প্রদীপ্ত বহ্নিতে বিষকাষ্ঠের দর্বী (হাতা) দ্বারা মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাহা ভাজিবেন। মন্ত্রবিৎ সাধক দুর্গাগৃহে বিষ কাষ্ঠের দ্বারা প্রদীপ্ত বহ্নিতে এই মন্ত্রের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। ৫৩

অনন্তর সেই ভস্ম গ্রহণ করিয়া শত্রুর সেনাতে নিক্ষেপ করিবেন। সেই সেনা বহু প্রকারে বিভক্ত হইয়া জ্বর রোগে বিমোহিত হইয়া যুদ্ধকালে অস্ত্র

গেহ-গ্রামাদিষু ক্ষিপ্তং কুর্য্যাদুচ্চাটনং ক্ষণাৎ ॥ ৫৫

সপ্তবারেষু কুলিকে দুর্গা-বেশ্মস্থ শর্করাঃ।
সপ্ত মাহেন্দ্র-দিগ্-বর্জ্জং গৃহীত্বা প্রজপেন্ মনুম্ ॥ ৫৬

মহিষী-পঞ্চগব্যেন ভর্জ্জয়েৎ তা যথা পুরা।
ভূয়ো জপিত্বা বিকিরেদ্ গেহ-গ্রাম-পুরেষিমাঃ।
স দেশো নশ্যতি ক্ষিপ্রং দগ্ধো মন্ত্রভবাগ্নিনা ॥ ৫৭

ব্রহ্মদণ্ডীং মর্কটিকাং কর-ক্রোশনিকাং ত্রয়ম্।
ভৌমবারস্থ কুলিকে গৃহীত্বা প্রজপেন্ মনুম্ ॥ ৫৮

চতুর্দশ্যাং রিপোর্গেহে নিখনেৎ প্রজপন্ মনুম্।
সার্দ্ধং পুত্র-কলত্রাদ্যৈরুৎসাদো জায়তে রিপোঃ।
একৈকং বা খনেন্ মন্ত্রী মণ্ডলাৎ তৎফলং ভবেৎ ॥ ৫৯

সকল ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করে। উহা গৃহ, গ্রাম প্রভৃতিতে নিক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ উচ্চাটন করে। ৫৪-৫৫

দুর্গা মন্দিরের পূর্ব দিক্ বাদ দিয়া আগ্নেয়াদি সাতটি স্থানের শর্করাকে রবি প্রভৃতি সাতটি বারের কুলিক বেলায় প্রত্যহ এক একটি শর্করা গ্রহণ করিয়া সপ্তম দিনে সবগুলিকে একত্র করিয়া স্পর্শ করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। ৫৬

সেই শর্করাগুলিকে পূর্বের ন্যায় বিষকাষ্ঠের অগ্নিতে বিষকাষ্ঠের দর্বীর দ্বারা পঞ্চগব্যের সহিত ভাজিবেন। পুনরায় ঐগুলিতে মন্ত্র জপ করিয়া গৃহ, গ্রাম ও পুরে (নগরে) ঐগুলিকে ছড়াইয়া দিবেন। সেই দেশ মন্ত্রোৎপন্ন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ৫৭

মঙ্গলবারের কুলিক বেলায় ব্রহ্ম দণ্ডী (ব্রাহ্মণের দণ্ড) মর্কটিকা (কপিকচ্ছু) ও করক্রোশনিকা (বজ্রদণ্ড) এই তিনটিকে গ্রহণ করিয়া জপ করিবেন। ৫৮

চতুর্দশীতে শত্রুর গৃহে মন্ত্র জপ করিতে করিতে এই তিনটি পুঁতিয়া দিবেন। তাহাতে পুত্র, কলত্রাদির সহিত শত্রুর উৎসাদ[1] জন্মে। অথবা মন্ত্রজ্ঞ সাধক এক একটি পুঁতিয়া দিবেন। মণ্ডলের মধ্যেই তাহার ফল পাইবেন। ৫৯

১। যে উচ্চাটন হইলে আর পুনরায় আগমন হয় না। সেই উচ্চাটনই উৎসাদ।

ষড়্বিন্দু-ষট্কং পুত্তল্যাং নিখনেদোদনাম্বিতম্।
স্পৃষ্ট্বা তাং প্রজপেদস্ত্রং কৃষ্ণাষ্টম্যাং নিশার্দ্ধতঃ ॥ ৬০

শত্রুনাম-সমাযুক্তং শ্মশানে নিখনেদিমান্।
প্রণশ্যেৎ স রিপুঃ শীঘ্রং সকুটুম্বঃ সবান্ধবঃ ॥ ৬১

কপাল-শকলান্ মন্ত্রী কৃত্যাস্ত্রাক্ষর-সংখ্যকান্।
স্পৃষ্ট্বা তান্ প্রজপেদস্ত্রং প্রাণ-স্থাপন-পূর্বকম্ ॥ ৬২

কৃষ্ণাঙ্গার-চতুর্দশ্যাং শ্মশানে বিষবৃক্ষ-জে।
জুহুয়াদজ-রক্তাক্তান্ কৃত্যাস্ত্র-জ্বালয়া হতঃ।
রিপুর্যমপুরং গচ্ছেন্ মহাজ্বর-বিমোহিতঃ ॥ ৬৩

অজ-রক্তেন সম্পূর্ণে কলশে নিক্ষিপেদহিম্।
কপালেন পিধায়ৈনং ছাদয়েদ্ রক্ত-বাসসা ॥
পূজয়েদ্ রক্ত-পুষ্পাদ্যৈঃ স্পৃষ্ট্বা তমযুতং জপেৎ ॥ ৬৪

ছয়টি ষড়্বিন্দু[১] ওদনযুক্ত করিয়া পুত্তলীতে পুতিয়া দিবেন। কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রির অর্দ্ধভাগে সেই পুত্তলীকে স্পর্শ করিয়া শত্রুর রীতিতে শত্রুর নাম সংযুক্ত অস্ত্র মন্ত্র জপ করিবেন। পরে উহাকে শ্মশানে পুতিয়া দিবেন। কুটুম্ব ও বান্ধবের সহিত সেই শত্রু শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ৬০-৬১

মন্ত্রজ্ঞ সাধক কৃত্যাস্ত্র মন্ত্রের অক্ষর সংখ্যক কপাল খণ্ড লইয়া প্রাণ স্থাপন পূর্বক তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া অস্ত্রমন্ত্র জপ করিবেন। ৬২

কৃষ্ণ পক্ষের মঙ্গল বারে চতুর্দশীতে শ্মশানে বিষ বৃক্ষের দ্বারা প্রদীপ্ত বহ্নিতে সেই ছাগরক্তাক্ত কপাল খণ্ডসমূহকে হোম করিবেন। শত্রু কৃত্যাস্ত্রের জ্বালায় পীড়িত ও মহাজ্বরে বিমোহিত হইয়া যমপুরে গমন করে। ৬৩

ছাগলের রক্তের দ্বারা পরিপূর্ণ কলশে জীবন্ত কৃষ্ণবর্ণ সর্পকে নিক্ষেপ করিবেন। এই কলশকে কপালের দ্বারা ঢাকা দিয়া রক্ত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবেন। সেই শত্রুরূপ ঘটকে রক্ত পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবেন। সেই শত্রুরূপ ঘটকে স্পর্শ করিয়া অযুত মন্ত্র জপ করিবেন। ৬৪

১। বর্ষাকালে প্রথম জলপাতে এক প্রকার কীট জন্মে। তাহার দেহে পাঁচটি শ্বেত বর্ণের বিন্দু থাকে। অন্য একটি বিন্দু ভিন্ন বর্ণের হয়। এইরূপ কীটকে ষড়্বিন্দু বলে। পঞ্চবিন্দু উহার নামান্তর।

ভৌমবারে নিশামধ্যে কারস্কর-সমেধিতে।
শ্মশান-বহ্নৌ জুহুয়াদ্ গচ্ছেদ্ যমপুরং রিপুঃ ॥ ৬৫
সাধ্য-নক্ষত্র-বৃক্ষেণ কৃত্বা কুম্ভং প্রপূরয়েৎ।
মাহিষৈঃ পঞ্চগব্যৈস্তং বিড়ালং তত্র নিক্ষিপেৎ ॥ ৬৬
জপ-পূজাদিকং সর্বং যথাপূর্বং সমাচরেৎ।
কারস্কর-ভবে বহ্নৌ কৃত্যাস্ত্রেণ সমেধিতে ॥ ৬৭
অযুতং ব্রণতৈলেন হুত্বাঽন্তে তং ঘটং পুনঃ।
আমস্তকং সমুদ্ধৃত্য জপেন্ মন্ত্রমনন্যধীঃ।
জুহুয়াদ্ বিধিনাঽনেন ত্রিদিনৈর্ম্রিয়তে রিপুঃ ॥ ৬৮
সুন্দরং মহিষীবৎসমেকরাত্রমুপোষিতম্।
পায়য়ন্ মহিষী-সর্পিঃ-প্রস্থং মন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্ ॥ ৬৯
কুশৈরাবদ্ধ-সর্বাঙ্গং স্থাপিত-প্রাণমঞ্জসা।
কারস্করৈরেধিতে বহ্নৌ ব্রণতৈলেন মন্ত্রবিৎ ॥ ৭০
হোমং কৃত্বাঽযুতং বৎসং জুহুয়াদ্ যতমানসঃ।

ভৌমবারে নিশার মধ্যভাগে অর্থাৎ মধ্য রাত্রিতে কারস্কর বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা উদ্দীপ্ত শ্মশানের বহ্নিতে হোম করিবেন। তাহাতে শত্রু যমপুরে গমন করিবে। ৬৫

সাধ্য শত্রুর নক্ষত্র বৃক্ষের দ্বারা কুম্ভ নির্মাণ করিয়া সেই কুম্ভকে মহিষের পঞ্চগব্যের দ্বারা পূর্ণ করিবেন। সেই ঘটে কৃষ্ণবর্ণ বিড়ালকে নিক্ষেপ করিবেন। ৬৬

কপালের দ্বারা সেই ঘটকে ঢাকা দিয়া রক্ত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবেন। পূর্বের ন্যায় জপ পূজাদি সমস্তই করিবেন। কারস্কর বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা উদ্দীপ্ত শ্মশান বহ্নিতে কৃত্যাস্ত্র মন্ত্রে ভল্লাত-তৈলের দ্বারা অযুত হোম করিয়া হোমান্তে সেই ঘটকে পুনরায় আমস্তক উত্তোলন করিয়া অনন্য-চিত্তে জপ করিবেন এবং এই বিধি দ্বারা হোম করিবেন। তিন দিনের মধ্যেই শত্রুর মৃত্যু হইবে। ৬৭-৬৮

মন্ত্রবিৎ সাধক সংযত-চিত্ত হইয়া একরাত্র উপোষিত সুন্দর মহিষী-বৎসকে কৃত্যাস্ত্র মন্ত্রে মন্ত্রিত প্রস্থ পরিমাণ মহিষীঘৃত পান করাইতে করাইতে কুশের দ্বারা সর্বাঙ্গ আবদ্ধ করিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া শীঘ্র কারস্কর বৃক্ষের

একেন দিবসেনাঽরির্গচ্ছেদ্ যমপুরং প্রতি ॥ ৭১
ত্রিকোণ-কুণ্ড-নিহিতে বহ্নৌ মন্ত্রেণ দীপিতে।
অর্চিতে গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈরযুতং জুহুয়াৎ ক্রমাৎ ॥ ৭২
রাজি-ভল্লাতক-তিল-তৈলৈঃ সপ্তদিনং ততঃ।
প্রসূতি-সময়-প্রাপ্তাং মহিষীং স্থাপিতানিলাম্ ॥ ৭৩
পূজিতাং গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ স্পৃশন্ কূর্চেন তাং জপেৎ।
মস্তকাদ্ যোনি-পর্য্যন্তং ধিয়া বৎসমনুস্মরন্ ॥ ৭৪
আকৃষ্য হস্তে পতিতং জুহুয়াদ্দীপিতেঽনলে।
এবং কৃতে সমুৎপন্না কৃত্যা দীপ্তা হুতাশনাৎ ॥ ৭৫
ভক্ষয়েদচিরাচ্ছত্রুমীশ্বরেণাপি রক্ষিতম্।
পুনরগ্নৌ বিশত্যেষা কর্ত্তারমপি কাঙ্ক্ষিণী ॥ ৭৬
এবং বিধানি কর্মাণি যঃ কুর্য্যান্ মন্ত্রবিত্তমঃ।
স জপেদাত্মরক্ষার্থং মন্ত্রান্ মৃত্যুঞ্জয়াদিকান্ ॥ ৭৭

কাষ্ঠের দ্বারা প্রদীপ্ত বহ্নিতে ভল্লাত তৈলের দ্বারা অযুত হোম করিয়া বৎসকে হোম করিবেন। এক দিবসে শত্রু যমপুরের দিকে গমন করিবে। ৬৯-৭১

ত্রিকোণ কুণ্ডে স্থাপিত কৃত্যামন্ত্রে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চিত ও প্রদীপ্ত বহ্নিতে সাত দিন যাবৎ ক্রমে ক্রমে রাজি তৈল, ভল্লাতক তৈল ও তিল তৈলের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। তাহার পর প্রসবকাল প্রাপ্তা প্রতিষ্ঠিত-প্রাণা গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজিতা সেই মহিষীকে মস্তক হইতে যোনিপর্য্যন্ত কূর্চের দ্বারা স্পর্শ করিয়া মনে মনে বৎসকে স্মরণ করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিবেন। ৭২-৭৪

আকর্ষণে হস্তে পতিত বৎসকে প্রদীপ্ত বহ্নিতে শত্রু বুদ্ধিতে হোম করিবেন। এইরূপ করিলে প্রদীপ্ত বহ্নি হইতে কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া ঈশ্বরের দ্বারাও রক্ষিত শত্রুকে অচিরেই ভক্ষণ করে। এইকৃত্যা কর্তাকে (কৃত্যা উৎপাদনকারী ঋত্বিক্‌কেও) ভক্ষণ করিবার ইচ্ছায় পুনরায় অগ্নিতে প্রবেশ করে। ৭২-৭৬

বিবৃতি। যে সমস্ত পুরোহিত অর্থলোভে যজমানের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া অভিচার কর্ম সকল করেন। সেই অভিচারের দ্বারা তাঁহাদের মহা অনিষ্ট হয়। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ঐ সকল কর্ম কারণে অনিষ্ট হয় না। ৭৬

যে মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ এই সকল কর্ম করিবেন, তিনি আত্মরক্ষার জন্য মৃত্যুঞ্জয়াদি মন্ত্র জপ করিবেন। ৭৭

অথো লবণ মন্ত্রস্য বিধানমভিধীয়তে।
ঋগাদ্যা কথিতা পূর্বং লবণাম্বসি পূর্বিকা ॥ ৭৮
লবণাদি-দ্বিতীয়াস্যা দহাদ্যা পরিকীর্ত্তিতা।
ত্বং দহ্যাহস্যা চতুর্থী স্যাদ্ যা তে পূর্বাথ পঞ্চমী[1] ॥ ৭৯
লবণাম্বসি তীক্ষ্ণোঽসি উগ্রোঽসি হৃদয়ং তব।
লবণস্য পৃথিবী মাতা লবণস্য বরুণঃ পিতা ॥ ৮০
লবণে হূয়মানে তু কুতো নিদ্রা কুতো রতিঃ।
লবণং পচতি পাচয়তি লবণং ছিন্দতি ভিন্দতি।
অমুকস্য দহ গাত্রাণি দহ মাংসং দহ ত্বচম্ ॥ ৮১
দহ ত্বগসৃঙ্-মাংস-মেদোঽস্থিভ্যো মজ্জিকাং দহ।
যদি বসতি যোজন-শতে নদীনাং বা শতান্তরে ॥ ৮২

অনন্তর লবণ-মন্ত্রের বিধান বলিতেছি। লবণাম্বসি পূর্বক ঋক্‌টি প্রথম ঋক্ বলিয়া পূর্বে প্রাচীন তান্ত্রিকাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ৭৮

লবণে ইত্যাদি মন্ত্রটি দ্বিতীয়া ঋক্, দহ ইত্যাদি মন্ত্রটি অস্য তৃতীয়া ঋক্, ত্বং দহ্যা ইত্যাদি মন্ত্রটি অস্য চতুর্থী ঋক্, যা তে ইত্যাদি মন্ত্রটি পঞ্চমী ঋক্। ৭৯

আথর্বণীয় প্রথম ঋক্ হইতেছে—লবণাম্বসি তীক্ষ্ণোঽসি উগ্রোঽসি হৃদয়ং তব। লবণস্য পৃথিবী মাতা লবণস্য বরুণঃ পিতা। ইহার অর্থ হইতেছে—হে লবণ। তুমি লবণ জলে উগ্র। তোমার হৃদয় উগ্র, লবণের মাতা পৃথিবী, লবণের পিতা বরুণ। ৮০

দ্বিতীয় ঋক্ হইতেছে—লবণে হূয়মানে তু কুতো নিদ্রা কুতো রতিঃ। লবণং পচতি পাচয়তি। লবণং ছিন্দতি ভিন্দতি। অমুকস্য দহ গাত্রাণি দহ মাংসং দহ ত্বচম্। এই ঋকের অর্থ হইতেছে—লবণ আহুতি দিলে নিদ্রা কোথায়? রতিই বা কোথায়? অর্থাৎ নিদ্রা আনন্দ কিছুই থাকে না। লবণ পাক করে, পাক করায়। লবণ ছেদন করে, ভেদন করে, শত্রুর গাত্র সমূহকে ভস্ম কর, মাংসকে ভস্ম কর, ত্বক্‌কে ভস্ম কর। ৮১

তৃতীয় ঋক্ হইতেছে—দহ ত্বগসৃঙ্-মাংস-মেদোঽস্থিভ্যো মজ্জিকাং দহ। যদি বসতি যোজনশতে নদীনাং বা শতান্তরে। এই ঋকের অর্থ হইতেছে—ত্বক্, অসৃক্ (রক্ত), মাংস ও মেদকে ভস্ম কর। অস্থিসমূহ হইতে মজ্জাকে ভস্ম কর। যদি শত্রু শত যোজন দূরে অথবা শত নদীর বাহিরে বাস করে। ৮২

১। আগমানুসন্ধান সমিতি প্রকাশিত শারদাতিলকে ৮৩ শ্লোকের পরে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইয়াছে। উহা প্রমাদকৃত।

তং দহ্বা নয় মে শীঘ্রমগ্রে লবণস্য তেজসা।
নগরে লোহ-প্রাকারে কৃষ্ণসর্প-বৃতার্গলে।
অত্রৈব বশমায়াতু লবণমন্ত্র-পরাক্রমঃ ॥ ৮৩
যা তে রাত্রিঃ শল্যবিদ্ধস্য শূলাগ্রারোপিতস্য চ।
যা তে রাত্রির্মহারাত্রিঃ সা তে রাত্রির্মহানিশা ॥ ৮৪
অঙ্গিরা মুনিরাখ্যাতশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্
অগ্নী রাত্রিঃ পুনর্দুর্গা ভদ্রকালী চ দেবতাঃ ॥ ৮৫
চিটিমন্ত্রাক্ষরৈঃ কুর্য্যাৎ ষড়ঙ্গানি সমাহিতঃ।
পঞ্চভির্হৃদয়ং প্রোক্তং ত্রিভির্বর্ণৈঃ শিরঃ স্মৃতম্ ॥ ৮৬
পঞ্চবর্ণৈঃ শিখা প্রোক্তা কবচং করণাক্ষরৈঃ।
পঞ্চভির্নেত্রমুদিতং যুগলেনাস্ত্রমীরিতম্ ॥ ৮৭

চতুর্থ খণ্ড হইতেছে--তং দহ্বা নয় মে শীঘ্রমগ্রে লবণস্য তেজসা, লোহ-প্রাকারে নগরে কৃষ্ণসর্পবৃতার্গলে অত্রৈব বশমায়াতু লবণমন্ত্র-পরাক্রমঃ। ইহার অর্থ হইতেছে—লবণমন্ত্রের তেজে সেই শত্রুকে দগ্ধ করিয়া আমার অগ্রে লইয়া আসুন। কৃষ্ণসর্পের দ্বারা আবৃত অর্গল-যুক্ত লোহ প্রকারের মধ্যে নগরে থাকিলেও লবণমন্ত্রের পরাক্রম এই স্থানেই তাহাকে বশে আনয়ন করুন। ৮৩

পঞ্চম খণ্ড হইতেছে—যা তে রাত্রিঃ শল্যবিদ্ধস্য শূলাগ্রারোপিতস্য চ। যা তে রাত্রির্মহারাত্রিঃ সা তে রাত্রির্মহানিশা। ইহার অর্থ হইতেছে—তোমার যে রাত্রি, সে মহারাত্রি, শল্য-বিদ্ধ শূলের অগ্রে নিক্ষিপ্ত তোমার যে রাত্রি, সে রাত্রি মহারাত্রি, তোমার যে রাত্রি, সে মহানিশা। ৮৪

এই লবণ মন্ত্রের অঙ্গিরা ঋষি কথিত হইয়াছেন। অনুষ্টুপ্ (ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ) কথিত হইয়াছে। অগ্নি, রাত্রি, দুর্গা ও ভদ্রকালী দেবতা। (এই মন্ত্রের ক্রোং বীজ, হ্রীং শক্তি)। ৮৫

সাধক সমাহিত হইয়া চিটি মন্ত্রের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। চিটি মন্ত্রের পাঁচটি অক্ষরের দ্বারা হৃদয় মন্ত্র কথিত হইয়াছে। তিনটি বর্ণের দ্বারা শিরো মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ৮৬

পাঁচটি বর্ণের দ্বারা শিখা মন্ত্র কথিত হইয়াছে। করণ (চারি) সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা কবচ মন্ত্র, পাঁচটি অক্ষরের দ্বারা নেত্র মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। দুইটি অক্ষরের দ্বারা অস্ত্র মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৮৭

তারশ্চিটি-দ্বয়ং পশ্চাচ্চণ্ডালি! তদনন্তরম্।
মহৎ-পদাদ্যাং তাং ক্রুয়াদমুকং মে ততঃ পরম্ ॥ ৮৮
বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং চিটিমন্ত্র উদাহৃতঃ।
চতুর্বিংশত্যক্ষরাত্মা সর্বকাম-ফলপ্রদঃ ॥ ৮৯
নবকুঙ্কুম-সংভিন্নং ত্রিনেত্রং রুচিরাকল্পশতং ভজামি বহ্নিম্।
স্রুব-শক্তি-বরাভয়ানি দোর্ভির্দধতং রক্ত-সরোরুহে নিষণ্ণম্ ॥ ৯০
কালাম্বুবাহ-দ্যুতিমিন্দু-বক্ত্রাং
হারাবলী-শোভি-পয়োধরাঢ্যাম্।
কপাল-পাশাঙ্কুশ-শূলহস্তাং
নীলাম্বরাং যামবতীং নমামি ॥ ৯১
কালাম্বুদাভামসি-শঙ্খ-শূল-খড়্গাঢ্য-হস্তাং তরুণেন্দু-চূড়াম্।

চিটি মন্ত্র কথিত হইতেছে—প্রথমে তার (ওঁ) ও চিটিদ্বয়—চিটি চিটি, পরে চণ্ডালি। তাহার পর মহাপদ আগে দিয়া সেই চণ্ডালি পদ অর্থাৎ মহাচণ্ডালি। পদ বলিবেন। তাহার পর অমুকং মে বলিয়া তাহার পর বশমানয় ও ঠদ্বয় (স্বাহা) বলিবেন। তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ওঁ চিটি চিটি চণ্ডালি। মহাচণ্ডালি। অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। সর্বকাম-ফল প্রদ চতুর্বিংশতি অক্ষর স্বরূপ এই চিটি মন্ত্র কথিত হইয়াছে। (এই চিটিমন্ত্র সহিত পূর্বোক্ত স্বরূপতক একটিই বিদ্যা।)। ৮৮-৮৯

স্রগ্ দেবতা অগ্নির ধ্যানের অর্থ কথিত হইতেছে। নব কুঙ্কুমের সহিত সম্ভিন্ন (মিলিত) অর্থাৎ নবকুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ ত্রিনেত্র মনোহর শত ভূষণে ভূষিত দক্ষিণ ও বামের ঊর্ধ্ব হস্তে স্রুব ও শক্তি, দক্ষিণ ও বামের অধোহস্তে বর ও অভয়মুদ্রাধারী রক্তপদ্মে উপবিষ্ট বহ্নিকে আমি ভজনা করি। ৯০

মন্ত্রদেবতা রাত্রির ধ্যানের অর্থ হইতেছে—কৃষ্ণ মেঘের দ্যুতির ন্যায় দ্যুতি বিশিষ্টা চন্দ্রমুখী হার সমূহের দ্বারা শোভিত স্তন-ধারিণী কপাল, পাশ, অঙ্কুশ ও শূল হস্তা (বামের অধোহস্তে কপাল, ঊর্ধ্বহস্তে পাশ, দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্তে অঙ্কুশ ও অধোহস্তে শূল) নীলাম্বরা যামবতী রাত্রিকে প্রণাম করি। ৯১

মন্ত্রদেবতা দুর্গার ধ্যানের অর্থ হইতেছে—কৃষ্ণ মেঘের আভার ন্যায় আভা-বিশিষ্টা অসি, শঙ্খ, শূল ও খড়্গ হস্তা (দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্তে অসি, বামের ঊর্ধ্ব হস্তে শঙ্খ, বামের অধোহস্তে শূল, দক্ষিণের অধোহস্তে খড়্গ) নবচন্দ্র-যুক্ত

ভীমাং ত্রিনেত্রাং জিত-শত্রুবর্গাং দেবীং স্মরেদ্ দুর্গতি-ভঙ্গ-হস্তাম্॥ ৯২

টঙ্কং কপালং ডমরুং ত্রিশূলং সংবিভ্রতী চন্দ্রকলাবতংসা।
পিঙ্গোর্দ্ধকেশী সিত-ভীম-দংষ্ট্রা ভূয়াদ্ বিভূত্যৈ মম ভদ্রকালী॥ ৯৩

ঋক্-পঞ্চকং জপেৎ সম্যগযুতং তদ্-দশাংশতঃ।
হবিষা ঘৃত-সিক্তেন জুহুয়াদর্চিতেঽনলে॥
এবং কৃত-পুরশ্চর্য্যঃ প্রয়োগে কুশলো ভবেৎ॥ ৯৪

অগ্নির্যামবতী ধ্যেয়ৌ বশ্যাকর্ষণ-কর্মণোঃ।
স্মরেদ্ দুর্গাং ভদ্রকালীং মন্ত্রী মারণ-কর্মণি॥ ৯৫

জানু-প্রমাণে সলিলে স্থিত্বা নিশি জপেন্ মনুম্।
অনেন বাঞ্ছিতঃ সাধ্যঃ কিঙ্করো জায়তে ক্ষণাৎ॥ ৯৬

নাভি মাত্রোদকে স্থিত্বা জপেন্ মন্ত্রমিমং সুধীঃ।
অষ্টোত্তর-সহস্রং যস্তস্য সাধ্যো বশো ভবেৎ॥ ৯৭

মুকুট-ধারিণী ভীমা ত্রিনেত্রা শত্রুবর্গ-বিজয়িনী দুর্গতিভঞ্জে প্রসারিত হস্তা দেবী দুর্গাকে ধ্যান করিবেন। ৯২

ভদ্রকালীর ধ্যানের অর্থ হইতেছে—দক্ষিণের অধো হস্তে টঙ্ক, বামের অধো হস্তে কপাল, দক্ষিণের ঊর্দ্ধ হস্তে ডমরু, বামের ঊর্দ্ধ হস্তে ত্রিশূলধারিণী চন্দ্রকলাযুক্ত মুকুট-ধারিণী পিঙ্গল ঊর্দ্ধকেশী সিত ও ভীম দংষ্ট্রা-ধারিণী ভদ্রকালী আমার বিভূতির জন্য হউন। ৯৩

পুরশ্চরণে ৫টি মন্ত্র সহিত ঋক্ পঞ্চক অযুত সংখ্যক জপ করিবেন। অর্চিত বহ্নিতে ঘৃত সিক্ত হবিঃ দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। এই প্রকারে পুরশ্চরণ করিলে সাধক প্রয়োগে কুশল হন। ৯৪

বশ্য ও আকর্ষণ কর্মে অগ্নি ও রাত্রিকে ধ্যান করিবেন। মারণ কর্মে মন্ত্রজ্ঞ সাধক দুর্গা ও ভদ্রকালীকে ধ্যান করিবেন। ৯৫

জানু-প্রমাণ জলে অবস্থান করিয়া রাত্রিতে এই মন্ত্র অযুত সংখ্যক অথবা তিন হাজার জপ করিবেন। ইহা দ্বারা বাঞ্ছিত শত্রু ক্ষণকালের মধ্যে কিঙ্কর হইয়া যাইবে। ৯৬

যে সুধী সাধক নাভিমাত্র জলে অবস্থান করিয়া এই মন্ত্র ১০০৮ জপ করেন, তাহার শত্রু বশীভূত হয়। ৯৭

শক্‌-পঞ্চকং জপেৎ সম্যক্ কণ্ঠমাত্রাম্ভসি স্থিতঃ।
সপ্তভির্দিবসৈর্ভূপান্ বশয়েদ্ বিধিনাঽমুনা॥ ৯৮
বিলিখ্য তালপত্রে তং সাধ্যনাম্না বিদর্ভিতম্।
নিঃক্ষিপ্য ক্ষীরসংমিশ্রে জলে তৎ ক্বাথয়েৎ নিশি।
বশ্যো ভবতি সাধ্যোঽস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৯৯
তালপত্রে লিখিত্বৈবং ভদ্রকালী-গৃহে খনেৎ।
বশ্যায় সর্বজন্তূনাং প্রয়োগোঽয়মুদাহৃতঃ॥ ১০০
তাম্রপত্রে লিখ্য মন্ত্রং সাধ্য-নাম-বিদর্ভিতম্।
তাপয়েৎ খাদিরে বহ্নৌ মাসং বশ্যো ভবেন্ নরঃ॥ ১০১
ত্রিকোণং কুণ্ডমাপাদ্য সম্যক্ শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণম্।
তস্মিন্ হোমং প্রকুর্বীত সংস্কৃতে হব্যবাহনে॥ ১০২
প্রক্ষাল্য গব্যদুগ্ধেন সংশোষ্য লবণং সুধীঃ।
সুচূর্ণিতং প্রজুহুয়াৎ সপ্তাহাদ্ বশয়েদ্ জনান্॥ ১০৩

যে সাধক কণ্ঠমাত্র জলে অবস্থান করিয়া শকৃপঞ্চক ১০০৮ বার জপ করেন, তিনি এই বিধি দ্বারা সাত দিনের মধ্যে নৃপতিগণকে বশ করেন। ৯৮

বিবৃতি। লবণ মন্ত্রের পীঠ শক্তি হইতেছে—ভীষণী, বহুরূপা, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা, মদোৎকটা, মারণী, মোহনী, কান্তা কমণ্ডলুধরা ও অভিচারকরী। পীঠমন্ত্র হইতেছে—আং হ্রীং ক্রোং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ। পদার্থদর্শে ইহা উক্ত হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ সেইখানে দ্রষ্টব্য। ৯৮

তাল পত্রে সাধ্য নামের দ্বারা বিদর্ভিত সেই মন্ত্রকে লিখিয়া দুগ্ধ মিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া রাত্রিতে সেই জলকে ক্বাথ করিবেন। শত্রু তাহার বশ হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই। ৯৯

তাল পত্রে এইরূপ লিখিয়া ভদ্রকালীর গৃহে পুতিয়া দিবেন। সমস্ত প্রাণীর বশ্যের জন্য এই প্রয়োগ কথিত হইয়াছে। ১০০

তাম্র পত্রে সাধ্যনাম বিদর্ভিত মন্ত্র লিখিয়া খদির কাষ্ঠের বহ্নিতে এক মাস যাবৎ তাপিত করিবেন। ইহাতে মানুষ বশ হইবে। ১০১

শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ ত্রিকোণ কুণ্ড সম্যক্‌রূপে নির্মাণ করিয়া সেই কুণ্ডে সংস্কৃত বহ্নিতে হোম করিবেন। ১০২

সুধী সাধক গব্য দুগ্ধের দ্বারা লবণকে প্রক্ষালিত করিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া সপ্তাহ যাবৎ হোম করিবেন। ইহা দ্বারা জনগণকে বশ করিবেন। ১০৩

দধি-মধ্বাজ্য-সংসিক্তৈঃ সৈন্ধবৈর্জুহুয়াৎ তথা।
বশয়েদখিলান্ দেবানচিরাৎ কিমু পার্থিবান্ ॥ ১০৪
বিশুদ্ধং লবণ-প্রস্থং বিভক্তং পঞ্চধা পৃথক্।
একৈকয়া প্রজুহুয়াদৃচা পঞ্চাহমাদরাৎ।
যস্য নাম্না স বশ্যঃ স্যাদনেন বিধিনাঽচিরাৎ ॥ ১০৫
শুদ্ধং লবণমাদায় জুহুয়ান্ মধুরান্বিতম্।
ঊনপঞ্চাশদাহুত্যা বশং নয়তি বাঞ্ছিতম্ ॥
নিত্যং শুদ্ধেন লোণেন হুত্বা শত্রূন্ বশং নয়েৎ ॥ ১০৬
মধুরত্রয়-সংযুক্তৈর্লবণৈঃ সাধু চূর্ণিতৈঃ।
জুহুয়াদ্ বশয়েৎ নারীর্নরান্ নরপতীনপি ॥ ১০৭
মন্ত্রং কৃষ্ণ-তৃতীয়াদি প্রজপেদ্ যাবদষ্টমী।
পুত্তলীঃ পঞ্চ কুর্বীত সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সমাঃ শুভাঃ ॥ ১০৮

দধি, মধু ও আজ্য সংসিক্ত সেইরূপ সৈন্ধব সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ইহা দ্বারা অচিরেই দেবগণকে বশ করিবেন। পার্থিব দেহধারিগণকে যে বশ করিবেন। ইহাতে আর বক্তব্য কি ? । ১০৪

বিশুদ্ধ এক প্রস্থ সৈন্ধব লবণকে পৃথক্ পৃথক্ পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া এক একটি ঋকের দ্বারা আদরের সহিত পাঁচ দিন এই বিধি দ্বারা যাহার নামে হোম করিবেন। অচিরে সে বশ্য হইবে। ১০৫

শুদ্ধ (পূর্ববৎ প্রক্ষালিত) সৈন্ধব লবণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে মধুরান্বিত করিয়া তাহার ঊনপঞ্চাশৎ (৪৯) আহুতি দ্বারা বাঞ্ছিত শত্রুকে বশ করেন। নিত্য (প্রত্যহ) শুদ্ধ সৈন্ধব লবণের দ্বারা হোম করিয়া শত্রুগণকে বশে আনয়ন করেন। ১০৬

উত্তমরূপে চূর্ণিত মধুর ত্রয় সংযুক্ত সৈন্ধব লবণের দ্বারা হোম করিবেন। ইহা দ্বারা নারীগণ, নরগণ ও নৃপতিগণকে বশ করিবেন। ১০৭

কৃষ্ণা তৃতীয়া হইতে কৃষ্ণা অষ্টমী পর্য্যন্ত এই মন্ত্র জপ করিবেন। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত সমান ও সুন্দর পাঁচটি পুত্তলী করিবেন। ১০৮

বিবৃতি। মস্তক, হস্ত, হৃদয়, পার্শ্ব, কটি, পাদ, স্কন্ধ, গ্রীবা, বাহু, পৃষ্ঠ, উদর, উরু ও জঙ্ঘা—এই গুলি দেহের অঙ্গ। ভ্রূপৃষ্ঠদ্বয়, তারা, গণ্ড, নাসিকা, ওষ্ঠদ্বয়, দন্ত, জিহ্বা, চিবুক, আস্য, নাভি, স্তন, যোনি, গুহ্য, জানুদ্বয়,

একা সাধ্য-ক্রমেণ স্যাদন্যা পিষ্টময়ী মতা।
চক্রি-হস্তমৃদাঽন্যা স্যাদন্যা সিক্থ-ময়ী স্মৃতা॥ ১০৯

লবণং পোত-সম্ভূতং চূর্ণিতং পরিশোধিতম্।
কুড়বং প্রোক্ষয়েৎ ক্ষীর-দধ্যাজ্য-মধুভিঃ ক্রমাৎ॥ ১১০

গুড়াজ্য-মধুভিঃ সম্যঙ্ মিশ্রিতেনাঽমুনা ততঃ।
কুর্বীত পুত্তলীং সৌম্যাং সর্বাবয়ব-শোভিতাম্॥ ১১১

প্রাণমন্ত্র-কৃতং যন্ত্রমাসাং হৃদি বিনিঃক্ষিপেৎ।
আসু প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য পূজয়েৎ কুসুমাদিভিঃ॥ ১১২

পশ্চাৎ কৃষ্ণাষ্টমী-রাত্রৌ যামমাত্রে গতে সতি।
বিধায় মাতৃকান্যাসং মন্ত্রন্যাসমনন্তরম্॥ ১১৩

চিটিমন্ত্র-সমুদ্ভূতান্ চতুর্বিংশতি-সংখ্যকান্।
তারাদ্যান্ বিন্যসেদ্ বর্ণান স্থানেষেষু সমাহিতঃ॥ ১১৪

মণিবন্ধদ্বয়, পার্ষ্ণী, গুল্ফ, অঙ্গুলি, করতল ও পাদতল—এইগুলি দেহের উপাঙ্গ। পদার্থাদর্শে ইহা উক্ত হইয়াছে। ১০৮

সাধ্যের নক্ষত্র বৃক্ষের দ্বারা একটি পুত্তলী হইবে। অন্য পুত্তলীটি চালের পিঠুলী দ্বারা, আর একটি পুত্তলী কুম্ভকারের হস্তলগ্ন মৃত্তিকা দ্বারা হইবে। সিক্থময়ী অর্থাৎ মধূচ্ছিষ্ট মোমের দ্বারা একটি পুত্তলী হইবে। ১০৯

চূর্ণিত পরিশোধিত কুড়ব পরিমাণ সামুদ্র লবণকে ক্রমে ক্রমে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধুদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। তাহার পর গুড়, আজ্য ও মধুদ্বারা সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত করিয়া এই লবণের দ্বারা সর্বাবয়ব শোভিতা সুন্দরী পুত্তলী করিবেন। পাঁচটি পুত্তলী দ্বাদশ আঙ্গুল পরিমিত হইবে। ১১০-১১১

অগ্রিম পটলে বক্ষ্যমাণ প্রাণ মন্ত্রে কৃত যন্ত্র এই পুত্তলীর হৃদয়ে স্থাপন করিবেন। এই পুত্তলীগুলিতে অগ্রিম পটলে বক্ষ্যমাণ প্রকারে প্রাণ সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবেন। ১১২

অনন্তর কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে এক প্রহর গত হইলে মাতৃকা ন্যাস ও অনন্তর মন্ত্র ন্যাস অর্থাৎ পাঁচটি বর্ক্ মন্ত্রের দ্বারা পঞ্চাঙ্গন্যাস এবং চিটিমন্ত্র সমুদ্ভূত চতুর্বিংশতি সংখ্যক বর্ণকে প্রণবাদি করিয়া বক্ষ্যমাণ এই সকল স্থানে সমাহিত হইয়া ন্যাস করিবেন। ১১৩-১১৪

মূর্ধ্নি ভালে দৃশোঃ শ্রুত্যোর্নাসাস্য-চিবুকেষথ।
কণ্ঠ-হৃৎ-স্তন-যুগ্মেষু কুক্ষৌ নাভৌ কটিদ্বয়ে ॥ ১১৫
মেঢ্রে পাণৌ প্রবিন্যস্য শিষ্টবর্ণ-চতুষ্টয়ম্।
ঊরুদ্বয়ে জানুযুগে জঙ্ঘাযুগ্মে পদদ্বয়ে ॥ ১১৬
এবং বিন্যস্ত সর্বাঙ্গো রক্তমাল্যানুলেপনঃ।
রক্তবস্ত্র-ধরঃ শুদ্ধঃ পুত্তলীং দারুণা কৃতাম্ ॥ ১১৭
অধোমুখীং খনেৎ কুণ্ডে পিষ্টজামাসনাদধঃ।
মৃণ্ময়ীং প্রতিমাং পাদ-দেশে ন্যস্যেৎ তথাত্মনঃ ॥ ১১৮
মধুচ্ছিষ্টময়ীং ব্যোম্নি কুণ্ডস্যোর্ধ্বং প্রলম্বয়েৎ।
লবণেন কৃতাং পশ্চাৎ পুত্তলীং সংস্পৃশন্ জপেৎ ॥ ১১৯
ঋক্-পঞ্চকং যথাম্নায়মষ্টোত্তর-সহস্রকম্।
সংহৃত্য চিটিমন্ত্রার্ণান্ পুনস্তস্যাত্মনো ন্যসেৎ ॥ ১২০
অঙ্গুষ্ঠ-সন্ধি-প্রপদ-জানু-জঙ্ঘোরু-পায়ুষু।
লিঙ্গদেশে পুনর্নাভৌ জঠরে হৃদয়াম্বুজে ॥ ১২১

মস্তকে, ভালে, চক্ষুর্দ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, নাসিকায়, আস্যে, চিবুকে অনন্তর কণ্ঠে, হৃদয়ে, স্তনদ্বয়ে, কুক্ষিতে, নাভিতে, কটিদ্বয়ে, মেঢ্রে, পাণিতে ন্যাস করিয়া অবশিষ্ট চারিটি বর্ণকে ঊরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে ন্যাস করিবেন। ১১৫-১১৬

রক্তমালা-ধারী রক্ত অনুলেপনে অনুলিপ্ত রক্তবস্ত্র-পরিহিত সাধক সর্বাঙ্গে এইরূপে ন্যাস করিয়া সাধ্যের নক্ষত্র বৃক্ষ কৃত পুত্তলীকে অধোমুখী করিয়া কুণ্ডের দুই আঙ্গুল নীচে পুতিয়া দিবেন। পিঠুলি কৃত পুত্তলীকে নিজের আসনের দুই আঙ্গুল অধোভাগে, মৃন্ময়ী প্রতিমাকে নিজের পাদদেশে সেইরূপ অধোমুখে স্থাপন করিবেন। কুণ্ডের ঊর্ধ্বভাগে আকাশে মধুচ্ছিষ্টময়ী (মোমের কৃত) পুত্তলীকে ঊর্ধ্বপাদ ও অধোমুখ করিয়া ঝুলাইয়া দিবেন। অনন্তর লবণের দ্বারা কৃতা পুত্তলীকে স্পর্শ করিয়া যথাবিধানে নিজের দেহে ও পুত্তলীতে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া চিটি মন্ত্র সহিত ঋক্ পঞ্চক অষ্টোত্তর সহস্র (১০০৮) জপ করিবেন। অনন্তর নিজের দেহে ও সেই পুত্তলীর দেহে বক্ষ্যমাণ স্থানে চিটিমন্ত্রের বর্ণসমূহকে সংহার ক্রমে অর্থাৎ বিপরীত করিয়া ন্যাস করিবেন। ১১৭-১২০

অঙ্গুষ্ঠ, সন্ধি, প্রপদ (অঙ্গুলীর অগ্রভাগ), জানু, জঙ্ঘা, ঊরু, পায়ু, লিঙ্গদেশ,

স্তনদ্বয়ে কন্ধরায়াং চিবুকে বদনে পুনঃ।
ঘ্রাণয়োঃ কর্ণয়োরক্ষ্ণোর্ললাটে মূর্ধ্নি বিন্যসেৎ ॥ ১২২

অগ্নিমাদায় সন্দীপ্য সাধ্য-নক্ষত্র-দারুভিঃ।
তস্মিন্নভ্যর্চ্য মন্ত্রোক্তাং দেবতাং রূপ্য-পাত্রকে ॥ ১২৩

কৃশীত-রাজি-পুষ্পাদ্ভির্দত্বাঽর্ঘ্যং প্রণমেৎ সুধীঃ।
মন্ত্রেরেতৈঃ প্রয়োগাদাবন্তে সংযত-মানসঃ ॥ ১২৪

ত্বমাননমসিত্রস্য ! নিশায়া হব্যবাহন !।
হবিষা মন্ত্র-জপ্তেন তৃপ্তো ভব তয়া সহ ॥ ১২৫

জাতবেদো মহাদেব ! তপ্ত-জাম্বুনদ-প্রভ !।
স্বাহাপতে ! বিশ্বভক্ষ ! লবণং দহ শত্রুহন্ ! ॥ ১২৬

ওঁ ঈশে ! শর্বরি ! শর্বাণি ! গ্রস্তং মুক্তং ত্বয়া জগৎ।
মহাদেবি ! নমস্তুভ্যং বরদে কামদা ভব ॥ ১২৭

নাভি, জঠর, হৃৎপদ্ম, স্তনদ্বয়, কন্ধরা (গ্রীবা), চিবুক, বদন, ঘ্রাণদ্বয়, কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, ললাট ও মস্তকে ন্যাস করিবেন। উক্ত পর্য্যন্ত ছয়টি স্থানে এক একটি অক্ষর, অপর স্থানদ্বয়ে দুই দুইটি অক্ষর ন্যাস করিবেন। ১২১-১২২

এই প্রয়োগের আদিতে ও অন্তে সংযত-চিত্ত সাধক অগ্নি আনিয়া সাধ্যের নক্ষত্র বৃক্ষের কাষ্ঠসমূহের দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া তন্ত্রান্তরোক্ত সেই আসনে মন্ত্রোক্ত দেবতাকে অর্চনা করিয়া রৌপ্য পাত্র রক্তচন্দন, রাজি (রাই সরিষা) ও পুষ্পযুক্ত জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার দ্বারা অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিয়া বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রসমূহের দ্বারা উপাসনা করিবেন। ১২৩-১২৪

সে উপাসনা মন্ত্রের অর্থ হইতেছে—হে শত্রুঘ্ন হব্যবাহন। তুমি নিশার আনন, মন্ত্রজপ্ত হবিঃ দ্বারা তুমি নিশার সহিত তৃপ্ত হও। ১২৫

হে জাতবেদ। হে মহাদেব। হে তপ্তস্বর্ণপ্রভ। হে স্বাহাপতে। হে বিশ্বভক্ষ। হে শত্রুহন্। লবণ ভস্ম কর। ১২৬

হে ঈশে। হে শর্বরি। হে শর্বাণি। তুমি এই আলোকিত জগৎকে গ্রাস করিয়াছ। হে মহাদেবি। তোমাকে নমস্কার। হে বরদে। তুমি কামদা হও। ১২৭

তমোময়ি মহাদেবি ! মহাদেবস্য সুব্রতে ! ।
ত্রিযামে ! পুরুষং হুত্যা বশমানয় দেবি ! মে ॥ ১২৮
ওঁ দুর্গে সর্গাদি-রহিতে ! দুর্গ-সংরোধনার্গলে ! ।
চক্র-শঙ্খ-ধরে ! দেবি ! দুষ্ট-শত্রু-ভয়ঙ্করি ! ॥ ১২৯
নমস্তে দহ শত্রূন্ মে বশমানয় চণ্ডিকে ! ।
শাকম্ভরি ! মহাদেবি ! শরণং মে ভবানঘে ! ॥ ১৩০
ওঁ ভদ্রকালী ভবাভীষ্টে ভদ্রসিদ্ধি-প্রদায়িনি ! ।
সপত্নান্ মে হন হন দহ শোষয় তাপয় ॥ ১৩১
শূলাসি-শক্তি-বজ্রাদ্যৈরুৎকৃত্যোৎকৃত্য মারয় ।
মহাদেবি ! মহাকালি ! রক্ষাস্মানক্ষতাত্মিকে ! ॥ ১৩২
সাধ্যং সংস্মৃত্য নির্ভিদ্য পুত্তলীং সপ্তধা ততঃ ।
ঋক্-পঞ্চকং সমুচ্চার্য্য জুহুয়াদেধিতেঽনলে ॥ ১৩৩
প্রথমো দক্ষিণঃ পাদস্তৎকরস্তদনন্তরম্ ।
শিরস্তৃতীয়মাখ্যাতং বামহস্তং ততঃ পরম্ ॥ ১৩৪

হে তমোময়ি ! হে মহাদেবি ! হে মহাদেবের সুব্রতে ! হে দেবি ত্রিযামে ! আহুতি দ্বারা আমার শত্রু পুরুষকে বশে আনয়ন কর । ১২৮

হে সর্গাদি-রহিতে দুর্গে ! হে দুর্গসংরোধের (দুর্গ দ্বারের) অর্গলস্বরূপে ! হে চক্র-শঙ্খ-ধরে ! হে দুষ্টশত্রুভয়ঙ্করি ! দেবি ! তোমাকে নমস্কার ! হে চণ্ডিকে ! শত্রুসমূহকে ভস্ম কর, আমার বশে আনয়ন কর । হে শাকম্ভরি ! হে মহাদেবি ! হে অনঘে ! আমার শরণ হও । ১২৯-১৩০

হে ভদ্রকালি ! হে ভবাভীষ্টে ! (শঙ্কর প্রিয়ে !) হে ভদ্রসিদ্ধিপ্রদায়িনি ! আমার শত্রুগণকে বধ করুন, বধ করুন, ভস্ম করুন, শুষ্ক করুন, পীড়িত করুন । শূল, অসি, শক্তি ও বজ্রদ্বারা এক একটু ছেদন করিয়া মারিয়া ফেলুন । হে মহাকালি ! হে অক্ষত-স্বরূপে ! আমাদিগকে রক্ষা করুন । ১৩১-১৩২

সাধ্য শত্রুকে স্মরণ করিয়া পুত্তলীকে সপ্ত ভাগে ভাগ করিয়া তাহার পর ঋক্ পঞ্চক উচ্চারণ করিয়া প্রদীপ্ত বহ্নিতে হোম করিবেন । ১৩৩

সেই বিভাগ প্রকার বলিতেছেন—প্রথমে দক্ষিণপাদ ছেদন করিবেন । তাহার পর দক্ষিণ হস্ত, তাহার পর তৃতীয় শিরঃ, তাহার পর বামহস্ত, তাহার

মধ্যাদূর্দ্ধং পঞ্চমঃ স্যাদধোঽংশঃ ষষ্ঠ ঈরিতঃ।
সপ্তমো বামপাদঃ স্যাদেবং ভাগক্রমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩৫

সপ্ত-সপ্ত-বিভাগো বা প্রোক্তেষেষু যথাবিধি।
হুত্বৈবমর্চয়িত্বাগ্নিং প্রণমেদ্ দণ্ডবৎ ততঃ ॥ ১৩৬

যজমানো ধনৈর্ধান্যৈঃ প্রীণয়েদ্ গুরুমাত্মনঃ।
অনেন বিধিনা মন্ত্রী বশয়েদসুরান্ সুরান্।
কিং পুনর্মনুজান্ ভূপানমাত্যান্ নৃপযোষিতঃ ॥ ১৩৭

মারণে পূর্ব্বসংপ্রোক্তং পুত্তলীনাং চতুষ্টয়ম্।
নিবেশয়েদ্ যথাপূর্ব্বং সাধকেন্দ্রো বিধানবিৎ।
অপরাং বক্ষ্যমাণেন বিধানেন প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৩৮

বরাহ-পারাবত-বিট্-ত্রিফল-ত্র্যষণ-রামঠৈঃ।
ব্রণকৃন্-নিম্ব-সিদ্ধার্থ-সাধ্য-বামাঙ্ঘ্রি-রেণুভিঃ ॥ ১৩৯

পর পঞ্চম মধ্য হইতে উর্দ্ধাংশ, তাহার পর ষষ্ঠ মধ্য হইতে অধো অংশ, তাহার পর সপ্তম বামপাদ ছেদন করিবেন। এইরূপ ভাগক্রম কথিত হইয়াছে। ১৩৪-১৩৫

পূর্ব্বকথিত এই সাত অবদানের (ছেদনের) প্রত্যেককে সাত সাত বিভাগে ভাগ করিবেন। তাহাতে ৪৯টি আহুতি হইবে। অগ্নিকে অর্চনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ৪৯ খণ্ড দ্বারা হোম করিয়া তাহার পর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন ॥ ১৩৬

যজমান নিজের গুরুকে ধন ও ধান্যের দ্বারা প্রীত করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই বিধি দ্বারা সুরগণ ও অসুরগণকে বশ করেন। মনুষ্যগণকে, নৃপতিগণকে, অমাত্যগণ বা নৃপ-যোষিদ্গণকে যে বশ করিবেন, ইহাতে বক্তব্য কি? ১৩৭

বিধানবিৎ সাধক-শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বের ন্যায় মারণে পূর্ব্বোক্ত পুত্তলী চতুষ্টয় দুই অঙ্গুলীর নীচে স্থাপন করিবেন। বক্ষ্যমাণ বিধানে অপর পুত্তলী নির্ম্মাণ করিবেন। ১৩৮

বরাহ ও পারাবতের বিষ্ঠা, ত্র্যষণ (শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরীচ), রামঠ (হিঙ্গু), ভল্লাতক বীজ, নিম্ববীজ, তিল ও সিদ্ধার্থের তৈল, সাধ্য শত্রুর বামপদের

মহিষীমূত্র-সংপিষ্টৈঃ পূর্বোক্ত-লবণান্বিতৈঃ।
বিধায় পুত্তলীং সম্যক্ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ ॥ ১৪০

জপ-পূজাদিকং সর্বং কুর্য্যাৎ প্রাগুক্ত-বর্ত্মনা।
ততঃ পূর্বোদিতে কুণ্ডে রাত্রৌ প্রজ্বলিতেঽনলে ॥ ১৪১

দুর্গাং বা ভদ্রকালীং বা সমারাধ্য যথাবিধি।
ধারয়ন্ নিশিতং শস্ত্রং সব্যহস্তেন সাধকঃ ॥ ১৪২

বামপাদং সমারভ্য দক্ষিণাঙ্‌ঘ্র্যবসানকম্।
ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা প্রজুহুয়ান্ নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪৩

কৃষ্ণা'ষ্টমীং সমারভ্য যাবৎ কৃষ্ণ চতুর্দশী।
অনেনৈব বিধানেন হোমং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
ত্রিসপ্তাহ-প্রয়োগেন মারয়েদ্ রিপুমাত্মনঃ ॥ ১৪৪

কারস্করোঽথ ধাত্রী স্যাদুদুম্বর-তরুঃ পুনঃ।
জম্বুঃ খদির-কৃষ্ণাখ্যৌ বংশ-পিপ্পল-সংজ্ঞকৌ ॥ ১৪৫

নাগ-রোহিণ-নামানৌ পলাশ-প্লক্ষ-সংজ্ঞকৌ।
অম্বষ্ঠ-বিল্বার্জুনাখ্যা বিকঙ্কত-মহীরুহঃ ॥ ১৪৬

রেণুসমূহ পূর্বোক্ত সামুদ্র লবণের সহিত মিশাইয়া মহিষীমূত্রের দ্বারা পিষিয়া সম্যক্‌রূপে দ্বাদশাঙ্গুল পুত্তলী নির্মাণ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন। ১৩৯-১৪০

পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে জপ, পূজাদি সমস্তই করিবেন। তাহার পর রাত্রিতে পূর্ব প্রোক্ত কুণ্ডে প্রজ্বলিত বহ্নিতে দুর্গা বা ভদ্রকালীকে যথাবিধি পূর্বোক্ত প্রকারে সম্যক্‌রূপে আরাধনা করিয়া জিতেন্দ্রিয় উপবাসী সাধক তীক্ষ্ণ ধার শস্ত্রকে বামহাতে ধারণ করিয়া বাম পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ পাদ পর্য্যন্ত এক এক খণ্ডে ছেদন করিয়া হোম করিবেন। ১৪১-১৪৩

কৃষ্ণাষ্টমী হইতে কৃষ্ণ চতুর্দশী যাবৎ এই বিধানেই বিচক্ষণ সাধক হোম করিবেন। তিন সপ্তাহ প্রয়োগের দ্বারা নিজের শত্রুর মারণ করিতে পারিবেন। ১৪৪

নক্ষত্রবৃক্ষ বলিতেছেন—কারস্কর (কুচিলা), ধাত্রী, উডুম্বর, জম্বু, শ্বেত সার খদির, কৃষ্ণসার খদির, বংশ, পিপ্পল, নাগকেশর, রোহিণ (বট), পলাশ, প্লক্ষ (পাকুড়) অম্বষ্ঠ (আম্রাত—আমড়া), বিল্ব, অর্জুন, বিকঙ্কত (বঁইচগাছ),

বকুলঃ সরলঃ সর্জ্জো বঞ্জুলঃ পনসার্ককৌ।
শমী-কদম্ব-নিম্বাম্র-মধুকা ঋক্ষ-শাখিনঃ ॥ ১৪৭
আত্মরক্ষাদিকং সর্বং কুর্য্যান্ মন্ত্রী যথা পুরা।
অমুনা মনুনা সম্যগভীষ্ট ফল-সাধনে।
সদৃশো নাস্তি মন্ত্রোঽন্যঃ সত্যমেতন্ ন চান্যথা। ১৪৮

ইতি শ্রীশারদা-তিলকে দ্বাবিংশঃ পটলঃ

বকুল, সরল, সর্জ (শাল), বঞ্জুল (অশোক), পনস, অর্ক, শমী, কদম্ব, নিম্ব, আম্র ও মধুক—এইগুলি নক্ষত্র বৃক্ষ। ১৪৫-১৪৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক পূর্বের ন্যায় অর্থাৎ অগ্নেয়াস্ত্র প্রকরণোক্ত প্রকারে আত্মরক্ষাদি সমস্ত করিবেন। (মারণ কর্মে আত্মরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য)। সম্যক্‌রূপে অভীষ্ট ফলের সাধনে এই মন্ত্রের সদৃশ অন্য মন্ত্র নাই, ইহা সত্য। ইহা অন্যথা নহে। ১৪৮

শারদাতিলক তন্ত্রের দ্বাবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশঃ পটলঃ

অথ ত্রৈয়ম্বকং মন্ত্রমভিধাস্যাম্যনুষ্টুভম্ ।
যং ভজন্তং নরঃ কালঃ স্বয়ং বীক্ষিতুমক্ষমঃ ॥ ১
বশিষ্ঠোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ।
দেবতাস্য সমুদ্দিষ্টস্ত্র্যম্বকঃ পার্বতীপতিঃ ॥ ২
বিভক্তৈর্মন্ত্রবর্ণৈঃ স্যাৎ ষড়ঙ্গানাং প্রকল্পনা ।
হৃদয়ং ত্রিভিরাখ্যাতং চতুর্ভিঃ শিরঃ ঈরিতম্ ॥ ৩
শিখাঽষ্টভিঃ সমুদ্দিষ্টা নবভিঃ কবচং মতম্ ।
পঞ্চভির্নেত্রমাখ্যাতমস্ত্রং[1] ত্রিভিরুদাহৃতম্ ॥ ৪
পূর্ব-পশ্চিম-যাম্যেন্দু-বক্ত্রেষু তদনন্তরম্ ।
উরো-গলাস্যেষু পুনর্নাভি-হৃৎ-পৃষ্ঠ-কুক্ষিষু ॥ ৫
লিঙ্গ-পায়ূরু-মূলান্ত-জানু-যুগ্মেষু তৎপরম্ ।
তদ্-বৃত্ত-যুগ্মে স্তনয়োঃ পাদয়োঃ পার্শ্বয়োঃ পুনঃ ।

অনন্তর ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ । উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ । এই আনুষ্টুভ ত্র্যম্বক মন্ত্র বলিব । এই মন্ত্র ভজনাকারী মানবকে কাল নিজে দেখিতে সমর্থ নহেন । ১

এই মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি ও অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কথিত হইয়াছে । পার্বতীপতি ত্র্যম্বক এই মন্ত্রের দেবতা কথিত হইয়াছেন । (এই মন্ত্রের হ্রীং বীজ ও মায়া শক্তি ।) ' ২

বিভক্ত মন্ত্র বর্ণসমূহের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাসের মন্ত্র রচিত হইবে । তিনটি মন্ত্রবর্ণ দ্বারা হৃদয় মন্ত্র উক্ত হইয়াছে । চারিটি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা শিরোমন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৩

আটটি মন্ত্র বর্ণের দ্বারা শিখামন্ত্র কথিত হইয়াছে । নয়টি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা কবচ মন্ত্র কথিত হইয়াছে । পাঁচটি মন্ত্র বর্ণের দ্বারা নেত্রমন্ত্র ও তিনটি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা অস্ত্রমন্ত্র উক্ত হইয়াছে । ৪

বর্ণন্যাস কথিত হইতেছে—পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরমুখে, অনন্তর উরঃ (হৃদয়ের ঊর্ধ্ব ভাগ) গল, আস্যে, অনন্তর নাভি, হৃদয়, পৃষ্ঠ, কুক্ষি, লিঙ্গ, পায়ু, ঊরু মূলের অন্তদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, অনন্তর জানুর উপরিস্থ বৃত্তদ্বয়ে স্তনদ্বয়ে,

---

১। প্রপঞ্চসারে সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্রমন্ত্র উক্ত হইয়াছে ।

পার্শ্বোর্নাসিকয়োঃ শীর্ষে মন্ত্রবর্ণান্ ন্যসেৎ ক্রমাৎ ॥ ৬

পদান্যেকাদশ ন্যস্যেচ্ছিরো-ভ্রূযুগলাক্ষিষু।
বক্ত্রে গণ্ডযুগে ভূয়ো হৃদয়ে জঠরে পুনঃ।
গুহ্যোরু-জানু-পাদেষু ন্যাসমেবং সমাচরেৎ ॥ ৭

হস্তাভ্যাং কলস-দ্বয়ামৃত-রসৈরাপ্লাবয়ন্তং শিরো
দ্বাভ্যাং তৌ দধতং মৃগাক্ষবলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরম্।
অঙ্ক-ন্যস্ত-করদ্বয়ামৃত-ঘটং কৈলাসকান্তং শিবং
স্বচ্ছাম্ভোজ-গতং নবেন্দু-মুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে ॥ ৮

জপেন্ মন্ত্রমিমং লক্ষমেবং ধ্যায়ন্ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জুহুয়াদ্ দশভির্দ্রব্যৈরযুতং ঘৃত-সংপ্লুতৈঃ ॥ ৯

বিল্বং পলাশং খদিরং বটঞ্চ তিল-সর্ষপৌ।
দোগ্ধং দুগ্ধং দধি পুনর্দূর্বান্তানি বিদুর্বুধাঃ ॥ ১০

পঞ্চাক্ষরোদিতে পীঠে পূজয়েৎ বৃষভধ্বজম্।
মূর্তিং মূলেন সঙ্কল্প্য বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা ॥ ১১

পার্শ্বদ্বয়ে পাদদ্বয়ে অনন্তর হস্তদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে ও শীর্ষে মন্ত্রবর্ণগুলিকে ক্রমে ক্রমে ন্যাস করিবেন। ৫-৬

তাহার পর মস্তক, ভ্রূযুগল, চক্ষুঃ, বক্ত্র, গণ্ডদ্বয়, অনন্তর হৃদয়, জঠর, গুহ্য, ঊরু, জানু ও পাদে একাদশ পদের এইরূপে ন্যাস করিবেন। ৭

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধৃত কলশ দ্বয়ের মধ্যস্থ অমৃত রসের দ্বারা মস্তক প্লাবনকারী, দুই হস্তের দ্বারা ঘটদ্বয়-ধারী, দুই হস্তের দ্বারা মৃগ ও অক্ষবলয়ধারী অঙ্ক ন্যস্ত করদ্বয়ে অমৃতপূর্ণ ঘটদ্বয়-ধারী কৈলাস-কান্ত স্বচ্ছপদ্মে আসীন নবচন্দ্রচূড় ত্রিনেত্র পরম দেব শিবকে ভজনা করি। ৮

জিতেন্দ্রিয় সাধক এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন। ঘৃত-প্লুত দশটি দ্রব্যের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। ৯

বিল্ব ফল, পলাশ, খদির ও বটের সমিধ্, তিল, সর্ষপ, দোগ্ধ (পায়স), দধি ও দূর্বা এইগুলিকে পণ্ডিতগণ দশ দ্রব্য বলেন। ১০

বক্ষ্যমাণ পদ্ধতিতে শিবের পঞ্চাক্ষর মন্ত্রোক্ত পীঠে মূলের দ্বারা মূর্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্তিতে বৃষভধ্বজ শিবকে পূজা করিবেন। ১১

পূর্বমঙ্গানি সম্পূজ্য পশ্চান্ মূর্ত্তীঃ প্রপূজয়েৎ।
অর্কেন্দু-বসুধা-তোয়-বহ্নীর-বিয়দাত্মনঃ ॥ ১২

দ্বিতীয়াবরণে পূজ্যা মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ ক্রমাদথ।
রামা রাকা প্রভা জ্যোৎস্না পূর্ণোষা পূরণী সুধা।
অষ্টাবিমাঃ ক্রমাৎ পূজ্যাস্তৃতীয়াবরণে ততঃ ॥ ১৩

বিশ্বা বিত্তা সিতা প্রহ্বা সারা সন্ধ্যা শিবা নিশা।
চতুর্থাবরণে পূজ্যাঃ শক্তয়োঽষ্টৌ ক্রমাদিমাঃ ॥ ১৪

আর্য্যা প্রজ্ঞা প্রভা মেধা শান্তিঃ কান্তিধৃতির্মতিঃ।
পঞ্চমাবরণে পূজ্যাঃ ক্রমাদেতাস্ততঃ পরম্ ॥ ১৫

ধরা মায়াঽবনী পদ্মা শান্তাঽমোঘা জয়াঽমলা।
ষষ্ঠাবরণগাঃ পূজ্যা লোকপালাস্ততঃ পরম্ ॥ ১৬

এবং কৃতে প্রয়োগার্হো জায়তেঽয়ং মহামনুঃ।
অযুতং জুহুয়াদ্ বিল্ব-সমিদ্ভিঃ সম্পদে সুধীঃ ॥ ১৭

প্রথম আবরণে কর্ণিকায় অঙ্গদেবতাগণকে পূজা করিয়া পরে দ্বিতীয় আবরণে মূর্ত্তিসকলকে পূজা করিবেন। সেই মূর্ত্তি সকল হইতেছেন—অর্ক, ইন্দু, বসুধা, তোয়, বহ্নি, ঈর (বায়ু), বিয়ৎ ও আত্মা (যজমান)। ১২

দ্বিতীয় আবরণে ক্রমে ক্রমে পত্রে এই আটটি মূর্ত্তির পূজা করিবেন। অনন্তর তৃতীয় আবরণে রামা, রাকা, প্রভা, জ্যোৎস্না, পূর্ণা, ঊষা, পূরণী ও সুধা—এই আট জনকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। ১৩

তাহার পর চতুর্থ আবরণে বিশ্বা, বিত্তা, সিতা, প্রহ্বা, সারা, সন্ধ্যা, শিবা ও নিশা—এই আটটি শক্তিকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। ১৪

পঞ্চম আবরণে আর্য্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, মেধা, শান্তি, কান্তি, ধৃতি ও মতি—ইঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। তাহার পর ষষ্ঠ আবরণে দলমূলে ধরা, মায়া, অবনী, পদ্মা, শান্তা, অমোঘা, জয়া, অমলা—ইঁহাদিগকে পূজা করিবেন। তাহার পর লোকপালগণকে ও তাহার পর বজ্রাদি আয়ুধগণকে পূজা করিবেন। ১৫-১৬

এইরূপ করিলে এই মহামন্ত্র প্রয়োগের যোগ্য হয়। সুধী সাধক সম্পদ্ লাভের জন্য বিল্বের সমিৎসমূহের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। ১৭

জুহুয়াদ্ ব্রহ্মবৃক্ষস্য সমিদ্ভির্ব্রহ্ম-তেজসে।
খাদিরৈরযুতং হুত্বা কান্তি-পুষ্টিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮

বটবৃক্ষস্য সমিধো জুহুয়াদযুতাবধি।
ধন-ধান্য-সমৃদ্ধঃ স্যাদচিরেণৈব সাধকঃ ॥ ১৯

তিলৈস্তৎসংখ্যয়া হুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
সিদ্ধার্থৈরযুতং হুত্বা শত্রূন্ বিজয়তে নৃপঃ ॥ ২০

অনেনৈব বিধানেন নশ্যেন্ মৃত্যুরকালজঃ।
পায়সেন কৃতো হোমো রক্ষা-শ্রী-কীর্ত্তি-কান্তিদঃ ॥ ২১

পশু-দুগ্ধেন সিদ্ধান্নং হুত্বা কৃত্যাং বিনাশয়েৎ।
অয়মেব মতো হোমঃ শান্তি-শ্রী-সম্পদাবহঃ ॥ ২২

দধিহোমেন সংবাদং কুর্য্যাদ্ বিদ্বেষিণোর্মিথঃ।
প্রত্যহং জুহুয়ান্ মন্ত্রী দূর্বামষ্টোত্তরং শতম্।
আময়ান্ নিখিলান্ জিত্বা দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩

ব্রহ্মতেজঃ লাভের জন্য ব্রহ্মবৃক্ষের সমিৎ সমূহের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। খাদির প্রভৃতি সাতটি উত্তম সমিৎসমূহের দ্বারা হোম করিলে কান্তি ও পুষ্টিলাভ করিবেন। ১৮

বট বৃক্ষের সমিৎসমূহ অযুত পর্য্যন্ত হোম করিবেন। ইহা দ্বারা সাধক শীঘ্রই ধন ধান্যে সমৃদ্ধ হইবেন। ১৯

তিলের দ্বারা অযুত সংখ্যায় হোম করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। সিদ্ধার্থের দ্বারা অযুত হোম করিয়া নৃপতি শত্রুকে জয় করেন। ২০

এই বিধানের দ্বারাই অকালমৃত্যু নাশ করেন। পায়সের দ্বারা কৃত হোম রক্ষা, শ্রী, কীর্ত্তি ও কান্তি-প্রদ হইয়া থাকে। ২১

গোদুগ্ধের দ্বারা সিদ্ধান্ন হোম করিয়া কৃত্যাকে নাশ করান। এই হোম শান্তি, শ্রী, সম্পৎ প্রদান করে। ইহা তান্ত্রিক সম্মত। ২২

দধি হোমের দ্বারা উভয় বিদ্বেষী ব্যক্তির পরস্পর সংবাদ (মিলন) করে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রত্যহ অষ্টোত্তর শত দূর্বা হোম করিবেন। ইহা দ্বারা যাবতীয় রোগকে জয় করিয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করেন। ২৩

জুহুয়াদ্ জন্ম-দিবসে পায়সান্নৈর্ঘৃতান্বিতৈঃ।
গচ্ছন্ননিন্দিতাং লক্ষ্মীমারোগ্যমতুলং যশঃ ॥ ২৪

গব্য-দুগ্ধ-ঘৃতাক্তাভিস্ত্র্যাভির্জুহুয়াদ্ বশী।
সবিংশতি-শতং সম্যক্ স্বজন্ম-দিবসে সুধীঃ।
আময়ৈঃ সকলৈর্মুক্তো জীবেদ্ বর্ষশতং সুধীঃ ॥ ২৫

কাশ্মরী-সমিধস্তিস্রঃ পয়োঽন্নং ত্রিশতং পৃথক্।
জুহুয়াদ্ ব্রাহ্মণানন্তে ভোজয়েন্ মধুরান্বিতম্ ॥ ২৬

প্রীণয়েদ্ ধন-ধান্যাদ্যৈরাত্মনো গুরুমাদরাৎ।
অনাময়মবাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুঃ শ্রিয়া সহ ॥ ২৭

সঘৃতেন পয়োন্নেন হুত্বা পর্বণি পর্বণি।
রাজ্যশ্রিয়মবাপ্নোতি ষণ্মাসান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮

লাজৈর্বিশুদ্ধৈর্জুহুয়াৎ কন্যাপ্ত্যৈ সা বরাপ্তয়ে।
ক্ষীর-দ্রুম-সমিদ্ধোমাদ্ ব্রাহ্মণাদীন্ বশং নয়েৎ ॥ ২৯

সাধক অনিন্দিতা লক্ষ্মী, আরোগ্য, অতুল যশঃ ইচ্ছা করিয়া নিজের জন্ম-দিবসে ঘৃতান্বিত পায়সের দ্বারা হোম করিবেন ২৪

বশকারী সুধী সাধক নিজের জন্ম দিবসে গব্য দুগ্ধের ঘৃতের দ্বারা আপ্লুত দূর্বাত্রয়ের দ্বারা বিংশতির সহিত এক শত (১২০) হোম করিবেন। সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকিবেন। ২৫

কাশ্মরীর (গাম্ভারী) তিনটি সমিধ্ তিন শত এবং দুগ্ধান্ন তিন শত পৃথক্ পৃথক্ হোম করিবেন। হোমান্তে ব্রাহ্মণগণকে মধুর-যুক্ত ভোজ্য ভোজন করাইবেন। ২৬

নিজের গুরুকে ধন ধান্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করাইবেন। অনাময় (আরোগ্য) ঐশ্বর্য্যের সহিত দীর্ঘ আয়ু লাভ করিবেন। ২৭

প্রতি পর্বদিনে সঘৃত দুগ্ধান্নের দ্বারা হোম করিয়া ছয় মাসের মধ্যে রাজ্যশ্রী লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৮

কন্যা লাভের জন্য বর বিশুদ্ধ লাজের দ্বারা হোম করিবেন। কন্যাও বরলাভের জন্য ঐরূপ হোম করিবেন। অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বটের সমিধ্ হোমের দ্বারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণকে বশ করেন। ২৯

স্নাত্বা সহস্রং প্রজপেদাদিত্যাভিমুখো মনুম্।
আধি-ব্যাধি-বিনির্মুক্তো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।
অনেন মনুনা সর্বং সাধয়েদিষ্টমাত্মনঃ॥ ৩০
গায়ত্রী-ত্রিষ্টুবনুষ্টুব্‌-বর্ণৈঃ প্রোক্তঃ শতাক্ষরঃ।
পূর্বোক্তা এব মুন্যাদ্যা পরঃ তেজোঽস্য দেবতা॥ ৩১
হৃৎ ত্রয়োদশভিঃ প্রোক্তং রুদ্রার্ণৈঃ শির ঈরিতম্।
দ্বাবিংশত্যা শিখা প্রোক্তা তাবদ্ভিঃ কবচং মতম্॥ ৩২
স্যাৎ পঞ্চদশভির্নেত্রমস্ত্রং সপ্তদশাক্ষরৈঃ।
বর্ণ-ন্যাসাদিকং সর্বং কুর্য্যাৎ পূর্বোক্ত-বর্ত্মনা॥ ৩৩
সত্যং মানবিবর্জ্জিতং শ্রুতিগিরামাদ্যং জগৎ-কারণং
ব্যাপ্তং স্থাবরজঙ্গমং মুনিবরৈর্ধ্যাতং নিরুদ্ধেন্দ্রিয়ৈঃ।

স্নান করিয়া সূর্য্যের অভিমুখ হইয়া এই মন্ত্র এক হাজার হোম করিবেন। ইহা দ্বারা আধি ও ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিবেন। এই মন্ত্রের দ্বারা নিজের সমস্ত অভীষ্ট সাধন করিতে পারেন। ৩০

শতাক্ষর মন্ত্র বলিতেছেন—চতুর্বিংশতি অক্ষর গায়ত্রী, চুয়াল্লিশ অক্ষর ত্রিষ্টুপ্‌ ও বত্রিশ অক্ষর অনুষ্টুভের বর্ণসমূহের দ্বারা শতাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত ঋষি, ছন্দঃই এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ। পর তেজঃ (ব্রহ্ম) এই মন্ত্রের দেবতা। ৩১

ত্রয়োদশ অক্ষরের দ্বারা হৃদয় মন্ত্র এবং একাদশ সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা শিরোমন্ত্র কথিত হইয়াছে। দ্বাবিংশতি সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা শিখামন্ত্র এবং তাবৎ পরিমাণ অর্থাৎ দ্বাবিংশতি সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা কবচমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩২

পঞ্চদশ সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা নেত্রমন্ত্র এবং সপ্তদশ সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা অস্ত্রমন্ত্র কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বর্ণন্যাসাদি সমস্তই করিবেন। ৩৩

এই মন্ত্রের অরূপ ব্রহ্মের ভাবনারূপ ধ্যানের অর্থ হইতেছে—যিনি সত্য অর্থাৎ অসত্য ব্যাবৃত্তি (নিষেধ) স্বরূপ, যিনি প্রমাণ বিবর্জিত (প্রমাণের অবিষয়), যিনি শ্রুতিবাক্য সমূহের আদি বক্তা, যিনি জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ, যিনি স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল পদার্থে ব্যাপ্ত, যিনি সংযতেন্দ্রিয় নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক ধ্যাত (উপাসিত), যিনি সূর্য্য, অগ্নি ও

অর্কাগ্নীন্দুময়ং শতাক্ষরবপুস্তারাত্মকং সত্তভং
নিত্যানন্দ-গুণালয়ং গুণপরং বন্দামহে তন্মহঃ ॥ ৩৪
লক্ষমানং জপেদেনমযুতং পায়সান্ধসা ।
জুহুয়াদ ঘৃতসিক্তেন মন্ত্রবিদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৫
সৌরে পীঠে যজেৎ সম্যগ্ বক্ষ্যমাণ-বিধানতঃ ।
আঙ্গামাবৃতিমভ্যর্চেৎ ষড়ঙ্গৈর্দেশিকোত্তমঃ ॥ ৩৬
গায়ত্রী-শক্তিভিস্তিস্রঃ পূজয়েদাবৃতীঃ ক্রমাৎ ।
আবৃতিঃ পঞ্চমী প্রোক্তা ত্রিষ্টুবুত্ত-শক্তিভিঃ ॥ ৩৭
অনুষ্টুপ্-শক্তিভিঃ প্রোক্তমাবৃতীনাং চতুষ্টয়ম্ ।
ইন্দ্রাদ্যৈর্দশমী প্রোক্তা বজ্রাদ্যৈস্তৎপরা মতা ।
এবং সিদ্ধে মনৌ মন্ত্রী ভবেদ্ ভাস্কর-সন্নিভঃ ॥ ৩৮
সুধালতোদ্ভবৈঃ খণ্ডৈর্জুহুয়াৎ ক্ষীর-সংযুতৈঃ ।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি নিরাধির্ব্যাধি-বর্জ্জিতঃ ॥ ৩৯

ও ইন্দুস্বরূপ, যিনি (শতাক্ষর মন্ত্রের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকের অভেদ বশতঃ) শতাক্ষর দেহ, যিনি প্রণবাত্মক, যিনি নিত্য আনন্দময়, যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত, সেই মহঃকে (নিত্য প্রকাশকে) আমরা বন্দনা করি। ৩৪

জিতেন্দ্রিয় মন্ত্রবিৎ সাধক পুরশ্চরণে এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিবেন। ঘৃত সিক্ত পায়সের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। ৩৫

বক্ষ্যমাণ বিধানে সৌর পীঠে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিবেন। দেশিক-শ্রেষ্ঠ কর্ণিকায় ষড়ঙ্গসমূহের দ্বারা প্রথম আবরণের অর্চনা করিবেন। ৩৬

ক্রমে ক্রমে দলের মূল, মধ্য ও অগ্রে গায়ত্রীর শক্তি সমূহের দ্বারা তিনটি আবরণের পূজা করিবেন। ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্রোদ্ভূত শক্তিসমূহের দ্বারা পঞ্চমী আবৃত্তি কথিত হইয়াছে। ৩৭

অনুষ্টুপ্ মন্ত্রোদ্ভূত আট আট শক্তিসমূহের দ্বারা আবরণ চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রাদি-লোকপালগণের দ্বারা দশম আবরণ এবং বজ্রাদি আয়ুধের দ্বারা একাদশ আবরণ কথিত হইয়াছে। এই প্রকারে মন্ত্র সিদ্ধ হইলে মন্ত্রী ভাস্কর তুল্য হন। ৩৮

ক্ষীর সংযুক্ত সুধালতার (গুড়্চীর) সমিধ্ সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে আধি ও ব্যাধি রহিত হইয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করেন। ৩৯

দূর্বাভির্ঘৃতসিক্তাভিস্তদেব ফলমাপ্নুয়াৎ।
মধুর-ত্রয়-সংসিক্তৈর্জুহুয়াদরুণাম্বুজৈঃ।
মহালক্ষ্মীমবাপ্নোতি ষড়্ভির্মাসৈর্বিধানবিৎ॥ ৪০

রক্তোৎপলৈস্ত্রিমধ্বক্তৈর্জুহুয়াৎ সর্বসম্পদে।
শ্রীপ্রসূনৈঃ প্রজুহুয়াদ্ রমায়া বসতির্ভবেৎ॥ ৪১

সহস্রং জুহুয়ান্ নিত্যং মাসমেকং তিলৈঃ শুভৈঃ।
ভানু-সংখ্যান্ দ্বিজান্ নিত্যং ভোজয়েন্ মধুরান্বিতৈঃ॥ ৪২

সর্বপাপৈর্বিনির্মুক্তঃ সর্বরোগ-বিবর্জিতঃ।
কৃত্যাদ্রোহ-গ্রহদ্রোহান্ জিত্বা দীর্ঘং স জীবতি॥ ৪৩

প্রাতঃ-স্নান-রতো মন্ত্রী জপেন্ নিত্যং শতং শতম্।
ভানুমালোকয়ন্ সম্যক্ স জীবেচ্ছরদাং শতম্॥ ৪৪

তার-ব্যাহৃতি-সংরুদ্ধং জপেন্ মন্ত্রং শতাক্ষরম্।
নিত্যমষ্টোত্তর-শতং নিঃশ্রেয়স-ফলাপ্তয়ে॥ ৪৫

গায়ত্র্যাদ্যং জপেন্ মন্ত্রং সর্বপাপ বিমুক্তয়ে।

ঘৃতসিক্ত দূর্বা দ্বারা হোম করিয়া সেই ফললাভ করিবেন। বিধানবিৎ সাধক মধুর ত্রয়াপ্লুত অরুণ অম্বুজের দ্বারা হোম করিয়া ছয় মাসের মধ্যে মহালক্ষ্মীলাভ করিবেন। ৪০

সমস্ত সম্পৎ লাভের জন্য ত্রিমধুরযুক্ত রক্ত উৎপল সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। শ্রীপুষ্প সমূহের দ্বারা হোম করিয়া লক্ষ্মীর আলয় হইবেন। ৪১

একমাস যাবৎ প্রত্যহ শুভ (শুদ্ধ) তিলসমূহের দ্বারা সহস্র হোম করিবেন প্রত্যহ দ্বাদশসংখ্যক ব্রাহ্মণকে মধুর-যুক্ত ভোজ্যের দ্বারা ভোজন করাইবেন।৪২

সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত রোগ রহিত হইয়া কৃত্যাদ্রোহ ও গ্রহদ্রোহ জয় করিয়া দীর্ঘ কাল জীবিত থাকেন। ৪৩

যে মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রাতস্নানে রত হইয়া সূর্য্যকে দর্শন করিতে করিতে নিত্য শত শত মন্ত্র জপ করিবেন। তিনি একশত শরৎ (বর্ষ) জীবিত থাকিবেন। ৪৪

নিশ্রেয়স ফল প্রাপ্তির জন্য তার ও ব্যাহৃতি সংপুটিত শতাক্ষর মন্ত্র প্রত্যহ অষ্টোত্তর শত জপ করিবেন। ৪৫

সর্বপাপ বিমুক্তির জন্য যথোক্ত গায়ত্রী আদি অর্থাৎ গায়ত্রী, ত্রিষ্টুব্ ও

ত্রয়োবিংশঃ পটলঃ

অথ ত্রৈয়ম্বকং মন্ত্রমভিধাস্যাম্যনুষ্টুভম্ ।
যং ভজন্তং নরঃ কালঃ স্বয়ং বীক্ষিতুমক্ষমঃ ॥ ১
বশিষ্ঠোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ।
দেবতাস্য সমুদ্দিষ্টস্ত্র্যম্বকঃ পার্বতীপতিঃ ॥ ২
বিভক্তৈর্মন্ত্রবর্ণৈঃ স্যাৎ ষড়ঙ্গানাং প্রকল্পনা ।
হৃদয়ং ত্রিভিরাখ্যাতং চতুর্ভিঃ শিরঃ ঈরিতম্ ॥ ৩
শিখাঽষ্টভিঃ সমুদ্দিষ্টা নবভিঃ কবচং মতম্ ।
পঞ্চভির্নেত্রমাখ্যাতমস্ত্রং[১] ত্রিভিরুদাহৃতম্ ॥ ৪
পূর্ব-পশ্চিম-যাম্যোদ্দ-বক্ত্রেষু তদনন্তরম্ ।
উরো-গলাস্যেষু পুনর্নাভি-হৃৎ-পৃষ্ঠ-কুক্ষিষু ॥ ৫
লিঙ্গ-পায়ূরু-মূলান্ত-জানু-যুগ্মেষু তৎপরম্ ।
তদ্-বৃত্ত-যুগ্মে স্তনয়োঃ পাদয়োঃ পার্শ্বয়োঃ পুনঃ ।

অনন্তর ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ । উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ । এই আনুষ্টুভ ত্র্যম্বক মন্ত্র বলিব । এই মন্ত্র ভজনাকারী মানবকে কাল নিজে দেখিতে সমর্থ নহেন । ১

এই মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি ও অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কথিত হইয়াছে । পার্বতীপতি ত্র্যম্বক এই মন্ত্রের দেবতা কথিত হইয়াছেন । (এই মন্ত্রের হ্রীং বীজ ও মায়া শক্তি ।) ২

বিভক্ত মন্ত্র বর্ণসমূহের দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাসের মন্ত্র রচিত হইবে । তিনটি মন্ত্রবর্ণ দ্বারা হৃদয় মন্ত্র উক্ত হইয়াছে । চারিটি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা শিরোমন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৩

আটটি মন্ত্র বর্ণের দ্বারা শিখামন্ত্র কথিত হইয়াছে । নয়টি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা কবচ মন্ত্র কথিত হইয়াছে । পাঁচটি মন্ত্র বর্ণের দ্বারা নেত্রমন্ত্র ও তিনটি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা অস্ত্রমন্ত্র উক্ত হইয়াছে । ৪

বর্ণন্যাস কথিত হইতেছে—পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরমুখে, অনন্তর উরঃ (হৃদয়ের উর্ধ্বভাগ) গল, আস্যে, অনন্তর নাভি, হৃদয়, পৃষ্ঠ, কুক্ষি, লিঙ্গ, পায়ু, উরু মূলের অন্তদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, অনন্তর জানুর উপরিস্থ বৃত্তদ্বয়ে স্তনদ্বয়ে,

---

১। প্রপঞ্চসারে সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্রমন্ত্র উক্ত হইয়াছে ।

পাণ্যোর্নাসিকয়োঃ শীর্ষে মন্ত্রবর্ণান্ ন্যসেৎ ক্রমাৎ ॥ ৬

পদান্যেকাদশ ন্যস্যেচ্ছিরো-ভ্রূযুগলাক্ষিষু ।
বক্ত্রে গণ্ডযুগে ভূয়ো হৃদয়ে জঠরে পুনঃ ।
গুহ্যোরু-জানু-পাদেষু ন্যাসমেবং সমাচরেৎ ॥ ৭

হস্তাভ্যাং কলস-দ্বয়ামৃত-রসৈরাপ্লাবয়ন্তং শিরো
দ্বাভ্যাং তৌ দধতং মৃগাক্ষবলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরম্ ।
অঙ্ক-ন্যস্ত-করদ্বয়ামৃত-ঘটং কৈলাসকান্তং শিবং
স্বচ্ছাম্ভোজ-গতং নবেন্দু-মুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে ॥ ৮

জপেন্ মন্ত্রমিমং লক্ষমেবং ধ্যায়ন্ জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
জুহুয়াদ্ দশভির্দ্রব্যৈরযুতং ঘৃত-সংপ্লুতৈঃ ॥ ৯

বিল্বং পলাশং খদিরং বটঞ্চ তিল-সর্ষপৌ ।
দৌগ্ধং দুগ্ধং দধি পুনর্দূর্বাস্তানি বিদুর্বুধাঃ ॥ ১০

পঞ্চাক্ষরোদিতে পীঠে পূজয়েৎ বৃষভধ্বজম্ ।
মূর্ত্তিং মূলেন সঙ্কল্প্য বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা ॥ ১১

পার্শ্বদ্বয়ে পাদদ্বয়ে অনন্তর হস্তদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে ও শীর্ষে মন্ত্রবর্ণগুলিকে ক্রমে ক্রমে ন্যাস করিবেন । ৫-৬

তাহার পর মস্তক, ভ্রূযুগল, চক্ষুঃ, বক্ত্র, গণ্ডদ্বয়, অনন্তর হৃদয়, জঠর, গুহ্য, উরু, জানু ও পাদে একাদশ পদের এইরূপে ন্যাস করিবেন । ৭

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধৃত কলশ দ্বয়ের মধ্যস্থ অমৃত রসের দ্বারা মস্তক প্লাবনকারী, দুই হস্তের দ্বারা ঘটদ্বয়-ধারী, দুই হস্তের দ্বারা মৃগ ও অক্ষবলয়ধারী অঙ্ক ন্যস্ত করদ্বয়ে অমৃতপূর্ণ ঘটদ্বয়-ধারী কৈলাস-কান্ত স্বচ্ছপদ্মে আসীন নবচন্দ্রচূড় ত্রিনেত্র পরম দেব শিবকে ভজনা করি । ৮

জিতেন্দ্রিয় সাধক এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন । ঘৃত-প্লুত দশটি দ্রব্যের দ্বারা অযুত হোম করিবেন । ৯

বিল্ব ফল, পলাশ, খদির ও বটের সমিধ্, তিল, সর্ষপ, দৌগ্ধ (পায়স), দধি ও দূর্বা এইগুলিকে পণ্ডিতগণ দশ দ্রব্য বলেন । ১০

বক্ষ্যমাণ পদ্ধতিতে শিবের পঞ্চাক্ষর মন্ত্রোক্ত পীঠে মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সেই মূর্ত্তিতে বৃষভধ্বজ শিবকে পূজা করিবেন । ১১

পূর্বমঙ্গানি সম্পূজ্য পশ্চান্ মূর্ত্তীঃ প্রপূজয়েৎ।
অর্কেন্দু-বসুধা-তোয়-বহ্নীর-বিয়দাত্মনঃ ॥ ১২

দ্বিতীয়াবরণে পূজ্যা মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ ক্রমাদথ।
রামা রাকা প্রভা জ্যোৎস্না পূর্ণোষা পূরণী সুধা।
অষ্টাবিমাঃ ক্রমাৎ পূজ্যাস্তৃতীয়াবরণে ততঃ॥ ১৩

বিশ্বা বিদ্যা সিতা প্রহ্বা সারা সন্ধ্যা শিবা নিশা।
চতুর্থাবরণে পূজ্যাঃ শক্তয়োঽষ্টৌ ক্রমাদিমাঃ॥ ১৪

আর্য্যা প্রজ্ঞা প্রভা মেধা শান্তিঃ কান্তির্ধৃতির্মতিঃ।
পঞ্চমাবরণে পূজ্যাঃ ক্রমাদেতাস্ততঃ পরম্॥ ১৫

ধরা মায়াঽবনী পদ্মা শান্তাঽমোঘা জয়াঽমলা।
ষষ্ঠাবরণগাঃ পূজ্যা লোকপালাস্ততঃ পরম্॥ ১৬

এবং কৃতে প্রয়োগার্হো জায়তেঽয়ং মহামনুঃ।
অযুতং জুহুয়াদ্ বিল্ব-সমিদ্ভিঃ সম্পদে সুধীঃ॥ ১৭

প্রথম আবরণে কর্ণিকায় অঙ্গদেবতাগণকে পূজা করিয়া পরে দ্বিতীয় আবরণে মূর্ত্তিসকলকে পূজা করিবেন। সেই মূর্ত্তি সকল হইতেছেন—অর্ক, ইন্দু, বসুধা, তোয়, বহ্নি, ঈর (বায়ু), বিয়ৎ ও আত্মা (যজমান)। ১২

দ্বিতীয় আবরণে ক্রমে ক্রমে পত্রে এই আটটি মূর্ত্তির পূজা করিবেন। অনন্তর তৃতীয় আবরণে রামা, রাকা, প্রভা, জ্যোৎস্না, পূর্ণা, উষা, পূরণী ও সুধা—এই আট জনকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। ১৩

তাহার পর চতুর্থ আবরণে বিশ্বা, বিদ্যা, সিতা, প্রহ্বা, সারা, সন্ধ্যা, শিবা ও নিশা—এই আটটি শক্তিকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। ১৪

পঞ্চম আবরণে আর্য্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, মেধা, শান্তি, কান্তি, ধৃতি ও মতি—ইঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। তাহার পর ষষ্ঠ আবরণে দলমূলে ধরা, মায়া, অবনী, পদ্মা, শান্তা, অমোঘা, জয়া, অমলা—ইঁহাদিগকে পূজা করিবেন। তাহার পর লোকপালগণকে ও তাহার পর বজ্রাদি আয়ুধগণকে পূজা করিবেন। ১৫-১৬

এইরূপ করিলে এই মহামন্ত্র প্রয়োগের যোগ্য হয়। সুধী সাধক সম্পদ্ লাভের জন্য বিল্বের সমিৎসমূহের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। ১৭

জুহুয়াদ্ ব্রহ্মবৃক্ষস্য সমিদ্ভির্ব্রহ্ম-তেজসে।
খাদিরৈরযুতং হুত্বা কান্তি-পুষ্টিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮

বটবৃক্ষস্য সমিধো জুহুয়াদযুতাবধি।
ধন-ধান্য-সমৃদ্ধঃ স্যাদচিরেণৈব সাধকঃ ॥ ১৯

তিলৈস্তৎসংখ্যয়া হুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
সিদ্ধার্থৈরযুতং হুত্বা শত্রূন্ বিজয়তে নৃপঃ ॥ ২০

অনেনৈব বিধানেন নশ্যেন্ মৃত্যুরকালজঃ।
পায়সেন কৃতো হোমো রক্ষা-শ্রী-কীর্ত্তি-কান্তিদঃ ॥ ২১

পঞ্চ-দুগ্ধেন সিদ্ধান্নং হুত্বা কৃত্যাং বিনাশয়েৎ।
অয়মেব মতো হোমঃ শান্তি-শ্রী-সম্পদাবহঃ ॥ ২২

দধিহোমেন সংবাদং কুর্য্যাদ্ বিদ্বেষিণোর্মিথঃ।
প্রত্যহং জুহুয়ান্ মন্ত্রী দূর্বামষ্টোত্তরং শতম্।
আময়ান্ নিখিলান্ জিত্বা দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩

ব্রহ্মতেজঃ লাভের জন্য ব্রহ্মবৃক্ষের সমিৎ সমূহের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। খাদির প্রভৃতি সাতটি উত্তম সমিৎসমূহের দ্বারা হোম করিলে কান্তি ও পুষ্টিলাভ করিবেন। ১৮

বট বৃক্ষের সমিৎসমূহ অযুত পর্য্যন্ত হোম করিবেন। ইহা দ্বারা সাধক শীঘ্রই ধন ধান্যে সমৃদ্ধ হইবেন। ১৯

তিলের দ্বারা অযুত সংখ্যায় হোম করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। সিদ্ধার্থের দ্বারা অযুত হোম করিয়া নৃপতি শত্রুকে জয় করেন। ২০

এই বিধানের দ্বারাই অকালমৃত্যু নাশ করেন। পায়সের দ্বারা কৃত হোম রক্ষা, শ্রী, কীর্ত্তি ও কান্তি-প্রদ হইয়া থাকে। ২১

গোদুগ্ধের দ্বারা সিদ্ধান্ন হোম করিয়া কৃত্যাকে নাশ করান। এই হোম শান্তি, শ্রী, সম্পৎ প্রদান করে। ইহা তান্ত্রিক সম্মত। ২২

দধি হোমের দ্বারা উভয় বিদ্বেষী ব্যক্তির পরস্পর সংবাদ (মিলন) করে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রত্যহ অষ্টোত্তর শত দূর্বা হোম করিবেন। ইহা দ্বারা যাবতীয় রোগকে জয় করিয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করেন। ২৩

জুহুয়াদ্ জন্ম-দিবসে পায়সান্নৈর্ঘৃতাঘিতৈঃ।
গচ্ছন্ননিন্দিতাং লক্ষ্মীমারোগ্যমতুলং যশঃ ॥ ২৪

গব্য-দুগ্ধ-ঘৃতাক্তাভিস্ত্র্যাভির্জুহুয়াদ্ বশী।
সবিংশতি-শতং সম্যক্ স্বজন্ম-দিবসে সুধীঃ।
আময়ৈঃ সকলৈর্মুক্তো জীবেদ্ বর্ষশতং সুখী ॥ ২৫

কাশ্মরী-সমিধস্তিস্রঃ পয়োঽন্নং ত্রিশতং পৃথক্।
জুহুয়াদ্ ব্রাহ্মণানন্তে ভোজয়েন্ মধুরান্বিতম্ ॥ ২৬

প্রীণয়েদ্ ধন-ধান্যাদ্যৈরাত্মনো গুরুমাদরাৎ।
অনাময়মবাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুঃ শ্রিয়া সহ ॥ ২৭

সঘৃতেন পয়োন্নেন হুত্বা পর্বণি পর্বণি।
রাজ্যশ্রিয়মবাপ্নোতি ষণ্মাসান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮

লাজৈর্বিশুদ্ধৈর্জুহুয়াৎ কন্যাপ্ত্যৈ সা বরাপ্তয়ে।
ক্ষীর-দ্রুম-সমিদ্ধোমাদ্ ব্রাহ্মণাদীন্ বশং নয়েৎ ॥ ২৯

সাধক অনিন্দিতা লক্ষ্মী, আরোগ্য, অতুল যশঃ ইচ্ছা করিয়া নিজের জন্ম-দিবসে ঘৃতাম্বিত পায়সের দ্বারা হোম করিবেন ২৪

বশকারী সুধী সাধক নিজের জন্ম দিবসে গব্য দুগ্ধের ঘৃতের দ্বারা আপ্লুত দূর্বাত্রয়ের দ্বারা বিংশতির সহিত এক শত (১২০) হোম করিবেন। সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকিবেন। ২৫

কাশ্মরীয় (গাম্ভারী) তিনটি সমিধ্ তিন শত এবং দুগ্ধান্ন তিন শত পৃথক্ পৃথক্ হোম করিবেন। হোমান্তে ব্রাহ্মণগণকে মধুর-যুক্ত ভোজ্য ভোজন করাইবেন। ২৬

নিজের গুরুকে ধন ধান্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করাইবেন। অনাময় (আরোগ্য) ঐশ্বর্য্যের সহিত দীর্ঘ আয়ু লাভ করিবেন। ২৭

প্রতি পর্বদিনে সঘৃত দুগ্ধান্নের দ্বারা হোম করিয়া ছয় মাসের মধ্যে রাজ্যশ্রী লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৮

কন্যা লাভের জন্য বর বিশুদ্ধ লাজের দ্বারা হোম করিবেন। কন্যাও বরলাভের জন্য ঐরূপ হোম করিবেন। অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বটের সমিধ্ হোমের দ্বারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণকে বশ করেন। ২৯

স্নাত্বা সহস্রং প্রজপেদাদিত্যাভিমুখো মনুম্।
আধি-ব্যাধি-বিনির্মুক্তো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।
অনেন মনুনা সর্বং সাধয়েদিষ্টমাত্মনঃ॥ ৩০
গায়ত্রী-ত্রিষ্টুবনুষ্টুব্-বর্ণৈঃ প্রোক্তঃ শতাক্ষরঃ।
পূর্বোক্তা এব মুন্যাদ্যা পরঃ তেজোঽস্য দেবতা॥ ৩১
হৃৎ ত্রয়োদশভিঃ প্রোক্তং রুদ্রার্ণৈঃ শির ঈরিতম্।
দ্বাবিংশত্যা শিখা প্রোক্তা তাবদ্ভিঃ কবচং মতম্॥ ৩২
স্যাৎ পঞ্চদশভির্নেত্রমস্ত্রং সপ্তদশাক্ষরৈঃ।
বর্ণ-ন্যাসাদিকং সর্বং কুর্য্যাৎ পূর্বোক্ত-বর্ত্মনা॥ ৩৩
সত্যং মানবিবর্জিতং শ্রুতিগিরামাদ্যং জগৎ-কারণং
ব্যাপ্তং স্থাবরজঙ্গমং মুনিবরৈর্ধ্যাতং নিরুদ্ধেন্দ্রিয়ৈঃ।

স্নান করিয়া সূর্য্যের অভিমুখ হইয়া এই মন্ত্র এক হাজার হোম করিবেন। ইহা দ্বারা আধি ও ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিবেন। এই মন্ত্রের দ্বারা নিজের সমস্ত অভীষ্ট সাধন করিতে পারেন। ৩০

শতাক্ষর মন্ত্র বলিতেছেন—চতুর্বিংশতি অক্ষর গায়ত্রী, চুয়াল্লিশ অক্ষর ত্রিষ্টুপ্ ও বত্রিশ অক্ষর অনুষ্টুভের বর্ণসমূহের দ্বারা শতাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত ঋষি, ছন্দঃই এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ। পর তেজঃ (ব্রহ্ম) এই মন্ত্রের দেবতা। ৩১

ত্রয়োদশ অক্ষরের দ্বারা হৃদয় মন্ত্র এবং একাদশ সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা শিরোমন্ত্র কথিত হইয়াছে। দ্বাবিংশতি সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা শিখামন্ত্র এবং তাবৎ পরিমাণ অর্থাৎ দ্বাবিংশতি সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা কবচমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩২

পঞ্চদশ সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা নেত্রমন্ত্র এবং সপ্তদশ সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা অস্ত্রমন্ত্র কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বর্ণন্যাসাদি সমস্তই করিবেন। ৩৩

এই মন্ত্রের অরূপ ব্রহ্মের ভাবনারূপ ধ্যানের অর্থ হইতেছে—যিনি সত্য অর্থাৎ অসত্য ব্যাবৃত্তি (নিষেধ) স্বরূপ, যিনি প্রমাণ বিবর্জিত (প্রমাণের অবিষয়), যিনি শ্রুতিবাক্য সমূহের আদি বক্তা, যিনি জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ, যিনি স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল পদার্থে ব্যাপ্ত, যিনি সংযতেন্দ্রিয় নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক ধ্যাত (উপাসিত), যিনি সূর্য্য, অগ্নি ও

অর্কাগ্নীন্দুময়ং শতাক্ষরবপুস্তারাত্মকং সন্ততং
নিত্যানন্দ-গুণালয়ং গুণপরং বন্দামহে তন্মহঃ ॥ ৩৪
লক্ষমানং জপেদেনমযুতং পায়সান্ধসা ।
জুহুয়াদ ঘৃতসিক্তেন মন্ত্রবিদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৫
সৌরে পীঠে যজেৎ সম্যগ্ বক্ষ্যমাণ-বিধানতঃ ।
আদ্যামাবৃত্তিমভ্যর্চেৎ ষড়ঙ্গৈর্দেশিকোত্তমঃ ॥ ৩৬
গায়ত্রী-শক্তিভিস্তিস্রঃ পূজয়েদাবৃতীঃ ক্রমাৎ ।
আবৃত্তিঃ পঞ্চমী প্রোক্তা ত্রিষ্টুবুত্থ-শক্তিভিঃ ॥ ৩৭
অনুষ্টুপ্-শক্তিভিঃ প্রোক্তমাবৃতীনাং চতুষ্টয়ম্ ।
ইন্দ্রাদ্যৈর্দশমী প্রোক্তা বজ্রাদ্যৈস্তৎপরা মতা ।
এবং সিদ্ধে মনৌ মন্ত্রী ভবেদ্ ভাস্কর-সন্নিভঃ ॥ ৩৮
সুধালতোদ্ভবৈঃ খণ্ডৈর্জুহুয়াৎ ক্ষীর-সংযুতৈঃ ।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি নিরাধির্ব্যাধি-বর্জিতঃ ॥ ৩৯

ও ইন্দুস্বরূপ, যিনি (শতাক্ষর মন্ত্রের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকের অভেদ বশতঃ) শতাক্ষর দেহ, যিনি প্রণবাত্মক, যিনি নিত্য আনন্দময়, যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত, সেই মহঃকে (নিত্য প্রকাশকে) আমরা বন্দনা করি । ৩৪

জিতেন্দ্রিয় মন্ত্রবিৎ সাধক পুরশ্চরণে এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিবেন। ঘৃত সিক্ত পায়সের দ্বারা অযুত হোম করিবেন। ৩৫

বক্ষ্যমাণ বিধানে সৌর পীঠে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিবেন। দেশিক-শ্রেষ্ঠ কর্ণিকায় ষড়ঙ্গসমূহের দ্বারা প্রথম আবরণের অর্চনা করিবেন। ৩৬

ক্রমে ক্রমে দলের মূল, মধ্য ও অগ্রে গায়ত্রীর শক্তি সমূহের দ্বারা তিনটি আবরণের পূজা করিবেন। ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্রোদ্ভূত শক্তিসমূহের দ্বারা পঞ্চমী আবৃত্তি কথিত হইয়াছে। ৩৭

অনুষ্টুপ্ মন্ত্রোদ্ভূত আট আট শক্তিসমূহের দ্বারা আবরণ চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রাদি-লোকপালগণের দ্বারা দশম আবরণ এবং বজ্রাদি আয়ুধের দ্বারা একাদশ আবরণ কথিত হইয়াছে। এই প্রকারে মন্ত্র সিদ্ধ হইলে মন্ত্রী ভাস্কর তুল্য হন। ৩৮

ক্ষীর সংযুক্ত সুধালতার (গুড়ুচীর) সমিধ্ সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। ইহাতে আধি ও ব্যাধি রহিত হইয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করেন। ৩৯

দূর্বাভির্ঘৃতসিক্তাভিস্তদেব ফলমাপ্নুয়াৎ।
মধুর-ত্রয়-সংসিক্তৈর্জুহুয়াদরুণাম্বুজৈঃ।
মহালক্ষ্মীমবাপ্নোতি ষড়্ভির্মাসৈর্বিধানবিৎ॥ ৪০

রক্তোৎপলৈস্ত্রিমধ্বক্তৈর্জুহুয়াৎ সর্বসম্পদে।
শ্রীপ্রসূনৈঃ প্রজুহুয়াদ্ রমায়া বসতির্ভবেৎ॥ ৪১

সহস্রং জুহুয়ান্ নিত্যং মাসমেকং তিলৈঃ শুভৈঃ।
ভানু-সংখ্যান্ দ্বিজান্ নিত্যং ভোজয়েন্ মধুরান্বিতৈঃ॥ ৪২

সর্বপাপৈর্বিনির্মুক্তঃ সর্বরোগ-বিবর্জিতঃ।
কৃত্যাদ্রোহ-গ্রহদ্রোহান্ জিত্বা দীর্ঘং স জীবতি॥ ৪৩

প্রাতঃ-স্নান-রতো মন্ত্রী জপেন্ নিত্যং শতং শতম্।
ভানুমালোকয়ন্ সম্যক্ স জীবেচ্ছরদাং শতম্॥ ৪৪

তার-ব্যাহৃতি-সংরুদ্ধং জপেন্ মন্ত্রং শতাক্ষরম্।
নিত্যমষ্টোত্তর-শতং নিঃশ্রেয়স-ফলাপ্তয়ে॥ ৪৫

গায়ত্র্যাদ্যং জপেন্ মন্ত্রং সর্বপাপ বিমুক্তয়ে।

ঘৃতসিক্ত দূর্বা দ্বারা হোম করিয়া সেই ফললাভ করিবেন। বিধানবিৎ সাধক মধুর ত্রয়াপ্লুত অরুণ অম্বুজের দ্বারা হোম করিয়া ছয় মাসের মধ্যে মহালক্ষ্মীলাভ করিবেন। ৪০

সমস্ত সম্পৎ লাভের জন্য ত্রিমধুরযুক্ত রক্ত উৎপল সমূহের দ্বারা হোম করিবেন। শ্রীপুষ্প সমূহের দ্বারা হোম করিয়া লক্ষ্মীর আলয় হইবেন। ৪১

একমাস যাবৎ প্রত্যহ শুভ (শুভ্র) তিলসমূহের দ্বারা সহস্র হোম করিবেন প্রত্যহ দ্বাদশসংখ্যক ব্রাহ্মণকে মধুর-যুক্ত ভোজ্যের দ্বারা ভোজন করাইবেন।৪২

সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত রোগ রহিত হইয়া কৃত্যাদ্রোহ ও গ্রহদ্রোহ জয় করিয়া দীর্ঘ কাল জীবিত থাকেন। ৪৩

যে মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রাতস্নানে রত হইয়া সূর্য্যকে দর্শন করিতে করিতে নিত্য শত শত মন্ত্র জপ করিবেন। তিনি একশত শরৎ (বর্ষ) জীবিত থাকিবেন। ৪৪

নিশ্রেয়স ফল প্রাপ্তির জন্য তার ও ব্যাহৃতি সংপুটিত শতাক্ষর মন্ত্র প্রত্যহ অষ্টোত্তর শত জপ করিবেন। ৪৫

সর্বপাপ বিমুক্তির জন্য যথোক্ত গায়ত্রী আদি অর্থাৎ গায়ত্রী, ত্রিষ্টুব্ ও

সর্বশত্রু-বিনাশায় ত্রিষ্টুবাত্তমিমং জপেৎ ॥ ৪৬

অনুষ্টুবাত্তং প্রজপেদায়ুরারোগ্য-সিদ্ধয়ে।
শতাক্ষরো মন্ত্রঃ প্রোক্তঃ সমস্ত-পুরুষার্থদঃ ॥ ৪৭

অথো বিধানং বারুণ্যা যথাবদভিধীয়তে।
ঋগ্‌বেদে সা সমুদ্দিষ্টা ধ্রুবাখ্যাম্না মনীষিভিঃ ॥ ৪৮

বশিষ্ঠো মুনিরাখ্যাতশ্ছন্দস্ত্রিষ্টুবুদাহৃতম্।
বরুণো দেবতা প্রোক্তস্তদ্-বর্ণৈরঙ্গ-কল্পনা ॥ ৪৯

অষ্টভির্হৃদয়ং প্রোক্তং সপ্তভিঃ শির ঈরিতম্।
শিখা ষড়্‌বর্ণৈরাখ্যাতা বস্বর্ণৈঃ কবচং মতম্।
সপ্তভির্নেত্রমাখ্যাতমস্ত্রং ষড়্‌ভিরুদীরিতম্ ॥ ৫০

সাগ্রেষু সন্ধিষু পদোর্গুদাব্ধাধার-নাভিষু।
কুক্ষৌ পৃষ্ঠে হৃদি কুচে গলে বাহ্বগ্র-সন্ধিষু ॥ ৫১

অনুষ্টুপ মন্ত্র জপ করিবেন। সমস্ত শত্রুর বিনাশের জন্য ত্রিষ্টুবান্ত অর্থাৎ ত্রিষ্টুপ্ অনুষ্টুপ্ ও গায়ত্রীর মন্ত্র জপ করিবেন। ৪৬

আয়ুঃ, আরোগ্য সিদ্ধির জন্য অনুষ্টুপ্ আদি মন্ত্র অর্থাৎ অনুষ্টুপ্ গায়ত্রী ও ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্র জপ করিবেন। সমস্ত পুরুষার্থপ্রদ শতাক্ষর মন্ত্র কথিত হইল। ৪৭

বারুণী ঋকের বিধান যথাযথ কথিত হইতেছে। মনীষিগণ কর্তৃক ধ্রুবাসু ইত্যাদি সেই ঋক্ ঋগ্‌বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই মন্ত্র কথিত হইতেছে— ধ্রুবাসু ত্বাসু ক্ষিতিষু ক্ষিয়ন্তো ব্যস্মৎ পাশং বরুণো মুমোচৎ। অবো বন্বানা আদিতেরুপস্থাদ্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। ৪৮

এই মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ কথিত হইয়াছে। বরুণ দেবতা কথিত হইয়াছেন। সেই ঋগ্‌বর্ণসমূহের দ্বারা অঙ্গ কল্পনা করিবেন। ৪৯

এই মন্ত্রের আটটি বর্ণের দ্বারা হৃদয়মন্ত্র ও সাতটি বর্ণের দ্বারা শিরোমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ছয়টি বর্ণের দ্বারা শিখা ও আটটি বর্ণের দ্বারা কবচ উক্ত হইয়াছে। সাতটি বর্ণের দ্বারা নেত্র ও ছয়টি বর্ণের দ্বারা অস্ত্র কথিত হইয়াছে। ৫০

যথাবিধানে পদদ্বয়ের অগ্রে ও সন্ধিসমূহে দশটি বর্ণ, গুহ্যে, অম্বুতে, মূলাধারে নাভিতে, কুক্ষিদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, হৃদয়ে স্তনে ও গলে নয়টি বর্ণ, বাহুর অগ্রে ও সন্ধিতে,

মন্ত্রী প্রত্যঙ্‌মুখো ভূত্বা তর্পয়েদ্ বিমলৈর্জলৈঃ।
সর্বোপদ্রব-নাশায় সমস্তাভ্যুদয়াপ্তয়ে ॥ ৬৪
বহুনা কিমিহোক্তেন মন্ত্রেণাঽনেন সাধকঃ।
সাধয়েৎ সকলান্ কামান্ জপ-হোমাদি-তৎপরঃ ॥ ৬৫
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রস্য বিধানমভিধীয়তে।
যেন প্রাণীরিতা মন্ত্রাঃ প্রাণবন্তো ভবন্তি তে ॥ ৬৬
পাশাঙ্কুশ-পুটা শক্তির্বালী বিন্দু-বিভূষিতঃ।
যান্তাঃ সপ্ত সকারান্তা ব্যোম-সদ্যেন্দু-সংযুতম্ ॥ ৬৭
তদন্তে হংস-মন্ত্রঃ স্যাৎ ততোঽমুষ্য-পদং বদেৎ।
প্রাণা ইতি বদেৎ পশ্চাদিহ প্রাণাস্ততঃ পরম্ ॥ ৬৮
অমুষ্য জীব ইহ চ স্থিতোঽমুষ্যপদং বদেৎ।
সর্বেন্দ্রিয়াণ্যমুষ্যান্তে বাঙ্‌-মনশ্চক্ষুরন্ততঃ ॥ ৬৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক সমস্ত উপদ্রব নাশের জন্য সমস্ত অভ্যুদয় প্রাপ্তির জন্য পশ্চিম মুখ হইয়া বিমল জলের দ্বারা তর্পণ করিবেন। ৬৪

এখানে অধিক বলার প্রয়োজন নাই। সাধক জপ হোমাদি তৎপর হইয়া এই মন্ত্রের দ্বারা সকল কামনা সাধন করিতে পারেন। ৬৫

প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্রের বিধান কথিত হইতেছে। যে প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত মন্ত্রসকল প্রাণবান্ হইয়া থাকে। ৬৬

বিবৃতি। যদিও মন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই, কারণ যথাযথভাবে উচ্চারিত মন্ত্র সকল স্বতই কার্য্যসাধনে সমর্থ। তথাপি যন্ত্রাদিতে লিখিত মন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। লিখিত মন্ত্র উচ্চারিত মন্ত্রের ন্যায় শব্দরূপ নহে। উহা শব্দের অভিব্যঞ্জক রেখামাত্র। উহা প্রাণবান্ হইলেই তদ্দ্বারা সমস্ত মন্ত্র, যন্ত্র পুত্তলী প্রভৃতি প্রাণবান্ হয়। ৬৬

প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। পাশ (আং) ও অঙ্কুশের দ্বারা (ক্রোং) পুটিত শক্তি (হ্রীং) অর্থাৎ আং হ্রীং ক্রোং, তাহার পর বিন্দুবিভূষিত বালী (য) অর্থাৎ যং, তাহার পর ঐ যকারাদি সাতটিও বিন্দু বিভূষিত অর্থাৎ রং লং বং শং ষং সং, তাহার পর সদ্য (ও) ও বিন্দুসংযুক্ত ব্যোম অর্থাৎ হোং তাহার পর হংসমন্ত্র হইবে। তাহার পর অমুষ্য পদ হইবে। তাহার পর প্রাণা এই বলিবেন। পরে ইহ প্রাণাঃ, তাহার পর অমুষ্য জীব ইহ স্থিতঃ, তাহার পর অমুষ্যপদ বলিবেন, তাহার পর সর্বেন্দ্রিয়াণি অমুষ্য পদের অন্তে

শ্রোত্র-ঘ্রাণ-পদ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরম্ ।
তিষ্ঠন্ত্বগ্নিবধূরন্তে প্রাণমন্ত্রোঽয়মীরিতঃ ॥ ৭০

প্রত্যমুষ্য-পদং পূর্বং পাশাদীনি প্রয়োজয়েৎ ।
প্রয়োগেষু সমাখ্যাতঃ প্রাণমন্ত্রো মনীষিভিঃ ॥ ৭১

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাঃ প্রোক্তা মুনয়স্তন্ত্রবেদিভিঃ ।
উক্তমৃগ্-যজুষোঃ সাম্নশ্ছন্দশ্ছন্দোবিশারদৈঃ ॥ ৭২

চৈতন্যরূপা প্রাণাখ্যা দেবতা শক্তিরীরিতা ।
কবর্গেণ বিয়ৎ-পূর্বভূতৈর্হৃদয়মীরিতম্ ।
শিরশ্চবর্গ-শব্দাদ্যৈরীরিতং তদনন্তরম্ ॥ ৭৩

জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈষ্টবর্গাদ্যৈস্তচ্ছিখা পরিকীর্ত্তিতা ।
কর্মেন্দ্রিয়ৈস্তবর্গাদ্যৈঃ কবচং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৪

বচনাদ্যৈঃ পবর্গাদ্যৈর্বিলোচনমুদীরিতম্ ।
বুদ্ধ্যাদ্যৈর্যাদি-সংযুক্তৈরস্ত্রমস্য সমীরিতম্ ।

বাঙ্-মনশ্চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত ও অন্তে অগ্নিবধূ (স্বাহা)। তাহাতে ছয়ষট্টি অক্ষরের মন্ত্রটি হইল—আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুক প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, অমুক জীব ইহ স্থিতঃ, অমুক সর্বেন্দ্রিয়াণি অমুক বাঙ্-মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা। এইটি প্রাণমন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬৭-৭০

প্রয়োগসমূহে প্রতি অমুক পদের পূর্বে পাশাদি হইতে হংসঃ পর্যন্ত শব্দ প্রয়োগ করিবেন। মনীষিগণ কর্তৃক এই প্রাণমন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৭১

তন্ত্রবিদ্গণ কর্তৃক এই মন্ত্রের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ঋষি কথিত হইয়াছেন। ছন্দোবিশারদগণ কর্তৃক ঋক্, যজুঃ সামের ছন্দঃ অর্থাৎ ঋগ্যজুঃ সাম ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। চৈতন্যরূপা প্রাণশক্তি দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (এই প্রাণমন্ত্রের আং বীজ ও ক্রোং শক্তি) ৭২

কবর্গের দ্বারা বিয়ৎপূর্ব ভূত সমূহের সহিত হৃদয়মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। চ-বর্গ ও শব্দাদি সমূহের দ্বারা শিরোমন্ত্র উক্ত হইয়াছে। তাহার পর ট-বর্গের বর্ণসমূহ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা সেই প্রাণমন্ত্রের শিখামন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। ত-বর্গের বর্ণসমূহ ও কর্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা কবচমন্ত্র কথিত হইয়াছে। পবর্গের বর্ণসমূহ ও বচনাদি দ্বারা নেত্রমন্ত্র কথিত হইয়াছে। যাদি সংযুক্ত বুদ্ধ্যাদি দ্বারা এই প্রাণ

মন্ত্রী প্রত্যঙ্‌মুখো ভূত্বা তর্পয়েদ্ বিমলৈর্জলৈঃ।
সর্বোপদ্রব-নাশায় সমস্তাভ্যুদয়াপ্তয়ে ॥ ৬৪
বহুনা কিমিহোক্তেন মন্ত্রেণাঽনেন সাধকঃ।
সাধয়েৎ সকলান্ কামান্ জপ-হোমাদি-তৎপরঃ ॥ ৬৫
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রস্য বিধানমভিধীয়তে।
যেন প্রাণীরিতা মন্ত্রাঃ প্রাণবন্তো ভবন্তি তে ॥ ৬৬
পাশাঙ্কুশ-পুটা শক্তির্বাদী বিন্দু-বিভূষিতঃ।
যাদ্যাঃ সপ্ত সকারান্তা ব্যোম-সদ্যেন্দু-সংযুতম্ ॥ ৬৭
তদন্তে হংস-মন্ত্রঃ স্যাৎ ততোঽমুষ্য-পদং বদেৎ।
প্রাণা ইতি বদেৎ পশ্চাদিহ প্রাণাস্ততঃ পরম্ ॥ ৬৮
অমুষ্য জীব ইহ চ স্থিতোঽমুষ্যপদং বদেৎ।
সর্বেন্দ্রিয়াণ্যমুষ্যান্তে বাঙ্-মনশ্চক্ষুরস্ততঃ ॥ ৬৯

মন্ত্রজ্ঞ সাধক সমস্ত উপদ্রব নাশের জন্য সমস্ত অভ্যুদয় প্রাপ্তির জন্য পশ্চিম মুখ হইয়া বিমল জলের দ্বারা তর্পণ করিবেন। ৬৪

এখানে অধিক বলার প্রয়োজন নাই। সাধক জপ হোমাদি তৎপর হইয়া এই মন্ত্রের দ্বারা সকল কামনা সাধন করিতে পারেন। ৬৫

প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্রের বিধান কথিত হইতেছে। যে প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত মন্ত্রসকল প্রাণবান্ হইয়া থাকে। ৬৬

বিবৃতি। যদিও মন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই, কারণ যথাযথভাবে উচ্চারিত মন্ত্র সকল স্বতই কার্য্যসাধনে সমর্থ। তথাপি যন্ত্রাদিতে লিখিত মন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। লিখিত মন্ত্র উচ্চারিত মন্ত্রের ন্যায় শব্দস্বরূপ নহে। উহা শব্দের অভিব্যঞ্জক রেখামাত্র। উহা প্রাণবান্ হইলেই তদ্দ্বারা সমস্ত মন্ত্র, যন্ত্র পুত্তলী প্রভৃতি প্রাণবান্ হয়। ৬৬

প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র উক্ত হইতেছে। পাশ (আং) ও অঙ্কুশের দ্বারা (ক্রোং) পুটিত শক্তি (হ্রীং) অর্থাৎ আং হ্রীং ক্রোং, তাহার পর বিন্দুবিভূষিত বাদী (য) অর্থাৎ যং, তাহার পর ঐ যকারাদি সাতটিও বিন্দু বিভূষিত অর্থাৎ রং লং বং শং ষং সং, তাহার পর সদ্য (ও) ও বিন্দুসংযুক্ত ব্যোম অর্থাৎ হোং তাহার পর হংসমন্ত্র হইবে। তাহার পর অমুষ্য পদ হইবে। তাহার পর প্রাণা এই বলিবেন। পরে ইহ প্রাণাঃ, তাহার পর অমুষ্য জীব ইহ স্থিতঃ, তাহার পর অমুষ্যপদ বলিবেন, তাহার পর সর্বেন্দ্রিয়াণি অমুষ্য পদের অন্তে

এবং ধ্যাত্বা জগদ্ধাত্রীং লক্ষমেনং জপেন্ মনুম্।
জুহুয়াৎ তদ্-দশাংশেন চরুভির্ঘৃত-সংযুতৈঃ॥ ৮০

ষট্‌কোণাঢ্যে শক্তিপীঠে বিধিনাঽনেন পূজয়েৎ।
অর্চয়েৎ ষট্‌সু কোণেষু ব্রহ্মাণং বিষ্ণুমীশ্বরম্॥ ৮১

বাণীং লক্ষ্মীমুমাং পশ্চাৎ ষড়ঙ্গানি প্রপূজয়েৎ।
দলেষু মাতরঃ পূজ্যাস্তদ্বাহ্যে লোকপালকাঃ॥ ৮২

এবং প্রপূজয়েদ্ দেবীং সুগন্ধি-কুসুমাদিভিঃ।
ইতি সংসাধিতো মন্ত্র ষট্‌কর্ম-ফলদো ভবেৎ॥ ৮৩

স্থাপয়েন্ মনুনাঽনেন প্রাণান্ সর্বত্র দেশিকঃ।
বীজান্তেঽমুষ্য-শব্দানামাদৌ দূতীঃ প্রযোজয়েৎ॥ ৮৪

মৃতা বৈবস্বতা ভূয়ো জীবহা প্রাণহা ততঃ।
আকৃষ্যা গ্রথনী পশ্চাৎ প্রমাদা বিস্ফুলিঙ্গিনী।
ক্ষেত্রজ্ঞ-প্রতিহার্য্যেতাঃ প্রাণ-দূত্যো নব স্মৃতাঃ॥ ৮৫

জগদ্ধাত্রীকে এইরূপ ধ্যান করিয়া এক লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন। ঘৃত-সংযুক্ত চরুসমূহের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ৮০

ষট্‌কোণ-যুক্ত নবম পটলোক্ত শক্তিপীঠে নবম পটলোক্ত পীঠ শক্তির পূজা করিয়া এই মন্ত্রের দ্বারা জগদ্ধাত্রীকে পূজা করিবেন। এই বক্ষ্যমাণ বিধিদ্বারা ছয়টি কোণের পূর্ব, নির্ঋতি, বায়ুকোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশকে, আগ্নেয়, বরুণ ও ঈশান কোণে বাণী, লক্ষ্মী ও উমাকে অর্চনা করিবেন। তাহার পর কেসরে ষড়ঙ্গ সমূহকে পূজা করিবেন। দলসমূহে মাতৃগণকে এবং তাহার বাহ্যে লোকপালগণকে পূজা করিবেন। ৮১-৮২

এই প্রকারে সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা দেবীকে পূজা করিবেন। এইরূপে সংসাধিত মন্ত্র ষট্‌কর্মের ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ৮৩

দেশিক সর্বত্র আত্মা, মন্ত্র, পুত্তলী প্রভৃতিতে এই প্রাণমন্ত্রের দ্বারা প্রাণ স্থাপন করিবেন। বীজান্তে অর্থাৎ পাশাদি হংসমন্ত্রের অন্তে অমুষ্য শব্দ সমূহের (সাধ্য নামের) আদিতে দূতী প্রয়োগ করিবেন। ৮৪

মৃতা, বৈবস্বতা, জীবহা, প্রাণহা, আকৃষ্যা, গ্রথনী, প্রমাদা, বিস্ফুলিঙ্গিনী, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রতিহারী—এই নবজন প্রাণদূতী কথিত হইয়াছেন। ৮৫

পাশেন বদ্ধ-চেষ্টস্য শক্ত্যা স্বীকৃত-চেতসঃ।
অঙ্কুশেনাহৃতস্তাভিঃ সাধ্যস্যাঽসূন্ সমাহরেৎ ॥ ৮৬

দ্বাদশাঙ্গুল-মানেন কৃত্বা সাধ্যস্য পুত্তলীম্।
তস্যাং প্রাণাত্মকং যন্ত্রং সকীটং হৃদয়ে ন্যসেৎ ॥ ৮৭

নিশীথ-সময়ে সাধ্যে সুপ্তে তস্য হৃদম্বুজে।
ঈশ-রাক্ষস-শীতাংশু-যমানাং কর্ণিকান্তরে।
যাদীন্ হংস-সমাযুক্তান্ ভৃঙ্গাকারাননুস্মরেৎ ॥ ৮৮

শিরোবিন্দু-সমুদ্ভূত-তন্তু-সম্বদ্ধ-বিগ্রহান্।
এবমাত্ম-হৃদম্ভোজে ভৃঙ্গীরূপান্ ধিয়া স্মরেৎ ॥ ৮৯

আত্ম-হৃৎ-পদ্মগা ভৃঙ্গীঃ প্রস্থাপ্য শ্বাস-বর্ত্মনা।
একৈকাৎ সাধ্য-হৃৎ-পদ্মাদ্ ভৃঙ্গমেকৈকমানয়েৎ।
পুত্তল্যাং স্থাপয়েন্ মন্ত্রী স্বচিত্তে বা বিধানবিৎ ॥ ৯০

এই দূতীগণ কর্তৃক পাশ বীজের তেজের দ্বারা বদ্ধচেষ্ট (নিশ্চেষ্ট) শক্তি বীজের তেজের দ্বারা বশীভূত-চেতন অঙ্কুশবীজের শক্তি দ্বারা আহৃত (আকৃষ্ট) সাধ্যের প্রাণসমূহ আহরণ করিবেন। ৮৬

দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ সাধ্যের পুত্তলী করিয়া সেই পুত্তলীতে হৃদয়ে বক্ষ্যমাণ কীটের সহিত প্রাণস্বরূপ যন্ত্র স্থাপন করিবেন। ৮৭

রাত্রিকালে সাধ্য নিদ্রিত হইলে তাহার হৃৎপদ্মের বায়ু, বহ্নি, ইন্দ্র, বরুণ অনন্তর ঈশ, রাক্ষস, চন্দ্র ও যমের দলসমূহে কর্ণিকামধ্যে হংস যুক্ত যাদি অক্ষর রূপ দূতাদি দূতীগণকে যকারাদি বীজের মস্তকস্থ বিন্দুরূপ বীজ সমুদ্ভূত তন্তু সমূহের সহিত সম্বদ্ধ-দেহ এক একটি ভৃঙ্গরূপ ধ্যান করিবেন। ৮৮

এইরূপ নিজের হৃদয় পদ্মে যকারাদি বীজের মস্তকস্থ বিন্দুরূপ বীজ-সমুদ্ভূত তন্তু সমূহের দ্বারা সম্বদ্ধ-দেহ দূতাদি দূতীগণকে ভৃঙ্গীরূপ ধ্যান করিবেন। ৮৯

নিজের বহন্নাড়ী দ্বারা প্রবেশ নির্গমন কুশল বিধানবিৎ মন্ত্রজ্ঞ সাধক স্বকীয় হৃৎপদ্মস্থিত ভৃঙ্গীগণকে শ্বাসপথে নিঃসারিত করিয়া সাধ্যের এক একটি হৃৎপদ্ম হইতে এক একটী ভৃঙ্গকে আনয়ন করিবেন। ক্রূরকর্মে পুত্তলীতে এবং বশ্যাদিকর্মে স্বচিত্তে স্থাপন করিবেন। ৯০

তত্ত্ব-চ্ছেদং প্রকুর্বীত বহ্নি-বীজেন সংযতঃ।
আকৃষ্টান্ সাধ্য-হৃদ্-ভুজগান্ ভুবা সংস্তম্ভয়েৎ ততঃ॥ ৯১
এবমেকাদশাবৃত্তীঃ কুর্য্যাৎ সর্বেষু কর্মসু।
বশ্যাকর্ষণয়োর্যাদীনরুণান্ সংস্মরেৎ সুধীঃ॥ ৯২
মোহ-বিদ্বেষয়োর্ধূম্রান্ কৃষ্ণান্ মারণ-কর্মণি।
পীতাং সংস্তম্ভনে ধ্যায়েৎ প্রাণাকর্ষণ-কর্মণি॥ ৯৩
আকৃষ্টান্ সাধ্য-হৃৎ-প্রাণান্ স্থাপয়েদাত্মনো হৃদি।
ক্রূর-কর্মসু পুত্তল্যাং তেষাং স্থাপন-মীরিতম্॥ ৯৪
প্রাণান্ সাধ্যস্য মণ্ডুকানাত্মনস্তু ভুজঙ্গমান্।
সংস্মরেৎ তত্র নিপুণঃ সদা ক্রূরেষু কর্মসু॥ ৯৫

বায্বগ্নি-শক্র-বরুণেশ্বর-রাক্ষসেন্দু-
প্রেতেশ-পত্র-লিখিতৈরথ যাদি-বর্ণৈঃ।
বিন্দ্বস্থিকৈঃ ক্ষগত-হংস-সমেত-সাধ্যং
প্রাণাখ্য-যন্ত্রমথ বর্ণবৃতং ধরাস্থম্॥ ৯৬

সংযত সাধক সাবধান হইয়া বহ্নিবীজ রং দ্বারা তত্ত্বচ্ছেদ করিবেন। তাহার পর সাধ্য হৃদয় হইতে আকৃষ্ট ভুজঙ্গদকে ভূবীজ গ্লৌং দ্বারা স্তম্ভিত করিবেন। ৯১

সমস্ত কর্মে এইরূপ একাদশ বার করিবেন। সুধী সাধক বশ্য ও আকর্ষণে যাদি বর্ণসমূহকে অরুণ বর্ণ ধ্যান করিবেন। ৯২

মোহ ও বিদ্বেষে ধূম্রবর্ণ, মারণ কর্মে কৃষ্ণবর্ণ এবং স্তম্ভনে পীত বর্ণ ধ্যান করিবেন। ৯৩

সাধ্যের হৃদ্গত প্রাণসমূহকে নিজের হৃদয়ে স্থাপন করিবেন। ক্রূর কর্মে পুত্তলীতে স্থাপন করিবেন। সেই প্রাণ-সমূহের স্থাপন কথিত হইল। ৯৪

ক্রূর কর্মে নিপুণ সাধক সর্বদা ক্রূর কর্ম সমূহে সাধ্যের প্রাণ-সমূহকে মণ্ডুকরূপ এবং আত্মার (নিজের) প্রাণসমূহকে ভুজঙ্গমরূপ ধ্যান করিবেন। ৯৫

প্রাণযন্ত্র কথিত হইতেছে: একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার বায়ু, অগ্নি, শক্র, বরুণ, ঈশ্বর, রাক্ষস, ইন্দু ও প্রেতেশ (নৈর্ঋত) পত্রে হোং অন্ত বিন্দুযুক্ত যাদি বর্ণসমূহকে লিখিবেন। অনন্তর অষ্টদলের মধ্যে ক্ষগত হংস সমেত সাধ্য প্রভৃতি লিখিয়া বাহ্যে অবশিষ্ট বর্ণ দ্বারা ও ভূগৃহের দ্বারা আবৃত করিবেন। ৯৬

ইত্থং প্রয়োগ-কুশলো মনুনাঽনেন মন্ত্রবিৎ।
বশয়েৎ সকলান্ দেবান্ কিং পুনঃ পার্থিবান্ জনান্ ॥ ৯৭
আবাহন্যাদিকা মুদ্রাঃ প্রবক্ষ্যামি যথাক্রমম্।
যাভির্বিরচিতাভিস্তু মোদন্তে সর্বদেবতাঃ ॥ ৯৮
সম্যক্ সংপূরিতঃ পুষ্পৈঃ করাভ্যাং কল্পিতোঽঞ্জলিঃ।
আবাহনী সমাখ্যাতা মুদ্রা দেশিক-সত্তমৈঃ ॥ ৯৯
অধোমুখী কৃতা সৈব প্রোক্তা স্থাপন-কর্মণি।
আশ্লিষ্ট-মুষ্টি-যুগলা প্রোন্নতাঙ্গুষ্ঠ-যুগ্মকা।
সন্নিধানে সমুদ্দিষ্টা মুদ্রেয়ং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ১০০
অঙ্গুষ্ঠ-গর্ভিণী সৈব সন্নিরোধে সমীরিতা।
উত্তানৌ দ্বৌ কৃতৌ মুষ্টী সম্মুখীকরণী স্মৃতা।
দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ ॥ ১০১
সব্যহস্ত-কৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখ-তর্জনী।
অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা সতী ॥ ১০২

এইরূপ প্রয়োগ-কুশল মন্ত্রবিৎ সাধক এই মন্ত্রের দ্বারা সকল দেবতাকে বশ করিতে পারেন। পার্থিব মনুষ্যগণকে যে বশ করিবেন, তাহাতে কোনই বক্তব্য নাই। ৯৭

যে মুদ্রা বিরচিত হইয়া প্রদর্শিত হইলে সমস্ত দেবতা হৃষ্ট হন, সেই আবাহন্যাদি মুদ্রা যথাক্রমে বলিতেছি। ৯৮

করদ্বয়ের দ্বারা কৃত অঞ্জলি সম্যক্‌রূপে পুষ্পসমূহের দ্বারা পূরিত হইলে উহা দেশিকশ্রেষ্ঠ কর্তৃক আবাহনী মুদ্রা কথিত হইয়াছে। ৯৯

অধোমুখী কৃত সেই মুদ্রাই স্থাপনকর্মে স্থাপনী বলিয়া কথিত হয়। মুষ্টিদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ঊর্দ্ধে উন্নত হইলে এই মুদ্রা তন্ত্রবেদিগণ কর্তৃক সন্নিধানে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা সন্নিধাপনী মুদ্রা। ১০০

সেই সন্নিধাপনী মুদ্রাই অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী হইলে সন্নিরোধ কার্য্যে উক্ত হইয়াছে। উহা সন্নিরোধনী মুদ্রা। দুই মুষ্টি উত্তান করিলে সম্মুখীকরণী বলিয়া কথিত হয়। দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গসমূহের ন্যাস সকলীকরণ কথিত হয়। ১০১

বামহস্তে মুষ্টি করিয়া দীর্ঘ অধোমুখ তর্জনী উভয় দিকে ভ্রামিত করিলে ইহা অবগুণ্ঠন মুদ্রা হইয়া থাকে। ১০২

অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ।
তথা চ তর্জনী-মধ্যা ধেনুমুদ্রা সমীরিতা।
অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ তয়া দেশিক-সত্তমঃ॥ ১০৩

অন্যোন্য-গ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিত-করাঙ্গুলী।
মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ।
প্রযোজয়েদিমাং মুদ্রাং দেবতা-যাগ-কর্ম্মণি॥ ১০৪

আদি-ক্ষান্তার্ণ-যোগিত্বাদক্ষমালেতি কীর্ত্তিতা।
তদ্বর্ণ-সংখ্যৈর্মণিভির্জপমালাং প্রকল্পয়েৎ॥ ১০৫

রুদ্রাক্ষ-মালিকা সূতে জপেন স্ব-মনোরথান্।
পদ্মাক্ষৈর্বিহিতা মালা শত্রূণাং নাশিনী মতা॥ ১০৬

কুশগ্রন্থিময়ী মালা সর্বপাপ-বিনাশিনী।
পুত্রজীব-ফলৈঃ কৢপ্তা কুরুতে পুত্র-সম্পদম্॥ ১০৭

কনিষ্ঠা ও অনামিকা পরস্পর পরস্পরের অভিমুখে সংযুক্ত হইলে, তর্জনী ও মধ্যমা এইরূপ সংযুক্ত হইলে উহা ধেনুমুদ্রা কথিত হয়। দেশিকশ্রেষ্ঠ এই ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিবেন। ১০৩

অঙ্গুষ্ঠদ্বয় গ্রথিত ও অন্যান্য করাঙ্গুলি সকল প্রসারিত হইলে উহা পরমীকরণে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক মহামুদ্রা বলিয়া কথিত হইয়াছে। দেবতার পূজা কার্য্যে এই মুদ্রা দেখাইবেন। ১০৪

অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণের মালা হইতেছে অক্ষমালা। অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণসমূহের সম্বন্ধ আছে বলিয়া এই মালা অক্ষমালা বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই বর্ণসংখ্যক মণি বা গুলিকাসমূহের দ্বারা জপমালা করিবেন। (উহার মধ্যে একটি অধিক গুলিকা থাকিবে। উহা ক্ষ স্বরূপ। উহাই মেরু।) ১০৫

রুদ্রাক্ষ মালিকার জপের দ্বারা নিজের মনোরথ সিদ্ধি করে। পদ্মাক্ষের দ্বারা রচিত মালা শত্রুনাশিনী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১০৬

কুশগ্রন্থময়ী মালা সমস্ত পাপের বিনাশিনী পুত্রজীব ফলের দ্বারা রচিতা মালা পুত্র সম্পৎ প্রদান করে। ১০৭

নির্মিতা রৌপ্য-মণিভির্জপমালেপ্সিত-প্রদা।
হিরণ্ময়ৈর্বিরচিতা মালা কামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ১০৮
প্রবালৈর্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেৎ পুষ্কলং ধনম্।
সৌভাগ্যং স্ফাটিকী মালা মৌক্তিকৈর্বিহিতা শ্রিয়ম্ ॥ ১০৯
নির্মিতা শঙ্খ-মণিভিঃ কুরুতে কীর্ত্তিমব্যয়াম্।
সর্বৈরেতৈর্বিরচিতা মালা স্যান্ মুক্তয়ে নৃণাম্ ॥ ১১০
অথাভিধাস্যে তন্ত্রেঽস্মিন্ সম্যক্ ষট্-কর্ম-লক্ষণম্।
সর্ব-তন্ত্রানুসারেণ প্রয়োগ-ফল-সিদ্ধিদম্ ॥ ১১১
শান্তি-বশ্য-স্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ।

রৌপ্য মণি সমূহের দ্বারা নির্মিতা জপমালা ঈপ্সিত বিষয়-প্রদা। সুবর্ণময়ী গুটিকা নির্মিতা মালা কামনাসমূহ প্রদান করে। ১০৮

প্রবালের দ্বারা নির্মিতা মালা প্রচুর ধন প্রদান করে। স্ফটিকের মালা সৌভাগ্য এবং মুক্তার মালা ঐশ্বর্য্য প্রদান করে। ১০৯

শঙ্খমণি সমূহের দ্বারা নির্মিতা মালা অব্যয় কীর্ত্তি প্রদান করে। এই সকলের পাঁচটি পাঁচটি মণি দ্বারা রচিতা মালা মানবগণের মুক্তির হেতু হয়। ১১০

বিবৃতি। অক্ষমালা নির্মাণের প্রকার কথিত হইতেছে। পরস্পর সমান নাতিস্থূল নাতিকৃশ নূতন সর্বাঙ্গ সুন্দর গুলিকাগুলি আনিয়া পঞ্চগব্যে পৃথক্ পৃথক্ প্রক্ষালন করিবেন। তাহার পর শ্রেষ্ঠ দ্বিজের পুত্রবতী স্ত্রী কর্ত্তৃক গ্রন্থিরহিত ত্রিগুণসূত্রকে ত্রিগুণীকৃত করিয়া পূর্ববৎ তাহাকে প্রক্ষালন করিবেন। নয়টি অশ্বত্থ পত্রকে পদ্মাকারে সাজাইবেন। গন্ধজলের দ্বারা প্রক্ষালিত সূত্র ও গুলিকাকে তাহার উপর স্থাপন করিবেন। সূত্র ও গুলিকাসমূহে ওঁ, হ্রীং ও মাতৃকাবর্ণগুলিকে ন্যাস করিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিবেন, যথাশক্তি আজ্য দ্বারা হোম করিবেন। এক একটি মণি লইয়া মুখে মুখ ও পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ দিয়া ঐ ত্রিগুণীকৃত সূত্র দ্বারা গাঁথিবেন। এক একটি মণিমধ্যে গ্রন্থিবন্ধন করিবেন। সম্যক্ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া উপচার সমূহের দ্বারা পূজা করিবেন। এইরূপে কৃতমালাতে মাতৃকা দ্বারা জপ করিবেন। গুরুকে পূজা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সেই মালা গ্রহণ করিবেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা পদার্থাদর্শে দ্রষ্টব্য। ১১০

অনন্তর সকল তন্ত্রানুসারে এই তন্ত্রে সম্যক্রূপে প্রয়োগ ফলের সিদ্ধিপ্রদ ষট্ কর্মের লক্ষণ বলিতেছি। ১১১

অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ।
তথা চ তর্জনী-মধ্যা ধেনুমুদ্রা সমীরিতা।
অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ তয়া দেশিক-সত্তমঃ ॥ ১০৩

অন্যোন্য-গ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিত-করাঙ্গুলী।
মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ।
প্রযোজয়েদিমাং মুদ্রাং দেবতা-যাগ-কর্ম্মণি ॥ ১০৪

আদি-ক্ষান্তার্ণ-যোগিত্বাদক্ষমালেতি কীর্ত্তিতা।
তদ্বর্ণ-সংখ্যৈর্মণিভির্জপমালাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১০৫

রুদ্রাক্ষ-মালিকা সূতে জপেন স্ব-মনোরথান্।
পদ্মাক্ষৈর্বিহিতা মালা শত্রূণাং নাশিনী মতা ॥ ১০৬

কুশগ্রন্থিময়ী মালা সর্বপাপ-বিনাশিনী।
পুত্রজীব-ফলৈঃ কৢপ্তা কুরুতে পুত্র-সম্পদম্ ॥ ১০৭

কনিষ্ঠা ও অনামিকা পরস্পর পরস্পরের অভিমুখে সংযুক্ত হইলে, তর্জনী ও মধ্যমা এইরূপ সংযুক্ত হইলে উহা ধেনুমুদ্রা কথিত হয়। দেশিকশ্রেষ্ঠ এই ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিবেন। ১০৩

অঙ্গুষ্ঠদ্বয় গ্রথিত ও অন্যান্য করাঙ্গুলি সকল প্রসারিত হইলে উহা পরমীকরণে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক মহামুদ্রা বলিয়া কথিত হইয়াছে। দেবতার পূজা কার্য্যে এই মুদ্রা দেখাইবেন। ১০৪

অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণের মালা হইতেছে অক্ষমালা। অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণসমূহের সম্বন্ধ আছে বলিয়া এই মালা অক্ষমালা বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই বর্ণসংখ্যক মণি বা গুলিকাসমূহের দ্বারা জপমালা করিবেন। (উহার মধ্যে একটি অধিক গুলিকা থাকিবে। উহা ক্ষ স্বরূপ। উহাই মেরু।) ১০৫

রুদ্রাক্ষ মালিকায় জপের দ্বারা নিজের মনোরথ সিদ্ধি করে। পদ্মাক্ষের দ্বারা রচিত মালা শত্রুনাশিনী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১০৬

কুশগ্রন্থময়ী মালা সমস্ত পাপের বিনাশিনী পুত্রজীব ফলের দ্বারা রচিতা মালা পুত্র সম্পৎ প্রদান করে। ১০৭

নির্মিতা রৌপ্য-মণিভির্জপমালেপ্সিত-প্রদা।
হিরণ্ময়ৈর্বিরচিতা মালা কামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ১০৮
প্রবালৈর্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেৎ পুষ্কলং ধনম্।
সৌভাগ্যং স্ফাটিকী মালা মৌক্তিকৈর্বিহিতা শ্রিয়ম্ ॥ ১০৯
নির্মিতা শঙ্খ-মণিভিঃ কুরুতে কীর্ত্তিমব্যয়াম্।
সর্বৈরেভৈর্বিরচিতা মালা স্যান্ মুক্তয়ে নৃণাম্ ॥ ১১০
অথাভিধাস্যে তন্ত্রেঽস্মিন্ সম্যক্ ষট্-কর্ম-লক্ষণম্।
সর্ব-তন্ত্রানুসারেণ প্রয়োগ-ফল-সিদ্ধিদম্ ॥ ১১১
শান্তি-বশ্য-স্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ।

রৌপ্য মণি সমূহের দ্বারা নির্মিতা জপমালা ঈপ্সিত বিষয়-প্রদা। সুবর্ণময়ী গুটিকা নির্মিতা মালা কামনাসমূহ প্রদান করে। ১০৮

প্রবালের দ্বারা নির্মিতা মালা প্রচুর ধন প্রদান করে। স্ফটিকের মালা সৌভাগ্য এবং মুক্তার মালা ঐশ্বর্য্য প্রদান করে। ১০৯

শঙ্খমণি সমূহের দ্বারা নির্মিতা মালা অব্যয় কীর্ত্তি প্রদান করে। এই সকলের পাঁচটি পাঁচটি মণি দ্বারা রচিতা মালা মানবগণের মুক্তির হেতু হয়। ১১০

বিবৃতি। অক্ষমালা নির্মাণের প্রকার কথিত হইতেছে। পরস্পর সমান নাতিস্থূল নাতিকৃশ নূতন সর্বাঙ্গ সুন্দর গুলিকাগুলি আনিয়া পঞ্চগব্যে পৃথক্ পৃথক্ প্রক্ষালন করিবেন। তাহার পর শ্রেষ্ঠ দ্বিজের পুত্রবতী স্ত্রী কর্ত্তৃক গ্রন্থিরহিত ত্রিগুণসূত্রকে ত্রিগুণীকৃত করিয়া পূর্ববৎ তাহাকে প্রক্ষালন করিবেন। নয়টি অশ্বত্থ পত্রকে পদ্মাকারে সাজাইবেন। গন্ধজলের দ্বারা প্রক্ষালিত সূত্র ও গুলিকাকে তাহার উপর স্থাপন করিবেন। সূত্র ও গুলিকাসমূহে ওঁ, হ্রীং ও মাতৃকাবর্ণগুলিকে ন্যাস করিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিবেন, যথাশক্তি আজ্য দ্বারা হোম করিবেন। এক একটি মণি লইয়া মুখে মুখ ও পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ দিয়া ঐ ত্রিগুণীকৃত সূত্র দ্বারা গাঁথিবেন। এক একটি মণিমধ্যে গ্রন্থিবন্ধন করিবেন। সম্যক্ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া উপচার সমূহের দ্বারা পূজা করিবেন। এইরূপে কৃতমালাতে মাতৃকা দ্বারা জপ করিবেন। গুরুকে পূজা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সেই মালা গ্রহণ করিবেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা পদার্থাদর্শে দ্রষ্টব্য। ১১০

অনন্তর সকল তন্ত্রানুসারে এই তন্ত্রে সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ ফলের সিদ্ধিপ্রদ ষট্‌ কর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছি। ১১১

মারণান্তানি শংসন্তি ষট্ কর্মাণি মনীষিণঃ ॥ ১১২
রোগ-কৃত্যা-গ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতা।
বশ্যং জনানাং সর্বেষাং বিধেয়ত্বমুদীরিতম্ ॥ ১১৩
প্রবৃত্তিরোধঃ সর্বেষাং স্তম্ভনং সমুদাহৃতম্।
স্নিগ্ধানাং দ্বেষজননং মিথো বিদ্বেষণং মতম্ ॥ ১১৪
উচ্চাটনং স্বদেশাদের্ভ্রংশনং পরিকীর্ত্তিতম্।
প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং সমুদাহৃতম্।
স্বদেবতাদি-কালাদীন্ জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১১৫
রতির্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমম্।
ষট্কর্ম-দেবতাঃ প্রোক্তাঃ কর্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ।
ঈশ-চন্দ্রেন্দ্র-নির্ঋতি-বায়্বগ্নীনাং দিশো মতাঃ ॥ ১১৬
সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য ঘটিকা-দশকং ক্রমাৎ।
ঋতবঃ স্যুর্বসন্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে ॥ ১১৭

শান্তি কর্ম, বশ্যকর্ম, স্তম্ভন কর্ম, বিদ্বেষ কর্ম, উচ্চাটন কর্ম ও মারণকর্ম—এই কর্মগুলিকে মনীষিগণ ষট্কর্ম বলেন। ১১২

রোগ, কৃত্যা ও গ্রহাদি-দোষের নিবৃত্তিকে শান্তি কর্ম বলেন। সমস্ত লোকের আদেশ অনুসারে বচনকারিত্বকে বশ্য কর্ম বলেন। ১১৩

জল, অনল, শুক্র, খড়্গ, ধারা, সৈন্য, প্রতিবাদীর বচন, বায়ু প্রভৃতি সমস্তের প্রবৃত্তি রোধ স্তম্ভন কর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরস্পর স্নিগ্ধ (স্নেহযুক্ত) ব্যক্তিগণের পরস্পর বিদ্বেষ উৎপাদনই বিদ্বেষণ কর্ম কথিত হইয়াছে। ১১৪

নিজের, গৃহ, গ্রাম, নগরাদি হইতে অপরাবৃত্ত চলন উচ্চাটন কর্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাণিগণের প্রাণহরণ মারণ কর্ম কথিত হইয়াছে। নিজের দেবতা, আসন, মুদ্রা প্রভৃতি এবং কাল প্রভৃতি জানিয়া এই কর্ম সকল সাধন করিবেন। ১১৫

রতি, বাণী, রমা, জ্যেষ্ঠা, দুর্গা, কালী—ইহারা ষট্কর্মের দেবতা। কর্মের আদিতে তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন। ষট্কর্মে যথাক্রমে ঈশ, চন্দ্র, ইন্দ্র, নির্ঋতি, বায়ু ও অগ্নির দিক্ প্রশস্ত উক্ত হইয়াছে। ১১৬

প্রতিদিন অহোরাত্র মধ্যে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত কালে ক্রমে ক্রমে বসন্তাদি ছয়টি ঋতু হয়। ১১৭

বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষাখ্য-শরদ্ধেমন্ত-শৈশিরাঃ।
হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্তো বসন্তো বশ্য-কর্মণি ॥ ১১৮
শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো বিদ্বেষে গ্রীষ্ম ঈরিতঃ।
প্রাবৃডুচ্চাটনে জ্ঞেয়ো শরন্ মারণ-কর্মণি ॥ ১১৯
পদ্মাখ্যং স্বস্তিকং ভূয়ো বিকটং কুক্কটং পুনঃ।
বজ্রং ভদ্রকমিত্যাহুরাসনানি মনীষিণঃ ॥ ১২০
ষণ্ মুদ্রাঃ ক্রমতো জ্ঞেয়াঃ পদ্ম-পাশ-গদাহ্বয়াঃ।
মুষলাশনি-খড়্গাখ্যাঃ শান্তিকাদিষু কর্মসু ॥ ১২১
জলং শান্তিবিধৌ শস্তং বশ্যে বহ্নিরুদাহৃতঃ।
স্তম্ভনে পৃথিবী শস্তা বিদ্বেষে ব্যোম কীর্ত্তিতম্ ॥ ১২২
উচ্চাটনে স্মৃতো বায়ুর্ভূয়োঽগ্নির্মারণে মতঃ।
তত্তদ্-ভূতোদয়ে সম্যক্ তত্তন্মণ্ডল-সংযুতম্।
তৎ তৎ কর্ম বিধাতব্যং মন্ত্রিণা নিশিতাত্মনা ॥ ১২৩
শীতাংশু-সলিল-ক্ষোণী-ব্যোম-বায়ু-হবির্ভুজাম্।
বর্ণাঃ স্যুর্মন্ত্র-বীজানি ষট্ কর্মসু যথাক্রমম্ ॥ ১২৪

বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির—এইগুলি ঋতু। শান্তি কার্য্যে হেমন্ত প্রশস্ত ও বশ্যকর্মে বসন্ত উক্ত হইয়াছে। ১১৮

স্তম্ভনে শিশির, বিদ্বেষে গ্রীষ্ম, উচ্চাটনে বর্ষা, মারণে শরৎকাল প্রশস্ত জানিবেন। ১১৯

মনীষিগণ পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বিকটাসন, কুক্কুটাসন, বজ্রাসন ও ভদ্রাসনকে ষট্কর্মের আসন বলিয়াছেন। ১২০

পদ্মমুদ্রা, পাশমুদ্রা গদামুদ্রা, মুসলমুদ্রা, অশনি মুদ্রা, খড়্গমুদ্রা—এইগুলিকে শান্তিকাদি ষট্কর্মে মুদ্রা জানিবেন। ১২১

শান্তি বিধিতে জল প্রশস্ত, বশ্যে বহ্নি, স্তম্ভনে পৃথিবী, বিদ্বেষে ব্যোম, প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১২২

উচ্চাটনে বায়ু এবং মারণে অগ্নি প্রশস্ত জানিবেন। তৎ তৎ ভূতের উদয় হইলে তীক্ষবুদ্ধি মন্ত্রী ঊর্দ্ধ ও অধোভেদে অহোরাত্র জানিয়া তত্তৎ ভূতমণ্ডলের দ্বারা সংযুক্ত তত্তৎ কর্ম করিবেন। ১২৩

ষট্কর্মসমূহে যথাক্রমে মন্ত্রবীজ সকল শীতাংশু, সলিল, ক্ষোণী, ব্যোম, বায়ু ও অগ্নির বর্ণ হইয়া থাকে। ১২৪

গ্রথনং চ বিদর্ভশ্চ সংপুটো রোধনং তথা।
যোগঃ পল্লব ইত্যেতে বিন্যাসাঃ ষট্সু কর্মসু ॥ ১২৫

মন্ত্রার্ণান্তরিতান্ কুর্য্যান্নাম-বর্ণান্ যথাবিধি।
গ্রথনং তদ্ বিজানীয়াৎ প্রশস্তং শান্তি-কর্মণি ॥ ১২৬

মন্ত্রার্ণ-দ্বন্দ্ব-মধ্যস্থং সাধ্য-নামাক্ষরং লিখেৎ।
বিদর্ভ এষ বিজ্ঞেয়ো মন্ত্রিভির্বশ্য-কর্মণি ॥ ১২৭

আদাবন্তে চ মন্ত্রঃ স্যান্নাম্নোঽসৌ সংপুটং মতম্।
এষ সংস্তম্ভনে শস্ত ইত্যুক্তো মন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ১২৮

নাম্ন আদ্যন্ত-মধ্যেষু মন্ত্রঃ স্যাদ্ রোধনং মতম্।
বিদ্বেষণ-বিধানেষু প্রশস্তমিদমীরিতম্ ॥ ১২৯

মন্ত্রস্যান্তে ভবেন্ নাম যোগঃ প্রোচ্চাটনে মতঃ।
অন্তে নাম্নো ভবেন্ মন্ত্রঃ পল্লবো মারণে মতঃ ॥ ১৩০

গ্রথন, বিদর্ভ, সংপুট, রোধন, যোগ ও পল্লব—এই সকল মন্ত্রের বিন্যাস ষট্‌কর্মে আছে। ১২৫

যথাবিধি সাধ্যের নামের বর্ণগুলিকে মন্ত্রবর্ণের দ্বারা অন্তরিত অর্থাৎ প্রথমে ১টী মন্ত্রাক্ষর তাহার পর সাধ্যের নামাক্ষর, পুনঃ মন্ত্রাক্ষর এইভাবে ব্যবহিত করিবেন। এইরূপ ব্যবধানকে গ্রথন বলিয়া জানিবেন। শান্তিকর্মে উহা প্রশস্ত। ১২৬

প্রথমে মন্ত্রবর্ণ দুইটি, তাহার পর নামাক্ষর একটি এইভাবে সাধ্যনামের অক্ষরকে মন্ত্রবর্ণদ্বয়ের মধ্যস্থ করিয়া লিখিবেন। বশ্যকর্মে মন্ত্রিগণ ইহাকে বিদর্ভ জানেন। ১২৭

সাধ্যনামের আদিতে ও অন্তে মন্ত্র হইবে। উহা সম্পুট বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা স্তম্ভনে প্রশস্ত। ইহা মন্ত্রবিদ্‌গণকর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১২৮

নামের আদি, মধ্য ও অন্তে মন্ত্র হইলে রোধন কথিত হয়। বিদ্বেষণ কর্মে ইহা প্রশস্ত কথিত হইয়াছে। ১২৯

মন্ত্রের অন্তে নাম হইলে উহা যোগ হয়। উহা উচ্চাটনে কর্ত্তব্য উক্ত হইয়াছে। নামের অন্তে মন্ত্র হইলে পল্লব হয়। এই পল্লব মারণে উক্ত হইয়াছে। ১৩০

যন্ত্রং পদ্ম-পুটীকৃতং নিগদিতং মৃত্যুঞ্জয়াখ্যং পরম্ ॥ ৪

বিষ-জ্বর-শিরো-রোগ-নাশনং শ্রীজয়-প্রদম্।

কান্তি-পুষ্টি-প্রদং বশ্যং সর্ব-কামার্থ-সাধকম্ ॥ ৫

সাধ্যাঢ্য-চিন্তামণিমগ্নিগেহে বিলিখ্য বাহ্যেঽনল-গেহ-বীতম্।

প্রবেষ্টয়েৎ তদ্ বহিরষ্ট-বর্ণ-মন্ত্রেণ যন্ত্রং জ্বর-শান্তিদং স্যাৎ ॥ ৬

সংপ্রবসঃ প্রাবয়সো মন্ত্রোঽষ্টাক্ষর ঈরিতঃ।

এষ এব ভবেদ্ দক্ষো গ্রহ-জ্বর-বিনাশনে ॥ ৭

তার-ঠদ্বয়-পুটং কুরুকুল্লে মন্ত্রমত্র হুতভুগ্-গৃহযুগ্মে।

মধ্য-কোণ-বিবরেষু লিখেৎ তদ্‌যন্ত্রমাশু বিনিহন্তি ভুজঙ্গান্ ॥ ৮

ওঁকার-মায়াদিক-মেখলেঽগ্নিবধূ-মন্ত্রং বহ্নি গৃহস্থ যুগ্মে।

মধ্যাদি-কোণেষু বিলিখ্য ভূর্জে যন্ত্রং বিদধ্যাদ্ রিপু-নাগ-হারি ॥ ৯

শূলাঙ্কিতে বহ্নি-গৃহস্থ যুগ্মে ধূমাবতী-মন্ত্রং লিখেৎ ক্রমেণ।

আটটি বর্গের বর্ণ লিখিবেন। অধঃ ও ঊর্ধ্বমুখ পদ্মের দ্বারা পুটীকৃত এই যন্ত্র শ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় যন্ত্র কথিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের মৃত্যুঞ্জয় দেবতা। ৪

এই যন্ত্র বিষ, জ্বর, শিরোরোগের নাশক, ঐশ্বর্য্য ও শ্রীপ্রদ, সমস্ত কাম ও অর্থের সাধক, কান্তি ও পুষ্টিপ্রদ এবং বশ্যকর। ৫

জ্বরঘ্ন যন্ত্র বলিতেছেন। অগ্নি গৃহে সাধ্য-যুক্ত শৈব চিন্তামণি বীজ লিখিয়া দ্বিতীয় অগ্নিগৃহ দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। বহির্ভাগে তাহাকে অষ্ট বর্ণ মন্ত্রের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। এই যন্ত্র জ্বরের শান্তি-প্রদ হয়। ৬

এই অষ্টাক্ষর যন্ত্রলেখ্য মন্ত্র কথিত হইয়াছে—সংপ্রবসঃ প্রাবয়সঃ। এই মন্ত্রই গ্রহ-জ্বর বিনাশে দক্ষ। ৭

সর্পঘ্ন যন্ত্র বলিতেছেন। পরস্পর ব্যতিভিন্ন বহ্নির গৃহদ্বয়ে মধ্য কোণের বিবরে তার ও ঠদ্বয় পুটিত কুরুকুল্লে মন্ত্র অর্থাৎ ওঁ কুরুকুল্লে স্বাহা এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র গোরোচনায় লিখিবেন। সেই যন্ত্র শীঘ্র সর্পগণকে বিনাশ করে। ৮

অন্য প্রকার সর্পঘ্ন যন্ত্র বলিতেছেন। ওঁকার ও মায়া (হ্রীং) আদি মেখলে অগ্নিবধূ মন্ত্রকে অর্থাৎ ওঁ হ্রীং মেখলে স্বাহা এই মন্ত্রকে বহ্নিগৃহ দ্বয়ে মধ্যাদি কোণে গোরোচনায় লিখিয়া ভূর্জপত্রে শত্রুরূপ নাগের নাশক এই যন্ত্র লিখিবেন। ৯

উচ্চাটন-কর যন্ত্র বলিতেছেন। অগ্নিগৃহের বাহিরে কোণের অগ্র সমূহে শূল অঙ্কন করিবেন। সেই শূলাঙ্কিত অগ্নির গৃহদ্বয়ের মধ্যাদি কোণসমূহে ক্রমে

চতুর্বিংশঃ পটলঃ

অথ বক্ষ্যামি যন্ত্রাণাং ভেদাংস্তেন্ত্রষু গোপিতান্।
যৈঃ সাধয়ন্তি সততং মন্ত্রিণো নিজ-বাঞ্ছিতম্ ॥ ১

মার্ণে লিখেৎ সার্ণ-যুতং স্বসাধ্যং বর্গাঢ্য-পত্রে স্বর-কেসরেঽজে।
বহিঃ সদীর্ঘৈর্গগনৈঃ প্রবীতং রক্ষাকরং যন্ত্রমিদং প্রশস্তম্ ॥ ২

পুটীকৃতে ভূমিপুরস্য যুগ্মে মায়াং লিখেৎ মধ্যগ-সাধ্য-যুক্তাম্।
বকার-কোণেন মহীপুরেণ সংবেষ্টিতং বশ্যকরং তদুচ্চৈঃ ॥ ৩

মধ্যে সার্ণ-বিদর্ভিতং প্রপুটিতং মৃত্যুঞ্জয়ং ত্র্যক্ষরৈঃ
ক্ষান্তঃস্থং নিজ-সাধ্য-নাম-বিলিখিৎ কিঞ্জল্ক-সংস্থান্-স্বরান্।
পত্রেষ্বষ্টসু নাম-মন্ত্র-পুটিতং বর্গাংস্তদগ্রেষ্বথো

মন্ত্রিগণ যে সকল যন্ত্রের দ্বারা নিজের বাঞ্ছিত বিষয় সাধন করেন। অনন্তর আমি তন্ত্রে সংরক্ষিত সেই সকল যন্ত্রের ভেদ বলিতেছি। ১

রক্ষাকর যন্ত্র বলিতেছেন। পদ্মের কর্ণিকাস্থিত মকার মধ্যে সবিন্দু সকার যুক্ত সাধ্য সাধক কর্ম সহিত নিজের সাধ্যকে লিখিবেন। (নিজের নামকে ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত, সাধ্যকে ও কর্মকে দ্বিতীয়ান্ত করিয়া পরে রক্ষ রক্ষ দিয়া লিখিবেন। যেমন দেবদত্তস্য যজ্ঞদত্তং রক্ষাং কুরু কুরু)। ক চ ট ত প য শ ও ল এই আট বর্ণকে আটটি পত্রে লিখিবেন। কেসর সমূহে দুই দুই ক্রমে স্বরগুলিকে লিখিবেন। বহির্ভাগে সদীর্ঘ গগন হাং এই বীজের দ্বারা বেষ্টন করিবেন। এই রক্ষাকর যন্ত্র প্রশস্ত (এ স্থলে মাতৃকা দেবতাকে পূজা করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠাদি করিয়া ধারণ করিবেন)। ২

বশ্যকৃৎ যন্ত্র বলিতেছেন। ভূপুরের সহিত পুটীকৃত ভূমিপুর দ্বয়ে প্রথমে একটি চতুষ্কোণ করিয়া তাহার মধ্যে সেই রেখালগ্ন দিক্‌কোণাগ্র দ্বিতীয় চতুরস্র করিয়া তাহার মধ্যে সেই রেখা লগ্ন বিদিক্ কোণাগ্র তৃতীয় চতুরস্র লিখিয়া তন্মধ্যে মায়া (হ্রীং) লিখিবেন। ঐ মায়ার মধ্যে সাধ্য কর্ম সহিত মায়া লিখিতে হইবে। তাহার পর বকার কোণ ভূপুরের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহা উচ্চৈঃ (অধিক) বশ্যকর। ৩

মৃত্যুঞ্জয় যন্ত্র বলিতেছেন। অষ্ট দল পদ্মের কর্ণিকার মন্ত্র-বিদর্ভিত মৃত্যুঞ্জয়ের ত্র্যক্ষর মন্ত্রের দ্বারা পুটিত নিজের সাধ্যনাম ক্ষকার মধ্যে লিখিবেন। আটটি পত্রে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পুটিত সাধ্য নাম লিখিবেন। অনন্তর পত্রের অগ্রে কাদি

পূর্বং ঘুর্ঘুটিকে-যুগ্মং ততো মর্কটিকে-যুগম্।
ঘোরে বিদ্বেষকারিণি! বিদ্বেষোদ্বেগ-কারিণি! ॥ ১৫

অথ ঘোরাঘোরয়োঃ স্যাদমুকামুকয়োস্ততঃ।
বিদ্বেষয়-দ্বয়ং হুং ফট্ বিদ্যা ঘুর্ঘুটিকেরিতা ॥ ১৬

প্রাক্-প্রত্যগ্-দক্ষিণোদগ্ বিধিবদভিলিখেৎ স্পষ্টরেখা-চতুষ্কং
কোণোত্তচ্ছূল-যুক্তং বলয়যুগ-যুতং মধ্যপূর্বং তদন্তম্।
মন্ত্রস্যার্ণান্ পরস্তাৎ বসুপদ-বিবরেষ্বষ্টবর্ণান্ লিখিত্বা
শূলোত্তদ্-দ্বাদশার্ণং বিধিবদভিহিতং প্রেতরাজস্য যন্ত্রম্ ॥ ১৭

যমরাজসদোমেধ যমেদোরুণয়োদর।
যদিযোনিরপক্ষেয যক্ষেয়বনিরাময় ॥ ১৮

উক্তো ধূমান্ধকারায় স্বাহেত্যষ্টাক্ষরো মনুঃ।
প্রণবঃ হ্রীং ততো দংষ্ট্রা তৎপরং বিকৃতাস্ততঃ।

প্রথমে দুইটি ঘুর্ঘুটিকে, তাহার পর দুইটি মর্কটিকে, তাহার পর ঘোরে বিদ্বেষকারিণি। বিদ্বেষোদ্বেগকারিণি। অনন্তর ঘোরাঘোরয়োঃ অমুকামুকয়োঃ হইবে। তাহার পর দুইটি বিদ্বেষয় ওঁ হুং ফট্। ইহা ঘুর্ঘুটিকা বিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৫-১৬

যারণ যন্ত্র বলিতেছেন। পূর্ব পশ্চিম রেখাদ্বয় এবং উত্তর দক্ষিণ রেখাদ্বয় অঙ্কন করিবেন। উভয় মিলিয়া চারিটি রেখা হইবে। ঐ রেখা চারিটি উদগ্র শূলযুক্ত হইবে। মধ্য কোষ্ঠের কোণ হইতে বহির্ভাগে চারিটি কর্ণ সূত্র দিলে শূলাকার হইবে। ঐ রেখা চতুষ্টয় বলয় দ্বয়ের দ্বারা যুক্ত হইবে। তন্মধ্যে একটি বৃত্ত রেখাগ্রকে স্পর্শ করিবে। দ্বিতীয় বৃত্তটি মধ্য কোষ্ঠে প্রথম বৃত্তের মধ্যে হইবে। পরে মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যমরাজের শ্লোক মন্ত্রের বর্ণগুলিকে বলয়দ্বয় যাহাতে হয়, সেরূপভাবে লিখিবেন। অবশিষ্ট আটটি কোষ্ঠে অগ্র হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে ধূমান্ধকার মন্ত্রের আটটি বর্ণ লিখিয়া শূলোৎপন্ন দ্বাদশ কোষ্ঠে বিধিবৎ বক্ষ্যমাণ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রবর্ণ লিখিবেন। উহা প্রেতরাজের যন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। প্রথমে যন্ত্রের দুই পার্শ্বে মহিষ ও অশ্বের মস্তক লিখিয়া পরে তন্মধ্যে যন্ত্র নির্মাণ করিবেন। ১৭

মন্ত্রলেখ্য যমরাজের শ্লোক মন্ত্রের বর্ণগুলি মূলে শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ১৮

ধূমান্ধকারায় স্বাহা—মন্ত্রলেখ্য এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রটি ধূমান্ধকারের মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ওঁকার হ্রীং তাহার পর দ্রংষ্টা তাহার পর বিকৃতা পরে আননায় ও

মধ্যাদি-কোণেষু মরুদ্-গৃহস্থং যন্ত্রং হুতাশানিল-বর্ণ-বীতম্ ॥ ১০
দান্তো সার্দ্বীশ-বিন্দ্বন্তৌ বীজে ধূমাবতি দ্বিঠঃ।
ধূমাবতী-মনুঃ প্রোক্তঃ শত্রু-নিগ্রহ-কারকঃ ॥ ১১
বিষেণ কনকাম্ভোভিঃ প্রেত-কর্পট-কল্পিতম্।
শ্মশানে নিখনেদেতৎ শত্রুমুচ্চাটয়েদ্ দ্রুতম্ ॥ ১২
হুতাশ-গেহ-দ্বিতয়ং লিখিত্বা বৈবস্বতায় দ্বিঠ-বর্ণ-মন্ত্রম্।
মধ্যান্তমাকল্পিতমিন্দুবিম্বে যন্ত্রং মহাভূত-পিশাচ-বৈরি ॥ ১৩
নামালিখ্য মকার-কোষ্ঠ-যুগলে কোণেষু তস্যালিখেৎ
মন্ত্রজ্ঞো ঙ-ঞ-ণান্ নকার-সহিতান্ ধূমাবতী-মন্ত্রগান্।
বীতং ঘুর্ম্টিকাদিনা পরমিদং বায়ু-ত্রিগেহাবৃতং
যন্ত্রং প্রাণ-পরেত-ভূমি-নিহিতং বিদ্বেষণং স্যাদ্ দ্বিষাম্ ॥ ১৪

ক্রমে অর্থাৎ মধ্যে বীজদ্বয় এবং কোণ সমূহে অবশিষ্ট অক্ষর সমূহ লিখিবেন। উহা প্রথম পটলোক্ত বায়ু গৃহের মধ্যবর্তী হইবে এবং হুতাশ (র) ও অনিল (য) দ্বারা বেষ্টিত হইবে। এ স্থলে ধূমাবতী দেবতা। ১০

দুইটি দান্ত ধকার অর্দ্বীশ ঊ ও বিন্দু যুক্ত হইলে ধূং ধূং এই বীজদ্বয় হয়। এই ধূং ধূং বীজদ্বয় ও ধূমাবতী স্বাহা—ইহা শত্রু নিগ্রহ কারক ধূমাবতী মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ১১

ধুতরার পাতার রসের দ্বারা যুক্ত কারস্করের দ্বারা প্রেত বস্ত্রে এই যন্ত্র লিখিয়া শ্মশানে পুতিয়া দিবেন। উহা দ্রুত শত্রুকে উচ্চাটন করে। ১২

ভূতনাশক যন্ত্র বলিতেছেন। বহ্নির গৃহদ্বয় লিখিয়া ইন্দুবিম্বে (বৃত্তে) বৈবস্বতায় স্বাহা এই মন্ত্র মধ্যান্ত অর্থাৎ মধ্যে ও ষট্‌কোণে সাতটি মন্ত্রাক্ষর লিখিবেন। এই যন্ত্র মহাভূত ও পিশাচের বৈরী। এ স্থলে যম দেবতা। ১৩

বিদ্বেষকর যন্ত্র বলিতেছেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক মকার কোষ্ঠ দ্বয়ে অর্থাৎ বৃত্ত ও চতুরস্রে একত্র সাধ্য নাম, অন্যত্র সাধক নাম লিখিবেন। সেই মকার চতুরস্রের ঈশানাদি কোণ সমূহে সবিন্দু নকার সহিত ঙ ঞ ণ বর্ণকে এবং পত্রসমূহে ধূমাবতী মন্ত্রগত বর্ণগুলিকে লিখিবেন। তাহার উপরি ভাগে ঘুর্ম্টিকাদি মন্ত্রের দ্বারা বেষ্টন দিবেন। তাহার বহির্ভাগে তিনটি বায়ুগেহ দ্বারা আবৃত হইবে। এই শ্রেষ্ঠ যন্ত্র প্রাণ পরেত ভূমিতে (শ্মশান ভূমিতে) নিহিত হইলে দ্বেষকারিগণের বিদ্বেষকর হয়। ১৪

পূর্বং ঘুর্মুটিকে-যুগ্মং ততো মর্কটিকে-যুগম্।
ঘোরে বিদ্বেষকারিণি! বিদ্বেষোদ্বেগ-কারিণি! ॥ ১৫
অথ ঘোরাঘোরয়োঃ স্যাদমুকামুকয়োস্ততঃ।
বিদ্বেষয়-দ্বয়ং হুং ফট্ বিদ্যা ঘুর্মুটিকেরিতা ॥ ১৬

প্রাক্-প্রত্যগ্-দক্ষিণোদগ্ বিধিবদভিলিখেৎ স্পষ্টরেখা-চতুষ্কং
কোণোদ্যচ্ছূল-যুক্তং বলয়যুগ-যুতং মধ্যপূর্বং তদন্তম্।
মন্ত্রস্থার্ণান্ পরস্তাৎ বসুপদ-বিবরেষ্বষ্টবর্ণান্ লিখিত্বা
শূলোদ্যদ্-দ্বাদশার্ণং বিধিবদভিহিতং প্রেতরাজস্য যন্ত্রম্ ॥ ১৭

যমরাজসদোমেয় যমেদোরুণয়োদয়।
যদিযোনিরপক্ষেয় যক্ষেয়বনিরাময় ॥ ১৮
উক্তো ধূমান্ধকারায় স্বাহেত্যষ্টাক্ষরো মনুঃ।
প্রণবঃ শ্রীং ততো দংষ্ট্রা তৎপরং বিকৃতাস্ততঃ।

প্রথমে দুইটি ঘুর্মুটিকে, তাহার পর দুইটি মর্কটিকে, তাহার পর ঘোরে বিদ্বেষকারিণি! বিদ্বেষোদ্বেগকারিণি! অনন্তর ঘোরাঘোরয়োঃ অমুকামুকয়োঃ হইবে। তাহার পর দুইটি বিদ্বেষয় ওঁ হুং ফট্। ইহা ঘুর্মুটিকা বিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৫-১৬

মারণ যন্ত্র বলিতেছেন। পূর্ব পশ্চিম রেখাদ্বয় এবং উত্তর দক্ষিণ রেখাদ্বয় অঙ্কন করিবেন। উভয় মিলিয়া চারিটি রেখা হইবে। ঐ রেখা চারিটি উদ্যৎ শূলযুক্ত হইবে। মধ্য কোষ্ঠের কোণ হইতে বহির্ভাগে চারিটি কর্ণ সূত্র দিলে শূলাকার হইবে। ঐ রেখা চতুষ্টয় বলয় দ্বয়ের দ্বারা যুক্ত হইবে। তন্মধ্যে একটি বৃত্ত রেখাগ্রকে স্পর্শ করিবে। দ্বিতীয় বৃত্তটি মধ্য কোঠে প্রথম বৃত্তের মধ্যে হইবে। পরে মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যমরাজের শ্লোক মন্ত্রের বর্ণগুলিকে বলয়দ্বয় যাহাতে হয়, সেরূপভাবে লিখিবেন। অবশিষ্ট আটটি কোঠে অগ্র হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে ধূমান্ধকার মন্ত্রের আটটি বর্ণ লিখিয়া শূলোৎপন্ন দ্বাদশ কোঠে বিধিবৎ বক্ষ্যমাণ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রবর্ণ লিখিবেন। উহা প্রেতরাজের যন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। প্রথমে যন্ত্রের দুই পার্শ্বে মহিষ ও অশ্বের মস্তক লিখিয়া পরে তন্মধ্যে যন্ত্র নির্মাণ করিবেন। ১৭

যন্ত্রলেখ্য যমরাজের শ্লোক মন্ত্রের বর্ণগুলি মূলে শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ১৮

ধূমান্ধকারায় স্বাহা—যন্ত্রলেখ্য এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রটি ধূমান্ধকারের মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ওঁকার শ্রীং তাহার পর দ্রংষ্ট্রা তাহার পর বিকৃতা পরে আননায় ও

আননায় বহ্নিবধূর্মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ১৯
বিষবৃক্ষস্য ফলকে নৃ-চর্মণি পটেঽথবা।
আলিখ্যাঽষ্ট-বিষৈরেতৎ শ্মশানে নিখনেৎ নিশি ॥ ২০
জ্বরেণ মহতাবিষ্টো মূর্চ্ছাকুলিত-মানসঃ।
রিপুর্গচ্ছতি পক্ষেণ যমলোকং ন সংশয়ঃ ॥ ২১

একাশীতি-পদেষু মধ্যদহনে সাধ্যং লিখেৎ হুং পুনঃ
ক্ষ্রুং শ্রুং ব্রুমিতি দিগ্ গতাসু বিলিখেদ্ বীজানি পঙ্ক্তিষ্বথ।
শিষ্টেষ্বীশ-নিশাচরাদি বিলিখেৎ কালীমনুং পঙ্ক্তিশ-
স্তদ্বাহ্যে যমবীতমগ্নি-পবনাবীতঞ্চ যন্ত্রং লিখেৎ ॥ ২২

কালীমার রমালীকা লীনমোক্ষক্ষমোনলী।
মামোদেত্তত্তদেমোমা রক্ষত্তত্ত্বতক্ষর ॥
কালীমনুরয়ং প্রোক্তঃ কালরাত্রিঃ স্ববৈরিণাম্ ॥ ২৩

বহ্নিবধূ (স্বাহা)। তাহাতে ওঁ হ্রীং দংষ্ট্রাবিকৃতাননায় স্বাহা—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রটি যমান্তক মন্ত্র। ১৯

কারস্কর বৃক্ষের ফলকে (তক্তায়) বা মনুষ্য চর্মে বা প্রেত পটে পূর্বপটলে উক্ত অষ্ট বিষের দ্বারা লিখিয়া এইটিকে শ্মশানে রাত্রিতে পুতিয়া দিবেন। ২০

শত্রু মহাজ্বরে আবিষ্ট ও মূর্চ্ছায় ব্যাকুল চিত্ত হইয়া এক পক্ষের মধ্যে যমলোক গমন করে; ইহাতে সংশয় নাই। ২১

মারণ মন্ত্রান্তর বলিতেছেন। পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ দশটি রেখা এবং উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দশটি রেখা লিখিবেন। তাহাতে একাশিটি কোষ্ঠ হইবে। তাহার মধ্য কোষ্ঠে রকারে সাধ্য, সাধক ও কর্ম নাম লিখিবেন। তাহার পর মধ্য কোষ্ঠ হইতে পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর দিগ্ গত চারিটি কোষ্ঠরূপ চারিটি পঙ্ক্তিতে হুং ক্ষ্রুং শ্রুং ব্রুং এই বীজগুলি লিখিবেন। অনন্তর অবশিষ্ট পঙ্ক্তি সমূহের প্রতি পঙ্ক্তিতে ঈশান হইতে নৈর্ঋত পর্য্যন্ত এক বার কালীমন্ত্র লিখিয়া পুনরায় নৈর্ঋত হইতে ঈশান পর্য্যন্ত আর একবার কালীমন্ত্র লিখিবেন। তাহার বহির্ভাগে বক্ষ্যমাণ যমমন্ত্র দ্বারা ও অগ্নি (র) ও পবন (য) বর্ণের দ্বারা বেষ্টিত যন্ত্র লিখিবেন। ২২

কালীমাররমালীকা ইত্যাদি মন্ত্র-লেখ্য কালীমন্ত্র মূলে উক্ত হইয়াছে। এই কালীমন্ত্র নিজশত্রুগণের কালরাত্রিস্বরূপ। ২৩

হিত্বা শান্তিং লিখেদ্ বর্ম পটে বা নর-চর্মণি ।
বহ্নি-বায়ু-গৃহাবীতং শ্মশানস্থং রিপূন্ হরেৎ ॥ ৩৪
হিত্বা বর্ম লিখেদস্ত্রং ফলকেঽক্ষ-তরূদ্ভবে ।
বহ্নি-বায়ু-যুতং নাম বিষাঢ্য-রুধিরেণ তৎ ।
চত্বরে লিখনেদ্ জপ্তং বিদ্বেষং কুরুতে মিথঃ ॥ ৩৫
হিত্বা রেফ-যকারৌ দ্বৌ লকারং মধ্যতো লিখেৎ ।
ধরাপুরেণ বীতং তদিষ্টকান্তর্নিবেশিতম্ ।
সর্বেষাং স্তম্ভনং কুর্য্যাৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৬
হিত্বা লকারং তন্মধ্যে বায়ুবীজং সমালিখেৎ ।
বিষ-রক্ত-মসী-কাক-পুরীষৈর্ধ্বজ-বাসসি ।
শ্মশানে নিহিতং কুর্য্যাৎ কুলোচ্ছেদং স্ববৈরিণাম্ ॥ ৩৭
মুক্ত্বা বায়ুময়ং বীজং তত্র ফট্কারমালিখেৎ ।

প্রেতপটে বা মনুষ্য চর্মে এই যন্ত্র লিখিলে শান্তি ঈংকে বাদ দিয়া শান্তিস্থানে বর্ম হুং লিখিবেন। উহা বহ্নিগৃহ ও বায়ুগৃহের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। অন্যান্য পূর্ববৎ। উহা শ্মশানস্থ হইলে শত্রুকে নাশ করে। ৩৪

বিভীতক বৃক্ষের কাষ্ঠফলকে এই যন্ত্র লিখিলে বর্মকে পরিত্যাগ করিয়া বর্মস্থানে বিষযুক্ত রুধিরের দ্বারা অস্ত্র (ফট্) এবং বহ্নি (র) ও বায়ু (য) যুক্ত নাম (কর্ম সহিত সাধ্য সাধক নাম) লিখিবেন। অন্যান্য পূর্ববৎ। এস্থলেও বহ্নিগৃহ ও বায়ুগৃহের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। ভুবনেশ্বরীবীজ-জপ্ত এই যন্ত্রকে চত্বরে (চাতালে) পুতিবেন। তাহা পরস্পরের বিদ্বেষ উৎপাদন করে। ৩৫

ঐ কাষ্ঠফলকে লিখিত যন্ত্রে রেফ ও যকার দুইটিকে ত্যাগ করিয়া ভুবন-বীজ লিখিয়া মধ্যে লকার লিখিবেন। উহা ভূগৃহের দ্বারা বেষ্টিত হইবে এবং ইষ্টকদ্বয়ের মধ্যে স্থাপিত হইবে। উহা সকলের স্তম্ভন করিবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৩৬

প্রেতের পতাকাবস্ত্রে লকারকে পরিত্যাগ করিয়া ভুবন বীজ মধ্যে বায়ুবীজ (যং) লিখিবেন। অন্য সমস্তই পূর্ববৎ। ঐ যন্ত্রকে বিষ, অস্রারক্ত, পূর্বোক্ত কজ্জল, কাকবিষ্ঠার সহিত শ্মশানে স্থাপন করিবেন। ইহাতে নিজের শত্রুগণের বংশের উচ্ছেদ হইবে। ৩৭

মৃতের বস্ত্রে কাকের রক্তে কাকপক্ষের লেখনী দ্বারা যথাবিধি লিখিত

পরেত-বস্ত্রে কাকস্য রুধিরেণ যথাবিধি।
ইপ্সিতে নিখনেৎ স্থানে বিদ্বেষং কুরুতে নৃণাম্ ॥ ৩৮
অস্ত্রবীজমপাস্যাঽস্মিন্ ঃকারং সার্ণ-সংযুতম্।
বিলিখেদ্ যন্ত্রমেতৎ স্যাৎ লোহত্রয়-সমাবৃতম্।
সর্বরোগ-প্রশমনং কৃত্যা-দ্রোহাদি-শান্তিদম্ ॥ ৩৯
বিহায় বীজং ঃ-কারং গ্লৌংকারং তত্র সংলিখেৎ।
ক্ষকারেণাবৃতং বাহ্যে পাশাঙ্কুশ-বৃতং পুনঃ ॥ ৪০
টপরেণ বৃতং ভূয়ো ভূমি-মণ্ডল-মধ্যগম্।
লকারৈর্বিন্দুসংযুক্তৈর্বেষ্টিতং তদ্বহিঃ ক্রমাৎ ॥ ৪১
সর্গান্ত-মাতৃকা-বীজং সর্বং বৃত্তেন বেষ্টিতম্।
কৌশেয়-কর্পটে ক্ৢপ্তমিষ্টকা-দ্বয়-মধ্যগম্।
সেনাগ্রে নিখনেদ্ যন্ত্রং স্তম্ভনং কুরুতে ধ্রুবম্ ॥ ৪২
মধ্যে শ্রীনরসিংহ-বীজমথ তদ্বাহ্যে স্বরান্ কেসরে

এই যন্ত্রে বায়ুবীজ ত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে ফট্‌কার লিখিবেন। অভিপ্রেত দেশে (যে দুইজনের বিদ্বেষ করিবেন। সেই দুইজন যে দেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইবে, সেই দেশে) এই যন্ত্রকে পুতিবেন। ইহা মনুষ্যগণের বিদ্বেষ করে। ৩৮

এই যন্ত্রে অস্ত্রবীজ ফট্‌কারকে পরিত্যাগ করিয়া সবর্ণের সহিত ঃকারকে লিখিবেন। অন্যান্য পূর্ববৎ। এই যন্ত্র লোহত্রয় সমাবৃত হইবে। ইহা সমস্ত রোগ নাশক ও কৃত্যাদ্রোহাদির শান্তিকারক। ৩৯

এই যন্ত্রে ঃকারবীজ পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে গ্লৌঙ্কার বীজ লিখিবেন। পদ্মের বহির্ভাগে এই যন্ত্র ক্ষকারের দ্বারা আবৃত হইবে। পুনরায় পাশ (আং) ও অঙ্কুশের (ক্রোং) দ্বারা আবৃত হইবে। পুনরায় টপর ঠকারের দ্বারা আবৃত হইবে ও ভূমিমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইবে। তাহার বহির্ভাগে ক্রমে ক্রমে বিন্দু সংযুক্ত লকারের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। বিসর্গ সংযুক্ত সমস্ত মাতৃকা বীজ বৃত্তাকারে বেষ্টিত হইবে। কৌশেয় বস্ত্রে ইহা রচিত হইবে এবং ইষ্টকা-দ্বয়ের মধ্যবর্তী হইবে। এই যন্ত্রকে সেনার অগ্রে পুতিবেন। ইহা নিশ্চয়ই স্তম্ভন করে। ৪০-৪২

গারুড় যন্ত্র বলিতেছেন। মধ্যে কর্ণিকায় শ্রী-যুক্ত ষোড়শ পটলোক্ত নরসিংহ বীজ লিখিবেন। অনন্তর তাহার বহির্ভাগে কেসরে বারিপতি (পশ্চিম), চন্দ্র

বারীট্-চন্দ্র-যমেন্দ্র-দিক্ষু বিলিখেন্ মধ্যে মনুং গারুড়ম্।
অন্তস্থান্ মরুদগ্নি-নির্ঋতি-শিবেষালিখ্য বর্ণাবৃতং
যন্ত্রং সর্গিভিরষ্টভিঃ পরিবৃতং সংবর্ত্তকৈর্গারুড়ম্ ॥ ৪৩

সংবর্ত্তকো নেত্রযুতঃ পার্শ্বতারোঽগ্নিসুন্দরী।
গারুড়ো মনুরাখ্যাতো বিষদ্বয়-বিনাশনঃ ॥ ৪৪
স্মরন্ গরুড়মাত্মানং মন্ত্রমেনং জপেন্ নরঃ।
বিষমালোকনেনৈব হন্যাৎ নাগকুলোদ্ভবম্ ॥ ৪৫

মধ্যে বার্ণং ভৃগুস্থং বিলিখতু বিধিবৎ সাধ্যনাম্না সমেতং
কিঞ্জল্কেষু স্বরাঃ স্যুর্বসুদল-বিবরেষালিখেন্ মধ্যবীজম্।
কাদ্যর্ণান্ কেসরেষু দ্বিগুণ-বসুদলেষর্পয়েন্ মধ্যবীজং
যন্ত্রং সঞ্জীবনাখ্যং সলিল-পুরগতং ক্ষুদ্ররোগাপহারি ॥ ৪৬

মধ্যে পিণ্ডমচো দলাদিষু লিখেদ্ বারীশতারাধিপ-

(উত্তর দিক), যম (দক্ষিণ) ও ইন্দ্র (পূর্ব) দিকে স্বরবর্ণ সমূহ লিখিবেন। গারুড় মন্ত্রের অন্ত্যটি মধ্যে কর্ণিকায় লিখিবেন। সবিন্দু অন্তঃস্থ বর্ণ য ব র ল কে বায়ু কোণে অগ্নিকোণে, নৈঋতকোণে ও ঈশান কোণে লিখিবেন। মাতৃকা বর্ণে দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। আট দিকে এই গারুড় যন্ত্র বিসর্গ যুক্ত ককারের দ্বারা পরিবৃত হইবে। ৪৩

গারুড় মন্ত্র বলিতেছেন। সংবর্ত্তক ক্ষ নেত্রযুত ইকার যুক্ত, তাহাতে হইল ক্ষি, পার্শ্ব পকার, তার ওঁ এবং অগ্নিসুন্দরী (স্বাহা), তাহাতে হইল—ক্ষিপ ওঁ স্বাহা। স্থাবর ও জঙ্গম বিষদ্বয় নাশক গারুড় মন্ত্র কথিত হইল। ৪৪

মানব নিজেকে গরুড় চিন্তা করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করিবেন। নাগবংশোদ্ভব বিষকে দৃষ্টি মাত্রেই নাশ করে। ৪৫

সঞ্জীবন যন্ত্র বলিতেছেন। মধ্যে কর্ণিকায় বিধিবৎ সাধ্যনামের সহিত অর্থাৎ সাধ্যনামের দ্বারা বিদর্ভিত ভৃগুস্থ (সকারস্থ) ববর্ণ অর্থাৎ বং এই বীজকে লিখুন। কিঞ্জল্ক সমূহে স্বরবর্ণ সকল এবং অষ্ট দল মধ্যে মধ্য বীজ বং লিখুন। কেসর সমূহে ককার হইতে সকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে লিখুন। দ্বিগুণ বসুদলে অর্থাৎ ষোড়শ দলে মধ্যবীজ বংকে অর্পণ করুন (লিখুন)। এই সঞ্জীবন নামক যন্ত্র প্রথম পটলোক্ত সলিল পুরগত হইলে উহা ক্ষুদ্র ও রোগের নাশক হয়। ৪৬

পিণ্ড যন্ত্র বলিতেছেন। মধ্যে অষ্টদল কর্ণিকায় বক্ষ্যমাণ পিণ্ডবীজ লিখিয়া

পরেত-বস্ত্রে কাকস্য রুধিরেণ যথাবিধি।
ইপ্সিতে নিখনেৎ স্থানে বিদ্বেষং কুরুতে নৃণাম্ ॥ ৩৮
অস্ত্রবীজমপাস্যাঽস্মিন্ ৡকারং সার্ণ-সংযুতম্।
বিলিখেদ্ যন্ত্রমেতৎ স্যাৎ লোহত্রয়-সমাবৃতম্।
সর্বরোগ-প্রশমনং কৃত্যা-দ্রোহাদি-শান্তিদম্ ॥ ৩৯
বিহায় বীজং ৯-কারং গ্লৌংকারং তত্র সংলিখেৎ।
ক্ষকারেণাবৃতং বাহ্যে পাশাঙ্কুশ-বৃতং পুনঃ ॥ ৪০
টপস্নেণ বৃতং ভূয়ো ভূমি-মণ্ডল-মধ্যগম্।
লকারৈর্বিন্দুসংযুক্তৈর্বেষ্টিতং তদ্বহিঃ ক্রমাৎ ॥ ৪১
সর্গান্ত-মাতৃকা-বীজং সর্বং বৃত্তেন বেষ্টিতম্।
কৌশেয়-কর্পটে ক্৯প্তমিষ্টকা-দ্বয়-মধ্যগম্।
সেনাগ্রে নিখনেদ্ যন্ত্রং স্তম্ভনং কুরুতে ধ্রুবম্ ॥ ৪২
মধ্যে শ্রীনরসিংহ-বীজমথ তদ্বাহ্যে স্বরান্ কেসরে

এই যন্ত্রে বায়ুবীজ ত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে ফট্‌কার লিখিবেন। অভিপ্রেত দেশে (যে দুইজনের বিদ্বেষ করিবেন। সেই দুইজন যে দেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইবে, সেই দেশে) এই যন্ত্রকে পুঁতিবেন। ইহা মনুষ্যগণের বিদ্বেষ করে। ৩৮

এই যন্ত্রে অস্ত্রবীজ ফট্‌কারকে পরিত্যাগ করিয়া সবর্ণের সহিত ৯কারকে লিখিবেন। অন্যান্য পূর্ববৎ। এই যন্ত্র লোহত্রয় সমাবৃত হইবে। ইহা সমস্ত রোগ নাশক ও কৃত্যাদ্রোহাদির শান্তিকারক। ৩৯

এই যন্ত্রে ৯কারবীজ পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে গ্লৌঙ্কার বীজ লিখিবেন। পদ্মের বহির্ভাগে এই যন্ত্র ক্ষকারের দ্বারা আবৃত হইবে। পুনরায় পাশ (আং) ও অঙ্কুশের (ক্রোং) দ্বারা আবৃত হইবে। পুনরায় টপর ঠকারের দ্বারা আবৃত হইবে ও ভূমিমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইবে। তাহার বহির্ভাগে ক্রমে ক্রমে বিন্দু সংযুক্ত লকারের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। বিসর্গ সংযুক্ত সমস্ত মাতৃকা বীজ বৃত্তাকারে বেষ্টিত হইবে। কৌশেয় বস্ত্রে ইহা রচিত হইবে এবং ইষ্টকা-দ্বয়ের মধ্যবর্তী হইবে। এই যন্ত্রকে সেনার অগ্রে পুঁতিবেন। ইহা নিশ্চয়ই স্তম্ভন করে। ৪০-৪২

গারুড় যন্ত্র বলিতেছেন। মধ্যে কর্ণিকায় শ্রী-যুক্ত ষোড়শ পটলোক্ত নরসিংহ বীজ লিখিবেন। অনন্তর তাহার বহির্ভাগে কেসরে বারিপতি (পশ্চিম), চন্দ্র

যন্ত্রং ভূমি-গৃহেণ বেষ্টিতমিদং মূর্দ্ধ্না সদা ধারিতং
হন্যাৎ ক্ষুদ্র-মহাজ্বরাময়-রিপূন্ দদ্যাদ্ যশঃ সম্পদঃ ॥ ৫১
ঈকার-মধ্যে বিলিখেৎ স্বসাধ্যং তমষ্টপত্রেষু পুনর্বিলিখ্য।
সংবেষ্টয়েৎ তেন ধরাপুরস্থং যন্ত্রং ভবেদ্ বশ্যকরং নরাণাম্ ॥ ৫২

তাম্রপত্রে সমালিখ্য যন্ত্রমেতৎ প্রপূজয়েৎ।
বশয়েৎ সকলান্ মর্ত্ত্যান্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৩

মধ্যে ভান্তং ভৃগু-বিনিহিতং নামবর্ণৈঃ প্রবীতং
টান্তং লান্তাবৃতমথ বিলিখেদষ্টপত্রেষু ভূয়ঃ।
ভূবিম্বস্থং নিগদিতমিদং সাধু সঞ্জীবনাখ্যং
শস্ত্রোদ্ভূতং ভয়মপহরেৎ ধার্য্যমাণং ভুজেন ॥ ৫৪

বাণাবৃতং সাধ্যযুতং সকারং টান্তে লিখেদষ্টদলেষু হংসম্।
আবেষ্টয়েদম্বু-গৃহেণ বাহ্যে লান্তাবৃতং যন্ত্রমিদং জ্বরঘ্নম্ ॥ ৫৫

বর্ণের দ্বারা উভয় দিকে বেষ্টিত করিবেন। তাহার পর ভূমি গৃহের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। এই যন্ত্র মস্তকে ধৃত হইলে সর্বদা সাতটি ক্ষুদ্র, মহাজ্বর, রোগ ও শত্রুকে নাশ করে এবং যশঃ ও সম্পৎ প্রদান করে। এই যন্ত্রের হংস দেবতা। ৫১

বশ্যকর যন্ত্র বলিতেছেন। ঈকার মধ্যে নিজের কর্ম সহিত সাধ্য ও সাধকের নাম লিখিবেন। পুনরায় অষ্টপত্রে সেই ঈকারকে লিখিয়া সেই ঈকারের দ্বারা বেষ্টন করিবেন। ভূমি-পুরস্থ এই যন্ত্র মনুষ্যগণের বশকর হয়। ৫২

তাম্র পত্রে এই যন্ত্র সম্যক্ প্রকারে লিখিয়া উত্তমরূপে পূজা করিবেন। উহা সকল মনুষ্যকে বশে আনয়ন করে। ইহাতে সন্দেহ করিবেন না। ৫৩

শস্ত্র-ভয় নিবারক যন্ত্র বলিতেছেন। অষ্টদল পদ্ম কর্ণিকায় সাধ্য সাধক কর্ম নামের অক্ষরের দ্বারা বেষ্টিত ভৃগুতে বিনিহিত (সকারস্থ) ভান্ত মকারকে লিখিবেন। লান্ত যুক্ত টান্ত ঠকারকেও লিখিবেন। অনন্তর পুনরায় অষ্টপত্র সমূহেও ইহা লিখিবেন। ভূবিম্বস্থ সঞ্জীবন নামে কথিত এই সাধু যন্ত্র বাহুতে ধারণ করিলে উহা শস্ত্র জনিত ভয়কে নাশ করে। এই যন্ত্রের মৃত্যুঞ্জয় দেবতা। ৫৪

জ্বরনাশক যন্ত্র বলিতেছেন। টান্তে ঠকারে বকারের দ্বারা বৃত (বেষ্টিত) কর্ম সহিত সাধ্য সাধক নাম যুক্ত সকার লিখিবেন। অষ্ট দলে হংসমন্ত্র

প্রেতাধীশ্বর-শক্র-দিক্ষু বিয়তের্মধ্যে চ বর্ণান্ লিখেৎ,
যাদীন্ মারুত-বহ্নি-রাক্ষস-শিবেষর্ণান্ বহির্বেষ্টয়েৎ
কান্তৈর্বামবিলোচনেন কলিতং পিণ্ডাখ্য-যন্ত্রং পরম্ ॥ ৪৭

মনু-বরেন্দ্বজেশাগ্নি-সংযুক্তশ্চতুরাননঃ ।
পিণ্ডবীজমিদং প্রোক্তং পুংসাং সর্বার্থ-সাধকম্ ॥ ৪৮
বীজেনানেন সংজপ্তং যন্ত্রং রক্ষাকরং পরম্ ।
আয়ুরারোগ্য-জননং লক্ষ্মী-সৌভাগ্য-বশ্যদম্ ॥ ৪৯
চৌর-সর্প-মৃগ-ব্যাল-ভূতাময়-নিকৃন্তনম্ ।
গর্ভরক্ষাকরং স্ত্রীণাং পুত্রদং ক্ষুদ্রনাশনম্ ।
ধৃতং মূর্ধ্নি করোত্যেতৎ লোক-বশ্যমনুত্তমম্ ॥ ৫০

মধ্যে তোয়গৃহে লকার-বিবরে সার্ণাঢ্য-সাধ্যং লিখেৎ
পত্রেষ্বষ্টসু হংসমন্ত্রমভিতো হংসার্ণ-সংবেষ্টিতম্ ।

তাহার মধ্যে তত্তৎ বীজযুক্ত বিদর্ভিত নাম লিখিবেন। তত্তৎ বীজ হইতেছে বশ্যে পাশবীজ, শান্তিতে বরুণবীজ, উচ্চাটনে ক্রোধাগ্নিবীজ। দলাদি সমূহে কেশর সমূহে পশ্চিমদিকে, উত্তরদিকে, দক্ষিণ দিকে ও পূর্ব দিকে দুই দুইটি করিয়া স্বরবর্ণগুলিকে লিখিবেন। বিয়ত্তির অর্থাৎ পরুষ মন্ত্রের মধ্যে বায়ু, বহ্নি, রাক্ষস ও শিব দিকে যাদি অর্থাৎ য র ল ব বর্ণগুলিকে লিখিবেন। বহির্ভাগে বামলোচন ঈকার ও বিন্দুর সহিত কাদি বর্ণের দ্বারা তিনবার বেষ্টন করিবেন। শ্রেষ্ঠ পিণ্ডাখ্য যন্ত্র কথিত হইল। এই যন্ত্রের পিণ্ড দেবতা। ৪৭

পিণ্ডমন্ত্র বলিতেছেন। মনুস্বর ঔ, ইন্দু বিন্দু (ং), অজেশ বকার, অগ্নি (রকার) যুক্ত চতুরানন লকার। তাহাতে হয় ব্লৌং। ইহা সর্বার্থ সাধক পীণ্ডবীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৮

এই বীজের দ্বারা সংজপ্ত এই যন্ত্র শ্রেষ্ঠ রক্ষা কর, আয়ুঃ ও আরোগ্যের জনক লক্ষ্মী, সৌভাগ্য ও বশ্যপ্রদ হইয়া থাকে। ৪৯

চৌর, সর্প, মৃগ (ব্যাঘ্র), ব্যাল (দুষ্ট হস্তী) ভূত ও রোগের ছেদক। স্ত্রীগণের গর্ভ রক্ষাকর, পুত্রপদ ও শত্রুনাশক। উহা মস্তকে ধৃত হইলে অতি উত্তম লোক-বশ্য-কর হয়। ৫০

প্রথম পটলোক্ত তোয় গৃহে মধ্যে কর্ণিকায় লকারের মধ্যে সকারের সহিত সাধ্য, সাধক ও কর্ম নাম লিখিবেন। আটটি পত্রে হংসমন্ত্র লিখিয়া হংসমন্ত্রের

যন্ত্রং ভূমি-গৃহেণ বেষ্টিতমিদং মূর্দ্ধ্না সদা ধারিতং
হন্যাৎ ক্ষুদ্র-মহাজ্বরাময়-রিপূন্ দদ্যাদ্ যশঃ সম্পদঃ ॥ ৫১
ঈকার-মধ্যে বিলিখেৎ স্বসাধ্যং তমষ্টপত্রেষু পুনর্বিলিখ্য।
সংবেষ্টয়েৎ তেন ধরাপুরস্থং যন্ত্রং ভবেদ্ বশ্যকরং নরাণাম্ ॥ ৫২

তাম্রপত্রে সমালিখ্য যন্ত্রমেতৎ প্রপূজয়েৎ।
বশয়েন্ সকলান্ মর্ত্ত্যান্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৩

মধ্যে ভান্তং ভৃগু-বিনিহিতং নামবর্ণৈঃ প্রবীতং
টান্তং লান্তান্বিতমথ বিলিখেদষ্টপত্রেষু ভূয়ঃ।
ভূবিম্বস্থং নিগদিতমিদং সাধু সঞ্জীবনাখ্যং
শস্ত্রোদ্ভূতং ভয়মপহরেৎ ধার্য্যমাণং ভুজেন ॥ ৫৪

বার্ণাবৃতং সাধ্যযুতং সকারং টান্তে লিখেদষ্টদলেষু হংসম্।
আবেষ্টয়েদম্বু-গৃহেণ বাহ্যে লান্তাবৃতং যন্ত্রমিদং জ্বরঘ্নম্ ॥ ৫৫

বর্ণের দ্বারা উত্তর দিকে বেষ্টিত করিবেন। তাহার পর ভূমি গৃহের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। এই যন্ত্র মস্তকে ধৃত হইলে সর্ব্বদা সাতটি ক্ষুদ্র, মহাজ্বর, রোগ ও শত্রুকে নাশ করে এবং যশঃ ও সম্পৎ প্রদান করে। এই যন্ত্রের হংস দেবতা। ৫১

বশ্যকর যন্ত্র বলিতেছেন। ঈকার মধ্যে নিজের কর্ম্ম সহিত সাধ্য ও সাধকের নাম লিখিবেন। পুনরায় অষ্টপত্রে সেই ঈকারকে লিখিয়া সেই ঈকারের দ্বারা বেষ্টন করিবেন। ভূমি-পুরস্থ এই যন্ত্র মনুষ্যগণের বশ্যকর হয়। ৫২

তাম্র পত্রে এই যন্ত্র সম্যক্ প্রকারে লিখিয়া উত্তমরূপে পূজা করিবেন। উহা সকল মনুষ্যকে বশে আনয়ন করে। ইহাতে সন্দেহ করিবেন না। ৫৩

শস্ত্র-ভয় নিবারক যন্ত্র বলিতেছেন। অষ্টদল পদ্ম কর্ণিকায় সাধ্য সাধক কর্ম্ম নামের অক্ষরের দ্বারা বেষ্টিত ভৃগুতে বিনিহিত (সকারস্থ) ভান্ত মকারকে লিখিবেন। লান্ত যুক্ত টান্ত ঠকারকেও লিখিবেন। অনন্তর পুনরায় অষ্টপত্র সমূহেও ইহা লিখিবেন। ভূবিম্বস্থ সঞ্জীবন নামে কথিত এই সাধু যন্ত্র বাহুতে ধারণ করিলে উহা শস্ত্র জনিত ভয়কে নাশ করে। এই যন্ত্রের মৃত্যুঞ্জয় দেবতা। ৫৪

জ্বরনাশক যন্ত্র বলিতেছেন। টান্তে ঠকারে বকারের দ্বারা বৃত (বেষ্টিত) কর্ম্ম সহিত সাধ্য সাধক নাম যুক্ত সকার লিখিবেন। অষ্ট দলে হংসমন্ত্র

কৃত্বা রেখাষ্টকমৃজু পুনস্তির্য্যগালিখ্য ষট্কং
বাহ্যাবৃত্ত্যা লিখতু বিধিবদ্ বিন্দুযুক্তং ক্ষকারম্।
অন্তঃ-পঙ্‌ক্তৌ লিখতু ধরণীং শিষ্ট-কোষ্ঠ-ত্রয়ান্তঃ
কৃত্বা নাম প্রথিতমুদিতং যন্ত্রমেতজ্ জ্বরঘ্নম্ ॥ ৬৪

যন্ত্রমেৎ সমভ্যর্চ্য দত্ত্বা ভূতবলিং ততঃ।
সাধ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বধ্নীয়াৎ সর্বজ্বর-বিমুক্তয়ে ॥ ৬৫

তারং লিখেদ্ বহ্নিপুরস্য যুগ্মে তৎপার্শ্বয়োর্ণার্ণমথাগ্নিবীজম্।
কোণেষু পূর্বাপরয়োশ্চ যন্ত্রং পাশাঙ্কুশাবীতমিদং জ্বরঘ্নম্ ॥ ৬৬

যন্ত্রমভ্যর্চ্য মন্ত্রেণ তার-পাশাঙ্কুশাত্মনা।
নিবধ্নীয়াজ্‌জ্বরার্ত্তস্য হস্তাদৌ জ্বর-শান্তয়ে ॥ ৬৭

পিণ্ডে লিখেন্ নাম সসর্গ-টান্ত-বিদর্ভিতং স্বর-কেসরাঢ্যম্।
টান্তাষ্ট-পত্রং বসুধাপুরস্থং কান্তিপ্রদং যন্ত্রমিদং জ্বরঘ্নম্ ॥ ৬৮

অনন্তর জ্বরঘ্ন যন্ত্র বলিতেছেন। সরল আটটি রেখা করিয়া পুনরায় তির্য্যগ্‌ভাবে ছয়টি রেখা অঙ্কিত করিয়া বাহ্য আবৃত্তিতে প্রদক্ষিণ ক্রমে কুড়িটি কোষ্ঠে বিন্দুযুক্ত ক্ষকার লিখিবেন। বাহ্য আবৃত্তির মধ্যে দ্বাদশ কোষ্ঠে বিন্দুযুক্ত ধরণী (লং) লিখুন। অবশিষ্ট অন্তঃকোষ্ঠ-ত্রয়কে এক করিয়া তাহার মধ্যে সাধ্যের নাম লিখিত হইবে। এই যন্ত্র উদিত হইলে উহা জ্বরঘ্ন হয়। ৬৪

এই যন্ত্রকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া পঞ্চবর্ণ ওদনের দ্বারা বলি দিয়া সমস্ত জ্বরের বিমুক্তির জন্য সাধ্যের মস্তকে বাঁধিয়া দিবেন। ৬৫

অন্য প্রকার জ্বরঘ্ন যন্ত্র বলিতেছেন। দক্ষিণ ও উত্তর ক্রমে লিখিত বহ্নির পুরদ্বয়ে তার (ওঁ) লিখিবেন। সেই প্রণবের পার্শ্বদ্বয়ে নবর্ণ লিখিবেন। অনন্তর সমস্ত কোণে অগ্নিবীজ (রং) লিখিবেন। বহ্নিভাগস্থ পূর্ব পশ্চিম দিকে এই যন্ত্রটি পাশ বীজ ও অঙ্কুশবীজের দ্বারা বেষ্টিত হইলে উহা জ্বরনাশক হয়। ৬৬

তার, পাশ ও অঙ্কুশরূপ মন্ত্রের দ্বারা এই যন্ত্রের অর্চনা করিয়া জ্বর পীড়িত ব্যক্তির হস্তাদিতে বাঁধিয়া দিবেন। ৬৭

অন্য জ্বরঘ্ন যন্ত্র বলিতেছেন। পূর্বোক্ত পিণ্ডে সবিসর্গ টান্ত (ঠকার) বিদর্ভিত নাম লিখিবেন। এই যন্ত্রটি স্বরযুক্ত কেসর বিশিষ্ট হইবে অর্থাৎ এই যন্ত্রের কেশরসমূহে স্বরবর্ণ সকল লিখিবেন। এই যন্ত্রের দলে টান্ত (ঠকার) লিখিবেন। উহা ভূপুর মধ্যবর্ত্তী হইবে। এই যন্ত্র কান্তিপ্রদ ও জ্বরনাশক। ৬৮

তারাদি ভূদ্বয়-জল-দ্বিঠ-বর্ণ-বীতা
টান্তান্তরে বিলিখিতা বিধিনৈব মায়া।
সাধ্যাবৃতা বহিরধো বদনার্দ্ধ-চন্দ্রৈ-
র্যন্ত্রং শিশো রুরুদিষাং বিনিহন্তি সদ্যঃ ॥ ৬৯
ব্যোমার্ণমালিখ্য সবিন্দুমাখ্যা-বিদর্ভিতং ভূত্রয়-যুক্ত-কোণে।
বসুন্ধরা-গেহ-যুগে নিবদ্ধং যন্ত্রং সমস্ত-জ্বর-নাশনং স্যাৎ ॥ ৭০
সার্ণং নাম বিদর্ভিতং পরিলিখেৎ বাহ্যেঽষ্টপত্রে ভৃগুং
পদ্মং স্যাদথ কাদি-শান্তলিপিমৎ-ত্রিংশদ্ দলং বাহ্যতঃ।
বীতং তোয়পুরেণ যন্ত্রমুদিতং ভূর্জোদরে কল্পিতং
ভূত-ব্যাধি-মহাজ্বর-প্রশমনং কৃত্যাপহং শ্রীপ্রদম্ ॥ ৭১
চক্রে চতুঃষষ্টিপদে সবিন্দুনন্তস্থ-বর্ণান্ ক্রমশো বিলিখ্য।

শিশু রোদন নাশক যন্ত্র বলিতেছেন। মধ্যবৃত্তে টান্ত ঠকারের মধ্যে বিধি পূর্বক সাধ্যের নাম-যুক্ত মায়া (হ্রীং) লিখিত হইয়া উহা প্রণবাদি ভূদ্বয় ও জল বীজ (বং) দ্বারা বেষ্টিত অর্থাৎ ওঁ ভূম্ভূ বং দ্বাহা এই মন্ত্রের দ্বারা মায়াকে মালার ন্যায় বেষ্টন করিবেন। তাহার বহির্ভাগে বৃত্তদ্বয় লিখিয়া অধোমুখ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বয়ের দ্বারা দুইবার বেষ্টিত করিয়া বন্ধন করিবেন। এই যন্ত্র সদ্যই শিশুর রোদনের ইচ্ছাকে বিনাশ করে। ৬৯

জ্বরনাশক অন্য যন্ত্র বলিতেছেন। মধ্যে মধ্যে সাধক নামাক্ষরের দ্বারা বিদর্ভিত সবিন্দু ব্যোমবর্ণকে (হং) লিখিয়া ভূপুর দ্বয়ের এক এক কোণে তিনটি ভূ লিখিবেন। এই যন্ত্র হস্তাদিতে বিধৃত হইলে সমস্ত জ্বরের নাশক হয়। ৭০

জ্বরাদি নাশক যন্ত্রান্তর বলিতেছেন। অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় নাম বিদর্ভিত স বর্ণ লিখিবেন। বহির্ভাগে অষ্ট পত্রে ভৃগু সকার লিখিবেন। এই অষ্টদল পদ্মের কেসর স্থানে দুই দুইটি করিয়া স্বরবর্ণ লিখিবেন। অনন্তর ককার হইতে শকার পর্য্যন্ত ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট ত্রিংশদ্দল পদ্ম হইবে। তাহার বহির্ভাগ জলগৃহদ্বারা বেষ্টিত হইবে। তখন যন্ত্রটি প্রকাশিত হইবে। এই যন্ত্র ভূর্জপত্রে লিখিত হইয়া হস্তাদিতে বিধৃত হইলে ভূত, ব্যাধি ও মহাজ্বরের শান্তিকারক, কৃত্যার নাশক ও শ্রীপদ হয়। ৭১

জ্বরহর অন্য যন্ত্র বলিতেছেন। অনন্তর শীতজ্বর শান্তি হেতু একটি চতুঃষষ্টি পদ চক্রে ক্রমে ক্রমে বিন্দুযুক্ত অন্তস্থবর্ণ য র ল ব কে লিখিয়া রেখার মস্তকে

কৃত্বা রেখাষ্টকমৃজু পুনস্তির্য্যগালিখ্য ষট্‌কং
বাহ্যাবৃত্ত্যা লিখতু বিধিবদ্ বিন্দুযুক্তং ককারম্।
অন্তঃ-পঙ্‌ক্তৌ লিখতু ধরণীং শিষ্ট-কোষ্ঠ-ত্রয়ান্তঃ
কৃত্বা নাম প্রথিতমুদিতং যন্ত্রমেতজ্‌ জ্বরঘ্নম্ ॥ ৬৪

যন্ত্রমেৎ সমভ্যর্চ্য দত্ত্বা ভূতবলিং ততঃ।
সাধ্যস্য মূর্ধ্নি বধ্নীয়াৎ সর্বজ্বর-বিমুক্তয়ে ॥ ৬৫

তারং লিখেদ্ বহ্নিপুরস্য যুগ্মে তৎপার্শ্বয়োর্ণার্ণমথাগ্নিবীজম্।
কোণেষু পূর্বাপরয়োশ্চ যন্ত্রং পাশাঙ্কুশাবীতমিদং জ্বরঘ্নম্ ॥ ৬৬

যন্ত্রমভ্যর্চ্য মন্ত্রেণ তার-পাশাঙ্কুশাত্মনা।
নিবধ্নীয়াজ্‌ জ্বরার্ত্তস্য হস্তাদৌ জ্বর-শান্তয়ে ॥ ৬৭

পিণ্ডে লিখেন্ নাম সসর্গ-টান্ত-বিদর্ভিতং সস্বর-কেসরাঢ্যম্।
টান্তাষ্ট-পত্রং বসুধাপুরস্থং কান্তিপ্রদং যন্ত্রমিদং জ্বরঘ্নম্ ॥ ৬৮

অনন্তর জ্বরঘ্ন যন্ত্র বলিতেছেন। সরল আটটি রেখা করিয়া পুনরায় তির্য্যগ্‌ভাবে ছয়টি রেখা অঙ্কিত করিয়া বাহ্য আবৃত্তিতে প্রদক্ষিণ ক্রমে কুড়িটি কোষ্ঠে বিন্দুযুক্ত ককার লিখিবেন। বাহ্য আবৃত্তির মধ্যে দ্বাদশ কোষ্ঠে বিন্দুযুক্ত ধরণী (লং) লিখুন। অবশিষ্ট অন্তঃকোষ্ঠ-ত্রয়কে এক করিয়া তাহার মধ্যে সাধ্যের নাম লিখিত হইবে। এই যন্ত্র উদিত হইলে উহা জ্বরঘ্ন হয়। ৬৪

এই যন্ত্রকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া পঞ্চবর্ণ ওদনের দ্বারা বলি দিয়া সমস্ত জ্বরের বিমুক্তির জন্য সাধ্যের মস্তকে বাঁধিয়া দিবেন। ৬৫

অন্য প্রকার জ্বরঘ্ন যন্ত্র বলিতেছেন। দক্ষিণ ও উত্তর ক্রমে লিখিত বহ্নির পুরদ্বয়ে তার (ওঁ) লিখিবেন। সেই প্রণবের পার্শ্বদ্বয়ে ণবর্ণ লিখিবেন। অনন্তর সমস্ত কোণে অগ্নিবীজ (রং) লিখিবেন। বহির্ভাগস্থ পূর্ব পশ্চিম দিকে এই যন্ত্রটি পাশ বীজ ও অঙ্কুশবীজের দ্বারা বেষ্টিত হইলে উহা জ্বরনাশক হয়। ৬৬

তার, পাশ ও অঙ্কুশরূপ মন্ত্রের দ্বারা এই যন্ত্রের অর্চনা করিয়া জ্বর পীড়িত ব্যক্তির হস্তাদিতে বাঁধিয়া দিবেন। ৬৭

অন্য জ্বরঘ্ন যন্ত্র বলিতেছেন। পূর্বোক্ত পিণ্ডে সবিসর্গ টান্ত (ঠকার) বিদর্ভিত নাম লিখিবেন। এই যন্ত্রটি স্বরযুক্ত কেসর বিশিষ্ট হইবে অর্থাৎ এই যন্ত্রের কেশরসমূহে স্বরবর্ণ সকল লিখিবেন। এই যন্ত্রের দলে টান্ত (ঠকার) লিখিবেন। উহা ভূপুর মধ্যবর্তী হইবে। এই যন্ত্র কান্তিপ্রদ ও জ্বরনাশক। ৬৮

ষট্‌কোণে নিজসাধ্য-নাম-সহিতাং মায়াং লিখেন্ মধ্যত-
স্তৎকোণেষু বিদর্ভিতামভিলিখেচ্ছক্তিং স্বসাধ্যাখ্যয়া।
বাহ্যে ভূমিপুরং সকোণ-মদনং তাম্বূল-পত্রে কৃতম্
জপ্তং খাদয়তু প্রিয়াং নিশি ভবেৎ সা তস্য বশ্যা চিরম্ ॥ ৭৬

শক্তৌ নাম লিখেৎ চতুর্ভিরভিতো বীজৈঃ সমাবেষ্টয়েৎ
বীতং শক্তি-মনোভবাঙ্কুশ-মনু-প্রোং-বীজকৈঃ পিষ্টজে।
রূপে সাধ্য-নরস্য জপ্ত-পবনে ত্রিস্বাহ্বনা ভর্জ্য তৎ
খাদেৎ তস্য বশং প্রয়াতি নিয়তং সাধ্যঃ সদা দাসবৎ ॥ ৭৭

কামং লিখেৎ সাধ্যযুতং সরোজে স্বরোল্লসৎ-কেসর-গর্বপত্রে।
উদীরিতং মন্মথমন্ত্রমেতৎ সৌভাগ্য-লক্ষ্মী-বিজয়-প্রদায়ি ॥ ৭৮

রাত্রিকালে দীপশিখাতে সেই তাম্বূলপত্র তাপিত করে, সাধ্যা স্ত্রী কামশরে বিবশ হইয়া নিজেই তাহার নিকট আগমন করে। ৭৫

স্ত্রীবশকর অন্য যন্ত্র বলিতেছেন। ষট্‌কোণের (বহ্নিপুর যন্ত্রের) মধ্যস্থলে নিজের সাধ্যের নামের সহিত মায়াকে লিখিবেন। সেই বহ্নিপুর যন্ত্রের কোণসমূহে সাধ্যের নামের দ্বারা বিদর্ভিতা বহ্নিকে লিখিবেন। ইহার বহির্ভাগে ভূপুর লিখিয়া তাহার কোণসমূহে মদনবীজ (ক্লীং) লিখিবেন। তাম্বূল পত্রে কোকিলের চক্ষুঃ কণ্টকের দ্বারা লিখিত ও মায়া দ্বারা জপ্ত সেই তাম্বূল পত্রকে রাত্রিকালে নিজের বশ্য স্ত্রীকে তাহার অজ্ঞাতে খাওয়াইয়া দিবেন। সেই স্ত্রী চিরকাল তাহার বশ্যা হইবে। ৭৬

অন্য বশ্যকর যন্ত্র বলিতেছেন। সাধ্য মনুষ্যের পিঠুলী দ্বারা নির্মিত প্রতিষ্ঠিত-প্রাণ প্রতিকৃতির হৃদয়ে শক্তিবীজ লিখিয়া তন্মধ্যে কর্ম সহিত সাধ্যনাম লিখিয়া সেই শক্তিকে চারিটি বীজের দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত করিবেন। তাহার পর পুনরায় শ্লোকোক্ত শক্তি, মনোভব, অঙ্কুশ ও প্রোংবীজ দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। তাহার পর তাহাকে ত্রিস্বাহু দ্বারা ভাজিয়া খাইবেন। সাধ্য ব্যক্তি সর্বদা ভৃত্যবৎ নিয়ত তাহার বশে থাকিবে। ৭৭

মন্ত্রান্তর বলিতেছেন। পদ্মের মধ্যে সাধ্যনাম যুক্ত কামবীজ লিখিবেন। ঐ পদ্মের কেসরসমূহ স্বরবর্ণের দ্বারা শোভিত হইবে। উহা মন্মথ যন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা সৌভাগ্য, লক্ষ্মী ও বিজয় প্রদান করে। ৭৮

রেখা-শিরঃ-কল্পিত-শূলযুক্তে যন্ত্রেঽথ পীত-জ্বর-শান্তিহেতোঃ ॥ ৭২

পুটিত-ভূমিপুর-দ্বয়-মধ্যতঃ প্রবিলিখেদ্ বনিতাং গিরিজাপতেঃ।
প্রণবমস্য লিখেদ্ বসুকোণগং জ্বরহরং পরমেতদুদীরিতম্ ॥ ৭৩

বার্ণে লিখেন্ নাম শশাঙ্কমধ্যে
টান্তং বহির্ভূমিপুরং পুরস্তাৎ।
বৃত্তাবৃতং যন্ত্রমিদং সমুক্তং
বশ্যায় নৃণাং সকলার্তি-শান্ত্যৈ ॥ ৭৪

সস্বস্তিকে দহন-গেহ-যুগে সসাধ্যাং
মায়াং লিখেল্ ললিত-নাগলতা-দলান্তঃ।
পাশাঙ্কুশাবৃতমিদং নিশি তাপয়েদ্ যো
মন্ত্রং জপন্ ব্রজতি তং স্বয়মেব সাধ্যা ॥ ৭৫

শূল অঙ্কন করিয়া অর্চনা করিবেন। তাহার পর তাহাকে জ্বরপীড়িত ব্যক্তির শয্যায় স্থাপন করিবেন। ৭২

বিবৃতি। এই চতুঃষষ্টিপদ চক্রের প্রথম আবৃত্তিতে ২৮টি কোষ্ঠে সবিন্দু য (যং), ২য় আবৃত্তিতে ২০টি কোষ্ঠে সবিন্দু র (রং), তৃতীয় আবৃত্তিতে ১২টি কোষ্ঠে সবিন্দু ল (লং), সর্বশেষ কোষ্ঠ চতুষ্টয়ে সবিন্দু ব (বং) লিখিতে হয়। তত্তৎভূত বর্ণ দ্রব্যের দ্বারা ভূমিতে লিখিতে হইবে। ইহা নারায়ণীয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৭২

অন্য প্রকার জ্বরহর যন্ত্র বলিতেছেন। পুটিত ভূমিপুর দ্বয়ের মধ্যস্থলে গিরিজা-পতির বনিতা মায়াকে (হ্রীংকে) লিখিবেন। তাহার পর ভূমিপুর দ্বয়ের আটটি কোণে প্রণব (ওঁ) লিখিবেন। এই যন্ত্র শ্রেষ্ঠ জ্বর-হর কথিত হইয়াছে। ৭৩

বশ্যকর যন্ত্র বলিতেছেন। শশাঙ্ক মধ্যে (ঠকারের মধ্যে) ববর্ণে, সাধ্যের নাম লিখিবেন। বহির্ভাগে টান্ত (ঠকার) লিখিবেন অর্থাৎ ঠকারের দ্বারা বেষ্টন করিবেন। পুরোভাগে বৃত্তের দ্বারা আবৃত ভূমিপুর লিখিবেন। মানব-গণের সকল আর্তি বিনাশের জন্য ও বশ্যের জন্য এই যন্ত্র উক্ত হইতেছে। ৭৪

স্ত্রীবশ্যকর যন্ত্র বলিতেছেন। মনোহর তাম্বূল পত্রের মধ্যে সাধ্যনামের সহিত মায়াকে (হ্রীং) লিখিবেন। বহ্নির পুরদ্বয়ের কোণে স্বস্তিক অঙ্কিত করিবেন। অনন্তর মায়ার বহির্ভাগে ষট্‌কোণের মধ্যে ইহা পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। যে সাধক এই মন্ত্র (আং হ্রীং ক্রোং) জপ করিতে করিতে

ষট্‌কোণে নিজসাধ্য-নাম-সহিতাং মায়াং লিখেন্ মধ্যত-
স্তৎকোণেষু বিদর্ভিতামভিলিখেচ্ছক্তিং স্বসাধ্যাখ্যয়া।
বাহ্যে ভূমিপুরং সকোণ-মদনং তাম্বূল-পত্রে কৃতম্
জপ্তং খাদয়তু প্রিয়াং নিশি ভবেৎ সা তস্য বশ্যা চিরম্ ॥ ৭৬

শক্তৌ নাম লিখেৎ চতুর্ভিরভিতো বীজৈঃ সমাবেষ্টয়েৎ
বীতং শক্তি-মনোভবাঙ্কুশ-মনু-প্রোং-বীজকৈঃ পিষ্টজে।
রূপে সাধ্য-নরস্য জপ্ত-পবনে ত্রিস্বাহুনা ভর্জ্য তৎ
খাদেৎ তস্য বশং প্রয়াতি নিয়তং সাধ্যঃ সদা দাসবৎ ॥ ৭৭

কামং লিখেৎ সাধ্যযুতং সরোজে স্বরোল্লসৎ-কেসর-গর্বপত্রে।
উদীরিতং মন্মথমন্ত্রমেতৎ সৌভাগ্য-লক্ষ্মী-বিজয়-প্রদায়ি ॥ ৭৮

রাত্রিকালে দীপশিখাতে সেই তাম্বূলপত্র তাপিত করে, সাধ্যা স্ত্রী কামশরে বিবশ হইয়া নিজেই তাহার নিকট আগমন করে। ৭৫

স্ত্রীবশ্যকর অন্য যন্ত্র বলিতেছেন। ষট্‌কোণের (বহ্নিপুর দ্বয়ের) মধ্যস্থলে নিজের সাধ্যের নামের সহিত মায়াকে লিখিবেন। সেই বহ্নিপুর দ্বয়ের কোণসমূহে সাধ্যের নামের দ্বারা বিদর্ভিতা বহ্নিকে লিখিবেন। ইহার বহির্ভাগে ভূপুর লিখিয়া তাহার কোণসমূহে মদনবীজ (ক্লীং) লিখিবেন। তাম্বূল পত্রে কোকিলের চক্ষুঃ কণ্টকের দ্বারা লিখিত ও মায়া দ্বারা জপ্ত সেই তাম্বূল পত্রকে রাত্রিকালে নিজের বশ্য স্ত্রীকে তাহার অজ্ঞাতে খাওয়াইয়া দিবেন। সেই স্ত্রী চিরকাল তাহার বশ্যা হইবে। ৭৬

অন্য বশ্যকর যন্ত্র বলিতেছেন। সাধ্য মনুষ্যের পিঠুলী দ্বারা নির্মিত প্রতিষ্ঠিত-প্রাণ প্রতিকৃতির হৃদয়ে শক্তিবীজ লিখিয়া তন্মধ্যে কর্ম সহিত সাধ্যনাম লিখিয়া সেই শক্তিকে চারিটি বীজের দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত করিবেন। তাহার পর পুনরায় শ্লোকোক্ত শক্তি, মনোভব, অঙ্কুশ ও প্রোংবীজ দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। তাহার পর তাহাকে ত্রিবাহু দ্বারা ভাজিয়া খাইবেন। সাধ্য ব্যক্তি সর্বদা ভৃত্যবৎ নিয়ত তাহার বশে থাকিবে। ৭৭

যন্ত্রান্তর বলিতেছেন। পদ্মের মধ্যে সাধ্যনাম যুক্ত কামবীজ লিখিবেন। ঐ পদ্মের কেসরসমূহ স্বরবর্ণের দ্বারা শোভিত হইবে। উহা মন্মথ যন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা সৌভাগ্য, লক্ষ্মী ও বিজয় প্রদান করে। ৭৮

কর্পূর-চূর্ণ-হিমবারি-বিলোলিতেন
যে চন্দনেন কুসুমৈশ্চ সুজাত-গন্ধৈঃ।
আরাধয়ন্তি হি ভবানি সমুৎসুকাস্ত্বাং
তে খল্বশেষভুবনাধিভুবঃ প্রথন্তে ॥ ৮৮
আবিশ্য মধ্যপদবীং প্রথমে সরোজে
সুপ্তাহিরাজ-সদৃশী বিরচয্য বিশ্বম্।
বিদ্যুল্লতা-বলয়-বিভ্রমমুদ্বহন্তী
পদ্মানি পঞ্চ বিদলয্য খমশ্নুবানা ॥ ৮৯
তন্নির্গতামৃতরসৈরভিষিক্ত-গাত্রী
মার্গেণ তেন নিলয়ং পুনরপ্যবাপ্তা।
যেষাং হৃদি স্ফুরসি জাতু ন তে ভবেয়ু-
র্মাতর্মহেশ্বর-কুটুম্বিনি ! গর্ভভাজঃ ॥ ৯০
আলম্বি-কুন্তল-ভরামভিরাম-বক্ত্রা-
মাপীবর-স্তনতটীং তনুবৃত্ত-মধ্যাম্।

সেই মনুষ্য জন্মেই ইন্দ্রিয়ের পটুত্ব প্রাপ্ত হইয়াও তোমার অর্চনা করে না, তাহারা মুক্তি সোপানের অগ্রে উঠিয়াও পুনরায় পতিত হয়। ৮৭

হে ভবানি। যে মনুষ্যগণ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত শীতল জলের দ্বারা ঘর্ষিত চন্দন, সুগন্ধ কুসুম সমূহের দ্বারা তোমাকে আরাধনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই সমস্ত জগতের অভিভূ (নায়ক) হইয়া খ্যাতিলাভ করে। ৮৮

হে মা, প্রথম পদ্মে (মূলাধার পদ্মে) সুপ্ত সর্পরাজ সদৃশী কুণ্ডলিনীরূপা তুমি সুষুম্না নাড়ীর মধ্যপথে প্রবেশ করিয়া এই বিশ্ব রচনা করিয়া বিদ্যুৎ লতার বলয়ের ন্যায় বিভ্রম বহন করিয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, ও আজ্ঞা নামক পঞ্চ পদ্মকে বিদলিত করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রকে ব্যাপ্ত করিয়াছ। ৮৯

সেই ব্রহ্মরন্ধ্র নির্গত অমৃতরসের দ্বারা নিজগাত্র সিক্ত করিয়া পুনরায় সেই সুষুম্না মার্গে প্রত্যাবর্তন করিয়া মূলাধার প্রাপ্ত হইয়াছ। হে মহেশ্বর গৃহিণি! যাঁহাদের হৃদয়ে তুমি প্রকাশমানা হও, তাহারা আর কখনও গর্ভলাভ করে না। ৯০

হে গৌরি! আপাদ-লম্বিত কুন্তল-ধারিণী অতিমনোহর মুখ-ধারিণী অতিস্থূল পয়োধর-ধারিণী সুগোল ও ক্ষীণ মধ্যদেশ-(কটিদেশ) ধারিণী, হস্তে

ত্রিস্রোতসঃ সকল-লোক-সমর্চিতায়া
বৈশিষ্ট্য-কারণমবৈমি তদেব মাতঃ।
ত্বৎপাদ-পঙ্কজ-পরাগ-বিচিত্রিতাসু
শম্ভোর্জটাসু সততং পরিবর্ত্তনং যৎ ॥ ৮৪
আনন্দয়েৎ কুমুদিনীমধিপঃ কলানাং
নাঽন্যামিনঃ কমলিনীমথ নেতরাং বা।
একস্য মোদনবিধৌ পরমেক ইষ্টে
ত্বন্তু প্রপঞ্চমভিনন্দয়সি স্ব-দৃষ্ট্যা ॥ ৮৫
আদ্যাঽপ্যশেষ-জগতাং নবযৌবনাসি
শৈলাধিরাজ-তনয়াঽপ্যতিকোমলাসি।
ত্রয্যাঃ প্রসূরপি তয়া ন সমীক্ষিতাঽসি
ধ্যেয়াসি গৌরি! মনসো ন পথি স্থিতাসি ॥ ৮৬
আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্ দুরাপং
তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাম্।
নাভ্যর্চয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি! যে ত্বাং
নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিরুহ্য পুনঃ পতন্তি ॥ ৮৭

হে মাতঃ! মনে করি, তোমার পাদ পদ্মের পরাগে পবিত্র শম্ভুর জটাকলাপের যে সর্বদা পরিবর্তন, তাহাই সকল লোক পূজিত ত্রিস্রোতাঃ গঙ্গার বৈশিষ্ট্যের কারণ। ৮৪

কলা সমূহের অধিপতি চন্দ্রমা কেবল কুমুদিনীকে আনন্দিত করে, অন্যকে (পদ্মকে) আনন্দিত করে না। ইন (সূর্য্য) কমলকে আনন্দিত করে, অন্য কুমুদিনীকে আনন্দিত করে না। একজন একজনের আনন্দদানে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু তুমি নিজ দৃষ্টি দ্বারা এই প্রপঞ্চকে (সমস্ত জগৎকে) আনন্দিত করিয়া থাক। ৮৫

অশেষ জগতের আদি (জননী) হইয়াও তুমি নবযৌবনবতী। অতি কঠিন পর্বতরাজের কন্যা হইয়াও অতিকোমলা, তুমি ত্রয়ীর (বেদের) জননী হইলেও বেদ তোমাকে সম্যক্‌রূপে দেখিতে পার না। হে গৌরি! তুমি সকলের মনের ধ্যেয়া হইলেও তুমি মনের পথে অবস্থান কর না। ৮৬

হে জগজ্জননি! যে মনুষ্যগণ বহু বিলম্বে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া

কর্পূর-চূর্ণ-হিমবারি-বিলোলিতেন
যে চন্দনেন কুসুমৈশ্চ সুজাত-গন্ধৈঃ।
আরাধয়ন্তি হি ভবানি সমুৎসুকাস্ত্বাং
তে খল্বশেষভুবনাধিভুবঃ প্রথন্তে ॥ ৮৮
আবিশ্য মধ্যপদবীং প্রথমে সরোজে
সুপ্তাহিরাজ-সদৃশী বিরচয্য বিশ্বম্।
বিদ্যুল্লতা-বলয়-বিভ্রমমুদ্বহন্তী
পদ্মানি পঞ্চ বিদলয্য সমশ্নুবানা ॥ ৮৯
তন্নির্গতামৃতরসৈরভিষিক্ত-গাত্রী
মার্গেণ তেন নিলয়ং পুনরপ্যবাপ্তা।
যেষাং হৃদি স্ফুরসি জাতু ন তে ভবেয়ু-
র্মাতর্মহেশ্বর-কুটুম্বিনি! গর্ভভাজঃ ॥ ৯০
আলম্বি-কুন্তল-ভরামভিরাম-বক্ত্রা-
মাপীবর-স্তনতটীং তনুবৃত্ত-মধ্যাম্।

সেই মনুষ্য জন্মেই ইন্দ্রিয়ের পটুত্ব প্রাপ্ত হইয়াও তোমার অর্চনা করে না, তাহারা মুক্তি সোপানের অগ্রে উঠিয়াও পুনরায় পতিত হয়। ৮৭

হে ভবানি। যে মনুষ্যগণ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত শীতল জলের দ্বারা ঘর্ষিত চন্দন, সুগন্ধ কুসুম সমূহের দ্বারা তোমাকে আরাধনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই সমস্ত জগতের অভিভূ (নায়ক) হইয়া খ্যাতিলাভ করে। ৮৮

হে মা, প্রথম পদ্মে (মূলাধার পদ্মে) সুপ্ত সর্পরাজ সদৃশী কুণ্ডলিনীরূপা তুমি সুষুম্না নাড়ীর মধ্যপথে প্রবেশ করিয়া এই বিশ্ব রচনা করিয়া বিদ্যুৎ লতার বলয়ের ন্যায় বিভ্রম বহন করিয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, ও আজ্ঞা নামক পঞ্চ পদ্মকে বিদলিত করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রকে ব্যাপ্ত করিয়াছ। ৮৯

সেই ব্রহ্মরন্ধ্র নির্গত অমৃতরসের দ্বারা নিজগাত্র সিক্ত করিয়া পুনরায় সেই সুষুম্না মার্গে প্রত্যাবর্তন করিয়া মূলাধার প্রাপ্ত হইয়াছ। হে মহেশ্বর গৃহিণি। যাঁহাদের হৃদয়ে তুমি প্রকাশমানা হও, তাহারা আর কখনও গর্ভলাভ করে না। ৯০

হে গৌরি। আপাদ-লম্বিত কুন্তল-ধারিণী অতিমনোহর মুখ-ধারিণী অতিস্থূল পয়োধর-ধারিণী সুগোল ও ক্ষীণ মধ্যদেশ-(কটিদেশ) ধারিণী, হস্তে

বাল্যাৎ পরেণ বয়সা পরিকৃষ্ট-সারঃ।
রোমাবলী-বিলসিতেন বিভাব্য মূর্ত্তি-
র্মধ্যস্তব স্ফুরতু মে হৃদয়স্য মধ্যে ॥ ৯৯
সখ্যুঃ স্মরস্য হরনেত্র-হুতাশ-ভীরো-
র্লাবণ্য-বারি-ভরিতং নবযৌবনেন।
আপাদ্য দত্তমিব পম্বলমপ্রধৃষ্যং
নাভিং কদাপি তব দেবি! ন বিস্মরয়েম্ ॥ ১০০
ঈশোপগূহ-পিশুনং ভসিতং দধানে
কাশ্মীর-কর্দম-মনু স্তনপঙ্কজে তে।
স্নানোত্থিতস্য করিণঃ ক্ষণলব্ধ-ফেনৌ
সিন্দূরিতৌ স্মরয়তঃ সমদস্য কুম্ভৌ ॥ ১০১
কণ্ঠাভিরিক্ত-গলদুজ্জ্বল-কান্তিধারা-
শোভৌ ভুজৌ নিজরিপোর্মকরধ্বজেন।
কণ্ঠ-গ্রহায় রচিতৌ কিল দীর্ঘ-পাশৌ
মাতর্মম স্মৃতিপথং ন বিলঙ্ঘয়েথাঃ ॥ ১০২
নিত্যায়তং রুচির-কম্বু-বিলাস-চৌর্য্যং

বয়স মধ্যদেশের সার আকর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্ষীণ করিয়াছে। রোমাবলী বিলসিত দর্শনীয় মূর্ত্তি তোমার মধ্যদেশ আমার হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউক। ৯৯

হরনেত্রের অগ্নিতে ভীত কামদেবের সখা নবযৌবন কর্ত্তৃক তোমার নাভিতে লাবণ্যরূপ বারিকে পূর্ণ করিয়া গভীর পম্বলের ন্যায় করিয়া দিয়াছেন। হে দেবি! তোমার সেই নাভি কখনও আমি ভুলিতে পারি না। ১০০

তোমার স্তনযুগল কাশ্মীর কর্দমের (কুঙ্কুম-প্রলেপের) উপরে মহাদেবের আলিঙ্গন সূচক ভস্ম ধারণ করিয়া স্নানোত্থিত মদমত্ত হস্তীকে ক্ষণে ক্ষণে লব্ধ ফেনযুক্ত সিন্দূরিত কুম্ভদ্বয় স্মরণ করাইয়া দেয়। ১০১

হে মাতঃ! মকরধ্বজ কাম নিজ শত্রু মহাদেবের কণ্ঠবন্ধনের জন্য পার্ব্বতীর কণ্ঠ হইতে বিগলিত অধিক উজ্জ্বল কান্তি ধারার ন্যায় শোভিত দীর্ঘপাশ ভুজদ্বয় যেন আমার স্মৃতিপথকে লঙ্ঘন না করে। ১০২

হে গিরিরাজ কন্যে! মনোহর কম্বু-সৌন্দর্য্যের অপহারক বিবিধ রত্নাভরণে

মাতঙ্গীং পুলিন্দ-তরুণীমসকৃৎ স্মরামি ॥ ১৫
হংসৈর্গতি-কণিত-নূপুর-দূরকৃষ্টৈ-
র্মূর্ত্তৈরিবাপ্ত-বচনৈরনুগম্যমানৌ।
পদ্মাবিবোর্দ্ধ-মুখ-রূঢ়-সুজাত-নালৌ
শ্রীকণ্ঠ-পত্নি! শিরসৈব দধে তবাঙ্ঘ্রী ॥ ১৬
যাভ্যাং সমীক্ষিতুমতৃপ্তিমতেব দৃগ্‌ভ্যা-
মুৎপাদ্য ভাল-নয়নং বৃষকেতনেন।
সান্দ্রানুরাগ-তরলেন নিরীক্ষ্যমাণে
জঙ্ঘে উভে অপি ভবানি! ভবানতোঽস্মি ॥ ১৭
ঊরূ স্মরামি জিতহস্তি-করাবলেপৌ
স্থৌল্যেন পদ্দুরতয়া পরিভূত-রম্ভৌ।
শ্রোণিভরস্য সহনৌ পরিকল্প্য দত্তৌ
সম্ভাবিতাঽম্ব! বয়সা তব মধ্যমেন ॥ ১৮
শ্রোণ্যৌ স্তনৌ চ যুগপৎ প্রথয়িষ্যতোচ্চৈ-

ভূষিতা পত্ররচিত বস্ত্র পরিহিতা কৃষ্ণকান্তি কাম-প্রধানা জগতের আদি পুলিন্দ-তরুণী মাতঙ্গিনীকে বার বার আমি স্মরণ করি। ১৫

হে শ্রীকণ্ঠ-পত্নি! তোমার গমনের দ্বারা ধ্বনিত নূপুরের শব্দে দূর হইতে আকৃষ্ট হইয়া মূর্ত্তিমান্ আপ্তবচনের ন্যায় যে চরণ যুগলের অনুগমন করে, ঊর্দ্ধমুখ-প্ররূঢ় সুজাত-নাল পদ্মদ্বয়ের ন্যায় তোমার চরণ দ্বয় মস্তকে ধারণ করি। ১৬

হে ভবানি! বৃষভধ্বজ শঙ্কর দুই চক্ষুঃ দ্বারা সম্যক্ রূপে দর্শন করিয়া যেন অতৃপ্তি-যুক্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে দর্শন করিবার জন্য ললাট নয়ন উৎপাদন করিয়া গভীর অনুরাগভরে বিভোর হইয়া আপনার যে জঙ্ঘাযুগল নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। আমি তোমার সেই উভয় জঙ্ঘার নিকটে প্রণত হইতেছি। ১৭

হে অম্ব! তোমার যে দুইটি ঊরুর নিকট হস্তীর শুণ্ড-গর্ব পরাজিত। স্থৌল্য ও মার্দবতায় (কোমলতায়) রম্ভা যাহার নিকট পরাজিত। তোমার মধ্য বয়সে (যৌবনে) নিতম্বের ভার বহনে সমর্থ স্তম্ভের ন্যায় যে ঊরুদ্বয় রচনা করিয়া দিয়াছেন, সেই ঊরুদ্বয়কে আমি স্মরণ করি। ১৮

তোমার নিতম্ব ও স্তনদ্বয়কে যুগপৎ উন্নত করিবে বলিয়া বাল্যের পরবর্তী

পঞ্চবিংশঃ পটলঃ

অথ যোগং প্রবক্ষ্যামি সাঙ্গং সংবিৎ-প্রদায়কম্ ।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ ॥ ১

শিবাত্মনোরভেদেন প্রতিপত্তিং পরে বিদুঃ ।
শিব-শক্ত্যাত্মকং জ্ঞানং জগুরাগম-বেদিনঃ ॥ ২

পুরাণ-পুরুষস্যান্যে জ্ঞানমাহুর্বিশারদাঃ ।
জিত্বাদাবাত্মনঃ শত্রূন্ কামাদীন্ যোগমভ্যসেৎ ॥ ৩

কাম-ক্রোধৌ লোভ-মোহৌ তৎপরং মদ-মৎসরৌ ।
বদন্তি দুঃখদানেতানরি-ষড়্বর্গমাত্মনঃ ॥ ৪

যোগাষ্টাঙ্গৈরিমান্ জিত্বা যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ ।
যম-নিয়মাবাসন-প্রাণায়ামৌ ততঃ পরম্ ॥ ৫

প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্দ্ধং সমাধিনা ।
অষ্টাঙ্গান্যাহুরেতানি যোগিনো যোগসাধনে ॥ ৬

অনন্তর সংবিৎ (মোক্ষ) প্রদায়ক সাঙ্গ (যম নিয়মাদির সহিত) যোগ বলিতেছি। যোগবিশারদ বেদান্তিগণ জীব ও ঈশ্বরের ঐক্যকে যোগ বলেন। ১

প্রত্যভিজ্ঞাদি মতবাদী শৈবগণ শিব ও জীবের অভেদ জ্ঞানকে যোগ বলেন। উত্তরাম্নায় মতবাদিগণ শিব ও শক্তির অভেদ জ্ঞানকে যোগ বলেন। ২

ভেদবাদী বৈষ্ণবাদিগণ পুরাণ পুরুষ পুরুষোত্তমের জ্ঞানকে যোগ বলেন। প্রথমে নিজের কামাদি শত্রুবর্গকে জয় করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন। ৩

কাম (স্ত্রীভোগাদির অভিলাষ), ক্রোধ, লোভ, মোহ (তত্ত্বের অজ্ঞান), মদ (গর্ব) ও মৎসর (অন্যের শুভদ্বেষ)—এইগুলিকে নিজের দুঃখপ্রদ অরিষড়্-বর্গ বলেন। ৪

যোগের আটটি অঙ্গের দ্বারা এইগুলিকে জয় করিয়া যোগিগণ যোগ লাভ করেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, তাহার পর প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে যোগিগণ যোগসাধনে আটটি অঙ্গ বলেন। ৫-৬

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ ॥ ৭
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্ত-শ্রবণং চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো হুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্র-বিশারদৈঃ ॥ ৮
পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং বজ্রং ভদ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসন-পঞ্চকম্ ॥ ৯

যমাদির স্বরূপ বলিতেছেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, আর্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ—এই দশটি যম। ৭

বিবৃতি। কাহাকেও হত্যা করিব না চিত্তের এইরূপ অভ্যাস প্রবণতা অহিংসা। অসত্য (মিথ্যা) কখনও বলিব না এইরূপ অভ্যাস প্রবণতা সত্য। অস্তেয় চৌর্য্য-নিবৃত্তি। স্ত্রীভোগেচ্ছা নিবৃত্তি ব্রহ্মচর্য্য। প্রাণিসমূহে ক্রূর বুদ্ধির নিবৃত্তি কৃপা। চিত্তের কুটিলতা নিবৃত্তি আর্জব (সরলতা)। অনিষ্টকারীর প্রতি অক্রোধ প্রবণতা ক্ষমা। ইষ্ট বস্তুর অলাভে চিন্তার নিবৃত্তিই ধৃতি। শরীরের স্থিতি মাত্রের জন্য হিত ও মেধ্য (অনিষিদ্ধ) বস্তুর ভোজন মিতাহার। চিত্তের নির্মলতার জন্য শাস্ত্রোক্ত শৌচশীলতা শৌচ। তন্মধ্যে অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা কামের, কৃপা ও ক্ষমা দ্বারা ক্রোধের, অস্তেয়, সত্য ও আর্জবের দ্বারা লোভের, মিতাহার ও শৌচের দ্বারা মোহের, ক্ষমা হইতে মৎসরের জয় হয়। ৭

নিয়মের স্বরূপ বলিতেছেন। তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্ত শ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ, হোম—এই দশটিকে যোগ বিশারদগণ নিয়ম বলিয়াছেন। ৮

বিবৃতি। কৃচ্ছ্রাদি ব্রতের আচরণ তপস্যা। অতিপ্রিয় বস্তু সমূহে অনভিলাষ সন্তোষ। পরলোকে বিশ্বাসই আস্তিক্য। ঐশ্বর্য্য অনুসারে দেবতা, পিতৃলোক ও মনুষ্যগণের উদ্দেশে ধনাদি বিতরণই দান। শাস্ত্রোক্ত রীতিতে দেবতার অর্চনাই দেবপূজা। মোক্ষের উপায় প্রদর্শক উপনিষৎ শাস্ত্র সমূহের শ্রবণই সিদ্ধান্ত শ্রবণ। কুৎসিত। আচার প্রবৃত্ত স্বভাবতঃ যে উদ্বেগ, তাহা হ্রী। মনন হইতেছে মতি। শাস্ত্রোক্ত প্রকারে মন্ত্রজপই জপ। অগ্নিহোত্রাদি হোমই হুত। ৮

আসন পঞ্চক কথিত হইতেছে। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বজ্রাসন, ভদ্রাসন ও বীরাসন—এই আসন পঞ্চক ক্রমে ক্রমে কথিত হইতেছে। ৯

উর্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাৎ ততঃ।
পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্॥ ১০
জানূর্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥ ১১
সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যসেদ্ গুল্ফযুগ্মং সুনিশ্চলম্।
বৃষণাধঃ পার্ষ্ণি-পাদৌ পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ।
ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পূজিতং পরম্॥ ১২
উর্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ ন্যস্যেজ্ জান্বোঃ প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলী।
করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্॥ ১৩
একং পাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথেতরম্।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী বীরাসনমিতীরিতম্॥ ১৪

পরস্পর উরুদ্বয়ের উপরে ব্যুৎক্রমে উভয় পাদতল সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিয়া তাহার পর ব্যুৎক্রমে হস্তদ্বয়ের দ্বারা দুইটি অঙ্গুষ্ঠকে বন্ধন করিবেন। ইহা যোগিগণের হৃদ্গত পদ্মাসন কথিত হইয়াছে। ১০

দক্ষিণের জানু ও উরুর অন্তরে বামপাদ, বামের উরু ও জানুর অন্তরে দক্ষিণ পাদ—এইরূপে উভয় পাদতল সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিয়া ঋজুদেহ হইয়া যোগী উপবেশন করিবেন। তাহাকে স্বস্তিকাসন বলে। ১১

সীবনীর (গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী ঊর্ধ্বরেখার) বামপার্শ্বে দক্ষিণপাদের গুল্ফকে এবং দক্ষিণপার্শ্বে বামপাদের গুল্ফকে স্থিরভাবে স্থাপন করিবেন। অণ্ডকোষের অধোভাগে পাদের পার্ষ্ণিদ্বয় বিপরীতভাবে থাকিবে। পূর্ববৎ দুইটি অঙ্গুষ্ঠকে দুই হস্তের দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিবেন। ইহা যোগিগণ কর্তৃক পূজিত শ্রেষ্ঠ ভদ্রাসন কথিত হইয়াছে। ১২

নিজের উরুমূলে ক্রমে ক্রমে দুইটি পাদ স্থাপন করিবেন। জানুর উপরে বসম্মুখাঙ্গুলি হস্তদ্বয়কে স্থাপন করিবেন। ইহা অতি উত্তম বজ্রাসন কথিত হইয়াছে। ১৩

একটি পাদকে অপর স্ফিচের অধোভাগে স্থাপন করিয়া অপর পাদকে উরুর উপরে স্থাপন করিয়া যোগী ঋজুকায় হইয়া উপবেশন করিবেন। ইহা বীরাসন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৪

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ ॥ ৭
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্ত-শ্রবণং চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো হুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্র-বিশারদৈঃ ॥ ৮
পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং বজ্রং ভদ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসন-পঞ্চকম্ ॥ ৯

যমাদির স্বরূপ বলিতেছেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, আর্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ—এই দশটি যম। ৭

বিবৃতি। কাহাকেও হত্যা করিব না চিত্তের এইরূপ অভ্যাস প্রবণতা অহিংসা। অসত্য (মিথ্যা) কখনও বলিব না এইরূপ অভ্যাস প্রবণতা সত্য। অস্তেয় চৌর্য্য-নিবৃত্তি। স্ত্রীভোগেচ্ছা নিবৃত্তি ব্রহ্মচর্য্য। প্রাণিসমূহে ক্রূর বুদ্ধির নিবৃত্তি কৃপা। চিত্তের কুটিলতা নিবৃত্তি আর্জব (সরলতা)। অনিষ্টকারীর প্রতি অক্রোধ প্রবণতা ক্ষমা। ইষ্ট বস্তুর অলাভে চিন্তার নিবৃত্তিই ধৃতি। শরীরের স্থিতি মাত্রের জন্য হিত ও মেধ্য (অনিষিদ্ধ) বস্তুর ভোজন মিতাহার। চিত্তের নির্মলতার জন্য শাস্ত্রোক্ত শৌচশীলতা শৌচ। তন্মধ্যে অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা কামের, কৃপা ও ক্ষমা দ্বারা ক্রোধের, অস্তেয়, সত্য ও আর্জবের দ্বারা লোভের, মিতাহার ও শৌচের দ্বারা মোহের, ক্ষমা হইতে মৎসরের জয় হয়। ৭

নিয়মের স্বরূপ বলিতেছেন। তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্ত শ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ, হোম—এই দশটিকে যোগ বিশারদগণ নিয়ম বলিয়াছেন। ৮

বিবৃতি। কৃচ্ছ্রাদি ব্রতের আচরণ তপস্যা। অতিপ্রিয় বস্তু সমূহে অনভিলাষ সন্তোষ। পরলোকে বিশ্বাসই আস্তিক্য। ঐশ্বর্য্য অনুসারে দেবতা, পিতৃলোক ও মনুষ্যগণের উদ্দেশে ধনাদি বিতরণই দান। প্রোক্ত রীতিতে দেবতার অর্চনাই দেবপূজা। মোক্ষের উপায় প্রদর্শক উপনিষৎ শাস্ত্র সমূহের শ্রবণই সিদ্ধান্ত শ্রবণ। কুৎসিত। আচার প্রবৃত্ত স্বভাবতঃ যে উদ্বেগ, তাহা হ্রী। মনন হইতেছে মতি। শাস্ত্রোক্ত প্রকারে মন্ত্রজপই জপ। অগ্নিহোত্রাদি হোমই হুত। ৮

আসন পঞ্চক কথিত হইতেছে। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বজ্রাসন, ভদ্রাসন ও বীরাসন—এই আসন পঞ্চক ক্রমে ক্রমে কথিত হইতেছে। ৯

ঊর্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাৎ ততঃ।
পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্॥ ১০
জানূর্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥ ১১
সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যসেদ্ গুল্‌ফযুগ্মং সুনিশ্চলম্।
বৃষণাধঃ পার্ষ্ণি-পাদৌ পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ।
ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পূজিতং পরম্॥ ১২
ঊর্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ ন্যস্যেজ্জ্বানোঃ প্রত্যঙমুখাঙ্গুলী।
করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্॥ ১৩
একং পাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথেতরম্।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী বীরাসনমিতীরিতম্॥ ১৪

পরস্পর উরুদ্বয়ের উপরে ব্যুৎক্রমে উভয় পাদতল সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিয়া তাহার পর ব্যুৎক্রমে হস্তদ্বয়ের দ্বারা দুইটি অঙ্গুষ্ঠকে বন্ধন করিবেন। ইহা যোগিগণের হৃদয়ঙ্গম পদ্মাসন কথিত হইয়াছে। ১০

দক্ষিণের জানু ও উরুর অন্তরে বামপাদ, বামের উরু ও জানুর অন্তরে দক্ষিণ পাদ—এইরূপে উভয় পাদতল সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিয়া ঋজুদেহ হইয়া যোগী উপবেশন করিবেন। তাহাকে স্বস্তিকাসন বলে। ১১

সীবনীর (গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী ঊর্দ্ধরেখার) বামপার্শ্বে দক্ষিণপাদের গুল্‌ফকে এবং দক্ষিণপার্শ্বে বামপাদের গুল্‌ফকে স্থিরভাবে স্থাপন করিবেন। অণ্ডকোষের অধোভাগে পাদের পার্ষ্ণিদ্বয় বিপরীতভাবে থাকিবে। পূর্ব্ববৎ দুইটি অঙ্গুষ্ঠকে দুই হস্তের দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিবেন। ইহা যোগিগণ কর্ত্তৃক পূজিত শ্রেষ্ঠ ভদ্রাসন কথিত হইয়াছে। ১২

নিজের উরুমূলে ক্রমে ক্রমে দুইটি পাদ স্থাপন করিবেন। জানুর উপরে ঋসম্মুখাঙ্গুলি হস্তদ্বয়কে স্থাপন করিবেন। ইহা অতি উত্তম বজ্রাসন কথিত হইয়াছে। ১৩

একটি পাদকে অপর স্ফিচের অধোভাগে স্থাপন করিয়া অপর পাদকে উরুর উপরে স্থাপন করিয়া যোগী ঋজুকায় হইয়া উপবেশন করিবেন। ইহা বীরাসন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৪

তস্মাদ্ দ্বিগুণ-বিস্তারং বৃত্তরূপেণ শোভিতম্ ।
নাড্যস্তত্র সমুদ্ভূতা মুখ্যাস্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৭
ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা ।
তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্ণা বংশমাশ্রিতা ॥ ২৮
পাদাঙ্গুষ্ঠ-দ্বয়ে যাতা শিফাভ্যাং শিরসা পুনঃ ।
ব্রহ্ম-স্থানং সমাপন্না সোম-সূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥ ২৯
তস্যা মধ্যগতা নাড়ী চিত্রাখ্যা যোগি-বল্লভা ।
ব্রহ্মরন্ধ্রং বিদুস্তস্যাং পদ্মসূত্রনিভং পরম্ ॥ ৩০
আধারাংশ্চ বিদুস্তত্র মতভেদাদনেকধা
দিব্যমার্গমিদং প্রাহুরমৃতানন্দ-কারণম্ ॥ ৩১
ইড়ায়াং সঞ্চরেচ্ চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ ।
জ্ঞাতৌ যোগ-নিদানজ্ঞৈঃ সুষুম্নায়াং তু তাবুভৌ ॥ ৩২
আধার-কন্দ-মধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্ ।
জ্যোতিষাং নিলয়ং দিব্যং প্রাহুরাগম-বেদিনঃ ॥ ৩৩

উহা সেই উৎসেধ হইতে দ্বিগুণ বিস্তার। উহা বৃত্তরূপে শোভিত। সেইখানে মুখ্য তিনটি নাড়ী উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৭

বামে ইড়া নাড়ী অবস্থিতা রহিয়াছে। দক্ষিণে পিঙ্গলা। এই উভয়ের মধ্যগতা পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ড মধ্যে) আশ্রিতা নাড়ী সুষুম্না। ২৮

সোম, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপিণী এই সুষুম্না শিফা (মূল) দুইটি হইতে পায়ের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে গিয়াছে। পুনরায় শিরো দ্বারা ব্রহ্মস্থানে উপস্থিত হইয়াছে। ২৯

তাহার মধ্যগতা নাড়ী হইতেছে যোগিপ্রিয়া চিত্রা। তাহাতেই ব্রহ্মরন্ধ্র জানিবেন। উহা পদ্মসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম। ৩০

সেই নাড়ীতে মতভেদে অনেক প্রকার চক্র আছে জানিবেন। ইহাকে অমৃতানন্দের কারণ দিব্যমার্গ বলেন। ৩১

ইড়াতে চন্দ্র বিচরণ করেন। পিঙ্গলাতে দিবাকর বিচরণ করেন। যোগের নিদানজ্ঞ যোগিগণ সুষুম্নাতে ঐ উভয়কে জানেন অর্থাৎ সুষুম্নাতে সূর্য্য ও চন্দ্র এই উভয় বিচরণ করেন জানেন। ৩২

আগমবেদিগণ আধার কন্দ মধ্যস্থ অতিসুন্দর ত্রিকোণকে দিব্য জ্যোতিঃপুঞ্জের আলয় বলেন। ৩৩

তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
পরিস্ফুরতি সর্বাত্মা সুপ্তাহি-সদৃশাকৃতিঃ ॥ ৩৪
বিভর্ত্তি কুণ্ডলী শক্তিরাত্মানং হংসমাশ্রিতা।
হংসঃ প্রাণাশ্রয়ো নিত্যং প্রাণো নাড়ী-সমাশ্রয়ঃ ॥ ৩৫
আধারাত্নদ্গতো বায়ুর্যথাবৎ সর্বদেহিনাম্।
দেহং ব্যাপ্য স্বনাড়ীভিঃ প্রয়াণং কুরুতে বহিঃ।
দ্বাদশাঙ্গুল-মানেন তস্মাৎ প্রাণ ইতীরিতঃ ॥ ৩৬
রম্যে মৃদ্বাসনে শুদ্ধে পটাজিন-কুশোত্তরে।
বদ্ধৈকমাসনং যোগী যোগমার্গ-পরো ভবেৎ ॥ ৩৭
জ্ঞাত্বা ভূতোদয়ং দেহে বিধিবৎ প্রাণবায়ুনা।
তত্তদ্ভূতং জপেদ্ দেহ-দৃঢ়ত্বাবাপ্তয়ে সুধীঃ ॥ ৩৮
দণ্ডাকারা গতির্ভূমেঃ পুটয়োরুভয়োরধঃ।
তোয়স্য পাবকস্যোর্ধ্বং গতিস্তির্য্যঙ্ নভস্বতঃ।
গতির্ব্যোম্নো ভবেন্ মধ্যে ভূতানামুদয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯

সেইখানে সুপ্ত সর্পের সদৃশ আকার বিশিষ্টা বিদ্যুল্লতার ন্যায় আকার যুক্তা সকলের আত্মভূতা পরদেবতা কুণ্ডলী পরিস্ফুরিত হইতেছেন। ৩৪

কুণ্ডলী শক্তি হংসে (জীবাত্মাতে) অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মাকে (পরমাত্মাকে) ভরণ করেন অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। হংস জীবাত্মা প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রাণ নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৩৫

সমস্ত প্রাণীর মূলাধার হইতে বায়ু যথাযথভাবে উদ্গত হইয়া নিজের নাড়ী সমূহের দ্বারা দেহকে ব্যাপ্ত করিয়া বাম ও দক্ষিণে বার আঙ্গুল বাহিরে প্রয়াণ করে। এই প্রয়াণ করে বলিয়া প্রাণ এই নামে কথিত হয়। ৩৬

রম্যে (একান্তে) পটাজিন কুশোত্তর (কুশাসনের উপরে মৃগচর্মাসন, তাহার উপরে বস্ত্রাসন) শুদ্ধ কোমল আসনে একটি আসন করিয়া যোগী যোগ-মার্গপর হইবেন। ৩৭

সুধী যোগী দেহের দৃঢ়ত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রাণবায়ু দ্বারা দেহে ভূতোদয় জানিয়া বিধিবৎ তত্তৎ ভূতকে জপ করিবেন। ৩৮

উভয় নাসিকা পুটের অধোভাগে ভূমির গতি দণ্ডাকার হইবে, জল ও অগ্নির গতি উর্ধ্ব হইবে, বায়ুর গতি তির্য্যক্ হইবে এবং আকাশের গতি মধ্যে হইবে। ইহা দ্বারা ভূতগণের উদয় কথিত হইয়াছে। ৩৯

ধরণেরুদয়ে কুর্য্যাৎ স্তম্ভনং বশ্যমাত্মবিৎ।
শান্তিকং পৌষ্টিকং কর্ম তোয়স্য সময়ে বসোঃ ॥ ৪০
মারণাদীনি মরুতো বিপক্ষোচ্চাটনাদিকম্।
ক্ষুদ্রাদি-নাশনং শস্তমুদয়ে চ বিহায়সঃ ॥ ৪১
অঙ্গুলীভির্দৃঢং বদ্ধা করণানি সমাহিতঃ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শ্রোত্রে তর্জনীভ্যাং বিলোচনে ॥ ৪২
নাসারন্ধ্রে মধ্যমাভ্যামন্যাভির্বদনং দৃঢ়ম্।
বদ্ধাত্ম-প্রাণ-মনসামেকত্বং সমনুস্মরন্।
ধারয়েন্ মরুতং সম্যগ্ যোগোঽয়ং যোগিবল্লভঃ ॥ ৪৩
নাদঃ সঞ্জায়তে তস্য ক্রমাদভ্যসতঃ শনৈঃ।
মত্ত-ভৃঙ্গাঙ্গনা-গীত-সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ ॥ ৪৪
বংশিকস্যানিলাপূর্ণ-বংশধ্বনি-নিভোঽপরঃ।
ঘণ্টারব-সমঃ পশ্চাদ্ ঘনমেঘ-স্বনোপমঃ ॥ ৪৫
এবমভ্যসতঃ পুংসঃ সংসার-ধ্বান্ত-নাশনম্।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পূর্বং হংসলক্ষণমব্যয়ম্ ॥ ৪৬

আত্মবিৎ সাধক ধরণীর উদয়ে স্তম্ভন ও বশ্য কর্ম, জলের উদয়ে শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম, অগ্নির উদয়ে মারণাদি কর্ম, বায়ুর উদয়ে উচ্চাটনাদি কর্ম, এবং আকাশের উদয়ে ক্ষুদ্রাদি নাশন কর্ম প্রশস্ত। ৪০-৪১

সমাহিত সাধক অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা করণ সমূহকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া—দুইটি অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দুইটি শ্রোত্র, দুইটি তর্জনী দ্বারা দুইটি চক্ষুঃ, দুইটি মধ্যমা দ্বারা দুইটি নাসারন্ধ্র বন্ধন করিয়া, অন্য অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা মুখকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া আত্মা, প্রাণ ও মনের একত্ব সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিতে করিতে বায়ুকে সম্যক্‌রূপে ধারণ করিবেন। এইটি যোগিগণের প্রিয় যোগ। ৪২-৪৩

ক্রমে ক্রমে অভ্যাসকারী যোগীর ধীরে ধীরে নাদ উৎপন্ন হয়। মত্ত ভৃঙ্গাঙ্গনাগণের গীত সদৃশ প্রথম ধ্বনি হয়। তাহার পর বংশীবাদনকারীর বায়ুপূর্ণ বংশধ্বনির সদৃশ দ্বিতীয় ধ্বনি হয়। তাহার পর ঘণ্টারব সদৃশ ধ্বনি উত্থিত হয়। তাহার পর এইরূপ অভ্যাসকারী পুরুষের নিবিড় মেঘ-স্বন (শব্দ) সদৃশ ধ্বনি উত্থিত হয়। তাহার পর প্রথমে সংসাররূপ অন্ধকারের নাশক হংসলক্ষণ শিবশক্ত্যাত্মক বা জীবাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ৪৪-৪৬

পুং-প্রকৃত্যাত্মকৌ প্রোক্তৌ বিন্দু-সর্গৌ মনীষিভিঃ।
তাভ্যাং ক্রমাৎ সমুদ্‌ভূতৌ বিন্দু-সর্গাবসানকৌ।
হংসৌ তৌ পুং-প্রকৃত্যাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ॥ ৪৭
অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবোঽয়মুপতিষ্ঠতি।
পুরুষং স্বাশ্রয়ং মত্বা প্রকৃতির্নিত্যমাস্থিতা।
যদা তদ্ভাবমাপ্নোতি তদা সোঽহময়ং ভবেৎ॥ ৪৮
সকারার্ণং হকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃ পরম্।
সন্ধিং কুর্য্যাৎ পূর্বরূপস্তদাসৌ প্রণবো ভবেৎ॥ ৪৯
পরানন্দময়ং নিত্যং চৈতন্যৈকগুণাত্মকম্।
আত্মাভেদস্থিতং যোগী প্রণবং ভাবয়েৎ সদা॥ ৫০
আম্নায়-বাচামতিদূরমাদ্যং বেদ্যং স্বসংবেদ্য-গুণেন সন্তঃ।
আত্মানমানন্দ-রসৈক-সিন্ধুং পশ্যন্তি তারাত্মকমাত্মনিষ্ঠাঃ॥ ৫১
সত্যং হেতু বিবর্জিতং শ্রুতি-গিরামাদ্যং জগৎ-কারণং

মনীষিগণ কর্তৃক বিন্দু ও বিসর্গ পুরুষ ও প্রকৃতি স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। সেই বিন্দু ও সর্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বিন্দু ও সর্গাবধিক পুরুষ ও প্রকৃতি নামক সেই হং ও স অর্থাৎ বিন্দু হইতে হং ও বিসর্গ হইতে সঃ সমুদ্ভূত হইয়াছে। হং হইতেছে পুরুষ এবং সঃ হইতেছে প্রকৃতি। ৪৭

অজপা কথিত হইয়াছে। এই জীব সেই হং সঃ এই দুইটি দ্বারা আরাধনা করে। প্রকৃতি পুরুষকে নিজের আশ্রয় মনে করিয়া নিত্য তাহাতে অবস্থিত হইয়া যখন তদ্ভাব লাভ করে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের অভেদ বশতঃ আমিই পরমাত্মা এইরূপ ঐক্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন এই জীব সোহং হইবে। ৪৮

সোহং এর সকার অক্ষর ও হকার অক্ষরকে লোপ করিয়া তাহার পর পূর্বরূপ সন্ধি করিবেন। তখন উহা প্রণব হইবে। ৪৯

যোগী পরমানন্দময়, নিত্য চৈতন্যৈক-গুণ-স্বরূপ, সোহং শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্ন প্রণবকে সর্বদা ভাবনা করিবেন। ৫০

আত্মনিষ্ঠ সাধুগণ প্রণবকে শ্রুতি বাক্যের অতিদূর (অগোচর), আদিভূত, স্ব-সংবেদ্য গুণের দ্বারা বেদ্য অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, আনন্দরসের একমাত্র সিন্ধুস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দময়, আত্মস্বরূপ দর্শন করেন। ৫১

জিতেন্দ্রিয় পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ প্রণবকে সর্বদা সত্যস্বরূপ, হেতু রহিত অর্থাৎ

ধরণেরুদয়ে কুর্য্যাৎ স্তম্ভনং বশ্যমাত্মবিৎ ।
শান্তিকং পৌষ্টিকং কর্ম তোয়স্য সময়ে বসোঃ ॥ ৪০
মারণাদীনি মরুতো বিপক্ষোচ্চাটনাদিকম্ ।
ক্ষুদ্রাদি-নাশনং শস্তমুদয়ে চ বিহায়সঃ ॥ ৪১
অঙ্গুলীভির্দৃঢ়ং বদ্ধা করণানি সমাহিতঃ ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শোত্রে তর্জনীভ্যাং বিলোচনে ॥ ৪২
নাসারন্ধ্রে মধ্যমাভ্যামন্যাভির্বদনং দৃঢ়ম্ ।
বদ্ধাত্ম-প্রাণ-মনসামেকত্বং সমনুস্মরন্ ।
ধারয়েন্ মরুতং সম্যগ্ যোগোঽয়ং যোগিবল্লভঃ ॥ ৪৩
নাদঃ সঞ্জায়তে তস্য ক্রমাদভ্যসতঃ শনৈঃ ।
মত্ত-ভৃঙ্গাঙ্গনা-গীত-সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ ॥ ৪৪
বংশিকস্যানিলাপূর্ণ-বংশধ্বনি-নিভোঽপরঃ ।
ঘণ্টারব-সমঃ পশ্চাদ্ ঘনমেঘ-স্বনোপমঃ ॥ ৪৫
এবমভ্যসতঃ পুংসঃ সংসার-ধ্বান্ত-নাশনম্ ।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পূর্বং হংসলক্ষণমব্যয়ম্ ॥ ৪৬

আত্মবিৎ সাধক ধরণীর উদয়ে স্তম্ভন ও বশ্য কর্ম, জলের উদয়ে শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম, অগ্নির উদয়ে মারণাদি কর্ম, বায়ুর উদয়ে উচ্চাটনাদি কর্ম এবং আকাশের উদয়ে ক্ষুদ্রাদি নাশন কর্ম প্রশস্ত । ৪০-৪১

সমাহিত সাধক অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা করণ সমূহকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া—দুইটি অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দুইটি শ্রোত্র, দুইটি তর্জনী দ্বারা দুইটী চক্ষুঃ, দুইটি মধ্যমা দ্বারা দুইটি নাসারন্ধ্র বন্ধন করিয়া, অন্য অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা মুখকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া আত্মা, প্রাণ ও মনের একত্ব সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিতে করিতে বায়ুকে সম্যক্‌রূপে ধারণ করিবেন । এইটি যোগিগণের প্রিয় যোগ । ৪২-৪৩

ক্রমে ক্রমে অভ্যাসকারী যোগীর ধীরে ধীরে নাদ উৎপন্ন হয় । মত্ত ভৃঙ্গাঙ্গনাগণের গীত সদৃশ প্রথম ধ্বনি হয় । তাহার পর বংশীবাদনকারীর বায়ুপূর্ণ বংশধ্বনির সদৃশ দ্বিতীয় ধ্বনি হয় । তাহার পর ঘণ্টারব সদৃশ ধ্বনি উত্থিত হয় । তাহার পর এইরূপ অভ্যাসকারী পুরুষের নিবিড় মেঘ-স্বন (শব্দ) সদৃশ ধ্বনি উত্থিত হয় । তাহার পর প্রথমে সংসাররূপ অন্ধকারের নাশক হংসলক্ষণ শিবশক্ত্যাত্মক বা জীবাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় । ৪৪-৪৬

পুং-প্রকৃত্যাত্মকৌ প্রোক্তৌ বিন্দু-সর্গৌ মনীষিভিঃ।
তাভ্যাং ক্রমাৎ সমুদ্ভূতৌ বিন্দু-সর্গাবসানকৌ।
হংসৌ তৌ পুং-প্রকৃত্যাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ॥ ৪৭
অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবোঽয়মুপতিষ্ঠতি।
পুরুষং স্বাশ্রয়ং মত্বা প্রকৃতির্নিত্যমাস্থিতা।
যদা তদ্ভাবমাপ্নোতি তদা সোঽহময়ং ভবেৎ॥ ৪৮
সকারার্ণং হকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃ পরম্।
সন্ধিং কুর্য্যাৎ পূর্বরূপস্তদাসৌ প্রণবো ভবেৎ॥ ৪৯
পরানন্দময়ং নিত্যং চৈতন্যৈকগুণাত্মকম্।
আত্মাভেদস্থিতং যোগী প্রণবং ভাবয়েৎ সদা॥ ৫০
আম্নায়-বাচামতিদূরমাদ্যং বেদ্যং স্বসংবেদ্য-গুণেন সন্তঃ।
আত্মানমানন্দ-রসৈক-সিন্ধুং পশ্যন্তি তারাত্মকমাত্মনিষ্ঠাঃ॥ ৫১
সত্যং হেতু বিবর্জিতং শ্রুতি-গিরামাদ্যং জগৎ-কারণং

মনীষিগণ কর্তৃক বিন্দু ও বিসর্গ পুরুষ ও প্রকৃতি স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। সেই বিন্দু ও সর্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বিন্দু ও সর্গাবধিক পুরুষ ও প্রকৃতি নামক সেই হং ও স অর্থাৎ বিন্দু হইতে হং ও বিসর্গ হইতে সঃ সম্ভূত হইয়াছে। হং হইতেছে পুরুষ এবং সঃ হইতেছে প্রকৃতি। ৪৭

অজপা কথিত হইয়াছে। এই জীব সেই হং সঃ এই দুইটি দ্বারা আরাধনা করে। প্রকৃতি পুরুষকে নিজের আশ্রয় মনে করিয়া নিত্য তাহাতে অবস্থিত হইয়া যখন তদ্ভাব লাভ করে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের অভেদ বশতঃ আমিই পরমাত্মা এইরূপ ঐক্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন এই জীব সোহং হইবে। ৪৮

সোহং এর সকার অক্ষর ও হকার অক্ষরকে লোপ করিয়া তাহার পর পূর্বরূপ সন্ধি করিবেন। তখন উহা প্রণব হইবে। ৪৯

যোগী পরমানন্দময়, নিত্য চৈতন্যৈক-গুণ-স্বরূপ, সোহং শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্ন প্রণবকে সর্বদা ভাবনা করিবেন। ৫০

আত্মনিষ্ঠ সাধুগণ প্রণবকে শ্রুতি বাক্যের অতিদূর (অগোচর), আদিভূত, স্ব-সংবেদ্য গুণের দ্বারা বেদ্য অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, আনন্দরসের একমাত্র সিন্ধুস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দময়, আত্মস্বরূপ দর্শন করেন। ৫১

জিতেন্দ্রিয় পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ প্রণবকে সর্বদা সত্যস্বরূপ, হেতু রহিত অর্থাৎ

হংসং নিত্যমনন্তমব্যয়গুণং স্বাধারতো নির্গতা
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী সমস্ত-জননী হস্তে গৃহীত্বা চ তম্।
যাতা শম্ভু-নিকেতনং পরসুখং তেনাঽনুভূয় স্বয়ং
যান্তী স্বাশ্রয়মর্ককোটি-রুচিরা ধ্যেয়া জগন্মোহিনী ॥ ৬১

অব্যক্তং পরবিন্দুমঞ্চিতরুচিং নীত্বা শিবস্যালয়ং
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী গুণত্রয়-বপুর্বিদ্যুল্লতা-সন্নিভা।
আনন্দামৃত-মধ্যগং পুরমিদং চন্দ্রার্ক-কোটি-প্রভং
সংবীক্ষ্য স্বপুরং গতা ভগবতী ধ্যেয়া ন বেদ্যা গুণৈঃ ॥ ৬২

মধ্যে বর্ত্ম সমীরণ-দ্বয়মিথঃ-সংঘট্ট-সংক্ষোভজং
শব্দস্তোমমতীত্য তেজসি তড়িৎ-কোটি-প্রভা-ভাস্বরে।
উদ্যন্তীং সমুপাস্মহে নবজবা-সিন্দুর-সন্ধ্যারুণাং
সান্দ্রানন্দ-সুধাময়ীং পরশিবং প্রাপ্তাং পরাং দেবতাম্ ॥ ৬৩

দ্বারা প্লাবিত পতিকে পাইয়া পুনরায় স্বগৃহ (মূলাধার) গতা উজ্জ্বল সৌদামিনী তুল্যা এই কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবেন। ৬০

স্বাধার (মূলাধার) হইতে নির্গতা সমস্ত-জননী কুণ্ডলিনী শক্তি সেই অনন্ত অব্যয়গুণ নিত্য হংসকে হস্তে গ্রহণ করিয়া পরম সুখময় শম্ভুর গৃহে গমন করিয়াছেন স্বয়ং অনুভব করিয়া সেই হংসের সহিত নিজের আশ্রয় মূলাধারে গমনকারিণী কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তা জগন্মোহিনী সেই কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবেন। ৬১

গুণত্রয় বপুঃ বিদ্যুল্লতা তুল্যা কুণ্ডলিনী শক্তি অব্যক্ত পরবিন্দুকে দীপ্তিময় শিবের আলয়ে লইয়া গিয়া কোটি চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট আনন্দামৃতের মধ্যবর্ত্তী এই পুরকে সম্যক্‌রূপে দর্শন করিয়া নিজগৃহ মূলাধারে গমন করিয়াছেন। এই ভগবতী কুণ্ডলিনী ধ্যেয়া, গুণ দ্বারা (চিত্তবৃত্তি দ্বারা) বেদ্যা নহে। ৬২

গমন পথের মধ্যে প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ুর নিরোধ হেতু ঊর্দ্ধ ও অধোগত সেই বায়ুদ্বয়ের পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণ জনিত সংক্ষোভ জনিত শব্দ সমূহকে অতিক্রম করিয়া তড়িত কোটি প্রভায় ভাস্বর তেজে উদীয়মান নবজবা, সিন্দুর ও সন্ধ্যার ন্যায় অরুণ-বর্ণা ঘন আনন্দরূপ সুধাময়ী পরশিব প্রাপ্তা পরা দেবতা কুণ্ডলিনীকে উপাসনা করি। ৬৩

হৃৎ-পুণ্ডরীক-নিলয়ং জগদেকমূল-
মালোকয়ন্তি কৃতিনঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৫৬

বিন্দোর্নাদ-সমুদ্ভবঃ সমুদিতে নাদে জগৎ-কারণং
তারং তত্ত্বমুখাম্বুজং পরিবৃতং বর্ণাত্মকৈর্ভূতজৈঃ।
আম্নায়াঙ্ঘ্রি-চতুষ্টয়ং পুররিপোরানন্দ-মূলং বপুঃ
পায়াদ্ বো মুকুটেন্দু-খণ্ড-বিগলদ্-দিব্যামৃতৌঘ-প্লুতম্ ॥ ৫৭

পিণ্ডং ভবেৎ কুণ্ডলিনী শিবাত্মা পদং তু হংসঃ সকলান্তরাত্মা।
রূপং ভবেদ্ বিন্দুরনন্তকান্তিরতীতরূপং শিবসামরস্যম্ ॥ ৫৮

পিণ্ডাদিযোগং শিবসামরস্যাৎ সবীজযোগং প্রবদন্তি সন্তঃ।
শিবে লয়ং নিত্যগুণাভিযুক্তে নির্বীজযোগং ফল-নির্ব্যপেক্ষম্ ॥ ৫৯

মূলোন্নিদ্র-ভুজঙ্গ-রাজ-মহিষীং যান্তীং সুষুম্ণান্তরং
ভিত্বাঽধারসমূহমাশু বিলসৎসৌদামিনী-সন্নিভাম্।
ব্যোমাম্ভোজ-গতেন্দু-মণ্ডল-গলৎ-দিব্যামৃতৌঘ-প্লুতং
সম্ভাব্য স্বগৃহং গতাং পুনরিমাং সঞ্চিন্তয়েৎ কুণ্ডলীম্ ॥ ৬০

কৌস্তুভ, গদা, পদ্ম, শঙ্খ ও চক্র শোভিত জগতের একমাত্র মূল হৃৎপদ্মনিবাসী পুরাণ পুরুষকে সুকৃতিগণ দর্শন করেন। ৫৬

ক্রম মুক্তির জন্য সকার ধ্যান-যোগ বলিতেছেন। ওঙ্কারের শিরোরূপ শিবাত্মা বিন্দু হইতে নাদের উদ্ভব হইয়াছে। সমুদ্ভূত সেই নাদে জগৎ কারণ চতুর্বিংশতিতত্ত্বময় মুখপদ্ম ধারী ভূতজাত বর্ণসমূহের দ্বারা পরিবৃত বেদরূপ পাদ চতুষ্টয়ে শোভিত মুকুটস্থিত চন্দ্র খণ্ড বিগলিত দিব্য অমৃত সমূহের দ্বারা প্লবমান পুররিপুর আনন্দমূল দেহ তার তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৫৭

সবীজ যোগ বলিতেছেন। অকার, উকার, মকাররূপ বলিয়া পিণ্ড প্রণব হইতেছেন কুণ্ডলিনীরূপা শিবাত্মা। সকলান্তরাত্মা হংস তাহার স্থান। এই উভয়ের অনন্তকান্তি বিন্দুরূপ। শিব সামরস্য অতীতরূপ অর্থাৎ নীরূপ। ৫৮

সজ্জন যোগিগণ শিব সামরস্য হইতে পিণ্ডাদি যোগকে সবীজ যোগ বলেন। নিত্যগুণ যুক্ত শিবে লয়কে ফল নিরপেক্ষ নির্বীজ যোগ বলেন। ৫৯

মূলাধার হইতে জাগ্রতা ভুজঙ্গরাজ-মহিষী শীঘ্র সুষুম্না মধ্যে গমনকারিণী স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞারূপ আধার সমূহকে ভেদ করিয়া ব্যোম পদ্ম (সহস্রদল পদ্ম) গত ইন্দুমণ্ডল গলিত দিব্যামৃত সমূহের

হংসং নিত্যমনন্তমব্যয়গুণং স্বাধারতো নির্গতা
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী সমস্ত-জননী হস্তে গৃহীত্বা চ তম্ ।
যাতা শম্ভু-নিকেতনং পরসুখং তেনাহনুভূয় স্বয়ং
যান্তী স্বাশ্রয়মর্ককোটি-রুচিরা ধ্যেয়া জগন্মোহিনী ॥ ৬১
অব্যক্তং পরবিন্দুমঞ্চিতরুচিং নীত্বা শিবস্যালয়ং
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী গুণত্রয়-বপুর্বিদ্যুল্লতা-সন্নিভা ।
আনন্দামৃত-মধ্যগং পুরমিদং চন্দ্রার্ক-কোটি-প্রভং
সংবীক্ষ্য স্বপুরং গতা ভগবতী ধ্যেয়া ন বেদ্যা গুণৈঃ ॥ ৬২
মধ্যে বর্ত্ম সমীরণ-দ্বয়মিথঃ-সংঘট্ট-সংক্ষোভজং
শব্দস্তোমমতীত্য তেজসি তড়িৎ-কোটি-প্রভা-ভাস্বরে ।
উদ্যন্তীং সমুপাস্মহে নবজবা-সিন্দুর-সন্ধ্যারুণাং
সান্দ্রানন্দ-সুধাময়ীং পরশিবং প্রাপ্তাং পরাং দেবতাম্ ॥ ৬৩

দ্বারা প্লাবিত পতিকে পাইয়া পুনরায় স্বগৃহ (মূলাধার) গতা উজ্জ্বল সৌদামিনী-তুল্যা এই কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবেন। ৬০

স্বাধার (মূলাধার) হইতে নির্গতা সমস্ত-জননী কুণ্ডলিনী শক্তি সেই অনন্ত অব্যয়গুণ নিত্য হংসকে হস্তে গ্রহণ করিয়া পরম সুখময় শম্ভুর গৃহে গমন করিয়াছেন স্বয়ং অনুভব করিয়া সেই হংসের সহিত নিজের আশ্রয় মূলাধারে গমনকারিণী কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তা জগন্মোহিনী সেই কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবেন। ৬১

গুণত্রয় বপুঃ বিদ্যুল্লতা তুল্যা কুণ্ডলিনী শক্তি অব্যক্ত পরবিন্দুকে দীপ্তিময় শিবের আলয়ে লইয়া গিয়া কোটি চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট আনন্দামৃতের মধ্যবর্ত্তী এই পুরকে সম্যক্‌রূপে দর্শন করিয়া নিজগৃহ মূলাধারে গমন করিয়াছেন। এই ভগবতী কুণ্ডলিনী ধ্যেয়া, গুণ দ্বারা (চিত্তবৃত্তি দ্বারা) বেদ্যা নহে। ৬২

গমন পথের মধ্যে প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ুর বিরোধ হেতু ঊর্দ্ধ ও অধোগত সেই বায়ুদ্বয়ের পরস্পরের সঙ্ঘর্ষ জনিত সংক্ষোভ জনিত শব্দ সমূহকে অতিক্রম করিয়া তড়িত কোটি প্রভায় ভাস্বর তেজে উদীয়মান নবজবা, সিন্দুর ও সন্ধ্যার ন্যায় অরুণ-বর্ণা ঘন আনন্দরূপ সুধাময়ী পরশিব প্রাপ্তা পরা দেবতা কুণ্ডলিনীকে উপাসনা করি। ৬৩

তরুণ-শকলং চান্দ্রং বিভ্রদ্ ঘটস্তন-মণ্ডলং

স্ফুরতু হৃদয়ে বন্ধুকাভং কলত্রমুমাপতেঃ ॥ ৭২

বর্ণৈরর্ণব-ষড়্-দিশা-রবি-কলা-চক্ষুর্বিভক্তৈঃ ক্রমা-

দান্তৈঃ সাদিভিরাবৃতান্ ক্ষহ-যুতৈঃ ষট্‌চক্রমধ্যানিমান্ ।

ডাকিন্যাদিভিরাশ্রিতান্ পরিচিতান্ ব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈ-

র্ভিন্দানা পরদেবতা ত্রিজগতাং চিত্তে বিধত্তাং মুদম্ ॥ ৭৩

আধারাদ্ গুণবৃত্ত-শোভিত-তনুং লিঙ্গত্রয়ং সত্বরং

ভিন্দন্তীং কমলানি চিন্ময়-ঘনানন্দ-প্রবোধোত্তরাম্ ।

সংক্ষুব্ধ-ধ্রুবমণ্ডলামৃতকর-প্রস্যন্দমানামৃত-

স্রোতঃ-কন্দলিতামমন্দ-তড়িদাকারাং শিবাং ভাবয়েৎ ॥ ৭৪

আনন্দমৌলিমনিশং শ্রুতিমৌলিমৃগ্য-

মর্দ্ধেন্দু-ভূষণমধিষ্ঠিত-সর্বলোকম্ ।

ভক্তার্ত্তি-ভঞ্জনপরং পদমীশ্বরস্য

দত্তাচ্ছুভানি নিয়তং বপুরম্বিকায়াঃ ॥ ৭৫

সমূহের দ্বারা দিঙ্‌মুখ সকল অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাহার পাদপদ্ম বিনত দেবগণের মুকুটাগ্রের দ্বারা নিঘৃষ্ট হইতেছে। চন্দ্রের তরুণ কলাধারী ঘটের ন্যায় স্তনমণ্ডল বিশিষ্ট উমাপতির সেই কলত্র আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন। ৭২

অন্তর্মাতৃকাক্রমে কুণ্ডলিনীর ধ্যান বলিতেছেন। অর্ণব (চারি) ছয়, দিক্ (দশ), রবি (দ্বাদশ), কলা (ষোড়শ) ও চক্ষুঃ (দুই) বিভক্ত ষোড়শ স্বর বর্ণ-সমূহের দ্বারা ও ক্ষহযুক্ত সকারাদি ককারান্ত বর্ণসমূহের দ্বারা ক্রমে ক্রমে আবৃত, ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, শাকিনী ও হাকিনী শক্তি সমূহের দ্বারা আশ্রিত ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও শিবের দ্বারা ব্যাপ্ত এই ষট্‌চক্র ভেদকারিণী পরদেবতা কুণ্ডলিনী ত্রিজগৎ বাসী জীবগণের চিত্তে আনন্দ বিধান করুন। ৭৩

মূলাধার হইতে সত্ত্ব, রজস্তমোরূপ গুণসমূহে শোভিত-দেহা লিঙ্গত্রয়ে ব্যাপ্তা কমল সমূহকে সত্বর ভেদকরী চিন্ময় ঘনানন্দ প্রবোধের জন্মদাত্রী সংক্ষুব্ধ ধ্রুব-মণ্ডলবর্ত্তী অমৃতকর (চন্দ্র) হইতে প্রস্যন্দমান অমৃতস্রোতে কন্দলিতা চঞ্চল তড়িতের ন্যায় আকার বিশিষ্টা শিবাকে ভাবনা করিবেন। ৭৪

সমস্ত আনন্দমূল শ্রুতিমৌলি (উপনিষৎ) বেদ্য অর্দ্ধচন্দ্রভূষণ সর্বলোকের অধিষ্ঠাতা ভক্তের আর্ত্তিভঞ্জনে তৎপর ঈশ্বরের স্থান অম্বিকার এই দেহ শুভসমূহ সর্বদা প্রদান করুন। ৭৫

মঞ্জু-শিঞ্জিত-মঞ্জীরং বামমর্দ্ধং মহেশিতুঃ।
আশ্রয়ামি জগন্মূলং যন্মূলং বচসামপি ॥ ৭৬

স্থূলেন্দ্রনীল-রুচিরং কুচভার-নম্রং
ভাস্বৎ-স্বভূষণ-গণৈঃ প্রবিভক্ত-শোভম্।
বিশ্বৈক-মূলমনিশং শ্রুতি-মৌলি-মৃগ্য-
মর্দ্ধং মহেশিতুরখণ্ডিতমাশ্রয়ামঃ ॥ ৭৭

দিক্-কালাদি-বিবর্জিতে পরশিবে চৈতন্যমাত্রাত্মকে
শূন্যে কারণপঞ্চকস্য বিলয়ং নীতে নিরালম্বনে।
আত্মানং বিনিবেশ্য নিশ্চল-ধিয়া নির্লীন-সর্বেন্দ্রিয়ো
যোগী যোগফলং প্রয়াতি সুলভং নিত্যোদিতং নিষ্ক্রিয়ম্ ॥ ৭৮

মহাবলায় প্রণতোঽস্মি তস্মৈ সংবিল্লতালিঙ্গন-শীতলায়।
যেনার্পিতং মুক্তিফলং বিপকমাম্নায়-শাখাভিরুপাশ্রিতেভ্যঃ ॥ ৭৯

তস্মাদভূদখিল-দেশিক-বারণেন্দ্রঃ
ষট্‌কর্ম-সাগর-বিহার-বিনোদশীলঃ।

মধুর ধ্বনিকারী নূপুর ধারী বাক্যসমূহের ও মূল জগতের মূল মহেশ্বরের বাম অর্দ্ধকে আমি আশ্রয় করি। ৭৬

স্থূল ইন্দ্রনীলের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট কুচভারে নম্র সুন্দর সুন্দর উজ্জ্বল ভূষণ সমূহের দ্বারা বিভিন্ন শোভাযুক্ত বিশ্বের একমাত্র মূল শ্রুতিমৌলিবেদ্য মহেশীর অখণ্ডিত অর্দ্ধকে আমি সর্বদা আশ্রয় করি। ৭৭

দিক্, কাল ও স্বরূপের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ শূন্য (অরূপ) নিরালম্বন পরমশিবে পঞ্চভূতের কারণপঞ্চক পঞ্চতন্মাত্রের বিলয় হইলে বিলীন সর্বেন্দ্রিয় যোগী স্থিরবুদ্ধি দ্বারা নিত্যপ্রকাশ নিষ্ক্রিয় জীবাত্মাকে পরম শিবে নিবেশ করিয়া সুলভ যোগফল লাভ করেন। ৭৮

যিনি আশ্রিত জনগণকে বেদশাখা সমূহের দ্বারা বিপক্ব মুক্তিফল অর্পণ করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানলতার আলিঙ্গনে শীতল, সেই প্রসিদ্ধ মহাবলকে আমি প্রণাম করি। ৭৯

সেই মহাবল হইতে ষট্‌কর্মরূপ সাগর বিহারে বিনোদশীল অখিল দেশিক-রূপ বারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে দেশিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। যাঁহার বিজয়

যস্য ত্রিলোক-বিততং বিজয়াভিধান-
মাচার্য্য-পণ্ডিত ইতি প্রথয়ন্তি সন্তঃ ॥ ৮০

তন্নন্দনো দেশিক-দেশিকোঽভূচ্ছ্রীকৃষ্ণ ইত্যভ্যুদিত-প্রভাবঃ।
যৎপাদ-কারুণ্য-সুধাভিষেকাল্লক্ষ্মীং পরামশ্নুবতে কৃতার্থাঃ ॥ ৮১

আচার্য্য-বিদ্যা-বিভবস্য তস্য জাতঃ প্রভোর্লক্ষ্মণ-দেশিকেন্দ্রঃ।
বিদ্যাস্বশেষাসু কলাসু সর্বাস্বপি প্রথাং যো মহতীং প্রপেদে ॥ ৮২

আদায় সারমখিলং নিখিলাগমেভ্যঃ
শ্রীশারদাতিলক-নাম চকার তন্ত্রম্।
প্রাজ্ঞঃ স এষ পটলৈরিহ তত্ত্বসংখ্যৈঃ
প্রীতি-প্রদান-বিধয়ে বিদুষাং চিরায় ॥ ৮৩

অনাদ্যন্তাশ্ছম্ভোর্বপুষি কলিতার্দ্ধেন বপুষা
জগদ্রূপং শশ্বৎ সৃজতি মহনীয়ামপি গিরম্।
সদর্থা শব্দার্থ-স্তনভর-নতা শঙ্কর-বধূ-
র্ভবদ্-ভূত্যৈ ভূয়াদ্ ভব-দুঃখৌঘ-শমনী ॥ ৮৪

ত্রিলোক বিস্তৃত। সজ্জনগণ তাঁহাকে আচার্য্য পণ্ডিত এই বলিয়া প্রথিত করিয়াছেন। ৮০

তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ নামক এক পুত্র হইয়াছিল। তিনি দেশিকগণেরও দেশিক। তাঁহার প্রভূত প্রভাব উৎপন্ন হইয়াছিল। যাঁহার পাদকারুণ্য সুধার অভিষেক হইতে কৃতার্থগণ উত্তম লক্ষ্মী লাভ করেন। ৮১

যিনি অশেষ বিদ্যাসমূহে ও সমস্ত কলাতে মহতী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ দেশিকেন্দ্র বিদ্যাবিভবশালী ষট্‌কর্মাদি সমস্ত কার্য্যে সমর্থ সেই আচার্য্য পণ্ডিত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৮২

এই জগতে সেই এই প্রাজ্ঞ লক্ষ্মণ দেশিকেন্দ্র পণ্ডিতগণের চিরকাল আনন্দ প্রদান বিধানের জন্য নিখিল আগম হইতে সমস্ত সার সংগ্রহ করিয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যক পটলের দ্বারা শ্রীশারদাতিলক নামক তন্ত্র করিয়াছিলেন। ৮৩

সংসার জনিত দুঃখ সমূহের নাশিনী শব্দ ও অর্থরূপ সকল অর্থবতী স্তনভারে নম্রা শঙ্কর বধূ অনাদি অনন্ত শম্ভুর দেহে বদ্ধ অর্দ্ধদেহের দ্বারা সর্বদা জগতের রূপ সৃষ্টি করেন, মহনীয় বাক্যও সৃষ্টি করেন। ৮৪

সুখদা দাতৃ-সুভগা শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণী ।
গ্রন্থ-পুষ্পোপহারেণ প্রীতা নঃ পার্বতী সদা ॥ ৮৫

ইতি শ্রীশারদাতিলকে পঞ্চবিংশঃ পটলঃ

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ

সুখদা দাতৃগণের প্রিয়া শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণী পার্বতী গ্রন্থরূপ পুষ্প সমূহের উপহারের দ্বারা আমাদের প্রতি প্রীতা হউন । ৮৫

শ্রীশারদাতিলক তন্ত্রের পঞ্চবিংশতি পটলের অনুবাদ সমাপ্ত

গ্রন্থ সমাপ্ত

॥ নবভারত তন্ত্রশাস্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

(মূল, টীকা, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদসহ)

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব । ৪০·০০

ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পাদিত

কুলার্ণবতন্ত্র । ৩০·০০ পরশুরামকল্পসূত্রতন্ত্র । ৩১·০০

নিত্যোৎসবতন্ত্র ৩৫·০০ নিত্যাষোড়শিকার্ণব তন্ত্র ২৫·০০

গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সম্পাদিত

সরস্বতীতন্ত্র— । ৩·০০ ষট্‌চক্রনিরূপণ— । ৫·০০

গুপ্তসাধনতন্ত্র—শ্রীমৎ হরিহরানন্দ । ৬·০০

অন্নদাকল্পতন্ত্র— ঐ । ৬·০০

ভূতডামরতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় । ৬·০০

বৃহৎ-তন্ত্রসার— ঐ (একখণ্ডে সম্পূর্ণ) । ৪০·০০

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র—শ্রীসুকুমার চট্টরাজ তন্ত্ররত্ন । ৪·০০

তারারহস্য—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত । ১০·০০

নির্বাণতন্ত্র—শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ । ৫·০০

কালীতন্ত্র— ঐ । ১০·০০

সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্র—শ্রীগণনাথ ত্রিপাঠি নবতীর্থ । ৫·০০

নিরুত্তরতন্ত্র— ঐ । ৮·০০

ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র—শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ । ৬·০০

মাতৃকাভেদতন্ত্র— ঐ । ৫·০০

বগলামুখীতন্ত্র—শ্রীমৎ ক্রিয়ানন্দ মহাভারতী । ৬·০০

শ্রীজ্যোতির্লাল দাস সম্পাদিত

কুব্জিকাতন্ত্র— । ৬·০০ মায়াতন্ত্র— । ৭·০০

কুমারীতন্ত্র— । ৪·০০ কামাখ্যাতন্ত্র— । ৬·০০

কামধেনুতন্ত্র— । ১০·০০ যোনিতন্ত্র— । ৮·০০

ছিন্নমস্তাতন্ত্র—স্বামী চণ্ডিকানন্দ তীর্থ-ভারতী-সরস্বতী । ৫·০০

যোগিনীতন্ত্র—শ্রীমৎ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী । ৩০·০০

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত

মুদ্রাভিধান— । ৩০·০০ মুণ্ডমালাতন্ত্র— । ১৬·০০

তোড়লতন্ত্র— । ৬·০০ শারদাতিলকম্— । ৫০·০০

কঙ্কালমালিনীতন্ত্র—অধ্যাপক অযোধ্যানাথ শাস্ত্রী । ৮·০০

শ্যামারহস্যম্—শ্যামানন্দতীর্থ । ৩৫·০০

জ্ঞানার্ণবতন্ত্র—সতীস্বামী দামোদর আশ্রম । ২৫·০০

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

দেবীপুরাণ— । ৩১·০০ কালি…